

সংবাদপত্র দেখে

তৃতীয় খণ্ড
ষাটের দশক ■ দ্বিতীয় পর্ব

সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু

■ তৃতীয় খণ্ড ■ ষাটের দশক ■ দ্বিতীয় পর্ব



সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু
তৃতীয় খণ্ড
ষাটের দশক ৯ দ্বিতীয় পর্ব



বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট
গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০

প্রকাশক
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট

প্রথম প্রকাশ
জুন ২০১৭

প্রচ্ছদ
মোমিন উদ্দীন খালেদ

প্রচ্ছদে বঙ্গবন্ধুর চিত্রকর্ম
শাহজাহান আহমেদ বিকাশ

বানান সমন্বয়
সুশীল কুমার মণ্ডল

কম্পিউটার বিন্যাস
হৈয়দ মোহাম্মদ আবু সোহেল

মুদ্রাকর
এসোসিয়েটস্ প্রিন্টিং প্রেস
১৬৪ ফকিরাপুল, ঢাকা

মূল্য
৳ ৪০০.০০

Bangabandhu in the Press, 3rd Volume, Chief Editor : Md. Shah Alamgir
Published by Press Institute of Bangladesh, 3 Circuit House Road, Dhaka-1000.
Price : 400 Taka. \$8 Only
ISBN : 978-984-732-030-4
Phone : 9333403, 9330081-84, Fax : 880-02-8317458
E-mail : dg@pib.gov.bd, Website : <http://www.pib.gov.bd>

সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু
তৃতীয় খণ্ড
ষাটের দশক ৯ দ্বিতীয় পর্ব

প্রধান সম্পাদক
মো. শাহ আলমগীর
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট

উপদেষ্টা পরিষদ
গোলাম সারওয়ার
চেয়ারম্যান
পিআইবি পরিচালনা বোর্ড

ড. সাখাওয়াত আলী খান
অনারারি অধ্যাপক
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মফিদুল হক
লেখক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক
ফায়জুল হক
পরিচালক (গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ)

সম্পাদক
ড. কামরুল হক
রিসার্চ অফিসার

আধেয় নিরীক্ষণ
বনশ্রী ডলি

আধেয় সংগ্রহ
দিনেশ মাহাতো
হাসি খাতুন
ফারজানা আক্তার
রীপা রায়
সাহানাৎ হোসেন
আবুল কালাম আজাদ
শেগুফতা আবিদ
ইয়াসিন সোহাগ
হুমায়ুন কবির
সেখ ফয়সাল আহমেদ

কম্পিউটার কম্পোজ
মো. ফরিদুল আলম
মো. আলমগীর হোসেন

মু | খ | ব | ক

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর ধারাবাহিক আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়েছিল। তাঁর ঘটনাবহুল রাজনৈতিক জীবনের অনেক কথাই এখনো অজানা। এই প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনের নানা ঘটনার তথ্য সংবাদপত্র থেকে তুলে এনে তা সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট। ‘সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু’ শিরোনামে গ্রন্থাকারে এই তথ্যগুলো প্রকাশ করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন কার্যক্রম, বক্তৃতা, বিবৃতি, বঙ্গবন্ধু-সংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয়, কলাম, চিঠি, জনসভার বিজ্ঞাপনসহ অন্যান্য তথ্য। ধারাবাহিকভাবে তথ্য সংরক্ষণের জন্য গ্রন্থটি কয়েকটি খণ্ডে সাল অনুযায়ী প্রকাশ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রকাশিত হলো তৃতীয় খণ্ড। এই খণ্ডে ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত সময়ের তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর ১৯৬৪ সালের ২৫ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর বাসায় অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে আওয়ামী লীগকে পুনরায় সংহত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ বৈঠকের প্রস্তাবের ভিত্তিতে বঙ্গবন্ধুকে তৎকালীন পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশকে দলের সভাপতি করা হয়। ১১ মার্চ একটি সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়, যার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধকল্পে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ সময় সেনাশাসক আইয়ুব খান বিভিন্নভাবে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার পরিকল্পনা করে। আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র, সামরিক শাসনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম-বিরোধী নেতাদের মধ্যে অগ্রগামী ছিলেন বঙ্গবন্ধু। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে কাজ করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আইয়ুব-বিরোধী প্রার্থী ফাতেমা জিন্নাহকে সমর্থন করেন।

১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে পাকিস্তানের বিরোধী দলসমূহের একটি জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি পেশ করেন, যাতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের পরিপূর্ণ রূপরেখা উল্লেখ করা হয়। এই দাবি সম্মেলনের উদ্যোক্তারা প্রত্য্যখ্যান করেন এবং বঙ্গবন্ধুকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করেন। এ কারণে তিনি ওই সম্মেলন বর্জন করে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসেন। ওই বছরই ১৯ মার্চ তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। সভাপতি হওয়ার

পর তিনি ছয় দফার পক্ষে সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে দেশব্যাপী গণসংযোগ শুরু করেন। এ সময় তিনি প্রায় পুরো দেশ ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণের সময় তিনি ঢাকা, সিলেট, ময়মনসিংহসহ বিভিন্ন স্থানে অনেকবার গ্রেফতার হন।

বাঙালি জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর ৫৫ বছরের জীবনের ৪ হাজার ৬শ’ ৮২ দিন কারাগারে কাটিয়েছেন। এর মধ্যে ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালে বিভিন্ন মেয়াদে তিনি ৬৬৫ দিন কারাগারে ছিলেন। ছয় দফা ঘোষণার পর বঙ্গবন্ধু যেখানে সমাবেশ করতে গেছেন, প্রায় সবখানেই গ্রেফতার হয়েছেন। ওই সময়ে তিনি ৩২টি জনসভা করে বিভিন্ন মেয়াদে ৯০ দিন কারাভোগ করেন। ১৯৬৬ সালের ৮ মে তিনি আবারো গ্রেফতার হয়ে ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে মুক্তি পান। এ সময় তিনি ১ হাজার ২১ দিন কারাগারে ছিলেন।

সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু গ্রন্থের এই খণ্ডে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার প্রতিফলন ঘটেছে। ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত আন্দোলনমুখর সময়ে বঙ্গবন্ধুর ওপর নানা হয়রানিমূলক কর্মকাণ্ডের বিবরণই বেশি পাওয়া যায়। তবে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির মধ্যে নিজস্ব জাতীয়তাবোধ তৈরি, শোষিত-বঞ্চিত বাঙালিদেরকে নিজেদের অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ করা এবং সর্বোপরি স্বাধিকার ও স্বাধীনতা অর্জনের দিকে ধাবিত করার যে প্রয়াস চালিয়েছেন তার প্রতিফলন ঘটেছে ওই সময়ের সংবাদপত্রে।

পাকিস্তানি সামরিক শাসক আইয়ুব খান তাঁর ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য মৌলিক গণতন্ত্র নামে এক অভিনব পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। ১৯৬৪ সালের নভেম্বরে পাকিস্তানের উভয় অংশেই মৌলিক গণতন্ত্রীদেব নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ইতোপূর্বে নির্বাচিত ৮০,০০০ মৌলিক গণতন্ত্রী এই নির্বাচনে নির্বাচকমণ্ডলী হিসেবে কাজ করেন। স্বাভাবিকভাবেই নির্বাচনী কারসাজিতে বিরোধীদলীয় প্রার্থী ফাতেমা জিন্নাহকে পরাজিত করে আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আইয়ুব খানের প্রেসিডেন্ট হওয়ায় জনসাধারণকে হতাশ না হওয়ার আহ্বান জানান। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি বিবৃতি তখন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়:

সম্মিলিত বিরোধী দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্য (সোমবার) এক বিবৃতিতে বলেন যে, জনসাধারণের গণতান্ত্রিক আশা-আকাংক্ষা বাস্তবায়নের সংগ্রাম অবিশ্রান্তভাবে চলবে।

সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে শেখ মুজিব জনসাধারণকে এই মর্মে আশ্বাস দেন যে, চূড়ান্ত বিজয় আমাদেরই হইবে। আইয়ুব খানের তথাকথিত বিজয়ে নিরাশ

হওয়ার কিছুই নাই। জনসাধারণ ধৈর্য ও সাহসিকতার সঙ্গে পরিবর্তন কালের ক্রেশ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মোকাবিলা করিবেন বলিয়া তিনি আস্থা প্রকাশ করেন।

বিবৃতিতে শেখ মুজিব বলেন, প্রধান নির্বাচনী কমিশনারের নিকট হইতে প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনের ফলাফল শ্রবণ করিয়া সমগ্র জাতি কৌতুকবোধ করিয়াছে। তিনি বলেন, চূড়ান্ত বিজয় আমাদের জন্যই অপেক্ষা করিতেছে; তাই হতাশ হওয়ার কিছুই নাই। তিনি বলেন, জনসাধারণ কখনও পরাজিত হইতে পারে না, ইতিহাসের শিক্ষা কখনও ভ্রান্ত হইতে পারে না। তাই আমার বিশ্বাস, জাতি ধৈর্য ও সাহসিকতার সঙ্গে পরিবর্তন কালের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্মুখীন হইবেন। (দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ই জানুয়ারী ১৯৬৫)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে একের পর এক বিভিন্ন মামলার মাধ্যমে নাজেহাল করা হয়। এসব মামলার বেশির ভাগই ছিল রাষ্ট্রদ্রোহিতা মামলা, জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সে মামলা। পূর্ববর্তী বছরের লিফলেট মামলাও চলতে থাকে দীর্ঘদিন। দিনের পর দিন এসব মামলার শুনানি চলতে থাকে। নতুন নতুন মামলায় জড়ানো হয় তাঁকে। বারবার থ্রেফতার করা হয়। আবার জামিনও লাভ করেন তিনি। এসব ঘটনার প্রতিফলন দেখা যায় ওই সময়ের সংবাদপত্রে।

১৯৬৪ সালের জানুয়ারিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে পূর্ব পাকিস্তান দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে ‘পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও’ শিরোনামে প্রচারপত্র প্রকাশ করায় ১৯৬৪ সালের ১৭ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুসহ কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। জনসাধারণের কাছে হয়ে করার জন্য রাজনীতিবিদদের নামে এই মামলা চালানো হয় দীর্ঘদিন। বঙ্গবন্ধুকে বারবার হাজিরা দিতে হয় কোর্টে। এমন একটি খবরের নজির নিচে তুলে ধরা হলো:

গতকল্য (মঙ্গলবার) ঢাকা সদর (দক্ষিণ) এস, ডি, ও’র আদালতে “পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও” শীর্ষক লিফলেট সংক্রান্ত মামলার অভিযুক্তগণ হাজির হইলে আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী উক্ত মামলার পরবর্তী তারিখ ধার্য করা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে সংগঠিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে গঠিত ‘দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি’র জনাব আতাউর রহমান খান, জনাব শেখ মুজিবুর রহমান, জনাব শাহ আজিজুর রহমান, জনাব হামিদুল হক চৌধুরী, জনাব তফাজ্জল হোসেন, জনাব জহুর হোসেন চৌধুরী, জনাব মাহবুবুল হক, জনাব মাহমুদ আলী, ডঃ আলীম আল-রাজী, জনাব আলী আকন্দ প্রমুখ ১২ জন নেতৃস্থানীয় সদস্য উক্ত মামলায় অভিযুক্ত। (সংবাদ, ৬ই জানুয়ারী ১৯৬৫)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে একই সঙ্গে অনেকগুলো হয়রানিমূলক মামলা মোকাবিলা করতে হয়। এর একটি নজির নিচে উল্লিখিত খবরটি। এই খবরের শিরোনাম ছিল: ‘শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে ৫টি মামলা : চলতি মাসে ৪টির ও আগামী মাসে ১টির শুনানি’। খবরটিতে লেখা হয়:

গতকল্য (মঙ্গলবার) ঢাকার অতিরিক্ত ডিপুটি কমিশনার জনাব বি, আলমের কোর্টে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় অভিযুক্ত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান হাজির হইলে আগামী ৩রা জুলাই এই মামলার সরকারপক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণের তারিখ ধার্য হয়। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, ঢাকার বিভিন্ন কোর্টে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের ৩টি মামলাসহ মোট ৫টি মামলা বিচারায়ীন রহিয়াছে। আগামী ২২শে, ২৬শে, ২৮শে ও ৩০শে জুন উক্ত মামলাগুলির পরবর্তী তারিখ ধার্য হইয়াছে। (দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ই জুন ১৯৬৫)

বঙ্গবন্ধুকে হয়েপ্রতিপন্ন ও হয়রানি করার জন্য বিভিন্ন মামলায় জড়িয়ে কারাগারে আটকে রাখা হয়। জনবিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তাঁর প্রতি মানুষের ভালোবাসা ছিল অপরিসীম। জেলখানা থেকে মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভালোবাসায় আশ্রিত হতেন তিনি। পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজিত ও তাঁদের মনে সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করার অভিযোগে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে এক রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা চলে দীর্ঘদিন। এই মামলা থেকে জামিনে মুক্তিলাভ করলে জেল গেটে বঙ্গবন্ধুকে বিপুল সংবর্ধনা দেয়া হয়। এ বিষয়ে প্রকাশিত খবরে লেখা হয়:

পল্টন ময়দানে বক্তৃতা দানের অপরাধে ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার জনাব এম, বি, আলম আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে দুই দফায় ১ বৎসর করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলেও উক্ত কোর্টে তাঁহার অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের আবেদন নামঞ্জুর হওয়ার পর এবং হাইকোর্টে অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন মঞ্জুর হওয়ার সময় পর্যন্ত স্বল্পকালের জন্য শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে ছিলেন। হাইকোর্টের অন্তর্বর্তীকালীন জামিনে মুক্তিলাভের পর গতকালই অপরাহ্নে যখন শেখ সাহেব জেল হইতে বাহির হইয়া আসেন তখন তাঁহাকে পুষ্পস্তবকভূষিত দেখা যায়। তাঁহার নিকট হইতে জানা যায় যে, কারাগারে আটক ব্যক্তির তাহাকে ফুল দ্বারা অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। শেখ মুজিবুর রহমান জামিনে জেলের বাহিরে আসিলে আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীবৃন্দ এবং তাঁহার গুণমুগ্ধ ভক্তবৃন্দ এবং জনসাধারণ তাঁহাকে জেল গেটে মালাভূষিত করেন। (দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯শে জানুয়ারী ১৯৬৬)

১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর এক সম্মেলনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমান ৬-দফা দাবি পেশ করেন। প্রকৃতপক্ষে ৬-দফা ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির

সনদ। দূরদর্শী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরবর্তী সময়ে ৬-দফা দাবিকে কেন্দ্র করেই বাঙালি জাতির স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। লাহোরে অনুষ্ঠিত উল্লিখিত সম্মেলনে ৬-দফা দাবি উত্থাপন করায় বঙ্গবন্ধু সমালোচনার মুখোমুখি হন। সম্মেলনে তাঁকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে অভিহিত করার প্রয়াস চালানো হয়। শেষ পর্যন্ত অধিবেশন বর্জন করে দেশে ফিরে আসেন বঙ্গবন্ধু। এ বিষয়ক এক খবরে লেখা হয় :

কতিপয় বিরোধী দলীয় নেতৃবর্গের উদ্যোগে আহৃত লাহোর সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর সহিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই বলিয়া অদ্য এখানে প্রকাশ। আওয়ামী লীগ দলীয় পূর্ব পাকিস্তানী প্রতিনিধিগণ সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন বর্জন করিয়াছেন। প্রকাশ, সম্মেলনের উদ্যোক্তা কতিপয় সংখ্যালঘিষ্ঠ দলীয় নেতা আলোচনার সময় নাই-এই অজুহাতে বহুনেতাকে তাঁহাদের মতামত বিনিময়েরও সুযোগ দান করেন নাই।
(সংবাদ, ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬)

ঢাকায় ফিরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা উত্থাপনের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন। ছয় দফা প্রস্তাব সম্পর্কে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী অনেক নেতা অযৌক্তিক মনোভাব গ্রহণ করেছেন বলেও অভিযোগ করেন। সংবাদপত্রে এ সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হয়। এতে লেখা হয়:

আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্য (শুক্রবার) করাচী হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়া ঘোষণা করেন যে, লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী শিবিরের সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাদিই নয়, গোটা সম্মেলনের সঙ্গেই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিদল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে। তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চিত সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করা সম্ভব নয় বলিয়াই এই সম্মেলনের সঙ্গে তাঁহাকে ও তাঁহার সহকর্মীদের সম্পর্ক ছিন্ন করিতে হইয়াছে এবং সেইজন্যই সম্মেলনে গৃহীত কোন প্রস্তাব বা সিদ্ধান্তের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কোনরূপ সম্পর্ক বা সংশ্লিষ্টতা নেই। তেজগাঁও বিমানবন্দরে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রায় একঘণ্টাকাল আলাপ-আলোচনা করেন এবং সাংবাদিকদের বহুমুখী প্রশ্নের জবাব দান করেন। যুক্তোত্তর দেশের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া শেখ মুজিব জাতীয় সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটির বিবেচনার জন্য দেশের দুই প্রদেশের মধ্যে অটুট ঐক্য, সুদৃঢ় সংহতি ও বৃহত্তর সমঝোতা সৃষ্টির জন্য মুখ্যতঃ যে ৬-দফা প্রস্তাব করেন সেই সম্পর্কে তিনি সাংবাদিকদের বিস্তারিত বিবরণ দান করেন। (দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬)

ছয় দফা বাঙালির প্রাণের দাবিতে পরিণত হলেও অনেক পাকিস্তানি এবং পাকিস্তানপন্থী রাজনৈতিক নেতা ও দলের বিরোধিতার মুখোমুখি হয়।

শুরুরতেই যারা বিরোধিতা করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন পাকিস্তান নেজামে ইসলাম পার্টির প্রধান চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, মুসলিম লীগের বিভিন্ন গ্রুপ, পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর সভাপতি মওলানা আবুল আলা মওদুদী, আবদুস সবুর খান, জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ পাকিস্তানের বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। ছয় দফা প্রসঙ্গে মওদুদীর বক্তব্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। তিনি বলেন:

পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর সভাপতি মওলানা আবুল আলা মওদুদী গতকল্য (বুধবার) ঢাকায় বলেন যে, দেশের অখণ্ডত্ব রক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করিয়া প্রদেশসমূহকে যতখানি স্বায়ত্তশাসন দেওয়া সম্ভব, তিনি ততখানি স্বায়ত্তশাসনই প্রদেশসমূহকে দেওয়ার পক্ষপাতী। গতকল্য করাচী হইতে ঢাকা আসিয়া মওলানা মওদুদী বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের বলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য যে ৬-দফা সুপারিশ করিয়াছেন, তাহা হইতে আর ‘একপদ’ আগাইলেই দেশের অখণ্ডত্ব নষ্ট হইবে এবং এই জন্যই তিনি শেখ মুজিবরের ৬-দফার ঘোর বিরোধী।
(দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬)

অপরদিকে পাকিস্তানের সে সময়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো ছয় দফার তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে ছয় দফা নিয়ে বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুর প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন। সংবাদপত্রে এ প্রসঙ্গে প্রকাশিত খবরে লেখা হয়:

জনাব ভুট্টো বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত তাঁহার কোন ব্যক্তিগত বিরোধ নেই। কিন্তু তিনি যে ৬ দফা দিয়াছেন, তাহা দেশকে ধ্বংসের পথে টানিয়া আনিবে। তাই জনগণকে ইহার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে হইবে। শেখ সাহেবের প্রতি চ্যালেঞ্জ দিয়া তিনি বলেন যে, শেখ মুজিবরের সহিত একই সঙ্গে দাঁড়াইয়া এই ছয় দফার আলোচনা করিতে তিনি প্রস্তুত রহিয়াছেন।
(দৈনিক পয়গাম, ২১শে মার্চ ১৯৬৬)

আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে জুলফিকার আলী ভুট্টোর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের যে কোনো স্থানে জনসভায় ভুট্টোকে ছয় দফা নিয়ে মোকাবিলা করার প্রস্তাব দেয়া হয়। এ বিষয়ে সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হয়:

পূর্ব পাকিস্তানের যে কোন স্থানে যাইয়া একই মঞ্চ হইতে ছয় দফা কর্মসূচী আলোচনার জন্য পররাষ্ট্র উজীর জনাব জেড, এ, ভুট্টো শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি যে চ্যালেঞ্জ প্রদান করিয়াছেন, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দীন আহমদ অদ্য উক্ত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। অদ্য রাত্রে সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে

আওয়ামী লীগ নেতা জনাব ভুট্টোকে নিজ পছন্দ অনুযায়ী প্রদেশের যে কোন স্থানে আগামী রবিবার এক জনসভার আয়োজন করার অনুরোধ জানাইয়াছেন।

(আজাদ, ২২শে মার্চ ১৯৬৬)

কিন্তু দীর্ঘ নীরবতার পর ঢাকা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনাকালে জুলফিকার আলী ভুট্টো পুনরায় ছয় দফা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব দেন:

পাক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো অদ্য রাতে পুনরায় আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি চ্যালেঞ্জ প্রদান করিয়াছেন। সাংবাদিকদের সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে জনাব ভুট্টো উল্লেখ করেন, শেখ মুজিবের “পছন্দসই যে কোন বিষয়ে প্রকাশ্য মঞ্চে” আলাপ-আলোচনা করিতে তিনি প্রস্তুত রহিয়াছেন। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গত মাসে পাকিস্তান মুসলিম (কনভেনশন) লীগ কাউন্সিলের বৈঠকে বক্তৃতা প্রসঙ্গে জনাব ভুট্টো একই মঞ্চে দাঁড়াইয়া ৬-দফা সম্পর্কে আলোচনা করিতে শেখ মুজিবকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। (সংবাদ, ১৩ই এপ্রিল ১৯৬৬)

বঙ্গবন্ধু জুলফিকার আলী ভুট্টোর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে পল্টন ময়দানে তাঁর সঙ্গে ছয় দফা নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনার প্রস্তাব দেন। এ বিষয়ে প্রকাশিত খবরে লেখা হয়:

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান অদ্য পররাষ্ট্র উজির জনাব জুলফিকার আলী প্রদত্ত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিয়াছেন ও আগামী ২৪শে এপ্রিল পল্টন ময়দানে এক জনসমাবেশে ছয়দফা সহ অন্যান্য দাবি-দাওয়া সম্পর্কে সামনাসামনি আলোচনা করার জন্য জনাব ভুট্টোকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। অদ্য শেখ মুজিবুর রহমান এক বিবৃতিতে বলেন, অদ্যকার দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। উক্ত সংবাদে পররাষ্ট্র উজীর জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তাহার পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানকালে ছয়দফা ও অন্যান্য দাবি সম্পর্কে আমার সঙ্গে আলোচনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। জনাব ভুট্টোর ছয় দফা সম্পর্কে আলোচনা করার এই ইচ্ছাকে আমি স্বাগতঃ জানাইতেছি। (আজাদ, ১৪ই এপ্রিল ১৯৬৬)

কিন্তু শেষ পর্যন্ত জুলফিকার আলী ভুট্টো ছয় দফা নিয়ে প্রকাশ্যে বঙ্গবন্ধুকে মোকাবিলা করার সাহস পাননি। এ প্রসঙ্গে তিনি নীরব হয়ে যান। ভুট্টোর এই পিছু হটাকে বঙ্গবন্ধু ছয় দফার নৈতিক বিজয় হিসেবে অভিহিত করেন। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়:

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান অদ্য স্থানীয় টাউন হল ময়দানে এক বিরাট জনসভায় শ্রোতাদের একটানা আনন্দ ও হর্ষধ্বনির মধ্যে ঘোষণা করেন

যে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো আমাকে মোকাবিলা করার প্রশ্নে শেষ পর্যন্ত কাটিয়া পড়ায় ৬-দফার ব্যাপারে আমাদের প্রথম পর্যায়ের বিজয় সূচিত হইয়াছে। তাহার এই পশ্চাদপসারণ শুধু তাহার একারই পরাজয় নহে, ইহা সামগ্রিকভাবে বর্তমান সরকারেরই পরাজয়। কারণ, স্বয়ং প্রেসিডেন্টসহ যখন কেন্দ্রীয় সরকারের হর্তাকর্তাদের প্রায় সকলেই এখানে উপস্থিত, তখনও তাঁহারা ৬-দফা প্রশ্নে সামনা-সামনি দাঁড়াইতে সক্ষম হন নাই। শেখ মুজিব বলেন যে, ৬-দফা সম্পর্কে জনমতের সামনে দাঁড়াইতে তাহাদের সাহস না হওয়ায় ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, কেন্দ্রীয় চক্র জনসাধারণ সম্পর্কে ভীতসন্ত্রস্ত। জনাব ভুট্টোর পিঠটানের মধ্যদিয়া কেন্দ্রীয় চক্র আরও স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে, ৬-দফার প্রতি জনসাধারণের সমর্থন রহিয়াছে। শেখ মুজিব বলেন, আমি এ ধরনের আঠারো শতকী মোকাবিলা প্রস্তাবে বিশ্বাসী নহি। আমরা জনমত যাচাইর জন্য গণভোটে বিশ্বাসী। কিন্তু ভাবাবেগের আতিশয্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব ভুট্টো যখন আমাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়িয়া দিলেন, তখন আমাদের উহা গ্রহণ না করিয়া উপায় ছিল না। আমরা জনপ্রতিনিধি। তাই, জনগণের আদালতেই আমাদের বিচার হইবে। জনাব ভুট্টোর প্রতি এজন্যই করুণার উদ্রেক হয় যে, তিনি আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ দিয়া ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, আমরা সেই লোক যাহারা জনগণের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী। (দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ই এপ্রিল ১৯৬৬)

অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফাকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতির মধ্যে ব্যাপক গণজাগরণ তৈরি করতে সক্ষম হন। দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়ান তিনি। ছয় দফার সমর্থনে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন জনসভা-পথসভায় বিপুল সাড়া পাওয়া যেতে থাকে। ছয় দফার পক্ষে গণজাগরণ ঠেকাতে পাকিস্তানি স্বৈরশাসক দিশেহারা হয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধুকে বিভিন্ন মামলায় জড়িয়ে বারবার গ্রেফতার ও নাজেহাল করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ১৯৬৬ সালের ৮ মে বঙ্গবন্ধুকে দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে তাঁকে দীর্ঘদিনের জন্য কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। এ বিষয়ে প্রকাশিত খবরে লেখা হয় :

গত রবিবার দিনগত রাত দুইটা হইতে চারটার মধ্যে ঢাকা শহরে প্রকৃত প্রস্তাবে ৬ জন এবং চট্টগ্রামে একজন আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেফতার করিয়া দেশরক্ষা আইনের ৩২ (১) ক-ধারার বিধানবলে কারাগারে আটক করা হয়। শেখ সাহেবসহ ঢাকায় গ্রেফতারকৃত নেতৃবৃন্দকে এঁরাতেই সরাসরি ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে লইয়া যাওয়া হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, দেশরক্ষা আইনের এই ধারাটিতে ‘পাকিস্তানের জননিরাপত্তা, স্বার্থ বা দেশরক্ষা,

জনশৃংখলা, অন্য কোন শক্তির সহিত পাকিস্তানের সম্পর্ক পাকিস্তানের সর্বত্র শান্তিपूर्ण পরিবেশ বজায় রাখার এবং প্রয়োজনীয় সরবরাহ ও কাজকর্ম অব্যাহত রাখার বা যথাযোগ্যভাবে যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার যদি কোন ব্যক্তির আচার-আচরণ আপত্তিকর বলিয়া নিঃসন্দেহান হন, ‘তবে তাঁহাকে আটকের নির্দেশ দিতে পারিবেন বলিয়া বিধান রাখা হইয়াছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, রবিবার রাত দুইটায় শেখ মুজিবুর রহমানের ধানমন্ডীস্থ বাসভবন ঘেরাও করা হয় এবং জনৈক পুলিশ অফিসার তাঁহাকে ঘুম হইতে জাগাইয়া গ্রেফতারী পরোয়ানাটি তাহার হাতে দেন। অল্প সময়ের মধ্যে শেখ সাহেব প্রস্তুত হন। রাত্রি তিনটায় তাঁহার সহোদর এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ সাহেবকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেল গেটে পৌছাইয়া দেন। একই সময়ে পুলিশ আওয়ামী লীগ নেতা খন্দকার মোশতাক আহমদ এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন আহমদের বাসভবনে হানা দেয়। তাঁহাদিগকে গ্রেফতার করিয়া সেন্ট্রাল জেলে লইয়া যাওয়া হয়। রাত প্রায় তিনটায় পুলিশ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরীর বাসভবনে হানা দেয় এবং তাঁহাকেও গ্রেফতার করিয়া সেন্ট্রাল জেলে লইয়া যায়। ঐ রাতেই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক জনাব জহুর আহমদ চৌধুরীকে নওয়াবপুর সেন্ট্রাল হোটেলে হইতে এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব মুজিবুর রহমানকে (রাজশাহী) নওয়াবপুর ঢাকা বোর্ডিং হইতে গ্রেফতার করা হয়।

(দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ই মে ১৯৬৬)

এ সময় আরো নানা মামলায় জড়িয়ে বঙ্গবন্ধুকে জেলে আটকে রেখে ছয় দফার আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়ার অপচেষ্টা চালানো হয়। ওই সময় কেন্দ্রীয় কারাগারের ভেতরে কোর্ট বসিয়ে মামলার শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ করাভোগের কারণে বঙ্গবন্ধু অসুস্থ হয়ে পড়েন। তবু তাঁকে জামিন দেয়া হয়নি। এই গ্রেফতারের প্রতিবাদে সমগ্র প্রদেশে ব্যাপক অসন্তোষ ও বিক্ষোভের ঝড় ওঠে। হরতালও পালন করা হয়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন মহল থেকে গ্রেফতারের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করা হয় এবং তাঁর আশু মুক্তি দাবি করা হয়। বঙ্গবন্ধু এবং আওয়ামী লীগ বিরোধী মতাদর্শের রাজনৈতিক দলগুলোও বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগের বিভিন্ন গ্রুপ, এমনকি জুলফিকার আলী ভুট্টোও বঙ্গবন্ধুকে মুক্তিদানের আহ্বান জানান। তবে শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু উনসন্তরের গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে তিনি মুক্তিলাভ করেন।

১৯৬৫ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত সময়ে বেশ কয়েকবার প্রাকৃতিক দুর্ভোগের কবলে পড়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ভূখণ্ড। বঙ্গবন্ধু ছুটে যান

উপদ্রুত এলাকায়। পরে ঢাকায় ফিরে এসে সরকারের অবহেলার চিত্র তুলে ধরেন। এর প্রতিফলন ঘটেছে সংবাদপত্রে:

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল সোমবার একটি বিবৃতি মারফত সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়ে চট্টগ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিকে “চরম পীড়িত” এলাকা ঘোষণা করিয়া জাতীয় জরুরী অবস্থার মত অবস্থা মোকাবেলা করিবার জন্য সরকারের নিকট অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। তিনি সরকারের নিকট ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার জনসাধারণকে সাহায্য ও বিনামূল্যে পূর্ণ রেশনদানের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করেন। জনাব রহমান বিবৃতিতে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার জনসাধারণকে সকল প্রকার কর হইতে অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহতি, চাষীদের গরু ও চাষের সরঞ্জাম এবং মৎস্যজীবীদের নৌকা ও জাল প্রদানের ব্যবস্থা করিবার জন্যও সরকারের নিকট অনুরোধ জানাইয়াছেন। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করিয়া ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পর প্রদত্ত এই বিবৃতিতে জনাব মুজিবুর রহমান বলেন যে, ঘূর্ণিঝড়ে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেও ভাসমান মানুষের উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা না থাকায় বহুলোক দীর্ঘ সময় প্রতিকূলতার সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ হারাইয়াছেন। তিনি বলেন, উদ্ধার ব্যবস্থা সময়মত পরিচালনা করিলে বহু জীবন রক্ষা পাইত। (আজাদ, ২১শে ডিসেম্বর ১৯৬৫)

বিভিন্ন পেশাজীবীর দুঃখ-কষ্ট সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন বঙ্গবন্ধু। তাই পেশাজীবীদের বিভিন্ন আন্দোলনে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন তিনি। তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবি-দাওয়া মেনে নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত এমন কয়েকটি খবরের নজির:

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল্য (রবিবার) ডাক ও তার বিভাগের ধর্মঘটী কর্মচারীদের উপর সরকারী দমননীতির তীব্র নিন্দা করেন এবং ডাক ও তার কর্মচারী ইউনিয়নের ধৃত নেতৃবৃন্দের আশু মুক্তি দাবি করেন। গতকাল্য সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ নেতা বলেন যে, ধর্মঘটের গুরু হইতেই বিভিন্ন মহল হইতে ধর্মঘটী কর্মচারীদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া মানিয়া লইয়া সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে ধর্মঘটের একটি সম্মানজনক পরিসমাপ্তি ঘটাইবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হইতেছে। দুঃখের বিষয়, সরকার পরিস্থিতিতে অবনতির দিকেই যাইতে সাহায্য করিয়াছেন এবং অবস্থাকে জটিল করিয়া তুলিয়াছেন।

(দৈনিক ইত্তেফাক, ১লা মার্চ ১৯৬৫)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল্য শুক্রবার আলোচনার মাধ্যমে রেলওয়ে কর্মচারীদের যুক্তিসঙ্গত দাবি-দাওয়া পূরণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। গতকাল্য এক বিবৃতিতে

আওয়ামী লীগ নেতা বলেন যে, রেলওয়ে কর্মচারীরা ধর্মঘট করিলে জনজীবনে অচলাবস্থার সৃষ্টি হইবে এবং সরকার উহার জন্য দায়ী হইবেন। শেখ সাহেব বিবৃতিতে রেলওয়ে কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া সমর্থন করিয়া আশা প্রকাশ করেন যে, সরকার অবিলম্বে বিষয়টি নিষ্পত্তি করিবেন। (দৈনিক পাকিস্তান, ২৪শে এপ্রিল ১৯৬৫)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে সাত হাজার বিড়ি শ্রমিকের নিকট প্রতিক্ষণতি দেন যে, বিড়ি শ্রমিকদের আন্দোলনে শরীক হওয়ার জন্য আওয়ামী লীগ কর্মীরা সবসময় প্রস্তুত রহিয়াছে। জীবিকার অধিকার আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার নিমিত্ত তিনি তাঁহাদের প্রতি আহ্বান জানান। উত্তরবঙ্গে বিড়ি শিল্পের প্রধান কেন্দ্র হারাগাছা হইতে প্রায় সাত হাজার বিড়ি শ্রমিক শোভাযাত্রা সহকারে দীর্ঘ আট মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আওয়ামী নেতার নিকট নিজেদের অভাব-অভিযোগ পেশ করার জন্য রংপুর আগমন করে। প্রখর সূর্যের কিরণ উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক পরিভ্রমণ করেন এবং আওয়ামী লীগ সভাপতির সহিত সাক্ষাতের জন্য স্থানীয় ডাক বাংলোর সামনে জমায়েত হন। বিড়ি শ্রমিকদের একটি প্রতিনিধিদল ডাক বাংলোয় শেখ মুজিবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের অভাব-অভিযোগ বর্ণনা করেন। শেখ মুজিব পরে বিড়ি শ্রমিকদের উদ্দেশে ভাষণদান করেন। তিনি তাঁহাদের অভাব-অভিযোগের সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে তাঁহাদের প্রতি পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস প্রদান করেন। (দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ই এপ্রিল ১৯৬৬)

বঙ্গবন্ধু-বিরোধী প্রচারণামূলক অনেক সংবাদও সে সময়ের সংবাদপত্রে পাওয়া যায়। বিশেষ করে দৈনিক পয়গাম পত্রিকাটিতে এই প্রবণতা বেশি দেখা যায়। ১৯৬৫ সালের শুরুতেই এমন একটি খবরের নজির নিচে তুলে ধরা হলো। খবরটির শিরোনাম ছিল: শেখ মুজিবর নাজেহাল। এতে লেখা হয়:

তথাকথিত বিপ্লবী নেতা এবং ‘কপের’ অন্যতম কর্ণধার শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য নিজ বাসভূমি গোপালগঞ্জে বক্তৃতা দান করিতে যাইয়া ছাত্রনেতার হাতে নাজেহাল হইয়া ফরিদপুরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। খবরে জানা যায় যে, গোপালগঞ্জে হইতে ২৫ মাইল দূরবর্তী রামদিয়ায় বাণিজ্য উজির জনাব ওয়াহিদুজ্জামান স্থানীয় কলেজের ছাত্র ও নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যদের এক বিরাট সমাবেশে বক্তৃতা দান করিয়া চলিয়া আসিলে শেখ মুজিবর রহমান এক বিশেষ লক্ষ্যযোগে তথায়

গমন করেন। কিন্তু কলেজের ছাত্র ও স্থানীয় জনসাধারণ তাহার লক্ষ্য আগমন করিতে দেখিয়া রুদ্ররোষে ফাটিয়া পড়ে এবং পরিশেষে তাঁহার লক্ষ্য ঘাটে ভিড়িতে ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয়। মূহূর্মূহু ‘কপ’ মূর্দাবাদ ও মুজিবর রহমান মূর্দাবাদ ধ্বনিতে তাহার বক্তৃতা দেওয়ার শত উৎসাহ বিলীন হইয়া যায়। উল্লেখযোগ্য যে, তাহার সহিত প্রাক্তন উজির জনাব আবদুস সালাম খান, ‘কপ’ নেতা এডভোকেট জালাল উদ্দীন ও এডভোকেট আবুল হোসেন সঙ্গে ছিলেন। (দৈনিক পয়গাম, ২রা জানুয়ারী ১৯৬৫)

এই গ্রন্থটিতে আগের খণ্ডগুলোর মতো বঙ্গবন্ধু সম্পর্কিত প্রাপ্ত সব তথ্যই সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। অনেক প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু হয়তো তাঁকে কেন্দ্র করে ছিল না। কিন্তু কোনো না কোনোভাবে তাঁর কথা উল্লেখ থাকলে বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্টতা থাকলে সে প্রতিবেদনটিও আমরা সংযুক্ত করেছি, যাতে ইতিহাসের সেই সময়টিতে তাঁর অবস্থান ও গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা সম্যক ধারণা পেতে পারি। রিপোর্টগুলোর ধারাবাহিকতায় বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর ক্রমবিকাশের ইতিহাস স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কাজটি করতে গিয়ে দেখা গেছে, সেই সময়ের অনেক সংবাদপত্রই সংরক্ষিত নেই। দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও আর্কাইভে অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, পুরোনো দিনের অনেক সংবাদপত্র একেবারেই বিনষ্ট হয়ে গেছে। অনেক সংবাদপত্র আংশিক পাওয়া গেছে। সব কপি সংরক্ষিত নেই। অনেক সংবাদপত্রের সব পৃষ্ঠা অক্ষত নেই। যে কারণে আমরা অত্যন্ত নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করতে গেলেও সব খবর ও তথ্য পুরোটা তুলে আনতে পারিনি। তবে যেখানে যতটুকু পাওয়া গেছে, যেভাবে পাওয়া গেছে, তা আমরা যত্নের সঙ্গে এই গ্রন্থে সংযুক্ত করার প্রয়াস চালিয়েছি। আমাদের সব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও গ্রন্থটি পূর্ণাঙ্গ হয়েছে— এমন দাবি আমরা করতে পারব না। ইতিহাসের অনেক কিছুই নানা জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। আমরা হয়তো সেখানে পৌছতে পারিনি।

গ্রন্থটি সম্পাদনা করতে গিয়ে দালিলিক মূল্য বিবেচনায় রেখে আমরা সংবাদপত্রের ভাষা ও বানান সবই অবিকল রেখেছি। বাক্য গঠন বা ব্যাকরণগত কোনো সংশোধন করা হয়নি। তথ্যের মধ্যবর্তী অংশ বা শেষে কোনো শব্দ, বাক্য বা প্যারা অস্পষ্ট থাকলে কিংবা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠার কোনো অংশ না পাওয়া গেলে সেখানে আমরা চিহ্ন দিয়ে রেখেছি। বঙ্গবন্ধুর নামের বানান একেক সংবাদপত্রে একেক রকম আছে, আমরা তা হুবহু রেখেছি।

এই গ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য যারা পরিশ্রম করেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগের সংশ্লিষ্ট গবেষকগণ দিনের পর দিন নিরন্তর শ্রম দিয়ে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিন্যাস, তথ্য যাচাই, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বানান সমন্বয় ও কম্পিউটার বিন্যাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের প্রতি। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ছাড়া সময়মতো কাজ শেষ করা দুর্লভ ছিল।

কাজটি সুচারুভাবে সম্পাদনার জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়েছিল। তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন। আমাদের সময় দেয়ার জন্য উপদেষ্টা পরিষদের সব সদস্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

যেসব প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, আর্কাইভস্ ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এই গ্রন্থের তথ্য সংগ্রহের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে, এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট কর্মীদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

গ্রন্থটি পূর্ণাঙ্গ করার প্রয়োজনে কারো কাছে নতুন কোনো দলিল বা তথ্য থাকলে তা আমরা পরবর্তী সংস্করণে সংযুক্ত করব। সবার মূল্যবান পরামর্শও আমরা সাদরে গ্রহণ করতে চাই।

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট ‘সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু’ নামে যে গ্রন্থ প্রকাশের কাজ হাতে নিয়েছে, তা আরো কয়েকটি খণ্ডে পূর্ণরূপ পাবে বলে আশা করছি। আমরা তা দ্রুত পাঠকের হাতে পৌঁছে দেয়ার জন্য সচেষ্ট রয়েছি।

জুন ২০১৭

মো. শাহ আলমগীর
মহাপরিচালক

সূ | চি | প | ত্র

মুখবন্ধ	পৃষ্ঠা ৫
১৯৬৫ সাল	পৃষ্ঠা ২১
১৯৬৬ সাল	পৃষ্ঠা ১৫১
১৯৬৭ সাল	পৃষ্ঠা ৬৭৯
সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম	পৃষ্ঠা ৮৭১
চিঠি	পৃষ্ঠা ৯২৯
বিজ্ঞাপন	পৃষ্ঠা ৯৩৫
সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু :	
প্রকাশিত প্রতিবেদনের নমুনা	পৃষ্ঠা ৯৩৯
নির্ঘণ্ট	পৃষ্ঠা ৯৬১

যেসব পত্রপত্রিকা থেকে সংবাদ সংগ্রহ করা হয়েছে

১. আজাদ
২. পাকিস্তান অবজারভার
৩. ডেইলি ডন
৪. দৈনিক ইত্তেফাক
৫. মর্নিং নিউজ
৬. সংবাদ
৭. পূর্বদেশ
৮. দৈনিক পয়গাম
৯. দৈনিক পাকিস্তান

দৈনিক ইত্তেফাক
৫ই জানুয়ারী ১৯৬৫
কেন্দ্রীয় কপ ষ্টিয়ারিং কমিটির বৈঠক
১০ই জানুয়ারীর পূর্বে ঢাকায় অনুষ্ঠানের অনুরোধ
(স্টাফ রিপোর্টার)

সম্ভব হইলে আগামী ১০ই জানুয়ারীর পূর্বেই ঢাকায় সম্মিলিত বিরোধী দলের কেন্দ্রীয় ষ্টিয়ারিং কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠানের অনুরোধ জানাইয়া গতকল্য (সোমবার) সম্মিলিত বিরোধী দলের পূর্ব পাকিস্তান কমিটি কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে একটি তারবার্তা প্রেরণ করিয়াছেন। সম্মিলিত বিরোধী দলের পূর্ব পাকিস্তান কমিটির পক্ষে কমিটির চেয়ারম্যান জনাব ফরিদ আহমদ এই তারবার্তা প্রেরণ করেন।

মাদারে মিল্লাতের নিকট শেখ মুজিবের তারবার্তা
জনাব শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য (সোমবার) মাদারে মিল্লাতের নিকট প্রেরিত এক তারবার্তায় আগামী ১৪ই জানুয়ারীর পূর্বে সুবিধাজনক কোন তারিখে সম্মিলিত বিরোধী দলের সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠানের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। মাদারে মিল্লাতকে স্বয়ং উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত থাকার জন্যও তারবার্তায় অনুরোধ জানান হইয়াছে।

১৯৬৫

দৈনিক ইত্তেফাক
৫ই জানুয়ারী ১৯৬৫
গণতন্ত্রের সংগ্রাম চলিবেই

জনাব আইয়ুবের ‘তথাকথিত জয়’ সম্পর্কে শেখ মুজিবের বিবৃতি

সম্মিলিত বিরোধী দলের নেতা শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য (সোমবার) এক বিবৃতিতে বলেন যে, জনসাধারণের গণতান্ত্রিক আশা-আকাংক্ষা বাস্তবায়নের সংগ্রাম অবিশ্রান্তভাবে চলিবে।

সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে শেখ মুজিব জনসাধারণকে এই মর্মে আশ্বাস দেন যে, “চূড়ান্ত বিজয় আমাদেরই হইবে। আইয়ুব খানের তথাকথিত বিজয়ে নিরাশ হওয়ার কিছুই নাই।”

জনসাধারণ ধৈর্য্য ও সাহসিকতার সঙ্গে পরিবর্তন কালের ক্লেশ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মোকাবিলা করিবেন বলিয়া তিনি আস্থা প্রকাশ করেন।

বিবৃতিতে শেখ মুজিব বলেন, প্রধান নির্বাচনী কমিশনারের নিকট হইতে প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনের ফলাফল শ্রবণ করিয়া সমগ্র জাতি কৌতুকবোধ করিয়াছে।

তিনি বলেন, চূড়ান্ত বিজয় আমাদের জন্যই অপেক্ষা করিতেছে; তাই হতাশ হওয়ার কিছুই নাই। তিনি বলেন, জনসাধারণ কখনও পরাজিত হইতে পারে না, ইতিহাসের শিক্ষা কখনও ভ্রান্ত হইতে পারে না। তাই আমার বিশ্বাস, জাতি ধৈর্য ও সাহসিকতার সঙ্গে পরিবর্তন কালের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্মুখীন হইবেন।

শেখ মুজিব বলেন, সারাবিশ্বের নিকট ইহা সুবিদিত যে, গোটা জাতি মাদারে মিলাতের পশ্চাতে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে এবং তিনি জনসাধারণের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। নির্বাচনী অভিযানের সময়েই ইহা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে দেখা গিয়াছে এবং পাকিস্তানের সর্বত্র লক্ষ লক্ষ মানুষ মাদারে মিলাতকে অকুণ্ঠচিত্তে সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছে।

তিনি বলেন, গোটা জাতি বিস্ময় ও বেদনার সঙ্গে ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা লক্ষ্য করিয়াছে। নিয়ন্ত্রিত ভোটাদিকারের মধ্যেও যেভাবে ভীতি প্রদর্শন, জবরদস্তি, প্রলোভন, নির্যাতন ও সন্ত্রাসের মধ্যে নির্বাচন পরিচালনা করা হইয়াছে তাহা বিস্ময়কর। তথাকথিত নির্বাচনের স্বরূপ উদঘাটন করিয়া শেখ মুজিব বলেন, কপ নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে শত শত গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি এবং ভুয়া মামলা রুজু করা হইয়াছে। তিনি বলেন, নির্বাচন শেষ হওয়ার পরও ক্ষমতাসীন চক্রের সমর্থকরা নিরীহ জনসাধারণ ও বিরোধী দলীয় কর্মীদের উপর হামলা করিতেছে।

অতঃপর তিনি বলেন : আমি ইহা পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দিতে চাই যে, নির্যাতন দ্বারা গণ-আন্দোলন দমন করা যায় না। শেষ পর্যন্ত জনগণের জয় অনিবার্য। শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে। -পি,পি,এ

দৈনিক পাকিস্তান

৫ই জানুয়ারী ১৯৬৫

শেখ মুজিবের অভয় বাণী

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের বিজয়ে হতাশ হওয়ার কিছুই নাই

ঢাকা, ৪ঠা জানুয়ারী (পিপিএ)।- ‘কপের’ অন্যতম নেতা শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এখানে ঘোষণা করেন যে, গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের অদম্য সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে।

অদ্য এখানে এক বিবৃতি মারফত শেখ মুজিবর রহমান জনগণের উদ্দেশে এই আশ্বাসবাণী উচ্চারণ করেন যে, “শেষ পর্যন্ত জনগণেরই জয়

হইবে; জনাব আইয়ুব খানের তথাকথিত বিজয়ে হতাশ হওয়ার কোন কারণ নাই।”

“জাতি দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সহিত কঠোর পরীক্ষার এই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের মোকাবিলা করিবে” বলিয়া শেখ সাহেব দৃঢ় আশা প্রকাশ করেন।

শেখ মুজিব তাঁর বিবৃতিতে বলেন : “জাতি কৌতূহলের সহিত প্রধান নির্বাচনী কমিশনার কর্তৃক বেসরকারীভাবে ঘোষিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল শ্রবণ করিয়াছে। আমি জনসাধারণের উদ্দেশে নূতনভাবে এই আশ্বাসবাণী উচ্চারণ করিতে চাই যে, শেষ পর্যন্ত আমাদেরই জয় হইবে; জনাব আইয়ুব খানের তথাকথিত বিজয়ে হতাশ হইয়া পড়ার কোন কারণ নাই।”

বিবৃতিতে তিনি আরও বলেন : “কখনই জনসাধারণের পরাজয় ঘটিতে পারে না, ইতিহাসের শিক্ষা কখনই মিথ্যা হইতে পারে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জাতি সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সহিত কঠোর পরীক্ষার এই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের মোকাবিলা করিবে।”

তিনি বলেন, “বিশ্ববাসী ভালরূপেই জানে যে, সমগ্র জাতিই জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক মাদারে মিলাতের পশ্চাতে একতাবদ্ধ। বিগত নির্বাচনী অভিযানকালে ‘কপের’ প্রতি পাকিস্তানের সর্বত্র লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনের মধ্য দিয়া সন্দেহাতীতভাবে উহার সাক্ষ্য মিলিয়াছে।”

বিবৃতিতে শেখ মুজিব বলেন, “জাতি বেদনা ও বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিয়াছে, সীমাবদ্ধ ভোটাদিকারের অধীনেও ক্ষমতাসীন দল কিভাবে এই নির্বাচন পরিচালনা করিয়াছে। বস্তুতঃ ভীতি প্রদর্শন, বলপ্রয়োগ, প্রলোভন ও নিরীহ জনসাধারণের উপর নির্দয় দমননীতি ও তাহাদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে এই নির্বাচন প্রভাবিত করা হয়।”

তিনি বলেন, “সম্মিলিত বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের বিরুদ্ধে শত শত গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী ও মিথ্যা মামলা দায়ের করা হইয়াছে।” নির্বাচন শেষে এখন ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকগণ আরও জোরেসোরে জুলুম ও হয়রানি চালাইতেছে।

বিবৃতির উপসংহারে শেখ মুজিব বলেন, “আমি সুস্পষ্টভাবে বলিতে পারি যে, জুলুম দ্বারা জনগণের আন্দোলন দমন করা যাইবে না।”

দৈনিক ইত্তেফাক

৬ই জানুয়ারী ১৯৬৫

১৪ই জানুয়ারী ঢাকায় প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আগামী ১৪ই জানুয়ারী সকাল ১০টায় ১৫, পুরানা পল্টনে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক আহ্বান করা হইয়াছে। এই বৈঠকে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সাংগঠনিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করা হইবে।

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ওয়ার্কিং কমিটির সকল সদস্যকে বৈঠকে যোগদানের অনুরোধ জানাইয়াছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

৬ই জানুয়ারী ১৯৬৫

বে-আইনী প্রচারপত্র সংক্রান্ত মামলার শুনানী স্থগিত

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

“পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও” শীর্ষক বে-আইনী প্রচারপত্র প্রকাশ, মুদ্রণ ও প্রচার সম্পর্কিত মামলার আসামীদের মধ্যে প্রাক্তন প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব হামিদুল হক চৌধুরী শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ গতকল্য (মঙ্গলবার) আদালতে হাজির হইতে না পারায় ঢাকার সদস মহকুমা হাকিম (দক্ষিণ) উক্ত মামলার পরবর্তী তারিখ আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী ধার্য করিয়াছেন।

এই মামলার অন্যান্য আসামীর মধ্যে আছেন আওয়ামী লীগ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান, আইন কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ আলীম আল রাজী, ‘ইত্তেফাক’ সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেন, ‘সংবাদ’ সম্পাদক জনাব জহুর হোসেন চৌধুরী, আওয়ামী লীগ নেতা শাহ আজিজুর রহমান, এন,ডি,এফ নেতা জনাব মাহমুদ আলী, জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব মাহবুবুল হক, এন,ডি,এফ নেতা জনাব অলি আহাদ, ছাত্রনেতা জনাব ওবায়দুর রহমান প্রমুখ।

প্রকাশ থাকে যে, গত বৎসর জানুয়ারী মাসে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হইলে পূর্ব পাকিস্তান দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ হইতে “পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও” শিরোনামায় প্রচারপত্র প্রকাশ করায় ১৯৬৪ সালের ১৭ই জানুয়ারী রমনা পুলিশ কমিটির উপরোক্ত সদস্যদের বিরুদ্ধে আলোচ্য মামলা দায়ের করেন।

সংবাদ

৬ই জানুয়ারী ১৯৬৫

আওয়ামী লীগের অধিবেশন

ঢাকা, ৫ই জানুয়ারী (পিপিএ)।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান আগামী ১৪ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় ১৫নং পুরানা পল্টন, ঢাকায় ইহার কার্যকরী কমিটির এক সভা আহ্বান করিয়াছেন। উক্ত অধিবেশন বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও দলীয় ও সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচিত হইবে।

জনাব মুজিবুর রহমান সকল সদস্যকে অবশ্যই উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানাইয়াছেন।

সংবাদ

৬ই জানুয়ারী ১৯৬৫

‘পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও’

লিফলেট মামলা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকল্য (মঙ্গলবার) ঢাকা সদর (দক্ষিণ) এস, ডি, ও’র আদালতে “পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও” শীর্ষক লিফলেট সংক্রান্ত মামলার অভিযুক্তগণ হাজির হইলে আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী উক্ত মামলার পরবর্তী তারিখ ধার্য করা হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে সংগঠিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে গঠিত ‘দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি’র জনাব আতাউর রহমান খান, জনাব শেখ মুজিবুর রহমান, জনাব শাহ আজিজুর রহমান, জনাব হামিদুল হক চৌধুরী, জনাব তফাজ্জল হোসেন, জনাব জহুর হোসেন চৌধুরী, জনাব মাহবুবুল হক, জনাব মাহমুদ আলী, ডঃ আলীম আল-রাজী, জনাব আলী আকন্দ প্রমুখ ১২ জন নেতৃস্থানীয় সদস্য উক্ত মামলায় অভিযুক্ত।

আজাদ

৭ই জানুয়ারী ১৯৬৫

জাতির ভবিষ্যৎ দুর্ভোগের সূচনা মাত্র

করাচীর সাম্প্রতিক দাঙ্গার পটভূমিকা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব

ঢাকা, ৬ই জানুয়ারী।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মুজিবুর রহমান করাচীর নিরীহ জনসাধারণের উপর গত কয়েকদিনের নৃশংসতার নিন্দা করিয়া বলেন যে, ভবিষ্যতে জাতির ভাগ্যে যে দুর্ভোগ রহিয়াছে এই নৃশংসতা সেই দুর্ভোগেরই সূচনা মাত্র।

আজ এখানে এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ নেতা অবিলম্বে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করিয়া বলেন, যদি তাহা না করা হয় তাহা হইলে নির্যাতনের সম্ভাব্য পরিণাম সরকারকেই বহন করিতে হইবে। বিবৃতিতে শেখ সাহেব বলেন, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল প্রকাশের অব্যবহিত পরে বিজয় উৎসবের নামে কনভেনশন লীগের কতিপয় সমর্থক করাচী এবং দেশের অন্যান্য স্থানে যে পৈশাচিক উন্মত্ততা দেখাইয়াছে, তাহা উদ্বেগজনক হইলেও অপ্রত্যাশিত নয়।

শেখ মুজিব বলেন, সমগ্র দেশে রাজনৈতিক কর্মী এবং নেতৃবৃন্দের উপর হামলা চালাইয়া প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা হইতেছে। তিনি বলেন, করাচী পুলিশ তথা শাসন কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নৈরাশ্যজনক এবং সমগ্র ঘটনাটির অন্তরালে তাহাদের যে উদাসীন মনোভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহারই পরিণতি স্বরূপ অন্ততঃ ৮জন লোক জীবন হারাইয়াছে এবং বহুসংখ্যক আহত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও বহু দোকান ও গৃহে লুট এবং অগ্নিসংযোগ করা হয়।

আওয়ামী লীগ নেতা আরও বলেন, তাহাদের একমাত্র অপরাধ যে, তাহারা মাদারে মিল্লাতের পক্ষে ভোট দিয়াছিল।

বিবৃতিতে শেখ মুজিব আরও বলেন, সূষ্ঠ দলীয় রাজনীতি পঙ্গু এবং প্রতিহিংসা গ্রহণের উদ্দেশ্যেই সমগ্র দেশে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীদের গ্রেফতার করা হইতেছে।

শেখ মুজিব করাচীর দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন এবং পর্যাপ্ত সাহায্যদানের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী জানান। - পি,পি,এ

দৈনিক ইত্তেফাক

৭ই জানুয়ারী ১৯৬৫

‘জাতির জন্য ভবিষ্যতের গর্ভে সঞ্চিত দুর্ভোগের সূচনামাত্র’

করাচীর বর্বরতা ও দেশব্যাপী ধর-পাকড় সম্পর্কে শেখ মুজিব

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য (বুধবার) সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে করাচীর নিরীহ মানুষের উপর সংঘটিত বর্বরতার তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন, ভবিষ্যতের গর্ভে জাতির জন্য আরও যে দুর্ভোগ জমা রহিয়াছে, ইহা তাহারই সূচনামাত্র।

আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী অবিলম্বে শান্তি ও নিয়মতান্ত্রিকতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের নিকট দাবী জানান। অন্যথায় ইহার প্রতিফল সরকারকেই ভোগ করিতে হইবে বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন। শেখ মুজিবর

রহমান তাঁহার বিবৃতিতে বলেন : প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার অব্যবহিত পরে কনভেনশন লীগের একশ্রেণীর সমর্থক ‘বিজয়োল্লাসের’ নামে করাচীসহ দেশের বিভিন্ন অংশে বর্বরতার যে তাণ্ডব সৃষ্টি করিয়াছে তাহা অপ্রত্যাশিত না হইলেও অস্বাভাবিক ও দুঃখজনক। সমগ্র দেশে রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক কাজ পুরাদমে শুরু করা হইয়াছে।

করাচী পুলিশ ও প্রশাসন কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি মোকাবিলার ব্যাপারে যে নির্বিকার-চিন্তার পরিচয় দিয়াছে, শেখ মুজিব উহাকে হতাশাজনক বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি বলেন, সুসংগঠিত গুণ্ডাদের হামলায় অনূন ৮ ব্যক্তি নিহত ও বহুলোক গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। এছাড়া বহুলোকের ঘরবাড়ী ও দোকানপাট লুণ্ঠিত হইয়াছে। এই নিরীহ মানুষগুলির একমাত্র অপরাধ তাহারা মাদারে মিল্লাতকে ভোট দিয়াছিল।

শেখ মুজিব বলেন, বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মীদের গ্রেফতার খুবই নিন্দনীয়। আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিনসহ প্রদেশের অসংখ্য কর্মী ও নেতার গ্রেফতার প্রতিহিংসাপরায়ণতারই নিদর্শন। বিরোধী দলকে পঙ্গু করাই ইহার উদ্দেশ্য।

শেখ মুজিব করাচীতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং তাহাদিগকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দানের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানান।

দৈনিক ইত্তেফাক

৭ই জানুয়ারী ১৯৬৫

শেখ মুজিবকে কোরআন উপহার দেন

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (বুধবার) সন্ধ্যায় ঢাকার মদন মোহন বসাক রোড নিবাসী মোহাজের মৌলবী কবিরুল হাসান আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানকে বঙ্গানুবাদ কোরআন শরীফ উপহার দেন। উপহারদানকালে আরও কয়েকজন বিশিষ্ট মোহাজের নাগরিক উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক পাকিস্তান

৭ই জানুয়ারী ১৯৬৫

শেখ মুজিবের বিবৃতি

করাচী ঘটনা দুর্ভোগের সূচনামাত্র

ঢাকা, ৬ই জানুয়ারী (পিপিএ)।- অদ্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মুজিবর রহমান গত কয়েক দিন যাবৎ করাচীর নিরপরাধ জনগণের উপর যে নৃশংস অত্যাচার করা হইতেছে তাহার তীব্র

নিন্দা করেন এবং বলেন যে, ভবিষ্যতে জাতিকে যে দুর্ভোগ পোহাইতে হইবে, ইহা তার সূচনামাত্র।

অদ্য প্রদত্ত এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ নেতা অনতিবিলম্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েমের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। অন্যথায়, তিনি সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন যে, এই নির্যাতনের অবশ্যজ্ঞাবী পরিণতির জন্য সরকারকেই দায়ী হইতে হইবে।

বিবৃতিতে তিনি আরও বলেন যে, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই করাচী এবং দেশের অন্যান্য স্থানে বিজয় উৎসবের নামে কনভেনশন মুসলিম লীগের একদল সমর্থক যে জঘন্য কার্যকলাপ শুরু করিয়াছে, বর্তমানে উহা ভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। দেশের সর্বত্র রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দ তাহাদের শিকারে পরিণত হইয়াছে।

তিনি আরও বলেন, করাচীর পুলিশ তথা সমগ্র প্রশাসনিক ব্যবস্থাই উক্ত ঘটনা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে। কমপক্ষে ৮ ব্যক্তি নিহত হইয়াছে এবং বহুব্যক্তি মারাত্মক রকমে জখম হইয়াছে। বহু ঘরবাড়ী ও দোকানপাট লুণ্ঠিত হইয়াছে এবং ঐ গুলিতে অগ্নিসংযোগ করা হইয়াছে। তিনি বলেন, তাহাদের একমাত্র অপরাধ ছিল এই যে, তাহারা মাদারে মিল্লাতকে ভোট প্রদান করিয়াছিল।

নেতৃবৃন্দের ধৈর্যতার সম্পর্কে

বিবৃতিতে শেখ মুজিবর রহমান আরও বলেন যে, রাজনৈতিক নেতা ও কর্মিবৃন্দের ধৈর্যতারও অত্যন্ত নিন্দনীয় ব্যাপার। আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তাজউদ্দীন আহমদের ধৈর্যতার এবং দেশব্যাপী অন্যান্য বহু রাজনৈতিক কর্মীর ধৈর্যতার শুধুমাত্র প্রতিশোধ লওয়া এবং দলীয় রাজনীতি বানচাল করিবার প্রচেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

জনাব মুজিবর রহমান ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং তাহাদের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ দাবী করেন।

দৈনিক পাকিস্তান

১১ই জানুয়ারী ১৯৬৫

শেখ মুজিবের মামলার রায়দান পুনরায় স্থগিত

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য সোমবার ঢাকা জেলার এডিসি জনাব এম, বি, আলমের কোর্টে শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার রায় প্রদান স্থগিত রাখা হইয়াছে। আগামী সোমবার উক্ত মামলার রায়দানের সম্ভাবনা আছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৩ই জানুয়ারী ১৯৬৫

শেখ মুজিবের টাঙ্গাইল সফর

নির্যাতিত কর্মী ও তাহাদের পরিবারবর্গের অবস্থা পর্যবেক্ষণ

(ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি)

টাঙ্গাইল, ১২ই জানুয়ারী।— প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান অদ্য বেপরোয়া ধরপাকড়ের ফলে সন্ত্রস্ত টাঙ্গাইল বিরোধী দলীয় কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং নির্যাতিত কর্মীদের পরিবার-পরিজনের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য টাঙ্গাইল আগমন করেন।

তিনি অদ্য সন্ধ্যায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ অফিসে বিরোধী দলীয় কর্মীদের সঙ্গে এক ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হন। সরকারী বেপরোয়া নির্যাতনের মুখেও কর্মীরা গণতন্ত্রের সংগ্রামে যেভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া আছেন, তাহাতে তিনি গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি কর্মীদের বলেন যে, জনগণের সংগ্রাম কোনদিনই ব্যর্থ হয় না এবং জনগণের সমর্থনহীন সরকার কোনদিনই দেশ শাসন করিতে পারে না। গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ঝাঞ্জ সমুন্নত রাখিয়া ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম চালাইয়া যাইবার জন্য তিনি কর্মীদের উপদেশ দেন।

শেখ মুজিবর রহমান টাঙ্গাইল মহকুমা আওয়ামী লীগের নির্যাতিত সম্পাদক জনাব বদিউজ্জমান খানের বাড়ীতে গমন করেন। তিনি টাঙ্গাইলের বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা রাজবন্দী জনাব মোহাম্মদ আলী মিয়্যার বাসভবনেও গমন করেন। শেখ মুজিব বেগম বদিউজ্জমান ও বেগম মোহাম্মদ আলীকে ধৈর্যের সঙ্গে নির্যাতনের মোকাবিলা করার জন্য আহ্বান জানান। টাঙ্গাইল হইতে ধৈর্যতারকৃত জনাব আবদুল মতিনের স্ত্রীর নিকটও তিনি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। অদ্য রাত্রেই তিনি ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৩ই জানুয়ারী ১৯৬৫

আগামীকল্য প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক

(স্টাফ রিপোর্টার)

আগামীকল্য (বৃহস্পতিবার) সকাল ১০টায় শেখ মুজিবর রহমানের ধানমন্ডীস্থ বাসভবনে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক শুরু হইবে।

ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা এবং পরবর্তী দলীয় কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হইবে।

১৫ই জানুয়ারী নেতৃবৃন্দের করাচী যাত্রা

আগামী ১৫ই জানুয়ারী আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান, শাহ আজিজুর রহমান এবং জনাব জহিরউদ্দিন করাচী গমন করিবেন।

শেখ মুজিব আগামী ১৬ই জানুয়ারী করাচীতে সম্মিলিত বিরোধী দলের কেন্দ্রীয় স্ট্রিয়ারিং কমিটির বৈঠকে যোগদান করিবেন। তাছাড়া আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ করাচীতে আগামী ১৭ই জানুয়ারী লিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে যোগদান করিবেন। ১৮ই জানুয়ারী নেতৃবৃন্দ ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

দৈনিক পাকিস্তান

১৩ই জানুয়ারী ১৯৬৫

একটি ব্যতিক্রম—

করাচী, ১১ই জানুয়ারী (পিপিএ)।— জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলীয় সদস্য জনাব হাসান এ শেখ অদ্য তাসখন্দ ঘোষণার তীব্র সমালোচনা করিয়া বলেন যে, ইহার দ্বারা কোন প্রয়োজনই সাধিত হইবে না। পাকিস্তান ও ভারতের মূল সমস্যা হইতেছে কাশ্মীর। কাশ্মীরীদের অভিপ্রায় অনুসারে এই সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত এতদধ্বলে কোন শান্তিই স্থাপিত হইতে পারে না। দৃঢ়তার সহিত কাশ্মীরী জনগণের পাশে দণ্ডায়মান হইবার জন্য তিনি পাকিস্তানী জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। বিরোধী দলীয় নেতা জনাব বাকী বালুচও তাসখন্দ ঘোষণার সমালোচনা করেন।

শেখ মুজিব

ঐতিহাসিক তাসখন্দ ঘোষণা সম্পর্কে গতকল্য বুধবার পর্যন্তও আওয়ামী লীগ মহলের কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নাই। পিপিএ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমানের সহিত যোগাযোগ করিলে তিনি তাসখন্দ ঘোষণা সম্পর্কে মন্তব্য করিতে অস্বীকৃতি জানান।

দৈনিক পাকিস্তান

১৩ই জানুয়ারী ১৯৬৫

আওয়ামী নেতাদের ১৫ই জানুয়ারী করাচী যাত্রা

(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জনাব জহীর উদ্দীন এবং শাহ আজিজুর রহমান আগামী ১৫ই জানুয়ারী অপরাহ্নে করাচী রওয়ানা হইবেন।

নেতৃবৃন্দ করাচীতে আহূত ‘কপে’র সভায় যোগদান করিবেন এবং মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করিবেন।

দৈনিক পয়গাম

১৪ই জানুয়ারী ১৯৬৫

সাহস থাকিলে আসুন এবার লড়িয়া দেখি—

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য শেখ মুজিবের প্রতি ওয়াহিদুজ্জামানের চ্যালেঞ্জ

ঢাকা, ১৩ই জানুয়ারী।— অদ্য কেন্দ্রীয় বাণিজ্য উজির জনাব ওয়াহিদুজ্জামান, আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের প্রতি চ্যালেঞ্জ জানাইয়া বলেন যে, শেখ সাহেবের যদি সাহস থাকে তাহা হইলে তিনি আসন্ন নির্বাচনে আমার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারেন। আমি সেইজন্য তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইতে প্রস্তুত আছি।

জনাব ওয়াহিদুজ্জামান অদ্য রাওয়ালপিণ্ডি হইতে ঢাকা আগমন করিয়া স্থানীয় বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের নিকট বলেন যে, বিগত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকালে বিরোধী দলীয় নেতারা ক্ষমতাশীল সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে প্রতিরোধ গ্রহণের যে সব ভয়ঙ্কর ঘোষণা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা পূরণ করিতে হইলে তাহাদেরকে কমপক্ষে দশ হাজার কসাই নিয়োগ করিতে হইবে। তাহাদের সেইসব গলাবাজি ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে ভীত বা বিভ্রান্ত না হইয়া জনসাধারণ যে তাহাদের মুখোশ উন্মোচন করিয়া দিতে পারিয়াছে সেইজন্য তিনি বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি আসন্ন জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার সংকল্প ঘোষণা করেন।

কেন্দ্রীয় বাণিজ্য উজির সরকারের নতুন বাণিজ্য নীতির অবাধ তালিকার সমর্থনে বলেন, দেশের বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়িয়া তোলার জন্য ইহার একান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে। তিনি বলেন যে, অবাধ তালিকার অন্তর্ভুক্ত দ্রব্যাদি আনা না হইলে এ প্রদেশে কোন উন্নয়ন পরিকল্পনাই কার্যকরী হইবে না।

অবাধ তালিকার অন্তর্ভুক্ত দ্রব্যাদি আনা হইলে দেশের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে বলিয়া কতিপয় ব্যবসায়ী যে মন্তব্য করিয়াছেন সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, দেশের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যাহাতে কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেইজন্য নয়া বাণিজ্য নীতিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। এই ব্যাপারে কোন বাধা-নিষেধ আরোপিত হইলে পূর্ব পাকিস্তান উন্নয়ন বাবদ ন্যায্য পাওনা হইতে বঞ্চিত হইবে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

উজির মহোদয় আরও বলেন যে, এই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানকে তাহার ন্যায্য পাওনা হইতে বঞ্চিত করার কথা চিন্তা করা যায় না।

চলতি আমদানী নীতিতে ও, জি, এল আমদানীকারকদের অসুবিধাসমূহ দূর করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

জনাব ওয়াহিদুজ্জামান সাংবাদিকদের নিকট আরও প্রকাশ করেন যে, আসন্ন জাতীয় পরিষদের নির্বাচন সমাপ্ত হইলে তিনি পাক-আফগান মাল চলাচল চুক্তি সম্পর্কে আলোচনার জন্য আফগানিস্তান গমন করিবেন।
-এ,পি,পি

আজাদ

১৫ই জানুয়ারী ১৯৬৫

ধরপাকড়ের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন

আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় পরিস্থিতি আলোচনা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহক কমিটির এক বর্ধিত সভায় গতকাল বৃহস্পতিবার নব উদ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করার শপথ ঘোষণা করা হয়। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে পাইকারী ধর-পাকড়, গুপ্তাঙ্গী ও সন্ত্রাস সৃষ্টির তীব্র নিন্দা করিয়া অবিলম্বে উহা বন্ধ করার জন্য ক্ষমতাসীন দলের প্রতি আহ্বান জানান হয়।

শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে অনুষ্ঠিত উক্ত দুই দফা বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ। প্রাদেশিক কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য ছাড়াও আওয়ামী লীগের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য এবং জেলা সভাপতি ও সম্পাদক এই সভায় যোগদান করেন।

দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া সভায় কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে গ্রেফতার, গুপ্তাঙ্গী, মিথ্যা মামলা দায়ের প্রভৃতির মাধ্যমে সন্ত্রাস সৃষ্টির নিন্দা করিয়া অবিলম্বে ধৃত সকলের মুক্তি, গুপ্তাঙ্গীর অবসান ও মামলা প্রত্যাহার করার দাবী জানান হয়। সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে করাচীর হাঙ্গামা তদন্তের জন্য প্রশাসনিক তদন্ত কমিটি গঠনের তীব্র নিন্দা করিয়া নিরপেক্ষতার নিশ্চয়তার খাতিরে বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠনের আহ্বান জানান হয়।

ভয়, প্রলোভন, প্রশাসনিক চাপ সত্ত্বেও যাহারা গণতন্ত্রের জন্য নির্ভয়ে ভোটদান করিয়াছেন সেই সমস্ত নির্বাচনী কলেজ সদস্যদের প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন প্রসঙ্গে এক প্রস্তাবে বলা হয় : দেশের আপামর জনগণ গণতন্ত্রের

পক্ষে রহিয়াছে। সুতরাং হতাশ হওয়ার কিছু নাই। প্রস্তাবে নব উদ্যমে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়ার আহ্বান জানান হয়। সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে সমস্ত দলীয় স্বার্থের উর্দে থাকিয়া নিম্নতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার সঙ্কল্প ঘোষণা করা হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৬ই জানুয়ারী ১৯৬৫

আওয়ামী নেতৃবৃন্দের করাচী উপস্থিতি

করাচী, ১৫ই জানুয়ারী।- আগামীকাল নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যকরী সংসদের সভায় যোগদানকল্পে জনাব জহীরুদ্দীন ও শাহ আজিজুর রহমান সমভিব্যাহারে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান অদ্যরাতে ঢাকা হইতে এখানে আগমন করেন। বিমানবন্দরে আওয়ামী লীগ ও সম্মিলিত বিরোধী দলের কর্মীরা আওয়ামী নেতৃবৃন্দকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

নেতৃবৃন্দ সম্মিলিত বিরোধী দলের দুইদিবস ব্যাপী যুক্ত সম্মেলনেও যোগদান করিবেন। আগামীকাল উক্ত সম্মেলন শুরু হইবে। আগামী ২০শে জানুয়ারী তাঁহারা ঢাকা গমন করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। - এ, পি, পি

Morning News

16th January 1965

Mujib Off To Karachi

Sheikh Mujibur Rahman, General Secretary of the East Pakistan Awami League left here for Karachi yesterday to attend the Working Committee Meeting of the All-Pakistan Awami League, to be held at Karachi today, reports APP.

Two other leaders, Shah Azizur Rahman and Mr. Zahiruddin also accompanied him.

They will also attend the two day joint conference of the Combined Opposition Parties, beginning at Karachi today.

They are expected to return here on January 20.

দৈনিক ইত্তেফাক

১৭ই জানুয়ারী ১৯৬৫

আওয়ামী লীগের সভায় রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা

(ইত্তেফাকের করাচীস্থ প্রতিনিধি)

১৬ই জানুয়ারী।- অদ্য সকালে লাখাম হাউজে পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যকরী সংসদের এক সভা হয়। সভায় সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রেসিডেন্ট

পদপ্রার্থীর পরাজয়ের পরিশ্রেক্ষিতে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়। সভাপতিত্ব করেন নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান। শেখ মুজিবর রহমান, শাহ আজিজুর রহমান, জনাব জহীরুদ্দীন ও জনাব আবদুর রশিদ এম, এন, এ, সভায় যোগদান করেন।

সংবাদ

১৭ই জানুয়ারী ১৯৬৫

সম্মিলিত বিরোধী দলের বৈঠক শুরু

করাচী, ১৬ই জানুয়ারী (এ, পি, পি)।— অদ্য সন্ধ্যায় ফ্ল্যাগস্টাফ হাউসে সম্মিলিত বিরোধী দলের ২ দিবসব্যাপী তৃতীয় সম্মেলন শুরু হইয়াছে। অদ্যকার অধিবেশন ১ ঘণ্টারও বেশী সময় স্থায়ী হয়। আগামীকাল্য পুনরায় সম্মেলনের অধিবেশন বসিবে।

সম্মিলিত বিরোধী দলের ৫টি অঙ্গদলের মোট ২৫ জন প্রতিনিধি উক্ত বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সহ-সভাপতি শেখ আবদুল মজিদ সিন্ধী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

সম্মিলিত বিরোধী দল সূত্রে প্রকাশ, বৈঠকে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনাসহ কাউন্সিল মুসলিম লীগের সভাপতি খাজা নাজিমুদ্দীনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। সভায় সাম্প্রতিক করাচী গোলযোগ সম্পর্কেও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রকাশ, আগামীকালের অধিবেশনে সম্মিলিত বিরোধী দলের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ এবং কর্মসূচী প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হইবে। উক্ত অধিবেশনে আসন্ন পরিষদ নির্বাচন সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রশ্নটিও বিবেচিত হইবে। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের অনেকে মনে করিতেছেন যে, সম্মিলিত বিরোধী দলের উচিত আসন্ন পরিষদ নির্বাচন বয়কট করিয়া বর্তমান শাসনতন্ত্র পাল্টানোর উদ্দেশ্যে সারা দেশব্যাপী আন্দোলন গড়িয়া তোলা। তাহারা এই মর্মে মত প্রকাশ করেন যে, বর্তমান শাসনতন্ত্র ৮০ হাজার বুনিয়াদী গণতন্ত্রীদেব হাতে সমস্ত ক্ষমতা সমর্পণ করিয়াছে। এই বুনিয়াদী গণতন্ত্রীগণ নির্বাচিত হইবার পর জনমতের প্রতি বিন্দুমান ও সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। পক্ষান্তরে আরেকদল সদস্য মনে করেন যে, আসন্ন পরিষদ নির্বাচন বয়কট করিলে সম্মিলিত বিরোধী দলের আন্দোলনের স্বার্থহানি ঘটিবে। আইন পরিষদের “ভিতর ও বাহিরে” আন্দোলন অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে পরিষদ নির্বাচনে সম্মিলিত বিরোধী দলের অংশগ্রহণ করা উচিত।

মালিক গোলাম জিলানী, সরদার শওকত হায়াত, জনাব মাহমুদুল হক ওসমানী, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, হাজী মোহাম্মদ দানেশ, সৈয়দ

মুসলেহউদ্দীন আহমেদ, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, শেখ নাসিম হাসান, মোহাম্মদ সাবির জাফরী, মওলানা আবদুল আলা মওদুদী, মিয়া মোহাম্মদ তোফায়েল, চৌধুরী গোলাম মোহাম্মদ, মওলানা মোহাম্মদ আবদুর রহিম, প্রফেসার গোলাম আজম, জনাব আবুল কাশেম খান, জনাব ইয়াহিয়া বখতিয়ার, জনাব খান, জহির উদ্দিন, জনাব জুলফিকার বোখারী (বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে) শাহ আজিজুর রহমান, শেখ মুজিবর রহমান, মাহমুদ আলী কাসুরী, নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান, মীর গোলাম রসুল তালপুর (বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে), সৈয়দ মোহাম্মদ আফজাল, শেখ আবদুল মজিদ সিন্ধী প্রমুখ অদ্যকার অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন।

আগামীকাল্য মিস জিন্নার সহিত এক একতার পার্টিতে মিলিত হইবার পূর্বে সম্মেলনে দলের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা এবং কার্যসূচী প্রণয়নের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। সম্মেলনের সম্পাদক অদ্যকার বৈঠক সমাপ্ত হইবার পর ২টি প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিয়াছেন। উহার একটিতে খাজা নাজিমুদ্দিনের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব ও অপরটিতে সাম্প্রতিক করাচী গোলযোগের বিষয় উল্লেখ করা হয়। সম্মেলনে গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, “খাজা নাজিমুদ্দিনের মৃত্যু বিরোধী দল এবং বিরোধী দলের আদেশে নির্মম আঘাত হানিয়াছে। জাতি খাজা সাহেবের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।”

প্রস্তাবে খাজা নাজিমুদ্দিনকে “পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম অগ্রনায়ক” হিসাবে চিহ্নিত করিয়া বলা হয় যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলিকে একটি গণতান্ত্রিক সূত্রে আবদ্ধ করার জন্য যাহারা প্রাথমিক প্রচেষ্টা চালান তিনি তাহাদের অন্যতম।

করাচী গোলযোগ সম্পর্কিত অপর প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই মর্মে দাবী জানান হইয়াছে যে, করাচীর ডি, আই, জি ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে বদলী করা হোক, বর্তমানে তদন্তকার্যে নিয়োজিত তদন্ত কমিটি বাতিল করিয়া সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের সমন্বয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করা হোক।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে করাচী দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের যোগ্য ক্ষতিপূরণদানের দাবী জানান হয়। উল্লেখ করা হয় যে, “সারাদেশে রাজনৈতিক দলসমূহ, সংবাদপত্র ও জনমত প্রকাশের অপরাপর সংস্থাগুলি করাচী গোলযোগের বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করিয়াছে”।

বিজ্ঞপ্তিতে অভিযোগ করা হয় যে, “স্থানীয় কর্তৃপক্ষ শান্তিপূর্ণ ও আইন মান্যকারী নাগরিকদের প্রতি দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে” সরকার বিরোধী দলের বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী পূরণ না করিলে সম্মিলিত বিরোধী দল পাকিস্তানের প্রখ্যাত ও স্বাধীন বিচারপতিদের উক্ত দায়িত্ব সম্পাদনের অনুরোধ জ্ঞাপন করিবে।

আজাদ
২০শে জানুয়ারী ১৯৬৫
মুজিবকে চ্যালেঞ্জ দেই নাই
জনাব ওয়াহিদুজ্জামানের সাফাই

ঢাকা, ১৯শে জানুয়ারী।— জাতীয় পরিষদের আসন্ন নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য উজির আওয়ামী লীগের নেতা জনাব শেখ মুজিবুর রহমানকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করিয়াছেন বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশ হইয়াছে, গতকল্য কেন্দ্রীয় বাণিজ্য উজির জনাব ওয়াহিদুজ্জামান খান তাঁহার সত্যতা অস্বীকার করেন। —পি, পি, এ

Dawn
20th January 1965
Never Challenged Mujib to a contest
at polls, says Wahid

DACCA, Jan 19: The Central Commerce Minister, Mr Wahiduzzaman, today denied that he had challenged the Awami League leader, Sheikh Mujibur Rahman, to contest against him in the forthcoming election to National Assembly.

In a statement, Mr Wahiduzzaman said :

“My attention has been drawn to a news item appeared in a section of Press, with regard to Sheikh Mujibur Rahman, seeking election from Gopalganj. I have never thrown challenge to Mr. Mujibur Rahman nor did I propose to do the same. In an airport interview with the newsmen on the night of Jan 13, I said I propose to seek election from Gopalganj in the forthcoming NA election. When a reporter told me that Mr. Mujib was also seeking election, I said it is his choice and every citizen has got the right to seek election. The members of the Electoral College are the ultimate authority to whom they will vote for. The challenge and counterchallenge should be avoided, in my view, as far as possible.” —PPA.

দৈনিক ইত্তেফাক
২০শে জানুয়ারী ১৯৬৫
মাদারে মিল্লাত সকাশে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব
(নিজস্ব প্রতিনিধি)

করাচী, ১৯শে জানুয়ারী।— অদ্য সকালে আওয়ামী লীগ নেতা নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান, শেখ মুজিবুর রহমান এবং শাহ আজিজুর রহমান মিস

ফাতেমা জিন্নার সহিত সাক্ষাৎ করেন। নেতৃত্ব সন্তবতঃ পরিষদসমূহের আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ অথবা উহা বর্জনের প্রশ্নে মাদারে মিল্লাতের সঙ্গে আলোচনা করেন।

উল্লেখযোগ্য যে, সম্মিলিত বিরোধী দলের সম্মেলনে যোগদানের জন্য নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান তাঁহার নির্ধারিত ঢাকা সফর বাতিল করিয়াছেন।

সংবাদ
২০শে জানুয়ারী ১৯৬৫
শেখ মুজিবকে চ্যালেঞ্জ করি নাই
— ওয়াহিদুজ্জামান

ঢাকা, ১৯ শে জানুয়ারী (পি, পি, এ)।— কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব ওয়াহিদুজ্জামান গতকল্য এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে আসন্ন জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য চ্যালেঞ্জ প্রদানের কথা অস্বীকার করেন। সম্প্রতি এক বার্তা প্রতিষ্ঠান (পি, পি,এ নহে) এই মর্মে এক খবর পরিবেশন করে যে, জনাব ওয়াহিদুজ্জামান শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আসন্ন জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানাইয়া চ্যালেঞ্জ প্রদান করিয়াছেন।

বাণিজ্যমন্ত্রী তাঁহার বক্তব্য ভাস্কর্য্যে পরিবেশিত হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি জানান, তিনি ইহাই বলিতে চাহিয়াছিলেন যে, দেশের প্রতিটি যোগ্যতাসম্পন্ন নাগরিকই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারেন এবং ভোটরগণ কাহাকে ভোট দিবেন তাহা তাঁহাদেরই বিবেচ্য।

দৈনিক ইত্তেফাক
২১শে জানুয়ারী ১৯৬৫
২৪ শে জানুয়ারী ঢাকায় আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ সভা

করাচী, ২০শে জানুয়ারী।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান অদ্য এখানে ঘোষণা করেন যে, দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য আগামী ২৪ শে জানুয়ারী ঢাকায় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের এক যুক্তসভা অনুষ্ঠিত হইবে। সভায় আওয়ামী লীগ দলীয় এম, এন, এ; এম, পি, এ এবং দেশের উভয় অংশের বিশিষ্ট দলীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকিবেন। সভায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সম্মিলিত বিরোধী দলের ঐক্য জোরদার করা এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে। — এ,পি,পি

আজাদ

২২শে জানুয়ারী ১৯৬৫

২৪ শে জানুয়ারী আওয়ামী লীগের বৈঠক

দেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি আলোচনার সভাবনা

করাচী, ২৩ শে জানুয়ারী।- দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনার জন্য আগামী ২৪ শে জানুয়ারী ঢাকার কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের একটি যৌথ বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মুজিবুর রহমান আজ এখানে এই কথা বলেন।

বৈঠকে দেশের উভয় অংশের আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী কর্মকর্তা, এম এন এ এবং এম পি এ-গণ যোগদান করিবেন।

সভায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সম্মিলিত বিরোধী দলের মধ্যে ঐক্য গড়িয়া তোলা এবং আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হইবে। - এ, পি, পি

দৈনিক ইত্তেফাক

২২শে জানুয়ারী ১৯৬৫

অদ্য শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ও শাহ আজিজুর রহমান অদ্য (শুক্রবার) দ্বিপ্রহর ১টা ২০ মিনিটে করাচী হইতে বিমানযোগে ঢাকা আসিয়া পৌঁছিবেন। তাঁহারা করাচীতে সম্মিলিত বিরোধী দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় যোগদান করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২২শে জানুয়ারী ১৯৬৫

আওয়ামী লীগ কার্যকরী সংসদের সভা

আগামী ২৪শে জানুয়ারী ঢাকায় পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যকরী সংসদের সভা আহূত হইয়াছে বলিয়া শেখ মুজিবুর রহমান অদ্য এখানে ঘোষণা করিয়াছেন। ঐদিন পূর্ব পাক আওয়ামী লীগের কার্যকরী সংসদের সভাও আহ্বান করা হইয়াছে। প্রত্যেক জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সম্পাদককে সভায় যোগদানের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

দৈনিক পাকিস্তান

২২শে জানুয়ারী ১৯৬৫

অদ্য শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন

আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান অদ্য শনিবার করাচী হইতে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৩শে জানুয়ারী ১৯৬৫

যে- কোন মূল্যে সার্বিক ঐক্য বজায় রাখিতে হইবে

ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পর শেখ মুজিবের মন্তব্য

(স্টাফ রিপোর্টার)

সপ্তাহকাল ব্যাপী সফর শেষে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ও শাহ আজিজুর রহমান এবং ন্যাপ নেতা হাজী মোহাম্মদ দানেশ গতকল্য (শুক্রবার) করাচী হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। করাচী অবস্থানকালে তাঁহারা সম্মিলিত বিরোধী দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় যোগদান করেন।

বিমানবন্দরে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিবুর রহমান সম্মিলিত বিরোধী দলের পরবর্তী সভায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্পর্কে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হইবে বলিয়া দৃঢ় আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, যেকোন মূল্যে জনসাধারণের সার্বিক ঐক্য অবশ্যই বজায় রাখিতে হইবে। বিমানবন্দরে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব মতিউর রহমান, অফিস সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ এবং ঢাকা সিটি আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীবৃন্দ নেতৃবৃন্দকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৩শে জানুয়ারী ১৯৬৫

করাচীর দাঙ্গা দুর্গতদের এলাকায় শেখ মুজিব ও শাহ আজীজ

করাচী, ২২শে জানুয়ারী।- পূর্ব পাকিস্তানের দুইজন আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ও শাহ আজিজুর রহমান গতকল্য করাচী নগরীর সাম্প্রতিক দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন।

করাচী আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব মঞ্জুরুল হক তাঁহাদিগকে এই সকল এলাকা ঘুরাইয়া দেখান। - পি,পি,এ

দৈনিক পাকিস্তান
২৫শে জানুয়ারী ১৯৬৫
নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রক্ষেপে অদ্য ঢাকায় রূপ বৈঠক আরম্ভ
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

অদ্য সোমবার সকাল দশটায় ঢাকার এম এন এ হোস্টেলে সম্মিলিত বিরোধী দলের বৈঠক শুরু হইবে। সকল অঙ্গদলের নেতৃবৃন্দ বৈঠকে যোগদান করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে। পশ্চিম পাকিস্তান হইতে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ও নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানসহ বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ ইতিমধ্যে ঢাকায় পৌঁছিয়াছেন।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী গতকল্য রবিবার পর্যন্ত ঢাকায় পৌঁছান নাই। বৈঠকে তিনি যোগদান করিবেন কিনা তাহা জানা যায় নাই।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহের আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা না করা সম্পর্কে একটি সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হইতে যাইতেছে। ইতিপূর্বে করাচীতে অনুষ্ঠিত প্রথম বৈঠকে এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবপর না হওয়ায় অদ্য সোমবার ঢাকায় দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

অদ্য সোমবার যুক্ত বৈঠকের পরিপ্রেক্ষিতে সম্মিলিত বিরোধী দলের বিভিন্ন অঙ্গদল পৃথক পৃথক বৈঠকে মিলিত হইয়া নিজেদের নীতিনির্ধারণের উদ্দেশ্যে আলোচনা চালান।

নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানের সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি, পূর্ব পাকিস্তান শাখার কার্যনির্বাহক কমিটি ও পার্লামেন্টারী পার্টির এক যুক্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান, শেখ মুজিবুর রহমান, জনাব আব্দুস সালাম খান, শাহ আজিজুর রহমান ও জনাব জহির উদ্দীনকে সম্মিলিত বিরোধী দলের ঐক্য বজায় রাখার ব্যাপারে এবং উহাকে দৃঢ়তর করার ব্যাপারে বিরোধী দলগুলির সহিত আলোচনা চালাইবার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।

চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর সভাপতিত্বে নেজামে ইসলাম দলের কার্যনির্বাহক কমিটির এক সভায় সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রতি মূল লক্ষ্যে পৌঁছিবার উদ্দেশ্যে জনসাধারণের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য একটি গঠনমূলক কর্মসূচী গঠনের আহ্বান জানান হয়।

গতকল্য রবিবার সম্মিলিত বিরোধী দলের সাব কমিটির এক বৈঠকে দলের ভবিষ্যৎ কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এবং এ ব্যাপারে একটি খসড়া প্রণয়ন করা হয়। অদ্য সোমবার সম্মেলনে উহা অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি

গত শনিবার পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের কমিটি রুমে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির সদস্যদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা জনাব আবদুল মালেক উকিল। আসন্ন প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে দলের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, সম্মিলিত বিরোধী দল আসন্ন পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য ইতিপূর্বেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রহিয়াছেন এবং এনডিএফও নির্বাচনী প্রচারণার জন্য অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। এমতাবস্থায় নির্বাচন বয়কট করা অসম্ভব। তাছাড়া নির্বাচন অগণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার একটি মাধ্যম বিশেষ। এমতাবস্থায় সকল বিরোধী দলের উচিত, ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বাধীনে আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা। অপর এক প্রস্তাবে করাচীর এলাকা বিশেষে গুপ্তাচার্যীর তীব্র নিন্দা করিয়া এ সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করা হয়। ভারতের কাশ্মীর প্রদেশের সাম্রাজ্যবাদ মনোভাবের নিন্দা করিয়াও একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা ও সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করিয়াও একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আজাদ

৩০শে জানুয়ারী ১৯৬৫

সাংবাদিককে গুলী করিয়া হত্যার ব্যাপারটি সুপরিদর্শিত : শেখ মুজিব

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্য শুক্রবার এক বিবৃতিতে আততায়ী কর্তৃক গুলীবর্ষণ করিয়া সাংবাদিক জামির আহমদকে নিহত ও পরিষদ সদস্য জনাব আবদুল বাকী বালুচকে আহত করার সমগ্র দুর্ঘটনাটিকে সুপরিদর্শিত ঘড়যন্ত্র বলিয়া অভিহিত করেন।

তিনি বলেন যে, আইনের শাসনের নামে দেশে পূর্ণ উচ্ছৃঙ্খলতা বিরাজমান। আর যেটুকু আইন রহিয়াছে তাহাও বন্য আইন।

বিবৃতিতে জনাব রহমান অভিযোগ করেন যে, জাতি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে অল্প সময়ের মধ্যে একশ্রেণীর সমাজবিরোধী স্বার্থবাদী মহলের উন্মত্ততার ফলে কয়েকটি মূল্যবান জীবন হারাইয়াছে।

গত বৃহস্পতিবার রাতে সংগঠিত, উক্ত দুর্ঘটনার নিন্দা করিয়া জনাব রহমান বলেন, এখন আর সন্দেহ করার কিছু নাই যে, এই আক্রমণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সমূল্যে স্তব্ধ করিয়া দিবার জন্য স্বার্থবাদী মহলের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রেরই একটি অংশমাত্র। অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ইহা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আওয়ামী লীগ নেতা বলেন যে, জনাব বালুচ পরিষদের ভিতরে ও বাহিরে গণতন্ত্রের পক্ষ সমর্থন করিয়া এবং ক্ষমতাসীনদের দুর্নীতি ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ কার্যকলাপের তথ্য উদঘাটন করিয়া একটি মর্যাদাসম্পন্ন স্থান দখল করিয়াছেন। ইহাতে ক্ষমতাসীনগণও অস্বস্তিবোধ করিয়াছেন।

তিনি বলেন যে, জনাব বালুচের উপর আক্রমণ সমগ্র গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ। পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের ডেপুটি স্পীকার হত্যার অজুহাতে যাহারা অনিয়মতান্ত্রিক পথে ক্ষমতা দখল করিয়াছেন আজ তাহাদের প্রতি স্বাভাবিক প্রশ্ন- কেন নিষেক হত্যার শিকার এতগুলি প্রাণ বিসর্জিত হইল। কেন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বহু নিরীহ নাগরিককে এক বিশেষ শিকারে প্রাণ হারাইতে হইল?

তিনি বলেন যে, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পরে সংঘটিত এই সকল দুর্ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিহত ব্যক্তি বিরোধী দলীয় কর্মী।

বিচার বিভাগীয় কমিশন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সরকারের অনিচ্ছার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, যথাযথ বিচার বিভাগীয় তদন্ত হইলে দেখা যাইবে দোষী ব্যক্তিগণও একটি বিশেষ ক্যাম্পের লোক।

দৈনিক ইত্তেফাক

৩০শে জানুয়ারী ১৯৬৫

একতরফা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড বন্ধ কর

উপর্যুপরি হত্যাকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতাসীন দলের প্রতি

শেখ মুজিবের আহ্বান

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (শুক্রবার) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান সুপারিকল্পিতভাবে স্বার্থান্বেষী মহল কর্তৃক রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের গণ-সংগ্রামকে বানচাল করার ষড়যন্ত্রের তীব্র নিন্দা করেন। বিগত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর হইতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে একের পর এক যেসব নৃশংস রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইতেছে সেই সম্পর্কে তিনি সরকার ও দেশবাসীর কাছে এক মহা জিজ্ঞাসা তুলিয়া ধরিয়াছেন। তিনি বলেন যে, জনাব বেলুচের উপর হামলা গোটা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর হামলা এবং তাহার উপর গুলীবর্ষণ দেশবাসীর কলিজার উপর গুলীবর্ষণেরই শামিল।

আততায়ীর গুলীতে নিহত সাংবাদিকের মৃত্যুতে শেখ মুজিব গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। জনাব বাকী বেলুচের সঙ্কটাপন্ন অবস্থার সংবাদে তিনি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন।

শেখ মুজিব বলেন যে, জনাব বাকী বেলুচের জীবনের উপর এই ধরনের ভয়াবহ হামলা স্বার্থান্বেষী মহলের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশমাত্র এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের গণ-সংগ্রামকে বানচাল করার উদ্দেশ্যে ইহা একটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড বৈ কিছুই নয়! নৃশংস আক্রমণের কবল হইতে জনাব বাকী বেলুচ উদ্ধার পাইবেন কি-না তাহা পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালাই জানেন।

জনাব বেলুচের সংগ্রামী জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, জনাব বাকী বেলুচ পরিষদের ভিতরে ও বাহিরে গণতন্ত্রের দাবীতে দুর্বীর সংগ্রাম করিয়াছেন। ক্ষমতাসীন দলের দুর্নীতি ও জবরদস্তির ইতিহাস তিনি যে নির্ভীকতার সহিত উদঘাটন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি দেশবাসীর কাছে বিশিষ্ট সম্মানের অধিকারী হইয়াছেন। পরিষদের ভিতরে ও বাহিরে তাঁহার বক্তৃতা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে বটে; কিন্তু এইসব অনলবর্ষী বক্তৃতাই ক্ষমতাসীন দলের তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়াছে। বেলুচিস্তানের নির্যাতিত জনসাধারণের আশা-আকাংক্ষা জনাব বেলুচ সার্থকভাবে প্রতিফলিত করিয়াছেন। জনাব বেলুচের জীবনের উপর যে মারাত্মক হামলা করা হইয়াছে, সেই হামলা গোটা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর হামলা এবং জনাব বেলুচের দেহে যে গুলীবর্ষিত হইয়াছে, সে গুলী আসলে দেশবাসীর কলিজায়ই বর্ষণ করা হইয়াছে। শেখ মুজিব দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর হইতে অদ্যাবধি একদল দুষ্কৃতিকারীর উন্মত্ততার কবলে অসহায় মানুষ আত্মহত্যা দিতেছে, আর দুর্ভাগা দেশবাসী এইসব হত্যাকাণ্ড দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতেছে। পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে ডেপুটি স্পীকার হত্যার দোহাই দিয়া যাহারা একদিন বেআইনীভাবে ক্ষমতা দখল করিয়াছিলেন, দেশবাসী আজ তাহাদের এই প্রশ্নই করিতে চায়, শুধুমাত্র উন্মত্ততার শিকার হিসাবে কেন এবং কিভাবে এতসব জীবন নষ্ট হইতে দেওয়া হইল? এতে ইহাই কি প্রমাণ হয় না যে, দেশে আইনের শাসনের নামে পূর্ণাঙ্গ আইনহীন পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে? এই কথাই কি মনে হয় না যে, দেশে যদি আইন কিছু থাকিয়াও থাকে, তবে তাহা জংলী আইন? যদি তাহা না হইবে তবে কেন করাচীতে মানুষের মূল্যবান জীবন নষ্ট হইয়াছে? যদি তাহা না হইবে তবে কেন করাচীর বুকে শত শত অসহায় মানুষকে গৃহহারা করা হইয়াছে? দেশে যদি আইনের শাসনই থাকিবে তবে মারী উপজাতির নেতা মীর দোদা খানসহ পশ্চিম পাকিস্তানের তিনজন বিশিষ্ট নাগরিক আততায়ীর হাতে খুন হইয়াছেন কেন? এই ঘটনার পরদিনই লায়ালপুরে চারজন নির্দোষ নাগরিককে হত্যা করা হইয়াছে কেন? পূর্ব পাকিস্তানের সিলেটে ক্ষমতাসীন দলের জনৈক নেতা

একজন বিরোধী দলীয় নেতাকে কেন এভাবে হত্যা করিলেন? ঢাকার বিশিষ্ট একশ্রেণীর লোকের হাতে দুই দুইজন নিরীহ নাগরিক কেন আত্মাহুতি দিলেন?

শেখ মুজিব বলেন যে, এইসব ঘটনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর হইতে সংঘটিত উপরোল্লিখিত সব হত্যাকাণ্ডের শিকার বনিয়াছেন বিরোধী দলের নেতা বা কর্মী। আরও দেখা যায় যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সরকারে সকল মহলের দাবীকে উপেক্ষা করিয়া বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন নিয়োগে বিরত রহিয়াছেন। এইসব কারণে সহজেই মনে করা যায় যে, এইসব নৃশংস ঘটনার পশ্চাতে গোপন কোন হাত আছে এবং একের পর এক যে ঘটনাপ্রবাহ চলিয়াছে, তাহাকে একতরফা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড বলিয়াই মনে করা যায়। অবশ্য একতরফা এইসব রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের মধ্যেই ইহাদের শেষ নয়। আমার স্থির বিশ্বাস যে, যদি বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা হইত তবে ‘গোপন হাত’ সব ধরা পড়িত এবং দেখা যাইত যে, বিশেষ একটা শিবিরেই এইসব ‘গোপন হাতের’ আস্তানা।

শেখ মুজিব বলেন যে, জমির আহমদের হত্যা এবং জনাব বাকী বেলুচের উপর গুলীবর্ষণ সুপরিচালিত ষড়যন্ত্র বলিয়াই মনে হয়। সম্ভবতঃ জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য এবং গণতন্ত্রের বীরসেনানী জনাব গোলাম জিলানী মালিককেও এই গুলীবর্ষণের মধ্যদিয়াই পৃথিবী হইতে অপসারিত করার ষড়যন্ত্র ছিল। কিন্তু নেহায়েত স্বর্গীয় সাহায্যেই যেন জনাব জিলানী মালিক এই ষড়যন্ত্রের কবল হইতে রেহাই পাইয়া গেলেন।

রাজনীতিতে যাঁহাদের মোকাবেলা করিতে ক্ষমতাসীন দলের সাহস নাই, তাঁহাদের জীবন লইয়া খেলাকে আর আশ্চর্য না দেওয়ার জন্য শেখ মুজিব সরকারকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। তিনি দাবী করেন যে, অসৎ উদ্দেশ্যোদ্ভূত ও পূর্বপরিচালিত এই ধরনের ভয়াবহ হামলা বন্ধ করিতেই হইবে। চিরদিনের জন্য এইসব হামলার অবসান ঘটাইতে হইবে।

সংবাদ

৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫

শেখ মুজিবের গোপালগঞ্জ সফর

অপর এক খবরে প্রকাশ, অদ্য আওয়ামী লীগ নেতা মুজিবুর রহমান নৌকাযোগে তাঁহার গ্রামের বাড়ী টুঙ্গিপাড়া হইতে গোপালগঞ্জ শহরে আগমন করেন। বিরোধী দলের নেতা হিসাবে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনের জন্য বেদগ্রাম গেটে বহু কর্মী সমবেত হন।

এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, গোপালগঞ্জের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং বুনিয়াদী গণতন্ত্রীরা তাঁহাকে চাহিলে তিনি জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গোপালগঞ্জ হইতে জাতীয় পরিষদে সরকারী দলের বর্তমান কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব ওয়াহিদুজ্জামান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫

জলিরপাড় ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া গোপালগঞ্জে ত্রাসের রাজত্ব কায়ম

শেখ মুজিবের অভিজ্ঞতা বর্ণনা

গতকল্য (রবিবার) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় বলেন যে, গত ২রা ফেব্রুয়ারী গোপালগঞ্জ হইতে ১৪ মাইল দূরে জলিরপাড়ে সংঘটিত একটি গোলযোগকে উপলক্ষ করিয়া গোপালগঞ্জ টাউনে ত্রাসের রাজত্ব কায়ম করা হইয়াছে। পি, পি, এ পরিবেশিত উক্ত সংবাদে বলা হয় যে, শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্যই গোপালগঞ্জ হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ অফিসে সাংবাদিকদের নিকট বলেন যে, জলিরপাড়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটি সম্মেলন বানচাল করার জন্য বেশকিছু সংখ্যক ভাড়াটিয়া লোক যে ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালায়, উহাতে তথায় গুরুতর গোলযোগ দেখা দেয় এবং এই ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া ৪ ব্যক্তিকে গ্রেফতার ও ১৫ ব্যক্তির বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, এই ঘটনায় আহত ৭ ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, অভিযুক্তদের তালিকায় শতাধিক ব্যক্তি রহিয়াছে। গতকল্য প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ অফিসের এক প্রেস রিলিজে বলা হয় যে, জলিরপাড়ে ‘সংখ্যালঘু গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট’ নামে একটি নয়া প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য আহৃত সংখ্যালঘু সম্মেলনকে বানচাল করার জন্য কনভেনশন লীগ বহু ভাড়াটিয়া গুণ্ডা নিয়োগ করে। অবশ্য ইহাদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলেও সম্মেলন প্যাণ্ডেলের বাহিরে ইহারা যে গোলযোগ সৃষ্টি করে উহার ফলে বহুলোক আহত হয়। ঘটনার এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে নাই। সম্মেলনের পরে গোপালগঞ্জ মহকুমার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিসহ বিরোধী দলের বহুলোকের বিরুদ্ধে পাকিস্তান দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারা অনুযায়ী মামলা দায়ের করা হয়। ইহাদের মধ্যে রহিয়াছেন (১) মোল্লা জালালুদ্দিন আহমদ, এডভোকেট, সদস্য প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ; (২) মিঃ গৌরচন্দ্র বালা, প্রাক্তন মন্ত্রী ও সহ-সভাপতি, ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগ; (৩) নগেন্দ্রনাথ তালুকদার, প্রাক্তন এম, পি, এ ও সহ-সভাপতি, সংখ্যালঘু

গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট; (৪) আশুদেব দাস, এম, ই, সি ও সহ-সভাপতি, সংখ্যালঘু গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট; (৫) নিত্যগোপাল মজুমদার, চেয়ারম্যান, জলিলপুর ইউ, সি; (৬) মনোরঞ্জন হীরা, এম, ই, সি ও সভাপতি, সংখ্যালঘু গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট; (৭) মুকুন্দ লাল সরকার, সহ-সভাপতি, মহকুমা আওয়ামী লীগ, গোপালগঞ্জ ও সংখ্যালঘু গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট; (৮) সন্তোষ কুমার বিশ্বাস, প্রচার সম্পাদক, গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট; (৯) চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস, চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন কাউন্সিল; (১০) নরেশ চন্দ্র বিশ্বাস, এম, ই, সি; (১১) ডাঃ নিরদচন্দ্র মজুমদার; (১২) মুকুন্দ লাল বিশ্বাস; (১৩) খগেন্দ্রনাথ বৈরাগী, এম, ই, সি; (১৪) ওয়াহিদুল হক ও (১৫) মোহাম্মদ সলিম, কলেজ ছাত্র।

অতঃপর মোল্লা জালালউদ্দীন, খগেন্দ্রনাথ বৈরাগী ও ভুবনমোহন ভক্তকে গ্রেফতারের পর গোপালগঞ্জ টাউন জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। পরে গত ৫ই ফেব্রুয়ারী আশুদেব দাসকে গ্রেফতার করা হয় ও পরদিন শনিবার তাহার জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করা হয়।

সম্মেলন স্থানের বাহিরে গোলযোগের জন্য সম্মেলনের উদ্যোক্তা ও নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করিয়া প্রকৃতপক্ষে সমগ্র গোপালগঞ্জে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হইয়াছে। আসন্ন জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর চাপ সৃষ্টি করার খেল শুরু করা হইয়াছে। এই হয়রানি বন্ধ করা না হইলে সমগ্র গোপালগঞ্জে আসন্ন নির্বাচন প্রহসনে পর্যবসিত হইবে বলিয়া প্রেস রিলিজে উল্লেখ করা হয়।

সংবাদ

১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫

সবুর খানের মন্তব্য প্রসঙ্গে বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ
কনভেনশন লীগের আপোষ-আলোচনার কথা জানেন না
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

সম্মিলিত বিরোধী দলের কতিপয় অঙ্গদল কনভেনশন মুসলিম লীগের সহিত আপোষ-আলোচনা চালাইতেছে বলিয়া গত সোমবার কেন্দ্রীয় যোগাযোগমন্ত্রী খান আবদুস সবুর ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে যে মন্তব্য করিয়াছেন বিরোধী দল মহলে উহা রীতিমত বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়াছে। বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ এই বিবৃতির প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া জানাইয়াছেন যে, তাহারা এই ধরনের কোন প্রকার আপোষ-আলোচনা সম্পর্কে আদৌ অবহিত নহেন। নেতৃবৃন্দ এই বিবৃতিকে নির্জলা ডাহা মিথ্যা বলিয়া বর্ণনা করেন এবং উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা ও বিভ্রান্ত সৃষ্টির অপপ্রয়াস বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত যোগাযোগ করা হইলে তিনি জনাব সবুরের এই বিবৃতিকে ‘নির্জলা মিথ্যা’ বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি দৃঢ়তার সহিত বলেন, কখনোই কেহ এই ধরনের আলোচনা করেন নাই। তিনি আরও বলেন যে, যেখানে নীতির সহিত নীতির সংগ্রাম চলিতেছে সেক্ষেত্রে এহেন আলোচনার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। বিরোধী দলের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্যই সরকারীদল এই অপচেষ্টা পাইতেছে। জনাব মুজিব মন্তব্য করেন। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল) সম্পাদক জনাব শফিকুল ইসলাম জানান যে, খান সবুরের বিবৃতি হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, সরকার জনসাধারণের আরও কতিপয় দাবীর প্রতি নতি স্বীকার করিতে মানসীকভাবে প্রস্তুত হইয়াছে। তিনি বলেন যে, তাহারা (কাউন্সিল মুসলিম লীগ) ৯ দফা কর্মসূচীর প্রশ্নে অটল রহিয়াছেন এবং এই ধরনের আপোষ-আলোচনা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অস্বস্ত।

নেজামে ইসলাম দলের সাধারণ সম্পাদক জনাব ফরিদ আহমেদ এম, এন, এ’র সহিত যোগাযোগ করা হইলে তিনি এই ধরনের আপোষের কথাকে ‘ডাহা মিথ্যা’ বলিয়া বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, নেজামে ইসলামের পক্ষ হইতে কাহারও সহিত এই সম্পর্কে কোন প্রকার আলোচনা হয় নাই এবং অপর কেহ আলোচনা করিতেছেন বলিয়াও তিনি জ্ঞাত নহেন। জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের নেতা জনাব মাহমুদ আলী জানান যে, তিনি কোনরূপ আপোষ-আলোচনা সম্পর্কে আদৌ জ্ঞাত নহেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫

‘বে-আইনী প্রচারপত্র’র মামলা
সকল অভিযুক্ত ব্যক্তির জামিন মঞ্জুর
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

‘বে-আইনী প্রচারপত্র’ প্রকাশের অভিযোগে অভিযুক্ত মেসার্স আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবুর রহমান, হামিদুল হক চৌধুরী, তফাজ্জল হোসেন, শাহ আজিজুর রহমান, আলিম আল-রাজী, মাহমুদ আলী, মাহবুবুল হক, এম-এন-এ, জহুর হোসেন চৌধুরী, ওলী আহাদ, আলী আকসাদ এবং ওবায়দুর রহমান প্রমুখ ১২জন বিশিষ্ট রাজনীতিক ও পত্রিকা-সম্পাদকের প্রত্যেককে গতকল্য (বৃহস্পতিবার) ঢাকার অন্যতম প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আফসারউদ্দীন আহমদ ৫ হাজার টাকার জামিন ও একজন করিয়া জামিনদারের জামিনে মুক্তিদান করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গত বুধবার ঢাকার সদর মহকুমা হাকিম (দক্ষিণ) মামলাটি জনাব আফসারউদ্দীনের এজলাসে স্থানান্তরিত করেন। (গতকল্য ভ্রমবশতঃ এই মামলার পরিবর্তে জনাব তফাজ্জল হোসেন ও তদীয় পুত্র জনাব আনোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে বিচারাধীন অপর একটি মামলা সদর মহকুমা হাকিম (দক্ষিণ) এই কোর্টে স্থানান্তরিত করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ফেরার ঘোষিত ব্যক্তিকে আশ্রয়দানের অভিযোগে আনীত উক্ত বিচারাধীন মামলা সদর মহকুমা হাকিমের (দক্ষিণ) এজলাসেই রহিয়াছে এবং আগামী ২৩ শে ফেব্রুয়ারী উক্ত মামলার শুনানী উক্ত কোর্টে পুনর্বার শুরু হইবে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত) আগামী ২৬ শে মার্চ ‘বে-আইনী প্রচারপত্র’ সংক্রান্ত এই মামলাটির পরবর্তী তারিখ ধার্য হইয়াছে।

সৈয়দ আজিজুল হক, জনাব জহিরুদ্দীন, জনাব আনোয়ারুল হক, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, জনাব মঞ্জুরুল রহিম এবং জনাব ফজলুল হক অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে জামিনের আবেদন পেশ করেন। পক্ষান্তরে, ঢাকার পাবলিক প্রসিকিউটর জনাব আবদুল আলীম সরকারপক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫

শেখ মুজিবের আহ্বান

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (সোমবার) প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সকল শাখাকে সমমতাবলম্বী সকলের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে যথোপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে আগামী ২১ শে ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবস পালনের নির্দেশ দিয়াছেন। দলমত নির্বিশেষে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে শহীদ দিবস পালনের জন্য তিনি দেশবাসীর প্রতিও আহ্বান জানাইয়াছেন।

গতকল্য সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে শেখ মুজিব বলেন যে, ঐতিহাসিক শহীদ দিবস আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানীরা শহীদদের বিদেহী আত্মার প্রতি হৃদয় নিংড়ানো শ্রদ্ধা-নিবেদনের জন্যই শুধু পরম পবিত্রতার সঙ্গে এই দিনটি পালন করে না, শ্রদ্ধা-নিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানীরা নিজেদের মাতৃভাষার জন্য কার্যকরী স্বীকৃতি আদায়ের জন্যও এইদিন নূতন করিয়া শপথ গ্রহণ করে।

শেখ মুজিব বলেন যে, শহীদ দিবস শুধুমাত্র শোকাবহ স্মৃতি দিবসই নয়, এই দিনটি আত্মত্যাগে উদ্ভুদ্ধ হওয়ারও দিন। শহীদ দিবস চিরন্তন সংগ্রামের বার্তাবহ একটি দিন। এই দিনটি প্রতিবছর দেশবাসীকে নিজেদের অধিকার আদায়ের আমরণ সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার অনুপ্রেরণায় উদ্ভুদ্ধ করে।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫

শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আনীত রাষ্ট্রদ্রোহিতা মামলা

নাকচ, অন্যথায় অন্য আদালতে স্থানান্তরের আবেদনের শুনানী শুরু

(হাইকোর্ট রিপোর্টার)

গতকল্য (মঙ্গলবার) ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব বাকের ও বিচারপতি জনাব এ, সোবহান চৌধুরী সমবায়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক আনীত দেশদ্রোহিতার মামলা নাকচ করার আবেদনের পূর্ণ শুনানী শুরু হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, গত ৫ই নবেম্বর ঢাকার পুলিশ সুপার ঢাকার অতিরিক্ত কমিশনারের আদালতে জনাব শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২৪-ক ধারা মোতাবেক দেশদ্রোহিতার অভিযোগে এক মামলা দায়ের করেন। আবেদনকারী উপরোক্ত মামলা নাকচ, অন্যথায় উপরোক্ত ডেপুটি কমিশনারের আদালত হইতে অন্য আদালতে স্থানান্তরের জন্য ঢাকা হাইকোর্টে এক আবেদন পেশ করেন।

ঢাকা হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চে আবেদনকারীর অনুকূলে রুল প্রদান করেন। গতকল্য আবেদনকারীর কৌসুলী মিঃ সবিতা রঞ্জন পাল বলেন যে, পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২৪-ক ধারা শাসনতন্ত্রের পরিপন্থী। সুতরাং ১২৪-ক ধারা মোতাবেক আনীত এই মামলার আইনগত কোন সম্ভাবনা নাই। আগামীকল্য এই মামলার পুনরায় শুনানী হইবে।

আবেদনকারীর প্রধান কৌসুলীকে মামলা পরিচালনায় সাহায্য করেন মিঃ বি, বি, রায় চৌধুরী।

সরকারপক্ষ সমর্থন করেন ডি, এল, আর, জনাব আবদুল হাকিম এবং জনাব মাসুদ।

দৈনিক পাকিস্তান

১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫

শেখ মুজিবের রিভিশন মামলা

শেখ মুজিবর রহমান কর্তৃক আনীত তাঁহার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতা সম্পর্কীয় রিভিশন মামলাটি গতকল্য মঙ্গলবার ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব বাকের এবং বিচারপতি জনাব চৌধুরীকে লইয়া গঠিত একটি ডিভিশন বেঞ্চে শুনানীর জন্য উত্থাপিত হইয়াছে।

উল্লেখযোগ্য যে, সরকার দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনয়ন করিয়া শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। উক্ত মামলাটি ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনারের কোর্টে বিচারাধীন আছে। উক্ত

মামলাটি অবৈধভাবে দায়ের করা হইয়াছে, দাবী করিয়া উহা খারিজ করিয়া দেওয়া হোক— এই আবেদন পেশ করিয়া শেখ মুজিবর রহমান হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করেন। যুক্তি প্রদানকালে কৌসুলী মিঃ এস, আর, খান বলেন যে, ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারাটি শাসনতন্ত্র মোতাবেক অচল। কৌসুলীর বক্তব্য শেষ না হইতেই কোর্টের অধিবেশন দিনের মত সমাপ্ত হয়। অদ্য শুনানী আবার শুরু হইবে।

আজাদ
১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫
শেখ মুজিবের আপীলের শুনানী
(হাইকোর্ট রিপোর্টার)

ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব বাকের এবং বিচারপতি জনাব চৌধুরীকে লইয়া গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ মঙ্গলবার হইতে শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ সম্পর্কিত মামলাটির শুনানী শুরু হইয়াছে।

কৌসুলী মিঃ এস, আর, পাল তাঁহার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলেন যে, ফৌজদারী আইনের ১২৪ (ক) ধারাটি শাসনতন্ত্রের পরিপন্থী বিধায় উহা তাঁহার মক্কেলের প্রতি প্রযোজ্য হইবে না।

উল্লেখযোগ্য যে, দেশদ্রোহিতার অভিযোগে শেখ মুজিবরের বিরুদ্ধে সরকার ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার জনাব এস, বি, আলমের কোর্টে একটি মামলা দায়ের করেন। উক্ত মামলাটিকে আইনগত কারণে খারিজ করার জন্য শেখ মুজিবর রহমান হাইকোর্টে একটি আবেদন পেশ করিলে হাইকোর্ট ঢাকার ডেপুটি কমিশনারের প্রতি একটি রুল জারী করিয়া কারণ দর্শাইবার নির্দেশ দেন। উক্ত রুলটির শুনানী গতকল্য হইতে শুরু হইয়াছে। মিঃ পাল তাহার বক্তব্য শেষ করার পূর্বেই কোর্টের অধিবেশন সমাপ্ত হয়। অদ্য পুনরায় শুনানী শুরু হইবে।

শেখ মুজিবরের পক্ষে ছিলেন মিঃ এস, আর, পাল, মিঃ বি, এন, চৌধুরী, মিঃ বি, বি, রায় চৌধুরী এবং মিঃ এস, এস, হালদার।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫
শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার শুনানী
আসামীপক্ষের কৌসুলীর সওয়াল জবাব সমাপ্ত
(হাইকোর্ট রিপোর্টার)

গতকল্য (বুধবার) ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব বাকের ও বিচারপতি জনাব এ, সোবহান চৌধুরী সমবায়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ শেখ মুজিবর

রহমানের বিরুদ্ধে আনীত দেশদ্রোহ মামলা নাকচ অথবা স্থানান্তরের আবেদনের দ্বিতীয় দিবসব্যাপী পূর্ণ শুনানী হয় এবং আবেদনকারীর কৌসুলী মিঃ সবিতা রঞ্জন পাল তাঁহার সওয়াল জবাব সমাপ্ত করেন।

মিঃ পাল পূর্বদিনের যুক্তির পুনরুল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই মামলা নাকচযোগ্য কিনা, এ প্রশ্নে আদালত যদি কোন প্রকার অভিমত প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক হন, তবে তিনি মামলা স্থানান্তর করিবার আবেদন করিবেন, কারণ এই মামলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ; সুতরাং ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত মুসেফী আদালতে এই মামলার বিচার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রশাসনিক বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে এই মামলার বিচার সমীচীন নয় বলিয়া মিঃ পাল যুক্তি প্রদর্শন করেন। তিনি আরও বলেন যে, পাকিস্তান দণ্ডবিধির শাসনতান্ত্রিক বৈধতার প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্বপূর্ণ আইনগত প্রশ্নের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য এই বিষয়টি স্পেশাল বেঞ্চ প্রেরণ করিবার জন্য মিঃ পাল আদালতের নিকট আবেদন করেন।

মিঃ পালের সওয়াল জবাব সমাপ্ত হইলে সরকারপক্ষের কৌসুলী ডি, এল, আর জনাব আবদুল হাকিম সওয়াল জবাব শুরু করেন এবং কয়েকটি প্রাথমিক আপত্তি উত্থাপন করেন।

আবেদনকারীর কৌসুলীকে মামলা পরিচালনায় সাহায্য করেন মিঃ বি, বি, রায় চৌধুরী এবং মিঃ সুধাংশু শেখর হালদার।

সরকারপক্ষে মামলা পরিচালনায় ডি, এল, আর জনাব আবদুল হাকিমকে সাহায্য করেন জনাব মাসুদ।

দৈনিক পাকিস্তান
১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫
শেখ মুজিবের মামলা

গতকল্য বুধবার দ্বিতীয় দিবসেও শেখ মুজিবর রহমানের দেশদ্রোহিতা সম্পর্কিত মামলাটির শুনানী অব্যাহত থাকে। মিঃ পাল বিভিন্ন নজীর, সহ সারাদিন তাঁহার বক্তব্য পেশ করেন। অদ্য শুনানী পুনরায় অনুষ্ঠিত হইবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫
শেখ মুজিবের মামলা
তৃতীয় দিনের শুনানীতে সরকার পক্ষের সওয়াল জওয়াব
(হাইকোর্ট রিপোর্টার)

গতকল্য (বৃহস্পতিবার) ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব বাকের ও বিচারপতি জনাব এ, সোবহান চৌধুরী সমবায়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত দেশদ্রোহ মামলায় তৃতীয় দিবসের শুনানী

হয়। এইদিন সরকারপক্ষের কৌসুলী ডি, এল, আর, জনাব আবদুল হাকিম সারাদিনব্যাপী সওয়াল জবাব করেন। তিনি বলেন যে, এই মামলা আইনতঃ সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ, এই মামলা দায়ের করিবার পূর্বে সরকারপক্ষকে উপযুক্ত সময়ের নোটিস প্রদান করা হয় নাই।

তিনি আরও বলেন যে, এইরূপ মামলা প্রথমে দায়রা জজের আদালতে করা উচিত ছিল। আবেদনকারী দায়রা জজের আদালতকে বাদ দিয়া সোজাসুজি হাইকোর্টে আবেদন করিয়াছেন, সুতরাং এইরূপভাবে মামলা স্থানান্তরের আবেদন আইনতঃ গ্রাহ্য নহে। তিনি আরও বলেন যে, ডেপুটি কমিশনারের আদালতে উপরোক্ত মামলার পূর্ণ শুনানী আরম্ভ হইবার পূর্বেই আবেদনকারী মামলা নাকচ অথবা স্থানান্তরের আবেদনপত্র পেশ করেন। ইহা খুবই অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে।

তিনি আরও বলেন যে, আবেদনকারীর মামলা নাকচ অথবা স্থানান্তর করিবার আবেদনপত্র ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১ (ক) ধারা মোতাবেক পেশ করা হইয়াছে। ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১ (ক) ধারা মোতাবেক প্রদত্ত ক্ষমতা হাইকোর্ট শুধু বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। সর্বক্ষেত্রে উপরোক্ত ধারায় অর্পিত ক্ষমতার প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় নহে।

তিনি আরও বলেন, শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত দেশদ্রোহ মামলার বিরুদ্ধে আপীল করার বিধান আছে। এইরূপ মামলার শুনানী চলাকালে আদালতের কার্যক্রম সম্পর্কে কোন অভিযোগ থাকিলে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৩৫ এবং ৪৩৯ ধারাদ্বয়ের মাধ্যমে হাইকোর্টে আবেদন করা সম্ভব। তিনি আরও বলেন যে, এই দেশদ্রোহ মামলা নাকচ করিবার আবেদনপত্র উপরোক্ত ধারা দুইটির মাধ্যমে পেশ করা হয় নাই। সুতরাং, এই নাকচকরণ আবেদনপত্র আইনতঃ গ্রাহ্য নহে।

অদ্য (শুক্রবার) মামলার শুনানী পুনরায় শুরু হইবে।

আবেদনকারীর পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন মিঃ সবিতা রঞ্জন পাল এবং তাঁহাকে মামলা পরিচালনায় সাহায্য করেন মিঃ বি, বি, রায় চৌধুরী এবং মিঃ সুধাংশু শেখর হালদার।

সরকারপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন ডি, এল, আর, জনাব আবদুল হাকিম এবং জনাব মাসুদ।

Morning News

19th February 1965

3rd Day Hearing of Sheikh Mujib's case

(By Our High Court Reporter)

A Division Bench of Dacca High Court consisting of Mr. Justice Baquer and Mr. Justice A. Subhan Choudhuri is hearing Sheikh Mujibur Rahman's petition for the last 3 days.

Mr. Abdul Hakim, D.L.R. replied on behalf of the State. In his reply to S.R. Pal's submission yesterday Mr. Hakim contended that the prayer of the petitioner to quash the proceeding against him pending before the Trial Court is premature as only a complaint has been made against he petitioner and that the Honourable High Court can invoke its inherent jurisdiction to quash only in exceptional cases. when there is no offence that was made out in the complaint but if cannot be quashed in this case till the complaint who has disclosed a prima facie case in his complaint has given an opportunity to state his case before the Trial court and that before the facts are made out there cannot be any revision and that as this petition is not in the nature of a writ. The reasonableness of the restrictions or its contradiction with the Fundamental rights can be submitted only be decided at this stage by the Trial Court and that this Honourable Court may not interfere with the ordinary courts of law at this stage and that section 561A of criminal procedure code and not apply in this case.

Mr. S.R. Pal replied to all these and submitted that it is not premature as a proceeding was already started and that to be arrested and taken before the Trial Court on a complaint which has no legal basis is harassing and an abuse of the process of court and the complaint being preposterous this Honourable High Court should invoke its jurisdiction under Section 561A of the criminal procedure code an quash it. He was still arguing when the court rose.

Mr. S. R. Pal appeared for the petitioner.

Mr. A. Hakim, D. L. R together with A T M Masud appeared for the State.

দৈনিক ইত্তেফাক

২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫

শেখ মুজিবের মামলার শুনানী সমাপ্ত

(হাইকোর্ট রিপোর্টার)

গতকল্য (শুক্রবার) ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব বাকের ও বিচারপতি জনাব এ, সোবহান চৌধুরী সমবায় গঠিত ডিভিশন বেঞ্চে শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত দেশদ্রোহ মামলার শুনানী সমাপ্ত হইয়াছে। আদালত রায়দান স্থগিত রাখিয়াছেন। গতকল্য সরকারপক্ষের কৌসুলী ডি, এল, আর, জনাব আবদুল হাকিম তাঁহার সওয়াল-জবাব সমাপ্ত করেন

এবং আবেদনকারীর কৌসুলী মিঃ সবিতা রঞ্জন পাল সরকারপক্ষের কৌসুলীর সওয়াল-জবাবের প্রত্যুত্তর প্রদান করেন।

তিনি বলেন যে, এই দেশদ্রোহ মামলা নাকচকরণের আবেদন সম্পূর্ণ আইন মোতাবেক করা হইয়াছে। ইহা আদালতের কোন রায় অথবা আদেশের বিরুদ্ধে করা হয় নাই বরং আদালতে সরকারপক্ষের অভিযোগক্রমে সৃষ্ট মামলার কার্যক্রমের বিরুদ্ধে এইরূপ নাকচকরণের আবেদন দায়ের করা হইয়াছে। এইরূপ মামলা ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১-ক ধারা মোতাবেক প্রদত্ত হাইকোর্টের মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং, এই মামলা সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত।

তিনি আরও বলেন যে, এই মামলার বিষয়বস্তু পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২৪-ক ধারার অন্তর্ভুক্ত নয়।

তিনি আরও বলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত দেশদ্রোহ মামলা আইনের অপব্যবহার মাত্র। কারণ, মামলার বিষয়বস্তু পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২৪-ক ধারায় প্রদত্ত ব্যাখ্যার পরিপন্থী।

আবেদনকারীর পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন মিঃ সবিতা রঞ্জন পাল এবং তাঁহাকে মামলা পরিচালনা করিতে সাহায্য করেন মিঃ বি, বি, রায় চৌধুরী এবং মিঃ সুধাংশু শেখর হালদার।

সরকারপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন ডি, এল, আর জনাব আবদুল হাকিম এবং জনাব মাসুদ।

দৈনিক পাকিস্তান

২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫

শেখ মুজিবুর রাজদ্রোহিতা মামলার শুনানী

(হাইকোর্ট রিপোর্টার)

গতকল্য শুক্রবার শেখ মুজিবুর রহমানের রাজদ্রোহিতা সম্পর্কিত মামলাটির শুনানী চতুর্থ দিবসে সমাপ্ত হইয়াছে। সরকার পক্ষে ডি, এল, আর জনাব আবদুল হাকিম সওয়াল জওয়াব করেন। তিনি বিভিন্ন আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলেন যে, মামলাটি হাইকোর্টে ফৌজদারী কার্যবিধির সঠিক ধারামতে পেশ করা হয় নাই এবং সম্পূর্ণরূপে অসময়ে মামলাটি হাইকোর্টে দায়ের করা হইয়াছে। আবেদনকারীর পক্ষে মিঃ পাল সরকার পক্ষের যুক্তিতর্কের উত্তর প্রদানের পর মামলাটির শুনানী সমাপ্ত হয়।

হাইকোর্ট রায় প্রদান মূলতবী রাখিয়াছেন। বিচারপতি জনাব বাকের এবং বিচারপতি জনাব চৌধুরীকে লইয়া বেঞ্চটি গঠিত হইয়াছিল। সরকারপক্ষে ছিলেন ডি, এল, আর জনাব আবদুল হাকিম এবং জনাব এ, টি, মাসুদ। আবেদনকারীর পক্ষে ছিলেন মিঃ এস, আর, পাল, মিঃ বি, বি, রায় এবং মিঃ এস, আর, হালদার।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫

অদ্য আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির জরুরী সভা

(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করিয়াছেন যে, অদ্য (মঙ্গলবার) বিকাল ৫টায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির এক জরুরী সভা ১৫, পুরানা পল্টনে অনুষ্ঠিত হইবে। সভায় দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হইবে। সকল সদস্যকে সভায় যোগ দিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হইয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫

অদ্য শেখ মুজিবুর চট্টগ্রাম যাত্রা

(স্টাফ রিপোর্টার)

জাতীয় পরিষদ নির্বাচনী অভিযানের প্রথম পর্যায়ে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান অদ্য (বুধবার) দ্বিপ্রহরে বিমানযোগে চট্টগ্রাম রওয়ানা হইবেন।

আগামীকল্য (বৃহস্পতিবার) সন্ধ্যায় তিনি ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন। চট্টগ্রাম অবস্থানকালে তিনি চট্টগ্রামের বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে জাতীয় পরিষদের নির্বাচন সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করিবেন। তিনি তথায় বিরোধী দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নির্বাচনী প্রচারসূচী প্রণয়ন সম্পর্কে আলোচনা করিবেন।

Morning News

24th February 1965

Sheikh Mujib For Chittagong

Sheikh Mujibur Rahman, General Secretary of the East Pakistan Awami League is leaving here for Chittagong today on the first leg of his election tour, reports PPA.

Morning News

24th February 1965

4-Party Joint Statement

The following joint statement was issued last night by the Leaders of Pakistan Muslim League Awami League, Jamat-e-Islami and the Nizam-i-Islam. reports PPA.

“Our attention has been drawn to a statement of the General Secretary on the National Awami Party published in the local dailies yesterday.

“We are astonished to learn that the NAP leader is surprised at the publication of the agreed list of candidates drawn out by four components of the COP and NDF. The crux of the problem was that even after long be liberations during five days in joint sittings of six organisations and inter-party parlys outside the sittings it appeared that the NAP representatives lacked in seriousness to come to an agreement between the candidates of NAP on their one hand and those of the four other components of the COP on the other. The representatives of NAP were not even ready to keep the unsettled seats open nor did they accept any definite time limit.

Therefore it was impossible for us to wait for them for and unlimited period keeping the whole nation in suspense. Thus we were compelled to bring out a list from amongst the candidates of the agreeing organisations.

We deplore to find that the NAP leader claimed that the decided to exclude the NAP on other four components of COP the absence of their representative. This statement is wholly incorrect. We discussed the problem with a representatives of NAP who was at that time present in the joint sitting but he did not suggest any alternative to us.

The signatories of the statement are:

Prof. Ghulam Azam (Jamaat Islami), Sheikh Mujibur Rahman (Awami League), Mr. Shafiqul Islam (Muslim League) and Syed Moslehuddin Ahmed (Nizam-i-Islam).

দৈনিক পাকিস্তান

২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫

রংপুর আওয়ামী লীগে ভাঙ্গন

প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব

(স্টাফ রিপোর্টার)

জাতীয় পরিষদের আসন্ন নির্বাচনে আসন বণ্টন লইয়া প্রাদেশিক ‘কপের’ চারিটি অঙ্গদল ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বনাম ‘ন্যাপে’র মধ্যে যে বিরোধের সূত্রপাত হইয়াছিল তাহার অবসানে আওয়ামী লীগ দলে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মতদ্বৈততা দেখা দিয়াছে।

ন্যাপের সহিত কপের চারিটি অঙ্গদলের পুনর্মিলন প্রশ্নে আওয়ামী নেতৃবৃন্দের মধ্যে তুমুল বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে। দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধের ফলে কতিপয় আওয়ামী লীগ কর্মী ইতিমধ্যে পদত্যাগ করিয়াছেন এবং কয়েক প্রভাবশালী আওয়ামী লীগ নেতা পদত্যাগের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এছাড়া প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ঘনিষ্ঠ কর্মীদের নিকট রাজনীতি হইতে অবসরগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া সংশ্লিষ্ট মহল হইতে জানা গিয়াছে।

সম্প্রতি জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে কপ ও এনডিএফ এক সমঝোতায় উপনীত হইলেও পূর্ব পাকিস্তানের আসনগুলিতে মনোনয়ন দান ব্যাপারে ন্যাপের সহিত কপের চারিটি অঙ্গদল ও এনডিএফ-এর মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয় এবং ন্যাপকে বাদ দিয়া কপের চারিটি অঙ্গদল ও এনডিএফ সংযুক্তভাবে জাতীয় পরিষদের বিভিন্ন আসনে মনোনয়ন দান করেন। কপের চারিটি অঙ্গদল ও এনডিএফ-এর দলীয় সংকীর্ণতার প্রতিবাদে প্রাদেশিক ন্যাপ এককভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত করিলে আওয়ামী লীগপন্থী জনৈক প্রভাবশালী সাংবাদিক ন্যাপের সহিত সমঝোতা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং তাঁহার একক প্রচেষ্টায় কপের বিভিন্ন অঙ্গদল ও এনডিএফ-এর মধ্যে পুনরায় ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। কিন্তু ন্যাপের সহিত সমঝোতা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকের প্রভাব ও প্রচেষ্টার শীর্ষস্থানীয় কতিপয় আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মী বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠেন। ফলে দলের নেতা ও কর্মী মহলে তীব্র মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। আওয়ামী লীগের এই আভ্যন্তরীণ কোন্দল ও মতদ্বৈততার ফলে রংপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদত্যাগ করিয়াছেন। পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি শাহ আজিজুর রহমান ও প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব মতিউর রহমান আওয়ামী লীগ হইতে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া আওয়ামী লীগের সহিত সংশ্লিষ্ট মহল হইতে জানা গিয়াছে।

রংপুরে পদত্যাগ

রংপুর হইতে এপিপি পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, রংপুর জেলা ও সদর আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী ও কতিপয় নেতা পার্টি হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন।

এক বিবৃতিতে উক্ত নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের সমালোচনা করিয়া বলেন যে, তাহারা আওয়ামী লীগ পার্টির উদ্দেশ্য হাসিলে ব্যর্থ হইয়াছে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পদত্যাগ করিয়াছেনঃ

জেলা আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব নুরুল হক, সেক্রেটারী জনাব রফিকুল ইসলাম, সাংগঠনিক সেক্রেটারী জনাব সিদ্দিক হোসেন, অফিস সেক্রেটারী শেখ আমজাদ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ জনাব আবদুল আওয়াল, সদর আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট ডাঃ আফতাবুদ্দীন তালুকদার, সেক্রেটারী সরদার গাজী রহমান, সাংগঠনিক সেক্রেটারী জনাব নওয়াজেস হোসেন ও রংপুর শহর আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জনাব মুজিবর রহমান।

দৈনিক ইত্তেফাক

১লা মার্চ ১৯৬৫

দমননীতির নিন্দা

ডাক কর্মচারীদের দাবীর প্রতি শেখ মুজিবের সমর্থন

(স্টাফ রিপোর্টার)

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্য (রবিবার) ডাক ও তার বিভাগের ধর্মঘটী কর্মচারীদের উপর সরকারী দমননীতির তীব্র নিন্দা করেন এবং ডাক ও তার কর্মচারী ইউনিয়নের ধৃত নেতৃবৃন্দের আশু মুক্তি দাবী করেন।

গতকল্য সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ নেতা বলেন যে, ধর্মঘটের গুরু হইতেই বিভিন্ন মহল হইতে ধর্মঘটী কর্মচারীদের ন্যায্য দাবী-দাওয়া মানিয়া লইয়া সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে ধর্মঘটের একটি সম্মানজনক পরিসমাপ্তি ঘটাইবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হইতেছে। দুঃখের বিষয়, সরকার পরিস্থিতিতে অবনতির দিকেই যাইতে সাহায্য করিয়াছেন এবং অবস্থাকে জটিল করিয়া তুলিয়াছেন।

সংবাদ

১লা মার্চ ১৯৬৫

শেখ মুজিবের বিবৃতি

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য (রবিবার) এক বিবৃতিতে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান ডাক ও তার কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের খবরে তিনি অত্যন্ত মর্মান্বিত হইয়াছেন। বিবৃতিতে তিনি গ্রেফতারকৃত ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দকে অবিলম্বে মুক্তিদান এবং ধর্মঘটী ডাক ও তার কর্মচারীদের ন্যায্যসঙ্গত দাবী-দাওয়া পূরণ করিয়া যোগাযোগ ব্যবস্থার অচলাবস্থা দূর করার জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানাইয়াছেন।

দৈনিক পাকিস্তান

১লা মার্চ ১৯৬৫

শেখ মুজিবের বিবৃতি

ধর্মঘটী ডাক ও তার বিভাগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের গ্রেফতারের প্রতিবাদ করিয়া পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য রবিবার এক বিবৃতি দিয়াছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, আপোষ-মীমাংসার মাধ্যমে ধর্মঘট প্রত্যাহার করার পরিবর্তে কর্তৃপক্ষ নির্যাতনের পথ বাছিয়া লইয়া পরিস্থিতিতে আরও ঘোরালো করিয়াছেন।

তিনি শ্রমিকদের ন্যায্যসঙ্গত দাবী মানিয়া লইয়া অচলাবস্থা দূর করার জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

৬ই মার্চ ১৯৬৫

অদ্য শেখ মুজিবের খুলনা যাত্রা

(স্টাফ রিপোর্টার)

১০ দিবসব্যাপী নির্বাচনী সফরকল্পে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান অদ্য (শনিবার) দ্বিপ্রহরে হেলিকপ্টারযোগে খুলনা গমন করিবেন। তিনি খুলনা, যশোর, ফরিদপুর ও কুমিল্লা সফর করিবেন। তিনি এই সকল স্থানে কপ-এনডিএফ মনোনীত জাতীয় পরিষদে নির্বাচনপ্রার্থীদের প্রচারকার্যে অংশগ্রহণ করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৪ই মার্চ ১৯৬৫

শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন

(স্টাফ রিপোর্টার)

সাত দিবসব্যাপী নির্বাচনী সফর শেষে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য (শনিবার) দ্বিপ্রহরে যশোর হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি গোপালগঞ্জ, খুলনা, মাগুরা, বিনাইদহ ও যশোর সফর করেন। এই সকল স্থানে তিনি ‘কপ’ ও ‘এন, ডি এফ’ মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে প্রচারকার্যে অংশগ্রহণ করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৫ই মার্চ ১৯৬৫
শেখ মুজিবুর নোয়াখালী যাত্রা
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

নির্বাচনী সফর উপলক্ষে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্য (রবিবার) দ্বিপ্রহরে মোটরযোগে নোয়াখালী রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। তিনি তথায় জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে ‘কপ’-এন, ডি, এফ মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে প্রচারকার্যে অংশগ্রহণ করিবেন। শেখ মুজিবুর রহমান আগামী ১৭ই মার্চ ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৭ই মার্চ ১৯৬৫
শেখ মুজিবুর ঢাকা প্রত্যাবর্তন
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

দুই দিবসব্যাপী নোয়াখালী সফরশেষে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্য (মঙ্গলবার) রাত্রে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। সফরকালে তিনি মাইজদী, সেনবাগ, কোম্পানীগঞ্জ, বসুরহাট, কবিরাজের হাট, চাপরাশীর হাট, ফেনী, সোনাগাজী ও দাউদকান্দিতে নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্য ও কর্মীদের সভায় বক্তৃতা করেন। তিনি এই সকল স্থানে কপ-এন, ডি, এফ মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে প্রচারকার্যে অংশগ্রহণ করেন। গতকল্য সকালে তিনি মাইজদী টাউন হলে নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্য, কপ-এন, ডি, এফ কর্মী ও জনসমাবেশে বক্তৃতার পর মোটরযোগে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৮ই মার্চ ১৯৬৫
শেখ মুজিবুর মাদারীপুর যাত্রা
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

নির্বাচনী সফরকল্পে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্য (বুধবার) রাত্রে লঞ্চযোগে মাদারীপুর রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। তিনি অদ্য (বৃহস্পতিবার) মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত দামুরদিয়ায় নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্য ও জনসমাবেশে বক্তৃতাদান করিবেন। তিনি মাদারীপুরে আরও কয়েকটি সভায় বক্তৃতাদান করিবেন। শেখ মুজিবুর রহমান আগামীকল্য (শুক্রবার) রাত্রে চাঁদপুর পৌছিবেন।

আজাদ
২০শে মার্চ ১৯৬৫
শেখ মুজিব কর্তৃক ধর-পাকড়ের নিন্দা
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের পূর্বস্ফরণে বহু সংখ্যক নির্বাচনী কলেজ সদস্যসহ কর্ণেল সৈয়দ আবিদ হোসেন ও নওয়াবজাদা ইফতেখার আহমদ আনসারীকে খেফতারের তীব্র নিন্দা করিয়া অবিলম্বে তাঁহাদের মুক্তিদানের জন্য গতকল্য শুক্রবার শেখ মুজিবুর রহমান দাবী জানান। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সম্পাদক গতকল্য শুক্রবার এক বিবৃতিতে বলেন যে, নির্বাচনী কলেজ সদস্যসহ বিরোধী দলীয় নেতাদের খেফতারের মাধ্যমে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের নমুনা ফুটিয়া উঠিতেছে। ইহা দ্বারা ক্ষমতাসীন দল স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিল যে, তাঁহারা ভীতি প্রলোভন প্রভৃতির ‘পরিচিত’ পন্থারই নির্বাচনে জয়লাভ করিতে চাহেন।

বিবৃতিতে জনাব রহমান কর্ণেল আবিদ হোসেন ও নওয়াবজাদা ইফতেখার আহমদ আনসারীসহ ধৃত সকল কর্মী ও নির্বাচনী কলেজ সদস্যদের মুক্তি দিয়া অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবেশ সৃষ্টির আহ্বান জানান।

Pakistan Observer
20th March 1965
Mujib Demands Release Of Detenus

The General Secretary of the East Pakistan Awami League, Mr. Sheikh Mujibur Rahman, on Friday demanded immediate release of political workers and MECs now under detention and restoration of an atmosphere congenial to the free exercise of the right to vote in the ensuing election to the National Assembly, reports PPA.

In a statement released to the Press Mr. Rahman expressed his concern at the reported arrests of prominent Opposition leaders of West Pakistan namely, Colonel Abid Hossain and Nawabzada Iftikhar Ahmed Ansari, MPA, and a host of members of the Electoral College lending support to the Opposition candidates.

These arrests, the statement said, just on the eve of the election “Portend to the kind of fair and impartial election professed to be held by the ruling party.”

The Awami League leader alleged that the Government was applying coercion, intimidation and oppression” in order to win the election.

He further alleged that the officers of the lower strata of the administration had been “freely utilised” for the election campaign in support of the Muslim League nominees.

দৈনিক ইত্তেফাক

২০শে মার্চ ১৯৬৫

শেখ মুজিবের বিবৃতি

তথাকথিত অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বরূপ উদঘাটন

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান জাতীয় পরিষদের আসন্ন নির্বাচনের প্রাক্কালে পশ্চিম পাকিস্তানে বিরোধী দলীয় নেতাদের ধরপাকড় এবং নির্বাচনে সরকারী প্রভাব প্রয়োগের নিন্দা করিয়া গতকল্য (শুক্রবার) এক বিবৃতি প্রদান করেন।

বিবৃতিতে শেখ মুজিব বলেন : প্রাক্তন মন্ত্রী ও জনপ্রিয় বিরোধী দলীয় নেতা কর্নেল সৈয়দ আবিদ হোসেন, পশ্চিম পাকিস্তান পরিষদের বিরোধী দলীয় সদস্য নওয়াবজাদা ইফতেখার আহমদ আনসারী এবং ইলেকটোরেলে কলেজের বিরোধী দল সমর্থক বহু সংখ্যক সদস্যকে গ্রেফতারের খবরে আমি গভীর মর্মাহত হইয়াছি। নির্বাচনের প্রাক্কালে এই ধরনের গ্রেফতার ক্ষমতাসীন দলের নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতির স্বরূপ উদঘাটন করিতেছে। বিরোধী দলীয় নেতা, কর্মী ও ভোটারদের নির্বিচার গ্রেফতারের পরও অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা বলা জনসাধারণের নিকট কৌতুকজনক। ক্ষমতাসীন দলের কাজকর্মে ইহা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, তাঁহারা তাঁহাদের অতি পরিচিত পদ্ধতি জবরদস্তি, ভীতি প্রদর্শন ও নির্যাতনের মাধ্যমে জয়লাভের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচনে জয়লাভের জন্যও ক্ষমতাসীন দল একই ধরনের পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন।

নির্বাচনের ব্যাপারে প্রশাসন যন্ত্রের ভূমিকা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, নিম্নস্তরের অফিসারদের ক্ষমতাসীন দলীয় প্রার্থীদের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহার করা হইতেছে। একশ্রেণীর অফিসার ভোটারদের একদিকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করিতেছেন এবং অন্যদিকে নানাবিধ প্রলোভন দেখাইতেছেন। পাকিস্তান সরকারের জনৈক মন্ত্রী ফরিদপুরে তাঁহার নির্বাচনী এলাকার প্রত্যেক ভোটারকেই পর্যন্ত বস্ত্র সরবরাহ করিতেছেন।

অতঃপর আওয়ামী লীগ নেতা মন্তব্য করেন যে, ইহাই যদি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের নমুনা হয়, তাহা হইলে জাতির ভাগ্যে কি আছে তাহা একমাত্র আল্লাহতাই জানেন।

জনাব মুজিবর রহমান তাঁহার বিবৃতিতে কর্নেল আবিদ হোসেন ও নওয়াবজাদা ইফতেখার আহমদসহ বিরোধী দলীয় কর্মী ও ভোটারদের আশু মুক্তি দানের দাবী জানান। অবাধভাবে ভোট প্রয়োগের উপযুক্ত স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরাইয়া আনার জন্যও তিনি কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানান।

জাতীয় পরিষদের আসন্ন নির্বাচনে বিরোধী দলীয় প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার উদ্দেশ্যে স্ব-স্ব প্রভাব প্রয়োগের জন্য তিনি জনসাধারণকে অনুরোধ করেন।

সংবাদ

২০শে মার্চ ১৯৬৫

নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ নহে

- শেখ মুজিব

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য (শুক্রবার) এক বিবৃতিতে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের পূর্বাংগে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের গ্রেফতারের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, এহেন পরিস্থিতি নির্বাচন কোন ক্রমেই অবাধ ও নিরপেক্ষ হইতে পারে না। বিবৃতিতে তিনি অবিলম্বে সরকারকে এই ধরপাকড়ের নীতি পরিহার করিতে এবং গ্রেফতারকৃত সকল কর্মী ও নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবী জানান।

দৈনিক পাকিস্তান

২০শে মার্চ ১৯৬৫

শেখ মুজিবের বিবৃতি

পশ্চিম পাকিস্তানে ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তির দাবী

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য শুক্রবার পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান এক বিবৃতিতে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাক্তন মন্ত্রী কর্নেল আবিদ হোসেন, নবাবজাদা ইফতেখার আহমদ আনসারীসহ গ্রেফতারকৃত সকল রাজনৈতিক কর্মী ও নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যদের মুক্তি দাবী করেন।

বিবৃতিতে শেখ মুজিবর রহমান বলেন, প্রাক্তন মন্ত্রী কর্নেল আবিদ হোসেন, পশ্চিম পাকিস্তান পরিষদের সদস্য নওয়াবজাদা ইফতেখার আহমদ আনসারী ও জাতীয় পরিষদের আসন্ন নির্বাচনে বিরোধী দলের সমর্থক নির্বাচকমণ্ডলীর অনেক সদস্যের গ্রেফতারে তিনি মর্মাহত হইয়াছেন। নির্বাচনের প্রাক্কালে এ ধরনের গ্রেফতারের ফলে ক্ষমতাসীন দলের প্রতিশ্রুতি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বরূপই উদঘাটিত হইয়াছে। নির্বাচনে জয়লাভের উদ্দেশ্যে ক্ষমতাসীন দল দমননীতি ও চাপ সৃষ্টির আশ্রয় লইয়াছেন বলিয়া শেখ মুজিবর অভিযোগ করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
২১শে মার্চ ১৯৬৫
শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান ৩ দিনব্যাপী নির্বাচনী সফর শেষে গতকল্য (শনিবার) সন্ধ্যায় ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি মাদারীপুর মহকুমার বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন এবং নির্বাচনী কলেজের সদস্যদের সভায় বক্তৃতা করেন। শেখ মুজিবর রহমান চাঁদপুর ও হাজীগঞ্জও সফর করেন এবং নির্বাচনী কলেজ সদস্যদের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৫শে মার্চ ১৯৬৫
৩রা এপ্রিল আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান জানাইয়াছেন যে, আগামী ৩রা এপ্রিল বেলা ৩টায় ১৫ নং পুরানা পল্টনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সভায় দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা, সাংগঠনিক বিষয় ও আসন্ন প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সভার কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

সভায় যোগদানের জন্য ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যবর্গ, জেলা এবং সিটি আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারীদের আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৬শে মার্চ ১৯৬৫
শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আনীত রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা বাতিল বা স্থানান্তরের
আবেদন অগ্রাহ্য
(হাইকোর্ট রিপোর্টার)

গতকল্য (বৃহস্পতিবার) ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব বাকের ও বিচারপতি জনাব এ, সোবহান চৌধুরী সমবয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা নাকচ, অন্যথায় অন্য আদালতে স্থানান্তরের আবেদনের রায় প্রদান করিয়াছেন। বিচারপতিদ্বয়

উপরোক্ত স্থানান্তরের অথবা নাকচকরণের আবেদন প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন এবং উপরোক্ত আবেদনের অনুকূলে পূর্ব প্রদত্ত রুলকে খারিজ করিয়া দিয়াছেন।

রায়দান সমাপ্ত হইলে আবেদনকারীর কৌসুলী মিঃ বি, বি, রায় চৌধুরী সুপ্রীম কোর্টে আপীলের অনুমতি প্রার্থনা করেন। বিচারপতিদ্বয় উপরোক্ত প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।

আবেদনকারীর পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন মিঃ সবিতা রঞ্জন পাল এবং তাঁহাকে মামলা পরিচালনা করিতে সাহায্য করেন জনাব হুমায়ুন কবীর চৌধুরী, মিঃ বি, বি, রায় চৌধুরী এবং মিঃ সুধাংশু শেখর হালদার।

সরকারপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন ডি, এল, আর জনাব আবদুল হাকিম, জনাব এ, টি, মাসুদ এবং জনাব কে, এস, নবী। (মামলায় বাদী ও বিবাদীর কৌসুলীর যুক্ত প্রদর্শনের বিবরণ আগামীকল্য প্রকাশিত হইবে।)

দৈনিক পাকিস্তান
২৬ শে মার্চ ১৯৬৫
শেখ মুজিবের দেশদ্রোহিতা মামলা খারিজের আবেদন নাকচ
(হাইকোর্ট রিপোর্টার)

বিচারপতি জনাব বাকের ও বিচারপতি জনাব কে এ সোবহান চৌধুরীকে লইয়া গঠিত ঢাকা হাইকোর্টের এক ডিভিশন বেঞ্চ গতকল্য বৃহস্পতিবার নিম্নআদালতে বিচারাধীন শেখ মুজিবর রহমানের দেশদ্রোহিতা মামলাটি অন্য কোর্টে স্থানান্তর বা খারিজের আবেদন নাকচ করিয়া দেন। মামলাটিতে গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক ব্যাখ্যা জড়িত থাকায় উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করিবার অনুমতিও হাইকোর্ট প্রদান করেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, ১৯৬৪ সালের মার্চ মাসে শেখ মুজিবর রহমান পল্টন ময়দানে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। উক্ত বক্তৃতায় দেশদ্রোহিতা হইয়াছে অভিযোগ করিয়া ঢাকার পুলিশ সুপার সৈয়দ মান্নান বখশ গত নভেম্বর মাসে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারায় ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার জনাব এম বি আলমের কোর্টে একটি মামলা দায়ের করেন।

অভিযোগে বলা হয় যে, শেখ মুজিবর রহমান তাঁহার বক্তৃতার মাধ্যমে জনসাধারণকে আইনসম্মতভাবে গঠিত সরকারের বিরুদ্ধে উস্কানি প্রদান করিয়াছেন এবং ঘৃণা, বিদ্বেষ ও অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়াছেন।

আবেদনকারীর প্রধান কৌসুলী মিঃ পাল বলেন যে, তাঁহার মঞ্চেলের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে। শেখ মুজিবর রহমান

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন এবং শাসনতন্ত্রে প্রদত্ত বাক-স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার অনুসারে নাগরিকের কর্তব্য পালন করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারা শাসনতন্ত্রের পরিপন্থী; কারণ উক্ত আইন দ্বারা নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের উপর অযৌক্তিক বিধিনিষেধ আরোপ করা হইয়াছে।

সরকারপক্ষে ডি এল আর জনাব এ হাকিম বলেন যে, উক্ত ধারাটি শাসনতন্ত্রের পরিপন্থী নহে। তাছাড়া উক্ত মামলাটিকে উচ্চ আদালতে খারিজের আবেদন জানানোর উপযুক্ত সময় এখনও আসে নাই। অন্য কোর্টে মামলাটির স্থানান্তরের প্রশ্নটি বিবেচনার সময় হয় নাই। তাছাড়া খারিজ ও স্থানান্তর— এই দুইটি আবেদন একই সঙ্গে উচ্চ আদালতে পেশ করার কোন বিধান নাই।

শুনানীর পর হাইকোর্ট ডি এল আর জনাব এ হাকিমের যুক্তি গ্রহণ করিয়া শেখ মুজিবরের আবেদন খারিজ করিয়া দেন। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে আরও একটি দেশদ্রোহিতার মামলা জনাব এম বি আলমের কোর্টে বিচারাধীন আছে। উক্ত মামলাটিকে অন্য কোর্টে স্থানান্তরের আবেদন জানাইয়া শেখ মুজিবর রহমান হাইকোর্টে আরও একটি আবেদন জানাইয়াছেন এবং হাইকোর্ট সরকারের উপর রুল জারী করিয়াছেন। উক্ত রুলটি হাইকোর্টে বিচারাধীন আছে।

শেখ মুজিবর রহমানের কৌসুলী মিঃ পালকে সাহায্য করেন জনাব হুমায়ুন কবীর চৌধুরী, জনাব আমিনুল হক, মিঃ বি বি রায় চৌধুরী ও মিঃ শুধাংশু শেখর হালদার এডভোকেট। সরকারপক্ষ ছিলেন ডি এল আর জনাব এ হাকিম ও জনাব এ টি মাসুদ এডভোকেট।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৭শে মার্চ ১৯৬৫

শেখ মুজিবের মামলা

হাইকোর্টে কৌসুলীদের যুক্তি প্রদর্শনের বিবরণ

ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি হাইকমিশনারের আদালতে শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২৪-ক ধারা মোতাবেক আনীত রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা নাকচ অথবা অন্য আদালতে স্থানান্তরের জন্য ঢাকা হাইকোর্টে যে আবেদন করা হইয়াছিল, বিচারপতি জনাব বাকের ও বিচারপতি জনাব এ, সোবহান চৌধুরী সমবয়ে গঠিত ঢাকা হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ গত বৃহস্পতিবার তাহা নাকচ করিয়াছেন (আংশিক বিবরণ গতকল্যকার ইত্তেফাকে প্রকাশিত হইয়াছে)।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, গত ৫ই নবেম্বর ঢাকার পুলিশ সুপার কর্তৃক ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনারের আদালতে শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২৪-ক ধারা মোতাবেক দেশদ্রোহিতার অভিযোগে এক মামলা দায়ের করা হয়। আবেদনকারী উপরোক্ত মামলা নাকচ অথবা উপরোক্ত ডেপুটি কমিশনারের আদালত হইতে অন্য আদালতে স্থানান্তরের জন্য ঢাকা হাইকোর্টের এক ডিভিশন বেঞ্চ ইতিপূর্বে আবেদনকারীর অনুকূলে রুল প্রদান করেন।

আবেদনকারীর কৌসুলী মিঃ সবিতা রঞ্জন পাল তাঁহার সওয়াল-জবাবে বলেন যে, পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২৪-ক ধারা পাকিস্তান শাসনতন্ত্রের পরিপন্থী; সুতরাং ১২৪-ক ধারা মোতাবেক আনীত মামলার আইনগত কোন সত্তা নাই।

মিঃ পাল আরও বলেন যে, এই মামলা নাকচযোগ্য কিনা, এই প্রশ্নে আদালত যদি কোন অভিমত প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক হন, তবে তিনি মামলা স্থানান্তর করিবার আবেদন করিবেন। কারণ এই মামলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ; সুতরাং ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত মুন্সেফী আদালতে হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রশাসন বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে এই মামলার বিচার হওয়া সমীচীন নয়।

সরকারপক্ষের কৌসুলী ডি, এল, আর জনাব আবদুল হাকিম বলেন যে, আবেদনকারীর বিরুদ্ধে আনীত দেশদ্রোহ মামলা নাকচকরণ, অন্যথায় স্থানান্তরকরণের আবেদন আইনতঃ সমর্থনযোগ্য নয়। এই মামলা দায়ের করিবার পূর্বে সরকারপক্ষকে উপযুক্ত সময়ের নোটিস প্রদান করা হয় নাই।

তিনি আরও বলেন যে, এইরূপ আবেদন প্রথমে দায়রা জজের আদালতে করা উচিত ছিল। আবেদনকারী দায়রা জজের আদালতকে বাদ দিয়ে সোজাসুজি হাইকোর্টে আবেদন করিয়াছেন। সুতরাং এইরূপভাবে মামলা স্থানান্তরের আবেদন আইনতঃ গ্রাহ্য নহে।

তিনি আরও বলেন যে, মামলার পূর্ণ শুনানী আরম্ভ হইবার পূর্বেই আবেদনকারী মামলা নাকচ অথবা স্থানান্তরের আবেদনপত্র পেশ করেন, ইহা খুবই অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে।

তিনি আরও বলেন যে, আবেদনকারীর মামলা স্থানান্তর অথবা নাকচকরণের আবেদনপত্র ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১-ক ধারা মোতাবেক পেশ করা হইয়াছে। ফৌজদারী কার্যবিধির ১২৪-ক ধারা মোতাবেক প্রদত্ত ক্ষমতা হাইকোর্ট শুধু বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। সর্বক্ষেত্রে উপরোক্ত ধারার প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় নহে।

তিনি আরও বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত দেশদ্রোহ মামলার বিরুদ্ধে আপীল করার বিধান আছে। এইরূপ মামলার শুনানী চলাকালে আদালতের কার্যক্রম সম্পর্কে কোন অভিযোগ আনিলে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৩৫ এবং ৪৩৯ ধারার মাধ্যমে হাইকোর্টে আবেদন করা সম্ভব।

তিনি আরও বলেন যে, এই দেশদ্রোহ মামলা নাকচ করিবার আবেদন উপরোক্ত ধারা দুইটির মাধ্যমে পেশ করা হয় নাই। সুতরাং এই নাকচকরণ আবেদন আইনতঃ গ্রাহ্য নহে।

সংবাদ

২৭শে মার্চ ১৯৬৫

শেখ মুজিবের রেষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা

ঢাকা হাইকোর্ট গত বৃহস্পতিবার শেখ মুজিবর রহমান কর্তৃক আনীত দেশদ্রোহিতা সম্পর্কিত একটি মামলার রায় দান করিয়াছেন এবং শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত নিম্নকোর্টে বিচারাধীন দেশদ্রোহিতামূলক মামলাটিকে খারিজ অথবা অন্য কোর্টে স্থানান্তরের আবেদনকে বাতিল করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীলের অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, পল্টন ময়দানে এক জনসভার বক্তৃতাকে কেন্দ্র করিয়া শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনয়ন করা হয় এবং ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনারের আদালতে তাঁহার বিরুদ্ধে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২৪(ক) ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। উক্ত মামলাটিকে খারিজ অথবা সুবিচারের জন্য অন্য কোর্টে স্থানান্তরের আবেদন জানাইয়া শেখ মুজিবর রহমান ঢাকা হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করেন।

আবেদনকারীর পক্ষে বলা হয় যে, তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। দেশদ্রোহিতামূলক কোন কিছুই তিনি করেন নাই। শাসনতন্ত্রে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের বাক-স্বাধীনতার উপর ভিত্তি করিয়াই তিনি জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তাছাড়া পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২৪(ক) ধারাটি শাসনতন্ত্রে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী।

সরকারপক্ষে হইতে বলা হয় যে, সত্য ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া মামলাটি দায়ের করা হইয়াছে। তাছাড়া হাইকোর্ট কর্তৃক মামলাটিকে খারিজ করিবার কোন প্রশ্ন উঠে না; কারণ সবেমাত্র মামলাটি দায়ের করা হইয়াছে

এবং সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণ করিয়া মামলাটির চূড়ান্ত রায় প্রদান করা হয় নাই। জজকোর্টে আপীলের পর হাইকোর্টে আসা উচিত ছিল। কাজেই তাঁহার আবেদন অচল।

শুনানীর পর হাইকোর্ট সরকারপক্ষের যুক্তিতর্ক গ্রহণ করিয়া শেখ মুজিবরের আবেদন খারিজ করিয়া দিয়াছেন। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনারের কোর্টে সরকার শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে আরও একটি দেশদ্রোহিতার মামলা দায়ের করিয়াছেন। উক্ত মামলাটিকে অন্যত্র স্থানান্তরের জন্য শেখ মুজিবর হাইকোর্টে একটি আবেদন পেশ করিয়াছেন। উক্ত আবেদন বর্তমানে বিচারাধীন আছে। শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষে ছিলেন মিঃ এস, আর, পাল, জনাব হুমায়ুন কবীর চৌধুরী, জনাব আমিনুল হক, মিঃ বি, বি, রায় চৌধুরী এবং মিঃ এস, এস, হালদার, এডভোকেট।

সরকারপক্ষে ছিলেন জনাব আবদুল হাকিম, ডি, এল, আর এবং জনাব এ, টি, মাসুদ, এডভোকেট।

দৈনিক ইত্তেফাক

৩০শে মার্চ ১৯৬৫

শেখ মুজিবের মামলা স্থানান্তরিত

(কোর্ট রিপোর্টার)

গতকল্য (সোমবার) জননিরাপত্তা আইনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত মামলা ঢাকার সদর (দক্ষিণ) মহকুমা হাকিমের কোর্ট হইতে ঢাকার অন্যতম প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এম, এ, মালেকের কোর্টে স্থানান্তর করা হয়। উক্ত কোর্ট হইতে পরে তাঁহার জামিন মঞ্জুর করা হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, ১৯৬৪ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর ঢাকার আউটার স্টেডিয়ামে আইনতঃ প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজিত ও তাহাদের মনে ঘৃণা ও ঘৃষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এক আপত্তিকর বক্তৃতা করার অভিযোগে রমনা পুলিশ কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা আইনের ৭(৩) ধারামতে এই মামলা দায়ের করা হয়। প্রসঙ্গতঃ আরও উল্লেখযোগ্য, শেখ মুজিবরের বিরুদ্ধে ঢাকার বিভিন্ন কোর্টে আরো চারটি মামলা বর্তমানে বিচারাধীন আছে।

আইনজীবী মেসার্স জহিরুদ্দিন, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ও খোন্দকার মাহবুব হোসেন আসামীপক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক পয়গাম
৩রা এপ্রিল ১৯৬৫
পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের মধ্যে চরম দলীয় কোন্দল
শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বীতশ্রদ্ধ হইয়া দল ত্যাগের হিড়িক
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

শেখ মুজিবের হটকারী এবং ঔদ্ধত্যপূর্ণ রাজনৈতিক কার্যকলাপের ফলে বীতশ্রদ্ধ হইয়া প্রদেশের বিভিন্ন জেলার রুচিশীল এবং শিক্ষিত আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে দলত্যাগের হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে।

প্রদেশের বিভিন্ন এলাকা হইতে পাইকারী হারে আওয়ামী লীগ নেতাদের দল ত্যাগের যে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে অচিরেই এই প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তি ঘটিবার সম্ভাবনা প্রকট হইয়া দেখা দিয়াছে।

স্পেনের ফ্রান্সের মত রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী শেখ মুজিবর রহমানের বিগত নির্বাচনকালে হটকারী নীতির ফলশ্রুতি হিসাবে দেশপ্রেমিক কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক নৈরাশ্য ও হতাশা সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া সংশ্লিষ্ট সূত্র হইতে জানা গিয়াছে।

উক্ত মহল মনে করেন যে, মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পর যোগ্য নেতৃত্বের অভাব আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠানে প্রকট হইয়া দেখা দিয়াছে। ফলে এই জাতীয় পরিস্থিতিতে সং রাজনৈতিক চিন্তাশীল আওয়ামী নেতাদের নিকট উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক বজায় রাখা মানহানিকর বলিয়া অনুভূত হইতেছে।

খুলনা ও রংপুরসহ বিভিন্ন জেলার পর চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের স্তম্ভ বলিয়া পরিচিত তিনজন আওয়ামী নেতার দল ত্যাগের ফলে প্রতিষ্ঠান প্রায় ধ্বংসের কিনারায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে।

পদত্যাগী তিনজন নেতা একযুক্ত বিবৃতিতে আওয়ামী লীগের সহিত তাঁহাদের সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করিবার ঘোষণা প্রকাশ করিয়াছেন।

পদত্যাগকারী তিনজন আওয়ামী নেতা হইতেছেন প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ কাউন্সিলার এবং চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির সদস্য জনাব কবির আহমদ মিয়া এল, এল, বি, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির সদস্য জনাব জালাল উদ্দিন আহমদ চৌধুরী, এম, এ, এল, এল, বি এবং ডবলমুরিং থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং জেলা আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির সদস্য জনাব আবদুর রশীদ চৌধুরী, এম এ, এল, এল, বি।

যুক্ত বিবৃতিতে তাঁহারা বলেন যে, বিগত নির্বাচনের প্রাক্কালে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক কার্যকলাপে বীতশ্রদ্ধ হইয়া উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করা শোভন হইবে বিধায় আমরা পদত্যাগ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি।

আজাদ
৯ই এপ্রিল ১৯৬৫
শেখ মুজিবের মামলার শুনানী আরম্ভ
(হাইকোর্ট রিপোর্টার)

নিম্ন কোর্টে বিচারাধীন শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত অপর একটি দেশদ্রোহিতা সম্পর্কিত মামলা অন্যত্র স্থানান্তরের আবেদন জানাইয়া যে মামলাটি হাইকোর্টে দায়ের করা হইয়াছে, উক্ত মামলার চূড়ান্ত শুনানী গতকল্য বৃহস্পতিবার হইতে শুরু হইয়াছে। মিঃ এস, আর, পাল শেখ মুজিবের পক্ষে সওয়াল জওয়াব পেশ করিতেছেন।

শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আরো একটি দেশদ্রোহিতার মামলা দায়ের করা হইয়াছে। উক্ত মামলাটিকে খারিজ অথবা স্থানান্তরের আবেদন জানাইয়া শেখ মুজিব ঢাকা হাইকোর্টে আরো একটি আবেদন পেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু চূড়ান্ত শুনানীর পর হাইকোর্ট উক্ত আবেদন নাকচ করিয়া দিয়াছেন।

বিচারপতি জনাব বাকের এবং বিচারপতি জনাব এ, সোবহান চৌধুরীকে লইয়া গঠিত ডিভিশন বেঞ্চে বর্তমান মামলাটির শুনানী চলিতেছে।

শেখ মুজিবের পক্ষে ছিলেন মিঃ এস, আর, পাল ও মিঃ হালদার এডভোকেট। সরকার পক্ষে ছিলেন ডি, এল, আর জনাব এ, হাকিম ও জনাব নাইমুদ্দিন আহমদ এডভোকেট।

দৈনিক পাকিস্তান
৯ই এপ্রিল ১৯৬৫
শেখ মুজিবের আবেদনের শুনানী
(হাইকোর্ট রিপোর্টার)

বিচারপতি জনাব বাকের ও বিচারপতি জনাব এ সোবহান চৌধুরীকে লইয়া গঠিত এক ডিভিশন বেঞ্চে গতকল্য বৃহস্পতিবার নিম্নআদালতে বিচারাধীন শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত দেশদ্রোহিতার মামলা অন্যত্র স্থানান্তর সম্পর্কিত মামলার শুনানী শুরু হইয়াছে।

শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনয়ন করিয়া সরকার ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার এম বি আলমের কোর্টে একটি মামলা দায়ের করিয়াছেন। উক্ত কোর্টে নিরপেক্ষ বিচার পাইবেন কিনা সে সম্পর্কে আশঙ্কা করিয়া মামলাটি অন্য কোর্টে স্থানান্তরের আবেদন জানাইয়া শেখ মুজিবর রহমান হাইকোর্টে এই আবেদন পেশ করিয়াছেন।

আজাদ
২৪শে এপ্রিল ১৯৬৫
শেখ মুজিবের বিবৃতি
রেল কর্মচারীদের দাবী মানিয়া লউন
(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান সরকারের প্রতি রেল কর্মচারীদের ১১ দফা দাবী সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করার আহ্বান জানাইয়া সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিয়াছেন।

তিনি বলেন, প্রস্তাবিত রেল ধর্মঘট দেশের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে দারুণভাবে ব্যাহত করিবে। তিনি সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা ও সমঝোতার ভিত্তিতে সমস্যার সমাধান করার জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানান।

তিনি বলেন, কর্মচারীদের দাবীসমূহ ন্যায়সঙ্গত। এই দুর্মূল্যের বাজারে উহা মানিয়া না লওয়ার কোন কারণ নাই।

পরিশেষে তিনি বলেন, পূর্বাহ্নেই কর্মচারীদের সহিত সমঝোতার চেষ্টা না করিয়া ধর্মঘট শুরু হইলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে তজ্জন্যই সরকারই দায়ী হইবেন।

Morning News
24th April 1965

Mujib Asks Govt. To Fulfil EPREL Demands

The General Secretary of East Pakistan Awami League, Sheikh Mujibur Rahman, issued the following statement in Dacca yesterday.

“The railway employees of East Pakistan have been pressing their various legitimate demands for last few years. O late, the East Pakistan Railway Employees’ League has submitted to the PER authorities a 11- point charter of demands, and has been reasonably agitating for the fulfillment of these demands. Labour Organisations and members of the public in various other walks of life have expressed their sympathy and support for the railway workers’ demands.”

“The EPREL has also stated that unless the demands of the railway employees are met by the authorities concerned in time, they will forced to go on strike from May 27. This is a serious situation. There is no reason that the Railway authorities would not accede the genuine demands of the employees. The workers must

always have reasonable remunerations and human service conditions if they are to work efficiently. This is more true in these days of economic hardship and price spiral.

“Extending our full sympathy to the railway workers” cause, I would call upon the Government and the Railway authorities to adopt a sympathetic attitude in the matter, and fulfill the genuine demands of the employees through a negotiated settlement in time and forestall thereby the proposed railway strike otherwise, any railway strike will paralyse greatly the public life, and the Government will be responsible for that. I should believe the Government will resolve the dispute immediately.”

দৈনিক পাকিস্তান
২৪শে এপ্রিল ১৯৬৫
শেখ মুজিবের বিবৃতি

আলোচনার মাধ্যমে রেল কর্মচারীদের দাবী পূরণের আহ্বান

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য শুক্রবার আলোচনার মাধ্যমে রেলওয়ে কর্মচারীদের যুক্তিসঙ্গত দাবী-দাওয়া পূরণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

গতকল্য এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ নেতা বলেন যে, রেলওয়ে কর্মচারীরা ধর্মঘট করিলে জনজীবনে অচলাবস্থার সৃষ্টি হইবে এবং সরকার উহার জন্য দায়ী হইবেন।

শেখ সাহেব বিবৃতিতে রেলওয়ে কর্মচারীদের দাবী-দাওয়া সমর্থন করিয়া আশা প্রকাশ করেন যে, সরকার অবিলম্বে বিষয়টি নিষ্পত্তি করিবেন।

সংবাদ
২৫শে এপ্রিল ১৯৬৫
রেল কর্মচারীদের দাবীর প্রতি মুজিবের সমর্থন
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান গত শুক্রবার এক বিবৃতিতে রেল কর্মচারীদের দাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং সরকার ও রেল কর্তৃপক্ষকে দাবীসমূহ মানিয়া লইয়া প্রস্তাবিত রেল ধর্মঘট এড়ানোর আহ্বান জানান। জনাব মুজিব বিবৃতিতে বলেন, “গত কয়েক বৎসর ধরিয়া পূর্ব পাকিস্তান রেল কর্মচারীগণ তাহাদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছে। পরিশেষে পূর্ব পাকিস্তান রেলওয়ে কর্মচারী লীগ কর্তৃপক্ষের নিকট ১১ দফা দাবী পেশ করিয়াছেন

এবং এই দাবী লইয়া স্বাভাবিক কারণেই তাহারা আজ ক্ষুব্ধ। বিভিন্ন শ্রমিক প্রতিষ্ঠান ও দল-মত নির্বিশেষে জনসাধারণ তাহাদের এই দাবীর প্রতি সমর্থন ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তান রেল কর্মচারী লীগ ইতিমধ্যে জানাইয়াছেন যে, কর্তৃপক্ষ যদি যথাসময়ে তাহাদের দাবী মানিয়া না লয় তবে আগামী ২৭শে মে হইতে প্রদেশব্যাপী অনির্দিষ্টকালের জন্য রেলধর্মঘট পালিত হইবে। ইহা অত্যন্ত গুরুতর পরিস্থিতির সৃষ্টি করিবে।” পরিশেষে সরকার ও কর্তৃপক্ষকে রেল কর্মচারীদের দাবী মানিয়া লওয়ার আহ্বান জানাইয়া বিবৃতিতে শেখ মুজিব বলেন, “আমরা রেল কর্মচারীদের দাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিতেছি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সরকার ও কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে রেল কর্মচারীদের দাবী-দাওয়া মানিয়া লইয়া ধর্মঘট এড়াইবার আহ্বান জানাইতেছি, অন্যথায় রেল ধর্মঘটের ফলে জনসাধারণের স্বাভাবিক জীবনে অচলবস্থা সৃষ্টি হইলে তজ্জন্য সরকারই দায়ী হইবেন।”

দৈনিক ইত্তেফাক

২৭শে এপ্রিল ১৯৬৫

শেখ মুজিবকে হয়রানির নিন্দা

(তারযোগে প্রাপ্ত)

কুমিল্লা, ২৫শে এপ্রিল।— কুমিল্লা জেলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জনাব আহমদ আলী এক বিবৃতিতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমানের উপর সাম্প্রতিক সরকারী হয়রানির গভীর নিন্দা করিয়া বলেন যে, ইহার পরিণতির জন্য সরকারকেই দায়ী হইতে হইবে।

তিনি বলেন, সরকারের উপলব্ধি করা উচিত যে, কোনপ্রকার হয়রানিই জনগণের প্রকৃত দাবী-দাওয়ার কণ্ঠরোধ করিতে পারিবে না। জনগণ তাহাদের দাবী আদায়ের জন্য কৃতসংকল্প বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

৩রা মে ১৯৬৫

শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন

(স্টাফ রিপোর্টার)

প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে নির্বাচনী সফরশেষে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান গত শনিবার ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি গত ২৬ শে এপ্রিল নির্বাচনী সফরে বাহির হইয়াছিলেন।

আজাদ

৬ই মে ১৯৬৫

শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা হাইকোর্ট কর্তৃক

স্থানান্তরের আবেদন নাকচ

(হাইকোর্ট রিপোর্টার)

গতকল্য বুধবার ঢাকা হাইকোর্টের এক ডিভিশন বেঞ্চ শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার জনাব এম, বি, আলমের আদালতে বিচারাধীন দেশদ্রোহিতা মামলা স্থানান্তরের আবেদনকে নাকচ করিয়া দিয়াছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬৪ সালের ১৯শে মে তারিখে জনাব আলমের আদালতে শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে এই মর্মে এক অভিযোগপত্রে দাখেল করা হয় যে, তিনি ১৯৬৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে ঢাকা আউটার স্টেডিয়ামে আয়োজিত এক জনসভায় সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে আস্থাহীন, বিমুখ ও উত্তেজিত করিবার জন্য আপত্তিকর এক বক্তৃতাদান করায় তিনি পূর্ব পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনের ৭ ধারা এবং পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারা লংঘন করিয়াছেন। অতএব তিনি দেশদ্রোহিতার অপরাধে দোষী। এই আবেদনপত্র গ্রহণ করিয়া অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার জনাব আলম শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে উপরোক্ত আইন ভঙ্গের জন্য সমন জারি করেন। শেখ মুজিবর রহমান জনাব আলম সমীপে হাজির হইয়া তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হস্তগত করিবার নিমিত্ত সময়ের জন্য আবেদন করেন।

কিন্তু তাঁহার উপরোক্ত আবেদন অগ্রাহ্য করা হয়।

শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষ হইতে হাইকোর্টে পেশকৃত আবেদনপত্রে বলা হয় যে, তাঁহার স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হস্তগত করিবার উদ্দেশ্যে সময়ের অত্যন্ত প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও সময়প্রাপ্তির আবেদনকে উপরোক্ত আদালত নামঞ্জুর করিয়াছেন। তাছাড়া তাহার পক্ষ হইতে ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও আইনতঃ গ্রহণযোগ্য নয় এইরূপ অবৈধ সাক্ষ্যও তাঁহার বিরুদ্ধে গ্রহণ করা হয়। ইহাতে আবেদনকারীর মনে এই সন্দেহ ও ভয়ের উদ্ভব হইয়াছে যে, তাহার বিরুদ্ধে আনীত মামলায় উপরোক্ত আদালত কর্তৃক পক্ষপাতহীন বিচার তিনি আশা করিতে পারেন না।

অতঃপর এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ফৌজদারী আইনের ৫২৬ ধারা মোতাবেক হাইকোর্টে এই মর্মে এক আবেদনপত্র পেশ করেন যে, উপরোক্ত অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনারের আদালত হইতে তাহার ঘোষণা অদ্য যে কোন ক্ষমতাসম্পন্ন আদালতে স্থানান্তর করা হউক।

কিছুদিন পূর্বে ঢাকা হাইকোর্টের এক ডিভিশন বেঞ্চ উপরোক্ত অভিযোগপত্র গ্রহণ করিয়া সরকারের উপর এই মর্মে কারণ দর্শাইবার জন্য এক রুল জারি করিয়াছিলেন যে, আবেদনকারী শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত মামলা যাহা বর্তমানে ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার জনাব আলমের আদালতে বিচারাধীন, তাহা কেন ক্ষমতাসম্পন্ন অন্য কোন আদালতে স্থানান্তর করা হইবে না?

উপরোক্ত আবেদনপত্র বিচারপতি জনাব বাকের ও বিচারপতি জনাব আবদুস সোবহান চৌধুরী সমবায়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ সবিস্তারে শুনিয়া বাতেল করিয়া দিয়াছেন।

আবেদনকারীর পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন মিঃ এস, আর, পাল ও এস, এস, হালদার। সরকারের পক্ষে ছিলেন জনাব আবদুল হাকিম ডি, এল, আর ও তাহাকে সাহায্য করেন জনাব নইমউদ্দিন।

দৈনিক পাকিস্তান
৬ই মে ১৯৬৫
শেখ মুজিবের মামলা
স্থানান্তরের আবেদন নাকচ
(হাইকোর্ট রিপোর্টার)

বিচারপতি জনাব বাকের ও বিচারপতি জনাব এ সোবহান চৌধুরী সমবায়ে গঠিত ঢাকা হাইকোর্টের এক ডিভিশন বেঞ্চ গতকল্য বুধবার নিম্নকোর্টে বিচারাধীন শেখ মুজিবর রহমানের দেশদ্রোহিতা সম্পর্কিত মামলাটিকে অন্য কোর্টে স্থানান্তরের আবেদন নাকচ করিয়া দিয়াছেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬৩ সনের ডিসেম্বর মাসে পল্টন ময়দানে এক জনসভায় শেখ মুজিবের এক বক্তৃতাকে কেন্দ্র করিয়া প্রাদেশিক সরকার শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার জনাব এম বি আলমের আদালতে দেশদ্রোহিতার মামলা দায়ের করেন।

আবেদনকারীর পক্ষে বলা হয় যে, উক্ত মামলায় প্রায় সবগুলি সাক্ষী সরকারী কর্মচারী। তাছাড়া জনাব এম বি আলম অপেক্ষা কয়েকজন উর্ধ্বতন সরকারী কর্মচারীও উক্ত মামলায় সাক্ষী আছেন। কাজেই ঐ কোর্টে ন্যায় ও নিরপেক্ষ বিচার আশা করা যায় না। কিন্তু হাইকোর্ট উপরোক্ত আবেদনের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। আরো উল্লেখযোগ্য, সরকার জনাব এম বি আলমের আদালতে শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে আরো একটি দেশদ্রোহিতার মামলা আনয়ন করিয়াছেন। উক্ত মামলাটিকে অন্যত্র স্থানান্তর

বা খারিজ করিবার জন্য তিনি হাইকোর্টে আরো একটি আবেদন পেশ করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে উক্ত ডিভিশন বেঞ্চ শেখ মুজিবর রহমানের উপরোক্ত আবেদনটিও খারিজ করিয়া দিয়াছেন।

শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষে মিঃ এস আর পাল ও মিঃ এস এস হালদার এবং সরকারপক্ষে এডভোকেট জেনারেল জনাব মুকছুমুল হাকিম ও জনাব টি আহমদ মামলা পরিচালনা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

৭ই মে ১৯৬৫

শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আনীত মামলা
স্থানান্তরের আবেদন হাইকোর্ট কর্তৃক না-মঞ্জুর
(হাইকোর্ট রিপোর্টার)

গত বুধবার ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব বাকের ও বিচারপতি জনাব এ, সোবহান চৌধুরী সমবায়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার জনাব বি, আলমের আদালতে বিচারাধীন দেশদ্রোহ মামলা স্থানান্তরের আবেদনের অনুকূলে প্রদত্ত রুলকে খারিজ করিয়া দিয়াছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ঢাকার পুলিশ সুপার জনাব ইছার অভিযোগক্রমে ঢাকার অতিরিক্ত কমিশনার জনাব আলমের আদালতে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২৪-ক ধারা মোতাবেক এক মামলা দায়ের করা হয়। অভিযোগপত্রে বলা হয় যে, গত ১৯৬৪ সনের ২৪শে মে আউটার স্টেডিয়ামের এক জনসভায় শেখ মুজিবর রহমান এক আপত্তিকর বক্তৃতা প্রদান করেন এবং উক্ত বক্তৃতা আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মনে ঘৃণা, হিংসা এবং বিদ্বেষ সৃষ্টি করে।

অতঃপর উক্ত মামলার কার্যক্রম সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করিয়া ঢাকার অতিরিক্ত কমিশনার জনাব বি, আলমের আদালত হইতে অন্যত্র স্থানান্তর করিবার আবেদন করিলে হাইকোর্টে শুনানী সাপেক্ষে জনাব মুজিবর রহমানের অনুকূলে রুল প্রদান করেন।

মামলার পূর্ণ শুনানীর পর ঢাকা হাইকোর্টের উপরোক্ত ডিভিশন বেঞ্চ উক্ত মামলার স্থানান্তর আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন।

আবেদনকারীর পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন মিঃ সবিতা রঞ্জন পাল এবং তাহাকে মামলা পরিচালনা করিতে সাহায্য করেন মিঃ সুধাংশু শেখর হালদার।

সরকারপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন, জে, এল, আর, জনাব আবদুল হাকিম এবং জনাব নইম উদ্দিন আহমদ।

আজাদ
৯ই মে ১৯৬৫
শেখ মুজিবের নির্বাচনী সফর
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য শনিবার হেলিকপ্টারযোগে খুলনা হইয়া গোপালগঞ্জে নির্বাচনী সফরে গিয়াছেন। তিনি প্রাদেশিক নির্বাচনের পর ঢাকা ফিরিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
৯ই মে ১৯৬৫
শেখ মুজিবের গোপালগঞ্জ যাত্রা
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

প্রাদেশিক পরিষদের আসন্ন নির্বাচনে ‘কপ’ মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে প্রচারকার্য চালাইবার জন্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য (শনিবার) হেলিকপ্টারযোগে গোপালগঞ্জের পথে খুলনা রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। তিনি নির্বাচনশেষে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ গতকল্য লঞ্চযোগে দপুর হইয়া হাজীগঞ্জে গমন করেন। জনাব তাজুদ্দিন আহমদ অদ্য (রবিবার) ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৫ই মে ১৯৬৫
ঘূর্ণিঝড়ায় শেখ মুজিব আহত
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গত ১১ই মে’র ঝড়ে গোপালগঞ্জ মহকুমার কোটালিপাড়া বন্দরে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান আহত হন। আহত অবস্থায় তাঁহাকে গত ১২ই মে টুঙ্গীপাড়া তাঁহার দেশের বাড়ীতে প্রেরণ করা হয়। শেখ মুজিব হাতে-পায়ে এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত পান।

ঝড়ের রাতে শেখ মুজিব কোটালিপাড়া বন্দরে মৃধা সাহেবের চাউলের আড়তে আশ্রয়গ্রহণ করেন। ঝড়ে আড়ৎ ঘরের পাটাতন উড়িয়া যায় এবং তিনি পাটাতনের প্রায় তিনহাত নীচে মাটিতে পড়িয়া যান। আহত অবস্থায় তাঁহাকে স্থানীয় রেজিস্ট্রী অফিসে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু অচিরেই রেজিস্ট্রী অফিসের ছাউনিও উড়িয়া যায়। সঙ্গের লোকজন সেই অবস্থায় বাধ্য হইয়া

শেখ মুজিবকে সন্নিহিত একটি মিষ্টির দোকানে লইয়া যান। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই মিষ্টির দোকানের চালাও উড়িয়া যায়। শেখ মুজিব ও সঙ্গীরা অবশিষ্ট রাত্রি মিষ্টির দোকানের টেবিলের তলায় কাটান। পরদিন প্রাথমিক চিকিৎসার পর শেখ মুজিবকে টুঙ্গীপাড়ায় তাঁহার দেশের বাড়ীতে পাঠান হয়। কোটালিপাড়ায় তিনি নির্বাচনী সফরে গিয়াছিলেন।

আজাদ
১৯শে মে ১৯৬৫
ঝড়ে শেখ মুজিব আহত
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান গত ১১ই মে রাত্রির ঘূর্ণিতে গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন ঝড়ের রাতে তিনি গোপালগঞ্জে ছিলেন। জনাব রহমান গতকল্য মঙ্গলবার আহত অবস্থায় ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তিনি চিকিৎসাধীনে রহিয়াছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৯শে মে ১৯৬৫
শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য (মঙ্গলবার) গোপালগঞ্জ হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। গত ১১ই মে’র ঝড়ে তিনি আহত হন এবং এক্ষণে শয্যাশায়ী আছেন। নির্বাচনী সফরকালে শেখ মুজিব গোপালগঞ্জে ঝড়ে আক্রান্ত হন। তিনি বর্তমানে চিকিৎসাধীন আছেন এবং আঘাত দৃষ্টে মনে হয় তাঁহার সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে সময় লাগিবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
২২শে মে ১৯৬৫
‘দুর্গতদের সেবায় আত্মনিয়োগ করণ’
শেখ মুজিবের আহ্বান

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়ায় সম্পর্কে গত বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বলেন যে, ১১ই মে রাত্রির সর্বনাশা দুর্যোগে প্রদেশের প্রায় অর্ধেক এলাকা বিপর্যস্ত

হইয়াছে। সময় ও বিস্তৃতির বিষয় বিবেচনা করিলে বিগত দশ বৎসরের উপর্যুপরি কয়েকটি প্রাকৃতিক দুর্ঘোণের মধ্যে হয়তো ইহাই সর্বাধিক ভয়ালমূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল।

জনাব মুজিবর রহমান দুর্ঘোণকালে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাতেই অবস্থান করিতেছিলেন এবং দুর্ঘোণের রুদ্রমূর্তি তিনি ব্যক্তিগতভাবেই অনুধাবন ও অবলোকন করিয়াছেন। ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কে তিনি বলেন যে, শতকরা প্রায় একশত ভাগ কাঁচাঘর এবং প্রায় ৮০ ভাগ টিনের ঘর উড়িয়া গিয়াছে। গৃহপালিত পশুপাখীর শতকরা প্রায় ৭০ ভাগই মৃত্যুবরণ করিয়াছে।

শেখ মুজিবর রহমান তাহার বিবৃতিতে এই মহাদুর্ঘোণক্ষেণে অসহায় ও দুর্গতদের সাহায্যার্থ মুক্তহস্তে দান করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। রিলিফ কাজে আত্মনিয়োগের এবং দলমত নির্বিশেষে ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানগতভাবে সকলের সহিত সহযোগিতার জন্য তিনি আওয়ামী লীগ কর্মীদের প্রতি নির্দেশ প্রদান করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২২শে মে ১৯৬৫

বোয়িং দুর্ঘটনায় বিশিষ্ট সাংবাদিক ও নাগরিকদের মর্মান্তিক মৃত্যুতে

দেশব্যাপী শোকের ছায়া

কায়রোর অদূরে পি, আই, এ বিমান দুর্ঘটনায় বিশিষ্ট নাগরিক ও সাংবাদিকদের মর্মান্তিক মৃত্যুতে সমাজের সকল স্তরের মানুষের মনে গভীর শোকের ছায়া নামিয়া আসিয়াছে। নিহত সাংবাদিক, বিশেষতঃ ‘ইত্তেফাকের’ সহকারী সম্পাদক জনাব আহমেদুর রহমানের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিয়া বহু গণ্যমান্য লোক তারবার্তা পাঠাইয়াছেন।

কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী এবং ‘ডনের’ প্রাক্তন সম্পাদক জনাব আলতাফ হোসেন ইত্তেফাকে প্রেরিত এক শোকবাণীতে বলেন : “জনাব আহমেদুর রহমানের মর্মান্তিক মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে ব্যথিত হইয়াছি। তাঁহার পরিবারকে আমার আন্তরিক সমবেদনা।”

কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন রাওয়ালপিণ্ডি হইতে ‘ইত্তেফাকে’ প্রেরিত এক শোকবাণীতে বলেন : “গভীরভাবে মর্মান্বিত হইয়াছি। শোকসন্তপ্ত পরিবারকে আমার আন্তরিক সমবেদনা।”

মওলানা মওদুদী

মওলানা আবুল আলা মওদুদী লাহোর হইতে ‘ইত্তেফাকে’ প্রেরিত এক শোকবাণীতে বলেন : “গভীর মর্মান্বিত হইয়াছি। শোক সন্তপ্ত পরিবারকে আন্তরিক সমবেদনা।”

শেখ মুজিবর রহমান

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান রোগশয্যা হইতে প্রদত্ত এক শোকবাণীতে পি, আই, এ বোয়িং বিমান দুর্ঘটনায় বিশিষ্ট নাগরিক ও সাংবাদিকদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, দুর্ঘটনায় যেসব সাংবাদিক নিহত হইয়াছেন, তাঁহারা দেশের কৃতি সন্তান এবং পাকিস্তানের সাংবাদিকতা ক্ষেত্রে তাঁহাদের স্থান পূরণ করা দুর্লভ।”

শাহ আজিজুর রহমান

নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি শাহ আজিজুর রহমান এম এন, এ, এক শোকবাণীতে বলেন যে, কায়রোর অদূরে পি, আই, এ বিমান দুর্ঘটনায় পাকিস্তানের যে বিশিষ্ট নাগরিকরা প্রাণ হারাইয়াছেন, তাহাতে শোক প্রকাশের মত ভাষা নাই। বিশেষ করিয়া সাংবাদিকদের মৃত্যুতে পাকিস্তানের সাংবাদিকতা ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

জহির উদ্দীন

নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব জহির উদ্দীন বিমান দুর্ঘটনাকে ‘মর্মস্কন্দ’ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

মোহাম্মদ শোয়েব

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ শোয়েব বলেন : “আমরা এমন কতিপয় মূল্যবান জীবন হারাইয়াছি, যাহা পূরণ করিতে সাংবাদিক মহলের দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হইবে।” উল্লেখযোগ্য যে, দুর্ঘটনায় নিহত পি, আই, এ’র চীফ ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার জনাব ইয়াসিন জনাব শোয়েবের ভাগিনেয় ছিলেন।

মাহমুদ আলী

জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব মাহমুদ আলী বলেন : “পাকিস্তানের কতিপয় প্রতিভাবান সন্তানের মৃত্যুতে গভীরভাবে মর্মান্বিত হইয়াছি। দেশ আজ তাহাদের সেবা হইতে বঞ্চিত হইল।”

ফখরে মাতরী

পাকিস্তান সংবাদপত্র সম্পাদক সমিতির সভাপতি জনাব ফখরে মাতরী বলেন : “এই শোক শুধু পাকিস্তানী সাংবাদিকদেরই নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের সাংবাদিক ভ্রাতৃমণ্ডলীর।”

‘ডনের’ অস্থায়ী সম্পাদক

‘ডনের’ অস্থায়ী সম্পাদক জনাব জামিল আনসারী বলেন : “আমার পুরাতন বন্ধু এবং সহকর্মী জনাব এ, কে, কোরেশীর মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে মর্মান্বিত হইয়াছি। জনাব কোরেশীর দৃষ্টান্ত অনুসরণের জন্য আমি আমার সাংবাদিক বন্ধুদের প্রতি অনুরোধ জানাই।”

বাংলা একাডেমীতে শোকসভা

পি,আই, এ বিমান দুর্ঘটনায় সাংবাদিক এবং অন্যান্যদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য গতকল্য (শুক্রবার) বাংলা একাডেমীতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডিরেক্টর সৈয়দ আলী আহসান সভাপতিত্ব করেন। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ নিহত ব্যক্তিদের আত্মার সদগতি কামনা করেন।

টেলিভিশন সেন্টার

গতকল্য (শুক্রবার) ঢাকা টেলিভিশন সেন্টারের কর্মচারীগণ এক সভায় মিলিত হইয়া দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন।

করাচীতে সংবাদপত্র সেবীদের শোক প্রকাশ

গতকল্য (শুক্রবার) করাচী প্রেস ক্লাবে পাকিস্তান সংবাদপত্র সম্পাদক পরিষদ, পাকিস্তান সংবাদপত্র (মালিক) সমিতি এবং করাচী সাংবাদিক ইউনিয়নের এক যুক্ত সভায় বিমান দুর্ঘটনার কারণে পতিত সাংবাদিকদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়। সংবাদপত্র সমিতির সভাপতি জনাব মাহমুদ হারুন সভাপতিত্ব করেন।

ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশন

ঢাকায় ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনের ফাষ্ট সেক্রেটারী (ইনফরমেশন) দুর্ঘটনায় নিহতদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি এক সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রাদেশিক তথ্য ডিরেক্টর

প্রাদেশিক তথ্য বিভাগের ডিরেক্টর জনাব সাদেকুর রহমান এক বিবৃতিতে বলেন যে, দুর্ঘটনায় নিহত সাংবাদিকদের স্থান পূরণ করিতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হইবে।

এপিপি স্টাফ

গত বৃহস্পতিবার ঢাকাস্থ এ,পি,পি স্টাফের এক সভায় এডমিনিষ্ট্রেটর জনাব এ, কে, কোরেশীসহ সাংবাদিকদের মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়।

ঢাকা আইনজীবী সমিতি

গতকল্য (শুক্রবার) ঢাকা আইনজীবী সমিতির এই বিশেষ সাধারণ সভায় অতি দুঃখের সহিত কায়রোতে পি,আই,এ'র বোয়িং দুর্ঘটনায় পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের বিশিষ্ট সাংবাদিক, দেশী-বিদেশী নাগরিকবৃন্দের আকস্মিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয় এবং তাহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানান হয়।

দৈনিক পাসবান

গত বৃহস্পতিবার ঢাকার উর্দু দৈনিক পাসবান-এর কর্মচারীদের এক সভায় শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ এবং তাহাদের বিদেহী আত্মার উদ্দেশ্যে ফাতেহা পাঠ করা হয়।

বৃটিশ সাংবাদিকদের শোক

বৃটিশ জাতীয় সাংবাদিক ইউনিয়নের পক্ষে পাকিস্তানে নিযুক্ত রয়টারের প্রতিনিধি মিঃ র্যালফ শ' বলেন যে, বৃটিশ সাংবাদিকরা এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মর্মান্বিত হইয়াছেন।

পরিষদ সদস্য আলাউদ্দিন আহমদ

পরিষদ সদস্য জনাব আলাউদ্দিন বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের যে কয়জন সাংবাদিক অকালে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন, দেশের রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করার ক্ষেত্রে তাঁহাদের শক্তিশালী লেখনীর কথা কোন কালেই ভুলিবার নয়।

করাচী টেবিল টেনিস খেলায় এক মিনিট নীরবতা

গত বৃহস্পতিবার করাচীতে চীন এবং পাকিস্তানের মধ্যে অনুষ্ঠিত টেবিল টেনিস প্রদর্শনী খেলায় বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের জন্য এক মিনিটকাল নীরবতা পালন করা হয়।

পাকিস্তান জাতীয় সংহতি কাউন্সিল

গতকল্য (শুক্রবার) ঢাকায় পাকিস্তান জাতীয় সংহতি কাউন্সিলের এক সভায় কায়রোর অদূরে সংঘটিত বিমান দুর্ঘটনাকবলিত ব্যক্তিবর্গ, বিশেষতঃ সাংবাদিকদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। কাউন্সিলের প্রাদেশিক ডিরেক্টর জনাব জয়নুল আবেদীন বলেন যে, জাতীয় জীবনের বিভিন্ন স্তর, বিশেষতঃ সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে এত বড় মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে নাই। মাত্র এক সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে পাকিস্তানের সংবাদপত্র জগত একদল বিশিষ্ট সাংবাদিককে হারাইয়াছে— যাঁহারা বিচারবুদ্ধি, সাহসিকতা এবং পেশাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে অনন্য সাধারণ ছিলেন।

রেডিও পাকিস্তান

গতকল্য (শুক্রবার) সকাল ৯-৩০ মিনিটে ঢাকা বেতার ভবনে রেডিও পাকিস্তান ঢাকার আঞ্চলিক পরিচালক সৈয়দ জিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় রেডিও পাকিস্তান ঢাকার প্রায় ২০০ কর্মচারী ও নিজস্ব শিল্পী উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিশিষ্ট সাংবাদিকদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়। বিশেষভাবে পূর্ব পাকিস্তানের সাংবাদিকদের প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন খ্যাতনামা বেতার বক্তা এবং বেতারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট।

শোকসভার পর বেতার ভবনের তৃণান্তরণে রেডিও পাকিস্তান ঢাকার নিজস্ব কারী আখলাক আহমদ আনসারীর ইমামতিতে বেতার কর্মচারী ও শিল্পীবৃন্দ গায়বানা নামাজে জানাজা আদায় করেন এবং বিমান দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে ফাতেহা পাঠ করেন।

গতকল্য (শুক্রবার) রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা কেন্দ্রের নিউজ অর্গানাইজেশনের অফিসার ও কর্মচারীদের এক সভায় সাংবাদিকসহ বিমানযাত্রীদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়।

পূর্ব পাকিস্তান শিশু মঙ্গল পরিষদ

গতকল্য (শুক্রবার) সকালে পূর্ব পাকিস্তান শিশু মঙ্গল পরিষদের একসভায় বিমান দুর্ঘটনায় কবলিত ব্যক্তিবর্গ বিশেষতঃ বিশিষ্ট সাংবাদিকদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। পরিষদের সদস্যগণ ইহাকে ‘জাতীয় ক্ষতি’ বলিয়া উল্লেখ করেন। এছাড়া গত বৃহস্পতিবার হায়দরাবাদ ও চট্টগ্রামস্থ এ.পি.পি. স্টাফ, হায়দরাবাদ বার এসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ আলী শেখ, হায়দরাবাদ সাংবাদিক হাউজিং সোসাইটির সভাপতি মীর্জা সুলতান বেগ, চট্টগ্রামস্থ পাকিস্তান কাগজ ব্যবসায়ী সমিতির (পূর্বাঞ্চল শাখা) সেক্রেটারী জনাব কামালউদ্দীন আহমদ খান দুর্ঘটনায় কবলিত ব্যক্তিদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২২শে মে ১৯৬৫

আরোগ্যের পথে শেখ মুজিবর রহমান

(স্টাফ রিপোর্টার)

গোপালগঞ্জে ঘূর্ণিঝড় আতঙ্কিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান দ্রুত আরোগ্য লাভ করিতেছেন। স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজের প্রফেসর ডাঃ আনসারী তাঁহার চিকিৎসা করিতেছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৩শে মে ১৯৬৫

ঘূর্ণি উপদ্রুত এলাকার ক্ষয়ক্ষতি ও প্রতিকার সম্পর্কে শেখ মুজিব

সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান বলেন : গত ১১ই মে রাতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় অর্ধেক অংশের উপর দিয়া প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় বহিয়া গিয়াছে। এই ঝড়ের প্রচণ্ডতা ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দৃষ্টে এ কথা বলিলে অস্বাভাবিক কিছু বলা হইবে না যে, গত কয়েক বৎসরের ঝড় অপেক্ষা ১১ই মে’র ঝড়ের ভয়াবহতা

অনেক বেশী। সারারাত্রি ব্যাপী প্রকৃতির এই তাণ্ডবলীলায় অসংখ্য লোকের প্রাণহানি ঘটিয়াছে, বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে এবং এখনও পাওয়া যায় নাই। মাদারীপুরে আমি নিজেই এই প্রচণ্ড ঝড়ের কবলে পতিত হইয়াছিলাম। যতই দিন যাইতেছে দুর্গত অঞ্চল হইতে ততই ভয়াবহ খবর আসিয়া পৌঁছিতেছে।

শেখ মুজিব বলেন : ঘূর্ণিঝড়ের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার শতকরা ৮০ ভাগ টিনের গৃহ ও প্রায় এক শতভাগ কাঁচাগৃহ বিধ্বস্ত এবং ৭০ ভাগ গবাদিপশু নিহত হইয়াছে। ঝড়ের ফলে মৎস্যজীবীদের অসংখ্য নৌকা নিখোঁজ এবং যথেষ্ট পরিমাণে ফসলাদি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ধ্বংসলীলার ১১ দিন পরেও সমুদ্রের উপকূলবর্তী এলাকায় পৌঁছান সম্ভব না হওয়ায় তথাকার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা এখনও সম্ভবপর হয় নাই। দুর্গত এলাকায় প্রশাসনিক যন্ত্রগুলির কাজকর্মে অনেকটা ধীরগতিতে চলিতেছে এবং জরুরী অবস্থার মোকাবিলা করিতে সরকার ব্যর্থ হইয়াছেন। সরকার মাত্র ২৫ লক্ষ টাকার ঋণ মঞ্জুর করিয়াছেন কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ইহা সমুদ্রে একবিন্দু পানির সমান। সরেজমিনে তদন্ত না করিয়া শুধু ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে একটি ধারণা করিয়া হিসাব প্রস্তুত করার ফলে সরকার এই স্বল্পসংখ্যক সাহায্য মঞ্জুর করিতে পারিয়াছেন। এই ‘জাতীয় জরুরী’ অবস্থায় এখন পর্যন্ত আমাদের সেনাবাহিনীর সাহায্য কেন লওয়া হয় নাই তাহা ভাবিলে হতবাক হইতে হয়। পূর্বে জাতীয় দুর্যোগের সময় সেনাবাহিনী তাহাদের গৌরবময় ভূমিকা পালন করিয়াছেন।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন : প্রয়োজনের সময় রিলিফ মঞ্জুর না করিলে পরে রিলিফ মঞ্জুরীর কথা ঘোষণা করিলে উহা কোন কাজে আসিবে না। সরকারের উচিত অনতিবিলম্বে ‘জাতীয় জরুরী অবস্থার’ মোকাবিলা করার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করা। জরুরী অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য দলমত নির্বিশেষে দেশের সকল মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা এবং বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহের নিকট শেখ মুজিবের বিবৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ গতকল্যকার ইত্তেফাকে প্রকাশিত হইয়াছে।

সাহায্য প্রার্থনা করাও সরকারের কর্তব্য। তিনি বলেন, দুর্গত এলাকায় অনতিবিলম্বে সরকারী সাহায্য এবং দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী ঋণের ব্যবস্থা করা অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে।

সম্মিলিত বিরোধী দলের অন্যতম নেতা শেখ মুজিব বলেন, ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে অবিলম্বে পানীয় জল, শিশুদের খাদ্য, কাপড়, ঔষধ, নগদ টাকা ও গৃহনির্মাণের জিনিসপত্র পাঠানোর আশু প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। দু’দিন অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত ট্যাক্স, খাজনা এবং সার্টিফিকেটের টাকা আদায় বন্ধ করা উচিত। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার কর্মচারীদের কমপক্ষে ৩ মাসের

অগ্রিম বেতন দেওয়া প্রয়োজন। তাগুবলীলায় ক্ষতিগ্রস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয় খরচপত্র নির্বাহ করার জন্য তাহাদের সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষমতাদান করিয়া অবিলম্বে অর্ডিন্যান্স জারি করা উচিত।

আওয়ামী লীগ নেতা বলেন : সংশ্লিষ্ট এলাকায় জনসাধারণকে ভবিষ্যতে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের হাত হইতে রক্ষা করার জন্য উপযুক্ত গৃহনির্মাণের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা গ্রহণ একান্ত জরুরী হইয়া পড়িয়াছে। উল্লিখিত এলাকাসমূহে সরকারের পাকাবাড়ী নির্মাণ করিয়া দেওয়া উচিত। যাহাতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী এবং জনসাধারণ কিস্তিবন্দীতে টাকা পরিশোধ করিয়া সরকার কর্তৃক নির্মিত পাকাবাড়ীর মালিকানা নিজেদের করিয়া লইতে পারেন। পরিশেষে শেখ মুজিব 'গ্রাম্য হাউজিং পরিকল্পনা'র প্রতি বিশেষ নজর দেওয়ার জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানান।

দৈনিক পাকিস্তান

২৩শে মে ১৯৬৫

শেখ মুজিবরের বিবৃতি

জরুরী ভিত্তিতে বাত্যা দুর্গতদের সাহায্য প্রদান দাবী

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান সম্প্রতি এক বিবৃতিতে সরকারের নিকট প্রদেশের বাত্যা দুর্গতদের সাহায্যের জন্য জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে অবিলম্বে সর্বশক্তি নিয়োগ করার ও এ ব্যাপারে দল মত নির্বিশেষে দেশের সকল মহলের সহযোগিতা গ্রহণ এবং বিদেশ হইতে সাহায্য গ্রহণের আবেদন জানান।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, দুর্গতদের সাহায্যার্থে সরকার যে ২৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন উহা অপ্রতুল। তিনি আরো বলেন যে, অধিকাংশ এলাকায় এখন পর্যন্ত দুর্গতদের প্রাণরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য পৌছায় নাই।

তিনি সরকারের নিকট দুর্গতদের জন্য অবিলম্বে খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধপত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করার আবেদন জানান। অবস্থা পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত কর ও খাজনা মাফ করার, ঋণের টাকা আদায় ও সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার করার জন্যও তিনি আবেদন জানান।

বিবৃতিতে শেখ মুজিবর রহমান স্বল্প বেতনভোগী কর্মচারীদের তিন মাসের অগ্রিম বেতন দানের আবেদন জানান ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে উদ্ধৃত পরিস্থিতিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যরা যাহাতে প্রয়োজনের খাতিরে সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারেন, সেইজন্য অবিলম্বে একটি অর্ডিন্যান্স জারী করার আবেদন জানান।

তিনি জনসাধারণের প্রতি দুর্গতদের সাহায্যার্থে আগাইয়া আসার আহ্বান জানান ও আওয়ামী লীগের সকল ইউনিটের প্রতি সকল মহলের সহযোগিতায় রিলিফ সংগঠন করার ও রিলিফের কাজে সরকারের সহিত সহযোগিতা করার নির্দেশ দেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৪শে মে ১৯৬৫

৫ই জুন আওয়ামী লীগের সভা

(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য (রবিবার) ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী ৫ই জুন, শনিবার বিকাল ৪টায় ৭৫১, ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, সাত মসজিদ রোডে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি, সকল জেলা ও সিটি কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক এবং আওয়ামী লীগ দলীয় নবনির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের এক বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হইবে। আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে রহিয়াছে ঘূর্ণিবাত্যজনিত পরিস্থিতি, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা এবং সাংগঠনিক বিষয়াদি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা হইবে বিধায় সভা কয়েকদিন স্থায়ী হইতে পারে। সদস্যদের নিকট সভার আমন্ত্রণ লিপি প্রেরণ করা হইতেছে।

আজাদ

২৫শে মে ১৯৬৫

আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বর্ধিত সভা

আগামী ৫ই জুন ঢাকায় অনুষ্ঠান

(স্টাফ রিপোর্টার)

আগামী ৫ই জুন ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির এক বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান গত রবিবার ঘোষণা করিয়াছেন। ৭৫১ নং ধানমণ্ডীর আবাসিক এলাকায় (সাত মসজিদ রোড) এই সভা হইবে এবং কয়েকদিন ব্যাপী চলিবে।

উক্ত সভায় যোগদানের জন্য প্রতিষ্ঠানের জেলা ও শহর কমিটির প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী এবং আওয়ামী লীগের সাথে সংশ্লিষ্ট জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের আমন্ত্রণ জানান হইয়াছে।

আজাদ
৩রা জুন ১৯৬৫
শেখ মুজিবের বিবৃতি
আলোচনার ভিত্তিতে রেল ধর্মঘট অবসানের আহ্বান
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্য বুধবার এক বিবৃতিতে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে রেল ধর্মঘট সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানাইয়া ইপরেলকে অবিলম্বে ধর্মঘট প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান।

বিবৃতিতে তিনি সরকারকে নির্যাতনের পথ পরিহার করিয়া গ্রেফতারকৃত রেল কর্মচারীদের মুক্তি, সকল গ্রেফতারী পরোয়ানা ও মামলা প্রত্যাহারের আহ্বান জানান।

বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, সাইক্লোনের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে রেল কর্মচারী লীগ ধর্মঘটের তারিখ পরিবর্তনের বিষয় যখন গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করিতেছিল, তখন সরকার রেল কর্মচারীদের গ্রেফতার, অফিসে তালাবদ্ধ প্রভৃতির মাধ্যমে সম্ভাব্য সকল নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। দুর্ভাগ্যের বিষয় রেল কর্মচারীগণ যখন এই নির্যাতনের মুখে ধর্মঘট করিতে বাধ্য হয়, সরকার তখন প্রদেশব্যাপী রেল কর্মচারীদের উপর অমানুষিক নির্যাতন আরম্ভ করে। এমনকি কোন কোন রেল কলোনির শিশু কিংবা মহিলাদেরও এই নির্যাতনের হাত হইতে রেহাই দেওয়া হয় নাই বলিয়া জানা গিয়াছে। চট্টগ্রামে গুলীবর্ষণ করিয়া দুই ব্যক্তিকে হত্যা করা হইয়াছে।

তিনি বলেন, দাবী না মানিয়া গরীব রেল কর্মচারীদের উপর এইরূপ নির্যাতনের নিন্দা না করিয়া উপায় নাই।

বিবৃতিতে তিনি আপোষ-আলোচনার মাধ্যমে অবিলম্বে বিরোধ মীমাংসার আশা প্রকাশ করেন।

Morning News
3rd June 1965
Mujib's Appeal To
PER Employees And Government
(By Our Staff Reporter)

Shiekh Mujibur Rahman, General Secretary of the East Pakistan Awami League has appealed to the railway workers to call off their “strike” and “help create an atmosphere conducive to free negotiation and amicable settlement”.

In an statement issued to the Press the Awami League leader also urged the Government to consider the 11-point demand of the railway workers and go for a “negotiated settlement” of the dispute.

Shiekh Mujibur Rahman also appealed to the government to release all arrested leaders and workers and withdraw all restrictions against them.

দৈনিক ইত্তেফাক
৯ই জুন ১৯৬৫
রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা
শেখ মুজিবের পুনর্বীর জামিন লাভ
(কোর্ট রিপোর্টার)

গতকল্য (মঙ্গলবার) ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার জনাব বি, আলম রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার আসামী আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানকে পুনর্বীর দুই হাজার টাকার এবং অনুরূপ অঙ্কের দুইজন জামিনদারের জামিনে মুক্তি দেন।

প্রকাশ থাকে যে, ইতিপূর্বে শেখ মুজিবুর রহমান এই মামলায় এই কোর্টেরই জামিনে মুক্ত ছিলেন; কিন্তু গত ঘূর্ণিঝড়ে গুরুতর আহত হওয়ায় শেখ মুজিবুর রহমান বর্তমান মামলায় বিগত তারিখ ৫ই জুন আদালতে হাজির হইতে না পারায় কোর্ট তাঁহার জামিন বাতিল করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে জামিনের অযোগ্য গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেন। ডাঃ আনসারীর চিকিৎসাধীন শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্য অসুস্থ শরীরে জনাব বি, আলমের কোর্টে হাজির হইয়া আত্মসমর্পণ করিলে কোর্ট তাঁহার পূর্বোক্ত রূপ জামিন মঞ্জুর করেন।

প্রকাশ থাকে যে, এই একই কোর্টে অনুরূপ অভিযোগে শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে আরও একটি মামলা বিচার্য্য আছেন। বর্তমান মামলার অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, গত ১৯৬৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর পল্টন ময়দানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান বক্তৃতা প্রসঙ্গে দেশে আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মনে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করেন।

শেখ মুজিবুরের পক্ষে আদালতে উপস্থিত ছিলেন সৈয়দ আজিজুল হক, জনাব জহিরুদ্দিন, মোহাম্মদ উল্লাহ, আনোয়ারুল হক, শাহ মোয়াজ্জেম, খোন্দকার মাহবুব হোসেন, মঞ্জুর রহিম প্রমুখ আইনজীবী। পক্ষান্তরে সরকারপক্ষে উপস্থিত থাকেন ঢাকার পাবলিক প্রসিকিউটর জনাব এম, এ, আলীম।

Pakistan Observer
10th June 1965
Sheikh Mujib Granted Bail
(By Our Court Correspondent)

Following the issue of an warrant relating to a criminal case under Section 124-A PPC and 7(3) of East Pakistan Public Safety Ordinance, 1958 Sheikh Mujibar Rahman surrendered before the court of Mr. B. Alam, Additional Deputy Commissioner, Dacca, for bail on Tuesday.

He was granted bail of Rs. 2,000 (two thousand) with two sureties of the like amount.

The case was adjourned till June 22 for examination of prosecution witnesses.

This case arises out of an alleged statement made at a public meeting on March 28, 1964 which allegedly is seditious and tends to bring hatred against the Government of Pakistan.

It may be mentioned here that a similar case under the same Sections is pending against him in the court of Mr. B. Alam, Additional Deputy Commissioner, Dacca. This case has been adjourned till June 22, for examination of prosecution witnesses.

The prosecution case in brief is that on December 15, 1963 Sheikh Mujibar Rahman allegedly delivered a speech at a public meeting held in the Outer Stadium. The statement allegedly intended to bring hatred or to create contempt or to create disaffection towards the Government established by law is seditious. It was further alleged that his public speech exhorted the audience to bring hatred against the Government.

Messrs Syed Azizul Huque, Jahiruddin, Anwarul Huq, Shah Moazzem Hussain, Khandoker Mahboob Hossain, Manjurur Rahim appeared on behalf of the accused while Mr. M. A. Alim, Public Prosecutor appeared on behalf of the State.

দৈনিক ইত্তেফাক
১৬ই জুন ১৯৬৫
শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে ৫টি মামলা
চলতি মাসে ৪টির ও আগামী মাসে ১টির শুনানি
(কোর্ট রিপোর্টার)

গতকল্য (মঙ্গলবার) ঢাকার অতিরিক্ত ডিপুটি কমিশনার জনাব বি, আলমের কোর্টে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় অভিযুক্ত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান হাজির হইলে আগামী ৩রা জুলাই এই মামলার সরকারপক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণের তারিখ ধার্য হয়।

এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, ঢাকার বিভিন্ন কোর্টে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের ৩টি মামলাসহ মোট ৫টি মামলা বিচারাধীন রহিয়াছে। আগামী ২২শে, ২৬শে, ২৮শে ও ৩০শে জুন উক্ত মামলাগুলির পরবর্তী তারিখ ধার্য হইয়াছে।

আজাদ
১৯শে জুন ১৯৬৫
শেখ মুজিবের প্রতিক্রিয়া
নয়া বাজেটে ধনী-নির্ধনের ব্যবধান বৃদ্ধি
(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বাজেটের তীব্র সমালোচনা করিয়া প্রদত্ত এক বিবৃতিতে গতকল্য শুক্রবার বলেন যে, ধনীকে আরও ধনী করিয়া তোলা এবং গরীবকে আরও গরীব করিয়া তোলাই চলতি বৎসরের বাজেটের লক্ষ্য।

তিনি বলেন যে, কেন্দ্রীয় বাজেটে ২৯ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা নয়া কর ধার্যের যে প্রস্তাব রহিয়াছে, উহার সম্পূর্ণ তারই গরীব মধ্যবিত্ত ও নূতন ব্যবসায়ীদের বহন করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে তিনি কেরোসিনের উপর ধার্য ডিউটী, মাঝারী ধরনের যন্ত্রের উপর হইতে আবগারী কর মওকুফের নীতি প্রত্যাহার প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ করেন।

সম্প্রতি ঘোষিত পাট নীতির সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন যে, নিম্নতম মূল্য বাধিয়া দেওয়ার রীতি প্রত্যাহার ও মণপ্রতি ৫০ পয়সা সেস ধার্যের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ গরীব পাটচাষীকে সমস্ত বোঝা বহন করিতে হইবে।

পূর্ব পাকিস্তানের বাজেটে ২৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকার নয়া কর ধার্যের প্রস্তাবকেও তিনি অনুরূপভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে, কেবলমাত্র জনগণের অপহৃত অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই এই সকল বিষয় রোধ করা সম্ভব। সুতরাং তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, জনগণ এই প্রেক্ষিতে গণতন্ত্র অর্জনের জন্য ব্যাপক আন্দোলন শুরু করিবেন।

Morning News
19th June 1965
Mujib Criticises Provincial & Central Budgets
(By Our Staff Reporter)

Sheikh Mujibur Rahman General Secretary of the East Pakistan Awami League yesterday strongly criticised the Central and the Provincial Budgets and said that these had hard hit the “Poor masses middle class and the budding entrepreneurs, particularly of East Pakistan”.

In a statement issued to the Press yesterday Sheikh Mujibur Rahman observed that increased duty on kerosene and withdrawal of exemption of duty from medium cloths would adversely affect the interest of the poor and the middle class. He also criticised the Central Finance Minister, Mr. Shoaib for “failing to evolve any suitable scheme to check effectively the soaring prices of the essential commodities resulting mostly from the greed of the profiteers.”

While criticising the provincial budget, the Awami League Leader said that it would adversely affect the interest of the new comers in industry and the commoners. He observed that increased jute tax, increase of toll on motor launch and increased surcharge on development and relief tax will ultimately affect the people while the interest of the big industrialists would continue to flourish.

Haji Mohammad Danish, General Secretary of the East Pakistan National Awami party, he also criticised the Central and the Provincial budgets. He thought that the budgets he failed to reflect the hopes and aspirations of the common man. He was of the opinion that budget was manipulated in away that it would provide maximum scope for private enterprise and thus strengthen the grip of the capitalists over the economy of the country.

দৈনিক পাকিস্তান
১৯শে জুন ১৯৬৫
বাজেট প্রতিক্রিয়ায় শেখ মুজিব
(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য শুক্রবার এক বিবৃতিতে ১৯৬৫-৬৬ সালের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বাজেটের জন্য যথাক্রমে জনাব এম শোয়েব ও ডক্টর এম, এন হুদার সমালোচনা করেন।

তিনি বলেন যে, কেন্দ্রীয় বাজেটে যে ২৯ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার নয়া কর ধার্যের সুপারিশ করা হইয়াছে তাহাতে প্রধানতঃ দরিদ্র, মধ্যবিত্ত এবং মাঝারী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কেরোসিন তৈলের উপর করের পরিমাণ দ্বিগুণ করা হইয়াছে। মাঝারী ধরনের কাপড়ের উপর নূতন শুল্ক ধার্য করা হইয়াছে। ফলে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।

শেখ মুজিব বলেন যে, সমগ্র বাজেটে একটি স্থান তিনি খুঁজিয়া পান নাই যেখানে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বিন্দুমাত্র সুবিধাদান করা হইয়াছে।

তিনি প্রাদেশিক বাজেটে ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকার নয়া কর ধার্যেরও বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, ইহা প্রকৃত অর্থে ‘মড়ার উপর খাড়ার ঘা’ স্বরূপ হইবে।

তিনি আরও বলেন যে, ইদানীং উভয় প্রদেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য বিদূরীত করার কথা বলা একটা ফ্যাশানে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানকে যে সকল অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধাদানের কথা বলা হইয়াছে তাহা সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করা হইতেছে না।

আওয়ামী লীগ নেতা আরও বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানী ব্যবসায়ীরা বর্তমানে দেশের শিল্পায়নের কাজে যথাসাধ্য অংশগ্রহণে আগ্রহী। কিন্তু যখন এই সকল ব্যবসায়ীর ঋণ প্রয়োজন তখনই আবার ব্যাংক-রেট বৃদ্ধি করিয়া মুদ্রা সরবরাহ ব্যবস্থা সংকুচিত করা হইয়াছে।

সরকারের বর্তমান অর্থনৈতিক নীতির জন্য তিনি জনাব শোয়েবকে দায়ী করেন।

Dawn
20th June 1965
Mujib criticises Budget proposals

DACCA, June 19 : Sheikh Mujibur Rahman, General Secretary of the East Pakistan Awami League, yesterday said that finance minister M. Shoaib's new tax proposals would 'hit hard' the masses, the middle class and the budding entrepreneurs. In a severe criticism of the central Budget he said he was stunned of the absence of any device to minimise the bone cracking economic hardships thrust on the masses in the name of development and Industrialisation. He dismissed Government's Professions to break up cartels and check concentration of wealth in a few hands an attempt "to dissolve the concentration of (popular) thoughts on these subjects" most of the tax proposals he maintained will adversely off the common man LABOUR class. He said "I do not find one instance where by Mr Shoaib can claim to have made any concession to the poor and middle class people and the entrepreneurs of small means, particularly of East Pakistan. There is no provision ostensible for amelion of the pitiable condition

of class IV employes and labourers and no scheme is there to check effectively the soaring price of essential commodities resulting mostly from the greed of the profiteers who thrive on the toils and tears of the labour class and the common consumers. –PPA.

আজাদ
২৪ শে জুন ১৯৬৫
শেখ মুজিবের মামলার শুনানী
(স্টাফ রিপোর্টার)

গত মঙ্গলবার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার জনাব এম, বি, আলমের এজলাসে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে পাকিস্তান ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১২৪-ক ধারা (রাষ্ট্রদোষী) এবং পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সের ৭ ধারার ২ উপ-ধারা মোতাবেক আনীত মামলার শুনানী শুরু হইয়াছে।

বাদীপক্ষের চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। একদিন মূলতবী রাখার পর আজ বৃহস্পতিবার পুনরায় শুনানী গ্রহণ করা হইবে।

এডভোকেট জনাব জহীরুদ্দিন এবং আরও সাতজন কৌশলী বিবাদীপক্ষ সমর্থন করেন। বাদীপক্ষ সমর্থন করেন সরকারী উকিল ও একজন পুলিশ ইনস্পেক্টর।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৪শে জুন ১৯৬৫
অদ্য শেখ মুজিবের মামলার শুনানি পুনরারম্ভ
(কোর্ট রিপোর্টার)

ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার জনাব এম,বি, আলমের কোর্টে গত মঙ্গলবার আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার শুনানি আরম্ভ হয়। চারজন সরকারী সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের পর মামলার শুনানি মূলতবী রাখা হইয়াছে। অদ্য (বৃহস্পতিবার) পুনর্বীর এই শুনানি শুরু হইবে।

আসামীপক্ষে মেসার্স জহিরুদ্দীন, আবুল হোসেন, মোল্লা জালালুদ্দীন আহমদ, কোরবান আলী, মোহাম্মদ উল্লাহ, শাহ মোয়াজ্জেম, মঞ্জুরুর রহিম, খন্দকার মাহবুব হোসেন প্রমুখ আইনজীবী এবং ঢাকার পাবলিক প্রসিকিউটর জনাব এম, এ, আলীম ও কোর্ট ইন্সপেক্টর সরকারপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন।

দৈনিক পাকিস্তান
২৪শে জুন ১৯৬৫
শেখ মুজিবের মামলা
বাদীপক্ষের কয়েক জনের সাক্ষ্য গ্রহণ
(স্টাফ রিপোর্টার)

গত মঙ্গলবার ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার জনাব এম বি আলম পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত একটি ফৌজদারী মামলায় বাদীপক্ষের কয়েকজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। অদ্য বৃহস্পতিবার মামলার পরবর্তী দিন ধার্য করা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, জনাব এম বি আলমের আদালতে শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২৪(ক) ধারা ও পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সের ৭, ২(৩) ধারায় উক্ত মামলা দায়ের করা হইয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৫শে জুন ১৯৬৫
শেখ মুজিবের মামলার শুনানি
(কোর্ট রিপোর্টার)

গতকল্য (বৃহস্পতিবার) ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার জনাব বি, আলমের কোর্টে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার শুনানি পুনর্বীর শুরু হয়। এই দিন সরকারপক্ষের দুইজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের পর আগামী ৩রা জুলাই পর্যন্ত শুনানি মূলতবী রাখা হয়।

দৈনিক পাকিস্তান
২৫শে জুন ১৯৬৫
শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আনীত মামলার শুনানী মূলতবী
(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার জনাব এম বি আলম শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত একটি ফৌজদারী মামলার শুনানীর দ্বিতীয় দিনে গতকল্য বৃহস্পতিবার বাদীপক্ষের আরও কয়েকজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের পর মামলাটি আগামী ৩রা জুলাই পর্যন্ত মূলতবী রাখেন।

১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে আউটার স্টেডিয়ামে প্রদত্ত শেখ মুজিবের একটি বক্তৃতাকে কেন্দ্র করিয়া উক্ত মামলা দায়ের করা হইয়াছে।

তাঁহার বক্তৃতার অংশবিশেষ র‍াষ্ট্রদ্রোহিতামূলক বলিয়া অভিযোগ আনা হইয়াছে।

এডভোকেট জনাব জহিরুদ্দীন শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন, সরকারী কৌসুলী জনাব এম এ আলীম বাদী পক্ষে মামলা পরিচালনা করিতেছেন।

আজাদ
২৬শে জুন ১৯৬৫
শেখ মুজিবের মামলা
(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য বৃহস্পতিবার ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার জনাব এম, বি, আলমের এজলাসে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে পাকিস্তান ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১২৪-ক ধারা (রাষ্ট্রদ্রোহী) মোতাবেক আনীত মামলার শুনানী পুনরায় শুরু হয়। বাদীপক্ষের দুইজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের পর শুনানী আগামী ৩রা জুলাই পর্যন্ত মুলতবী রাখা হইয়াছে।

পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সের (১৯৫৮) ৭(৩) ধারা মোতাবেক মামলাটির শুনানী আগামীকাল শনিবার পর্যন্ত মুলতবী রাখা হইয়াছে। ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এম, এ, মালেকের এজলাসে এই মামলার শুনানী গ্রহণ করা হইবে।

জনাব জহীরউদ্দিন, এডভোকেট এবং আরও দুইজন কৌসুলী বিবাদীপক্ষ সমর্থন করেন। বাদীপক্ষ সমর্থন করেন সরকারী উকিল।

আজাদ
২৯শে জুন ১৯৬৫
শেখ মুজিবের মামলা
(স্টাফ রিপোর্টার)

গত বৎসর ২৯শে সেপ্টেম্বর পল্টন ময়দানে আপত্তিকর বক্তৃতাদানের অভিযোগে পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সের ৭(৩) ধারা মোতাবেক শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার শুনানী গতকল্য সোমবার ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এম, এ, মালেকের আদালতে আরম্ভ হইয়াছে।

গতকল্য সোমবার সরকারপক্ষের চারজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। আগামী ৩০শে জুলাই মামলার পরবর্তী তারিখ ধার্য করা হইয়াছে।

জনাব জহিরুদ্দিনসহ ঢাকা বারের বহু আইনজীবী বিবাদীপক্ষ সমর্থন করেন। সরকারপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন পাবলিক প্রসিকিউটর জনাব আবদুল আলীম।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৯শে জুন ১৯৬৫
শেখ মুজিবের মামলা
৪ জনের সাক্ষ্যের পর শুনানী মুলতবী
(কোর্ট রিপোর্টার)

ঢাকার অন্যতম প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এম, এ, মালিকের এজলাসে গতকল্য (সোমবার) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত মামলায় ৪ জন সরকারী সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হয়। এই সাক্ষী ৪ জন হইলেনঃ রমনা থানার অফিসার ইন-চার্জ জনাব ইসরাইল, জনাব ইসমাইল, গভর্নমেন্ট রিপোর্টার জনাব মোজাম্মেল হক এবং জনাব হায়াৎ আজীজ। ইহাদের সাক্ষ্য গ্রহণের পর মামলার শুনানী আগামী ৩০ শে জুলাই পর্যন্ত মুলতবী রাখা হয়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৯৬৪ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর পল্টন ময়দানে আপত্তিকর বক্তৃতা দেওয়ার জন্য শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সের ৭(৩) ধারা অনুযায়ী এই মামলা আনীত হয়।

মেসার্স মোহাম্মদ উল্লাহ, আবুল হোসেন, কোরবান আলী, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, মকবুলুর রহমান, মনজুরুর রহিম, খোন্দকার মাহবুবুল হোসেন, আফসার উদ্দীন আহমদ খান প্রমুখ আইনজীবীর সহায়তায় জনাব জহিরুদ্দীন আসামীপক্ষে এবং ঢাকার পাবলিক প্রসিকিউটর জনাব এ, আলীম সরকারপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন।

সংবাদ
২৯শে জুন ১৯৬৫
শেখ মুজিবের মামলা মুলতবী

ঢাকা, ২৮শে জুন।— অদ্য ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এম, এ, মালেকের এজলাসে শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারী মামলার শুনানী হয় বলিয়া পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের এক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। ১৯৬৪ সনের ২৯শে সেপ্টেম্বর আউটার স্টেডিয়ামের

জনসভায় প্রদত্ত ভাষণের ফলে পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সের ৭(৩) ধারা অনুযায়ী মামলাটি দায়ের করা হয়। অদ্য সরকারপক্ষের চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। ৩০ শে জুলাই পর্যন্ত মামলাটি মূলতবী রাখা হইয়াছে।

জনাব জহিরউদ্দিন, মোহাম্মদ উল্লাহ, আবুল হোসেন এবং কোরবান আলী প্রমুখ এডভোকেট আসামীপক্ষ সমর্থন করেন।

দৈনিক পাকিস্তান
২৯শে জুন ১৯৬৫
শেখ মুজিবের মামলা
চারজনের সাক্ষ্য গ্রহণ
(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য সোমবার ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এম এ মালেকের এজলাসে শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সের ৭(৩) ধারায় আনীত একটি মামলার শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। বিগত ২৯ শে সেপ্টেম্বর আউটার স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় আপত্তিকর বক্তৃতা দানের অভিযোগে শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে উক্ত মামলা দায়ের করা হইয়াছে। গতকল্য রমনা থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সাব ইনসপেক্টর মোহাম্মদ ইসরাইল ও সরকারী রিপোর্টার জনাব মোজাম্মেল হকসহ মোট চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। আগামীকল্য ৩০ শে জুন পর্যন্ত মামলার শুনানী মূলতবী রাখা হয়।

শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন জনাব জহিরউদ্দিন এডভোকেট এবং আরও অনেকে।

আজাদ
৩রা জুলাই ১৯৬৫
লিফলেট মামলার শুনানী
(স্টাফ রিপোর্টার)

গত বৃহস্পতিবার ঢাকা প্রথম মুন্সেফ কোর্টে ‘লিফলেট’ মামলার শুনানী শুরু হয়। আদালত প্রত্যেককে ১ হাজার টাকার জামিনে মুক্তি দান করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষ হইতে দায়েরকৃত এক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা হাইকোর্ট এস, ডি, ও’র আদালত হইতে উক্ত মামলা অন্য আদালতে বদলী করার নির্দেশ দেন।

দৈনিক পাকিস্তান
৪ঠা জুলাই ১৯৬৫
শেখ মুজিবের মামলার শুনানী
(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য শনিবার ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এম বি আলমের এজলাসে শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারায় আনীত একটি মামলার শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। বিগত ১৫ই ডিসেম্বর আউটার স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় আপত্তিকর বক্তৃতা দানের অভিযোগে শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে উক্ত মামলা দায়ের করা হয়। গতকল্য দুইজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের পর মামলার শুনানী মূলতবী রাখা হয়। আগামী ৮ই জুলাই পুনরায় মামলার শুনানী অনুষ্ঠিত হইবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
৯ই জুলাই ১৯৬৫
শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ গঠন
(স্টাফ রিপোর্টার)

সরকারপক্ষের সাক্ষীদের জবানবন্দী শেষে গতকল্য (বৃহস্পতিবার) ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার জনাব এম, বি, আলম আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ গঠন করেন।

প্রকাশ থাকে যে, গতকল্য ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার জনাব এম, বি, আলমের এজলাসে শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার মূলতবী শুনানী পুনর্বীর শুরু হয়। ১৯৬৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর জনাব মুজিবুর রহমানের পল্টন ময়দানে প্রদত্ত এক বক্তৃতাকে কেন্দ্র করিয়া এই মামলার উদ্ভব হয়।

গতকল্য প্রাদেশিক সরকারের সার্ভিসেস এণ্ড জেনারেল এডমিনিস্ট্রেশন-এর সেকশন অফিসার সাক্ষ্যদান করেন। তিনি এই মামলা বর্তমানে আদালত কর্তৃক বিচার করার প্রক্ষেপে প্রাদেশিক অতিরিক্ত চীফ সেক্রেটারী মিঃ এইচ, টি, আলী কর্তৃক প্রদত্ত আদেশটি প্রমাণ করেন। এতদ্ব্যতীত গতকল্য বাংলা শর্টহ্যান্ড রিপোর্টার জনাব মোহাম্মদ হোসেনের সাক্ষ্য পুনর্বীর গৃহীত হয়।

বাদীপক্ষের সাক্ষ্য শেষ হওয়ার পর আদালত শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১২৪-ক ধারা এবং পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা আইনের ৭(৩) ধারা অনুযায়ী অভিযোগ গঠন করেন। আগামী ২৪শে জুলাই এই মামলার পরবর্তী শুনানির তারিখ ধার্য হইয়াছে।

মেসার্স আবুল হোসেন, মোহাম্মদ উল্লাহ, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, মনজুর রহিম, খোন্দকার মাহবুব হোসেন প্রমুখ আইনজীবীর সহায়তায় জনাব জহিরুদ্দীন শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে এবং জনাব সোহারাব বখত উকিল এবং কোর্ট ইন্সপেক্টরের সাহায্যে ঢাকার পাবলিক প্রসিকিউটর আর, এ, আলীম সরকারপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন।

দৈনিক পাকিস্তান
৯ই জুলাই ১৯৬৫
শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের
(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য বৃহস্পতিবার ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার জনাব এম বি আলমের এজলাসে শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে বিগত ১৫ই ডিসেম্বর পল্টন ময়দানে এক জনসভায় আপত্তিকর বক্তৃতা দানের অভিযোগে আনীত মামলার শুনানী সমাপ্ত হয় এবং জনাব এম বি আলম শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ও ১৯৫৮ সালের পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সের ৭(৩) ধারা অনুসারে অভিযোগ দায়ের করেন। গতকল্য সরকারপক্ষ ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার জনাব এম বি আলমকে সংশ্লিষ্ট মামলার বিচার করার ক্ষমতাদান সম্পর্কিত পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অতিরিক্ত চীফ সেক্রেটারী জনাব এইচ টি আলীর দস্তখতযুক্ত একটি সরকারী নির্দেশ প্রমাণের জন্য প্রাদেশিক সরকারের সার্ভিসেস ও জেনারেল এডমিনিষ্ট্রেশনের সেকশন অফিসারের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। তাছাড়া ইতিপূর্বে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের বাংলা শর্টহ্যান্ড রিপোর্টার জনাব মোজাম্মেল হোসেনের সাক্ষ্য গ্রহণ ও জেরা অনুষ্ঠিত হইলেও গতকল্য পুনরায় তাঁহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। বিবাদীর পক্ষ হইতে ইহাতে আপত্তি দর্শান হয়। আগামী ২৪শে জুলাই মামলার পরবর্তী তারিখ ধার্য করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন জনাব জহীরুদ্দীন, জনাব আবুল হোসেন, জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ও জনাব মীজানুর রহিম। সরকারী কৌসুলী জনাব এ আলীম সরকারপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৭ই জুলাই ১৯৬৫
অদ্য শেখ মুজিবের করাচী যাত্রা
(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান চার দিনব্যাপী সফরের উদ্দেশ্যে অদ্য (শনিবার) সন্ধ্যায় বিমানযোগে করাচী যাত্রা

করিবেন। তিনি তথায় পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের সহিত সাংগঠনিক বিষয়ে ও নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সম্মেলন অনুষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করিবেন। শেখ মুজিব আগামী ২১ শে জুলাই ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
২২শে জুলাই ১৯৬৫
করাচীতে আওয়ামী লীগ নেতাদের সভা

করাচী, ২১শে জুলাই।— গতকল্য এখানে পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান সভাপতিত্ব করেন।

সাংগঠনিক বিষয়েই প্রধানতঃ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আগামী সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কনভেনশন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ঐ সময়ে পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহক কমিটিরও বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে।

গতকল্যকার বৈঠকে মেসার্স খাজা রফিক আহমদ, মীর আবদুল বাকি বালুচ, মনজুরুল হক, হাসান আফ্রারী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অসুস্থতা হেতু পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। মামলা উপলক্ষে শেখ মুজিব ও খাজা রফিক উভয়েই আগামীকল্য যথাক্রমে ঢাকা ও লাহোর যাত্রা করিবেন। —পি,পি,এ

সংবাদ
২৩শে জুলাই ১৯৬৫
আওয়ামী লীগের বৈঠক

করাচী, ২১ শে জুলাই (পি, পি, এ)।— গতকল্য এখানে পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এক বৈঠকে মিলিত হন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান সভাপতিত্ব করেন।

সাংগঠনিক বিষয়েই প্রধানতঃ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আগামী সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কনভেনশন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ঐ সময়ে পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহক কমিটিরও বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে।

গতকল্যকার বৈঠকে মেসার্স খাজা রফিক আহমদ, মীর আবদুল বাকি বালুচ, মনজুরুল হক, হাসান আফ্রারী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অসুস্থতা হেতু পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

মামলা উপলক্ষে শেখ মুজিবুর রহমান ও খাজা রফিক উভয়েই আগামীকাল যথাক্রমে ঢাকা ও লাহোর যাত্রা করিবেন।

Dawn

24th July 1965

Mujibur Rahman leaves for Dacca

Sheikh Mujibur Rahman, the General Secretary of the East Pakistan Awami League left Karachi yesterday for Dacca by air.

During his six-day stay in city, the Awami League leader presided over a meeting of the Awami League held on July 20.

Mr. Nasrullah Khan and Khwaja Mohammad Rafiq, President of the Pakistan Awami League and Secretary of the Organising Committee, West Pakistan Awami League, respectively, would leave Karachi for Multan and Lahore respectively today. —APP.

দৈনিক ইত্তেফাক

২৪শে জুলাই ১৯৬৫

প্রেস ক্লাবে হামলার তীব্র নিন্দা

শেখ মুজিব কর্তৃক অবিলম্বে তদন্ত দাবী

(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্য (শুক্রবার) এক বিবৃতি প্রসঙ্গে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পুলিশ কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তান প্রেস ক্লাবে কাঁদুনে গ্যাসের শেল নিক্ষেপের তীব্র নিন্দা করেন এবং অবিলম্বে এই ব্যাপারে তদন্তের দাবী করেন।

বিবৃতি প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন যে, প্রেস ক্লাবের নিজস্ব মর্যাদা রহিয়াছে। কিন্তু পুলিশ ক্লাবের পবিত্রতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে নাই। অন্য কোন সভ্য দেশে এই শ্রেণীর ঘটনার নজির নাই।

আওয়ামী লীগ নেতা ছাত্র শোভাযাত্রার উপরে পুলিশের অযৌক্তিক লাঠি চালনার নিন্দা করেন এবং ইহাকে অযাচিত পূর্বপরিকল্পিত বলিয়া অভিহিত করেন।

বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী

এ.পি.পি.র খবরে প্রকাশ, জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব মসিহুর রহমান গতকল্য এক বিবৃতিতে গত বৃহস্পতিবার ছাত্র শোভাযাত্রার উপর পুলিশী হস্তক্ষেপের নিন্দা করেন এবং এ ব্যাপারে ‘উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন’ বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করেন। জনাব মসিহুর রহমান বলেন যে, ১৪৪ ধারা

জারি না থাকায় শোভাযাত্রা বাহির করার অধিকার জনগণের ছিল। সুতরাং শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রার উপর লাঠি চালনা ও কাঁদুনে গ্যাস শেল নিক্ষেপের কোন যুক্তি নাই। তিনি পুলিশের অত্যাচারমূলক ও অত্যাচারী কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করেন এবং এই ঘটনা সম্পর্কে ‘উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন’ বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করেন।

পুলিস হামলার নিন্দা

গতকল্য (শুক্রবার) পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের মতিয়া চৌধুরী গ্রুপের পক্ষ হইতে প্রদত্ত বিবৃতিতে গত বৃহস্পতিবার ছাত্র শোভাযাত্রার উপর পুলিশের হামলার তীব্র নিন্দা করা হয়। বিবৃতিতে সাম্রাজ্যবাদী ঋণ প্রত্যাখ্যানপূর্বক সেন্টো ও সিয়াটো ত্যাগ করিয়া গণমুখী স্বাধীন জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী করা হয়। অদ্য (শনিবার) বিকাল ৫টায় শহীদ মিনারে উপরোক্ত দাবীর ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ আন্দোলনের পন্থা নির্ধারণকল্পে এক সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

দৈনিক পাকিস্তান

২৪শে জুলাই ১৯৬৫

ছাত্র মিছিলে লাঠি চার্জের নিন্দা জ্ঞাপন

জাতীয় পরিষদের সদস্য জনাব মসিহুর রহমান গত বৃহস্পতিবার ঢাকায় ছাত্র শোভাযাত্রার প্রতি পুলিশের আচরণের নিন্দা করেন এবং ঘটনা সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী জানান।

এপিপি.র খবরে বলা হয়, জনাব রহমান গতকল্য শুক্রবার বলেন যে, পাকিস্তানে মার্কিন সাহায্য বন্ধ করায় দেশের জনসাধারণ বিশেষ করিয়া ছাত্র ও ওয়াকিবহাল মহল যে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের মধ্যদিয়ে তাহাদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করিবে তা নিতান্তই স্বাভাবিক। ১৪৪ ধারা জারী না থাকায় জনসাধারণের শোভাযাত্রা অনুষ্ঠানের অধিকার রহিয়াছে। সুতরাং শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রার উপর লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপের কোন যুক্তি নাই।

শেখ মুজিব

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান মার্কিন তথ্য কেন্দ্রের সম্মুখে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ছাত্র মিছিলের উপর পুলিশের লাঠিচার্জের নিন্দা করিয়া গতকল্য শুক্রবার এক বিবৃতি দান করেন। তিনি পুলিশের উক্ত আচরণকে অবাঞ্ছিত ও পূর্ব পরিকল্পিত বলিয়া অভিহিত করেন।

এপিপি-র খবরে প্রকাশ, জনাব মুজিবুর রহমান প্রেসক্লাবে কাঁদুনে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করার জন্যও পুলিশের নিন্দা করেন। তিনি বলেন যে, প্রেসক্লাবের নিজস্ব মর্যাদা রহিয়াছে। পুলিশ এই মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। কোন সভ্যদেশে এই ধরনের ঘটনা ঘটে না।

জনাব মুজিবুর রহমান অনতিবিলম্বে উক্ত ঘটনার তদন্ত দাবী করেন।

আজাদ

২৭শে জুলাই ১৯৬৫

মুজিব কর্তৃক ভাসানীর সমালোচনা

ঢাকা, ২৬শে জুলাই।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবুর রহমান অদ্য এক বিবৃতিতে বলেন যে, পাকিস্তানে সাহায্য স্থগিত রাখার মার্কিন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত সমগ্র বিশ্বের অসমর্থন কুড়াইতেছে।

তিনি বলেন যে, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কোন জাতি সাম্রাজ্যবাদ বা অপরাপর কোন রাষ্ট্রের চাপের ফলে কখনো নতি স্বীকার করে না। সেই চাপ এড়াইবার জন্য জাতি গঠনমূলক কার্যে নিজেদের সম্পদের উপরই নির্ভরশীল হইতে হয়।

তিনি বলেন যে, সাহায্য পাইতে হইলে যদি দেশের সার্বভৌমত্ব খর্বকারী কোন শর্ত আরোপ করা হয়, তবে পাকিস্তানে সেইরূপ সাহায্যের প্রয়োজন নাই।

তিনি এই প্রসঙ্গে তাহার দলের নীতিও ব্যাখ্যা করেন। মওলানা ভাসানীর কার্যের সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন যে, মওলানা ভাসানী সর্বদাই দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার অপেক্ষা পররাষ্ট্রনীতি নিয়াই মশগুল থাকিতে প্রয়াসী। বর্তমান শাসকগোষ্ঠী তাহার অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতিই যে অনুসরণ করিতেছেন, তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট রহিয়াছেন।

দৈনিক ইণ্ডেফাক

২৭শে জুলাই ১৯৬৫

ধুমজাল সৃষ্টি করিয়া মূল সমস্যা হইতে জনগণের দৃষ্টি ফিরাইয়া রাখার প্রয়াস সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহের আলোকে দেশবাসীর উদ্দেশে শেখ মুজিবের হুঁশিয়ারি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবুর রহমান গতরাতে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অঙ্গনে ধুমজালের মাধ্যমে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়া গণজীবনের মূল সমস্যা হইতে দেশবাসীর দৃষ্টি সরাইয়া রাখিবার সূক্ষ্ম কারসাজি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করিয়া

দিয়া বলেন : দেশবাসীকে আমি স্পষ্ট ভাষায় স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, গণতন্ত্র, ব্যক্তি স্বাধীনতা, সার্বজনীন বয়স্ক ভোটাধিকার, প্রত্যক্ষ ভোটে জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্জন এবং অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে হইতে বৈষম্য দূরীকরণের সংগ্রাম আজ আরও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন। বিশেষ করিয়া আজ যখন দেশের কিছুসংখ্যক আত্মপ্রবঞ্চক সাক্ষোপাঙ্গের যোগসাজশে ক্ষমতাসীনরা স্বার্থের অন্বেষণে মতিয়া দেশব্যাপী বিভ্রান্তির ধুমজাল সৃষ্টিতে তৎপর রহিয়াছেন।

তিনি বলেন যে, দায়িত্ব আজ আমাদের সামনে, যথাযোগ্যভাবে উহা আঞ্জাম দেওয়ার জন্য সারাদেশের গণতন্ত্রমনা মানুষের প্রতি আমি আগাইয়া আসিবার এবং সাধারণ কর্মসূচীর ভিত্তিতে হাতে হাত ধরিয়া কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িবার আহ্বান জানাইতেছি।

দেশবাসী আপামর জনসাধারণের প্রতি আমার আবেদন, জীবনমরণ সমস্যা হইতে জনগণের দৃষ্টি ফিরাইয়া রাখার জন্য বর্তমান শাসকমণ্ডলী ও তাঁহাদের একই নৌকার সওয়ারগণ আজ যে সূক্ষ্ম কারসাজিতে মতিয়াছে, উহাতে বিভ্রান্ত না হইয়া গণতান্ত্রিক শিবিরের এই সংগ্রামে সমর্থন দিন।

শেখ মুজিব বলেন যে, আজ যে শাসকমণ্ডলীর পররাষ্ট্রনীতির তিনি সুউচ্চ প্রশংসা করিতেছেন, পুঁজিবাদী দেশের নিকট হইতে ঋণের পর ঋণ গ্রহণ করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারাই সমগ্র দেশকে বন্ধক দিয়াছেন—আওয়ামী লীগ নহে। মওলানা সাহেবের সেদিনের নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির খিওরী শেষ পর্যন্ত আজ স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বস্তুতঃ বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেকোন আত্মসম্মতমণ্ডলী দেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল কথাই এই। কোন সম্মতমণ্ডলী জাতিই এমন কোন দেশের সহিত— সে সাম্রাজ্যবাদীই হউক, আর অন্য কোন আদর্শেরই হউক— লেনদেনে সম্মত হইতে পারে না, যদি সে লেনদেনের শর্ত জাতির পক্ষে অসম্মানকর বা অমর্যাদার নামান্তর হয়। এ-ধরনের বুঁকি এড়াইতে হইলে যে, কোন জাতিকে উহার গঠনমূলক তৎপরতার ক্ষেত্রে নিজ সম্পদের উপরই নির্ভর করিতে হয়।

কনসটিটিয়ামের বৈঠক দুই মাসের জন্য স্থগিত হওয়ার ফলে মার্কিন ঋণ পাওয়া যাইবে কি যাইবে না সে সম্পর্কে কেহই নিশ্চিত নন। প্রকৃত অবস্থাটা কি, দেশবাসীদের সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখা হইয়াছে। জাতীয় পরিষদে ১২ই জুন তারিখে উদ্বোধনী বক্তৃতা প্রসঙ্গে কনসটিটিয়ামের ঋণপ্রাপ্তির প্রশ্নে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব যে কথা শুনাইয়াছিলেন, তাহাতে একশ্রেণীর শ্রোতা নিশ্চয়ই আশ্বস্তবোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই হইতে আজ পর্যন্ত আর কেহ বলেন নাই যে, যুক্তরাষ্ট্রের ঋণের শর্তের ক্ষেত্রে নূতন আবার কি প্রশ্ন দেখা

দিয়াছে। যদি জাতির পক্ষে অসম্মানকর বা সার্বভৌমত্বের উপর আঘাত করিবার মত নূতন কোন শর্ত উহাতে জুড়াইয়া থাকে, তবে মার্কিন ঋণ আগমন বন্ধ হওয়ায় তো মঙ্গলই হইয়াছে। সে অবস্থাতে বরং মওলানা সাহেবেরই তো সবচেয়ে বেশী খুশী হওয়ার কথা। এ প্রশ্নে কোন হৈ-চৈ না করিয়া বরং তিনি ইচ্ছা করিলে দুষ্টবুদ্ধিবর্জিত কোন নয়া সূত্রে ঋণ সংগ্রহের জন্য যত্নবান হইতে পারতেন। কিন্তু দেখিয়া-শুনিয়া মনে হইতেছে, মার্কিন ঋণপ্রাপ্তি মানসে ক্ষমতাসীন মহল আজ যে হৈ-চৈ সৃষ্টি করিয়াছে, মওলানা সাহেব নিজেও উহাতে সক্রিয়ভাবে শরীক হইয়াছেন। কিসের জন্য এ হৈ-চৈ, ইহা কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। পাকিস্তান সমাজতন্ত্রী দেশসমূহের-বিশেষ করিয়া চীন ও রাশিয়ার বন্ধুত্ব অর্জন করিয়াছে বলিয়া ক্ষমতাসীনরা দাবী করিতেছে। মওলানা সাহেবও এই দাবীর সহিত একমত। কিন্তু, তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা বাস্তবায়নকল্পে সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী দেশ ব্যতীত অন্য কোন বিকল্পসূত্রে অর্থাগমের বা ঋণপ্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা তো আমার নজরে পড়ে না, ইহা হইতেই কি বর্তমান শাসক মহলের অর্থনীতির ধরন ও পররাষ্ট্রনীতির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার সত্যিকার স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়ে নাই? অথচ, এই শাসকমহলের প্রশংসাতেই তো মওলানা সাহেব আজ উচ্চকণ্ঠ। দেশবাসীকে তিনি জানাইবেন কি যে, বর্তমান শাসকরাই সিয়াটো ও সেন্টোর সহিত তাহাদের সম্পর্ক বজায় রাখার প্রস্তাবনা করে নাই?

ক্যাপ্টেন গ্রে পাওয়ার্সের অধীনে সেদিন পেশোয়ারের নিকটবর্তী যে মার্কিন ঘাটিটি হইতে ইউ-২ গোয়েন্দা বিমান রাশিয়ায় পাঠান হয়, উহাও বজায় রাখার প্রস্তাবনা বর্তমান সরকার করেন নাই কি? মওলানা সাহেব দেশবাসীকে জানাইবেন কি যে, কাহাদের শাসনামলে এইসব প্রস্তাবনা করা হইয়াছে এবং তাঁহার পছন্দসই পররাষ্ট্রনীতির তাঁহারা স্থপতি তাঁহারা এজন্য বিন্দুমাত্র অনুশোচনা বা গোয়েন্দা বিমানের, মালিকদের সহিত সহযোগিতা বর্জন করিয়াছেন কি? চীনা প্রধানমন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাই সিয়াটো ও সেন্টো চুক্তিকে পাকিস্তানের নিরাপত্তার খাতিরে সম্পাদিত “কেবলমাত্র দেশরক্ষা চুক্তি” বলিয়া অভিহিত করার পর মওলানা সাহেব আজ হয়ত সিয়াটো-সেন্টোর পক্ষে নূতন যুক্তি খাড়া করিতেও সক্ষম হইবেন।

মওলানা সাহেব এক্ষণে দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার অপেক্ষা পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপারেই বেশী উদগ্রীব। তাই, বর্তমান সরকার কর্তৃক তাঁর নিজ পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়িত হইতে দেখিয়া তিনি আজ খুশী। নির্মম শোষণ চালাইয়া পুঁজিবাদীরা নিরীহ জনসাধারণকে রক্তশূন্য করে বলিয়া মওলানা

সাহেব বরাবরই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া যাওয়ার সংকল্প ঘোষণা করিয়া আসিয়াছেন। দেশবাসী বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের অবহেলিত ও নির্যাতিত জনগণকে তিনি এখন এই আশার বাণী শোনাইতে পারেন কি যে, তাহাদের দৃষ্টিভ্রম আর কোন কারণ নাই, তাঁহার পররাষ্ট্রনীতির বাস্তবায়নকারীদের শাসনাধীনে আজ তাঁহারা সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং সর্বরকমের পুঁজিবাদী শোষণ হইতে আজ তাঁহারা মুক্ত? দেশবাসীকে-বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানীদের তিনি একথা শোনাইতে পারেন কি যে, পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, অর্থনৈতিক সাম্য ও ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবী আজ তাঁহাদের পূরণ হইয়া গিয়াছে, একচেটিয়া পুঁজিবাদী শোষণের অবসান হইয়াছে, জীবনের সর্বস্তর আজ দুর্নীতিমুক্ত, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান আজ বৃদ্ধি পাইয়াছে, জনগণের সর্বনিম্ন চাহিদাও মিটিয়া গিয়াছে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক বানের মত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত হইতে প্রদেশবাসীকে রক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থাও গৃহীত হইয়াছে?

জানি, একদিন ছিল যখন মওলানা সাহেবই গণজীবনের এইসব সমস্যার প্রশ্নে উচ্চকণ্ঠে দাবী জানাইয়া আসিয়াছেন; কিন্তু আজ সে কণ্ঠ স্তিমিত।

একদিন ছিল, যখন এইসব দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য মওলানা সাহেব জীবন বিসর্জনের ওয়াদা ঘোষণা করিতেন। কিন্তু অধুনা সবকিছু দেখিয়া-শুনিয়া মনে হয় না যে, পূর্ব পাকিস্তানের এইসব দাবী-দাওয়া আদায়ের প্রশ্নে তিনি আজ আর তেমন আগ্রহী---যেমন আগ্রহী তিনি আজ প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে। প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের অধীনে পাকিস্তান বিপুল উন্নতি হাসিল করিয়াছে এবং আইয়ুবের নীতি যদি অব্যাহত থাকে, তবে আরও অগ্রগতি হইবে- চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাইর এই ছাড়পত্র যদি তাঁহারও ছাড়পত্র হয়, তবে আমার আর কিছু বলিবার নাই। এতদসত্ত্বেও মওলানা সাহেবকে আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, অতীতে জনগণের সমর্থনবর্জিত কোন নেতার সম্পর্কে যখনই কোন বিদেশী অনুরূপ কোন মন্তব্য করিয়াছেন, তখন কি তিনি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন নাই?

চীনা প্রধানমন্ত্রীর নিকট হইতে লব্ধ প্রেরণাই বর্তমান সরকারের প্রতি মওলানা সাহেবের সমর্থনের একমাত্র কারণ নয়, প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত বন্ধুত্বও ইহার অন্যতম কারণ। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং রাজবন্দীদের মুক্তির প্রশ্নে আলোচনার নামে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সহিত তাঁহার বৈঠকের মত কতিপয় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই ধারণা করা আদৌ দৃষণীয় নহে। এই সাক্ষাৎকারের

ফলস্বরূপ গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া বিনাবিচারে কারাগারে আটক রাজবন্দীদের ভাগ্যে যাহা ছিল, তাহাই থাকিল, আর মওলানা সাহেব চীন সফরের জন্য গঠিত এক প্রতিনিধিদলের নেতৃপদে জাঁকিয়া বসিলেন। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাঁহাকে এই পদে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া তিনি এক-আধবার মন্তব্য করিলেও উক্ত প্রতিনিধিদলের ‘মূল্যবান’ নেতৃত্ব বর্জন বা চীন গমন বন্ধ রাখার মত স্পৃহা তাঁহার হয় নাই। বিগত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মোহতারেমা মিস ফাতেমা জিন্নাকে প্রার্থী মনোনীত করিতে মওলানা সাহেব খুবই উৎসাহ দেখান। কিন্তু, মিস জিন্না যখন নির্বাচনী অভিযানে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, তাঁহারই কোন কোন সহচর আবার তখন প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের গলায় মালা পরাইলেন। অতীতে ছোটখাট রকমের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দিনে মওলানা সাহেবকে বিপন্ন মানুষের সাহায্যার্থ, কোটি কোটি টাকা মঞ্জুরের দাবী জানাইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু, এবার তাঁহার স্বর অনুচ্চ— এবং এতই অনুচ্চ যে, সাধারণে শ্রুতিগোচর হওয়াও দুঃসাধ্য। শ্রমিক, ছাত্র, কৃষক ও রাজনৈতিক কর্মীদের উপর যে নির্যাতন চলিতেছে, সেদিকে এখন আর তাঁহার নজর দেওয়ার অবকাশ হয় না।

মওলানা সাহেব এখন খুবই বয়োবৃদ্ধ। এই বয়সে সংগ্রামী ভূমিকায় নামিবার মত শক্তি ও সাহস তাঁহার কমিয়া যাইতেছে, এসত্য স্বীকার করিতে কারও সঙ্কোচবোধের কারণ নাই।

স্বভাবতঃই মওলানা সাহেবের বর্তমান পরিবর্তনের কারণ বোধগম্য। কিন্তু তাই বলিয়া দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তালগোল পাকাইয়া গণমনকে বিভ্রান্ত করার কোন অধিকার তাঁহার নাই; বর্তমান শাসকচক্রকে আড়াল করিয়া রাখার ছদ্মবরণ সৃষ্টির নিমিত্ত আওয়ামী লীগ বা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ব্যাপারে নাক গলানোর কোন অধিকারতো তাঁহার নাই-ই নাই। জনগণ জানে, এবং মওলানা সাহেব নিজেও জানেন, আওয়ামী লীগের ভূমিকা কি।

অতীতে আওয়ামী লীগ সরকারের সামান্য কয়েকদিনের সীমাবদ্ধ জীবনে তাঁহার দেশে পূর্ণ নাগরিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পাকিস্তানের কোন কারাগারে তখন একজন রাজবন্দীও আর আটক ছিল না। জনাব সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি তখন এক নয়া মোড় পরিগ্রহ করে। চীনের এই প্রধানমন্ত্রী মিঃ চৌ এন-লাই জনাব সোহরাওয়ার্দীর আমন্ত্রণে সর্বপ্রথম পাকিস্তান সফরে আসেন। মওলানা সাহেব হয়তো সে স্মরণীয় দিনটির কথা বিস্মৃত হন নাই যেদিন ঢাকা

ষ্টেডিয়ামে মিঃ চৌ-এন-লাইকে ঐতিহাসিক নাগরিক সম্বর্ধনা জানান হইয়াছিল এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসাবে মওলানা সাহেব নিজেই সেদিন এই সম্বর্ধনা সভার প্রধান অতিথি-সেবকের (হোস্ট) ভূমিকা পালন করেন। কোন দেশের প্রটোকলের ক্ষেত্রে ইহা এক নয়া নজীর।

এইসব কারণে আমি আমার দেশবাসীকে স্পষ্ট ভাষায় স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা, সার্বজনীন বয়স্ক ভোটাধিকার, প্রত্যক্ষভোটে জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্জন এবং অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে হইতে বৈষম্য দূরীকরণের সংগ্রাম আজ আরও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন, বিশেষ করিয়া আজ যখন দেশের কিছুসংখ্যক আত্মপ্রবঞ্চক সাদ্ধোপাদ্ধের যোগসাজশে ক্ষমতাসীনরা স্বার্থের অন্বেষণে মতিয়া দেশব্যাপী বিভ্রান্তির ধূমজাল সৃষ্টিতে তৎপর রহিয়াছেন। আওয়ামী লীগের সংগ্রামের ইতিহাস রাষ্ট্রজীবনে জনগণের সার্বভৌমত্ব, নির্ভেজাল গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং ক্রমিক বিবর্তনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে সমাজতান্ত্রিক রূপ দিয়া দেশের আপামর জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নেরই সংগ্রামের ইতিহাস। এইসব মৌলিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাই আওয়ামী লীগের আভ্যন্তরীণ নীতি জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও সক্রিয় শরীকানার উপর ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া তুলিতে হইবে। পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে উহার নীতি এমনই স্বাধীন হইতে হইবে যাহাতে কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সহিত সঙ্গতিসম্পন্ন জাতীয় স্বার্থে ও বিশ্বশান্তির জন্য উহা যথাযোগ্যভাবে স্বকীয় ভূমিকা অভিনয়ে সক্ষম হইতে পারে। এই অভীক্ষিত লক্ষ্যে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত আওয়ামী লীগ নিরবচ্ছিন্নভাবে তাহাদের সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে।

যে দায়িত্ব আজ আমাদের সামনে, যথাযোগ্যভাবে উহা আজ্ঞাম দেওয়ার জন্য সারাদেশের গণতন্ত্রমনা মানুষের প্রতি আমি আগাইয়া আসিবার এবং সাধারণ কর্মসূচীর ভিত্তিতে হাতে হাত ধরিয়া কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িবার আহ্বান জানাইতেছি।

দেশবাসী আপামর জনসাধারণের প্রতি আমার আবেদন, জীবনমরণ সমস্যা হইতে জনগণের দৃষ্টি ফিরাইয়া রাখার জন্য বর্তমান শাসকমণ্ডলী ও তাঁহাদের একই নৌকার সওয়ারগণ আজ যে সূক্ষ্ম কারসাজিতে মতিয়াছে, উহাতে বিভ্রান্ত না হইয়া গণতান্ত্রিক শিবিরের এই সংগ্রামে সমর্থন দিন।

দৈনিক পাকিস্তান

২৭শে জুলাই ১৯৬৫

মওলানা ভাসানী সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছেন : শেখ মুজিব
মার্কিন সাহায্য আর আসিবে না, একথা কেহ নিশ্চিতভাবে বলিতে পারেন না
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

করাচীতে এক আকস্মিক সফর শেষে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়া প্রাদেশিক
আওয়ামী লীগ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য সোমবার এক
বিবৃতিতে মার্কিন সাহায্য স্থগিতের দরুন মওলানা ভাসানী বর্তমানে মার্কিন
সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের যে আহ্বান জানাইয়াছেন তাহার কঠোর
সমালোচনা করিয়া বলেন যে, কনসটিটিউশনের বৈঠক দুই মাসকাল স্থগিত
হওয়ার জন্য কেহই নিশ্চিতভাবে বলিতে পারেন না যে, আমেরিকার সাহায্য
আর আসিবে না।

জামায়াতে ইসলামীর পূর্ব পাকিস্তান শাখার সম্পাদক অধ্যাপক গোলাম
আজমও গতকল্য এক বিবৃতিতে মওলানা ভাসানীর তীব্র নিন্দা করিয়া বলেন
যে, মওলানা ভাসানী ও তাঁহার দলের একশ্রেণীর লোক আভ্যন্তরীণ
একনায়কত্ববাদের তুলনায় কেন আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে এত মুখর
তাহা তিনি বুঝিতে অক্ষম।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে মওলানা সাহেব তাঁহার নিজ
সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছেন এবং আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কতিপয় ভিত্তিহীন
অভিযোগ করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার সর্বশেষ কারামুক্তির পর হইতে এই
বৃদ্ধ নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ভূমিকা অতীব আশ্চর্যের
সহিত আমি লক্ষ্য করিতেছি এবং যেহেতু দীর্ঘদিনের সাহচর্যের ফলে তাঁহাকে
আমি ভাল করিয়া জানিতাম বলিয়াই তাঁহার পরস্পরবিরোধী কার্যকলাপের
সম্পর্কে তর্ক করাকে আমি যোগ্য বিবেচনা করি নাই। সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট
জনসনের সরকার কনসটিটিউশনের বৈঠক একতরফাভাবে স্থগিত রাখায়
মওলানা সাহেব এখন তাহাই লইয়া পড়িয়াছেন। যুক্তরাষ্ট্রের এই ব্যবস্থা
বিশ্বব্যাপী অননুমোদিত হইয়াছে। তবে মওলানা সাহেব ইহাকেই একটি
সবিশেষ ব্যাপার হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। কোন ঘটনার সুযোগ গ্রহণের
ব্যাপারে মওলানা সাহেবকে একজন দক্ষ ও কুশলী ব্যক্তিরূপে স্বীকার করিয়া
লইয়াও জানিতে ইচ্ছা করে যে, সাহায্যদানকে যখন ক্ষতিকর বলিয়া মনে
করা হইতেছে তখন সেই সাহায্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইলে দেশের কি ক্ষতি
হইবে? কারণ ভিক্ষার চাল কাঁড়া কি আঁকাঁড়া তাহা ভিক্ষুকদের পছন্দ করার
অবকাশ নাই। তাই দেশপ্রেমিকরা অনুৎপাদন খাতে বিপুল ঋণ নিয়োগের
বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী জানাইতেছিলেন।

দৈনিক পাকিস্তান

২৮শে জুলাই ১৯৬৫

শেখ মুজিবের বিবৃতি

মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক বিশৃংখলা সৃষ্টির অধিকার নাই

(প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান গত সোমবার যে
বিবৃতি প্রদান করেন তাহার প্রথম অংশ গতকল্য মঙ্গলবার দৈনিক পাকিস্তান-
এ প্রকাশিত হইয়াছে। অবশিষ্ট অংশ অদ্য প্রকাশিত হইল)।

শেখ সাহেব দাবী করেন যে, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে নহে বরং
বর্তমান সরকারের আমলেই পুঁজিবাদী দেশগুলির সহিত ঋণের বন্ধনে
দেশকে একরূপ বন্ধক দিয়াছে। অথচ মওলানা ভাসানী এই সরকারের
পররাষ্ট্রনীতিকে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা ও আওয়ামী লীগ সরকারের নিন্দা
করিতেছেন। মওলানা সাহেবের পূর্বতন নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির খিওরী
অবশেষে স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

শেখ সাহেব মনে করেন যে, কনসটিটিউশনের বৈঠক দুই মাসের জন্য
স্থগিত হইয়াছে বলিয়াই যে, আমেরিকার ঋণ আর আসিবে না তাহা কেহই
নিশ্চিতভাবে বলিতে পারে না। প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে দেশবাসীকে অবহিত
রাখা হইয়াছে; বরং বলা চলে যে, ভুল তথ্য দেওয়া হইয়াছে। গত ১২ই জুন
জাতীয় পরিষদে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের উদ্বোধনী ভাষণে কনসটিটিউশনের
ঋণভারের সংবাদে একশ্রেণীর শ্রোতা উৎসাহিত হইয়াছিল, অথচ পরে কি
সব ঘটনার সৃষ্টি হইয়া যুক্তরাষ্ট্রের ঋণের ব্যাপারে শর্তের ব্যাপারে ঘটিয়াছে
জাতিকে তাহা জানান হয় নাই। যদি নয়া শর্ত অসম্মানজনক হয়, তবে
ঋণপ্রাপ্তি বন্ধ হওয়া ভালই হইয়াছে এবং মওলানা সাহেবের তাহাতে খুশী
হওয়া উচিত। সেক্ষেত্রে তিনি যদি পছন্দ করেন, তবে এহেন অধিক হৈ চৈ
না করিয়া দোষহীন সূত্রের সন্ধান করিয়া তাহা হইতে ঋণের যোগাড় করিলেই
পারেন; কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, কনসটিটিউশনের বৈঠক স্থগিত হওয়ার
বিষয়টি লইয়া ক্ষমতাসীন চক্র যে সোরগোল করিতেছেন তাহাতে মওলানা
সাহেব নিজেকেও একজন সক্রিয় অংশীদার করিয়াছেন। ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষ
দাবী করেন এবং মওলানা সাহেবেরও তাহাই অভিমত যে, পাকিস্তান
সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত বিশেষ করিয়া চীন ও রাশিয়ার বন্ধুত্ব অর্জন
করিয়াছে। কিন্তু তৃতীয় পাঁচালা পরিকল্পনার জন্য সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী
দেশসমূহ ছাড়া অর্থভারের বিকল্প কোন সূত্র দেখিতেছি না। ইহা দ্বারাই কি
বর্তমান শাসকদের অর্থনীতির প্রকৃতি ও পররাষ্ট্রনীতি পূর্ণভাবে প্রকাশ
পাইতেছে না? মওলানা সাহেব বলিবেন কি বর্তমান সরকার সীটো, সেন্টো
ও পেশোয়ারের সন্নিহিতে যুক্তরাষ্ট্রের বিমান ঘাটি বহাল রাখিতে চাহে কিনা?

তিনি অভিযোগ করেন যে, মওলানা সাহেব সর্বদাই দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ের তুলনায় সর্বক্ষণই পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপারেই অত্যাধিকভাবে জড়িত থাকেন। মওলানা সাহেব তাহার পররাষ্ট্রনীতিই বর্তমান সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত হইতে দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। তিনি সর্বদাই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় থাকেন। কারণ সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিপতিরা নির্মমভাবে জনসাধারণকে শোষণ করে। মওলানা সাহেব বলিবেন কি যে, বর্তমান শাসনামলে জনসাধারণ বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তানীরা পুঁজিপতিদের শোষণ হইতে নিরাপদ কিনা? আরও বলিবেন কি যে, পূর্ব পাকিস্তানীরা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন লাভ করিয়াছে কিনা এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান নাগরিক স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের শোষণ ও সর্বস্তরে দুর্নীতির অবসান ঘটিয়েছে কি? একসময় ছিল যখন মওলানা সাহেব এইসব দাবী আদায়ের জন্য জীবনপণ করিতেন এবং পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের জন্য পশ্চিম “পাকিস্তানকে আসসালামু আলাইকুম”ও বলিতে চাহিতেন।

শেখ সাহেব মনে করেন যে, সামরিক শাসনামলে ধানমণ্ডিতে একখানি গৃহে আরামে কারারুদ্ধ থাকাকালে তিনি প্রেসিডেন্ট আইয়ুবকে সুদৃষ্টিতে দেখিতে শুরু করিয়াছেন।

তাছাড়া বর্তমান পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে শেখ সাহেব বলেন যে, চৌ এন লাই পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতিকে সার্টিফিকেট দেওয়ার ফলে মওলানা সাহেবও এই পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে একই নীতি পোষণ করেন।

এই সাথে শেখ সাহেব তাঁহার বিবৃতিতে দাবী করেন যে, মরহুম জনাব সোহরাওয়ার্দীর প্রধানমন্ত্রিত্বের আমলেই আমন্ত্রিত হইয়া চৌ এন লাই পাকিস্তান সফরে আগমন করিয়াছিলেন এবং ঢাকার ঐতিহাসিক সম্বর্ধনা সভায় প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সভাপতি হিসাবে মওলানা ভাসানীকে দিয়া তাঁহার সম্বর্ধনা করা হয়।

আওয়ামী লীগ নেতা আরও বলেন যে, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাক্কালে মিস ফাতেমা জিন্নাহকে প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন দান করিয়া মওলানা ভাসানী প্রথম কৃতিত্বের গৌরব লাভ করেন বটে; কিন্তু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জরুরী সংকটকালে তিনি সেই চিরাচরিত ভগ্নস্বাস্থ্যের অজুহাতে দূরে সরিয়া যান।

ইহা ছাড়া ছোটখাটো প্রাকৃতিক দুর্যোগে যিনি জীবন বিসর্জন দিতে চাহিয়াছেন এবং কোটি কোটি টাকার রিলিফ দাবী করিয়াছেন বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁহার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর সুস্পষ্টভাবে শ্রুতিগোচর নহে। শ্রমিক, ছাত্র, কৃষক ও রাজনৈতিক কর্মচারীদের উপর যে নির্যাতন হইতেছে তৎপ্রতি তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করা যায় না।

শেখ সাহেব বলেন, মওলানা ভাসানী অতিবৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। কাজেই শক্তিসামর্থ্যহ্রাসের সত্যতা স্বীকার করিলে কেহই তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিবে না। কিন্তু রাজনীতি ক্ষেত্রে বিশৃংখলা সৃষ্টি ও জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার তাঁহার কোনো অধিকার নাই।

পরিশেষে গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার প্রভৃতি দাবী আদায়ের সংগ্রামে আওয়ামী লীগের অটুট নীতি ব্যাখ্যা করিয়া শেখ মুজিবর রহমান জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে দাবী আদায়ের আন্দোলনে শরীক হওয়ার আবেদন জানান।

Morning News

29th July 1965

NAP Leaders'

Rejoinder To Mujib

Mr. C.R. Aslam and Mr. Anis Hashmi, West Pakistan National Awami Party Leaders, on Tuesday night welcomed the “new healthy trends” in Pakistan foreign policy, reports APP.

In a joint statement issued here, they also called for “further steps in this direction” by the Government. They appealed to the people to hold meetings and demonstrations to demand withdrawal of Pakistan from CENTO and SEATO.

The NAP leaders condemned American “open aggression” in Viet Nam, Dominican Republic and the Congo and wanted the Pakistan Government to “completely associate” with the aspirations of the Afro-Asian nations.

The “friends” of imperialism in our country, they felt, were “perturbed and unhappy” at the strong reactions of the people at the US decision to defer the meeting of the aid-to-Pakistan Consortium.

They are also unhappy at the country's growing relations with China, Russia and Afro-Asian countries, the NAP leaders added.

Referring to Monday's Sheikh Mujibur Rahman's statement they said Sheikh Mujib, “whose organisation had shamefacedly supported the imperialist aggression in Egypt and devised the theory of ‘zero plus zero is equal to zero’, has also discharged his duty to his friends abroad by issuing a statement to the Press”.

They reiterated the stand of the Party on the domestic issues stating that the NAP stood for complete civil liberties, including adult franchise and provision for free education.

“Establishment of basic industry in the public sector with the assistance of the Socialist countries, and to diversify our trade towards Socialist and Afro-Asian countries,” they demanded.

দৈনিক ইত্তেফাক

৩০শে জুলাই ১৯৬৫

রবিবার ময়মনসিংহ আওয়ামী লীগের সভা

(স্টাফ রিপোর্টার)

আগামী রবিবার বিকাল ২টায় ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির এক বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হইবে। সকল মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সম্পাদক এবং বিশিষ্ট কর্মীদের এই সভায় যোগ দিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক জনাব মতিউর রহমান এই বৈঠকে যোগদান করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১লা আগস্ট ১৯৬৫

অদ্য ময়মনসিংহ আওয়ামী লীগের সভা

(স্টাফ রিপোর্টার)

অদ্য (রবিবার) বিকাল ২টায় ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির এক বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হইবে। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক জনাব মতিউর রহমান এই বৈঠকে যোগদান করিবেন।

Morning News

1st August 1965

Mujib's Statement A Support To U.S Imperialism
Nap Leaders' Rejoinder

Lyallpur, July 31 (APP): Chaudhury Sardar Ali and Mr. Mohammad Ikram, President and General Secretary of the Lyallpur National Awami Party respectively today expressed their surprise over the strong exception taken by Sheikh Mujibur Rahman of Awami League and Prof. Ghulam Azam of Jamaat-e-Islami at the anti imperialist agitation being carried on by Maulana Bhashani against the freezing of aid by United States.

In a joint rejoinder issued an a Press conference, he two leaders said that their statement had exposed their real motive and asked why a Pakistani should feel so much perturbed over the patriatic struggle against American imperialism.

They said that the statement of Mr. Mujibur Rahman and Prof. Azam were “nothing but the support of the American imperialist to make Pakistan helplessly tied to the apron strings of the United States for ever.

The rejoinder said, “It will be a tragedy if certain political leaders succeed in misusing our democratic struggle for diverting the attention of the people from their sacred struggle against the American imperialism. This attempt is an outright betrayal of the cause of democracy. It is like selling out the whole democratic movement to the foreign interest.

Mr. Mujib has tried to create doubts regarding the attitude of Maulana Bhashani during the Presidential election in public mind but may we ask him as to who was eagerly trying to barter away the whole democratic movement through the honest brokery of an important industrialist just during the Presidential elections and who had been moving around Rawalpindi to earn a few Ministerial seats immediately before the Presidential elections.

Mr. Mujibur Rahman appear to be much worried about the toiling masses and the economic inequality and exploitation but may we ask him as to when did he develop this sudden love for the toiling masses and a sudden dislike for the economic inequality. we ask this because we well remember as to how Mr. Mujib and his party have been playing into the hands of a few vested interests, including certain foreign interests, to the great detriment of the teeming millions.

দৈনিক ইত্তেফাক

৩রা আগস্ট ১৯৬৫

লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক শাসনতন্ত্রের দাবীতে গণআন্দোলন সৃষ্টির আহ্বান

ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভায়

শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতা

(বিশেষ প্রতিনিধি প্রদত্ত)

ময়মনসিংহ, ১লা আগস্ট।— অদ্য বিকালে এখানে জনাব রফিক উদ্দিন ভূঁইয়ার বাসভবনে সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের কার্যকরী সংসদের বর্ধিত সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার দাবীতে ব্যাপক গণআন্দোলন শুরু করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের

জনগণ বাঁচিবে কিনা তাহা লইয়াই ব্যাপক গণআন্দোলনের সৃষ্টি করিতে হইবে। তিনি আওয়ামী কর্মীগণকে অতীত সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে আহ্বান জানান।

শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ন্যায্য দাবী-দাওয়া আদায় এবং দেশে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েমের জন্য দীর্ঘমেয়াদী সামগ্রিক সংগ্রাম শুরু করার জন্য প্রস্তুত হইতে আওয়ামী লীগ কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। আওয়ামী লীগের অতীত সাফল্যের কথা উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, আওয়ামী লীগই প্রথম সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান, রাজবন্দীদের মুক্তি, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়ন, খাজনা-ট্যাক্সের বোঝা হ্রাস, ২৫ বিঘার কম জমির খাজনা মওকুফ প্রভৃতি দাবী আদায়ের জন্য সংগ্রাম শুরু করে; আজ সকল দলই এই সকল দাবী সমর্থন করিতেছে। এমনকি, অতীতে যাহারা এইসব দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য আন্দোলনকারীদের জেলে পুরিতেন তাঁহারাও জোরগলায় এইসব দাবী সমর্থন করিতে বাধ্য হইতেছেন।

শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক তৎপরতা ব্যাপক বৃদ্ধির জন্য কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানাইয়া বলেন যে, অক্টোবরে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে। এই কাউন্সিল অধিবেশনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য তিনি আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে সকল জেলা, মহকুমা ও থানা কমিটির সম্মেলন ও পুনর্গঠনকার্য সমাপ্ত করিতে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের প্রতি অনুরোধ জানান।

বর্ধিত সভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সমাজ কল্যাণ সম্পাদক জনাব মতিউর রহমান, জনাব আবদুল মোমেন এ্যাডভোকেট, জনাব হাতেম আলী তালুকদার, নেত্রকোনার জনাব ফজলুর রহমান, জনাব হাবিবুর রহমান ও জনাব আবদুল খালেক, টাঙ্গাইলের জনাব শাহজাহান, কিশোরগঞ্জের জনাব মুস্তাফিজুর রহমান খান, বাজিতপুরের ডাঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, গৌরীপুরের ডাঃ আবদুস সামাদ ও হাতেম আলী মিয়া, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব আখতারুজ্জামান, ময়মনসিংহ শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব কমর উদ্দিন এবং সভাপতি স্বয়ং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সমাজ কল্যাণ সম্পাদক জনাব মতিউর রহমান আওয়ামী লীগের পররাষ্ট্রনীতি এবং বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। জনাব মতিউর রহমান বলেন যে, আওয়ামী লীগ প্রকৃত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতিতে বিশ্বাসী। তিনি পৃথিবীর যে কোন দেশ হইতে শর্তহীন ঋণ গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানান।

দৈনিক ইত্তেফাক

৫ই আগষ্ট ১৯৬৫

রবিবার শেখ মুজিবের যশোর সফর
(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান আগামী রবিবার সকালে পি, আই, এ বিমানযোগে যশোর রওয়ানা হইবেন। তিনি তথায় ঐদিনই যশোর জেলা আওয়ামী লীগ কার্যকরী পরিষদের বর্ধিত সভায় যোগদান করিবেন। ৯ই আগষ্ট তিনি ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

৭ই আগষ্ট ১৯৬৫

৮ই আগষ্ট যশোর আওয়ামী লীগের সভা
(স্টাফ রিপোর্টার)

যশোর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব রওশন আলী জানাইয়াছেন যে, আগামী রবিবার, ৮ই আগষ্ট সকাল ১১ টায় যশোর টাউনে যশোর জেলা আওয়ামী লীগ কার্যকরী পরিষদের বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হইবে। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান এই সভায় যোগদান করিবেন। সকল মহকুমা কমিটির সভাপতি ও সম্পাদকগণকে এই সভায় যোগ দিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

৮ই আগষ্ট ১৯৬৫

শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা
শনিবার ৮ জন সরকারী সাক্ষীর জেরা
(কোর্ট রিপোর্টার)

ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার জনাব বি, আলমের এজলাসে গতকল্য (শনিবার) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার ৮ জন সাক্ষীর জেরা হয়। নবম সরকারী সাক্ষীকে জেরা করা হয় নাই।

এডভোকেট জনাব আবদুস সালাম খান শেখ মুজিবের পক্ষে প্রধান আইনজীবী হিসাবে মামলা পরিচালনা করেন। পক্ষান্তরে সরকারপক্ষে ঢাকার পাবলিক প্রসিকিউটর জনাব আলীম এই মামলা পরিচালনা করিতেছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
১২ই আগস্ট ১৯৬৫
গোপালগঞ্জে আওয়ামী লীগ সম্মেলন
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের এক প্রেস রিলিজে বলা হয় যে, সম্প্রতি গোপালগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভা শেখ মুজিবুর রহমানের গোপালগঞ্জের বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মোল্লা আফসারুদ্দিন আহমদ। মহকুমার আড়াই শতাধিক কাউন্সিলর সম্মেলনে যোগদান করেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্তভাবে গোপালগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগ কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। সভাপতি ডাঃ ফরিদ আহমেদ; সহ-সভাপতি শেখ মোশাররফ হোসেন এম,পি,এ, জনাব আখতারুদ্দিন আহমদ মোক্তার ও মিঃ সতীশ চন্দ্র হালদার; সম্পাদক জনাব নাজির আহমদ তালুকদার মোক্তার; সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আবুল হাশেম সমাদ্দার মোক্তার; দফতর সম্পাদক জনাব সাইদুর রহমান মোক্তার ওরফে চাঁদ মিয়া; সহ-সম্পাদক মেসার্স আবদুস সালাম মিয়া; নিত্যগোপাল মজুমদার ও আবুবকর শিকদার এবং কোষাধ্যক্ষ শেখ জয়নুদ্দিন আহমদ।

দৈনিক ইত্তেফাক
২০শে আগস্ট ১৯৬৫
আওয়ামী লীগের ভূমিকায় গাত্রদাহের কারণ কি?
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকায় জাতীয় প্রেস ট্রাস্টের একটি ইংরাজি দৈনিক (যাহার সংস্করণ একযোগে করাচী হইতেও প্রকাশিত হয়) বর্তমান পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে আওয়ামী লীগের ভূমিকাকে জাতীয় স্বার্থবিরোধী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে। প্রেস ট্রাস্টের উক্ত পত্রিকাটির করাচীস্থ সংবাদদাতা আওয়ামী লীগের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত ভূমিকায় করাচীতে ব্যাপক অসন্তোষ আবিষ্কার করিয়াছেন। এবং সেই আবিষ্কার ঢাকা সংস্করণে ফলাও করিয়া প্রচার করা হইয়াছে। পররাষ্ট্রনীতির আসল রূপ ব্যক্ত করা প্রসঙ্গে গত মাসের শেষদিকে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান দেশবাসীকে দেশের সত্যিকারের সমস্যা হইতে বিক্ষিপ্ত চিত্ত না হওয়ার জন্য যে আহ্বান জানান সেই আহ্বানই প্রেস ট্রাস্টের কাগজটির গাত্রদাহের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলের নিশ্চিত ধারণা।

উল্লেখযোগ্য যে, শেখ মুজিবুর রহমান তাঁহার বিবৃতিতে বর্তমান পররাষ্ট্রনীতিকে জনসাধারণের দৃষ্টি দেশের মূল সমস্যা হইতে বিক্ষিপ্ত করার

একটি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে বলিয়া অভিযোগ করেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, বর্তমান পররাষ্ট্রনীতিতে একটি ‘ভূয়া বামপন্থী’ নমুনার রাংতা জড়ানো হইয়াছে এবং ক্ষমতাসীন দল প্রগতিবাদী পররাষ্ট্রনীতির অনুসারী বলিয়া প্রচার করিয়া তাহাদের অনুকূলে জনমত গড়িয়া তোলার প্রয়াস পাইতেছেন। শেখ মুজিব পরিস্থিতির বিশ্লেষণ দান করিয়া দেশবাসীকে অন্তঃসারশূন্য বর্তমান পররাষ্ট্রনীতি এবং ইহার মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে দেশবাসীকে সতর্ক করাইয়া দেন। তিনি স্মরণ করাইয়া দেন যে, আজ পররাষ্ট্রনীতির দোহাই দিয়া যখন এক বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টির সর্বাত্মক প্রয়াস করা হইতেছে তখন দেশের আসল সমস্যা সম্পর্কে দেশবাসীকে আরও হুঁশিয়ার থাকিতে হইবে। দেশের আসল সমস্যা যথা (১) পূর্ণ ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, (২) সার্বজনীন প্রান্তব্যবস্থার ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন, (৩) পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা, (৪) লাহোর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কায়েম, (৫) জাতীয় জীবনের সকল পর্যায়ে (দেশরক্ষা সমেত) বৈষম্য দূরীকরণ ইত্যাদি।

রাজনৈতিক মহল বলেন, এই ধরনের দাবী-দাওয়া আঞ্চলিক বা অভিনব কিছু নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার পর হইতে আওয়ামী লীগ তথা সমগ্র দেশবাসী এইসব দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য অবিরাম সংগ্রাম করিয়া আসিতেছেন।

প্রেস ট্রাস্টের কাগজে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যে প্রচারণা শুরু করা হইয়াছে তাহার পশ্চাতে কোন গুঢ় রহস্য বা তাৎপর্য আছে বলিয়া পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক মহলের বিশ্বাস। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন, অতঃপর কি? তবে কি অদূর ভবিষ্যতে পররাষ্ট্র নীতির প্রগতিবাদী ও বামপন্থী ভূয়া খোলস খুলিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে?

দলবিশেষের প্রতি আক্রমণ চালাইয়া ও বিদ্বেষ ছড়াইবার মধ্যদিয়াই কি তবে ক্ষমতাসীন দল ভোল পালাইবার পালা সাঙ্গ করিতে চান? ক্ষমতাসীন দল কি আজ অস্বীকার করিতে পারেন যে, কনসার্টিয়ামের বৈঠক আহূত হইয়াছে এবং মার্কিন সাহায্য আগতপ্রায়?

ক্ষমতাসীন দল কি অস্বীকার করিতে পারেন যে, তাঁহারা দেশে অর্থপিপাসুদের সীমাহীন অর্থ তৃষ্ণার কাছে ‘আত্মসমর্পণ’ করেন নাই?

উক্ত মহল বলেন, ১৯৫৮ সালের পর হইতে অদ্যাবধি রাষ্ট্রীয় কোন ব্যাপারে দেশবাসীর উপরে আস্থা স্থাপন করা হয় নাই। একটি স্বাধীন জাতির মৌলিক সত্তার প্রতি ক্ষমতাসীন দল কোনদিন শ্রদ্ধাশীল হয় নাই। তাঁহারা দেশবাসীকে ‘অক্ষম’ ও ‘অপাংক্তেয়’ হিসাবেই বিবেচনা করিয়াছেন। দেশবাসীকে তাঁহারা ভোটের অযোগ্য ভাবিয়াছেন। দেশবাসীকে

সুপারিকল্পিতভাবে রাষ্ট্রীয় জীবন হইতে বহুদূরে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ‘নিগৃহীত’, ‘অক্ষম’ ও ‘অপাৎজের’ দেশবাসীর কাছে ক্ষমতাসীন দল তথাকথিত বামপন্থী ও প্রগতিবাদী পররাষ্ট্রনীতির সমর্থন চাহিয়াছেন। দেশবাসী ক্ষমতাসীন দলের এই যাবগকে ‘ভাগ্যের নির্মম পরিহাস’ ও প্রহসন ছাড়া আর কিছুই মনে করিতে পারেন না।

রাজনৈতিক মহল বলেন, পাকিস্তান সৃষ্টির পর হইতে (একমাত্র জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রধানমন্ত্রিত্বের সময় বাদে) পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবী-দাওয়া ন্যকরজনকভাবে অবহেলিত হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, এইসব দাবী-দাওয়াকে জাতীয় স্বার্থবিরোধী এবং ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। আজও যখন আওয়ামী লীগ তথা দেশবাসী পূর্ব পাকিস্তানকে দেশরক্ষার ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক অস্ত্র নির্মাণ কারখানা এবং সামরিক একাডেমীর দাবী উত্থাপন করে তার মধ্যেও কায়েমী স্বার্থবাদী মহল জাতীয় স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপের গন্ধ আবিষ্কার করে। কে না জানে যে, পূর্ব পাকিস্তান ভারতের বাদামী সাম্রাজ্যবাদের মুখে নিরুপায় ও অসহায়? পাকিস্তানের যে অংশে দেশের শতকরা ৫৬ জন অধিবাসী বাস করে সে অঞ্চলের নিরাপত্তা বিধানের দাবীতে জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য শাহ আজিজুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র নির্মাণ কারখানা ও সামরিক একাডেমী প্রতিষ্ঠার দাবী তোলেন। এই দাবীর বাস্তবায়নের প্রয়োজন এইজন্য যে, যুদ্ধের সময় পশ্চিম পাকিস্তান হইতে ‘টেলিগ্রাফ’ করিয়া সৈন্য বা সমর-সম্ভার পূর্ব পাকিস্তানে আনা সম্ভব নয় (জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য জনাব কামরুজ্জামানের ভাষায়)। দাবীটি ক্ষমতাসীন দল প্রত্যাখ্যান করেন।

উক্ত মহল আরও বলেন, এহেন অবস্থায় দেশবাসী আজ সত্যই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে দেশবাসী আজ বুঝিতে পারিতেছে না কোনটা জাতীয় স্বার্থবিরোধী আর কোনটা নয়। দেশের নিরাপত্তা বিধান করিতে চাওয়াই কি তবে জাতীয় স্বার্থবিরোধী কাজ?

পরিশেষে উক্ত মহল বলেন, কায়েমী স্বার্থবাদের মুখপত্রগুলির ভূমিকাও দেশবাসীর কাছে সুবিদিত। তাই ইহাদের প্রচারণায় দেশবাসীর বিভ্রান্ত হইবার আশঙ্কা নাই। এই মুখপত্রগুলিই বছরের পর বছর দেশবাসীর-বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবী-দাওয়ার বিরোধিতা করিয়াছে। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রামের সময়, ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয়ের পর এবং আরও বহুক্ষেত্রে কায়েমী স্বার্থবাদের মুখপত্র এইসব সংবাদপত্রের ন্যকরজনক ভূমিকা নগ্নভাবে দেশবাসীর কাছে ধরা পড়ে। ইহাদের উদ্দেশ্য দেশবাসীকে অধিকার-বঞ্চিত করিয়া পঙ্গু করিয়া রাখা।

দৈনিক ইত্তেফাক
৩১শে আগস্ট ১৯৬৫
আগামীকল্য শেখ মুজিবের মামলা
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আগামীকল্য (বুধবার) প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এ, মালেকের কোর্টে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ পুনরায় শুরু হইবে। পূর্ব পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনের ৭/৩ ধারামতে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে রঞ্জুকৃত একটি মামলা এই কোর্টে বিচারাধীন আছে।

উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমানে বিভিন্ন আদালতে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে মোট ৫টি মামলা বিচারাধীন রহিয়াছে। আগামী ৮ই সেপ্টেম্বর প্রথম মুসেফ কোর্টে সাভার প্রচারপত্র নিক্ষেপ মামলার শুনানি শুরু করার তারিখ ধার্য করা হইবে। এতদ্ব্যতীত সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট এবং ঢাকা এ-ডি-সি’র কোর্টে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আরও তিনটি মামলা বিচারাধীন আছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
১লা সেপ্টেম্বর ১৯৬৫
শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে
জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সের মামলা
(কোর্ট রিপোর্টার)

ঢাকার অন্যতম প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এম, এ, মালিকের কোর্টে গতকাল (মঙ্গলবার) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সের ৭(৩) ধারা অনুযায়ী আনীত মামলার মূলতবী শুনানী শুরু হয়।

প্রকাশ থাকে যে, গত বৎসরের ২৯শে সেপ্টেম্বর আউটার ষ্টেডিয়ামে প্রতিবাদ দিবসে আয়োজিত এক জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতাকে কেন্দ্র করিয়া বর্তমান মামলা আনীত হয়।

গতকাল সরকারপক্ষের ২নং সাক্ষী প্রাদেশিক সরকারের হোম (পলিটিক্যাল) ডিপার্টমেন্টের রিপোর্টার জনাব মোজাম্মেল হককে পুনর্বার সাক্ষ্যদানের জন্য আহ্বান করা হয়। সাক্ষ্যদানকালে তিনি শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার অংশবিশেষ আদালতকে নিজের স্মৃতি হইতে উদ্ধৃত করিয়া শোনান। তিনি আদালতে শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতার বাংলা শর্টহ্যান্ড নোটের মূল কপি পেশ করেন। জেরায় তিনি বলেন যে, তিনি পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ হইতে পূর্বদিন এই “ট্রান্সক্রিপ্ট” লইয়া আসেন। তিনি আরও বলেন যে, উহা তিনি উক্ত বিভাগের নিকট পেশ করিয়াছিলেন।

জেরায় তিনি আরও বলেন যে, আর কোন তারিখে তিনি এইরূপ রাজনৈতিক সভায় বক্তৃতার নোট লইয়াছিলেন তাহা তাঁহার মনে নাই। অবশ্য তিনি এইরূপ বহু নোট লইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করেন। এই সভায় কে আগে এবং কে পরে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাও তিনি বলিতে পারিবেন না বলিয়া জানান।

তিনি আরও বলেন যে, এই সভার পূর্বে তিনি আর কোন রাজনৈতিক সভায় উপস্থিত ছিলেন কি-না তাহাও তাঁহার মনে নাই। খবরের কাগজে পড়া আর কোন বক্তৃতা তিনি স্মরণ করিতে পারিতেছেন না বলিয়া তিনি বলেন।

জেরায় তিনি স্বীকার করেন যে, তিনি যে ট্রান্সক্রিপট দাখিল করিলেন তাহাতে হোম ডিপার্টমেন্টের কোন অফিসারের স্বাক্ষর বা অফিসের কোন সিল নাই।

জেরায় তিনি আরও স্বীকার করেন যে, কোন মূল্যবান সরকারী দলিলপত্র তাঁহার বাড়ীতে লইয়া যাওয়ার কোন ক্ষমতা না থাকিলেও পূর্বদিন তিনি এই ট্রান্সক্রিপট বাড়ী লইয়া গিয়াছিলেন। অবশ্য তিনি পূর্বদিন হইতে এই ট্রান্সক্রিপট তাঁহার কাছে থাকিলেও উহা পড়ার কথা তিনি অস্বীকার করেন।

কাহারও ডিকটেশন মতে এই ট্রান্সক্রিপট (শেখ মুজিবের) বক্তৃতার পরে তৈরী করার কথাও তিনি অস্বীকার করেন।

তিনি স্বীকার করেন যে, শর্টহ্যান্ড নোটের ১ এবং ৩ পৃষ্ঠায় লেখার উপর দিয়া লেখার চিহ্ন ওভার রাইটিং আছে এবং উহাতে তাঁহার কোন 'ইনিশিয়াল' নাই।

মামলার শুনানী আগামী ২৩ শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মুলতবী রহিয়াছে।

সরকারপক্ষে সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর জনাব বখ্ত এবং আসামীপক্ষে মেসার্স জহিরুদ্দীন, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, আবুল হোসেন এবং আফতাবুদ্দীন ভূইয়া প্রমুখ আইনজীবী মামলা পরিচালনা করেন।

সংবাদ

৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৫

নেতৃবৃন্দ কর্তৃক ভারতের নগ্ন হামলার তীব্র নিন্দা : দেশব্যাপী ক্ষোভ

স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগের সঙ্কল্প

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ পার্টির সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী গতকল্য (সোমবার) এই বার্তা পরিবেশকের সহিত সাক্ষাৎকারে ভারতীয় হামলার মুখে গণপ্রতিরোধ গড়িয়া তোলার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, সাম্রাজ্যবাদীদের উস্কানীতে ভারত আজ

পাকিস্তানের উপর হামলা চালাইয়া আফ্রো-এশিয়া সংহতি ও বিশ্ব শান্তির প্রতি চরম অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছে। দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধভাবে এই হামলাকে মোকাবিলা করিতে হইবে।

মওলানা ভাসানী বলেন যে, বিশ্বে শান্তিকামী মানুষ যুদ্ধ চায়না। যুদ্ধ শুধু ধ্বংস সাধনই করে না উহা মানুষের জন্য চরম অকল্যাণও বহন করিয়া আনে। কিন্তু দেশের সার্বভৌমত্বের উপর যে কোন হামলাকেই কঠোরভাবে মোকাবিলা করিতে হইবে। তিনি বলেন যে, মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য দেশবাসী যে কোন ত্যাগ স্বীকারে দ্বিধা করিবে না।

জনসাধারণের প্রতি আস্থা স্থাপনের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইয়া ন্যাপ প্রধান বলেন যে, দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য দেশবাসী সর্বতোভাবে প্রস্তুত। সরকারকে জনশক্তির উপর আস্থা স্থাপন করিতে হইবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মওলানা ভাসানী দেশের জনসাধারণকে সামরিক শিক্ষাদান এবং একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের জন্য দাবী জানান।

দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি বজায় রাখিবার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাইয়া মওলানা ভাসানী হুঁশিয়ার থাকার আবেদন জানান। সেই সঙ্গে কালোবাজারী ও মুনাফাখোরগণ যাহাতে ঘটনার সুযোগ গ্রহণ করিতে না পারে তৎপ্রতি সরকারের সূতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার দাবী জানান।

পরিশেষে মওলানা ভাসানী বলেন যে, পাকিস্তানের জনগণ শান্তিপূর্ণ উপায়ে সকল বিরোধের মীমাংসায় বিশ্বাসী। শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধের মীমাংসার ক্ষেত্র প্রস্তুতে সাহায্য করার জন্য তিনি বিশ্বের শান্তিকামী দেশসমূহের প্রতি আবেদন জানান।

শেখ মুজিবর রহমান

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য এক বিবৃতিতে বলেন, ভারত আন্তর্জাতিক সীমানা লঙ্ঘন করিয়া লাহোরের উপর বিমান হামলা চালাইয়াছে। ইহার ফলে যে মারাত্মক জরুরী পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে আমি বিশ্বাস করি সকল পাকিস্তানী উহা সাহসিকতার সহিত মোকাবিলা করিবেন। দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডত্ব রক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়াই এই মুহূর্তে প্রত্যেকটি নাগরিকের প্রধান কর্তব্য। প্রত্যেকটি পাকিস্তানী বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তানী ভাইদের নিকট আমার আবেদন মাতৃভূমির প্রত্যেকটি ইঞ্চি রক্ষার জন্য আপনারা পূর্ণপ্রস্তুতি গ্রহণ করুন। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি যে কোন হুমকীর মোকাবিলার জন্য দেশব্যাপী প্রতিরক্ষাদল গঠনের উদ্দেশ্যে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমি সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইতেছি। সকল প্রকার উস্কানীর মুখেও সাম্প্রদায়িক শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আমি জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাই।

মসিহুর রহমান

জাতীয় পরিষদ সদস্য, ন্যাপ নেতা জনাব মসিহুর রহমান এক বিবৃতিতে ভারতীয় হামলা যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে রুখিয়া দাঁড়াইতে দেশবাসীর প্রতি আবেদন জানান। তিনি দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণাকে পূর্ণ সমর্থনদান করেন।

আবদুল হালিম

পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপ যুগ্ম-সম্পাদক জনাব আবদুল হালিম এক বিবৃতিতে ভারতীয় হামলাকে রুখিয়া দাঁড়াইতে দেশব্যাপী স্থানীয়ভাবে প্রতিরক্ষা কমিটি গঠন করিতে এবং এই ব্যাপারে সরকারকে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান।

অজয় রায়, জ্যোতিষ বসু ও কাজী বারি

সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত নিরাপত্তাবন্দী শ্রী অজয় রায় ও শ্রী জ্যোতিষ বসু ময়মনসিংহ হইতে প্রেরিত বিবৃতিতে ভারতীয় হামলার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন এবং ঐক্যবদ্ধভাবে এই হামলায় সমুচিত জবাব দেওয়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

ময়মনসিংহের ন্যাপ নেতা কাজী বারীও এক বিবৃতিতে মাতৃভূমি রক্ষার্থে স্থানীয় ন্যাপের সকল শক্তি নিয়োগের সঙ্কল্প ঘোষণা করেন। বলেন যে, অপর কোন আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত সকল স্কুল বন্ধ থাকিবে।

দৈনিক ইত্তেফাক

১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৫

দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়া হইবে

ভারতীয় বিমান আক্রমণের প্রতিবাদে শেখ মুজিব

গতকল্য (বৃহস্পতিবার) প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের উপর ভারতের বেপরোয়া বিমান আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেন এবং ভারতের শান্তিকামী জনসাধারণকে ভারতীয় যুদ্ধবাজ নেতাদেরকে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করিতে বাধ্য করার আহ্বান জানান।

গতকল্য প্রদত্ত এক বিবৃতিতে শেখ মুজিবুর বলেন, “ভারতীয়রা পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তেও যুদ্ধ সম্প্রসারিত করিয়াছে এবং পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে তাহারা বেপরোয়া বিমান আক্রমণ চালাইয়াছে। ভারতের এইসব কার্যকলাপকে আমি কঠোরতম ভাষায় নিন্দা করি এবং পরিকার ভাষায় আমি ভারতকে জানাইয়া দিতে চাই যে, প্রতিটি পূর্ব পাকিস্তানী তাহাদের মাতৃভূমির মান-মর্যাদা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য ভারতীয় হামলার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে প্রস্তুত রহিয়াছে।”

তিনি বলেন, “ভারতের বিপুলসংখ্যক শান্তিকামী জনসাধারণের পক্ষে ভারতের যুদ্ধবাদী নেতাদেরকে উভয় দেশের শান্তি ও প্রগতির স্বার্থে প্রতিবেশীর সঙ্গে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করিতে বাধ্য করার এখনও সময় আছে”। –এ,পি,পি

সংবাদ

১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৫

শেখ মুজিবুর রহমানের বিবৃতি

পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় বিমান হানার তীব্র নিন্দা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্য এক বিবৃতিতে পূর্ব পাকিস্তানের উপর ভারতীয় বিমান হামলার তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন যে, প্রতিটি পূর্ব পাকিস্তানী আক্রমণকারীদের সমুচিত শিক্ষা প্রদান এবং মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর।

ভারতের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকদের প্রতি ভারতীয় সমস্ত নাগরিকদের জঙ্গীনীতি হইতে নিবৃত্ত করিবার আহ্বান জানাইয়া শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, উভয় দেশের অগ্রগতির স্বার্থে এখনও ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ শান্তিপ্রিয় ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনসাধারণ তাহাদের সমরনায়কদিগকে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারেন।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়

পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী নাগরিকগণ অদ্য (শুক্রবার) ভারত অধিকৃত কাশ্মীরে মোজাহিদদের সাফল্য এবং ভারতীয় হামলার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা প্রচেষ্টার সফলতা কামনা করিয়া বিশেষ প্রার্থনা করিবেন।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান ‘মধু পূর্ণিমা’ উদযাপনের কর্মসূচীর অংশ হিসাবে এই বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হইয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৫

অদ্য শেখ মুজিবের মামলা

(স্টাফ রিপোর্টার)

অদ্য (বুধবার) ঢাকার প্রথম মুসেফ কোর্টে ১৯৬৪ সালের “সাভারে গভর্ণরের প্রতি প্রচার-পত্র নিষ্পেপ” মামলার শুনানী হইবে। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী

লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলের সহকারী নেতা শাহ আজিজুর রহমান ও আওয়ামী লীগ নেতা জনাব তাজুদ্দিন আহমদ প্রমুখ উক্ত মামলার আসামী।

দৈনিক ইত্তেফাক

১লা অক্টোবর ১৯৬৫

রবিবার আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির জরুরী সভা

(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্য (বৃহস্পতিবার) ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী ৩রা অক্টোবর, (রবিবার) সকাল ৯টায় ১৫, পুরানা পল্টনস্থ আওয়ামী লীগ অফিসে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হইবে। সভায় দেশের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করা হইবে। সংবাদপত্রের বিজ্ঞপ্তিকে নোটিস গণ্য করিয়া সকল সদস্যকে সভায় যোগ দিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

দৈনিক পাকিস্তান

১লা অক্টোবর ১৯৬৫

আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহক কমিটির জরুরী সভা

(স্টাফ রিপোর্টার)

আগামী ৩রা অক্টোবর রবিবার সকাল ৯টায় আওয়ামী লীগ অফিসে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহক কমিটির এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া গতকল্য বৃহস্পতিবার পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন। উক্ত সভায় দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে।

দৈনিক ইত্তেফাক

৪ঠা অক্টোবর ১৯৬৫

জাতিসংঘের সাম্প্রতিক মানসিকতায় আওয়ামী লীগের ক্ষোভ ওয়ার্কিং কমিটির জরুরী সভায় দেশের পরিস্থিতি বিবেচনাঃ কয়েকদফা

গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত

(স্টাফ রিপোর্টার)

দেশের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনার জন্য আহূত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির গতকল্যকার (রবিবার) জরুরী বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক প্রস্তাবে পাকিস্তানের উপর

ভারতের নগ্ন হামলার তীব্র নিন্দা করা হয় এবং শত্রুপক্ষের বিপুল সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর যে-সব অকুতোভয় বীর সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে অপরিসীম বীরত্ব ও অসীম সাহসের পরিচয় দিয়া এমনকি জীবনের বিনিময়েও মাতৃভূমির পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছেন, তাহাদের প্রতি অশেষ মোবারকবাদ জানানো হয়।

শহীদ বীরদের পারিবারিক পুনর্বাসনের আহ্বান

মাতৃভূমির অখণ্ডত্বের উপর শত্রুর হামলা রুখিতে গিয়া দেশের যেসব বীর সন্তান অসীম বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে শাহাদৎ বরণ করিয়াছে তাহাদের অসহায় পরিবারবর্গের পুনর্বাসতির জন্য ওয়ার্কিং কমিটি এক প্রস্তাবে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

সাহায্যকারী দেশসমূহের প্রতি কৃতজ্ঞা প্রকাশ

ন্যায় ও সত্যের জন্য পাকিস্তানের আজিকার এ সংগ্রামের দিনে যেসকল দেশ ও জাতি পাকিস্তানের প্রতি সাহায্য ও সমর্থন জানাইয়াছে, এক প্রস্তাবে ওয়ার্কিং কমিটি সেইসব দেশ ও জাতির প্রতি অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জানান।

দেশবাসীর প্রতি মোবারকবাদ

মাতৃভূমির মর্যাদা রক্ষার জন্য দেশবাসী জনসাধারণ যেভাবে এক ও অভিনু হইয়া সাড়া দিয়াছেন, তজ্জন্য ওয়ার্কিং কমিটির অপর এক প্রস্তাবে সমগ্র দেশবাসীকে অশেষ মোবারকবাদ জানানো হয়।

বর্তমান যুদ্ধ-বিরতি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ক্ষোভ

সাম্প্রতিক যুদ্ধ-বিরতি প্রস্তাবে জাতিসংঘের যে মানসিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, কমিটি তাহাতে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া অভিমত প্রকাশ করেন যে, আলোচ্য প্রস্তাবটি জাতিসংঘ কাশ্মীর কমিশনের ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ সালের মূল যুদ্ধ - বিরতি প্রস্তাব এবং বিগত ১৭ বৎসর যাবৎ গৃহীত নিরাপত্তা পরিষদের অন্যান্য প্রস্তাবের পরিপন্থী। একই প্রস্তাবে কমিটি কাশ্মীরী জনসাধারণের মতামত যাচাই এর জন্য অবিলম্বে তথায় অবাধ ও নিরপেক্ষ গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করিবার জন্য জাতিসংঘের প্রতি দাবী জানান।

পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক সামর্থ্য আরও বৃদ্ধির সুপারিশ

আওয়ামী লীগ কমিটির সর্বশেষ প্রস্তাবে পাকিস্তানের দেশ রক্ষা বাহিনীর বীরত্ব ও অসম সাহসিকতার গভীর প্রশংসার সাথে সাথে দেশের উভয় অংশের রক্ষাব্যবস্থা আরও জোরদার করার জন্য সরকারের প্রতি ফলপ্রসূ ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয় এবং এই অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানও যাহাতে যথাযোগ্যভাবে শত্রুর চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করিতে সক্ষম হয়, তজ্জন্য পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক শক্তি-সামর্থ্য যে আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এবারকার যুদ্ধের মধ্যদিয়া তাহাই বড় হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৬ই অক্টোবর ১৯৬৫

পরলোকে চৌধুরী মোহাম্মদ আরিফ

বরিশালের অন্তর্গত উলানিয়ার জমিদার ও প্রাক্তন পরিষদ সদস্য জনাব চৌধুরী মোহাম্মদ আরিফ গত বৃহস্পতিবার প্রত্যুষে ঢাকায় ইন্তেকাল করিয়াছেন (ইন্নালিল্লাহে... রাজেউন)। তিনি ক্যান্সার রোগে ভুগিতেছিলেন।

মরহুম চৌধুরী আজীবন রাজনীতি ও জনসেবার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে তিনি বরিশাল জেলা সদর উত্তর মহকুমা মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি আওয়ামী লীগ সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। ইহা ছাড়া তরুণ সমিতি, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম প্রভৃতি আরো নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি জড়িত ছিলেন। জনাব চৌধুরী একজন গীতিকার ও সুগায়কও ছিলেন। মৃত্যুকালে জনাব চৌধুরী এক ছেলে, দুই মেয়ে ও স্ত্রীকে রাখিয়া গিয়াছেন।

বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন চারিটায় আজিমপুর গোরস্থানে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে তাঁহার দাফনকার্য সম্পন্ন হয়। জানাজায় শেখ মুজিবুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার জনাব আবদুল হাদী তালুকদার, ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান জনাব মঈনউদ্দিন চৌধুরী, মেজর আফসার উদ্দিন, জনাব তাজুদ্দিন, আলহাজ এ, এম, শরফুদ্দিন আহমদ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৮ই অক্টোবর ১৯৬৫

অদ্য শেখ মুজিবের মামলার শুনানী

(স্টাফ রিপোর্টার)

অদ্য (সোমবার) ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আবদুল মালেকের আদালতে শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা আইনের ৭(৩) ধারা অনুযায়ী আনীত মামলার শুনানী হইবে।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৯শে অক্টোবর ১৯৬৫

শেখ মুজিবের মামলা

সরকারপক্ষের সাক্ষ্য সমাপ্ত

(কোর্ট রিপোর্টার)

গতকল্য (সোমবার) ঢাকার অন্যতম প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এম, এ, মালেকের কোর্টে জননিরাপত্তা আইনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের

সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত মামলার সরকারপক্ষের সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত হয়। এ মামলায় সরকারপক্ষের মোট ৬ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬৪ সালের ২৯ শে সেপ্টেম্বর ঢাকার আউটার স্টেডিয়ামে আইনতঃ প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজিত ও তাহাদের মনে ঘৃণা ও ঘৃষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এক আপত্তিকর বক্তৃতা করার অভিযোগে জনাব শেখ মুজিবুরের বিরুদ্ধে গত ২২শে নবেম্বর পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা আইনের ৭(৩) ধারামতে রমনা পুলিশ কর্তৃক এই মামলা দায়ের করা হয়। আগামী ৬ই নবেম্বর মামলার পরবর্তী তারিখ ধার্য হইয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

২২শে অক্টোবর ১৯৬৫

নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগের সভা

(স্টাফ রিপোর্টার)

গত বুধবার নারায়ণগঞ্জ শহর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব তোফাজ্জল হোসেনের সভাপতিত্বে নারায়ণগঞ্জ শহর আওয়ামী লীগের এক কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শহর আওয়ামী লীগের পুনর্গঠনের বিষয় বিবেচনা করা হয়। সভায় নবেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপ্যাল এলাকায় সকল ইউনিয়ন কমিটির পুনর্গঠনের কাজ সমাপ্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ ইউনিটের নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রতি ইউনিয়নের তিন ব্যক্তির উপর দায়িত্ব অর্পণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি পাকিস্তানের উপর ভারতের হামলাসহ দেশের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন। তিনি হামলা প্রতিরোধে সশস্ত্র বাহিনীর বীরত্ব এবং যুদ্ধের ব্যাপারে সমগ্র জাতির অপূর্ব সাড়ার ভূয়সী প্রশংসা করেন। বর্তমান সমস্যার মূল কারণ তথা কাশ্মীরে অবাধ ও নিরপেক্ষ গণভোট অনুষ্ঠানের ব্যাপারে জাতিসংঘের দুর্বল ভূমিকার দরুন যে উত্তেজনা বজায় রহিয়াছে তৎসম্পর্কে তিনি কর্মীদের সচেতন থাকিতে আহ্বান জানান। নারায়ণগঞ্জের আওয়ামী লীগ কর্মিগণ বেসামরিক দেশরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করায় শেখ মুজিবুর রহমান সন্তোষ প্রকাশ করেন। সভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদও উপস্থিত ছিলেন।

Morning News
22nd October 1965
MUJIB's TRIBUTE
TO ARMED FORCES

Sheikh Mujibur Rahman, General Secretary of the East Pakistan Awami League, yesterday paid warm tributes to our Armed Forces for their gallantry in repulsing the Indian unprovoked aggression on Pakistan, reports APP.

Mr. Rahman told the Awami League workers at a meeting that they should be on “alert in the face of the tension kept alive by the feeble role of the United Nations in holding free and fair plebiscite in Kashmir” to solve the problem.

Giving a review of the present situation in the country in the context of Indian aggression, the Awami League leader said the entire nation gave a “unique response” in the efforts to repulse the aggression.

The meeting of the Narayanganj Awami League workers held at Narayanganj, also took decisions about the reorganisation of the Awami League union committees within Narayanganj Municipality.

সংবাদ

২২শে অক্টোবর ১৯৬৫

শেখ মুজিব কর্তৃক সশস্ত্র বাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গত বুধবার নারায়ণগঞ্জ শহর আওয়ামী লীগের এক কর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় শহর আওয়ামী লীগ শাখা পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান ভারতীয় হামলা প্রতিরোধে পাকিস্তান বাহিনীর সাহসিকতাপূর্ণ সংগ্রামের বিশেষ প্রশংসা করেন।

দৈনিক পাকিস্তান

২২শে অক্টোবর ১৯৬৫

নারায়ণগঞ্জে শেখ মুজিবের বক্তৃতা

কাশ্মীর প্রশ্নের নিষ্পত্তি না হইলে পাক-ভারত শান্তি সম্ভব নহে
(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান গত বুধবার নারায়ণগঞ্জ শহর আওয়ামী লীগের এক বৈঠকে বক্তৃতা প্রসঙ্গে

ভারতীয় আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যাপারে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর তৎপরতা এবং বীরত্বের প্রশংসা করেন।

এই আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধপ্রস্তুতিতে সমগ্র জাতি যেভাবে সাড়া দিয়াছে, তিনি তাহার প্রশংসা করেন। গত বুধবার সন্ধ্যা ৬টায় জনাব তফাজ্জল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগের বৈঠকে বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে শেখ সাহেব উপস্থিত ছিলেন।

কাশ্মীরে গণভোট অনুষ্ঠানের ব্যাপারে জাতিসংঘ বর্তমানে যেরূপ দুর্বল ভূমিকা গ্রহণ করিতেছে, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্যার প্রতি সর্বদা সজাগ থাকার জন্য তিনি আওয়ামী লীগ কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন যে, পাক-ভারত বিরোধের মূল কারণ হইতেছে কাশ্মীর। সুতরাং এই সমস্যার মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত শান্তি স্থাপন করা যাইবে না।

সভায় শহর আওয়ামী লীগের পুনর্গঠনের বিষয়টি পর্যালোচনা করিয়া নবেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে নারায়ণগঞ্জ পৌর এলাকার ইউনিয়ন কমিটিসমূহের পুনর্গঠনের কাজ সমাপ্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সেক্রেটারী জনাব তাজুদ্দিন আহমদও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৫শে অক্টোবর ১৯৬৫

সকল সক্ষম ব্যক্তিকে সামরিক শিক্ষাদানের আহ্বান
শহর আওয়ামী লীগ সভায় শেখ মুজিবের বক্তৃতা
(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (রবিবার) সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ অফিসে ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের কর্মীসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান শত্রুর হামলার মুখে পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য দেশের-বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের সকল সক্ষম ব্যক্তিকে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোলার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি দেশের- বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার প্রতি যে- কোন হামলা মোকাবিলায় জন্য প্রস্তুত থাকিতে সকল আওয়ামী লীগ কর্মীর প্রতি আহ্বান জানান।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবর রহমান ভারতীয় হামলার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি আলোচনা করেন। সশস্ত্র বাহিনী হামলা মোকাবিলায় যে অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন

করিয়েছেন সেজন্য তিনি সশস্ত্র বাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। জাতীয় সঙ্কটকালে জনসাধারণ একতাবদ্ধ হওয়ায় তিনি জনসাধারণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। আওয়ামী লীগ কর্মীগণ বেসামরিক দেশরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করায় তিনি বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন।

পূর্বাধে ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গাজী গোলাম মোস্তফা ইউনিয়ন কমিটিগুলির পুনর্গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা শহর আওয়ামী লীগ ইউনিটসমূহ পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বক্তৃতা করেন। সভায় এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, যত শীঘ্র সম্ভব শহর আওয়ামী লীগের বিভিন্ন ইউনিট পুনর্গঠনের কাজ সমাপ্ত করা হইবে এবং নবেম্বর মাসের মধ্যেই ঢাকা শহর আওয়ামী লীগ সম্মেলন অনুষ্ঠান করা হইবে। এতদুদ্দেশ্যে বিভিন্ন ইউনিট পুনর্গঠনের কাজ অবিলম্বে সমাপ্ত করার জন্য বিভিন্ন ইউনিটে কয়েকজন করিয়া কর্মীর উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। সভাপতির ভাষণে জনাব তাজুদ্দিন আহমদ দেশের বর্তমান সমস্যাাদি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১০ই নভেম্বর ১৯৬৫

২১ শে নবেম্বর আওয়ামী লীগের জনসভা

(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আগামী ২১ শে নবেম্বর বিকাল ৩ টায় ঢাকার আউটার স্টেডিয়ামে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ জনসভায় সভাপতিত্ব করিবেন। শেখ মুজিবর রহমান, জনাব আবদুস সালাম খান, জনাব জহির উদ্দিন প্রমুখ এই জনসভায় কাশ্মীর সমস্যা ও দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বক্তৃতা করিবেন।

দৈনিক পাকিস্তান

১০ই নভেম্বর ১৯৬৫

পল্টনে আওয়ামী লীগের জনসভা

আগামী ২১ শে নবেম্বর রবিবার বৈকাল তিন ঘটিকায় পল্টন ময়দানে ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে। সভায় শেখ মুজিবর রহমান, জনাব আবদুস সালাম খান, জনাব জহিরুদ্দীন প্রমুখ কাশ্মীর সমস্যা ও দেশের বর্তমান পরিস্থিতি আলোচনা করিবেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ সভাপতিত্ব করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১১ই নভেম্বর ১৯৬৫

গভর্নরের গাড়ীতে প্রচারপত্র নিক্ষেপের মামলা

২২শে ডিসেম্বর পর্যন্ত শুনানী মুলতবী

(কোর্ট রিপোর্টার)

গতকল্য (বুধবার) ঢাকার প্রথম শ্রেণীর মুসেফ ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আবদুল হকের কোর্টে গত বৎসর পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের গাড়ীতে “পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও” শীর্ষক প্রেসের নামধাম বিহীন এক প্রচারপত্র নিক্ষেপের অভিযোগে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান ও শাহ আজিজুর রহমানসহ সাতজনের বিরুদ্ধে আনীত মামলার শুনানী আগামী ২২শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মুলতবী রাখা হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে আনীত দুইটি মামলা বর্তমানে ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার জনাব বি, আলম ও প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এম, এ, মালিক-এর কোর্টে বিচারাধীন রহিয়াছে। আগামী ২০শে ও ১৯শে ডিসেম্বর যথাক্রমে উক্ত মামলার পরবর্তী তারিখ ধার্য হইয়াছে।

সংবাদ

১৪ই নভেম্বর ১৯৬৫

রোডেশিয়ার প্রশ্নে ঢাকায় প্রতিক্রিয়া

ঢাকা, ১২ই নবেম্বর (পি,পি,এ)।— পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন মহল রোডেশিয়ার শ্বেতাঙ্গ সংখ্যালঘু সরকারের একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার তীব্র নিন্দা করেন।

বর্ণবৈষম্যবাদী স্মিথ সরকারের একক স্বাধীনতা ঘোষণার সংবাদে এখানকার রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী ও ছাত্রবৃন্দ গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন।

পাকিস্তানের জনগণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, জাতিসঙ্ঘের সনদ অনুযায়ী বিশ্বের নিপীড়িত জনগণকে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের নিরাপত্তা প্রদান করা উচিত।

শেখ মুজিবর রহমান

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান রোডেশিয়ার একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার তীব্র নিন্দা করেন।

তিনি বলেন যে, উপনিবেশবাদের দিন অতীত হইয়াছে। রোডেশিয়া হইতে শ্বেতাঙ্গদের তল্লিতল্লা গুটাইবার ইহার উপযুক্ত সময়। স্বাধীনতাপ্রিয় বিশ্ববাসী শ্বেতাঙ্গ সরকারের দিককৃত কার্যক্রমে নিন্দা করিবে বলিয়া তিনি আশা প্রকাশ করেন।

আসাদুজ্জামান

প্রাদেশিক পরিষদের স্বতন্ত্র গ্রুপের নেতা জনাব আসাদুজ্জামান বলেন যে, আয়ান স্মিথের একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা আশ্চর্যজনক নহে। কেননা, বিশ্বে এখনো মানবিক অধিকার পদদলিত হইতেছে।

জনাব ফরিদ আহমদও শ্বেতাঙ্গ সরকারের একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার নিন্দা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৮ই নভেম্বর ১৯৬৫

সোহরাওয়ার্দী মৃত্যুবার্ষিকী যথাযোগ্যভাবে পালনের জন্য শেখ মুজিবের আহ্বান
(স্টাফ রিপোর্টার)

৫ই ডিসেম্বর জাতীয় শোক দিবস। দুই বৎসর পূর্বে এইদিন দেশের কৃতী সন্তান জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইত্তেকাল করেন। গণতন্ত্রকামী প্রতিজন পাকিস্তানী এইদিন পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা, গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আজিকার জাতীয় সঙ্কটকালে নূতন করিয়া স্মরণ করিবে। শহীদের অমর স্মৃতি স্মরণ করিয়া আজ দেশবাসী নিজেদের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য নূতন করিয়া শপথ গ্রহণ করিবে এবং মরহুমের জীবনের অসমাপ্ত কর্তব্য সমাপন করার উদ্দেশ্যে নিজেদের উৎসর্গ করিবে।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য (বুধবার) ঢাকায় ঘোষণা করেন যে, আওয়ামী লীগ আগামী ৫ই ডিসেম্বর শহীদের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করিবে। প্রদেশের সর্বত্র গণতন্ত্রমনা সকল রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা লইয়া শহীদের মৃত্যুবার্ষিকী পালনের জন্য তিনি প্রদেশের সকল আওয়ামী লীগ শাখার প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। কোরানখানি, মোনাজাত, দরিদ্রভোজন ও দানখয়রাত এবং শহীদের জীবনী আলোচনার্থ আলোচনাসভা এই দিনের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৮ই নভেম্বর ১৯৬৫

শেখ মুজিব গুরুতর অসুস্থ
(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। গুরুতর ‘এ্যাক্সিও নিউরোটিক ওডিমা’ রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি গত ১৫ই নভেম্বর হইতে শয্যাশায়ী হইয়া

পড়িয়াছেন। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের মেডিসিনের অধ্যাপক ডা.এস. এম, রব, ডা. এম, এ, ওয়াদুদ প্যাথলজিস্ট এবং ডা. এস, এ, মালেক তাঁহার চিকিৎসা করিতেছেন। চিকিৎসকদের নিয়মিত চেষ্টা সত্ত্বেও এ পর্যন্ত অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। তাঁহাকে পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করিতে বলা হইয়াছে এবং যাহাতে সাক্ষাৎকারিগণ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতে বিরত থাকেন, তাঁহার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে।

সংবাদ

১৮ই নভেম্বর ১৯৬৫

আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আহুত জনসভা স্থগিত
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আগামী রবিবার পল্টন ময়দানে যে জনসভা অনুষ্ঠানের কথা ছিল উহা স্থগিত রাখা হইয়াছে। এ সম্পর্কে ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে প্রচারিত এক প্রেস রিলিজে বলা হয় যে, উক্ত সভার প্রধান বক্তা শেখ মুজিবর রহমানের গুরুতর অসুস্থতার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত সভা স্থগিত রাখা হইয়াছে। শেখ সাহেবের রোগমুক্তির পর সভার নূতন তারিখ ঘোষণা করা হইবে বলিয়া উক্ত প্রেস রিলিজে উল্লেখ করা হয়।

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের তরফ হইতে প্রচারিত অপর প্রেস রিলিজে বলা হয় যে, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান গত ১৫ই নভেম্বর হইতে গুরুতর পীড়ায় শয্যাশায়ী রহিয়াছেন। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের মেডিসিনের অধ্যাপক ডাঃ এস, রব ও বিশিষ্ট প্যাথলজিস্ট ডাঃ এম, এ ওয়াদুদসহ কয়েকজন চিকিৎসক তাঁহার চিকিৎসা করিতেছেন। শেখ সাহেবের অবস্থার এখন পর্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয় নাই বলিয়া জানা গিয়াছে। চিকিৎসকগণ তাঁহাকে পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ দিয়াছেন।

আজাদ

১৯শে নভেম্বর ১৯৬৫

আওয়ামী লীগের জনসভা বাতিল

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবর রহমান গত সোমবার হইতে এ্যাননিও নিয়োবোটিক ওডেমা রোগে গুরুতরভাবে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী রহিয়াছেন। তিনি বর্তমানে ডাক্তার এস, এম রবের চিকিৎসাধীনে রহিয়াছেন। ডাক্তার তাঁহাকে পূর্ণ বিশ্রামের উপদেশ দিয়েছেন।

জনাব মুজিবর রহমানের অসুস্থতার পরিশ্রেক্ষিতে আগামী ২১শে নভেম্বর আওয়ামী লীগ পল্টন ময়দানে যে জনসভা আহ্বান করিয়াছিল তাহা বাতিল ঘোষণা করিয়া শহর আওয়ামী লীগ গত বুধবার একটি প্রেস রিলিজ প্রদান করিয়াছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২১শে নভেম্বর ১৯৬৫

শেখ মুজিবের অবস্থার উন্নতি

(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমানের অবস্থা ঈষৎ উন্নতির দিকে বলিয়া তাঁহার চিকিৎসকগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন। চিকিৎসকগণ তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

৫ই ডিসেম্বর ১৯৬৫

অদ্য সোহরাওয়ার্দী মৃত্যু দিবস

(স্টাফ রিপোর্টার)

আজ ৫ই ডিসেম্বর। তিন বৎসর পূর্বে এইদিনে জাতি তাহার প্রিয়তম নেতা, দেশ তাহার শ্রেষ্ঠসন্তান এবং গণতন্ত্র তাহার একনিষ্ঠ সাধক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে হারাইয়াছিল। কতৃজ্ঞ জাতির পক্ষে এই শোক ভুলিবার নয়, দেশের পক্ষে এই ক্ষতি পূরণের নয়। এই দিনটিতে মরহুম নেতাকে স্মরণ করিয়া জাতি তাঁহার জীবন হইতে কর্তব্যের ইঙ্গিত ও কর্তব্য সম্পাদনের প্রেরণা লাভ করিবে, আর তারি সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়তম নেতার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবে।

আজিকার দিনের বিভিন্ন কর্মসূচী পালনের মধ্যদিয়া অব্যক্ত কর্তে জাতি ঘোষণা করিয়া যাইবে—‘সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু হইলেও তিনি চিরঞ্জীব—সোহরাওয়ার্দী জিন্দাবাদ।’

এই দিবস পালনকালে সোহরাওয়ার্দী স্মৃতি কমিটি যে তিনদিবসব্যাপী কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছে, গতকল্য (শনিবার) মাজারে খতমে কোরান গুরুত্ব মাধ্যমে এই কর্মসূচী শুরু হয়। গতকল্য খতমে কোরান গুরুত্ব সময় মরহুম সোহরাওয়ার্দীর কন্যা বেগম আখতার সোলায়মান, জামাতা জনাব আহমদ সোলায়মান, নাতনী মিস মুন্নী, শেখ মুজিবর রহমান, মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, জনাব জহির উদ্দিন, হাফেজ হাবিবুর রহমান, জনাব তাজুদ্দিন আহমদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এইদিন বিপুলসংখ্যক লোক মাজার জিয়ারত করেন।

অদ্যকার কর্মসূচী

অদ্য (রবিবার) মৃত্যুবার্ষিকী দিবসের কর্মসূচী নিম্নরূপঃ

সকাল সাড়ে ৭ টায় মাজার জিয়ারত; সকাল সাড়ে ১০টায় বেগম আখতার সোলায়মান কর্তৃক আলোকচিত্র প্রদর্শনী উদ্বোধন; বিকাল সাড়ে ৪টায় খতমে- কোরান শেষে মোনাজাত এবং সন্ধ্যা ৬টায় মরহুমের জীবনের উপর আলোচনাসভা। আলোচনাসভায় সভানেত্রীত্ব করিবেন বেগম সুফিয়া কামাল এবং প্রধান অতিথির আসনগ্রহণ করিবেন ডঃ কুদরত-ই-খুদা। প্রবন্ধ পাঠ করিবেন ‘ইত্তেফাক’ সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেন। পশ্চিম পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ নেতা মালিক গোলাম জিলানীও এই আলোচনাসভায় বক্তৃতা দান করিবেন। মালিক গোলাম জিলানী গত শুক্রবার রাতে ঢাকা পৌছেন।

আগামীকল্যকার কর্মসূচী

আগামীকল্য (সোমবার) নিম্নোক্ত কর্মসূচী পালিত হইবে : সকাল ১০ টায় মাজার প্রাঙ্গণে খাওয়া-দাওয়া।

ক্ষুদ্রায়তন স্মৃতি সৌধের নির্মাণ সমাপ্ত

জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মাজারের উপর যে ক্ষুদ্রায়তন স্মৃতিসৌধের নির্মাণকার্য সম্প্রতি শুরু হয়, গতকল্য উহার নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। মাজারের চারপাশ পাথর দিয়া ঘেরা হইয়াছে। উপরে ছোট গম্বুজের ব্যবস্থা আছে।

ছাত্রলীগের কর্মসূচী

গতকল্য ইকবাল হল ক্যাফেটেরিয়ায় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের ঢাকা শহরস্থ কর্মীদের একসভা পরিতোষ দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অদ্য সকালে জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মাজারে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও মোনাজাত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জীবনী সম্পর্কে আগামী ১০ই ডিসেম্বর একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সংবাদ

৬ই ডিসেম্বর ১৯৬৫

সোহরাওয়ার্দী মৃত্যুবার্ষিকীর শপথ

গণতান্ত্রিক আদর্শের শিক্ষা অবিচল রাখিতে হইবে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

“গণতন্ত্রের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা অবিচল রাখিতে হইবে” গতকল্য (রবিবার) পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মাজারে সমবেত জনতা উপরোক্ত দৃঢ়সংকল্প ঘোষণা করেন।

গতকল্য সারাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়। সারাদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মরহুম নেতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এইদিন ঢাকাতে ভোর হইতে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নেতা ও কর্মীগণ, ছাত্র ও জনসাধারণ মরহুম সোহরাওয়ার্দীর মাজার জিয়ারত করিতে আসেন এবং পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। সকাল হইতেই মাজার প্রাঙ্গণে কোরান তেলাওয়াত চলে।

সকাল সাড়ে দশটায় মাজার প্রাঙ্গণে মরহুম সোহরাওয়ার্দীর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিকের উপর গৃহীত আলোকচিত্রের এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। সোহরাওয়ার্দীর কন্যা বেগম আখতার সোলেমান এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। বহুসংখ্যক লোক এই প্রদর্শনী দর্শনের জন্য ভীড় জমায়।

আলোচনাসভা

সন্ধ্যায় মাজার প্রাঙ্গণে এক মনোজ্ঞ আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে মরহুম সোহরাওয়ার্দীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন অব্যাহত রাখার জন্য সঙ্কল্প ঘোষণা করা হয়।

সভায় মরহুমের জীবনের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ কুদরত-ই-খুদা, দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদক জনাব তোফাজ্জল হোসেন, আওয়ামী লীগ নেতা জনাব মালিক গোলাম জিলানী, শেখ মুজিবুর রহমান ও জনাব আবদুস সালাম। সভায় সভানেত্রীত্ব করেন কবি সুফিয়া কামাল।

ডঃ কুদরত-ই-খুদা

সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডঃ কুদরত-ই-খুদা বলেন, আত্মচেতনার সার্থক অভিব্যক্তি ঘটিয়াছিল মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জীবনে। আত্মচেতনাই একটি জাতির জাগরণের মূল উৎস। তিনি বলেন, শৈশব হইতে সোহরাওয়ার্দীর ন্যায়ের প্রতি একান্ত বিশ্বাস ছিল। তাই তিনি তাঁহার সমস্ত জীবন ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন।

তোফাজ্জল হোসেন

সভায় এক লিখিত প্রবন্ধ পাঠ প্রসঙ্গে মরহুম সোহরাওয়ার্দীর ঘনিষ্ঠ সহচর দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদক জনাব তোফাজ্জল হোসেন বলেন যে, মরহুম সোহরাওয়ার্দী ছিলেন সত্যিকারের জনগণের নেতা। জনসাধারণ ছিল তাঁহার সকল প্রেরণা, কর্মোদ্যোগ ও শক্তির উৎস। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সোহরাওয়ার্দীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বলেন যে, মরহুম সোহরাওয়ার্দী ছিলেন গণতন্ত্রের অতন্ত্র সাধক। এই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সংগ্রাম চালাইয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন যে,

মরহুম সোহরাওয়ার্দী সাম্প্রদায়িকতার পরিবর্তে জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতেই কর্মোদ্যোগ গ্রহণে অধিক আগ্রহী ছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি একক ও অখণ্ড পাকিস্তানী জাতীয়তার ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে জনাব তোফাজ্জল হোসেন যুক্ত নির্বাচনের জন্য জনাব সোহরাওয়ার্দীর ভূমিকা আলোচনা করেন।

মালিক গোলাম জিলানী

পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নেতা মালিক গোলাম জিলানী তাঁহার বক্তৃতায় জনসাধারণকে মরহুম সোহরাওয়ার্দীর আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করিতে আহ্বান জানান।

জনাব জিলানীও তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতায় গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জনাব সোহরাওয়ার্দীর অবদানের কথা উল্লেখ করেন। এই প্রসঙ্গে জনাব জিলানী মরহুমের গৃহীত পররাষ্ট্রনীতির কথা আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, জনাব সোহরাওয়ার্দী যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতেন তবে পাকিস্তানকে সাহায্যদানের জন্য যে দেশই অগ্রসর হইত উহার সাহায্য তিনি গ্রহণ করিতেন।

শেখ মুজিবুর রহমান

সভায় এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, মরহুম সোহরাওয়ার্দীর প্রদর্শিত পথে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিতে হইবে। তিনি বলেন যে, মরহুম সোহরাওয়ার্দী জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম চালাইয়া গিয়াছেন এবং বহু ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন।

বেগম সুফিয়া কামাল সভানেত্রীর ভাষণে

সভানেত্রীর ভাষণে বেগম সুফিয়া কামাল হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আদর্শ ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিফলিত করিবার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। বেগম সুফিয়া কামাল মরহুমের স্মৃতি রক্ষার জন্য গরীব-মেধাবী ছাত্রদিগকে বৃত্তিদান অথবা কোন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করার জন্য স্মৃতি রক্ষা কমিটির প্রতি আবেদন জানান।

দৈনিক ইত্তেফাক

৮ই ডিসেম্বর ১৯৬৫

জনাব খালেকের মৃত্যুতে শেখ মুজিবের শোক

সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য যশোরের খ্যাতনামা এ্যাডভোকেট ও যশোর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আব্দুল খালেকের মৃত্যু সংবাদে শেখ মুজিবুর রহমান শোকবিহ্বল হইয়া পড়েন। তিনি জনাব খালেকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং মরহুমের পরিবার-

পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। প্রাদেশিক পরিষদের ডেপুটি স্পীকার জনাব মসিহুল আজমও জনাব খালেকের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। তিনি মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৭ই ডিসেম্বর ১৯৬৫

শেখ মুজিবের চট্টগ্রাম যাত্রা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গত ১৪ই ও ১৫ই ডিসেম্বরের ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকা সফরকল্পে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী সমভিব্যাহারে গতকল্য বৃহস্পতিবার বিকালে মোটরযোগে চট্টগ্রাম রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা দুর্গত এলাকায় ঝটিকা সফর করিবেন এবং ক্ষতির পরিমাণের প্রাথমিক হিসাব নিতে চেষ্টা করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৮ই ডিসেম্বর ১৯৬৫

শেখ মুজিবের কক্সবাজার গমন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (শুক্রবার) ঢাকায় প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়াছে যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান, আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এম, এ, আজিজ এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী সমভিব্যাহারে গতকল্য কক্সবাজার গমন করেন। গতকল্য তাঁহারা চট্টগ্রাম প্রত্যাবর্তন করেন। অদ্য (শনিবার) লঞ্চ পাইলে তাঁহারা সোনাদিয়া ও মহেশখালী গমন করিবেন। তথায় আওয়ামী লীগ কর্মীরা রিলিফসামগ্রী বিতরণ করিবেন। তাঁহারা কক্সবাজার, মহেশখালী, টেকনাফ, কুতুবদিয়া, সোনাদিয়া প্রভৃতি দুর্গত এলাকা সফর করিবেন এবং দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করিবেন। তাঁহারা ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করিবেন।

সংবাদ

১৮ই ডিসেম্বর ১৯৬৫

শেখ মুজিবের চট্টগ্রাম যাত্রা

ঢাকার আরেক খবরে পি, পি, এ বলেন, ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবর রহমান অদ্য অপরাহ্নে মোটরযোগে চট্টগ্রাম রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরীও তাহার সহিত রহিয়াছেন।

আজাদ

২১শে ডিসেম্বর ১৯৬৫

ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে শেখ মুজিব

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য সোমবার একটি বিবৃতি মারফত সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়ে চট্টগ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিকে “চরম পীড়িত” এলাকা ঘোষণা করিয়া জাতীয় জরুরী অবস্থার মত অবস্থা মোকাবেলা করিবার জন্য সরকারের নিকট অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

তিনি সরকারের নিকট ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার জনসাধারণকে সাহায্য ও বিনামূল্যে পূর্ণ রেশনদানের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করেন। জনাব রহমান বিবৃতিতে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার জনসাধারণকে সকল প্রকার কর হইতে অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহতি, চাষীদের গরু ও চাষের সরঞ্জাম এবং মৎস্যজীবীদের নৌকা ও জাল প্রদানের ব্যবস্থা করিবার জন্যও সরকারের নিকট অনুরোধ জানাইয়াছেন।

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করিয়া ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পর প্রদত্ত এই বিবৃতিতে জনাব মুজিবর রহমান বলেন যে, ঘূর্ণিঝড়ে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেও ভাসমান মানুষের উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা না থাকায় বহুলোক দীর্ঘ সময় প্রতিকূলতার সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ হারাইয়াছেন। তিনি বলেন, উদ্ধার ব্যবস্থা সময়মত পরিচালনা করিলে বহু জীবন রক্ষা পাইত।

আওয়ামী লীগের সম্পাদক বিবৃতিতে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার সহিত যাতায়াত ব্যবস্থার অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ইহার ফলে বেসরকারী সাহায্য প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা ও সাহায্য দ্রব্য প্রেরণে অসুবিধা হইতেছে।

পরিশেষে তিনি পাকিস্তানের বিভবান ব্যক্তিদের এবং বিশ্বের সকল জাতির নিকট সাহায্যের আহ্বান জানান।

দৈনিক ইত্তেফাক

২১শে ডিসেম্বর ১৯৬৫

বাত্যা-উপদ্রুত এলাকা সফরান্তে শেখ মুজিবরের জিজ্ঞাসা
দীর্ঘ ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেও অনুসন্ধানী দল প্রেরিত না হওয়ার কারণ কি?
জাতীয় জরুরী অবস্থার পর্যায়ে গণ্য করিয়া পরিস্থিতি মোকাবিলার
যথাযোগ্য ব্যবস্থা দাবী

চট্টগ্রামের ঘূর্ণিবাত্যা দুর্গত এলাকা সফর শেষে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়া গতকল্য (সোমবার) সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, ১৯৫৯ সাল হইতে কয়েকবার প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিবাত্যা ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস পূর্ব পাকিস্তানে আঘাত হানিয়া বহুলোক ও সম্পদ বিনষ্ট করিয়াছে এবং প্রদেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু ইহা খুবই পরিতাপের বিষয় যে, উপকূলবর্তী এই সকল এলাকা ও দ্বীপসমূহের জনসাধারণের দুর্গতি লাঘবে কার্যকরী কোন পরিকল্পনা গৃহীত হয় নাই। এমনকি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও সরকারের মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাও করা হয় নাই।

শেখ মুজিবর রহমান এবারকার ঘূর্ণিবাত্যায় ধ্বংসলীলাকে নজিরহীন আখ্যায়িত করিয়া জাতীয় আপদের ভিত্তিতে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য সরকারের নিকট আহ্বান জানান।

তিনি দেশী-বিদেশী বিভবানদের নিকট দুর্গতদের সাহায্যে আগাইয়া আসারও অনুরোধ করেন।

বিবৃতিতে শেখ মুজিবর রহমান বলেনঃ গত ১৪ই ও ১৫ই ডিসেম্বর রাতে ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, শ্রম সম্পাদক জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী এবং চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব এম, এ, আজীজ সমভিব্যাহারে আমি সফর করিয়া গতরাতে (রবিবার) ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়াছি। এবারকার প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে টেকনাফ, উখিয়া, রামু, কক্সবাজার, চকোরিয়া, মহেশখালী ও সাতকানিয়া থানা এলাকা সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তবে, এবারকার এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ নজিরহীন এবং জীবন ও সম্পদের ক্ষতিও সর্বাপেক্ষা বেশী।

বিভিন্ন পত্রিকায় ক্ষয়-ক্ষতির যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, উহা মোটেই অতিরঞ্জিত নহে বলিয়া মনে হয়। দূরবর্তী দ্বীপ এলাকার সহিত যোগাযোগ না থাকায় ধন ও প্রাণের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে।

স্থানীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মীরা এবং সরকারী কর্মচারীরা দুর্গতদের সাহায্য প্রেরণে চেষ্টার ত্রুটি করিতেছেন না। কিন্তু ঘটনার এক সপ্তাহ পরেও পরিবহন সমস্যা উক্ত প্রচেষ্টা ব্যাহত করিতেছে। বেসরকারী

লোকদের পরিবহন সমস্যা আরও জটিল। সাহায্যসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া উহা দুর্গতদের জন্য প্রেরণ এবং ক্ষয়-ক্ষতির প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের জন্য তাহারা কোন যানবাহন পাইতেছেন না। সবচাইতে দুঃখের ব্যাপার এই যে, দুর্ঘটনায় ৪৮ ঘণ্টা পরেও ভাসমান লোককে উদ্ধার করার জন্য কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই। এইরূপ নির্ভরযোগ্য সংবাদও পাওয়া গিয়াছে যে, ঘূর্ণিবাত্যার ৭২ ঘণ্টা পরও বাঁচার জন্য প্রাণপণ সংগ্রামরত লোককে প্রচণ্ড ঢেউয়ে তীরে লইয়া আসার পর উদ্ধার করা হইয়াছে। প্রকাশ, গতকল্য এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশের গভর্ণর জানাইয়াছেন যে, ভাল পোশাক পরিহিত একজন সুদর্শন যুবকের লাশ উদ্ধার করা হইয়াছে। উহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মৃত্যুর পূর্বে উক্ত যুবক বাঁচার জন্য অন্তত ৯৬ ঘণ্টা সংগ্রাম করিয়াছে।

প্রথম সুযোগেই ১৫ই ডিসেম্বর পূর্বাঞ্চে গভর্ণর ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সফরে গিয়াছেন। বেসরকারী মালিকানার যন্ত্রচালিত নৌযান হুকুমদখল করিয়া, সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং পাকিস্তান নৌবাহিনীর চট্টগ্রাম ইউনিটের সকল নৌযান লইয়া অনুসন্ধান পার্টি গঠনের জন্য গভর্ণর নির্দেশ দিয়াছেন কিনা, জানি না। যথাসময়ে এবং একাত্মভাবে উদ্ধার কার্য পরিচালিত হইলে ঘূর্ণিঝড়ের কয়েকদিন পরেও জীবন বাঁচানোর জন্য সংগ্রামরত মুমূর্ষ বহুলোককে বাঁচান সম্ভব হইত।

১৯৫৯ সাল হইতে কয়েকবার প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস প্রদেশকে আঘাত হানিয়াছে এবং প্রদেশের বহুলোক ও সম্পদ ধ্বংস করিয়া অর্থনীতিকে পঙ্গু করিয়া দিয়াছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে উপকূলবর্তী এলাকা ও দ্বীপসমূহের জনগণ যে অপরিসীম দুর্দশার সম্মুখীন হয়, উহা লাঘব করার জন্য কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই। এমনকি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও সরকারের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করারও কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। গভর্ণরের মুখেই এই দুঃখজনক পরিস্থিতির স্বীকৃতি মিলিয়াছে। প্রকাশ, গভর্ণর বলিয়াছেন যে, এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করার মত কক্সবাজারে কোন ওয়ারলেস সেট ছিল না।

অতীতের ন্যায় এবারও শাসনযন্ত্রের উচ্চপর্যায়ের কিছু লোকের মধ্যে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ও মৃত্যু সংখ্যা কম করিয়া দেখানোর প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়াছে—যদিও এই দুর্যোগের জন্য তাহারা দায়ী নহেন। এই সকল মহল দফায় দফায় ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ প্রকাশ করিতেছেন। মনে হয় যেন একসঙ্গে ক্ষয়-ক্ষতির তথ্য প্রকাশ করা হইলে তাহাদের সুনাম নষ্ট হইবে। এই ধরনের ন্যাকারজনক মনোভাব নিজেদের দুঃখ-দুর্দশার স্বীকৃতি লাভে উদগ্রীব দুর্গতদের লইয়া তামাসা করার সামিল। প্রাণহানী সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের জন্য সকল মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব নহে বিধায় সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসংখ্যা সম্পর্কে তদন্তের উপর ভিত্তি করিয়া প্রাণহানী সম্পর্কে তথ্য জ্ঞাত হওয়াই যথার্থ পন্থা।

এ ব্যাপারে বাদানুবাদের সৃষ্টি না করার জন্য আমি সকলের প্রতি অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি। কেননা উহাতে দুর্গতদের কোন লাভ হইবে না। বর্তমান মুহূর্তে সকল মহল হইতে সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য প্রেরণ করাই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন। দুর্গত এলাকাকে ‘সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা’ ঘোষণা করার জন্য আমি সরকারের নিকট আহ্বান জানাইতেছি এবং জাতীয় দুর্যোগের ভিত্তিতে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।

এই প্রচণ্ড শীতের দিনে খাদ্যের পরেই বস্ত্রের প্রয়োজন। তাই উভয়বিধ সাহায্য প্রেরণ করা দরকার। উল্লিখিত সাহায্যের সাথে মেডিক্যাল সাহায্যও প্রেরণ করা প্রয়োজন। এই সঙ্গে আমি দুর্গত এলাকায় বিনামূল্যে খাদ্যদান, পূর্ণাঙ্গ রেশনপ্রথা চালু, সুদিন না আসা পর্যন্ত খাজনা ও কর মওকুফ, কৃষকদের গবাদিপশু ও কৃষি উপকরণ সরবরাহ এবং জেলেদের জাল ও নৌকা সরবরাহ করার জন্য আবেদন জানাইতেছি। এই প্রসঙ্গে আমি সকল জাতি এবং বিশেষ করিয়া পাকিস্তানের বিভাগশালীদের সর্বপ্রকার সাহায্য লইয়া অবিলম্বে দুর্গত ভাইদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আবেদন জানাইতেছি।

সংবাদ

২২শে ডিসেম্বর ১৯৬৫

শেখ মুজিবরের সফর

ঝাড়ের ৪৮ ঘণ্টা পরও কোন উদ্ধার অভিযান শুরু হয় নাই

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গত সোমবার চট্টগ্রামের বন্যাবিক্ষস্ত এলাকা সফরান্তে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়া পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান সংবাদপত্রে প্রকাশার্থ এক বিবৃতিতে বলেন যে, বাত্যা ও জলোচ্ছ্বাসে বিস্তীর্ণ এলাকার ক্ষয়-ক্ষতির যে বিবরণ খবরের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে, উহা আদৌ অতিরঞ্জিত নহে।

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার সহিত এখনও স্বাভাবিক যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হওয়ার ফলে ক্ষতির পরিমাণ এখনও সঠিকভাবে পরিমাপ করা সম্ভব হইতেছে না।

যাতায়াতের অসুবিধার দরুন সাহায্য প্রেরণের কাজ বিঘ্নিত হইতেছে। স্থানীয় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, রাজনৈতিক ও সমাজকর্মীরা সাধ্যমত রিলিফসামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু যানবাহনের অভাবে এগুলি যথাস্থানে পৌছাইতে সক্ষম হইতেছে না।

জনাব মুজিবর রহমান বলেন যে, বাত্যার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কোন উদ্ধার অভিযান শুরু করা হয় নাই। “অনেকেই মৃত্যুর সহিত ৩/৪ দিন ক্রমাগত

ডুবিয়া পরিশেষে উদ্ধারকারী দলের সাহায্যের অভাবে শেষরক্ষা করিতে পারেন নাই। সময়মত উদ্ধার অভিযান পরিচালিত হইলে প্রাণহানির সংখ্যা হ্রাস করা সম্ভব হইত।

জনাব রহমান দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, কক্সবাজার কর্তৃপক্ষের ব্যবহারের জন্য কোন ওয়ারলেস সেট ছিল না।

১৯৫৯ সাল হইতে বাত্যা ও জলোচ্ছ্বাসের পৌনঃপুনিক আক্রমণ সত্ত্বেও সমুদ্র উপকূলবর্তী লক্ষ লক্ষ মানুষের দুর্দশা লাঘবের কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অদ্যাবধি গৃহীত না হওয়ায় জনাব রহমান গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন।

তিনি বার্তা বিধ্বস্ত স্থানসমূহকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘোষণা করিয়া অবিলম্বে পূর্ণ রেশনিং ব্যবস্থা চালু, খয়রাতী সাহায্য, বস্ত্র ও ঔষধপত্রাদি প্রেরণ ও খাজনা-ট্যাক্স আদায় স্থগিত রাখার জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানান।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৩শে ডিসেম্বর ১৯৬৫

অদ্য শেখ মুজিবরের রষ্ট্রদ্রোহিতা মামলা

(স্টাফ রিপোর্টার)

অদ্য (বৃহস্পতিবার) ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার জনাব বি, আলমের আদালতে আওয়ামী লীগ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত ১২৪-ক ধারার (রষ্ট্রদ্রোহিতা) মামলার সওয়াল-জবাব হইবে।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৭শে ডিসেম্বর ১৯৬৫

প্রেসিডেন্টের সহিত বিরোধী দলীয় নেতাদের বৈঠক

(স্টাফ রিপোর্টার)

গত শনিবার সকালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ঢাকাস্থ প্রেসিডেন্ট ভবনে পূর্ব পাকিস্তানের বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। এক ঘণ্টারও অধিককাল স্থায়ী এই বৈঠকে বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, দুর্নীতি দমন, দেশের দুই অংশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ প্রেসিডেন্টের সহিত খোলাখুলি আলোচনা করেন। এই আলোচনায় বিরোধী দলের যে নেতৃবৃন্দ শরীক হন, তাঁহারা হইলেন জনাব নূরুল আমীন, জনাব আতাউর

রহমান খান, মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, শেখ মুজিবর রহমান, জনাব আবু হোসেন সরকার, জনাব হামিদুল হক চৌধুরী, জনাব আবদুস সালাম খান, জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী, জনাব শাহ আজিজুর রহমান, জনাব মাহমুদ আলী, জনাব জহীরুদ্দীন, জনাব তাজুদ্দীন আহমদ, জনাব ফরিদ আহমদ, খাজা খয়েরুদ্দীন, জনাব শফিকুল ইসলাম, জনাব আবুল কাসেম, খাজা আহসানউল্লাহ, মওলানা আবদুর রহীম, জনাব আবদুল মালেক উকিল ও জনাব আসাদুজ্জামান খান।

সরকারপক্ষে এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন গভর্ণর জনাব আবদুল মোনেম খান, কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার দফতরের মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন, কেন্দ্রীয় যোগাযোগমন্ত্রী খান এ, সবুর, কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আলতাফ হোসেন, প্রাদেশিক শিল্পমন্ত্রী দেওয়ান আবদুল বাসেত ও প্রাদেশিক কৃষিমন্ত্রী জনাব ফকির আবদুল মান্নান।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, শনিবারের এই আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য মওলানা ভাসানীসহ “ন্যাপ” নেতৃবৃন্দ যথারীতি আমন্ত্রিত হইলেও তাঁহাদের কেহই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহাদের এই অনুপস্থিতির কারণ জানা যায় নাই।

পরবর্তী পর্যায়ে, গতকল্য সন্ধ্যার পর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব এন-ডি-এফ নেতৃবৃন্দের সহিত পৃথকভাবে আর একদফা আলোচনা করেন। জনাব আতাউর রহমান খান, জনাব হামিদুল হক চৌধুরী, জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী ও জনাব মাহমুদ আলী এই আলোচনায় শরীক হন। জনাব নূরুল আমীনেরও এই বৈঠকে শরীক হওয়ার কথা থাকিলেও আকস্মিক অসুস্থতার দরুন তিনি শরীক হইতে পারেন নাই।

গতকল্যকার এই আলোচনাকালে গভর্ণর জনাব আবদুল মোনেম খানও উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৭শে ডিসেম্বর ১৯৬৫

অদ্য শেখ মুজিবরের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার শুনানী

(স্টাফ রিপোর্টার)

অদ্য (সোমবার) ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এ, মালেকের এজলাসে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা আইনের ৭(৩) ধারা অনুযায়ী আনীত ‘রাষ্ট্রদ্রোহ’ মামলার শুনানী হইবে।

২৯শে ডিসেম্বর (বুধবার) ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার জনাব বি, আলমের এজলাসে শেখ মুজিবরের বিরুদ্ধে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারা অনুযায়ী আনীত আর একটি দেশদ্রোহ মামলার সওয়াল-জওয়াব হইবে।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৯শে ডিসেম্বর ১৯৬৫

অদ্য শেখ মুজিবরের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার সওয়াল জবাব

(স্টাফ রিপোর্টার)

অদ্য (বুধবার) ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার জনাব বি, আলমের এজলাসে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারা অনুযায়ী আনীত দেশদ্রোহ মামলার সওয়াল জবাব হইবে।

দৈনিক ইত্তেফাক

৩০শে ডিসেম্বর ১৯৬৫

শেখ মুজিবরের রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার সওয়াল-জবাব সমাপ্ত

৪ঠা জানুয়ারী রায় দানের তারিখ ধার্য

(কোর্ট রিপোর্টার)

গতকল্য (বুধবার) ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার জনাব এম, বি, আলমের কোর্টে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে আনীত মামলার সওয়াল-জবাব সমাপ্ত হয়।

পাবলিক প্রসিকিউটর জনাব আলীম সরকারপক্ষ হইতে সওয়াল-জবাব শুরু করেন। তিনি শেখ মুজিবরের সংশ্লিষ্ট বক্তৃতার আপত্তিকর বক্তৃতাটি আদালতে পেশ করেন। তিনি বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমান এই বক্তৃতার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আইনতঃ প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণের মনে বিদ্বেষের সৃষ্টি করিয়াছেন। পাবলিক প্রসিকিউটর জনাব আলীম প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল সওয়াল-জবাব করেন। তিনি বলেন যে, সরকার বিরোধী এইসব উক্তি আইনতঃ দণ্ডনীয়।

১৯৬৪ সালের ১৫ই ডিসেম্বর ঢাকার আউটার স্টেডিয়ামে জননেতা জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুতে আহুত শোক সভায় শেখ মুজিবর রহমানের বক্তৃতা আইনতঃ প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজিত ও তাহাদের মনে ঘৃণা ও ঘৃণা সৃষ্টি করিয়াছে অথবা

করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে-এই মর্মে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অনুমোদনক্রমে ঢাকার তৎকালীন পুলিশ সুপার জনাব মোহাম্মদ ইসা এক অভিযোগ আনয়ন করিলে এই মামলার সূত্রপাত হয়।

আসামীর পক্ষের প্রধান আইনজীবী জনাব আবদুস সালাম খান তাঁহার সওয়াল-জবাব প্রসঙ্গে বলেন যে, মরহুম জননেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তান আন্দোলনের অগ্রদূত ছিলেন। তাঁহারই নেতৃত্বের দরুন একমাত্র বাংলাদেশেই পাকিস্তান ইস্যুর উপর মুসলিম লীগ বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করিয়া সরকার প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয়। অথচ পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতীক মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দীকেই বৃদ্ধ বয়সে বিনাবিচারে কারাভোগ করিতে হয়। ফলে তাঁহার স্বাস্থ্যের দারুণ অবনতি ঘটে, স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য তিনি বিদেশ যান এবং সেখানে মারা যান। শেখ মুজিবুর রহমান এই মহান নেতার ২০ বৎসর যাবৎ বিশ্বস্ত সহচর ও প্রিয়পাত্র ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তিনি তাঁহার মৃত্যুতে শোকাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই শোকসভায় তিনি তাঁহার বক্তৃতায় যাহা কিছু বলিয়াছেন উহা নেতার মৃত্যুতে শোকাভিভূত ভক্তের আবেগপূর্ণ আক্ষেপের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। উহা শুনিয়া শ্রোতারা শোকাভিভূত হইয়াছে মাত্র, তাহাদের মনে অন্য কোন ভাব জাগে নাই।

দৈনিক ইত্তেফাক
৪ঠা জানুয়ারী ১৯৬৬
অদ্য শেখ মুজিবরের রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার রায়
(স্টাফ রিপোর্টার)

অদ্য (মঙ্গলবার) ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার জনাব এম, বি আলমের কোর্টে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে আনীত মামলার রায় দেওয়া হইবে।

১৯৬৪ সালের ১৫ই ডিসেম্বর ঢাকার পল্টন ময়দানে জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুতে আহৃত শোকসভায় প্রদত্ত শেখ মুজিবের এক বক্তৃতায় আপত্তি দর্শাইয়া ঢাকার তদানীন্তন পুলিশ সুপার জনাব মোহাম্মদ ইসা এক অভিযোগ আনয়ন করিলে এই মামলার সূত্রপাত হয়। গত ২৯ শে ডিসেম্বর এই মামলার সওয়াল জবাব সমাপ্ত হয়।

Dawn
6th January 1966
Case against Mujib: judgment on Jan 10

DACCA, Jan 5: Mr M. B. Alam, Additional Deputy Commissioner of Dacca, has postponed the announcement of judgement in the sedition case against Sheikh Mujibur Rahman of the Awami League, to Jan 10. He was to deliver the judgement today.

Sheikh Mujib was prosecuted under sedition charge for a speech made by him at a meeting here on Dec 1, 1963. —PPA.

দৈনিক ইত্তেফাক
৬ই জানুয়ারী ১৯৬৬
শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা আইনের মামলা
২৯শে জানুয়ারী পরবর্তী তারিখ ধার্য
(কোর্ট রিপোর্টার)

গতকল্য (বুধবার) ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এম এ মালিকের কোর্টে পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা আইনে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত মামলায় সরকারপক্ষের প্রদত্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনে যৌক্তিকতার উপর সওয়াল-জবাব অনুষ্ঠিত হয়। সওয়াল-জবাব প্রসঙ্গে সরকারপক্ষ হইতে শেখ মুজিবর রহমানের আপত্তিকর বলিয়া কথিত বক্তৃতাটির কয়েকটি অংশের উদ্ধৃতি দিয়া বলা হয় যে, উহা নিঃসন্দেহে আইনের দৃষ্টিতে অপরাধমূলক এবং উহা প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় সাক্ষ্যপ্রমাণ কোর্টে উপস্থিত করা হইয়াছে।

অতএব, পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা আইনের ৭(৩) ধারামতে অভিযোগ গঠন করিয়া শেখ মুজিবরের বিচার হওয়া উচিত। আসামীপক্ষ হইতে বলা হয় যে, শেখ মুজিবরের সম্পূর্ণ বক্তৃতা আদালতে উপস্থিত করা হয় নাই। তাই বক্তার বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ ব্যতিরেকে উহার বিচার করা সম্ভব হয় নাই। তদুপরি শেখ মুজিবরের যে বক্তৃতার অংশবিশেষ কোর্টে উপস্থিত করা হইয়াছে, উহাতে আপত্তিকর কিছু নাই। ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালানোর এবং উহার জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা একটি গণতান্ত্রিক দেশে অপরাধমূলক কার্য হইতে পারে না। উভয়পক্ষের সওয়াল-জবাব শুনিবার পর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব শেখ মুজিবরের বিরুদ্ধে এই মামলার অভিযোগ গঠন করিয়া বিচার করা হইবে কি হইবে না, এই মর্মে সিদ্ধান্ত দানের জন্য আগামী ২৯শে জানুয়ারী মামলার পরবর্তী তারিখ ধার্য করেন। সরকারপক্ষে সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর জনাব বখত ও আবুল হোসেন, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, খোন্দকার মাহবুব হোসেন মামলা পরিচালনা করেন।

সংবাদ
৭ই জানুয়ারী ১৯৬৬
শেখ মুজিবের মামলার শুনানী

গত বুধবার ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এম, এ, মালিকের কোর্টে পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা আইনে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত মামলায় সরকারপক্ষের প্রদত্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনে যৌক্তিকতার উপর সওয়াল জবাব অনুষ্ঠিত হয়।

সওয়াল-জবাব প্রসঙ্গে সরকারপক্ষ হইতে শেখ মুজিবর রহমানের আপত্তিকর বলিয়া কথিত বক্তৃতাটির কয়েকটি অংশের উদ্ধৃতি দিয়া বলা হয় যে, উহা নিঃসন্দেহে আইনের দৃষ্টিতে অপরাধমূলক এবং উহা প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় সাক্ষ্যপ্রমাণ কোর্টে উপস্থিত করা হইয়াছে। অতএব পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা আইনের ৭(৩) ধারামতে অভিযোগ গঠন করিয়া শেখ মুজিবরের বিচার হওয়া উচিত।

আসামীপক্ষ হইতে বলা হয় যে, শেখ মুজিবরের সম্পূর্ণ বক্তৃতা আদালতে উপস্থিত করা হয় নাই। তাই বক্তার বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ ব্যতিরেকে উহার বিচার করা সম্ভব নয়। তদুপরি শেখ মুজিবরের যে বক্তৃতার অংশবিশেষ কোর্টে উপস্থিত করা হইয়াছে, উহাতে আপত্তিকর কিছু নাই। ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালানো এবং উহার জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা একটি গণতান্ত্রিক দেশে অপরাধমূলক কার্য হইতে পারে না।

উভয়পক্ষের সওয়াল জবাব শুনিবার পর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব শেখ মুজিবরের বিরুদ্ধে এই মামলার অভিযোগ গঠন করিয়া বিচার করা হইবে কি হইবে না এই মর্মে সিদ্ধান্ত দানের জন্য আগামী ২৯শে জানুয়ারী মামলার পরবর্তী তারিখ ধার্য করেন।

সরকারপক্ষে সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর জনাব বখত ও আসামীপক্ষে আইনজীবী মেসার্স আবুল হোসেন, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ও খোন্দকার মাহবুব হোসেন মামলার পরিচালনা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
১০ই জানুয়ারী ১৯৬৬
অদ্য শেখ মুজিবের মামলার রায়
(স্টাফ রিপোর্টার)

অদ্য (সোমবার) এ, ডি, সি জনাব এম, বি, আলমের আদালতে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার রায় দেওয়া হইবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৩ই জানুয়ারী ১৯৬৬
২৮শে জানুয়ারী মুজিবের রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার রায়
(স্টাফ রিপোর্টার)

আগামী ২৮শে জানুয়ারী (শুক্রবার) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার জনাব এম, বি, আলমের এজলাসে বিচারাধীন রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার রায় প্রদত্ত হইবে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ইতিপূর্বে ৪ঠা ও ১০ই জানুয়ারী মামলার রায় প্রদানের দিন ধার্য হইয়াছিল ; কিন্তু আদালত উক্ত দুই তারিখেই রায়দান স্থগিত রাখেন।

দৈনিক পাকিস্তান
১৩ই জানুয়ারী ১৯৬৬
ভারত একজন মহান নেতাকে হারাইল

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মিঃ লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়।

এপিপি'র খবরে প্রকাশ, গত মঙ্গলবার প্রাদেশিক মুসলিম লীগের এডহক কমিটির এক জরুরী বৈঠকে গৃহীত এক প্রস্তাবে মিঃ শাস্ত্রীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ এবং ভারত পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী মিঃ শাস্ত্রীর শান্তি প্রচেষ্টার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করিবে বলিয়া আশা প্রকাশ করা হয়।

শেখ মুজিবুর রহমান

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মিঃ শাস্ত্রীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং মিঃ শাস্ত্রীর অকাল মৃত্যুতে ভারত একজন মহান নেতাকে হারাইল বলিয়া উল্লেখ করেন। পিপিএ উপরোক্ত সংবাদ পরিবেশন করেন।

আজাদ

১৬ই জানুয়ারী ১৯৬৬

শেখ মুজিব কর্তৃক ছাত্র হত্যার নিন্দা জ্ঞাপন

ঢাকা, ১৫ই জানুয়ারী।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে পুলিশের গুলীবর্ষণের তীব্র নিন্দা করিয়া এক বিবৃতি দিয়াছেন। জনাব মুজিবুর রহমান তাহার বিবৃতিতে বলেন, লাহোরে পুলিশের গুলীবর্ষণে একজন ছাত্র সহ ২ ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যুর সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমি অত্যন্ত মর্মান্বিত হইয়াছি। তিনি বলেন, দেশে যখন শান্তি প্রতিষ্ঠা একান্তভাবে অপরিহার্য, তখন জনগণের, বিশেষ করিয়া ছাত্রসমাজের আস্থা অর্জনের জন্য জুলুমের আশ্রয় গ্রহণ করা নিশ্চয় প্রকৃত পন্থা নহে।

প্রসংগক্রমে আওয়ামী লীগ নেতা ছাত্রদের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা, পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে ১৪৪ ধারা জারী ও অনির্দিষ্ট কালের জন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণার তীব্র নিন্দা করেন। ১৪৪ ধারা প্রত্যাখ্যান ও সকল নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ বন্ধ করিয়া দিয়া স্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টির জন্য তিনি সরকারে প্রতি আবেদন জানান। প্রসংগক্রমে জনাব মুজিবুর রহমান গুলীবর্ষণজনিত ঘটনা সম্পর্কে তদন্তের জন্য হাইকোর্টের একজন বিচারপতিকে লইয়া একটি তদন্ত কমিটির গঠনের দাবী জানান।

তাসখন্দ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টির জন্য তিনি অবিলম্বে দেশের বুক হইতে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারেরও আবেদন জানান।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৬ই জানুয়ারী ১৯৬৬

বিভিন্ন মহল কর্তৃক লাহোরে গুলীবর্ষণের নিন্দা

শেখ মুজিবুর কর্তৃক 'বাহিরে শান্তি, ভিতরে হিংসা' নীতির সমালোচনা
(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন, লাহোরে পুলিশের গুলীতে একজন ছাত্রসহ দুই ব্যক্তির শোকাবহ মৃত্যুর খবরে আমি অত্যন্ত মর্মান্বিত হইয়াছি। শান্তির সন্ধানে

বিদেশে যাইয়া যখন একনিষ্ঠভাবে আলাপ-আলোচনা চালানো হইয়াছে তখন দেশের জনসাধারণকে দ্রুত পরিবর্তনশীল ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে একটা নিজস্ব ও নির্দোষ অভিমত পোষণকারী ছাত্রসমাজকে বুঝানোর জন্য বলপ্রয়োগের নীতি নিশ্চয়ই বাঞ্ছিত পন্থা হইতে পারে না। আমি ছাত্রদের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের এই ধরনের নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে ১৪৪ ধারা জারি এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধের কঠোর নিন্দা জানাই।

দৈনিক পাকিস্তান

১৬ই জানুয়ারী ১৯৬৬

শেখ মুজিব কর্তৃক বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী (স্টাফ রিপোর্টার)

গত বৃহস্পতিবার লাহোর গুলী চালনার ফলে যে গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে, অবিলম্বে সেখানে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনার উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করার জন্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্য শনিবার পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের নিকট দাবী জানাইয়াছেন।

গুলী চালনার ফলে একজন ছাত্রসহ দুই ব্যক্তির মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য তিনি গতকল্য এক বিবৃতি দান করিয়াছেন।

শেখ মুজিবুর রহমান এই ঘটনা সম্পর্কে একজন হাইকোর্ট বিচারপতির নেতৃত্বে বিচার বিভাগীয় তদন্ত অনুষ্ঠানের দাবী জানান।

Morning News

19th January 1966

MUJIB Leaving For Khulna Today

Sheikh Mujibur Rahman Leaving Dacca for Khulna this afternoon by helicopter. He will address a combined extended meeting of the Khulna District and Khulna City Awami League Working Committees immediately after his arrival at Khulna. He will return to Dacca on January 27.

Morning News

20th January 1966

MUJIB Leaves For Khulna Today

Sheikh Mujibur Rahman, the General Secretary of the East Pakistan Awami League, Who was scheduled to leave for Khulna yesterday. Will now leave today by road, reports PPA.

The Awami League Secretary will address a public meeting there and hold a discussion with the workers of the party there. Sheikh Mujib will return here on January 27.

Dawn

21st January 1966

Mujib congratulates Indira Gandhi

DACCA, Jan 20: Sheikh Mujibur Rahman, General Secretary of the East Pakistan Awami League, expressed the hope here today that election of Mrs. Indira Gandhi as new Indian Premier would create better understanding between India and Pakistan.

In a statement released to the Press here today, Sheikh Sahib congratulated her and hoped that she would help remove the causes of affliction which recently overwhelmed the two countries. —PPA.

দৈনিক ইত্তেফাক

২১শে জানুয়ারী ১৯৬৬

শেখ মুজিবের অভিনন্দন

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (বৃহস্পতিবার) আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান মিসেস ইন্দিরা গান্ধীকে ভারতীয় পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা নির্বাচন উপলক্ষে অভিনন্দন জানাইয়াছেন। শেখ মুজিব বলেন যে, মিসেস ইন্দিরা গান্ধী তাঁর পূর্বপুরুষ-বিশেষ করিয়া তাঁহার পিতা মিঃ জওহর লাল নেহরুর বিশ্বজনীনতার সার্থক উত্তরাধিকারী।

পাক-ভারত সম্পর্কের বর্তমান জটিল মুহূর্তে মিসেস গান্ধীকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শেখ মুজিবর রহমান স্বাগত জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, তাঁহার নেতৃত্বে পাক-ভারত সম্পর্কের উন্নয়ন সাধিত হইবে এবং এই দুই দেশের মধ্যে গভীরতর সমঝোতা সৃষ্টির মধ্যদিয়া দুই দেশের মধ্যকার সাম্প্রতিক দুর্ভোগের অবসান হইবে।

শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য মোটরযোগে খুলনা গমন করিয়াছেন। গোপালগঞ্জ মহকুমায়ীণ তাঁহার স্বগ্রাম টুঙ্গিপাড়ায় পিতা-মাতার সঙ্গে ঈদ উদযাপনের পর আগামী ২৭শে জানুয়ারী তিনি ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন।

Morning News

21st January 1966

Mujib Congratulates Indira Gandhi

Sheikh Mujibur Rahman, General Secretary of the East Pakistan Awami, expressed the hope yesterday that election of Mrs. Indira

Gandhi as new Indian premier would create better understanding between India and Pakistan, says PPA.

In a statement released to the press in Dacca. Sheikh Mujib congratulated the new Indian premier Mrs. Indira Gandhi and further hoped that this would also help remove the causes of affliction which recently overwhelmed the two countries.

দৈনিক পয়গাম

২১শে জানুয়ারী ১৯৬৬

শেখ মুজিব কর্তৃক ইন্দিরার নির্বাচন অভিনন্দিত

(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য (বৃহস্পতিবার) আশা প্রকাশ করেন যে, ভারতের নূতন উজিরে আজম হিসাবে মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচন পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হইবে।

গতকল্য এক বিবৃতিতে শেখ সাহেব মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি অভিনন্দন জানাইয়াছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৮শে জানুয়ারী ১৯৬৬

অদ্য শেখ মুজিবরের মামলার রায়

(স্টাফ রিপোর্টার)

অদ্য (শুক্রবার) ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার জনাব এম, বি, আলমের আদালতে আওয়ামী লীগ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত রাষ্ট্রদ্রোহিতা মামলার রায়দান করা হইবে। ইতিপূর্বে জানুয়ারী মাসের ৪ঠা, ১০ই ও ১৭ই তারিখে এই মামলার রায়দান করার কথা ছিল।

শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন

খুলনায় আওয়ামী লীগের সভায় যোগদান এবং গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় পিতা-মাতার সঙ্গে ঈদ উদযাপনের পর শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য (বৃহস্পতিবার) বিকালে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন।

আজাদ

২৯শে জানুয়ারী ১৯৬৬

শেখ মুজিবর রহমান এক বৎসরের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত :

রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার রায় প্রকাশ

ঢাকা, ২৮শে জানুয়ারী।— ঢাকার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এম, বি আলম অদ্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর

রহমানকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া এক বৎসরের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। আওয়ামী লীগ নেতা পাকিস্তান দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ (ক) ধারা ও পূর্ব পাকিস্তান জন-নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স, ১৯৫৮-এর ৭(৩) ধারা মোতাবেক দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত দুইটি অভিযোগের প্রত্যেকটিতে তাঁহাকে এক বৎসর করিয়া কারাদণ্ড দেয়া হয়। সরকারের বিরুদ্ধে ঘণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জনসভায় প্রদত্ত রাষ্ট্রদ্রোহমূলক এক বক্তৃতার অভিযোগে শেখ মুজিবুর রহমানকে অভিযুক্ত করা হয়। জনাব সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুতে দুই বৎসর পূর্বে আয়োজিত এক শোকসভায় তিনি এই বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। বিচারের রায় দানের পর শেখ মুজিবুর রহমানের কৌসুলী অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের আবেদন করিলে ম্যাজিস্ট্রেট উহা না-মঞ্জুর করেন। পরে হাইকোর্টে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে ঘণা ও অসন্তোষ সৃষ্টি হইতে পারে, এইরূপ উক্তি করেন। উপরোক্ত ভাষণের ভিত্তিতে উক্ত মামলা সরকার কর্তৃক উক্ত অতিরিক্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সমীপে দায়ের করিলে জনাব মুজিবুর রহমানকে উক্ত দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

গতকল্য মধ্যাহ্ন বিরতির পর জনাব মুজিবুর রহমানের পক্ষ হইতে হাইকোর্টে জামিনের জন্য এক আবেদনপত্র পেশ করা হয় এবং প্রার্থনা করা হয় যে, যেহেতু জনাব মুজিবুর রহমান উক্ত রায়ের সার্টিফাইড কপি প্রাপ্ত হন নাই এবং তাহা পাইতে কয়েকদিন সময় লাগিবে সেই অবস্থার পরিত্রেক্ষিতে কারাদণ্ডের উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করা পর্যন্ত জনাব মুজিবুরকে জামিনে মুক্তি প্রদান করা হউক।

বিচারপতি জনাব তালুকদার আবেদনকারী জনাব মুজিবুর রহমানের উক্ত প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া জামিনের আদেশ দিয়াছেন।

আবেদনকারীর পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন জনাব আবদুস সালাম খান ও তাঁহাকে সাহায্য করেন জনাব শাহাবুদ্দিন, জনাব নূরুল হক, জনাব আবদুর রব, জনাব মোল্লা জালালুদ্দিন ও জনাব আমিনুল হক।

আজাদ

২৯শে জানুয়ারি ১৯৬৬

হাইকোর্ট কর্তৃক জামিনে মুক্তিদান

(হাইকোর্ট রিপোর্টার)

ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব টি তালুকদার গতকল্য (শুক্রবার) জনাব শেখ মুজিবুর রহমানকে অন্তর্বর্তীকালের জন্য জামিনে মুক্তি দিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, গতকল্য (২৮ শে জানুয়ারী) জনাব মুজিবুর রহমানকে দেশদ্রোহিতার অপরাধে ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (অতিরিক্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট) জনাব এম বি আলম পাকিস্তান দণ্ডবিধি

আইনের ১২৪ (ক) ও পূর্ব পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনের ধারা মোতাবেক এক বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। জনাব মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত মামলায় অভিযোগ করা হয় যে, জনাব সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এক শোক সভায় জনাব মুজিবুর রহমান এক ভাষণদান করেন এবং উক্ত ভাষণে জামিনের আবেদন করা হইলে হাইকোর্ট উহা মঞ্জুর করেন। ম্যাজিস্ট্রেট জামিনের আবেদন না-মঞ্জুর করিলে শেখ মুজিবুর রহমানকে পুলিশের হেফাজতে লইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু হাইকোর্ট কর্তৃক জামিন মঞ্জুর হওয়ার পর তাঁহাকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হয়। -এপিপি

Pakistan Observer

29th January 1966

High Court Grants Bail

Sheikh Mujib convicted

(By Our Court Correspondent)

Sheikh Mujibur Rahman was convicted and sentenced by Mr. B. Alam, Additional Deputy Commissioner, Dacca on Friday, on charge of sedition to undergo simple imprisonment for one year.

He was further convicted and sentenced to undergo simple imprisonment for one year more under East Pakistan Public Safety Ordinance, 1958. Both the sentences run concurrently.

Sheikh Mujib was later granted ad interim bail by Mr. Justice T. Talukder of the Dacca High Court. Sheikh Mujib was released from the Dacca Central Jail in the evening. He was at the jail for four hours.

Earlier after the judgement was pronounced a bail petition on behalf of Sheikh Mujibur Rahman was moved in a jam-packed court. But the Court rejected the bail petition on hearing lawyers of both the sides stating therein that he has no power to grant bail under law.

The prosecution case in brief is that on December 15, 1963, an all-party meeting was held to condole the death of Mr. H. S. Suhrawardy. The outer Stadium meeting was presided over by Mr. Nurul Amin. In the meeting Sheikh Mujibur Rahman was alleged to have delivered a speech, which, according to prosecution, created disaffection, contempt and hatred in the minds of the people against the Government.

The prosecution exhibited some documents in the Court and examined some oral evidences as well.

The Court after discussing the evidences on record found the accused guilty U/S 124A PPC and under Section 7(3) of the Public Safety Ordinance, 1958.

The judgement was delivered at about 11-30 A. M. It contains 27 pages.

Mr. M. A. Alam Public Prosecutor conducted the prosecution case. While Mr. M. A. Salam, Advocate along with other lawyers defended the accused.

The sedition case against Skeikh Mujibur Rahman was started in early 1964. In all eleven witnesses were examined. All the witnesses were called by the prosecution. There was no witness for the defence.

There are four more cases pending against Sheikh Mujibur Rahman.

Dawn

29th January 1966

Mujibur Rahman sentenced to one year's S.I.

DACCA, Jan. 28: Sheikh Mujibur Rahman, General-Secretary of the East Pakistan Awami League, was today convicted and sentenced to one years's simple imprisonment by Mr M. B. Alam, Additional District Magistrate, Dacca.

The Awami League leader was found guilty under Section 124 (A), PPC, and Section 7 (3) of the East Pakistan Public Safety Ordinance 1958, for each of the two charges.

He was sentenced to one year's imprisonment which will run concurrently.

Sheikh Mujib was prosecuted for a public speech which was considered seditious. He delivered it two years ago at the public meeting held to express condolence on the death of Mr H. S. Suhrawardy, a former Prime Minister of Pakistan.

After the judgment was delivered, the counsel for Sheikh Mujib moved the Court for an Ad Interim Bail, which the Magistrate rejected, later, a Bail Petition was moved before the High Court, which granted it.

He was taken to Police custody after the trying Magistrate rejected the bail petition. He was released from the Dacca Central Jail after the High Court granted the Bail Petition. —APP

দৈনিক ইত্তেফাক

২৯শে জানুয়ারী ১৯৬৬

রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার দুই দফা অভিযোগে শেখ মুজিবের দুই বছর কারাদণ্ড :

জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া কারাগারে প্রেরণ

হাইকোর্ট কর্তৃক কারারুদ্ধ নেতাকে জামিনে মুক্তিদান : জেলগেটে বিপুল সম্বর্ধনা

(হাইকোর্ট রিপোর্টার)

ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার জনাব এম, বি, আলম গতকল্য (শুক্রবার) আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রদ্রোহাত্মক বক্তৃতা দানের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করিয়া পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২৪(ক) ধারামতে এক বৎসর এবং আপত্তিকর বক্তৃতা দানের জন্য জননিরাপত্তা আইনে ৭(৩) ধারামতে আরও এক বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। উভয় দণ্ডদেশই একসঙ্গে চলিবে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, চলতি মাসের ৪ঠা তারিখে এই মামলার রায় ঘোষণার তারিখ ধার্য ছিল। উক্ত তারিখে এবং পরবর্তী আরও ২টি তারিখে (১০ই এবং ১৭ই জানুয়ারী) এই মামলার রায় প্রদান স্থগিত থাকে। শেখ মুজিবরের বিরুদ্ধে আনীত এই মামলার রায় শোনার জন্য অন্যান্য দিনের ন্যায় গতকল্য কোর্টেও কাজ শুরু হওয়ার পূর্ব হইতেই বহুলোক কোর্টে আসিয়া জমায়েত হয়। বেলা পৌনে ১২টায় হাকিম যখন রায় ঘোষণা করেন তখন কোর্ট লোকে পরিপূর্ণ ছিল। রায় ঘোষিত হওয়ার পরেই উক্ত কোর্টে হাইকোর্টে আপীল সাপেক্ষে শেখ মুজিবরের অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন পেশ করা হইলে কোর্ট তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে শেখ সাহেবকে কোর্ট হইতেই সরাসরি ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে লইয়া যাওয়া হয়। শেখ সাহেবকে কারাগারে লইয়া যাওয়ার পরক্ষণেই হাইকোর্ট এই রায়ের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের এবং অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের আবেদন করা হয়। বিচারপতি আর, টি, তালুকদার উক্ত আবেদন গ্রহণ করিয়া শেখ মুজিবরকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিনে মুক্তির আদেশ প্রদান করেন। হাইকোর্টেও জামিনের প্রেক্ষিতে শেখ সাহেব গতকল্য সেন্ট্রাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, এই মামলায় শেখ মুজিবরের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে বলা হয় যে, ১৯৬৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর ঢাকার আউটার স্টেডিয়ামে জননেতা মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুতে আহূত সর্বদলীয় শোকসভায় শেখ মুজিবুর রহমান যে বক্তৃতা করেন উহাতে আইনতঃ প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজিত ও তাঁহাদের মনে সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করা হইয়াছে বা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়া পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অনুমোদনক্রমে ঢাকার তৎকালীন পুলিশ সুপার জনাব মোহাম্মদ ইসা এক অভিযোগ আনয়ন

করিলে এই মামলার সূত্রপাত হয়। সরকারপক্ষে এই মামলায় মোট ১১ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হয়। ডেপুটি কমিশনারের কোর্টে আসামীপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন আইনজীবী মের্সাস আবদুস সালাম খান, জহিরুদ্দীন, আবুল হোসেন, খোন্দকার মাহবুব হোসেন, মোহাম্মদ উল্লাহ, তাজউদ্দীন আহমেদ প্রমুখ ও সরকারপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন পাবলিক প্রসিকিউটর জনাব এম, এ, সালাম। পক্ষান্তরে, হাইকোর্টে শেখ সাহেবের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন জনাব আবদুস সালাম খান এবং তাঁহাকে মামলা পরিচালনা করিতে সাহায্য করেন জনাব সিরাজুল হক, জনাব এম, এ, রব, জনাব কাজী গোলাম মাহবুব, জনাব জালাল উদ্দিন, জনাব হাবিবুর রহমান শরীফ প্রমুখ আইনজীবী।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৯শে জানুয়ারী ১৯৬৬
কারাগারে শেখ মুজিবের কয়েক ঘণ্টা
(স্টাফ রিপোর্টার)

পল্টন ময়দানে বক্তৃতাদানের অপরাধে ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার জনাব এম, বি, আলম আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানকে দুই দফায় ১ বৎসর করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলেও উক্ত কোর্টে তাঁহার অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের আবেদন নামঞ্জুর হওয়ার পর এবং হাইকোর্টে অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন মঞ্জুর হওয়ার সময় পর্যন্ত স্বল্পকালের জন্য শেখ মুজিবর রহমান ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে ছিলেন। হাইকোর্টের অন্তর্বর্তীকালীন জামিনে মুক্তিলাভের পর গতকালই অপরাহ্নে যখন শেখ সাহেব জেল হইতে বাহির হইয়া আসেন তখন তাঁহাকে পুষ্পস্তবকভূষিত দেখা যায়। তাঁহার নিকট হইতে জানা যায় যে, কারাগারে আটক ব্যক্তির তাহাকে ফুল দ্বারা অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। শেখ মুজিবর রহমান জামিনে জেলের বাহিরে আসিলে আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীবৃন্দ এবং তাঁহার গুণমুগ্ধ ভক্তবৃন্দ এবং জনসাধারণ তাঁহাকে জেল গেটে মাল্যভূষিত করেন।

সংবাদ
২৯শে জানুয়ারী ১৯৬৬
শেখ মুজিবের মামলার রায়
এক বৎসরের জন্য বিনাশ্রম কারাদণ্ড : জামিনে মুক্তিলাভ
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল্য শুক্রবার ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার জনাব এম, বি, আলমের কোর্টে শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত রাষ্ট্রদ্রোহের

অভিযোগ সংক্রান্ত মামলার রায়দান করা হয়। পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারা এবং পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সের ৭(৩) ধারা অনুযায়ী শেখ মুজিবকে প্রত্যেক ধারায় ১ বৎসর করিয়া (সর্বমোট ২ বৎসর) বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হইয়াছে। উভয় দণ্ডই যুগপৎ চলিবে। কোর্ট শেখ মুজিবের অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন।

অতঃপর জনাব মুজিবের কৌসুলি হাইকোর্টে জামিনের আবেদন জানাইলে বিচারপতি টি, তালুকদার জামিন প্রদান করেন।

গতকাল্য সন্ধ্যায় শেখ মুজিবকে জেলগেট হইতে মুক্তি প্রদান করা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, দুই বৎসর পূর্বে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী পালন উপলক্ষে আহৃত এক জনসভায় ‘আপত্তিকর বক্তৃতা প্রদান ও সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টির’ অভিযোগে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীতার মামলা রুজু করা হয়।

দৈনিক পয়গাম
২৯শে জানুয়ারী ১৯৬৬
রাষ্ট্রদ্রোহিতা মামলায় শেখ মুজিব দোষী সাব্যস্ত
২টি ধারায় ১ বৎসর করিয়া কারাদণ্ড :
পরে হাইকোর্ট কর্তৃক জামীন মঞ্জুর

ঢাকা, ২৮শে জানুয়ারী।— ঢাকার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এম, বি, আলম অদ্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমানকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ১ বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারা এবং ১৯৫৮ সালের পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা আইনের ৭ (৩) ধারা মোতাবেক জনাব মুজিবর রহমানকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া প্রত্যেক অপরাধের জন্য ১ বৎসর করিয়া কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। উভয় দণ্ড একই সঙ্গে চলিবে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, ২ বৎসর পূর্বে মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু উপলক্ষে আয়োজিত এক শোক সভায় শেখ মুজিবর রহমান যে বক্তৃতা প্রদান করেন, উহাতে তিনি সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও ঘৃণা ছড়ান বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় তাঁহার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগ আনয়ন করা হয়।

মামলার রায়দানের পর শেখ মুজিবর রহমানের কৌসুলী অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের আবেদন জানান। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট উহা না-মঞ্জুর করেন। পরে হাইকোর্টে জামিনের আবেদন করিলে উহা মঞ্জুর করা হয়।

ম্যাজিস্ট্রেট জামিনের আবেদন না-মঞ্জুর করায় জনাব মুজিবকে পুলিশের হেফাজতে প্রেরণ করা হয়। হাইকোর্ট কর্তৃক জামিন মঞ্জুরের পর ঢাকা সেন্ট্রাল জেল হইতে তাহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। —এ পি পি

দৈনিক পাকিস্তান
২৯শে জানুয়ারী ১৯৬৬
রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে
শেখ মুজিব দণ্ডিত : হাইকোর্ট কর্তৃক জামিনে মুক্তিদান
(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য শুক্রবার ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার জনাব এম বি আলম পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে আনীত মামলার রায় প্রদান করিয়া তাঁহাকে এক বৎসরের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

আদালত শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২৪(ক) ও পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সের ৭(৩) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করিয়া প্রত্যেকটি অপরাধের জন্য এক বৎসর করিয়া মোট দুই বৎসরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। তবে উভয় কারাদণ্ডই একযোগে চলিবে বলিয়া মামলার রায়ে বলা হয়।

মামলার রায় ঘোষণার পরেই শেখ মুজিবুর রহমানের কৌসলী হাইকোর্টে আপীল দায়ের সাপেক্ষে অন্তর্বর্তীকালের জন্য শেখ মুজিবুরের জামিনের আবেদন করিলে জনাব এম বি আলম তাহা নাকচ করিয়া দেন। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে গতকল্য অপরাহ্নেই হাইকোর্টে জামিনের আবেদন পেশ করা হইলে হাইকোর্ট তাহা মঞ্জুর করেন এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে জামিনে মুক্তিদানের নির্দেশ দেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, ১৯৬৪ সালের ১৫ই ডিসেম্বর ঢাকার আউটার স্টেডিয়ামে জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুতে আহূত এক শোকসভায় শেখ মুজিবুর রহমান বক্তৃতা করেন। উক্ত বক্তৃতায় শেখ মুজিবুর রহমান আইনত প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজিত এবং তাহাদের মনে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়াছেন এই মর্মে ঢাকার পুলিশ অভিযোগ আনয়ন করিলে উক্ত মামলার সূত্রপাত হয়।

শুনানীর পর গত ২৯ শে ডিসেম্বর বুধবার মামলার সওয়াল জওয়াব সমাপ্ত হয়। সরকার পক্ষ হইতে পাবলিক প্রসিকিউটর জনাব আলীম শেখ মুজিবুর রহমানের সংশ্লিষ্ট বক্তৃতার আপত্তিকর অংশটির এক অনুলিপি আদালতে পেশ করিয়া বলেন যে, বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি জনসাধারণের মনে আইনত প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়াছেন। সরকারবিরোধী উক্ত বক্তৃতা আইনত দণ্ডনীয় বলিয়া তিনি দাবী করেন।

আসামীপক্ষের প্রধান কৌসলী এডভোকেট আবদুস সালাম খান বলেন যে, সরকার পক্ষের সাক্ষীদের মতে আউটার স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সংশ্লিষ্ট

জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান প্রায় অর্ধঘণ্টা ব্যাপী বক্তৃতা দান করেন। কিন্তু সরকার পক্ষ আদালতে তাঁহার সম্পূর্ণ বক্তৃতা পেশ করেন নাই। এমতাবস্থায় তাঁহার বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ ছাড়া উহার অংশবিশেষ দ্বারা বিচারানুষ্ঠান সম্ভব নহে।

গতকল্য শুক্রবার ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার জনাব এম বি আলম ২১ পৃষ্ঠাব্যাপী মামলার রায়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া উপরোক্ত দণ্ডদেশ প্রদান করেন। মামলার রায় প্রদানের পরেই শেখ মুজিবুর রহমানকে সেন্ট্রাল জেলে লইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু অপরাহ্নে হাইকোর্টের নির্দেশে তাঁহাকে পুনরায় জামিনে মুক্তি প্রদান করা হয়।

Pakistan Observer

30th January 1966

Another case against Mujib

(By Our Court Correspondent)

Sheikh Mujibur Rahman, was charged by Mr. M.A. Malek, Magistrate First Class Dacca, on Saturday under Section 7(3) of the Public Safety Ordinance 1958 for allegedly delivering a prejudicial speech in a public meeting at Outer Stadium in connection with “Julum Protirod Dibash” (Resist Oppression Day) on September 29, 1964. Six witnesses including the two police officers, one Government reporter were examined in the case.

The date for cross-examination has been fixed on February 14. next.

M/s. Jahiruddin, Shah Azizur Rahman, Abul Hossain, Khondakar Mahbub Hossain and Tajuddin Ahmed defended the accused while Mr. Sohrab Bankhta, Assistant Public Prosecutor conducted the case.

দৈনিক ইত্তেফাক

৩০শে জানুয়ারী ১৯৬৬

জননিরাপত্তা আইনে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন

(কোর্ট রিপোর্টার)

গতকল্য (শনিবার) ঢাকার অন্যতম প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এম, এ, মালিকের কোর্টে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা আইনের ৭(৩) ধারামতে অভিযোগ গঠন করা হয়।

স্মরণ থাকে যে, গত শুক্রবারই শেখ মুজিবর রহমান অপর একটি মামলায় এই ধারামতে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া ১ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং হাইকোর্টে আপীল করার পর তিনি অন্তর্বর্তীকালীন জামিনে মুক্ত হইয়া গতকল্য এই কোর্টে হাজির হন। বর্তমান মামলার অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, ১৯৬৪ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর ঢাকার আউটার স্টেডিয়ামে “জুলুম প্রতিরোধ দিবস” উপলক্ষে আহূত এক জনসভায় শেখ মুজিবর রহমান বক্তৃতা করেন। উক্ত বক্তৃতা আইনতঃ প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজিত ও তাহাদের মনে সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করা হইয়াছে অথবা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং উক্ত আপত্তিকর বক্তৃতা জনসাধারণকে আইন ও শৃংখলা ভঙ্গের জন্য এবং জনসাধারণকে সরকারকে কর প্রদান না করার জন্য প্ররোচিত করিয়াছে অথবা করার চেষ্টা করিয়াছে। রমনা থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার জনাব এম, ইসরাইল এই অভিযোগ আনয়ন করেন। এই মামলায় সরকারপক্ষের মোট ৬ জন সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়। আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারী সাক্ষীদের জেরার তারিখ ধার্য হইয়াছে। আইনজীবী মেসার্স শাহ আজিজুর রহমান, জহিরুদ্দীন, আবুল হোসেন, খোন্দকার মাহবুব হোসেন, মোহাম্মদ উল্লা প্রমুখ আসামীপক্ষে ও জনাব বখ্ত সরকারপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন।

সংবাদ

৩০শে জানুয়ারী ১৯৬৬

শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আর একটি রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকল্য শনিবার শেখ মুজিবর রহমান অপর একটি রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার অভিযুক্ত “আসামী” হিসাবে ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এম, এ, মালিকের কোর্টে হাজির হন।

গত শুক্রবার শেখ মুজিবকে দুইটি রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় দুই বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

গতকল্যকার মামলায় শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে ১৯৬৪ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী পল্টন ময়দানে একটি “রাষ্ট্রবিরোধী বক্তৃতা” প্রদানের অভিযোগ আনয়ন করা হয়।

শেখ মুজিব নিজেকে নির্দোষ বলিয়া দাবী করেন।

পূর্ব পাকিস্তান জন-নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সের ৭(৩) ধারা অনুযায়ী আনীত উক্ত মামলার সাক্ষীদের সওয়াল জওয়াব আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হইবে।

জনাব মুজিবের বিরুদ্ধে আরও ৩টি মামলা বুলিতেছে।

দৈনিক পাকিস্তান

৩০শে জানুয়ারী ১৯৬৬

শেখ মুজিবের মামলার শুনানী

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য শনিবার ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এম এ মালিকের কোর্টে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সের ৭(৩) ধারায় আনীত একটি মামলার শুনানী অনুষ্ঠিত হয়।

মামলার বিবরণে প্রকাশ ১৯৬৪ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী জুলুম প্রতিরোধ দিবসে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় শেখ মুজিবর রহমান বক্তৃতা করেন। উক্ত বক্তৃতায় তিনি আইনতঃ প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে।

গতকল্য মামলার শুনানী দিবসে শেখ মুজিবর রহমান আদালতকে জানান যে, তিনি নির্দোষ।

আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারী মামলার পরবর্তী তারিখ ধার্য করা হইয়াছে এবং উক্ত তারিখে সাক্ষীদের জেরা অনুষ্ঠিত হইবে।

আজাদ

৩১শে জানুয়ারী ১৯৬৬

আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিদের লাহোর যাত্রা

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগের সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের দশ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল লাহোর গমন করিবেন। আগামী ৫ই ও ৬ই ফেব্রুয়ারী লাহোরে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সদস্য হিসাবে মনোনীত হইয়াছেন।

জনাব জহীর উদ্দিন, জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, জনাব হাফিজ হাবিবুর রহমান, জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, জনাব আবদুল মালেক, জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, এম এন এ, জনাব ইউসুফ আলী, এম এন এ, জনাব এ এইচ কামরুজ্জামান, এম এন এ এবং জনাব এ বি এম নরুল ইসলাম, এম এন এ ত্রয়ী।

দৈনিক ইত্তেফাক

৩১শে জানুয়ারী ১৯৬৬

বিরোধী শিবিরের উদ্যোগে লাহোরে আসন্ন জাতীয় সম্মেলন
আওয়ামী লীগের ১০ সদস্যের প্রতিনিধিদল প্রেরণের সিদ্ধান্ত
(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১০- সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল দেশের বিরোধী শিবিরের উদ্যোগে লাহোরে আয়োজিত আসন্ন জাতীয় সম্মেলনে যোগদান করিবেন বলিয়া গতকল্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম দলও আলোচ্য সম্মেলনে নিজ নিজ প্রতিনিধিদল প্রেরণ করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। পাক-ভারত যুদ্ধোত্তরকালীন দেশের রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনার জন্য আগামী ৫ই ও ৬ই ফেব্রুয়ারী লাহোরে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। আলোচ্য সম্মেলনে প্রতিনিধিদল প্রেরণের এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবিত সভা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানের সহিত গত দুইদিন ধরিয়া দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও আসন্ন লাহোর জাতীয় সম্মেলন সম্পর্কে আলোচনার পর পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ গতকল্য (রবিবার) উক্ত সম্মেলনে প্রতিনিধিদল প্রেরণের এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করিবেন। নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব জহিরুদ্দিন, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক হাফিজ হাবিবুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী দলের নেতা জনাব আবদুল মালেক এবং জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ সদস্য মেসার্স মিজানুর রহমান চৌধুরী, এ, এইচ, এম, কামরুজ্জামান, অধ্যাপক ইউসুফ আলী ও এ, বি, এম, নূরুল ইসলাম এই প্রতিনিধিদলে থাকিবেন। নওয়াবজাদা নসরুল্লাহর সঙ্গে আলোচনাক্রমে ইতিপূর্বেই পূর্ব পাকিস্তান কাউন্সিল লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও নেজামে ইসলাম দল লাহোরে জাতীয় সম্মেলনে প্রতিনিধিদল প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। গতকল্য পর্যন্ত এন, ডি, এফ জাতীয় সম্মেলনে প্রতিনিধিদল প্রেরণ সম্পর্কে কোন সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে নাই বলিয়া সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়াছে। উক্ত সূত্রে আরও জানান হয় যে, এন, ডি, এফ নেতৃবৃন্দ লাহোর সম্মেলনে প্রতিনিধিদল প্রেরণ প্রশ্নে নিজেদের মধ্যে এখনও আলোচনা চালাইয়া যাইতেছেন। পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের

নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তিনদিনব্যাপী আলাপ-আলোচনার পর নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান গতকল্য লাহোরের পথে ঢাকা ত্যাগ করিয়াছেন। ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে তিনি এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে উক্ত রিপোর্টারের কাছে তাহার পূর্ব পাকিস্তান সফর সম্পর্কে গভীর সম্ভ্রুতি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, পাক-ভারত যুদ্ধ শেষে দেশ আজ এক গুরুত্বপূর্ণ ও সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে উপনীত হইয়াছে। বিরোধীদলগুলি এই সঙ্কট মুহূর্তে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করিতে পারে না। তাই দেশের যুদ্ধোত্তরকালীন পরিস্থিতি বিবেচনার জন্য লাহোর জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। তিনি এই সম্মেলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া উল্লেখ করেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করিয়া তিনি অত্যন্ত উৎসাহিত বোধ করিয়াছেন এবং তিনি সম্ভ্রুতি চিতে লাহোর প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। তিনি বলেন যে, এইবার তাহার পূর্ব পাকিস্তান সফর সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে। গতকল্য অপরাহ্নে নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ জাতীয় পরিষদ সদস্য ডক্টর আলীম-আল-রাজীসহ স্বতন্ত্র দলীয় কতিপয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

নেতৃবৃন্দের লাহোর যাত্রা
(স্টাফ রিপোর্টার)

আগামীকল্য (শনিবার) লাহোরে দেশের গণতান্ত্রিক বিরোধী শিবিরের দুইদিবসব্যাপী জাতীয় সম্মেলনে যোগদানের জন্য অদ্য (শুক্রবার) বিকাল সাড়ে ৪টায় পি, আই, এ বিমানযোগে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিদলের শেষাংশ লাহোরের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করিবে। পূর্ব পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও নেজামে ইসলাম দলের প্রতিনিধিদলের সদস্যরা ইতিমধ্যেই জাতীয় সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে লাহোর গমন করিয়াছেন। অদ্য শেখ মুজিবুরের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের যাঁহারা লাহোর গমন করিবেন তাঁহারা হইতেছেন মেসার্স তাজুদ্দিন আহমদ, নূরুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক ইউসুফ আলী এম, এন, এ ও প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী দলের নেতা জনাব আবদুল মালেক উকিল। আওয়ামী লীগ দলীয় অপর দুইজন সদস্য মেসার্স হাফেজ হাবিবুর রহমান ও এ, বি, এম নূরুল ইসলাম এম, এন, এ যথাক্রমে গত বুধবার ও গতকল্য (বৃহস্পতিবার) করাচী যাত্রা করিয়াছেন। অন্যান্য দলের মধ্যে ইতিমধ্যেই নেজামে ইসলাম পার্টির মেসার্স ফরিদ

আহমদ, মওলানা মোসলেহ উদ্দীন, এম, আর, খান ও সৈয়দ কামরুল আহসান লাহোর গমন করিয়াছেন। জামায়াতে ইসলামী দলের মওলানা আবদুর রহিম, অধ্যাপক গোলাম আজম, মওলানা ইউসুফ ও মওলানা আবদুস সোবহান এম, পি, এ এবং কাউন্সিল মুসলিম লীগের সৈয়দ মোহাম্মদ আফজাল, মেসার্স এ, কিউ, এম, শফিকুল ইসলাম, সৈয়দ আবদুস সুলতান, নওয়াজেশ আহমদ, আতাউল হক ও ডাঃ মফাজ্জল লাহোর গমন করিয়াছেন।

দৈনিক পাকিস্তান
৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬
লাহোরের পথে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ
শেখ মুজিব কর্তৃক উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন হামলা পুনরারম্ভের
তীব্র নিন্দা
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

লাহোরের “সম্মেলনে” যোগদানের জন্য আওয়ামী লীগের সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান, জনাব আবদুল মালেক উকিল ও অধ্যাপক ইউসুফ আলী এম এন এ গতকল্য বৃহস্পতিবার লাহোরের পথে করাচী যাত্রা করিয়াছেন।

আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক হাফেজ হাবিবুর রহমান ও জনাব এ বি এম নুরুল ইসলাম এম এন এ ইতিপূর্বেই লাহোর গমন করিয়াছেন।

এপিপি পরিবেশিত এক সংবাদে বলা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্য বৃহস্পতিবার বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র উত্তর ভিয়েতনামের উপর বোমাবর্ষণ পুনরারম্ভ করায় বিশ্ববাসী মর্মান্বিত হইয়াছে।

তিনি বলেন যে, এই হামলার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক শান্তিপ্রয়াসের অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। একমাত্র জেনেভা চুক্তি অনুযায়ীই ভিয়েতনাম সমস্যার সমাধান সম্ভব।

তিনি অবিলম্বে এই হামলা বন্ধের দাবী জানান।

আজাদ
৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬
পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন
শেখ মুজিব কর্তৃক প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ

ঢাকা, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী।— জনসাধারণের সত্যিকার যন্ত্রণাভাব প্রতিফলিত করার জন্য দেশে অবশ্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। যুদ্ধের অভিজ্ঞতার ফলে পূর্বকার তুলনায় অধিকতর পরিমাণে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে,

একমাত্র ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা এবং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও দেশরক্ষার দিক হইতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বয়ংসম্পূর্ণতা বিধানের দ্বারাই দেশের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা যাইতে পারে।

আজ লাহোর যাত্রার প্রাক্কালে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী শেখ মুজিবুর রহমানও উপরোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, আমরা শান্তিতে বিশ্বাস করি এবং আমরা সকল জাতির সহিত বিশেষ করিয়া আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ভারতের সহিত শান্তি ও মর্যাদার সহিত বাস করিতে চাই। আমরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে সকল আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার পক্ষপাতী এবং বল প্রয়োগের মনোভাবকে ঘৃণা করি। আমরা শান্তিপূর্ণ নীতির প্রতি সমর্থনের দৃঢ়সংকল্প লইয়া এবং শান্তিকাম্য মানবসমাজের চেষ্টায় বিশেষ করিয়া সোভিয়েট উজিরে আজম কোসিগিনের মধ্যস্থতার ফলে যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে তাহাকে প্রকৃষ্ট রূপে কাজে লাগানোর দৃঢ় সংকল্প লইয়া আমরা প্রস্তাবিত লাহোর সম্মেলনে যোগদানের জন্য গমন করিতেছি। উক্ত সম্মেলনে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত মন লইয়া দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করা হইবে এবং রক্তাক্ত সংগ্রামের ভিতর দিয়া আমাদের কি লাভ-লোকসান হইয়াছে তাহার হিসাব-নিকাশ করা হইবে এবং স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে আমাদের নূতন করিয়া যাত্রা পথ নির্ধারণ করিতে হইবে।—এপিপি

আজাদ
৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬
ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ
শেখ মুজিবুর রহমানের নিন্দাবাদ
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

উত্তর ভিয়েতনামের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পুনরায় বোমাবর্ষণ শুরুকে সমালোচনা করিয়া গত বৃহস্পতিবার প্রদত্ত একটি বিবৃতিতে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের এই বোমাবর্ষণ বিশ্বের সমগ্র শান্তিকামী মানুষকে চরমভাবে মর্মান্বিত করিবে।

Pakistan Observer
5th February 1966
Sk. Mujib wants peace with all nations

Sheikh Mujibur Rahman, General-Secretary of the Pakistan Awami League who is heading a five-member political leaders

team of the province to the Lahore conference on Friday said they believed in peace and wanted to live in peace and honour with all nations particularly “our closest neighbour India” reports APP. On the eve of his departure for Lahore in a statement Sheikh Mujib said:

“We are going to participate in the forthcoming national conference in Lahore on the 5th and 6th instant.

“The entire situation obtaining in the country should be dispassionately assessed and a balance-sheet drawn up on the net outcome of the bloody confrontation, and a fresh start needs be made with clear vision, clean mind and firm steps.”

Pakistan Observer

5th February 1966

Sk. Mujib demands halt in Vietnam bombing

Sheikh Mujibur Rahman, General-Secretary of the East Pakistan Awami League, on Thursday said all the peace-loving people of the world would be grievously shocked at the resumption of bombing by USA over North Vietnam, reports APP.

In a statement he said, “The renewed acts of violence of the USA in Vietnam reveal the hollowness of the recent peace move initiated by them.

“Real peace can only be established in the war-torn Vietnam in accordance with the Geneva agreement of 1954 when all foreign interventions cease.”

He demanded of the USA to halt the bombing in the interest of the world peace.

দৈনিক ইত্তেফাক

৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

এই অবস্থার অবসান ঘটাইয়া জনগণের ইচ্ছানুযায়ী

দেশের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিতে হইবে

লাহোর সম্মেলনে যোগদানের কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবর রহমান

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (শুক্রবার) লাহোরে জাতীয় সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান দেশের যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি ভাবাবেগমুক্ত পরিবেশে বিবেচনা ও বিগত রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ করিয়া স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ও নিষ্কলুষ মন লইয়া

ভবিষ্যতের পথে দৃঢ় পদক্ষেপ করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। লাহোরের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে গতকল্য তেজগাঁও বিমানবন্দরে বিপুলসংখ্যক সাংবাদিক শেখ মুজিবর রহমানকে ঘিরিয়া ধরেন। শেখ মুজিবর সাংবাদিকদের একটি স্বাক্ষরিত ভাষণদান করেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন যে, এই মুহূর্তে তাঁহার এর বেশী কিছু বলার নাই। শেখ মুজিব সাংবাদিকদের বলেন যে, আগামীকল্য লাহোরে যে জাতীয় সম্মেলন শুরু হইতেছে, তাঁহাতে যোগদানের জন্যই তিনি ও তাঁহার সহকর্মীরা লাহোর যাইতেছেন। তিনি বলেন যে, ভারতের সহিত সাম্প্রতিক যুদ্ধের ফলে দেশ আজ ক্ষতবিক্ষত। তাই সামগ্রিকভাবে দেশের পরিস্থিতি আজ ধীরস্থিরভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। বিগত রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের দেনা-পাওনার হিসাব আজ কষিয়া দেখিতে হইবে এবং এই হিসাবের প্রেক্ষিতে দেশ আজ সার্বিকভাবে কি পাইয়াছে তাহাও বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। আওয়ামী লীগের নীতি প্রসঙ্গে শেখ মুজিব ঘোষণা করেন যে, আওয়ামী লীগ সর্বত্রই শান্তির পক্ষপাতী। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতসহ বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে আমরা শান্তিতে বসবাস করিতে চাই। আওয়ামী লীগ সর্বপ্রকারের আন্তর্জাতিক বিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানে বিশ্বাসী এবং বিরোধ মীমাংসার জন্য শক্তির ব্যবহারকে আওয়ামী লীগ নিন্দা করে। শান্তিকে সমুন্নত রাখার সুস্পষ্ট ব্রত লইয়াই আমরা প্রস্তাবিত লাহোর সম্মেলনে যোগদান করিতেছি। শান্তিকামী মানুষের চাপে বিশেষ করিয়া রুশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ কসিগিনের প্রচেষ্টায় আজ যে স্বস্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে তাহাকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাইবার জন্যও আমরা জাতীয় সম্মেলনে যোগদান করিতেছি। শান্তির উপর যে কোন ধরনের ভাবী হামলা প্রতিরোধের ব্যাপারে আমাদের সদা সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শেখ মুজিব বলেন যে, সাম্প্রতিককালে উপর্যুপরি পটপরিবর্তনে ইহাই প্রতিভাত হইয়াছে যে, ব্যক্তির খেয়ালখুশী অনুযায়ী নহে, সমষ্টির বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ীই দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত করার জন্য নির্ভেজাল গণতন্ত্র পুনরায় কায়েম করিতে হইবে। বিগত যুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে আজ সকলেই পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশীভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন যে, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতান্ত্রিক শর্তানুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও দেশ রক্ষামূলক বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল করার দ্বারাই দেশের অখণ্ডতা ও সংহতি বজায় রাখা সম্ভব। শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল

ইসলাম চৌধুরী, জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য অধ্যাপক ইউসুফ আলী এবং প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী দলের নেতা জনাব আবদুল মালেক লাহোর গমন করেন। জাতীয় সম্মেলনে আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিদলের অপর দুইজন সদস্য প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক হাফিজ হাবিবুর রহমান ও জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ সদস্য জনাব এ, বি, এম, নূরুল ইসলাম ইতিপূর্বে লাহোর গিয়া পৌঁছিয়াছেন। গতকল্য বিমানবন্দরে সিটি আওয়ামী লীগের সম্পাদক গাজী গোলাম মুস্তফা বিপুলসংখ্যক কর্মীসহ নেতৃবৃন্দকে বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। আগামী ৯ই ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিবুর রহমান সদলবলে লাহোর হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন বলিয়া আশা করা যাচ্ছে।

সংবাদ

৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

তাসখন্দ বিরোধী প্রস্তাব গৃহীত হইলে বৈঠক বর্জন করিব

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকল্য শুক্রবার লাহোর সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে যাত্রাপথে ঢাকা বিমানবন্দরে এক প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিদলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান জানান যে, “তাসখন্দ চুক্তি বিরোধী কোন প্রস্তাব গ্রহণ করা হইলে আমরা বৈঠক বর্জন করিব।” তিনি তাসখন্দ ঘোষণা বিরোধিতাকে আন্দোলনের অন্যতম সূচী হিসাবে গ্রহণ করিতেও নারাজ। আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিদলের জনৈক সদস্য জানান যে, আওয়ামী লীগ লাহোর সম্মেলনে যোগদানের পূর্বে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের নিকট কতিপয় সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করিবেন। দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যাাদি লইয়া এবং দেশের গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠাসহ কতিপয় ন্যায্য দাবীতে ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে তাঁহারা এই সম্মেলনে কতিপয় সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আনয়ন করিবেন।

উক্ত মুখপাত্র জানান যে, পশ্চিম পাকিস্তানের বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ সেখানকার বিশেষ এক মহলের বর্তমান তাসখন্দ ঘোষণা বিরোধী মনোভাব দ্বারা প্রভাবিত হইয়া যদি দেশের মূল সমস্যা বাদ দিয়া কেবলমাত্র তাসখন্দ ঘোষণাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্যই এই বৈঠক আহ্বান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উহা কিছুতেই সফলকাম হইবে না। এমতাবস্থায় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ তাহাদের কোন প্রকার সমর্থন যোগাইবেন না। আবেগ বিমুক্ত পরিবেশে ভবিষ্যৎ নীতিনির্ধারণ সংক্রান্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হওয়ার পরিবর্তে

লাহোর সম্মেলন যদি তাসখন্দ ঘোষণাকে প্রত্যাখ্যানের উদ্যোগ পর্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়...

এ, পি, পি পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, শেখ মুজিবুর রহমান যাত্রার প্রাক্কালে এক বিবৃতিতে বলেন যে, আমরা শান্তিতে বিশ্বাসী এবং আমরা সকল জাতি, বিশেষ করিয়া আমাদের নিকট প্রতিবেশী ভারতের সহিত শান্তিতে ও সম্মানজনকভাবে বসবাস করিতে চাই।

বিবৃতিতে তিনি আরও বলেন যে, আমরা ৫ই ও ৬ই ফেব্রুয়ারীতে আহূত লাহোর সম্মেলনে যোগদান করিতে যাইতেছি। এই সম্মেলনে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হইবে এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মোট লাভালাভ হিসাব করা হইবে।

তিনি জানান যে, আমরা শান্তি স্থাপনের দৃঢ়সংকল্প লইয়া লাহোর সম্মেলনে যোগদান করিতেছি। বিশেষ করিয়া সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন যে মহান উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন আমরা উহার প্রতি সমর্থন জানাইব। ভবিষ্যতে শান্তি বিপ্লবকারী কোন প্রকার তৎপরতা যাহাতে গ্রহণ করা না হয়, তজ্জন্য আমরা সজাগ দৃষ্টি রাখিব।

১৯৪০ সনের লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী এই প্রদেশে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি দাবী জানান।

আজাদ

৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

শেখ মুজিব বলেন : শান্তির বিরুদ্ধে অভিযানের প্রতি সতর্ক থাকিতে হইবে

করাচী, ৫ই ফেব্রুয়ারী।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবুর রহমান আন্তর্জাতিক সমস্যাবলীর শান্তিপূর্ণ সমাধান গ্রহণের জন্য অদ্য আহ্বান জানান। করাচী আওয়ামী লীগ কর্তৃক প্রকাশিত এক বিবৃতিতে শেখ মুজিব বলেন যে, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হইয়াই আমরা লাহোর সম্মেলনে যোগদান করিতেছি। শান্তিপ্ৰিয় জনগণের উদ্যোগে বিশেষ করিয়া সোভিয়েট উজিরে আজম মিঃ কোসিগিনের মধ্যস্থতার ফলে যে আদর্শ পুনঃস্থাপিত হইতে চলিতেছে তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি নিয়াই আমরা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করিতেছি।

তিনি বলেন যে, ভবিষ্যতে শান্তির বিরুদ্ধে যে কোন অভিযানের প্রতি আমাদের সদা সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিবে।

শেখ মুজিব তাঁহার বক্তৃতায় দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য জোর দাবী জানান। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে তিনি পূর্ব

পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনেরও দাবী জানান। এই স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হইলে পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করিতে সক্ষম হইবে।

তিনি বলেন যে, সম্প্রতি ভারতের সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার পর দেশে যে ক্ষতের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা এখনও লুপ্ত হয় নাই।

শেখ মুজিব বলেন যে, দেশের বর্তমান সামগ্রিক পরিস্থিতি পুঞ্জানুপুঞ্জরূপে অনুধাবন করিয়া স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী, পরিষ্কার মন এবং দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়া রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে আমাদের কি লাভ হইয়াছে তাহা সঠিকভাবে নিরূপণ করিতে হইবে। -এপিপি

Dawn

6th February 1966

AL TO UPHOLD CAUSE OF PEACE

Mujib's statement in City

A group of political leaders from East Pakistan, headed by Sheikh Mujibur Rahman, General Secretary of the East Pakistan Awami League left Karachi yesterday morning for Lahore to attend the opposition parties conference.

The other members of the group are; Prof Hafiz Habibur Rahman, Publicity Secretary, East Pakistan Awami League Party; Mr A. B. M. Nurul Islam, MNA, Mr Nurul Islam Chowdhury, Treasurer of the WPAL, Tajuddin Ahmad Organising Secretary, Mr Abdul Malik, Leader of the House in the Provincial Assembly, and Prof Mohammad Yusuf Ali, MNA.

Sheikh Mujibur Rahman, said in Karachi yesterday that his party was joining the conference “with the determination to uphold the cause of peace and to make the best use of the respite brought about by the peace loving people of Russia.”

In a statement issued in Karachi yesterday before leaving for Lahore, he asserted that his party stood for the peaceful settlement of international disputes and wanted to “live in peace with all nations, particularly with our closest neighbour, India.”

The country, he said, was bleeding from the “grievous wounds of the recent war with India”, he warned that “we must keep vigilance against any future adventurism upon peace.”

The entire situation in the country, he said should be assessed and a “balancesheet be drawn up on the net outcome of this bloody confrontation and a fresh start be made with clear vision clean mind and firm steps.

Morning News

9th February 1966

Mujib To Address Noakhali Distt.

AL Meeting

Sheikh Mujibur Rahman, General-Secretary of the East Pakistan Awami League will address a public meeting or the Noakhali District Awami League at Begumganj on February 27, reports PPA.

According to a party announcement here last night, the Awami League Leader will also address the Council meeting of his party's district unit at the Majdee Town Hall earlier on the same day.

Other Awami League Leaders like Messrs Tajuddin Ahmed, Mizanur Rahman MNA, Zahur Ahmed Chowdhury and M. A. Aziz will also address the meetings, the announcement said.

সংবাদ

৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

বহু বিমোষিত সেই লাহোর সম্মেলন ব্যর্থ

পূর্ব পাক আওয়ামী লীগ কর্তৃক ২য় অধিবেশন বর্জনঃ

প্রস্তাবের সহিত কোন সংশ্রব নাই

করাচী, ৮ই ফেব্রুয়ারী (পি,পি,এ)।- কতিপয় বিরোধী দলীয় নেতৃবর্গের উদ্যোগে আহূত লাহোর সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর সহিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কোন সংশ্রব নাই বলিয়া অদ্য এখানে প্রকাশ।

আওয়ামী লীগ দলীয় পূর্ব পাকিস্তানী প্রতিনিধিগণ সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন বর্জন করিয়াছেন।

প্রকাশ, সম্মেলনের উদ্যোক্তা কতিপয় সংখ্যালঘিষ্ঠ দলীয় নেতা আলোচনার সময় নাই-এই অজুহাতে বহুনেতাকে তাঁহাদের মতামত বিনিময়েরও সুযোগ দান করেন নাই।

শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ দলীয় পূর্ব পাকিস্তানী প্রতিনিধিগণ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের পূর্ণ অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও মুষ্টিমেয় উদ্যোক্তা কর্তৃক তোড়জোড় করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করার কৌশলের প্রতি তীব্র নিন্দা জানান এবং বিষয় নির্বাচনী কমিটির সহিত তাঁহাদের কোন সংশ্রব নাই বলিয়া ঘোষণা করেন। তবে তাঁহারা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে বিরোধী দলীয় বন্ধুদের সহিত পূর্ণ একাত্মতা ঘোষণা করেন।

আওয়ামী লীগ দলীয় পূর্ব পাকিস্তানী সদস্যগণ সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগদান করেন নাই। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দুইটি বিবদমান দলের

মধ্যে মতৈক্যের চেষ্টা করা হয়, কিন্তু আপোষের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আওয়ামী লীগ দল আপোষহীন ভাষায় আরেক দিন সম্মেলন বর্জিত করিয়া সমস্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রস্তাব করেন, কিন্তু কোন আপোষ ফর্মুলা নির্ধারিত করা সম্ভবপর হয় নাই।

কতিপয় বিরোধীদলীয় নেতা সম্মেলন আহ্বানের ধরন ও উহার কার্য দেখিয়া এই সম্মেলন দ্বারা গণতন্ত্রের সংগ্রাম কতদূর অগ্রসর হইবে সে সম্পর্কে হতাশ হইয়াছেন।

সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ দলীয় প্রতিনিধিদলের জনৈক মুখপাত্র জানান যে, যদিও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ব্যক্তিগতভাবে তাসখন্দ ঘোষণার প্রতি সমর্থন জানাইয়াছেন তথাপি তাঁহারা ইহা খুব একটা প্রকাশ্যে তাহা করেন নাই। কারণ তাঁহারা অন্যান্য বিরোধীদলের মন্তব্যের অপেক্ষা করিতেছিলেন; কিন্তু অন্যান্য বিরোধীদল কোন প্রকার মন্তব্য প্রকাশ হইতে বিরত ছিলেন।

এমনকি আওয়ামী লীগ কার্যকরী পরিষদের পূর্ব পাকিস্তানস্থ সভা গত ৬ই ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা লাহোর সম্মেলনে যোগদানের জন্য উহা স্থগিত রাখিয়াছেন।

উপসংহারে তিনি জানান যে, আওয়ামী লীগ অন্যান্য বিরোধীদলের সহিত গণতন্ত্রের সংগ্রাম অব্যাহত রাখার জন্য নীতিগতভাবে একমত।

দৈনিক পাকিস্তান

৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

২৭শে ফেব্রুয়ারী নোয়াখালীতে আওয়ামী লীগের সভা

আগামী ২৭ শে ফেব্রুয়ারী রবিবার বেলা ১০টায় মাইজদী টাউন হলে নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে।

এপিপি উপরোক্ত তথ্য পরিবেশন করিয়া জানান যে, ঐদিন বেলা ৩টায় বেগমগঞ্জে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মুজিবুর রহমান, সাংগঠনিক সেক্রেটারী জনাব তাজুদ্দীন আহমদ, জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব মিজানুর রহমান, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী ও চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জনাব এম এ আজিজ জনসভায় বক্তৃতা করিবেন। গতকল্য সোমবার আওয়ামী লীগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানানো হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

শেখ মুজিবরের ঢাকা উপস্থিতি বিলম্বিত

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁহার অপর ৬জন সহকর্মী বিমানে স্থানান্তরিত হইতে করাতীতে আটক পড়িয়া আছেন বলিয়া গতকল্য (বুধবার) টেলিফোনে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গিয়াছে। তাঁহারা গত ৫ই ও ৬ই ফেব্রুয়ারী লাহোরে জাতীয় সম্মেলনে যোগদানের পর ঢাকার পথে করাতী যাইয়া আটক পড়িয়াছেন।

পূর্ব ব্যবস্থানুযায়ী গতকল্যই শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁহার অপর ৬জন সহকর্মীর ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের কথা ছিল। কবে পর্যন্ত তাঁহারা ঢাকা পৌঁছিবেন সেই সম্পর্কে সঠিক কোন সংবাদ জানা যায় নাই। বিমানে স্থান সংকুলান হইলে অদ্যও (বৃহস্পতিবার) তাহারা ঢাকা পৌঁছিতে পারেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

‘প্রচারপত্র মামলা’ ২৪শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত মুলতবী

(কোর্ট রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান, আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান, শাহ আজিজুর রহমান এম, এন, এ, ‘ইত্তেফাক’ সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেন, ‘সংবাদ’ সম্পাদক জনাব জহুর হোসেন চৌধুরী, জনাব মাহমুদ আলী এম, এন, এ, জনাব আলিম আল রাজী এম, এন, এ, জনাব আলী আহাদ, জনাব আলী আকসাদ (সহযোগী সম্পাদক, ইত্তেফাক) ও জনাব ওবায়দুর রহমানের বিরুদ্ধে “পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও” শীর্ষক ‘বেআইনী প্রচারপত্র’ প্রকাশের অভিযোগে আনীত মামলার শুনানী গতকল্য (বুধবার) ঢাকার অন্যতম প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আফসার উদ্দিনের কোর্টে আগামী ২৪শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত মুলতবী রাখা হয়।

অভিযোগের বিবরণে বলা হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ ১৯৬৪ সনের জানুয়ারী মাসে একটি দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করেন এবং “পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও” শীর্ষক প্রেসের নামধাম বিহীন এক প্রচারপত্র প্রকাশ করেন। পুলিশ তদন্তের পর তাহাদের সকলের বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল করিলে এই মামলার সূত্রপাত হয়।

আজাদ

১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

লাহোরে সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিব

পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসন কায়েমের গুরুত্ব ব্যাখ্যা

লাহোর, ১০ই ফেব্রুয়ারী।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবর রহমান এখানে বলেন যে, প্রদেশে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন কায়েম এবং পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার জন্য অধিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের যে প্রয়োজন রহিয়াছে, তাহা সাম্প্রতিক পাক-ভারত যুদ্ধে প্রমাণিত হইয়াছে।

এখানে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিবর রহমান উপরোক্ত মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, বিগত যুদ্ধে পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে সকল প্রকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের অকৃত্রিম ও আন্তরিক দেশপ্রেমের জন্যই সমগ্র দেশ মাতৃভূমির নিরাপত্তার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানীরা সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিতে পারিয়াছে যে, দেশরক্ষার ব্যাপারে প্রদেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করিতে হইবে।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, দেশরক্ষা ও অর্থনৈতিক বিষয়ে উভয় প্রদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করার পরে দেশের সংহতি ও নিরাপত্তার প্রতি প্রদত্ত যে কোন চ্যালেঞ্জ বলিষ্ঠভাবে মোকাবেলা করা হইবে।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন জাতীয় সংহতির উপরে চাপ প্রদান করিবে না, বরং পাকিস্তানকে অধিক শক্তিশালী করিবে বলিয়া আওয়ামী লীগ নেতা জানান।

জনাব রহমান বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক পুংখানুপুংখরূপে আলোচিত না হইলে তিনি তাসখন্দ ঘোষণা সম্পর্কে কোন মন্তব্য করিতে রাজী নহেন।

এখানে অনুষ্ঠিত ৪টি বিরোধী দলের সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া তিনি জানান। তিনি বলেন যে, দেশের উভয় অংশ হইতে ৭ শত ৫০ জন প্রতিনিধির এই সম্মেলনে যোগদান একটি উল্লেখজনক ঘটনা।

জাতীয় প্রেস ট্রাস্টের সংবাদপত্র গুলি এই সম্মেলন সম্পর্কে হতাশার বাণী প্রচারের প্রচেষ্টা চালাইয়াছেন কিন্তু উহাতে কোন ফল হয় নাই বরং এই সম্মেলন বিরোধী দলের কর্মীদের মধ্যে অধিকতর ঐক্যের সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া শেখ মুজিবর রহমান জানান।

দৈনিক ইত্তেফাক

১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

সাম্প্রতিক যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে দেশরক্ষায়

পূর্ব পাকিস্তানের স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রশ্ন আরও বড় হইয়া দেখা দিয়াছে

লাহোরে শেখ মুজিবর রহমান কর্তৃক প্রদেশবাসীর মনোভাব ব্যাখ্যা

লাহোর, ১০ই ফেব্রুয়ারী— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান লাহোরে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, সাম্প্রতিক পাক-ভারত যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং দেশরক্ষায় পূর্ব পাকিস্তানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার প্রশ্নটা বড় হইয়া দেখা দিয়াছে।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নেতা বলেন যে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটাকে প্রাদেশিকতা বলিয়া চিত্রিত করা উচিত নহে।

শেখ সাহেব বলেন যে, সাম্প্রতিক যুদ্ধকালে পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণরূপে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল এবং পাকিস্তানের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানবাসীর অকৃত্রিম ভালবাসাই আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির রক্ষার ব্যাপারে দেশকে সুসংহত রাখিয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানবাসী দেশরক্ষা ব্যাপারে তাহাদের প্রদেশের স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রয়োজনীয়তা হাড় হাড়ে অনুভব করিতে থাকে।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, দেশরক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উভয় প্রদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল হয় তাহা হইলে জাতি তাহাদের মাতৃভূমির সংহতির বিরুদ্ধে পরিচালিত যে-কোন হামলা অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে সক্ষম হইবে।

তিনি বলেন, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন জাতীয় সংহতির কোন ক্ষতি তো করিবেই না, বরং পাকিস্তানকে আরও বেশী শক্তিশালী করিবে।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যকরী সংসদ কর্তৃক পুংখানুপুংখরূপে আলোচনার পূর্বে তাসখন্দ ঘোষণা সম্পর্কে এই পর্যায়ে তিনি কোন মতামত প্রকাশ করিবেন না।

তিনি বলেন যে, লাহোরে অনুষ্ঠিত দেশের ৪টি বিরোধী দলের সম্মেলন সফল হইয়াছে। সম্মেলনে দেশের উভয় অংশের সাড়ে সাত শত প্রতিনিধির যোগদান একটা উল্লেখযোগ্য বিষয়।

শেখ মুজিব বলেন যে, প্রেস ট্রাস্টের মালিকানাধীন পত্রিকাগুলি সম্মেলনকে হেয়প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করিয়াছে এবং সম্মেলন সংক্রান্ত যে সামান্য সংবাদ ঐ সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছে তাহাও বিকৃতভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সম্মেলন সফল হইয়াছে। কারণ, উহা বিরোধী দলীয় কর্মীদের মধ্যে ঐক্যবোধ সৃষ্টি করিয়াছে।—ইউ,পি,পি

সংবাদ
১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬
লাহোরে শেখ মুজিব বলেন

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টতর হইয়াছে

লাহোর, ১০ই ফেব্রুয়ারী (ইউ,পি,পি)।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান এখানে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, অধিক প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও পূর্ব পাকিস্তানকে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার প্রয়োজনীয়তা সাম্প্রতিক পাক-ভারত যুদ্ধকালে স্পষ্টতর হইয়াছে।

তিনি বলেন যে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে প্রাদেশিকতার মনোবৃত্তির সহিত এক করিয়া বিচার করা উচিত নহে। তিনি বলেন যে, সাম্প্রতিক যুদ্ধকালে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল পূর্ব পাকিস্তানীদের গভীর দেশপ্রেমের জন্য দেশবাসী মাতৃভূমি রক্ষার জন্য সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। এই যুদ্ধকালে পূর্ব পাকিস্তানীগণ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে তাহাদের প্রদেশের স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া উচিত।

শেখ মুজিব বলেন যে, যদি উভয় প্রদেশই প্রতিরক্ষা ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়, তাহা হইলে জনগণ পাকিস্তানের সংহতির বিরুদ্ধের যে কোন চ্যালেঞ্জই আরও সাফল্যের সহিত মোকাবেলা করিতে পারিবে। তিনি বলেন যে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন জাতীয় সংহতি ক্ষুণ্ণ করিবে না পক্ষান্তরে উহা পাকিস্তানকে শক্তিশালী করিবে।

শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, লাহোরে অনুষ্ঠিত ৪টি বিরোধী দলের সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে ৫ কোটি মানুষের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা
করা সম্ভব নহে, তাই—

লাহোর সম্মেলনের সহিত সম্পর্কচ্ছেদের কারণ বর্ণনা প্রসংগে শেখ মুজিব
দেশের উভয় অংশের মধ্যে অটুট ঐক্য ও সুদৃঢ় সংহতি
গড়িয়া তোলার জন্য ৬-দফা কর্তব্য নির্দেশ
(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্য (শুক্রবার) করাচী হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়া ঘোষণা করেন যে, লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী শিবিরের সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাববাদিই নয়, গোটা সম্মেলনের সঙ্গেই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিদল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে।

তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের বন্ধিত সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করা সম্ভব নয় বলিয়াই এই সম্মেলনের সঙ্গে তাঁহাকে ও তাঁহার সহকর্মীদের সম্পর্ক ছিন্ন করিতে হইয়াছে এবং সেইজন্যই সম্মেলনে গৃহীত কোন প্রস্তাব বা সিদ্ধান্তের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কোনরূপ সম্পর্ক বা সংশ্লিষ্ট নাই। তেজগাঁও বিমানবন্দরে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রায় একঘণ্টাকাল আলাপ-আলোচনা করেন এবং সাংবাদিকদের বহুমুখী প্রশ্নের জবাবদান করেন। যুদ্ধোত্তর দেশের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া শেখ মুজিব জাতীয় সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটির বিবেচনার জন্য দেশের দুই প্রদেশের মধ্যে অটুট ঐক্য, সুদৃঢ় সংহতি ও বৃহত্তর সমঝোতা সৃষ্টির জন্য মুখ্যতঃ যে ৬-দফা প্রস্তাব করেন সেই সম্পর্কে তিনি সাংবাদিকদের বিস্তারিত বিবরণ দান করেন। লাহোর সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে তিনি যে-সব সুপারিশ পেশ করেন সেই প্রসঙ্গে তিনি সাংবাদিকদের বলেন যে, পাক-ভারতের মধ্যকার বিগত ১৭ দিনের যুদ্ধে যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহাতে প্রশাসনিক দিক দিয়া জনসাধারণের বৃহত্তর কল্যাণ সাধনের কথা বিবেচনা করিয়া দেশের প্রশাসনিক কাঠামো সম্পর্কে নূতনভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। তিনি বলেন, বিগত অস্বাভাবিক ধরনের জরুরী দিনগুলিতে কেবল পূর্ব পাকিস্তানীদের ঐক্যবোধই দেশের দুই প্রদেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে, ঘটনাক্রমে নহে।

শেখ মুজিব সাংবাদিকদের বলেন যে, জাতীয় সম্মেলনের সাবজেক্ট কমিটিতে তিনি যেসব সুপারিশ করিয়াছেন তাহা পাকিস্তানের দুইটি অঞ্চলকে একত্র ও একই রাজনৈতিক সত্তা হিসাবে বিশ্বমানচিত্রে কায়ম রাখার জন্যই করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, এই উদ্দেশ্য নিয়াই তিনি লাহোর সম্মেলনের সাবজেক্ট কমিটিতে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানে তিনি একটি শাসনতান্ত্রিক ফেডারেশন গঠনের সুপারিশ করিয়াছেন। সুপারিশকৃত এই শাসনতন্ত্রে বিশ্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার কায়মের এবং আইন পরিষদসমূহের সার্বভৌমত্বের বিধান থাকিতে হইবে।

ফেডারেল সরকারের এখতিয়ারাধীন যেসব বিষয় থাকিবে বলিয়া শেখ মুজিব যে সুপারিশ করিয়াছেন তাহা এই যে, ফেডারেল সরকার দেশরক্ষা এবং পররাষ্ট্র বিষয়ের দায়িত্ব পালন করিবেন। এই দুইটি বিষয় ছাড়া আর বাকি যেসব বিষয় থাকিবে তার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকিবে ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত স্টেটসমূহের হাতে।

দেশের মুদ্রাব্যবস্থা সম্পর্কে শেখ মুজিব সাবজেক্ট কমিটিতে অবাধে বিনিময়যোগ্য দুইটি পৃথক ধরনের মুদ্রার অথবা শর্তসাপেক্ষের একটি মুদ্রা ব্যবস্থা কায়ম রাখার সুপারিশ করিয়াছেন।

তিনি সুপারিশ করিয়াছেন যে, ফেডারেশনের জন্য যদি একটি মুদ্রা ব্যবস্থা কয়েম রাখিতে হয়, তবে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হইবে এবং সেইক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান হইতে পশ্চিম পাকিস্তানের মূলধন পাচার বন্ধ করার জন্য কার্যকরী শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে। এছাড়াও পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক আর্থিক ও অর্থনৈতিক নীতি প্রবর্তন করিতে হইবে।

কর ধার্য সম্পর্কে শেখ মুজিব যে সুপারিশ করিয়াছেন তাহা হইতেছে যে, সর্বপ্রকারের কর ও শুল্ক ধার্যের একচেটিয়া অধিকার ফেডারেশনের স্টেটসমূহের হাতেই থাকিবে। ফেডারেল সরকারের কোনরূপ কর ধার্যের অধিকার থাকিবে না। তবে সংশ্লিষ্ট ব্যয় নির্বাহের জন্য স্টেটসমূহের করের একটি অংশ ফেডারেল সরকার পাইবেন। স্টেটসমূহের সকল প্রকার করের একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ অংশ দ্বারাই ফেডারেল সরকারের তহবিল গঠিত হইবে।

বৈদেশিক বাণিজ্য সম্বন্ধে শেখ মুজিব ৫ দফা সুপারিশ করিয়াছেন। প্রথমতঃ, ফেডারেশনের প্রতিটি স্টেটের পৃথকভাবে বিদেশী বাণিজ্যের হিসাব রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, বিদেশী বাণিজ্যের দ্বারা আহৃত বিদেশী মুদ্রা স্টেটগুলির অধিকারে থাকিবে।

তৃতীয়তঃ, ফেডারেল সরকারের বিদেশী মুদ্রার চাহিদা সমান হারে বা সম্মত কোন একটা হারে স্টেটসমূহ মিটাইবে। চতুর্থতঃ, প্রয়োজনীয় স্বদেশে প্রস্তুত সকল দ্রব্যই বিনা শুল্কে বা টেরিফের বিধিবিধানমুক্ত অবস্থায় স্টেটসমূহের মধ্যে যাতায়াত করিবে। শেষতঃ, শাসনতান্ত্রিক বিধান করিয়া স্টেটসমূহকে বিদেশে বাণিজ্যিক প্রতিনিধি প্রেরণের এবং সংশ্লিষ্ট স্টেটের স্বার্থে বিদেশে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করার অধিকার দিতে হইবে।

শেখ মুজিব শাসনতন্ত্র মতে স্টেটসমূহকে আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ‘পেরা-মিলিটারী’ বা আঞ্চলিক বাহিনী সংরক্ষণের অধিকার দানেরও সুপারিশ করেন।

শেখ মুজিব সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, লাহোর সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের প্রভাবশালী একটি মহল পূর্ব পাকিস্তানের দাবী-দাওয়া আলোচনা তো দূরের কথা, শুনিতে পর্যন্ত প্রস্তুত না থাকায় তিনি তাঁর প্রতিনিধিদলসহ সম্মেলনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

তিনি বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবী-দাওয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল রহিয়াছে বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস।

তাসখেন্দ ঘোষণা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়াকিং কমিটি কর্তৃক তাসখেন্দ প্রশ্ন বিবেচনার পূর্বে এই প্রশ্নে কোন মতামত দেওয়ার কোন এখতিয়ার তাঁহার নাই এবং সেইজন্যই

লাহোর সম্মেলনে এই প্রশ্নে তাঁহার কোন মতামত দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, আশা করা গিয়াছিল যে, এই সম্মেলনে জাতীয় সমস্যাাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করা হইবে এবং ভবিষ্যতের জন্য জাতির সামনে সঠিক একটা কর্মসূচী তুলিয়া ধরা হইবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে, সম্মেলনের প্রভাবশালী উদ্যোক্তারা সবকিছুই পূর্বাংগে সাজাইয়া রাখিয়াছেন এবং দেশের প্রধান প্রধান সমস্যাাদির কিছুই তাঁহারা বিচার-বিবেচনা করিতে প্রস্তুত নন।

জনৈক সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন যে, লাহোর সম্মেলনের সাবজেক্ট কমিটির কাছে তিনি যে ৬-দফা সুপারিশ করিয়াছেন, সেই ৬-দফা অন্তর্ভুক্ত করিয়া গণতান্ত্রিক কোন সংগ্রামের জন্য কোন প্লাটফর্ম গঠন করা হইলে তিনি সেই প্লাটফর্মের সঙ্গে থাকিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

২৫ শে ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের জনসভা

(স্টাফ রিপোর্টার)

চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ অফিসের এক খবরে প্রকাশ, আগামী ২৫শে ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান এবং প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ জনসভায় বক্তৃতা দান করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

১৩ই ফেব্রুয়ারী ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগ সম্মেলন

(নিজস্ব সংবাদদাতার তার)

ফরিদপুর, ৮ই ফেব্রুয়ারী।— ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী এই মর্মে জানাইয়াছেন যে, জেলা আওয়ামী লীগের আগামী দুই বৎসরের জন্য কর্মকর্তা নির্বাচনের উদ্দেশ্যে আগামী ১৩ই ফেব্রুয়ারী (রবিবার) বেলা ১১টায় ফরিদপুর বার লাইব্রেরী হলে ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। সম্মেলনে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা অনুষ্ঠিত হইবে। শেখ মুজিবুর রহমান সম্মেলনে উপস্থিত থাকিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

Morning News
12th February 1966
Mujib Advocates federal Govt.
For Pakistan

(By Our staff reporter)

The General Secretary of the East Pakistan Awami League. Sheikh Mujibur Rahman yesterday advocated a constitutional framework for the country providing for a federation “in true sense on the basis of Lahore Resolution.

In the Six-point Programme which he released to the press on his return to Dacca he envisaged a Federal Government where all subjects except defence and Foreign Affairs “shall vest in the federating state”.

In his scheme the federating states “shall have the authority to raise and maintain under their own control Para military or territorial forces to protect territorial integrity as well as the constitution”.

Talking to newsmen Sheikh sahib said that he had submitted this programme to the Lahore conference which did not discuss it.

Elaborating the stand of his party on his return from Karachi Sheikh Mujibur Rahman said that East Pakistan Awami League delegation had attended the conference on assurance by a conference sponsor that Lahore moot would discuss, apart from Tashkent Declaration, all problems facing the nation, Particularly East Pakistan.

On joining the conference he however found that the sponsors were not in any mood to “listen to our points of view”.

Regarding the Tashkent Declaration Sheikh Mujibur Rahman said he had told the conference leaders that “we cannot condemn the accord outright”. Their stubborn refusal to condemn the accord, according to the General Secretary of East Pakistan Awami League, stemmed from two considerations. One was that the party’s Working Committee was yet to give its verdict on the issue. And secondly, “we believe in world peace and in the settlement of all disputes with our neighbour peacefully”.

Giving details of the difference of opinion with the conference sponsors which led to East Pakistan Awami League: complete disassociation with all the resolutions passed by the conference Sheikh Mujibur Rahman said that the West Pakistan Awami League delegates to the conference were also divided among themselves.

From the very beginning, Sheikh Mujib said, “we wanted to co-operate with the sponsors of the conference and had attended the meeting of the subjects committee with this end in view”.

COTERIE

He regretted that their offer of cooperation went by default because “unfortunately a section of influential sponsors had created a coterie to force their views, on the conference”. They were not even in a mood to discuss the points raised by us, he added.

Although he would not identify the persons belonging to this “coterie” Sheikh Mujib later said that these persons had been associated with the Government for long during these 18 years and “were responsible for many of the ills of today”.

Continuing his statement about what “actually happened at the conference” Sheikh Mujib said that in spite of the initial adamance of the sponsors they had attended the first session and “allowed” Mr. Abdul Malek to preside over it. Sheikh Mujib was nominated to the subjects committee but when he attended the deliberations “I found that all the resolutions including the one on Tashkent had been drafted”. “We told the members of the committee that we cannot outright condemn the Tashkent accord, particularly without discussing it in the working Committee meeting”.

He said that he had again made abortive attempt to raise discussion on a six-point programme which he had earlier submitted to the subjects committee. When the sponsors refused even to discuss these points Sheikh Mujib said, he requested them to either extend the conference by one day or adjourn it for the time being to be held later in Dacca. “After all we could not neglect the views of the majority population” he said.

Later replying to questions on the six-point programme, Sheikh Mujibur Rahman said that he disfavoured the idea of dissolution of parties in order to forge a united opposition in the country. Unless there was “ideological affinity” there could not be a merger of political parties.

He also said that Awami League did not favour one party on the basis one point programme. He said that there could be united effort, Keeping the parties alive, on the basis of a comprehensive programme. Such a programme for the co-operation of Awami League will have to include six-points he had raised at the Lahore conference.

Morning News
12th February 1966
SIX-POINT PROGRAMME

Sheikh Mujibur Rahman gave out the following text of the six-point programme he had placed before the subjects committee at the Lahore Conference:

In view of the experiences gathered during the 17 days of war with India some rethinking about constitutional framework of the country is necessary, Keeping in view the practical aspects of administration for the welfare of the people. It is evident that the determination of the people of East Pakistan to keep the country as a single whole saved the two parts of Pakistan from disintegration which could have taken place during this period of extraordinary emergency.

The main object of this brief note is to make an earnest effort to continue to keep the two parts of Pakistan united as one political entity. With this object in view the following suggestions are made—

1. The constitution should provide for a Federation of Pakistan in its true sense on the basis of Lahore Resolution, and parliamentary form of government with supremacy of legislatures elected on the basis of universal adult franchise and direct voting.
2. Federal Government shall deal with two subjects defence and foreign affairs; all other residuary subjects shall vest in the federating states.
3. Regarding currency either of the following—
 - A. Two separate freely convertible currencies may be introduced. or
 - B. One currency for the whole country may be maintained. In this case effective constitutional provisions are to be made in stopping flight of capital from East to West Pakistan. Separate banking reserve is also to be made for East Pakistan.
 - C. Separate fiscal and monetary policy is to be adopted for East Pakistan.
4. **Taxation:** The federating states shall have exclusive authority to levy all taxes and duties. The Federal Government will have no tax levying authority, but will have a share on state taxes for meeting their required expenditure. The consolidated federal fund should come out of a levy of a certain uniform percentage of all state taxes.

5. **Foreign Trade:** i. Separate external trade account for each of the federating states is to be maintained.
ii. Foreign exchange earned out of external trade will be at the disposal of the states.
iii. The federal foreign exchange requirements will be met by the states on the basis of equal percentage rate or a rate to be agreed upon.
iv. Indigenous commodities will move between states free of any taxation or tariff restrictions.
v. states should be allowed by constitutional provisions to place trade representatives abroad and negotiate trade deals in the interest of the state.
6. States should have the authority under the constitution to raise and maintain under its own control Para-military or territorial forces to protect the territorial integrity as well as the constitution.

দৈনিক পাকিস্তান

১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

লাহোর সম্মেলনের কতিপয় উদ্যোক্তা

বিরোধী দলীয় আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে ॥

অতীতের সরকারসমূহের এই বিশেষ চক্রাই দেশের

বর্তমান দুরবস্থার জন্য সর্বতোভাবে দায়ী : শেখ মুজিব

গতকল্য শুক্রবার পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান বিরোধী দলের একটি বিশেষ গোষ্ঠীর সমালোচনা করিয়া বলেন, অতীতে ইহারা বহুদিন ক্ষমতাসীন ছিল এবং দেশ আজ যে দুরবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে তজ্জন্য ইহারাই দায়ী।

তিনি সম্প্রতি সমাপ্ত লাহোর সম্মেলনের কয়েকজন উদ্যোক্তার বিরুদ্ধে দেশে সম্মিলিত বিরোধী দলীয় আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সম্মিলিত বিরোধী দল গঠন করাই ছিল লাহোর সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

পিপিএ পরিবেশিত উক্ত খবরে প্রকাশ, তিনি বলেন যে, তাঁহার ছয় দফা প্রস্তাব সম্পর্কে উক্ত নেতৃবর্গ অযৌক্তিক মনোভাব গ্রহণ করায় তাহার দল উক্ত সম্মেলনের প্রস্তাবের সহিত জড়িত হয় নাই।

তিনি বলেন, বিরোধী দলের এই কোটারীই এক সময় ক্ষমতার আসন অধিকার করিয়াছিল এবং দেশের আজিকার দুর্দিনের জন্য ইহারাই দায়ী।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন, লাহোর সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের মৌল সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে এইরূপ প্রতিশ্রুতি লাভ করিয়া তিনি লাহোর সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু বিরোধী দলের উক্ত কোটারী তাহার ছয় দফা প্রস্তাব অংকুরেই বিনষ্ট করার প্রয়াস প্রায়। ইহার পরিণতি হিসাবে তাহার ছয় দফা প্রস্তাব সম্মেলনে উত্থাপন করা যায় নাই।

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী বলেন, তিনি বিষয় নির্ধারণী কমিটির বৈঠকে উক্ত ছয় দফা প্রস্তাব উত্থাপনের চেষ্টা করেন। কিন্তু উক্ত কোটারী তাহার প্রস্তাব আলোচনা করিতেও রাজী হন নাই।

নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান উক্ত কোটারীতে আছেন কিনা প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন, ইহা তিনি জানেন না।

শেখ মুজিবর রহমান দুঃখ করিয়া বলেন, তাহার ছয় দফা প্রস্তাব সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানের একশ্রেণীর সংবাদপত্র পাঠকদের এইরূপ ধারণা দানের প্রয়াস পাইয়াছে যে, তিনি পশ্চিম পাকিস্তান হইতে পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতার পক্ষপাতী।

শেখ মুজিব দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে, ভারতের সহিত যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ যে নজীরবিহীন দেশপ্রেমের পরিচয় দান করিয়াছে তাহাতে এই ধরনের সকল আশংকার নিরসন ঘটিয়াছে।

তাহার প্রথম দফা প্রস্তাবের মধ্যে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান ফেডারেল সরকার গঠন, পার্লামেন্টারী ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠা, সরাসরি ও সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচনের সুপারিশ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় দফা প্রস্তাবে প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র ছাড়া আর সকল বিষয় প্রদেশের হাতে ছাড়িয়া দেওয়ার সুপারিশ করা হইয়াছে।

তৃতীয় দফা প্রস্তাবে পৃথক বিনিময়যোগ্য মুদ্রা ব্যবস্থা প্রবর্তন কিংবা পুঁজি পাচার বন্ধের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্বলিত একই মুদ্রা চালুর সুপারিশ করা হইয়াছে।

অন্যান্য প্রস্তাবের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের পৃথক অর্থ ও আর্থিক নীতি গ্রহণ প্রত্যেক প্রদেশের জন্য বৈদেশিক বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা, অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা প্রদেশের হাতে অর্পণ প্রভৃতির সুপারিশ করা হইয়াছে।

অন্যান্য প্রস্তাব নিম্নরূপঃ

ফেডারেল সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা প্রদেশসমূহ সমান হারে কিংবা সকলে গ্রহণযোগ্য হারে প্রদান করিবে।

দেশজ পণ্যদ্রব্য বিনা করে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে সরবরাহ করা হইবে।

প্রদেশসমূহকে বিদেশে বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ ও বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে আলোচনার শাসনতান্ত্রিক অধিকার দিতে হইবে।

দেশের আঞ্চলিক অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য সেনাবাহিনী কিংবা আঞ্চলিক বাহিনী গঠনের জন্য প্রদেশসমূহকে শাসনতান্ত্রিক অধিকার দিতে হইবে।

শুল্ক, কর ইত্যাদি আরোপের পূর্ণ অধিকার প্রদেশসমূহকে প্রদান করিতে হইবে। ফেডারেল সরকারের প্রয়োজনীয় ব্যয় মিটানোর জন্য উহার অংশ ফেডারেল সরকারকে প্রদান করা হইবে। সকল প্রদেশের প্রদেয় অর্থের পরিমাণ একই হারে হইবে।

দৈনিক পাকিস্তান

১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

শেখ মুজিবের দাবী

লাহোর সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে

লাহোর, ১০ই ফেব্রুয়ারী (ইউপিপি)।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, সাম্প্রতিক পাক-ভারত যুদ্ধকালে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও পূর্ব পাকিস্তানকে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টতর হইয়াছে।

তিনি বলেন যে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে প্রাদেশিকতা বলিয়া চিত্রিত করা উচিত নহে। আওয়ামী লীগ নেতা বলেন যে, সাম্প্রতিক যুদ্ধকালে পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণরূপে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল এবং পাকিস্তানের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানবাসীর অকৃত্রিম ভালবাসাই আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির রক্ষায় দেশকে সুসংহত রাখিয়াছে। কিন্তু তৎসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানবাসী দেশরক্ষার ব্যাপারে প্রদেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রয়োজনীয়তা হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতে থাকে।

তিনি আরও বলেন যে, দেশরক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উভয় প্রদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল হইলে জাতি যে কোন হামলা অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে সক্ষম হইবে। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন জাতীয় সংহতির কোন ক্ষতি করিবে না বরং পাকিস্তানকে আরও শক্তিশালী করিবে।

আওয়ামী লীগ কার্যকরী সংসদ কর্তৃক পুংখানুপুংখরূপে আলোচনার পূর্বে তিনি তাসখন্দ ঘোষণা সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশে অস্বীকার করেন।

তিনি বলেন যে, লাহোরে অনুষ্ঠিত ৪টি বিরোধী দলের সম্মেলন সফল হইয়াছে। সম্মেলনে দেশের উভয় প্রদেশ হইতে সাড়ে সাতশ প্রতিনিধির যোগদান একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

আওয়ামী লীগ ভূমিকার প্রতি অভিনন্দন

(ইত্তেফাকের চট্টগ্রাম অফিস হইতে)

১৩ই ফেব্রুয়ারী- চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সম্পাদক জনাব এম, এ, আজিজ, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আবদুল্লাহ আল হারুণ, দফতর সম্পাদক জনাব এম, এ, হান্নান ও কোষাধ্যক্ষ জনাব জানে আলম দোভাষী অদ্য (রবিবার) এবং যুক্ত বিবৃতিতে বলেন : সাম্প্রতিক লাহোর সম্মেলন-এ যোগদানকারী আওয়ামী লীগ দলীয় প্রতিনিধিদের নেতা জনাব শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগ দলীয় প্রতিনিধিরা যে সুচিন্তিত ও বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন-তাহাতে ইহাই প্রমাণ করে যে, শুধুমাত্র বিরোধিতার খাতিরেই বিরোধিতা করা বা ক্ষমতার লোভে রাজনীতি করা আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্য নয় অথবা ঘোলা জলে মাছ শিকার করার প্রবণতা আওয়ামী লীগের নাই।

আমরা আশা করিয়াছিলাম যে, প্রস্তাবিত লাহোর সম্মেলন ‘যুদ্ধপূর্ব, যুদ্ধকালীন’ ও যুদ্ধান্তরকালের দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমস্যাদি সত্যের কষ্টিপাথরে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেশকে- বাস্তবানুগ নেতৃত্বদানের কর্মপন্থা নির্ধারিত করিবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় লাহোর সম্মেলন যে সাম্প্রতিক তাসখেন্দ চুক্তির বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যেই আহূত হইয়াছিল- ইহাই প্রমাণ হইল। আমরা মনে করি, তাসখেন্দ চুক্তি সাম্প্রতিক পাক-ভারত ভয়াবহ যুদ্ধেরই ফলশ্রুতি। পাক-ভারত শান্তিপূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা আওয়ামী লীগ দলের বহু-আকাংখিত বিলম্বে হইলেও তাসখেন্দ চুক্তি পাক-ভারত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সহায়ক হইবে। সুখের বিষয়, ভারতের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা উঠিলে যাঁহারা তাহা বাঁকা চোখে দেখিতেন ও তাহা উহার প্রস্তাবকদের নিন্দা করিতেন, আজ তাঁহারাও তাসখেন্দ চুক্তির অন্যতম প্রবক্তা। বিলম্বে হইলেও বাস্তবতার চাপে তাহাদের যে চক্ষু খুলিয়াছে ইহাই আশার কথা। আজ দেশের আপামর জনসাধারণ ইহাই বুঝিতে পারিয়াছে যে, কোন গুরুতর সমস্যারই (কাশ্মীর সহ) সমাধানের পথ বল প্রয়োগ নয়। আর পাকিস্তান ও ভারত যুদ্ধের বিলাসিতাও করিতে পারে না।

লাহোর সম্মেলন এর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করিয়া তাই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ইহাই প্রমাণ করিল যে, পূর্ব বাংলার সিদ্ধান্ত ও নেতৃত্ব সঠিক পথেই পরিচালিত হইতেছে। তাই আমরা জনাব মুজিবুর রহমান সাহেবকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। পরিশেষে আমরা জনসাধারণের কাছে আবেদন করিব, লাহোর সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক দাবীকৃত ছয় দফা, যথা

পূর্ণ গণতন্ত্র কায়েম, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, আঞ্চলিক রক্ষাব্যবস্থা ও আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থা, পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থা ইত্যাদি কায়েম করার জন্য দুর্বীর গণ-আন্দোলন গড়িয়া তুলুন।

Morning News

14th February 1966

Mujib Condemns Resumption of Bombing

(By Our staff reporter)

Sheikh Mujibur Rahman, General-Secretary of East Pakistan Awami League has strongly condemned the USA's resumption of the bombing of North Viet Nam which had exposed the true face of the USA and had shocked the conscience of all peace and freedom-loving people of the world.

In a statement issued to the Press yesterday the Awami League Leader said :

All peace-loving people of the World will be grievously shocked at the resumption of bombing by U.S.A. over North Vietnam. The renewed acts of violence of the U.S.A. in the Viet Names reveal the hollowness of the recent peace move initiated by them. Real peace can only be established in the war-torn **Viet Nams** in according with the Geneva Agreement in 1954 when all foreign interventions cease. I demand of the U.S. Administration in the interest of the suffering Vietnamese and the world peace to cry a halt to all acts of aggression and hostility and pave the way for peaceful solution of the problem.

আজাদ

১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

প্রাদেশিক আইন উজির কর্তৃক

শেখ মুজিবের ‘কনফেডারেশন’ প্রস্তাবের সমালোচনা

করাচী, ১৪ই ফেব্রুয়ারী।- পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদ শেখ মুজিবুর রহমানের সাম্প্রতিক বিবৃতির নিন্দা করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের আইন ও পার্লামেন্টারী দফতরের উজীর জনাব আবদুল হাই চৌধুরী গতকল্য বলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে কনফেডারেশন গঠনের যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা রাষ্ট্রদ্রোহিতার নামান্তর। তিনি আরও বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবার পথে এই বিবৃতি প্রথম পদক্ষেপ।

জনাব আবদুল হাই চৌধুরী আরও বলেন যে, যাহারা সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রের অস্তিত্ব চাহেন না তাহাদের সমর্থনকল্পেই শেখ মুজিবুর রহমান এই বিবৃতি প্রদান করিয়াছে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস।—এপিপি

Pakistan Observer
15th February 1966
Lahore Confce
Mujib did not place his points
(By A Staff Correspondent)

Members of Muslim League (Council) and Nezam-e-Islam who attended the recent Lahore Conference of four Opposition parties have been surprised by Sheikh Mujibur Rahman's explanation of his and other East Pakistan Awami League members' dissociation from the conference. On his return from West Pakistan on Friday Sheikh Mujibur Rahman said that the members of the East Pakistan Awami League delegation did not associate with the conference as it was not ready to consider a six-point agenda on problems of East Pakistan submitted by him.

Mr. Shafiqul Islam, General Secretary, East Pakistan Muslim League (Council) said on Sunday that Sheikh Mujibur Rahman did not formally submit his six-point memorandum to the Subjects Committee of the conference. Nor did he raise it openly at either the Subjects Committee meeting or the Conference.

He said, all that he knew was Sheikh Mujibur Rahman circulated copies of his proposals among the heads of the participating parties at "negotiating stage", but it was never brought up at any formal meeting of the Conference.

Dawn
15th February 1966
Hye slates Mujib

Mr. Abdul Hye Chowdhury, East Pakistan Minister for Law and Parliamentary Affairs, on Sunday condemned the recent statement by the Awami League Secretary-General, Shaikh Mujibur Rahman, suggesting a confederation of East and West Pakistan saying. It is tantamount to sedition".

In a statement, here, he said that this could be the first step towards the disintegration of the country. He said, he believed that Shaikh Mujib's statement was in support of those who do not see eye to eye with the creation of a sovereign State of Pakistan and was motivated to undo it. — APP

দৈনিক ইত্তেফাক
১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬
দেশদ্রোহিতার নামান্তর!

শেখ মুজিবের বিবৃতি সম্পর্কে আবদুল হাই চৌধুরী

করাচী, ১৪ই ফেব্রুয়ারী।— পূর্ব পাকিস্তানের আইন ও পার্লামেন্টারী দফতরের মন্ত্রী জনাব আবদুল হাই চৌধুরী গতকল্য এখানে এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে লইয়া কনফেডারেশন গঠনের প্রস্তাবের নিন্দা করেন। জনাব হাই চৌধুরী বলেন যে, অনুরূপ প্রস্তাব “দেশদ্রোহিতার নামান্তর”।

তিনি বলেন, দেশকে খণ্ডবিখণ্ড করার ইহা প্রথম পদক্ষেপ হইবে। মনে হয়, একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের সৃষ্টি যাহারা মানিয়া লইতে পারে নাই তাহাদের সমর্থনেই শেখ মুজিবের বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে এবং পাকিস্তানকে নস্যাৎ করা ইহার উদ্দেশ্য।—এ,পি,পি

Morning News
15th February 1966

Mujib's Proposal For Confederation Condemned

Karachi, Feb, 14(APP): Mr. Abdul Hye Choudhry, East Pakistan Minister for Law and Parliamentary Affairs, yesterday condemned the recent statement by the Awami League Secretary General, Shaikh Mujibur Rahman, suggesting a confederation of East and West Pakistan saying “it is tantamount to sedition”.

In a statement here, he said that this could be the first step towards the disintegration of the country.

He said he believed that Shaikh Mujibur's statement was in support of those who do not see eye to eye with creation of a sovereign state of Pakistan and motivated to undo it.

সংবাদ
১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬
শেখ মুজিবের প্রস্তাব সম্পর্কে আবদুল হাই

করাচী, ১৪ই ফেব্রুয়ারী (এ,পি,পি)।— পূর্ব পাকিস্তানের আইন ও পার্লামেন্টারী দফতরের মন্ত্রী জনাব আবদুল হাই চৌধুরী পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে একটি কনফেডারেশন গঠনের যে “প্রস্তাব” শেখ মুজিবুর রহমান করিয়াছেন উহার নিন্দা করেন। তিনি আওয়ামী লীগ নেতার সাম্প্রতিক বিবৃতির তীব্র বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, ‘ইহা রাজদ্রোহিতার সামিল।’

জনাব হাই আরও বলেন যে, ইহা দেশের সংহতি ভঙ্গের প্রথম পদক্ষেপ।

দৈনিক পাকিস্তান
১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬
শেখ মুজিবের মামলা

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স মোতাবেক আনীত মামলার জেরার দিন ২রা মার্চ ধার্য করা হইয়াছে।

প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আবদুল মালেকের আদালতে গতকল্য উক্ত মামলার শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষ সমর্থন করেন জনাব জহীরুদ্দীন, জনাব আবুল হোসেন ও জনাব তাজুদ্দীন। গতকল্য সোমবার পিপিএ এই সংবাদ পরিবেশন করে।

আজাদ
১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬
মুজিবের ছয় দফা কার্যসূচী
দুইজন কাউন্সিল লীগ নেতার সমালোচনা
(স্টাফ রিপোর্টার)

সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুজিবর রহমান কর্তৃক আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে রচিত ৬-দফা ভিত্তিক প্রোগ্রামের তীব্র সমালোচনা করিয়া গতকাল সোমবার পূর্ব পাকিস্তান মোহলেম লীগের (কাউন্সিল) সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে খওয়াজা খয়ের উদ্দিন, এম, এন, এ ও জনাব শফিকুল ইসলাম একটা যুক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, উক্ত ৬-দফা প্রোগ্রাম পাকিস্তানের অখণ্ডতার প্রতি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ।

তঁাহারা বলেন যে, জনাব মুজিবর রহমান তঁাহার ৬-দফা পরিকল্পনাকে ফেডারেশন হিসাবে আখ্যায়িত করিয়াছেন কিন্তু ফেডারেশন ও দুইটি প্রদেশের মধ্যে কর্তৃত্ব বণ্টনের ধরন দেখিয়া মনে হয় জনাব রহমানের অভিপ্রায় “কনফেডারেশন”, ফেডারেশন নয়, কিন্তু সুস্পষ্ট কারণে তিনি ইহাকে ‘ফেডারেশন’ হিসাবে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

তঁাহারা আরও বলেন যে, সমগ্র দেশ যে অখণ্ডতার বিরোধী কোন কিছু বরদাশত করিবে না সে সম্পর্কে শেখ মুজিবর রহমান সজ্ঞান। তাই তিনি তাহার ৬-দফা প্রোগ্রামকে ফেডারেশন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে জনাব শফিকুল ইসলাম বলেন যে, লাহোর সম্মেলনে তিনি নিজে উপস্থিত ছিলেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, জনাব মুজিবর রহমান তঁাহার ৬-দফা প্রোগ্রাম সম্মেলনের প্রতিনিধিবৃন্দের নিকট সম্মেলনে অথবা সাবজেক্ট কমিটিতে পেশ করিবার কোন প্রচেষ্টা করেন নাই।

তঁাহারা সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, তাসখন্দ ঘোষণার সমালোচনা করার অর্থ এই নয় যে, সমালোচক শাস্তি নয়, যুদ্ধ চায়। দুইটি কারণে এই ঘোষণার জন্য সরকারকে নিন্দা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ উন্নত রাষ্ট্র চালনা অথবা কার্যকরী বৈদেশিক নীতি অথবা কূটনৈতিক চাতুর্য দ্বারা সরকার যুদ্ধ এড়াইতে ব্যর্থ হইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ কাশ্মীর প্রশ্নের শান্তিপূর্ণ ...

Dawn
16th February 1966
MUJIB'S CASE

DACCA, Feb. 15: The case of Sheikh Mujibur Rahman, General Secretary of the East Pakistan Awami League, under the Public Safety Ordinance has been fixed for cross-examination on March 2. The case came up yesterday for hearing in the Court of Abul Malek Magistrate. Mr Rahman was represented by Mr Zaheeruddin, Mr Abul Hossain and Mr Tajuddin. —PPA.

Dawn
16th February 1966

E. Pakistan CML Secretary Opposes Mujib's idea

DACCA, Feb 15: Mr S.Q. M. Shafiqul Islam, General Secretary of the East Pakistan Council Muslim League, and a delegate to the Lahore conference today contested the idea of forming a federal type of Government propounded by Awami League's Sheikh Mujibur Rahman on the basis of his six-point programme.

He was addressing a Press conference here morning. Khwaja Khairuddin MNA and Vice-President of the Council Muslim League was also present at the conference.

Mr Islam dwelt at length on various points ranging from Sheikh Mujib's scheme for a federation down to Tashkent Declaration including democratisation of the Constitution and launching of a united movement in the country for restoration of democracy.

Mr. Shafiqul Islam maintained that scheme for a federation envisaged by Sheikh Mujibur Rahman would sow the seed of disintegration of Pakistan.

সংবাদ
১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬
২রা মার্চ শেখ মুজিবরের মামলার শুনানী

ঢাকা, ১৪ই ফেব্রুয়ারী, (পি,পি,এ)।—পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মুজিবর রহমানের জনশৃঙ্খলা রক্ষা অর্ডিন্যান্সের যে মামলাটি রহিয়াছে আগামী ২রা মার্চ উহার সওয়াল জওয়াব হইবে। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আবদুল মালেকের কোর্টে অদ্য শুনানী শুরু হয়।

শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষে জনাব জহিরউদ্দিন, জনাব আবুল হোসেন ও জনাব তাজউদ্দিন মামলাটি পরিচালনা করিতেছেন।

দৈনিক পাকিস্তান
১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬
কাউন্সিল লীগ নেতার অভিমত
মুজিবের প্রস্তাবের ফলে বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে!
(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শফিকুল ইসলাম গতকল্য মঙ্গলবার সকালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের ৬-দফার ভিত্তিতে ফেডারেল সরকার গঠনের যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার বিরোধিতা করেন।

তিনি শেখ মুজিবর রহমানের উক্ত প্রস্তাবের ফলে উদ্ভূত “বিপজ্জনক” পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতেই এই সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেন। প্রাদেশিক কাউন্সিল লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট খাজা খয়রুদ্দিন এম এন এও এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

জনাব ইসলাম শেখ মুজিবর রহমানের ফেডারেশন গঠনের পরিকল্পনা, লাহোর সম্মেলন, তাসখন্দ ঘোষণা, দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্মিলিত আন্দোলন এবং শাসনতন্ত্রের গণতন্ত্রায়ণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

জনাব ইসলামের মতে শেখ মুজিবের ফেডারেশন গঠনের মধ্যে পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্ট হওয়ার বীজ রহিয়াছে। তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগ নেতা ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করিতে অথবা একটি কনফেডারেশনে পরিণত করিতে চাহেন।

তিনি বলেন যে, তিনি নিজেও পূর্ব পাকিস্তানকে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদানে ইচ্ছুক। স্বায়ত্তশাসন বলিতে তিনি কি বোঝেন, তাহা জিজ্ঞাসা করা

হইলে তিনি বলেন, স্বায়ত্তশাসন শব্দটির নানা প্রকার অর্থ করা হয়। তবে, সাধারণতঃ সর্বাধিক সংখ্যক বিষয় প্রাদেশিক সরকারের এখতেয়ার এবং অতি অল্পসংখ্যক বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের একতেয়ারে রাখাই তিনি স্বায়ত্তশাসন লাভ বলিয়া মনে করেন।

তিনি আরও বলেন যে, তাঁহার মতে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও অর্থ বিভাগ থাকিবে। অন্যান্য সকল বিষয় প্রাদেশিক সরকারদ্বয়ের নিকট অর্পণ করা হইবে। তিনি বলেন যে, পররাষ্ট্র বিভাগের উপরই বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হইবে। পাট যেহেতু বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত সেইহেতু উহাও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অর্পণ করা হইবে বলিয়া তিনি জানান।

জনাব ইসলাম বলেন যে, শেখ মুজিব তাঁহার পরিকল্পনাকে ফেডারেশন বলিয়া অভিহিত করিলেও উহা কনফেডারেশনের প্রস্তাব ছাড়া আর কিছু নহে। কারণ শেখ মুজিবের অভিমত অনুযায়ী ফেডারেল সরকারের কর আরোপের অধিকার থাকিবে না।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, ভিন্নতর ভৌগোলিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লাহোর প্রস্তাবে ফেডারেল সরকার গঠনের কথা বলা হইয়াছিল। উহাতে ফেডারেশনের ইউনিট হিসাবে সমগ্র বাংলা, আসাম ও কাশ্মীর অন্তর্ভুক্তির যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল, পাকিস্তানে উহা পুরাপুরি অন্তর্ভুক্তি হয় নাই।

তিনি বলেন, পরিবর্তিত ভৌগোলিক অবস্থায় এক পাকিস্তান পরিকল্পনা বহুলাংশে শ্রেয়তর। তবে তিনি ফেডারেল সরকার গঠন এবং প্রদেশগুলিকে সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন দানের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬
মওলানা মওদুদী বলেন—
(স্টাফ রিপোর্টার)

পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর সভাপতি মওলানা আবুল আলা মওদুদী গতকল্য (বুধবার) ঢাকায় বলেন যে, দেশের অখণ্ডত্ব রক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করিয়া প্রদেশসমূহকে যতখানি স্বায়ত্তশাসন দেওয়া সম্ভব, তিনি ততখানি স্বায়ত্তশাসনই প্রদেশসমূহকে দেওয়ার পক্ষপাতী।

গতকল্য করাচী হইতে ঢাকা আসিয়া মওলানা মওদুদী বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমান প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য যে ৬-দফা সুপারিশ করিয়াছেন, তাহা হইতে আর ‘একপদ’ আগাইলেই দেশের অখণ্ডত্ব নষ্ট হইবে এবং এই জন্যই তিনি শেখ মুজিবরের

৬-দফার ঘোর বিরোধী। এই পর্যায়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, তিনি যে ধরনের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনে বিশ্বাস করেন, তাহাতে কি কি বিষয় কেন্দ্রের হাতে, আর কি কি প্রদেশের হাতে থাকিবে, সেই সম্পর্কে তিনি এই মুহূর্তে চূড়ান্ত পর্যায়ে কিছু বলিতে পারেন না। তবে তিনি বলেন যে, ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র ‘ভালই কাজ করিতেছিল’ এবং প্রয়োজনবোধে সেই শাসনতন্ত্রের সংস্কার সাধনও সম্ভব।

মওলানা মওদুদী বিরোধী দলীয় শিবিরে ঐক্যসাধনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এই ঐক্যসাধনের শর্ত হিসাবে তিনি বলেন যে, বিরোধী দলীয় শিবিরকে ঐক্যবদ্ধভাবে তাসখেন্দ ঘোষণাপত্রের বিরোধিতা করিতে হইবে এবং এই সুসংহত বিরোধিতার মধ্যদিয়াই বিরোধী দলীয় শিবিরে ঐক্য সাধন সম্ভব। বিরোধী শিবিরের একটি প্রভাবশালী মহল তাসখেন্দ ঘোষণাপত্রের বিরোধিতা করিতে প্রস্তুত না থাকা সত্ত্বেও কিভাবে বিরোধী দলীয় শিবিরে ঐক্য সাধন সম্ভব, জানিতে চাহিলে মওলানা মওদুদী বলেন যে, উক্ত মহলটি তাসখেন্দ ঘোষণার আসল ‘গোমর’ ধরিতে পারে নাই বলিয়াই তাসখেন্দ ঘোষণার বিরোধিতা করিতে তাহারা প্রস্তুত নয়।

তিনি বলেন যে, এই মহলকে তাসখেন্দ ঘোষণার ‘আসল গোমর’ সমঝাইবার জন্য তিনি কোশেশ করিবেন।

পাক-ভারতের মধ্যকার যুদ্ধ সম্পর্কে মওলানা মওদুদী বলেন যে, তিনি মনে করেন, এ যুদ্ধ আমাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং বিরোধী দলীয় যেসব নেতা এই মতে বিশ্বাসী নন, তিনি তাঁহাদের মতামতের সঙ্গে একমত নন। তিনি সাংবাদিকদের জানান যে, তাসখেন্দ ঘোষণার বিরুদ্ধে জনমত গঠনের জন্য শীঘ্রই চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, খাজা রফিক প্রমুখ পশ্চিম পাকিস্তানী নেতা পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসিবেন।

মওলানা মওদুদী আগামী ২৭শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় এক জনসভায় বক্তৃতা করিবেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানে ১২ দিন অবস্থান করিবেন। এই অবস্থানকালে তিনি ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা এবং দিনাজপুরে তাহার দলীয় সম্মেলনে বক্তৃতা করিবেন। এসব স্থানে তিনি জনসভায়ও বক্তৃতা করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

কাউন্সিল লীগ নেতারা আবার কি বলেন...

(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি ও জাতীয় পরিষদ সদস্য খাজা খয়েরউদ্দিন এবং সাধারণ সম্পাদক জনাব এ, কিউ, এম, শফিকুল ইসলাম গত মঙ্গলবার ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে,

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব বাস্তবধর্মী নয় এবং আজ এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ অচল। তাঁহারা বলেন যে, লাহোর প্রস্তাবে ‘দুই পাকিস্তানের’ সম্ভাবনা দৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতির অর্ধেক বাংলা আর আসাম বাদ দিয়া যে পাকিস্তানের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে ‘এক পাকিস্তান’ সম্ভব, লাহোর প্রস্তাব মতে “দুই পাকিস্তান” সম্ভব নয়। তাঁহারা আরও বলেন যে, যদি পূর্ব বাংলা এবং আসাম লইয়া পাকিস্তানের “এই অংশ” গঠিত হইত, তবে তাঁহারা লাহোর প্রস্তাব মানিতে প্রস্তুত ছিলেন।

আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দাবী করিয়া সাম্প্রতিক লাহোর সম্মেলনে যে ৬-দফা সুপারিশ করিয়াছেন, প্রধানতঃ সেই ৬-দফা সম্পর্কে ব্যক্তিগত ও দলীয় মতামত দেওয়ার জন্যই কাউন্সিল মুসলিম লীগের উপরোক্ত দুই নেতা এই সাংবাদিক সম্মেলনের অনুষ্ঠান করেন।

জনাব খাজা খয়েরউদ্দিন এবং জনাব শফিকুল ইসলাম শেখ মুজিবের ৬-দফাকে ‘ভয়াবহ পরিণতি সম্পন্ন’ এবং ‘পাকিস্তানের সংহতির জন্য মারাত্মক’ বলিয়া বর্ণনা করেন। তাঁহারা বলেন যে, যদিও শেখ মুজিবর রহমান তাঁহার ৬-দফায় ফেডারেশনের কথা বলিয়াছেন; কিন্তু তিনি যেসব শর্ত আরোপ করিয়াছেন, তাহাতে আসলে কনফেডারেশনের কথাই বলিতে চাহিয়াছেন। কারণ, যে লাহোর প্রস্তাবকে ভিত্তি করিয়া শেখ মুজিব সুপারিশ করিয়াছেন, তাহাতে ফেডারেশনের ইউনিটসমূহের “স্বাধীন, স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম” হওয়ারই কথা ছিল। তাঁহারা বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমান তাঁহার ৬-দফায় দেশরক্ষা ও কর ধার্য সম্পর্কে যে সুপারিশ করিয়াছেন, তাহাতে দেশের ‘সংহতি বিনষ্ট হওয়ার আশংকা আছে।’ তাঁহাদের বক্তব্য ব্যাখ্যা করিতে বলা হইলে তাঁহারা বলেন যে, তাঁহারাও আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের দাবীদার, তবে তাহা কেন্দ্রীয় দেশরক্ষা দফতরের অধীনে থাকিতে হইবে। শেখ মুজিবের সুপারিশকৃত প্যারা-মিলিটারী বা আঞ্চলিক সামরিক বাহিনী আজও আছে বলিয়া তাঁহাদের স্মরণ করাইয়া দিলে তাঁহারা বলেন যে, বর্তমানে যে ই, পি, আর, আছে, বর্তমান ব্যবস্থায় দেশরক্ষার কাজে ব্যাপৃত থাকিলে উহাকে দেশরক্ষা বিভাগের অধীন করা হয়। তাঁহারা এই পর্যায়ে বলেন যে, শেখ মুজিব তাঁর সুপারিশে দেশরক্ষা বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত অবস্থায় প্যারা-মিলিটারী বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের সুপারিশ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা মনে করেন এবং কাউন্সিল লীগ এই প্রকার বিরোধী।

শেখ মুজিব ফেডারেশনের ইউনিটসমূহের জন্য কর ধার্য করার সার্বিক ক্ষমতা বিধানের যে সুপারিশ করিয়াছেন, কাউন্সিল লীগ নেতৃদ্বয় তারও বিরোধিতা করেন। তাঁরা বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় বহনের জন্য

কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকার বা ফেডারেশনের ইউনিটসমূহের মুখাপেক্ষী হইতে পারেন না। কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কর ধার্য করার এখতিয়ার অবশ্যই থাকিতে হইবে। এই পর্যায়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জনাব শফিকুল ইসলাম বলেন যে, কাউন্সিল মুসলিম লীগও পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষপাতি। কি ধরনের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন তিনি বা তাঁহার দল চান, তাহা জানিতে চাহিলে তিনি বলেন যে, আপোষক্রমে নির্ধারিত সর্বাধিক ‘বিষয়’ প্রাদেশিক সরকারের এখতিয়ারে থাকিবে এবং ন্যূনতম সংখ্যক ‘বিষয়’ কেন্দ্রীয় সরকারে এখতিয়ারে থাকিবে। কি কি বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকিবে, সেই সম্পর্কে কাউন্সিল লীগ দল হিসাবে আজও কোন সিদ্ধান্ত নেয় নাই বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। তবে তিনি নিজে মনে করেন যে, দেশরক্ষা, মুদ্রা এবং পররাষ্ট্র (বিদেশী বাণিজ্যসহ) এই বিষয় কেন্দ্রের হাতে থাকা উচিত।

এই পর্যায়ে জনৈক সাংবাদিক বিদেশী বাণিজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ছাড়িয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাট সংক্রান্ত বিদেশী বাণিজ্যও কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে কি-না জানিতে চাহিলে জনাব শফিকুল ইসলাম বলেন যে, তাঁহার মতে পাট সংক্রান্ত বৈদেশিক বাণিজ্যও কেন্দ্রীয়- সরকারের হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে।

কাউন্সিল মুসলিম লীগ দেশের জন্য কি ধরনের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিতে চান, তাহা জানিতে চাহিলে জনাব শফিকুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন যে, শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব তাঁহাদের স্বন্ধে অর্পিত হইলে তাঁহারা সে সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখিবেন, এক্ষণে সেই সম্বন্ধে দলীয়ভাবে তাঁহারা কিছু ঠিক করেন নাই।

সাম্প্রতিক লাহোর সম্মেলনে শেখ মুজিবের ৬-দফা সুপারিশ উত্থাপন প্রসঙ্গে জনাব শফিকুল ইসলাম বলেন যে, শেখ মুজিব তাঁহার ৬-দফা সুপারিশ দলীয় প্রধানদের কাছে বিলি করেন। তিনি সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটির একটি অধিবেশনে যোগদান করেন; কিন্তু অবশিষ্ট অধিবেশনসমূহে যোগদান করেন নাই। কেন তিনি অবশিষ্ট অধিবেশনে যোগদান করিলেন না, সেই সম্পর্কে জনাব ইসলাম কিছু জানেন না বলিয়া উল্লেখ করেন।

খাজা খয়েরউদ্দিন ও জনাব শফিকুল ইসলাম বিভিন্ন মহল হইতে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী উত্থাপন করায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁহারা বলেন যে, লাহোর প্রস্তাব গ্রহণের পর বিভিন্ন সময়ে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ অন্যান্য বহু প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তের দ্বারা লাহোর প্রস্তাবকে হয় সংশোধন করিয়াছে, নয় ঐ প্রস্তাবের সিদ্ধান্তকে অতিক্রম করিয়া নূতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। এইসব ‘অন্যান্য সিদ্ধান্ত’ কি

এবং কোথায় গৃহীত হইয়াছে, তাহা জানিতে চাহিলে জনাব শফিকুল ইসলাম বলেন যে, ১৯৪৬ সনে দিল্লীতে মুসলিম লীগ লেজিসলেটরস কনভেনশনে এবং স্বাধীনতাপ্রাপ্তির প্রাক্কালে মুসলিম লীগের শেষ কাউন্সিল অধিবেশনে নয়া সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এইসব সিদ্ধান্তে ‘দুই পাকিস্তানের স্থলে’ ‘এক পাকিস্তানের’ অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া নেওয়া হয়। এক প্রশ্নের জবাবে জনাব ইসলাম বলেন যে, আলোচ্য কনভেনশন ও কাউন্সিলে লাহোর প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়া উহার পরিপন্থী বা উহার ‘নিন্দা’ করিয়া নূতন কোন প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। তাঁহারা বলেন যে, আজ লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। কারণ, যে ভৌগোলিক এলাকা লইয়া পাকিস্তান গঠিত হওয়ার কথা ছিল, সেই এলাকা লইয়া পাকিস্তান গঠিত হয় নাই আর যেভাবে পাকিস্তান গঠিত হইয়াছে, তাহাতে লাহোর প্রস্তাবে বর্ণিত ‘দুই পাকিস্তানের’ চাইতে ‘এক পাকিস্তান’ বজায় রাখাই উত্তম।

দৈনিক পাকিস্তান

১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

পূর্ব পাকিস্তানের নেতারা তাসখন্দ ঘোষণার আসল তাৎপর্য বুঝিতে পারেন নাই
মুজিবের প্রস্তাবে পাকিস্তানের সংহতি বিরোধী বীজ রহিয়াছে : মওদুদী
(স্টাফ রিপোর্টার)

জামাতে ইসলামীর আমীর মওলানা আবুল আলা মওদুদী গতকল্য সন্ধ্যায় করাচী হইতে ঢাকা আগমনের পর বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের নিকট বলেন যে, তাসখন্দ ঘোষণার আসল তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পূর্ব পাকিস্তানী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সক্ষম হন নাই। তিনি এখন তাঁহাদের ইহার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করানোর চেষ্টা করিবেন।

তিনি বলেন যে, দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে একটি যুক্তফ্রন্ট গঠন করার চেষ্টা করিতেছেন। তবে সম্প্রতি লাহোরে অনুষ্ঠিত “জাতীয় সম্মেলনে” তাসখন্দ ঘোষণা সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, যুক্তফ্রন্টের প্রতিটি দলকে তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথায় সম্মিলিত বিরোধী দলীয় আন্দোলনের ক্ষতি হইবে।

আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবের ৬-দফা প্রস্তাব সম্পর্কে তিনি বলেন, লাহোর সম্মেলনের চারটি দলই নীতিগতভাবে উহার বিরোধী। চারটি দলের মধ্যে আওয়ামী লীগ রহিয়াছে কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন যে, নবাবজাদা নসরুল্লাহ খানকে যদি আওয়ামী লীগের প্রধান মুখপত্র হিসাবে ধরা যায় তাহা হইলে চারটি দলের মধ্যে আওয়ামী লীগও রহিয়াছে।

মওলানা মওদুদী আরও বলেন, উপরোক্ত প্রস্তাবে পাকিস্তানের সংহতি বিপন্ন হওয়ার বীজ রহিয়াছে।

কোন কর্মসূচীর ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হইবে, তাহা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন যে, আগে যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হইবে, পরে কর্মসূচী ঠিক করা হইবে।

কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বন্টনের প্রশ্নে তাঁহার মত জানিতে চাওয়া হইলে তিনি বলেন যে, ১৯৬৬ সালের শাসনতন্ত্র এই সম্পর্কে মোটামুটি পস্থা নির্দিষ্ট করা আছে। উহা অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হইলে তাহা করা হইবে বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

মওলানা সাহেব বলেন যে, ভারত কর্তৃক পাকিস্তান আক্রান্ত হয় নাই বলিয়া একশ্রেণীর রাজনীতিক যে মত ব্যক্ত করিতেছেন, তিনি তাহা সমর্থন করেন না। এই যুদ্ধ পাকিস্তানের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। নিজস্ব দেশ রক্ষার জন্য পাকিস্তানকে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ শুরু করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল।

যুক্তফ্রন্টে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির যোগদানের সম্ভাবনা অত্যন্ত কম বলিয়া তিনি জানান। কারণ, দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সহিত ন্যাপের আদর্শগত ব্যাপক পার্থক্য রহিয়াছে এবং এই কারণেই তাহাদের লাহোর সম্মেলনে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হয় নাই।

তিনি অতঃপর বলেন যে, নেজামে ইসলাম পার্টির সভাপতি চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, কাউন্সিল মুসলিম লীগের শওকত হায়াত খানা ও আওয়ামী লীগ প্রধান নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান শীঘ্রই পূর্ব পাকিস্তান সফরে আগমন করিবেন। তাঁহারা তাসখন্দ ঘোষণার বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে জনমত গঠন করার চেষ্টা করিবেন।

পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানকালে জামাতে ইসলামীর নেতা মওলানা মওদুদী চট্টগ্রাম, খুলনা ও দিনাজপুর জামাত সম্মেলনে যোগদান করিবেন। এছাড়া তিনি আগামী ২৭শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় এক জনসভায় বক্তৃতা করিবেন।

আজাদ

১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

শেখ মুজিব বলেন :

ডঃ মাহমুদকে প্রহারকারী ছাত্রদল সম্ভবতঃ লাট ভবনে আশ্রয় লইয়াছে

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য বৃহস্পতিবার এক গুরুতর অভিযোগ করেন যে, ডক্টর আবু মাহমুদকে আক্রমণকারী ছাত্র নামধারী গুণাগণ লাটভবনে আশ্রয় লইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে।

তিনি এই আক্রমণের কঠোর ভাষায় নিন্দা করিয়া বলেন যে, এই জঘন্য আক্রমণের পিছনে একটি ষড়যন্ত্র রহিয়াছে বলিয়া আমার ধারণা হইতেছে। থানায় এজাহার দেওয়া সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত এক জনকেও গ্রেফতার না করায় শেখ মুজিব বিস্ময় প্রকাশ করেন। তিনি বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করিয়া বলেন যে, এই শ্রেণীর গুণামি পূর্ণ শক্তি দিয়া প্রতিরোধ করা হইবে।

শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য অপরাহ্নে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করিতেছিলেন।

ডক্টর আলিম-উল-রাজী

জাতীয় পরিষদের সদস্য ডক্টর আলিম-উল-রাজী গতকল্য বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বলেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশিষ্ট শিক্ষক ডক্টর মাহমুদের উপর নির্দয়ভাবে প্রচণ্ড আক্রমণ দেশের সকল সুষ্ঠু চিন্তাশীল নাগরিকদের গভীর উৎকর্ষিত করিয়াছে। তিনি বলেন যে, বর্তমান কর্তৃপক্ষের নীতির জন্যই বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ষড়যন্ত্র, স্বজনপ্রীতি ও ক্ষমতা লিপ্সার কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে বলিয়া এই ঘটনার দ্বারা প্রতীয়মান হয় এবং এই ঘটনার পিছনে কতকগুলি স্বার্থান্বেষী মহলের উস্কানী আছে বলিয়া সন্দেহ করার বিশেষ প্রমাণের অবকাশ রহিয়াছে। তিনি বলেন, এই ঘটনাকে নিন্দা করিবার মত আমার কোন ভাষা নাই। হাইকোর্টের বিচারপতি, বিশিষ্ট নাগরিক ও শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে এই ঘটনা তদন্তের জন্য ডক্টর রাজী দাবী করিয়াছেন।

আজাদ

১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

৬-দফা প্রস্তাবের সমালোচনার জবাবে শেখ মুজিব

ঢাকা, ১৭ই ফেব্রুয়ারী।— আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এখানে তাঁহার ৬-দফা প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, জাতীয় সংহতি ও সমৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ফেডারেল সরকারের বিভিন্ন ইউনিটে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করা একটি শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ছাড়া আর কিছুই নহে।

অদ্য এখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতাদানকালে কতিপয় রাজনৈতিক নেতা কর্তৃক ৬ দফা প্রস্তাবের যে সমালোচনা করা হইয়াছে, উহার উল্লেখ করিয়া তিনি উপরোক্ত উক্তি করেন। তিনি বলেন যে, ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতেই পাকিস্তান হাছল করা হইয়াছিল এবং ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুছলমানগণ ঐ একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ভোটদান করিয়াছিল। তিনি পাকিস্তান আওয়ামী লীগের

সভাপতি নওয়াজদাদা নসরুল্লাহ খানের সহিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের যে মতবিরোধ দেখা দিয়াছে তাহাকে পার্টির আভ্যন্তরীণ ভাঙ্গন বলিয়া অভিহিত করা চলে কিনা মর্মে জিজ্ঞাসা করা হইলে শেখ মুজিব বলেন যে, কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটিই এই ব্যাপারে আলোচনা করিবে। তিনি আরও বলেন যে, তাহার ৬-দফা কর্মসূচী বিবেচিত না হইলে প্রস্তাবিত সম্মিলিত বিরোধী দল গঠনের সভাবনা পর্যালোচনার ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কিছুমাত্র উৎসাহ প্রকাশ করিবে না।

কোন অধিকারে নওয়াজদাদা নসরুল্লাহ খান ৫ সদস্য বিশিষ্ট পর্যালোচনা কমিটির সদস্য হইলেন তাহা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন যে, এই ব্যাপারে তাঁহারা কিছুই বলিতে পারেন না।

তিনি আরও বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কর্মসূচীতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ কায়েমের কথাও উল্লেখিত আছে। তবে ৬-দফার ব্যাপারে ব্যাপক সমর্থন লাভই তাঁহার সর্বপ্রথম কর্মসূচী হওয়ায় সমাজতন্ত্রের কথাটিকে তিনি ৬-দফার অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। -এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক

১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

‘চণ্ডনীতি ত্যাগ করা উচিত’

বিরোধী নেতাদের আটকের প্রতিবাদে শেখ মুজিব

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মুজিবর রহমান বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের প্রতিবাদে গতকল্য (বৃহস্পতিবার) সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করেন।

বিবৃতিতে শেখ মুজিবর রহমান বলেনঃ আমি এই মাত্র জানিতে পারিলাম যে, পাকিস্তান রক্ষাবিধি অনুযায়ী নওয়াজদাদা নসরুল্লা খান, মালিক গোলাম জিলানী মালিক, সরদার শওকত হায়াত খান, সরদার জাফরুল্লাহ খান ও খাজা মোহাম্মদ রফিককে গ্রেফতার করা হইয়াছে। জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে অবাধ মতামত প্রকাশ বন্ধ করার জন্য সরকার উহার চিরায়ত দমন নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, ইহা খুবই দুঃখজনক। আমি উক্ত পাঁচজন নেতার গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা এবং অবিলম্বে তাঁহাদের মুক্তি প্রদানের দাবী করিতেছি। যেক্ষেত্রে যুদ্ধরত বিদেশীদের সহিত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া ক্ষমতাসীন শাসকগণ দাবী করিতেছেন, সেই মুহূর্তে আমাদের নিজ দেশের নাগরিকদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান রক্ষাবিধি প্রয়োগ সর্বাধিক নিন্দনীয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

বিগত যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতার আলোকে ৬-দফা’র সারবত্তা যাচাই করণ

বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি শেখ মুজিবের আহ্বান :

‘শক্তিশালী কেন্দ্রের’ প্রবক্তাদের প্রতি একটি সুস্পষ্ট জিজ্ঞাসা

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (বৃহস্পতিবার) আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, রাজনীতিতে মধ্যপন্থায় আর বিশ্বাস করা চলে না। তাই দেশের বৃহত্তর কল্যাণের কথা চিন্তা করিয়াই তিনি জাতির সামনে ৬-দফা সুপারিশ তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই ৬-দফা কোন রাজনৈতিক দরকষাকষি নয়, কোন রাজনৈতিক চালবাজিও নয়—এই ৬-দফার সহিত পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ অধিবাসীর জীবন-মরণের প্রশ্ন জড়িত। আমি বিশ্বাস করি যে, এই ৬-দফার বাস্তবায়নের মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা—তথা পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি সুসংবদ্ধ করার শ্রেষ্ঠতম গ্যারান্টি নিহিত।

শেখ মুজিবর রহমান সাংবাদিকদের বলেন যে, তাঁহার ৬-দফা সুপারিশ পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসকারী পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ অধিবাসী এবং পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদের মধ্যকার সংঘাতেরই প্রশ্ন। বস্তুতঃ পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের সঙ্গে এই ৬-দফার কোন বিরোধ নাই। তিনি বলেন যে, জাতির বৃহত্তর কল্যাণের কথা চিন্তা করিয়াই দেশবাসীর সামনে তিনি তাঁহার ৬-দফা পেশ করিয়াছেন। দেশও দেশবাসীর স্বার্থেই ৬-দফার প্রতি সকল মহলের সমর্থনই তাহার কাম্য।

‘১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব আজ গ্রহণযোগ্য নয়’ বলিয়া যাঁহারা যুক্তি দেখাইতেছেন তাঁহাদের উদ্দেশ্যে শেখ মুজিব বলেন যে, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবই পাকিস্তানের ভিত্তি। এই প্রস্তাবভিত্তিক ‘ভাবী পাকিস্তানের’ উপরই পাক-ভারতের জনসাধারণকে মতামত দানের জন্য সেদিন আহ্বান জানান হইয়াছিল। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে পাক-ভারতের মুসলমানেরা এই লাহোর প্রস্তাব ভিত্তিক পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়া দেশ বিভাগের মাধ্যমে পাকিস্তান কায়েম করিয়াছিল।

এই পর্যায়ে এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন, ১৯৪৬ সনে দিল্লীতে মুসলিম লীগের উদ্যোগে যে ‘লেজিসলেটরস কনভেনশন’ হয় তার পূর্বেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং সে নির্বাচনে জনসাধারণ লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক পাকিস্তানের পক্ষেই রায়দান করে। মুসলিম লীগ কাউন্সিলে গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং জনসাধারণ কর্তৃক অনুমোদিত ও স্বীকৃত সত্যকে বানচাল করিয়া দেওয়ার কোন এখতিয়ার দিল্লীর লেজিসলেটরস কনভেনশনের ছিল না।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, সাম্প্রতিক লাহোর সম্মেলনের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ যেভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে, সেভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করার পূর্ণ গঠনতান্ত্রিক এখতিয়ার প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের আছে। তিনি বলেন যে, লাহোর সম্মেলনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করাকে আওয়ামী লীগ দলের আভ্যন্তরীণ কোন্দল বলিয়া আখ্যায়িত করিতে পারেন কেবল তাঁহারা—আওয়ামী লীগের গঠনতান্ত্রিক সম্পর্কে যাঁহাদের সুস্পষ্ট ধারণা নাই। কেবলমাত্র স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যার দ্বারা ৬-দফার বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া এই ৬-দফার প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানের জনমত কি, গণভোটের মাধ্যমে তাহা যাচাই করিয়া দেখিবার জন্য তিনি বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, দেশবাসী আপামর জনসাধারণ ৬-দফার পক্ষে আছে এবং বিগত যুদ্ধের স্মৃতি যাঁরা সৃষ্টভাবে স্মরণ রাখিয়াছেন, তাঁদের এই ৬-দফার বিরুদ্ধাচরণ করার কোন উপায়ই নাই।

কাউন্সিল লীগ নেতৃবৃন্দের মধ্যে যাঁরা আজ লাহোর প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন শেখ মুজিব তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, ১৯৫৪ সালে যে একুশ দফার ভিত্তিতে মুসলিম লীগকে খতম করা হইয়াছিল লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী সেই একুশ দফার অন্যতম প্রধান দাবী ছিল।

একটু চেষ্টা করিলেই ৬-দফার বিরুদ্ধাচারীরা নিশ্চয়ই স্মরণ করিতে পারিবেন যে, ১৯৫৪ সালের সে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে দেশবাসী জনসাধারণ লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী সম্বলিত একুশ দফার সমর্থকগণকেই শতকরা ৯৭টি আসনে জয়যুক্ত করিয়াছিল। আর উহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে গিয়া তদানীন্তন ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ দলকে ভরাডুবি বরণ করিতে হইয়াছিল।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন—তথা লাহোর প্রস্তাবের ইস্যুটিকে যদি কেহ বা কোন দল পুনরায় গণআদালতে উত্থাপন করিয়া আর একবার জনমত যাচাই করিয়া দেখিতে রাজী থাকেন, আমরা সানন্দে তাঁহাদের সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।

তিনি বলেন যে, মুসলিম লীগের নামে এতকাল কায়মী স্বার্থবাদী মহল যে গণবিরোধী ও পূর্ব পাকিস্তান বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে আজ তাহা খতম হইয়াছে। তাই আজ তাঁহাদের কেহ কেহ নূতন উদ্যমে ইসলামের দোহাই দিয়া সমগোত্রীয়দের সহিত একীভূত হইয়া নূতন এক ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন।

পূর্ব পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী জনাব আবদুল হাই ৬-দফা সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে শেখ মুজিবের দেশপ্রেমের প্রতি যে কটাক্ষ করিয়াছেন, শেখ মুজিব তাহার জবাব দিতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, মৌলিক গণতন্ত্রের

দেশে মন্ত্রীকে কেবল সৌজন্যের খাতিরেই মন্ত্রী বলা হয়। আসলে জনাব হাই কেবল নামেই মন্ত্রী—কারণ তিনি যেমন দেশবাসীর কারও প্রতিনিধি নন, তেমনি তাঁর পলিসি নির্ধারণেরও কোন ক্ষমতা নাই।

শেখ মুজিব দলমত নির্বিশেষে দেশের সকল শান্তিকামী মানুষকে বিগত যুদ্ধের অভিজ্ঞতার আলোকে পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডত্ব রক্ষার প্রশ্নটি পুনরায় গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখার আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, আমি সার্বিকভাবে অসাম্প্রদায়িক নীতিতেই বিশ্বাসী; কিন্তু তাই বলিয়া আমার দেশে ভারতীয় সেনাবাহিনী বিজয়ীর বেশে আসিয়া প্রবেশ করিবে, দেশের লক্ষ-কোটি মানুষের মত প্রাণ থাকিতে আমিও তা বরদাশত করিতে পারি না। পাকিস্তানের শক্তি তার এলাকা বিশেষে নিহিত নয়, দেশের শক্তির আসল উৎস দেশের কন্দরে কন্দরে। একটা বিষয় পরিষ্কারভাবে বুঝা দরকার যে, কেন্দ্রের উপর ‘বিষয়ের হিমালয়’ চাপাইয়া দিলেই কেন্দ্র শক্তিশালী হয় না, অঙ্গসমূহের শক্তিই আসলে কেন্দ্রের শক্তি। কেন্দ্রকে যাঁরা শক্তিশালী করিতে বা রাখিতে চান, তাঁদেরকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, আজ সকল ক্ষমতার অধিকারী একটি মহাশক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার দেশে কায়ম থাকা সত্ত্বেও বিগত যুদ্ধের সময় অসীম শক্তিদর সে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানীদের চরম বিপদের দিনে তাহাদের কী সাহায্য করিতে পারিয়াছিল? খোদা না খাস্তা, সীমান্ত পার হইতে পূর্ব পাকিস্তানের উপর যদি সর্বাঙ্গিক কোন হামলা হইত, তাহা হইলে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার কিভাবে উহার ‘এলাজ’ করিতেন, বিগত যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতার আলোকে শক্তিশালী কেন্দ্রের বিশ্বাসীদের নিকট ইহাই আমার জিজ্ঞাসা।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬

প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটিত হউক

—শেখ মুজিব

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য (বৃহস্পতিবার) এক সাংবাদিক সম্মেলনে গত মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর আবু মাহমুদের উপর একশ্রেণীর ছাত্রের বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা করেন।

শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র অঙ্গনে ‘এইসব দুরাচারের’ অন্তর্নিহিত রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য অবিলম্বে বিচার বিভাগীয় তদন্ত অনুষ্ঠানের দাবী জানান। বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে যে ‘জঘন্য ব্যাপার’ ঘটিয়া গিয়াছে, শেখ

মুজিব তাহাকে গভীর ষড়যন্ত্র বলিয়া আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন যে, বিগত সমাবর্তন উৎসবে গোলযোগ করিয়াছে—এই অভিযোগ করিয়া বহু ছাত্রের বিরুদ্ধে মামলা করা হইয়াছে। সেসব মামলা আজও বুলিয়া আছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এতবড় দুর্কর্মের পরও সরকার এখন পর্যন্ত দুর্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে কোনরূপ ব্যবস্থাবলম্বন করেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এই অরাজকতার উস্কানিদাতাদের হুঁশিয়ার করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, অবিলম্বে যদি এই অরাজকতার অবসান করা না হয়, তবে এই অরাজকতার নায়কদের যথেষ্টাচার দীর্ঘদিন চলিতে দেওয়া হইবে না।

নিখিল পাকিস্তান ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহমুদুল হক ওসমানীও গতকল্য তাঁহার সাংবাদিক সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং এই সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

নারায়ণগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগের সভা

১লা মার্চ মহকুমা সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত

(স্টাফ রিপোর্টার)

গত সোমবার নারায়ণগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগের এক সভা জনাব সাদত আলী মোজারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে শেখ মুজিবর রহমানের ৬-দফা প্রস্তাবের প্রতি পূর্ণ সমর্থন দেওয়া হয় এবং লাহোর সম্মেলনে আওয়ামী লীগের ভূমিকার প্রতি অভিনন্দন জানান হয়।

সভায় এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, আগামী ১লা মার্চ নারায়ণগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে এবং শেখ মুজিবর রহমান ও শাহ আজিজুর রহমান প্রমুখ প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ নেতাকে সম্মেলনে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানান হইবে।

মহকুমার বিভিন্ন থানার আওয়ামী লীগ কর্মীগণকে সম্মেলনে যোগদান করিতে আহ্বান জানান হইয়াছে।

Morning News

18th February 1966

Mujib Reiterates His Six-Points

Origin Traced To 1940 Lahore Resolution

(By Our Staff Reporter)

Sheikh Mujibur Rahman, General Secretary, East Pakistan Awami League, said in Dacca yesterday that his six point programme was

no new or isolated demand, but is only the continuation of a demand made by his party from time to time.

Addressing a press conference at the Awami League office in the afternoon, Sheikh Mujib said that the demand for full regional autonomy had been included in Awami League manifesto as far back as 1949. This very demand was also one of the 21 points on which the United Front scored a sweeping victory in 1954 and it was on this point that Awami League had not signed the 1956 constitution.

Sheikh Mujibur Rahman, in a firm defence of his six points said, “This time the demand for regional autonomy has been given a definite shape by me”. Describing it as “the only programme under the circumstances”. He said this would alone be able to maintain the oneness and solidarity of the country.

STRENGTH OF UNIT

According to him a strong centre alone could not go to make a strong country. He maintained that strong “federating units” could lend strength to the nation.

Describing the controversy on his six Points as ‘unfortunate’ he reiterated the Lahore Resolution of 1940 and said that the final verdict on Pakistan issue had been given by the Muslims of the then India during the 1940 elections on the basis of that Resolution which provided for a federation of two independent and autonomous states.

Replying to a question he said he was prepared to co-operate with all on the basis of the six-point programme. Asked if the programme was also amendable to modification for acceptance by other parties, he evaded a direct answer and said any improvement on this, like any other improvement, would be welcome.

Replying to a question if he would negotiate with the National Awami Party for the acceptance of his six-point programme, he said “it is NAP’s duty to come forward”.

As for others, he dismissed the possibility of negotiating with those elements who according to him are “either the agents of vested interests of West Pakistan or are the vested interests themselves”.

ECONOMIC PROGRAMME

Asked why his rather elaborate constitutional scheme had no reference to any economic programme, he said that he wanted it to be accepted by all shades of opinion, later replying a question he said his party’s manifesto itself advocated a socialistic economy.

Sheikh Mujibur Rahman said once the six-point programme was accepted and a non-socialist party came to power he would not mind it, because he believed in democracy.

About his stand with regard to one unit in West Pakistan, Sheikh Mujib advocated a “subfederation” dependent on the wishes or the people. But to him the question of regional autonomy, rather than provincial autonomy was immediately important.

When his attention was drawn to Moulana Muadoodi's statement that Nawabzada Nasrullah, president of the Awami League had rejected his six-point programme, Sheikh Mujib said the if he did, it was in his individual capacity.

He also contended that East Pakistan Awami League was an autonomous organisation and had its own constitution and manifesto. True, he said, it was affiliated to the Central Body but was so with its ‘full autonomous’ of two far-flung wings intervened by a foreign territory of 1500 miles and therefore envisaged a complete scheme of constitutional frame-work in the very resolution itself. Unfortunately not too long after the achievement of Pakistan deviation from the original scheme set in inspite of timely warning against the consequences.

East Pakistan, being politically conscious and far removed from the seat of central administration, agitated from the very beginning for full regional autonomy in its true sense to be able to avert alone any mishap and save the integrity of the country in the event of its complete isolation from the seat of central administration. This prudent forecast has always been dubbed as false fears and promise of all helps out in a rather patronizing tone by those who held sway. But the recent war with India established the truth of our contention. East Pakistan was completely cut off from west Pakistan and for that matter from the whole of the world, during the war and no help could come forth.

সংবাদ

১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিব

৬-দফা জাতীয় সংহতি জোরদার করিবে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

“সম্প্রতি ঘোষিত ৬-দফা কর্মসূচী দেশের উভয় অংশের মধ্যকার সংহতি আরও জোরদার করিবে” গতকল্য বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে এখানে এক

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতাকালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

তাহার ৬-দফা কর্মসূচী পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্ট করিবে বলিয়া যে অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে, শেখ মুজিব উহাকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বলিয়া বর্ণনা করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিব তাহার ৬-দফা কর্মসূচীর ব্যাখ্যা ও তৎসম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যে সমালোচনা করা হইয়াছে, উহার জবাবদান করেন। তিনি ১৯৪০ সনের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের বাংলা অনুলিপি পেশ করিয়া বলেন যে, উহার রচয়িতারা দেশের উভয় অংশের দূরত্বের কথা গভীরভাবেই অনুধাবন করিয়াছিলেন।

দেশের উভয় অংশের মধ্যকার দূরত্ব এবং সাম্প্রতিক যুদ্ধ হইতে শিক্ষালাভের উল্লেখ করিয়া আওয়ামী লীগ নেতা বলেন যে, কেবলমাত্র পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমেই দেশের সংহতি রক্ষা করা সম্ভব।

সংবাদ

১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠনের দাবী

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের উপর হামলার প্রতিবাদে প্রদেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষাবিদ ডঃ আবু মাহমুদের উপর ছাত্রনামধারী গুণ্ডাদের ঘৃণ্য হামলায় প্রদেশের ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে। গতকল্য (বৃহস্পতিবার) ঢাকা ও প্রদেশের অন্যান্য স্থানের ছাত্রগণ এই জঘন্য গুণ্ডামির প্রতিবাদে ধর্মঘট পালন করে এবং প্রতিবাদ সভার মাধ্যমে গুণ্ডা ও তাহাদের উচ্চাভিলাষীদের প্রতি শিক্ষার জানায়। অভিভাবক, বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতৃবর্গ বিভিন্ন বিবৃতির মাধ্যমে অবিলম্বে এই কলঙ্কজনক ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত অনুষ্ঠানের দাবী জানান।

গতকল্য জগন্নাথ কলেজ, কায়েদে আজম কলেজ-প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ শহরের অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট অব্যাহত থাকে। জগন্নাথ কলেজের ছাত্রগণ এক প্রতিবাদ সভায় মিলিত হইয়া হামলার প্রতিবাদে আগামী ২২শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ধর্মঘট অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

ইহা ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য হলসমূহে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ইডেন গার্লস কলেজে প্রতিবাদ সভা

গতকল্য সরকারী ইন্টারমিডিয়েট মহাবিদ্যালয়ের (ইডেন) ছাত্রীগণ এক সভায় মিলিত হইয়া ডঃ মাহমুদের উপর গুণ্ডাদের হামলার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন এবং দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি বিধানের দাবী জানান। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে লইয়া একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিয়া ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবী জানান হয়।

বাংলা কলেজ অধ্যাপকবৃন্দের প্রতিবাদ

গতকল্য সন্ধ্যায় বাংলা কলেজের অধ্যাপকবৃন্দের এক সভায় গত মঙ্গলবারের ঘটনার তীব্র নিন্দা করা হয় এবং দায়ী ব্যক্তিদের অবিলম্বে শাস্তি বিধানের দাবী জানানো হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক আশরাফ ফারুকী। বক্তৃতা করেন অধ্যাপক মোকারম হোসেন, অধ্যাপিকা কাজী আমেনা খাতুন ও অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক।

অর্থনীতি ছাত্র সংসদ

গতকল্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র সংসদের এক সভায় বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ মাহমুদের উপর হামলার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে দায়ী ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি বিধানের দাবী জানানো হয়।

শেখ মুজিবর

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতাদানকালে গত মঙ্গলবারের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান এবং উহার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী জানান।

আসাদুজ্জামান

পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের স্বতন্ত্র গ্রুপের নেতা জনাব আসাদুজ্জামান গতকল্য এক বিবৃতিতে গুণ্ডামির বিচার বিভাগীয় তদন্ত অনুষ্ঠানের দাবী জানান।

নীহারিকা সংসদ

পূর্ব পাকিস্তানের নীহারিকা সংসদের কেন্দ্রীয় পরিষদের এক জরুরী সভায় ডঃ মাহমুদের উপর হামলার নিন্দা জানানো হয়।

ছাত্র নেতৃবৃন্দের বিবৃতি

আমরা গভীর উদ্বেগের সংগে লক্ষ্য করিয়াছি যে, গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য ডঃ ওসমান গনি এবং সিণ্ডিকেটের ৮জন সদস্যকে আদালত অবমাননার দায়ে ঢাকা হাইকোর্ট কর্তৃক সাজা প্রদানের রায় বাহির হওয়ার সংগে সংগে একদল ছাত্রবেশী গুণ্ডা মামলায় বাদী ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডঃ আবু মাহমুদকে অমানুষিকভাবে প্রহার করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক বিভাগ ভাংগিয়া তছনছ করে, পথচারী ছাত্র ও সাংবাদিকগণও তাহাদের হাত হইতে রেহাই পায় নাই, প্রেস ফটোগ্রাফারের হাত হইতে

ক্যামেরা ছিনাইয়া লইয়া ভাংগিয়া ফেলে, অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা যে, তাহাদের এই সমস্ত বেপরোয়া গুণ্ডামি কর্মরত পুলিশের সম্মুখে সংঘটিত হয়, অথচ পুলিশ দর্শকের ভূমিকা পালন করে। আমরা আরও লক্ষ্য করিয়াছি যে, এই গুণ্ডা ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে গুণ্ডামি নির্বিবাদে চলাইয়াছে। তাহাদের এই গুণ্ডামির প্রতিবাদে আদালত অবমাননার দায়ে সাজাপ্রাপ্ত উপাচার্য ডঃ ওসমান গনির অপসারণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত গুণ্ডামিও গত ১৫ই ফেব্রুয়ারীর ন্যাকারজনক ঘটনার উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবীতে বিভিন্ন ছাত্র প্রতিষ্ঠান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়ন কর্তৃক এক কর্মসূচী ঘোষণা করা হইয়াছে। আমরা সেই কর্মসূচীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপনপূর্বক প্রদেশের ছাত্র সমাজ বিশেষ করিয়া ঢাকা শহরের ছাত্রসমাজকে উক্ত কর্মসূচীকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আহ্বান জানাইতেছি।

(১) নূরুল ইসলাম-সহ-সভাপতি ইকবাল হল (২) খোন্দকার আমিনুল হক-সাধারণ সম্পাদক ঐ (৩) মাহবুব উদ্দিন আহমেদ-সহ-সভাপতি ঢাকা হল, (৪) আবদুর হালিম-সাধারণ সম্পাদক ঐ (৫) মহিবুর রহমান-সহ-সভাপতি ফজলুল হক হল, (৬) জামাল আনোয়ার বাসু-সাধারণ সম্পাদক ঐ (৭) দিপক কানুনগো-সহ-সভাপতি জগন্নাথ হল (৮) সুধাংশু শেখর বিশ্বাস-সাধারণ সম্পাদক ঐ, (৯) ইউ.এস. জেড, সুলতানা বেগম-সভানেত্রী (রোকেয়া হল), (১০) শাহেদ আলী-সাধারণ সম্পাদক, এস, এম, হল (১১) রাজিউদ্দিন আহমেদ-সহ-সভাপতি (জগন্নাথ কলেজ), (১২) মোজাম্মেল হোসেন-সাধারণ সম্পাদক ঐ, (১৩) সুলতান আহমেদ-সহ-সভাপতি কায়েদে আজম কলেজ (১৪) এলাহী বক্স-সাধারণ সম্পাদক ঐ (১৫) আখতার হামিদ-সহ-সভাপতি-ঢাকা কলেজ (১৬) মোঃ ইয়াসীন-সাধারণ সম্পাদক ঐ (১৭) ফওজিয়া হুদা-সহ-সভানেত্রী ইডেন গার্লস কলেজ (ইন্টার), (১৮) রওশন আখতার-সহ-সভানেত্রী ইডেন গার্লস কলেজ (ডিগ্রী), (১৯) উমরুন নাহার-সাধারণ সম্পাদিকা ইডেন (ডিগ্রী), (২০) নাসিরুল্লাহ-সহ-সভাপতি, মেডিক্যাল কলেজ (২১) সোলেমান মণ্ডল-সাধারণ সম্পাদক, মেডিক্যাল কলেজ।

দৈনিক পয়গাম

১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

মাহমুদুল হক ওসমানী কর্তৃক শেখ মুজিবের মুখোশ উন্মোচন

ঢাকা, ১৭ই ফেব্রুয়ারী।— ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহমুদুল হক ওসমানী অদ্য বলেন যে, ভারত যদি সততার সহিত তাসখন্দ ঘোষণা পুরাপুরী বাস্তবায়ন করে তবে কাশ্মীর সমস্যার একটা

সমাধান হইয়া যাইতে পারে এবং এশিয়া “মহা দুর্যোগের” হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বিরোধী দলসমূহ যদি আন্দোলন শুরু করিতে চাহে তবে ন্যাপ তাহাদের সহিত হাত মিলাইবে কি না, তৎসম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইয়া জনাব ওসমানী বলেন যে, ন্যাপ দেশে সমাজতন্ত্র কায়েম ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী। কাজেই দক্ষিণপন্থিগণ যদি ন্যাপের এই কর্মসূচীকে বিনষ্ট করিতে চাহে তবে ন্যাপ তাহাতে অংশ লইতে পারে না।

জনাব ওসমানী পরিষ্কারভাবে বলেন যে, লাহোর সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দলসমূহের সহিত তাঁহার দলের মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। ফেডারেটিং ইউনিটসমূহকে ব্যাপক ক্ষমতা দান সংক্রান্ত শেখ মুজিবের ছয় দফা কর্মসূচীর উপর মন্তব্য করিতে বলা হইলে জনাব ওসমানী বলেন যে, শেখ মুজিব কি বলিতে চাহেন, তাহা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। তিনি তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে শেখ মুজিব লাহোর সম্মেলনের সাফল্যকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। পক্ষান্তরে পূর্ব পাকিস্তানে পৌঁছিয়াই তিনি অভিযোগ করিয়া বলেন যে, লাহোর সম্মেলন পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে।—এ,পি,পি

দৈনিক পয়গাম

১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

শেখ মুজিবের বিবৃতির নিম্না

জিয়াউল আহসানের বিবৃতি

ঢাকা, ১৭ই জানুয়ারী।— ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক সংস্থার গভর্ণিং বডির পক্ষ হইতে পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের প্রাক্তন স্পীকার জনাব সৈয়দ জিয়াউল আহসান গতকল্য এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের বিবৃতির সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, শেখ সাহেবের দুইটি কনফারেন্স দাবী ফেডারেশনের পরিপন্থী। উহা কার্যকরী করা হলে এক অংশ হইতে অপর অংশ সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া যাইবে। তিনি বলেন, লাহোর প্রস্তাবে দুইটি পৃথক রাষ্ট্র গঠন করার কোন কথা নাই। মুসলিম লীগ একটি পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করিয়াছিল। এমনকি জনাব সোহরাওয়ার্দীও অনুরূপ কথা বলেন নাই।

তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বহু কাজ করার রহিয়াছে সত্য। কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ কখনও দুইটি পৃথক রাষ্ট্র চাহেন নাই। সেজন্য দুইটি গণপরিষদও গঠন করা হয় নাই।

উপসংহারে জনাব জিয়াউল আহসান বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য যাহা করিতে চেষ্টা করুন না শেখ সাহেব যেন পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট না করেন।

দৈনিক পয়গাম

১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

শেখ মুজিব কর্তৃক কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের কর্তৃত্ব অস্বীকার?

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (বৃহস্পতিবার) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবুর রহমান এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁহার ৬-দফা কর্মসূচী ও দলীয় নীতি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় পার্টির সহিত প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সম্পর্ক প্রায় অস্বীকার করিয়া বসেন।

লাহোরে অনুষ্ঠিত ৪টি বিরোধী দলের সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভূমিকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইয়া শেখ সাহেব বলেন যে, তিনি পূর্বেই এই সম্পর্কে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কর্মসূচী সামগ্রিকভাবে কেন্দ্রীয় পার্টির কর্মসূচী হইতে হইবে, এমন আশা করা ঠিক নহে। এই প্রসঙ্গে তিনি আর বলেন, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান এবং ইহার নিজস্ব ম্যানিফেস্টো রহিয়াছে।

প্রশ্নঃ নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের মধ্যকার মতদ্বৈততা পার্টিতে ভাঙ্গন সৃষ্টির ইঙ্গিতবহ কি?

জওয়াবঃ এই বিষয়টি কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি আলোচনা করিবেন।

প্রশ্নঃ লাহোর সম্মেলন কর্তৃক গঠিত ৫ ব্যক্তি কমিটিতে নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ কোন পদ বলে সদস্য হইলেন?

জওয়াবঃ আমি তাহা জানি না।

দৈনিক পাকিস্তান

১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

ছয়দফা সম্পর্কে আওয়ামী লীগে মতানৈক্য রহিয়াছে

(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্য বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করেন যে, সম্প্রতি তিনি যে ৬-দফা কর্মসূচীর কথা ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা পাকিস্তানের উভয় অংশের সংহতি বিধানের কাজে বিশেষ সহায়ক হইবে।

তাঁহার এই ৬-দফা পরিকল্পনার ফলে পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্ট হইবে বলিয়া একশ্রেণীর রাজনীতিক যে অভিযোগ করিতেছেন, তাহাকে তিনি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বলিয়া অভিহিত করেন।

তিনি অতঃপর তাঁহার ৬-দফার সমালোচকদের প্রত্যেকটি সমালোচনার জওয়াব দিয়া বলেন যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মৌলিক বিষয় সম্পর্কে কোন বিতর্কের অবকাশ নাই।

লাহোর সম্মেলন

লাহোর সম্মেলনকে কেন্দ্র করিয়া আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বিরোধী সৃষ্টি হইয়াছেন কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি জানান যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের মতের সহিত আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্ট নওয়াজাদা খানের মতবিরোধ হইয়াছে ঠিকই কিন্তু ইহাকে দলীয় বিরোধ বলা যাইবে না। কারণ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নিজস্ব পৃথক গঠনতন্ত্র রহিয়াছে এবং তাঁহারা এই ব্যাপারে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিতে সক্ষম।

তিনি আরও বলেন যে, কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটি তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান না করা পর্যন্ত ইহাকে দলীয় বিরোধ বলা যাইবে না।

৫। তিনি বলেন যে, কেন্দ্রীয় শাসন কেন্দ্র হইতে বহুদূর অবস্থানের জন্য একমাত্র পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমেই দেশের সংহতি রক্ষা করা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে তিনি উদাহরণ দিয়া বলেন যে, সাম্প্রতিক পাক-ভারত যুদ্ধের ফলে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। এইরূপ পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন একান্ত জরুরী।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, ৬-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে তিনি যে কোন রাজনৈতিক দলের সহিত সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান যে, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির এক বৈঠক শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হইবে, উহাতে তাঁহার ৬-দফা কর্মসূচী দলীয় অনুমোদনের জন্য পেশ করা হইবে।

Dawn

19th February 1966

MUJIB DEMANDS JUDICIAL PROBE

Dacca'Varsity incident

DACCA, Feb 18: Sheikh Mujibur Rahman, Awami League leader; has demanded a judicial inquiry into the unfortunate incident in which the University Professor; Dr Mahmud, was assaulted.

Addressing a Press conference here yesterday, he demanded that miscreants should be punished adequately. Regretting that such unfortunate incident could occur he said there must be some deep rooted conspiracy behind it. Sheikh Mujib made a strong plea for creating proper academic atmosphere in the University.

PPA adds: The Executive Council of the East Pakistan Union of Journalists (EPUJ) has demanded the setting up of a high powered committee headed by a High Court Judge to probe into Tuesday's incident in the Dacca University involving several journalists.

In a resolution passed at a meeting held yesterday it strongly condemned the "rowdy behaviour of a section of the students" and urged the authorities "to bring the miscreants and those behind the scene to book."

The meeting regretted that the unfortunate incidents occurred "In presence of the Police officers on duty" who failed to check the rioting

The Pabna branch of the East Pakistan Journalists Association (EPJA) yesterday demanded a judicial inquiry into the incident involving assault on the Press reporters and photographers by a section of "unruly students" in Dacca on Tuesday.

The EPJA Branch at an emergency meeting held under the chairmanship of Mr. Nuruzzaman at the local press Club also urged the Government to bring the culprits to book.

V.C.'s HOUSE ATTACKED

Meanwhile, 13 teachers, officers, and employees of the Dacca University yesterday affirmed in a statement that the Vice-Chancellor's residence was attacked by a number of "miscreants" on Feb 15.

They said they were obliged to issue this statement because they felt that an impression had been current in certain quarters that nothing serious happened in the Vice-Chancellor's house on that date. Signatories to the statement included the Registrar of the University, Mr A.H. Talukdar; two Professors, — Mr M. Ahmad (Chemistry) and Mr K. Ahmad (Biochemistry) two Readers—Mr Aminul Islam (Soil Science) and Mr M. Rahman (Mathematics); two engineers, Secretary to the V.C. an office assistant and stenographer. —PPA.

দৈনিক ইত্তেফাক

১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

৬-দফা দেশবাসীর আশা-আকাংক্ষারই প্রতীক

মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র সংসদের সভাপতির বিবৃতি

পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় মেডিক্যাল ছাত্র সংসদের সভাপতি জনাব আবু সোলায়মান মণ্ডল এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সাম্প্রতিক ৬-দফা সুপারিশের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

তিনি বলেন, সম্প্রতি লাহোরে বিরোধী দলীয় সম্মেলন উপলক্ষে পূর্ব পাক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান উদারভিত্তিক ফেডারেশন গঠনের দাবীতে যে সুস্পষ্ট ৬-দফা প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন, উহার প্রতি আমরা পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিতেছি। কারণ এই ছয়দফা প্রস্তাবে পূর্ব পাকিস্তান তথা সমগ্র পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণের আশা-আকাংক্ষার সত্যিকার প্রতিচ্ছবি বিধৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ, এই প্রস্তাবের বাস্তবায়নের মাধ্যমেই কেবল ১৯৪০ সালে গৃহীত ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে।

পাকিস্তানের উভয় অংশের ঐক্য ও সংহতি আরও মজবুত করিতে হইলে উভয় অঞ্চলকেই সুখী ও সমৃদ্ধশালী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই জন্যই দেশে প্রকৃত ফেডারেল ধরনের সরকার গঠনের প্রয়োজন রহিয়াছে। উপরন্তু পাকিস্তানের উভয় প্রদেশের সুষম উন্নয়নের মধ্যেই জাতীয় সংহতি ও অখণ্ডতার আদর্শ বিদ্যমান রহিয়াছে। ভাবাবেগের দ্বারা কখনই জাতীয় সংহতি বা অখণ্ডতা অর্জন করা যাইবে না।

তিনি বিবৃতিতে আরও বলেন, এই প্রসঙ্গে কাউন্সিল মুসলিম লীগ সেক্রেটারী জনাব সফিকুল ইসলাম ও জামাত-ই-ইসলাম প্রধান যে সকল উক্তি করিয়াছেন, তাহার মধ্যদিয়া তাঁহারা নিজেদেরই প্রকৃত পরিচয় তুলিয়া ধরিয়া দেশবাসীর একটি পরম উপকারই করিয়াছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

শেখ মুজিবুর চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী সফর

(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলায় ৩ দিবসব্যাপী সফরে যাইতেছেন। শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে থাকিবেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, প্রচার সম্পাদক হাফেজ হাবিবুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, প্রাক্তন চীফ হুইপ খন্দকার মোশতাক আহমদ, জাতীয় পরিষদ সদস্য অধ্যাপক ইউসুফ আলী ও জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী। নেতৃবৃন্দ ২৫শে ফেব্রুয়ারী সকাল ৮টায় ‘উল্কাযোগে’ চট্টগ্রাম রওয়ানা হইয়া দুপুর ২টায় চট্টগ্রাম পৌঁছিবেন। শেখ মুজিবুর রহমান ঐদিন বিকাল ৩টায় চট্টগ্রামে এক জনসভায় বক্তৃতা দান করিবেন এবং ২৭শে ফেব্রুয়ারী সকালে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ কাউন্সিল সভায় যোগদান করিবেন।

২৬শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৭টায় মোটরযোগে শেখ মুজিবুর রহমান নোয়াখালী রওয়ানা হইবেন। তিনি ২৭শে ফেব্রুয়ারী সকাল সাড়ে ৯টায় নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে যোগদান করিবেন এবং একই দিন বিকাল আড়াইটায় বেগমগঞ্জে এক জনসভায় বক্তৃতা দান করিবেন। শেখ মুজিবুর রহমান ২৮শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

আগামীকল্য আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক

(স্টাফ রিপোর্টার)

আগামীকল্য (রবিবার) সকাল ৯টায় শেখ মুজিবুর রহমানের ধানমণ্ডিহাস্ত বাসভবনে (৬৭৭ নং বাড়ী, রোড নং-৩২) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে।

ওয়ার্কিং কমিটির এই বৈঠকে যোগদানের জন্য প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য এবং জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সম্পাদকদের বিশেষ আমন্ত্রণ জানান হইয়াছে। ওয়ার্কিং কমিটির এই বৈঠক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিধায় সংশ্লিষ্ট সকলকে অতি অবশ্য সভায় যোগদানের জন্য শেখ মুজিবুর রহমান অনুরোধ জানাইয়াছেন।

Morning News

19th February 1966

Mujib's Programme Will Disintegrate Pakistan— Muauoodi

Chittagong, Feb 18 (APP) : Maulana Abul Ala Maudoodi the chief of Jamaat-e-Islami said here today that the sex-point programme of Sheikh Mujibur Rahman, the General Secretary of East Pakistan Awami League Would disintegrate and weaken Pakistan.

He was addressing a public meeting at Laldighi Maidan this evening.

Maulana Maudoodi said that the scheme of Sheikh Mujibur Rahman would make East Pakistan vulnerable to outside attack.

He added that the six-point programme would hurl cruel blow at the unity and solidarity among the people of two wings of Pakistan.

Maulana Maudoodi said that Mr. Mujib's six-point programme envisaging wider powers to the regional federating units stated to be the only constitutional frame work for nation's

solid arity integrity and prosperity would in fact have the reverse effect on national life. He added that the tie that binds the two wings becomes almost non existant under the six-point programme could never be helpful to build a strong Pakistan. He said that the programme.

Maulana Maudoodi said that it was not yet time to present this sort of programme before the people.

The Jamaat chief said that at present there could be only one point programme for all political part and that was restoration of democracy. He added that first and foremost duty of all political part was to work for restoration of democracy. He observed that different political parties could place before the people their individual programmes only after democracy had been restored.

Maulana Maudoodi said that he had always advocated for the cause of East Pakistan and he had always supported full provincial autonomy for East Pakistan.

Morning News
19th February 1966
Mujib To Tour Chittagong
(By Our Staff Reporter)

Sheikh Mujibur Rahman, General Secretary of the East Pakistan Awami League will leave Dacca for a three-day tour of the districts of Chittagong and Noakhali on February 25.

Sheikh Mujibur Rahman as companied by other Awami League leader's is expected to address public meetings, meet people and discuss organisational matters with his partymen during his tour.

He is expected to return to Dacca on February 28.

দৈনিক পাকিস্তান

১৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

শেখ মুজিবের প্রস্তাব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন করবে : মওদুদী

চট্টগ্রাম, ১৮ই ফেব্রুয়ারী (এপিপি)।— জামাতে ইসলামীর প্রধান মওলানা আবুল আলা মওদুদী অদ্য এখানে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মুজিবর রহমানের ৬-দফা কর্মসূচী পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল করিয়া ফেলিবে।

লালদীঘি ময়দানে এক জনসভায় বক্তৃতাকালে মওলানা মওদুদী উপরোক্ত মন্তব্য করিয়া বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমানের এই কর্মসূচীর ফলে পূর্ব পাকিস্তানের উপর বহিরাক্রমণের আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইবে।

তিনি বলেন যে, এই ৬-দফা কর্মসূচী পাকিস্তানের উভয় অংশের জনসাধারণের একতা ও সংহতির মূলে চরম আঘাত হানিবে।

মওলানা মওদুদী বলেন যে, শেখ মুজিবের কর্মসূচীতে ব্যাপক আঞ্চলিক ক্ষমতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কিন্তু এই শ্রেণীর পরিকল্পনা জনসাধারণের সম্মুখে উত্থাপনের উহা উপযুক্ত সময় নহে।

তিনি বলেন যে, বর্তমান সময়ে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠাই সকল রাজনৈতিক দলের একমাত্র কর্মসূচী হওয়া উচিত।

মওলানা মওদুদী বলেন যে, তিনি সর্বদা পূর্ব পাকিস্তানের দাবী-দাওয়ার কথা বলিয়াছেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের সমর্থন করিয়াছেন।

শেখ মুজিবর রহমান

(স্টাফ রিপোর্টার) চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীতে তিন দিবসব্যাপী সফরের উদ্দেশ্যে পূর্ব-পাক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান আগামী শুক্রবার উল্কা ট্রেনযোগে ঢাকা ত্যাগ করিবেন।

Dawn

20th February 1966

Mujib's 6-point plan will weaken Pakistan
MAUDOODI's PLEA

CHITTAGONG, Feb 19: Maulana Abul Ala Maudoodi, chief of the Jamaat-i-Islami, said here on Friday that the six-point programme of Sheikh Mujibur Rahman, General Secretary of East Pakistan Awami League, would disintegrate and weaken Pakistan. He was addressing a public meeting at Laldighi Maidan on Friday evening.

Maulana Maudoodi said the scheme of Sheikh Mujib would make East Pakistan vulnerable to outside attack.

The six-point programme would deal a cruel blow to the unity and solidarity of Pakistan, and its people.

The Maulana said the six-point programme, envisaging wider powers to the regional federating units stated to be the only constitutional framework for national solidarity, integrity and prosperity, would in fact have the reverse effect on national life. He added that the tie that binds the two Wings becomes almost non-existent under the programme.

It was not the right time to present this sort of programme.

The Jamaat chief said that for the present there could be only a one-point programme for all political parties and that was restoration of democracy. He observed that different political parties could place before the people their individual programmes only after democracy has been restored.

He said he had always advocated for the cause of East Pakistan and supported full provincial autonomy for East Pakistan. —APP.

An APP report from Karachi adds:

Maulana Asadul Quadri, President of Majlis Ulama-i-Pakistan criticised the suggestion by my Mujibur Rahman of the Awami League for greater provincial autonomy for East Pakistan.

In a statement he said the suggestion had to be read in the light of Mr. Rahman's performance since the establishment of Pakistan.

He said Mr. Rahman belonged to the "same Awami League which had advocated joint electorate of Muslims and non-Muslims in Pakistan and therefore, his six-Point programme should be treated with grain of self" —APP.

দৈনিক ইত্তেফাক

২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

‘৬-দফা দাবীর মধ্যে প্রদেশের ৫ কোটি লোকের

আশা-আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্ত হইয়াছে’

ঢাকা বারের ২১ জন আইনজীবীর বিবৃতি

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের ৬-দফা প্রস্তাবের উপর পূর্ণ সমর্থন জানাইয়া ঢাকা বারের ২১ জন বিশিষ্ট আইনজীবী গতকল্য শনিবার নিম্নমর্মে এক বিবৃতি দিয়াছেন : “পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মুজিবর রহমান ১৯৪০ সালের বিখ্যাত লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে যে ৬-দফা দাবী উত্থাপন করিয়াছেন, আমরা উহার প্রতি সর্বান্তঃকরণ সমর্থন জানাইতেছি। আমরা বিশ্বাস করি যে, এই ৬-দফা দাবী পাকিস্তানের মূল ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত এবং পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির পক্ষে এই দাবী অতীব প্রয়োজনীয়। এই ৬-দফা দাবীর মধ্যদিয়া পূর্ব পাকিস্তানের ৫কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের কাছে এই ৬-দফা দাবী জীবন-মরণের প্রশ্ন।

“আমরা দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে, পাকিস্তানের কিছু সংখ্যক তথাকথিত রাজনৈতিক নেতা এইসব সত্যকার দাবীর প্রতি বিদ্রূপ করিতেছে। আমরা জানি, যখনই পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের পক্ষ হইতে কোন ন্যায্য দাবী উত্থাপন করা হয়, তখনই এইসব তথাকথিত রাজনৈতিক নেতার চিত্তদাহ শুরু হয়। পূর্ব পাকিস্তানকে দীর্ঘকাল শোষণ করিয়াও এইসব তথাকথিত রাজনৈতিক নেতার খায়েশ মিটে নাই। তাঁহারা চিরদিনের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের ৫কোটি মানুষকে দাসে পরিণত করিয়া রাখিতে চায়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি উহা সুস্পষ্ট বিশ্বাসঘাতকতা আমরা পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চিত মানুষের প্রতি ইহাদের চিনিয়া রাখার আহ্বান জানাই।” বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেনঃ মেসার্স সৈয়দ মোহাম্মদ আলী এডভোকেট, শেখ গোলাম আলী এডভোকেট, সতীশ চন্দ্র রায় এডভোকেট, নূরুল ইসলাম মুজাহিদী এডভোকেট, মোহাম্মদুল্লাহ এডভোকেট, শামসুদ্দিন আহমদ এডভোকেট, এ, কে, এম, আমিনুল ইসলাম এডভোকেট, আসমত আলী শিকদার এডভোকেট, শাহাবউদ্দিন আহমদ এডভোকেট, শামসুল হক এডভোকেট, কে, জি, মাহবুব এডভোকেট, আফসার উদ্দিন আহমদ এডভোকেট, আবুল হোসেন এডভোকেট, মোল্লা জালাল উদ্দিন আহমদ এডভোকেট, খন্দকার আলী আশরাফ এডভোকেট, আজিজুর রহমান চৌধুরী এডভোকেট, সিদ্দিকুর রহমান হাজরা এডভোকেট, খন্দকার মাহবুব হোসেন উকীল, আহমদ আলী উকীল, সৈয়দ গোলাম আরশাদ এডভোকেট, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন উকীল।

দৈনিক ইত্তেফাক

২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

অদ্য আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক

(স্টাফ রিপোর্টার)

অদ্য (রবিবার) সকাল ৯টায় আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের ধানমন্ডিস্থ বাসভবনে (৬৭৭ নং বাড়ী, রোড নং-৩২) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছাড়া জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য এবং জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সম্পাদকবৃন্দ বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে এই বৈঠকে যোগদান করিবেন। ওয়ার্কিং কমিটির এই বৈঠকে যোগদানের জন্য মফস্বল হইতে ওয়ার্কিং কমিটি সদস্য ও আওয়ামী লীগ দলীয় পরিষদ সদস্য এবং জেলা সভাপতি ও সম্পাদকদের অনেকেই গতকল্য (শনিবার) ঢাকায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

Morning News
20th February 1966
22 Lawyers Support Mujib's Six-Point
(By Our Staff Reporter)

Twenty-two lawyers of the Dacca district bar yesterday lent their “whole-hearted” support to Sheikh Mujibur Rahman’s six-point programme.

In a joint statement the signatories felt that the six-Point demand “rests on the very basis of Pakistan” and was “essential for the maintenance of integrity and solidarity of the country”.

The statement said the hopes and aspiration of the five crore people of East Pakistan found expression through these demands. The lawyers described the six-point as a life and death question for the people of East Pakistan and urged upon the people of this province to launch a mass movement for the realisation of the demands.

The signatories regretted that “some political leaders of Pakistan have been ridiculing these genuine demands”.

In a separate statement yesterday, Mr. Mohammad Abu Soliaman mondal, Chairman of the Central Medical Students Union said in Dacca yesterday that a federal form of Government was essential in the removal of the present “bitter” relations existing between the two wings of Pakistan.

সংবাদ
২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬
শেখ মুজিবর রহমানের চট্টগ্রাম সফর
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী শেখ মুজিবর রহমান চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী সফরে যাইবেন। আগামী ২৫শে ফেব্রুয়ারী তিনি সফরে গমন করিবেন। তাঁহার এই তিন দিবসব্যাপী সফরে তিনি চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীতে দুইটি জনসভায় বক্তৃতা করিবেন।

দৈনিক পয়গাম
২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬
মুজিবের ৬ দফা কর্মসূচী দেশের সংহতি বিনষ্ট করিবে
চট্টগ্রামের জনসভায় মওলানা মওদুদীর উক্তি

চট্টগ্রাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারী।— জামাতে ইসলামী প্রধান মওলানা আবুল আলা মওদুদী অদ্য এখানে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ

সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফা কর্মসূচী পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্ট ও দেশকে দুর্বল করিবে।

মওলানা মওদুদী অদ্য স্থানীয় লালদিঘী ময়দানে এক জনসভায় ভাষণদান করিতেছেন।

জামাতে ইসলামী প্রধান বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানের পরিকল্পনা পূর্ব পাকিস্তানকে বহিঃশত্রুর আক্রমণের শিকারে পরিণত করিবে।

তিনি উল্লেখ করেন যে, ৬ দফা কর্মসূচী পাকিস্তানের উভয় অংশের জনগণের ঐক্য ও সংহতির প্রতি একটি মারাত্মক আঘাত স্বরূপ।

মওলানা মওদুদী বলেন যে, শেখ মুজিবের ৬ দফা কর্মসূচীতে ফেডারেশন ভুক্ত কর্তৃপক্ষকে অধিকতর ক্ষমতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং ইহা জাতীয় সংহতি নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর প্রেক্ষিতে ক্ষতিকর। এই ৬ দফা কর্মসূচী দেশের উভয় অংশের নৈকট্যের প্রতিও হুমকী স্বরূপ এবং ইহা কখনও একটি শক্তিশালী পাকিস্তান গঠনের পক্ষ সহায়ক নহে বলিয়াও তিনি মন্তব্য করেন।

মওলানা মওদুদী বলেন, জনগণের সম্মুখে এহেন কর্মসূচী তুলিয়া ধরার মত এখনও সময় আসে নাই। —এ,পি,পি

আজাদ
২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬
শেখ মুজিবের ৬-দফার সমালোচনা

করাচী, ১৯শে ফেব্রুয়ারী।— মজলিস উলেমা-ই-পাকিস্তান এর প্রেসিডেন্ট জনাব মওলানা আসাদুল কাদরী অদ্য আওয়ামী লীগের শেখ মুজিবর রহমানের পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসন প্রস্তাবের সমালোচনা করেন। জনাব কাদরী এক বিবৃতিতে বলেন যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হইতে শেখ মুজিবর রহমান যে সমস্ত কার্যকলাপে রত রহিয়াছেন উহার পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁহার প্রস্তাব বিবেচনা করিতে হইবে।

তিনি বলেন, জনাব রহমান সেই আওয়ামী লীগের লোক, যে আওয়ামী লীগ একদিন যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে ওকালতি করিয়াছিলেন সুতরাং তাঁহার ৬-দফা প্রস্তাবকে সমর্থনদানের পূর্বে বিশেষ চিন্তার প্রয়োজন ছিল। —এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক
২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬
১৮ই হইতে ২০ শে মার্চ আওয়ামী লীগের বার্ষিক ও কাউন্সিল সম্মেলন
(স্টাফ রিপোর্টার)

আগামী ১৮ই, ১৯শে ও ২০শে মার্চ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে। গতকল্য (রবিবার) ঢাকায়

অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বর্ধিত সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিল অধিবেশন কোথায় অনুষ্ঠিত হইবে তাহা নির্দিষ্ট করা হয় নাই। হয় ঢাকা না হয় চট্টগ্রামকে এই সম্মেলন ও অধিবেশন অনুষ্ঠানের স্থান হিসাবে নির্বাচনের জন্য ওয়ার্কিং কমিটি দলের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমানকে অধিকার দিয়াছেন।

সংবাদ

২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

১৮ই মার্চ আওয়ামী লীগ সম্মেলন

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকল্য (রবিবার) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব নূরুল ইসলাম। উক্ত সভায় আওয়ামী লীগ দলীয় জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যবৃন্দ ও জেলা কমিটিসমূহের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ যোগদান করেন।

সভায় আগামী ১৮, ১৯ ও ২০শে মার্চ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কার্যকরী কমিটি সম্মেলন ও কাউন্সিলরগণ অধিবেশন ঢাকা না চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হইবে উহা নির্ধারণের জন্য শেখ মুজিবর রহমানকে ক্ষমতা প্রদান করে।

আজাদ

২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় তাসখন্দ চুক্তি পর্যালোচনা

(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটি তাসখন্দ ঘোষণা সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, “জনগণের কল্যাণ ও অগ্রগতির প্রয়োজনে আমরা সকল আন্তর্জাতিক সমস্যারই শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানে বিশ্বাস করি।”

গত রবিবার ঢাকায় অনুষ্ঠিত উক্ত ওয়ার্কিং কমিটির সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে উপরোক্ত মতামত ব্যক্ত করা হয়। প্রতিষ্ঠানের সহসভাপতি সৈয়দ নূরুল ইসলাম সভাপতিত্ব করেন। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার ব্যাখ্যা করিয়া সভায় কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাসখন্দ সংক্রান্ত প্রস্তাবে বলা হয় যে, আওয়ামী লীগ শান্তিতে বিশ্বাসী এবং বিশেষ করিয়া প্রতিবেশীদের সাথে শান্তি ও সম্মানের সহিত বাঁচিয়া থাকার নীতিতে আস্থাশীল।

প্রস্তাবের কোথাও সরাসরি তাসখন্দ ঘোষণাকে সমর্থন করা না হইলেও পরোক্ষভাবে উক্ত ঘোষণার প্রতি সমর্থন জানান হইয়াছে বলিয়া জানানো হয়।

প্রস্তাবের একস্থানে তাসখন্দ ঘোষণা দুই দেশের মধ্যে প্রতিবেশী সুলভ সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা নাও করিতে পারে বলিয়া আশঙ্কা করা হইয়াছে। তবে এই ঘোষণার মূল উদ্দেশ্য পাকিস্তান ও ভারতের স্বার্থে কার্যকরী করা হইবে বলিয়া আশা করা হয়।

কমিটির অপর এক প্রস্তাবে অনতিবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, মৌলিক অধিকার প্রবর্তন, পাকিস্তান রক্ষা অর্ডিন্যান্স ও বিধি এবং প্রিসেন্সরশিপ বাতিল দাবী করা হইয়াছে।

ওয়ার্কিং কমিটির পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত যুদ্ধজনিত দুর্ঘোষের জন্য রাজনৈতিক অনভিজ্ঞতা ও কূটনৈতিক ব্যর্থতাকে দায়ী করা হইয়াছে।

কমিটি সম্প্রতি দেশরক্ষা আইনে আটক রাজনৈতিক নেতৃবর্গ এবং সকল রাজনৈতিক কর্মীর মুক্তি দাবী করিয়াছেন।

দেশের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি লক্ষ্য করিয়া কমিটি উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছে।

কমিটির এক প্রস্তাবে শেখ মুজিবর রহমানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কিত ছয়-দফা প্রস্তাব অনুমোদন করা হইয়াছে। কমিটি কঠোর ভাষায় ডক্টর মাহমুদের উপর আক্রমণের তীব্র নিন্দা করিয়া অবিলম্বে উক্ত ঘটনার তদন্তের জন্য হাইকোর্টের বিচারপতির নেতৃত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিচার বিভাগীয় কমিটি গঠনের দাবী জানাইয়াছেন। কমিটির সভায় আগামী ১৮ই, ১৯শে ও ২০শে মার্চ ঢাকা অথবা চট্টগ্রামে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

পূর্ব পাক আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সম্প্রসারিত সভা

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (রবিবার) আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের ধানমন্ডিস্থ বাসভবনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক শুরু হয়। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছাড়া জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যবৃন্দ এবং জেলা আওয়ামী লীগসমূহের সভাপতি ও সম্পাদকবৃন্দ বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে এই বৈঠকে যোগদান করেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী

লীগের সহ-সভাপতি জনাব নজরুল ইসলাম গতকল্যকার সভায় সভাপতিত্ব করেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি মওলানা তর্কবাগীশ অসুস্থাবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

গতকল্যকার সভা দ্বিপ্রহরে দেড়ঘণ্টার বিরতির ছাড়া প্রায় চারঘণ্টাকাল চলে। এই সংবাদ লেখার সময় পর্যন্ত ওয়াকিং কমিটির বৈঠকে আলোচনা চলিতেছিল। অদ্য (সোমবার) বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবাদি প্রকাশ করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

দৈনিক ইত্তেফাক

২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

শেখ মুজিবের ৬-দফা দাবীর প্রতি

আওয়ামী লীগ ওয়াকিং কমিটির অকুণ্ঠ সমর্থন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পাক-ভারত মধ্যকার সশস্ত্র সংঘর্ষ, যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে এই সংঘর্ষের অবসান, তাসখেন্দ চুক্তি এবং সম্প্রতি অনুষ্ঠিত লাহোর সম্মেলনের পটভূমিকায় ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়াকিং কমিটির বর্ধিত বৈঠক গত রবিবার অধিক রাত্রে সমাপ্ত হয়। ওয়াকিং কমিটির এই বর্ধিত বৈঠকে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের ৬-দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন ও আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দান করা হয়। বৈঠকে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার চুলচেরা পর্যালোচনা করা হয়। ওয়াকিং কমিটির এই বর্ধিত সভা তাসখেন্দ ঘোষণাপত্র সম্পর্কে দলীয় অভিমত ব্যক্ত করে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দেশে জরুরী অবস্থার আশু অবসান ঘটাইয়া দেশবাসীকে তাঁহাদের হৃত মৌলিক অধিকার ফিরাইয়া দেওয়ার, পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইন ও তৎসংক্রান্ত বিধিবিধান বাতিল করার এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণকারী বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করার জন্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ জোর দাবী জানাইয়াছে।

গত রবিবার সকাল ৯টায় শেখ মুজিবর রহমানের ধানমন্ডীস্থ বাসভবনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়াকিং কমিটির এই বর্ধিত বৈঠক শুরু হয়। যুদ্ধোত্তরকালে দেশে উদ্ভূত সম্পূর্ণ নূতন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে দেশবাসীকে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার সঠিক পথ নির্দেশদান করাই এই বৈঠক অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল। ওয়াকিং কমিটির সদস্য ছাড়া জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য এবং জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সম্পাদকেরাও বিশেষ দায়িত্ব ও আগ্রহ সহকারে বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে এই বৈঠকে যোগদান করেন। প্রায় পনের

ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকে যোগদানকারী সদস্যবৃন্দ দেশের যাবতীয় প্রশ্নে তাঁহাদের ও সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসীদের মতামত ব্যক্ত করেন। বৈঠকের শুরুতেই বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীর মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অসুস্থ সভাপতি মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশের আশু রোগমুক্তি কামনা করা হয়। তারপর পূর্ব পাক আওয়ামী লীগের সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে গৃহীত দলীয় ব্যবস্থাাদি বিশেষ করিয়া ঢাকায় প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সঙ্গে বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকার এবং সাম্প্রতিক লাহোর সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিদলের যোগদান ও সম্মেলনের সঙ্গে সর্বপ্রকার সম্পর্কচ্ছেদ প্রভৃতি বিষয়ে ওয়াকিং কমিটির বৈঠকে যোগদানকারীদের অবহিত করান। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়াকিং কমিটির বর্ধিত বৈঠক শেখ মুজিবের বিগত যুদ্ধের অভিজ্ঞতাপ্রসূত ৬-দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে এই ৬-দফাকে অনুমোদন দান করিয়াছে। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী সম্বলিত আওয়ামী লীগের এই ৬-দফার দলীয় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সহকারে পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া এসব পুস্তিকা দেশবাসীর মধ্যে বিতরণ করার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয়। পুস্তিকার খসড়াও প্রকাশের জন্য ৬-সদস্য বিশিষ্ট একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হইয়াছে। বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা ও হাইকোর্ট বার সমিতির সভাপতি জনাব আবদুস সালাম খান, শেখ মুজিবর রহমান, জনাব জহিরউদ্দীন, জনাব তাজুদ্দীন আহমদ, হাফেজ হাবিবুর রহমান এবং রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব মুজিবর রহমান এই কমিটির সদস্য হিসাবে মনোনীত হইয়াছেন।

তাসখেন্দ ঘোষণাপত্র সম্পর্কেও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাসখেন্দ ঘোষণাপত্র সম্পর্কে মতামত দান প্রসঙ্গে গৃহীত প্রস্তাবে দেশে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম রাখা এবং এই ধরনের ব্যবস্থা কায়েম রাখার ফলে উদ্ভূত বিভিন্ন পরিস্থিতির তীব্র সমালোচনা করা হয়। ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি ও বিপদ-আপদ হইতে দেশ ও দেশবাসীকে অব্যাহতি দানের জন্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ বর্তমান শাসনতান্ত্রিক ও অপ্রতিনিধিত্বশীল শাসন ব্যবস্থার অবসান করতঃ জনসাধারণের ইচ্ছাকে সার্বিক প্রাধান্য দিয়া দেশে পূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েমের জোর দাবী জানাইয়াছেন। পাকিস্তান আওয়ামী লীগের বহু বিঘোষিত নীতির পুনরোল্লেখ করিয়া ওয়াকিং কমিটির বৈঠকে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, আওয়ামী লীগ বিশ্বশান্তিতে বিশ্বাস করে এবং বিশ্বের সকল দেশের সঙ্গে বিশেষ করিয়া তাঁহাদের প্রতিবেশী

রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে শান্তি ও মর্যাদার সঙ্গে বসবাস করিতে চায়। বিশ্বের সাধারণ মানুষ বিশেষ করিয়া আমাদের মত অনুন্নত দেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণ ও প্রগতির স্বার্থে সকল আন্তর্জাতিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব বলিয়া আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে। তাসখেন্দ ঘোষণাপত্র প্রসঙ্গে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে, তাসখেন্দ ঘোষণাপত্রে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সং-প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কার্যকর নাও হইতে পারে বলিয়া পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি মনে করে। পাক-ভারতের মধ্যকার কাশ্মীরসহ সকল সমস্যা সমাধানকল্পে দুই দেশই তাসখেন্দ ঘোষণাপত্রকে উহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যমতে কার্যকরী করার প্রয়াস পাইবে বলিয়া ওয়ার্কিং কমিটি আশাবাদ প্রকাশ করিয়াছে।

দৈনিক পাকিস্তান

২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

৬-দফার প্রতি আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহক কমিটির সমর্থন (স্টাফ রিপোর্টার)

গত রবিবার পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহক কমিটির এক বর্ধিত সভায় শেখ মুজিবুর রহমানের ৬-দফা কর্মসূচী অনুমোদন করা হয় এবং ৬-দফা কর্মসূচীর ব্যাখ্যামূলক একটি প্রচার পুস্তিকা প্রণয়নের জন্য ছয় সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়।

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্যগণ ছাড়াও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ সভায় যোগদান করেন।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের অধ্যক্ষ আবু মাহমুদের উপর হামলার নিন্দা করা হয়।

অপর এক প্রস্তাবে পশ্চিম পাকিস্তানের পাঁচজন নেতার গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা করিয়া অবিলম্বে তাঁহাদের মুক্তিদানের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানান হয়।

সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে নিরাপত্তা ও দেশরক্ষা আইনে আটক সকল রাজবন্দীর মুক্তিদান, গ্রেফতারী পরোয়ানা ও হলিয়া প্রত্যাহার এবং সকল রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহারের দাবী করা হয়। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার এবং মৌলিক অধিকার পুনঃপ্রবর্তনের দাবী জানান হয়। তাসখেন্দ চুক্তি দ্বারা পাক-ভারতের মধ্যে প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক

প্রতিষ্ঠায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়া কার্যনির্বাহক কমিটি কাশ্মীরসহ সকল বিরোধ মীমাংসার জন্য তাসখেন্দ ঘোষণার পূর্ণ সদ্যবহার করার আশা প্রকাশ করেন। সভায় গৃহীত অপরাপর প্রস্তাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে উদ্বেগ প্রকাশ, লেভী প্রথা ও জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের দাবী জানান হয়।

আজাদ

২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

শেখ মুজিবের ৬-দফা সমর্থন

ফরিদপুর, ২২শে ফেব্রুয়ারী।— গত বৃহস্পতিবারে ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভায় শেখ মুজিবুর রহমানের ৬-দফা প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়।

কাউন্সিলের কয়েকজন সদস্য এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন যে, দেশে একটিমাত্র মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলিত থাকিবে এবং ইহা ফেডারেল সরকারের সঙ্গেই থাকিবে।

উক্ত কাউন্সিল সরকারের নিকট জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের দাবী।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

৬ই মার্চ ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভা (স্টাফ রিপোর্টার)

গত রবিবার ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির এক সভায় জেলা আওয়ামী লীগ পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে আগামী ৬ই মার্চ নবনির্বাচিত ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

গত রবিবার অপরাহ্নে ১৫ নং পুরানা পল্টনস্থ আওয়ামী লীগ অফিসে ঢাকা জেলার আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শামসুল হকের সভাপতিত্বে জেলা আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে জেলা আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির সদস্য ছাড়াও জেলার বিভিন্ন মহকুমা আওয়ামী লীগ সদস্যগণ যোগদান করেন। সভায় দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনা করিয়া কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সভার বিভিন্ন প্রস্তাবে শেখ মুজিবুর রহমানের ৬-দফা সুপারিশের প্রতি পূর্ণ সমর্থন দান ও ইহা জনসাধারণের মধ্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে পুস্তকাকারে মুদ্রিত করার জন্য প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের প্রতি আহ্বান জানান হয়। ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির সভায় এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রকৃত দাবী ও অর্থনৈতিক ভিত্তি উক্ত ৬-দফার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

সভায় অন্যান্য প্রস্তাবে পাক-ভারত উত্তেজনা প্রশমিত হওয়ায় সকল রাজবন্দীদের মুক্তিদানের আহ্বান, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনার নিন্দা, বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও ছাত্রদের উপর হইতে গত বছর কনভোকেশন সম্পর্কিত গোলযোগ মামলা প্রত্যাহার করার জন্য দাবী করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, সভার প্রারম্ভে যশোরের এডভোকেট জনাব আবদুল খালেক, নোয়াখালীর জনাব আজিজ আহমদ ও ফতুল্লা থানা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব সেকান্দার আলীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়।

সংবাদ

২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির সভায়

শেখ মুজিবরের ৬-দফা ফর্মুলা সমর্থন

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ঢাকা, ২২শে ফেব্রুয়ারী (এ,পি, পি)।-গত রবিবার রাতে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির এক বৈঠকে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের ৬-দফা ফর্মুলার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা হয় এবং উহার ব্যাখ্যা ও টীকাসহ প্রচারপত্রের ব্যবস্থা করা এবং জনসাধারণের মধ্যে উহা বিতরণের উদ্দেশ্যে ছয় সদস্যের একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়।

বৈঠকে বিশ্বশান্তির উপর আওয়ামী লীগের আস্থা এবং বিভিন্ন দেশের সহিত, বিশেষ করিয়া প্রতিবেশী দেশসমূহের সহিত শান্তিতে বসবাস করার মনোভাবের কথা উল্লেখ করা হয়।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সর্বপ্রকার আন্তর্জাতিক সমাধানের প্রতি পার্টির আস্থার কথা ঘোষণা করা হয়। এই আস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ আশা প্রকাশ করেন যে, ভারত ও পাকিস্তান উক্ত ঘোষণাকে যথাযথ মানিয়া চলিবে।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

আগামীকল্য চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে জনসভা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আগামীকল্য (শুক্রবার) চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক লালদীঘি ময়দানে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে সাম্প্রতিক যুদ্ধের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রণীত তাঁহাদের ৬-দফা সর্বপ্রথম জনসমক্ষে তুলিয়া ধরবেন। গত রবিবার পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি শেখ মুজিবরের ৬-দফা অনুমোদনের পর ৬-দফার প্রতি

জনসমর্থন আদায়ের ব্যাপক নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রারম্ভ হিসাবে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ আগামীকল্য লালদীঘি ময়দানের গণ-আদালতে বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁহাদের বক্তব্য পেশ করিবেন। আগামী ২৭শে ফেব্রুয়ারী বেগমগঞ্জে এই নেতৃবৃন্দ আর এক জনসভায় আওয়ামী লীগের ৬-দফা পেশ করিবেন। আওয়ামী লীগের ৬-দফা প্রস্তাবের পর চট্টগ্রামেই সর্বপ্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হইতেছে বলিয়া আপামর জনসাধারণ এই জনসভাকে সাধারণ বা গতানুগতিক জনসভা মনে না করিয়া উহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেছে। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এম, এ, আজিজ এবং চট্টগ্রাম সিটি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এন, জি, মাহমুদ কামাল ইতিমধ্যে এক বিজ্ঞপ্তিতে চট্টলাবাসীকে দলে দলে লালদীঘি ময়দানের সভায় যোগদান করিয়া আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং পূর্ব পাকিস্তানের অপরাপর দাবী-দাওয়ার সপক্ষে বলিষ্ঠ আওয়াজ তোলার আহ্বান জানাইয়াছেন।

আগামীকল্য (শুক্রবার) উল্লেখযোগ্য আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান, খোন্দকার মোশতাক আহমদ, জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক ইউসুফ আলী এম, এন, এ, এবং জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী এম, এন, এ, ঢাকা হইতে চট্টগ্রাম রওয়ানা হইবেন। আগামীকল্যই বিকাল সাড়ে তিনটায় নেতৃবৃন্দ লালদীঘির ময়দানে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক জনসভায় বক্তৃতা করিবেন। আগামী ২৭শে ফেব্রুয়ারী বিকালে চট্টগ্রাম জে, এম, সেন হলে আয়োজিত চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিল অধিবেশনে নেতৃবৃন্দ যোগদান করিবেন। ঐদিনই সন্ধ্যায় তাঁহারা মোটরযোগে নোয়াখালী রওয়ানা হইবেন। আগামী ২৭শে ফেব্রুয়ারী সকালে মাইজদীকোটে নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিল অধিবেশনে নেতৃবৃন্দ যোগদান করিবেন। ২৭শে ফেব্রুয়ারী বিকালে বেগমগঞ্জে আয়োজিত এক জনসভায় তাঁহারা বক্তৃতা করিবেন এবং ২৮শে ফেব্রুয়ারী মোটরযোগে তাঁহারা ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

‘বেআইনী প্রচারপত্র’

মামলার শুনানী মুলতবী

(কোর্ট রিপোর্টার)

গতকল্য (বৃহস্পতিবার) পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান, ‘ইত্তেফাক’ সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেন, আওয়ামী লীগ

নেতা শেখ মুজিবর রহমান, জনাব শাহ আজিজুর রহমান এম, এন, এ, জনাব আলীম-আল-রাজী, এম, এন, এ, জনাব হামিদুল হক চৌধুরী, জনাব মাহবুবুল হক, জনাব অলী আহাদ, জনাব মাহমুদ আলী, জনাব আলী আকসাদ (সহযোগী সম্পাদক, ইত্তেফাক) ও সাবেক ছাত্রনেতা ওবায়দুর রহমানের বিরুদ্ধে “পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও” শীর্ষক ‘বেআইনী’ প্রচারপত্র প্রকাশের অভিযোগে আনীত মামলা ঢাকার অন্যতম ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আফসার উদ্দীন আহমদের কোর্টে পরবর্তী শুনানীর জন্য মুলতবী রাখা হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬
শেখ মুজিবের ৬-দফা
জাতীয় পরিষদ সদস্যের পূর্ণ সমর্থন
(নিজস্ব সংবাদদাতা)

রাজশাহী, ২৪শে ফেব্রুয়ারী।— রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব এ, এইচ, এম, কামরুজ্জামান শেখ মুজিবের ছয়দফা প্রস্তাবের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইয়া ধীরস্থিরভাবে প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

এক বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, শেখ মুজিব যে ছয়দফা সুস্পষ্ট প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন তাহা দেশের প্রত্যেকটি চিন্তাশীল ব্যক্তির সুস্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। তিনি আরও বলেন যে, পাকিস্তানের উভয় অংশে ঐক্য ও সংহতি আরও মজবুত করিতে হইলে উভয় অঞ্চলকেই সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই জন্যই দেশে প্রকৃত ফেডারেল ধরনের সরকার গঠনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। উপরন্তু পাকিস্তানের উভয় প্রদেশের সুখম উন্নয়নের মধ্যেই জাতীয় সংহতি ও অখণ্ডতার আদর্শ বিদ্যমান।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর আবু মাহমুদের উপর পরিচালিত বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা করিয়া হাইকোর্টের একজন বিচারপতি ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সমবায় একটি তদন্ত কমিশন গঠনের দাবী জানাইয়াছেন। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে রাজনৈতিক ধরপাকড়েরও প্রতিবাদ করিয়াছেন।

বরিশাল

কোন কোন মহল পূর্ব পাক আওয়ামী লীগ সম্পাদক শেখ মুজিবের ৬-দফা প্রস্তাবের অপব্যখ্যা করায় বরিশালের বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা, ছাত্র ও

গণমানসে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। স্থানীয় রাজনীতিকগণ বলেন যে, এই ৬-দফা প্রস্তাব পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে পাঁচ কোটি আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার প্রাণের দাবী এবং এ দাবী অবশ্যই পূর্ণ করিতে হইবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬
৬-দফার প্রতি লালদীঘির বিরাট জনসভার অকুণ্ঠ সমর্থন
‘দেশ ও দেশের বৃহত্তর কল্যাণের খাতিরে’
দাবী আদায়ের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারের সংকল্প ঘোষণা
(ইত্তেফাকের চট্টগ্রাম অফিস হইতে)

২৫শে ফেব্রুয়ারী।— অদ্য বন্দরনগরী চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক লালদীঘি ময়দানে অনুষ্ঠিত প্রায় ৬ ঘণ্টাব্যাপী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সম্প্রতি ঘোষিত ৬-দফা কর্মসূচীর প্রতি চট্টগ্রামবাসী অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া দেশ ও দেশের বৃহত্তর স্বার্থে জনগণের আশা ও আকাংক্ষার ভিত্তিতে সুস্পষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে নেতৃত্ব দিতে আগাইয়া আসায় আওয়ামী লীগের প্রতি অভিনন্দন জানান হয়। সভায় গৃহীত এই প্রস্তাবে দেশের আপামর জনসাধারণকে ৬-দফার ভিত্তিতে দেশব্যাপী দুর্বীর আন্দোলন গড়িয়া তোলার আহ্বান জানান হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচীর প্রতি জনমত যাচাইর প্রয়াস ইহাই প্রথম। এই উপলক্ষে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে ঢাকা হইতে আগত আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ আজ চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত লালদীঘি ময়দানের জনসভায় দলীয় ৬-দফার বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করিয়া বক্তৃতা করেন। বিগত কিছুদিন যাবৎ কেবল পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠায় যে ৬-দফার কথা শুনিয়া আসিয়াছেন, আজ নেতৃবৃন্দের মুখ হইতে প্রত্যক্ষভাবে উহার পটভূমি, জাতীয় জীবনে উহার তাৎপর্য ও আগামীদিনের করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত পথনির্দেশ পাইবার জন্য লালদীঘি ময়দানে সভার বহু পূর্ব হইতেই বিপুল জনসমাগম হয়। নেতৃবৃন্দের বক্তৃতায় উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী এতই উৎসাহিত বোধ করিতে থাকে যে, শেখ মুজিবের আহ্বানে শূন্যে হস্ত উত্তোলন করিয়া একবাক্যে তাঁহারা ঘোষণা করে যে, ৬-দফার বাস্তবায়নের মধ্যদিয়া দেশ ও দেশের সত্যিকার কল্যাণসাধনের সংগ্রামে যে-কোন বাধা-বিপত্তি তাঁহারা হাসিমুখে বরণ করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। সমস্বরে উচ্চারিত ‘৬-দফা মানতে হবে’, ‘আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে’ প্রভৃতি ধ্বনির মধ্যদিয়া তাঁহারা আওয়ামী লীগের দাবীকে বুলন্দ করিয়া তোলে। বিপুল

করতালির মধ্যে শেখ মুজিবর রহমান লালদীঘির জনসমুদকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, আমরাও আজ বার্ষিকের কোঠায় আসিয়া পৌঁছিতে চলিয়াছি। নূতন দিগন্তে আজ আমরা নূতন মুখের দেখা পাইতেছি। অন্ততঃ এই নূতনদের জীবনকে যাহাতে আমরা বঞ্চনা ও নির্যাতনমুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে সুখ ও সমৃদ্ধির নিশ্চয়তার স্বপ্নান দিয়া যাইতে পারি, তজ্জন্য আসুন আমরা কোরবানীর জন্য প্রস্তুত হই। আওয়ামী লীগের প্রস্তাবিত ছয়-দফাই নূতন দিগন্তের এই নূতনদের মুক্তির সনদ। পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে পাঁচকোটি মানুষের হৃদয় কন্দরে খুঁজিয়া দেখুন, আওয়ামী লীগের ছয়-দফা তাঁহাদের প্রতিটি হৃদয়েই স্পন্দিত হইতেছে। বিগত যুদ্ধের শঙ্কাবৃত্ত দিনগুলির কথা ভাবিয়া দেখুন। জাতীয় সংহতির সেই চরমতম পরীক্ষার মুহূর্তগুলির প্রেক্ষিতে এইসব দাবীর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আরও বেশী প্রকট হইয়া দেখা দিয়াছে। শেখ মুজিব বলেন যে, বিগত যুদ্ধের আলোকে গোটা দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির চুলচেরা বিচার করিয়াই আওয়ামী লীগ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, বিশ্ব মানচিত্রে পাকিস্তানকে একটি শক্তিশালী ও সত্যিকার সুসংহত জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার ভুল বুঝাবুঝির চির অবসান ঘটাইতে হইবে। পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থমহল এবং এই মহলের যেসব এজেন্ট পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সৃষ্টির পর হইতে আজও তৎপর আছেন, তাঁহাদের শেষবারের মত আজ উপলব্ধি করিতে হইবে যে, পাকিস্তানের এক অংশকে অন্য অংশের অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক উপনিবেশে পর্যবসিত করা সম্ভব নয় আর সত্যিকার অর্থে তাঁহাদের এ প্রচেষ্টা পাকিস্তানকে দুর্বল করারই নামান্তর। তাঁদের আরও বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব পাকিস্তানবাসীরা তাঁহাদের কারচুপি ধরিয়া ফেলিয়াছে, এবং সেইজন্যই তাঁহারা আজ বিগত কালের “ঠাণ্ডাযুদ্ধের” অবসান ঘটাইয়া পাকিস্তানকে মজবুত করিতে বদ্ধপরিকর। আর এই উদ্দেশ্য লইয়াই পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের আশা-আকাংক্ষা মোতাবেক আওয়ামী লীগ এই ৬-দফা প্রণয়ন করিয়াছে। শেখ মুজিবর রহমান দেশবাসী আপামর জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, প্রকৃত অর্থে এই ৬-দফা কর্মসূচী আওয়ামী লীগের নয়, এই ৬-দফা পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের। এই ৬-দফা বাস্তবায়নের সংগ্রামে যে অত্যাচার-নির্যাতন ভোগ করিতে হইবে, সেই অত্যাচার-নির্যাতনের ভাগী হওয়ার জন্যই আমরা জনতার কাতারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। জনগণের এই ৬-দফা দাবী আদায়ের সংগ্রামকে জোরদার করার জন্য তিনি দলমত নির্বিশেষে সকল মহলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

চট্টগ্রামবাসীদের উদ্দেশ্য করিয়া তিনি বলেন যে, একদিন সমগ্র পাক-ভারতের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের জবরদস্ত শাসনব্যবস্থাকে উপেক্ষা করিয়া এই চট্টগ্রামের জালালাবাদ পাহাড়েই বীর চট্টলের বীরসন্তানের স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। আমিও চাই যে, পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চিত মানুষের ন্যায্য দাবী আদায়ে সংগ্রামী পতাকাও চট্টগ্রামবাসীরা চট্টগ্রামেই প্রথম উড্ডীন করুন। তিনি দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, আওয়ামী লীগ একটি অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু তাই বলিয়া পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় সেনাবাহিনী বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করিবে, আওয়ামী লীগের একজন কর্মী প্রাণ থাকিতেও তা বরদাশত করিবে না। সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামী লীগ সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করিয়া দিতে চায় যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা লইয়া যারা হেলাফেলা করিয়াছে বা করিতেছে, পূর্ব পাকিস্তানবাসী তাঁহাদের কোনদিন ক্ষমা করিবে না। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্যের উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, ১৯৪৮ সাল হইতে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় সম্পদ হইতে মোট ১৪০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। আর সেই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় করা হইয়াছে মাত্র ৫৪০ কোটি টাকা। অথচ এই সময়সীমার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় সম্পদের শতকরা ৬০ ভাগ উপার্জন করিয়াছে। বিদেশী সাহায্যেরও শতকরা ৮০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে বিনিয়োগ করা হইয়াছে। শেখ সাহেব বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতেও আজ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা শতকরা ২৫ ভাগের উপরে উঠিতে পারে নাই। শেখ মুজিবর রহমান লেভি প্রথার তীব্র সমালোচনা করেন। যেসব অঞ্চলে বাধ্যতামূলক লেভি আদায় করা হইতেছে সেইসব অঞ্চলে পূর্ণ রেশনিং ব্যবস্থা কায়েমের জন্য তিনি দাবী জানান। তিনি আমদানী নীতিরও সমালোচনা করেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বোনাস ভাউচারে আমদানী করিয়া একদিকে মনোপলিষ্ট ও কার্টেলিষ্টদের বেপরোয়া মুনাফা লুটার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানীদের দৈনন্দিন জীবনকে দুর্বিষহ করিয়া তোলা হইয়াছে। আওয়ামী লীগ নেতা খন্দকার মোশতাক আহমদ প্রধানতঃ ৬-দফার অর্থনৈতিক দিক সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি দেশ ও দেশের কল্যাণকামী মন লইয়া পশ্চিম পাকিস্তানী অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিকগণকে আওয়ামী লীগের ৬-দফা পরীক্ষা করিয়া দেখার অনুরোধ করেন। তিনি বলেন যে, যিনিই দেশ ও দেশের স্বার্থকে সর্বোপরি স্থান দিবার মানসিকতার পরিচয় দিতে পারিবেন, তিনিই আমাদের সহিত একমত হইবেন যে, ৬-দফার বাস্তবায়ন ছাড়া শক্তিশালী ও সুসংহত পাকিস্তানের স্বপ্ন

কেবল স্বপ্নই থাকিয়া যাইবে। জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী ও প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী দলের নেতা জনাব আবদুল মালেক উকিলও সভায় বক্তৃতা করেন।

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী সভায় সভাপতিত্ব করেন। অদ্যকার সভায় বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় ছিল এই যে, রাত্রি দশটা পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ছয় ঘণ্টা সভা চলিলেও সভায় শেষপর্যন্ত কোন শ্রোতাকেই স্থান ত্যাগ করিতে দেখা যায় নাই। পক্ষান্তরে, বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতাকালে শ্রোতৃমণ্ডলীর মুহূর্মুহ করতালি ও শ্লোগানের মধ্যদিয়া বক্তার কথায় সমর্থন জানান। সভা শেষে তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে গৃহীত একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের ৬-দফার প্রতি লালদীঘির শ্রোতৃমণ্ডলী অকুণ্ঠ সমর্থন জানায় ও দেশবাসীর আশা ও আকাংক্ষার নিরিখে সুস্পষ্ট কর্মসূচী গ্রহণের ব্যাপারে সময়োচিত নেতৃত্ব দিতে আগাইয়া আসায় আওয়ামী লীগকে অভিনন্দন জানায়। প্রস্তাবে প্রদেশব্যাপী ৬-দফার সমর্থনে দুর্বীর গণআন্দোলন গড়িয়া তোলার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে পাঁচকোটি মানুষের প্রতি উদাও আহ্বান জানান হয়। সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে শান্তিপূর্ণ পথে সকল সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে ভারতসহ সকল প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করার দৃঢ় সঙ্কল্প প্রকাশ করা হয়।

Pakistan Observer

27th February 1966

Mujib defends his 6-point

CHITTAGONG, Feb. 26: The General Secretary of the East Pakistan Awami League Sheikh Mujibur Rahman said here today that his 6-point programme was aimed at a strong and united and prosperous Pakistan, reports APP.

He was addressing a public meeting at Laldighi Maidan yesterday.

Mr. Mujib said that six-points programme did not aim at weakening and disintegrating Pakistan. He regretted that his six-points programme was believe wrongly interpreted by some leaders.

Referring to the criticisms of some political leaders who expressed fear that implementation of the six-points programme would endanger the solidarity of the country. Sheikh Mujib said that they misunderstood and misinterpreted the programme.

He also referred to the criticism of the Chief of Jamaat-e-Islam Chief and said that the criticism was not based on facts.

Sheikh Mujib said that his six-points programme was not only to safeguard the interest of East Pakistan but also of whole of Pakistan.

দৈনিক ইত্তেফাক

২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

দেশবাসী যাহাতে স্বাধীনতার সত্যিকারের স্বাদ ভোগ করিতে পারে—

আওয়ামী লীগের ৬-দফা দেশবাসীর ঈক্ষিত সেই

শক্তিশালী পাকিস্তানেরই সুস্পষ্ট রূপরেখা

চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ কর্মী সমাবেশে শেখ মুজিবের বক্তৃতাঃ

দলীয় কর্মসূচীর ‘কি ও কেন’ ব্যাখ্যা

(ইত্তেফাকের বিশেষ প্রতিনিধি)

চট্টগ্রাম, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার নহে, শক্তিশালী পাকিস্তানই ছিল দেশবাসীর বরাবরের কাম্য। স্বার্থান্বেষী মহলের শাঠ্য ও চক্রান্তের মারপ্যাঁচে জনগণের সেই কামনা বরাবরই স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছে। এবার প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহিত মাত্র ১৭ দিনের যুদ্ধে দেশবাসী যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, সেই সাক্ষাৎ-অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতেই দেশবাসী আজ নূতন করিয়া অনুধাবন করিয়াছে যে, শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার নহে কেবলমাত্র শক্তিশালী পাকিস্তানই পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের নিবিড় ঐক্য ও সংহতির একমাত্র রক্ষাকবচ। আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচী প্রকৃত প্রস্তাবে দেশবাসী জনসাধারণের ঈক্ষিত সেই শক্তিশালী পাকিস্তানেরই সুস্পষ্ট রূপরেখা। রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে এই রূপরেখার বাস্তবায়নের জন্য আওয়ামী লীগের ৬-দফার দাবী লইয়া গ্রামে গ্রামে আপনারা ছড়াইয়া পড়ুন।” —অদ্য স্থানীয় জে, এস, সেন হলে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিল সভায় সমাগত সহস্রাধিক আওয়ামী লীগ কর্মীর উদ্দেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবর রহমান এই উদাত্ত আহ্বান জানান। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান বলেনঃ অতীতের মত ভবিষ্যতেও গণতন্ত্রকে যাতে কায়মী স্বার্থের শিকারে পর্যবসিত হইতে না হয়, দেশবাসীকে যাতে গণতন্ত্র কায়ম থাকা অবস্থায়ও মহল বিশেষের অনুগ্রহ বা অনুকম্পার উপর নির্ভর করিতে না হয়। গণতন্ত্র মতে প্রতিষ্ঠিত সরকারকে যাতে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষ নিজের বা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য খতম করিতে না পারে, সর্বোপরি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হইলে দেশবাসী যাতে অনন্তকাল ধরিয়া স্বাধীনতার সত্যিকারের স্বাদ জীবনের সর্বস্তরে ভোগ করিতে পারে তার জন্যই আওয়ামী লীগ গত ১৮ বৎসরের

শাসন ও শোষণের, নির্যাতন ও বঞ্চনার আলোকে পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিসনদ ৬-দফা প্রণয়ন করিয়াছে।

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কি?

শেখ মুজিবুর রহমান বলেনঃ এ যাবৎ আমরা পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের কথা বলিয়াছি, কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আমাদের এই আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীর তাৎপর্য বা অন্তর্নিহিত লক্ষ্য সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানের এবং পূর্ব পাকিস্তানের কোন কোন নেতা কোনদিন আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। তাই, আজ আমরা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য ৬-দফার মধ্যদিয়া স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছি যে, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্থে আমরা কি বুঝি। দেশবাসীকে কেবল ধোঁকা দিবার নিমিত্ত আজও যাঁরা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ফাঁকা শ্লোগান তোলেন, তাঁদের বুঝা উচিত যে, ফাঁকা বুলির যুগ শেষ হইয়াছে। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্থে তাঁরা কি বোঝেন বা বুঝাইতে চাহেন, আওয়ামী লীগের ৬-দফার পাশাপাশি দফা-ওয়ারীভাবে আজ তাঁহাদিগকে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে। যদি তাঁহারা তাহা না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কথাকে দেশবাসী রাজনৈতিক কারচুপি এবং পূর্ব পাকিস্তানকে ভাঁওতা দেওয়ার আরেক দফা নূতন প্রয়াস বলিয়া গণ্য করিবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, জেলার দূরবর্তী এলাকা হইতে আগত এক সহস্রাধিক সঙ্কল্পদৃঢ় আওয়ামী লীগ কর্মীর সমাবেশে শেখ সাহেব বক্তৃতা করিতেছিলেন।

বৈষম্যের প্রশ্নে জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞদের লইয়া কমিশন গঠনের দাবী

শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, বর্তমান শাসনতন্ত্রে দুই প্রদেশের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্য স্বীকার এবং উহা দূরীকরণের অঙ্গীকার করা হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে ‘বৈষম্য’ হ্রাস পাইতেছে না। তিনি বলেন যে, বর্তমানে বরং অধিকতর নৈপুণ্যের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই দুই প্রদেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পাইতেছে। শেখ মুজিব বলেন যে, স্বাভাবিকতার কদর থাকিলে তিনি এ ব্যাপারে তদন্ত কমিশনই দাবী করিতেন। কিন্তু বর্তমান সরকারের আমলে বিভিন্ন কমিশনের রিপোর্ট যেভাবে দিবালোকের মুখ দেখিবার মওকা পায় না, এবং এই সেদিনও ঈদের চাঁদ সংক্রান্ত ব্যাপারে গঠিত কমিটির ৭ দিনের মধ্যে রিপোর্ট পেশের ব্যাপারটিও যেভাবে ধামাচাপা পড়িয়াছে তাহাতে তিনি আর তদন্ত কমিশন দাবী করেন না। তৎপরিবর্তে তিনি জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞদের লইয়া একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠন করিয়া দুই তদন্ত কমিশন দাবী করেন না। তৎপরিবর্তে তিনি জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞদের লইয়া একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠন করিয়া দুই

প্রদেশের অর্থনৈতিক বৈষম্যের হিসাব করার ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের নিকট দাবী জানানই বাঞ্ছনীয় মনে করেন।

অন্যান্য দল সম্পর্কে আওয়ামী লীগের নীতি

অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রতি আওয়ামী লীগের নীতি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, যেসব দল ৬-দফায় বর্ণিত দাবী-দাওয়ার স্বীকৃতি দিবেন, সেইসব দলের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে আওয়ামী লীগ সর্বদাই প্রস্তুত। এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক মুক্তি এবং অন্যান্য দাবী পূরণের ব্যাপারে অপর কোন রাজনৈতিক দল আমাদের এই ৬-দফা অপেক্ষাও উন্নত কোন প্রস্তাব পেশ করিতে পারিলে আওয়ামী লীগ সানন্দে তাহা বিবেচনা করিতে প্রস্তুত বলিয়া শেখ মুজিব ঘোষণা করেন। তিনি ঘরে ঘরে ৬-দফার বাণী পৌছাইয়া দেওয়ার জন্য আওয়ামী লীগ কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

খোন্দকার মোশতাক আহমদ

সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতা খোন্দকার মোশতাক আহমদ বলেন যে, ৬-দফার সংগ্রাম পূর্ব পাকিস্তানের শেষ সংগ্রাম। সংগ্রামে জয়ী হওয়ার জন্য তিনি প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে ত্যাগ স্বীকার করার জন্য কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, বঞ্চিত মানুষ বেদনা বোধ করিলেও তা প্রকাশের শক্তি তাহাদের নাই। ‘বেদনাকাতর সাধারণ মানুষের মুখপাত্র হিসাবে আওয়ামী লীগ কর্মীগণকেই আজ দেশবাসী জনসাধারণের সত্যিকার দাবী-দাওয়া তুলিয়া ধরিতে হইবে’ বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

সংকল্প সাধনের ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তা লইয়া আগাইয়া আসুন

খোন্দকার মোশতাক আহমদ দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, অতীতে স্বার্থান্বেষী মহল পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ চক্রান্তে লিপ্ত থাকিয়া প্রদেশবাসী জনসাধারণের আশা-আকাংক্ষা নস্যাৎ করিয়া দিয়াছে। এবারও যখন পূর্ব পাকিস্তানের দাবী-দাওয়া প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, তখন আবার রাজনৈতিক গগনে সেই একই চক্রান্তের ঘনঘটা দেখা দিয়াছে এবং চক্রান্তকারীরা নানা ছদ্মবেশে তৎপর হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। তিনি চক্রান্তকারীদের সে চক্রান্তকে ব্যর্থ করিয়া ৬-দফাকে সফল করার জন্য দলীয় শৃংখলা বজায় রাখিতে এবং কর্মীদের ইস্পাত-কঠিন দৃঢ়তা লইয়া সেনাবাহিনীর মতই কর্তব্য সাধনে অবিচল সংকল্পবদ্ধ থাকিবার জন্য কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। সম্মেলনে জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিশদ বিবরণ দেন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অধ্যাপক নূরুল ইসলাম। সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম শিল্প ও বণিক সংঘের প্রাক্তন সভাপতি জনাব মোহাম্মদ ইদ্রিস বলেন

যে, মরহুম সোহরাওয়ার্দীর মাত্র ১৩ মাসব্যাপী প্রধানমন্ত্রিত্বের আমলে শিল্পকে প্রাদেশিক বিষয় করার ফলেই আজকাল শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে দুই-চারিজন বাঙ্গালী দৃষ্ট হয়। সম্মেলনে ডাঃ সৈয়দুর রহমান ও জনাব আবদুল্লাহ আল-হারুণও বক্তৃতা করেন। চট্টগ্রাম চারণ কবি জনাব মোহাম্মদ শফি ৬-দফার উপর রচিত কবিতা সম্মেলনে পাঠ করিয়া শুনান। উক্ত চারণ কবি লালদীঘির গত শুক্রবারের জনসভায়ও ৬-দফাভিত্তিক গান পরিবেশন করেন। জনাব শফি'র গানে সম্ভূষ্ট হইয়া শেখ মুজিবর রহমান তাহাকে ৫০ টাকা পুরস্কার দেন।

মাইজদী যাত্রা

চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ কাউন্সিল সম্মেলন শেষে শেখ মুজিবর রহমান অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতা সমভিব্যাহারে আগামীকাল্য ভোরে মাইজদী রওয়ানা হইতেছেন। অদ্য (রবিবার) সকালে তিনি মাইজদী কোর্টে নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগ সম্মেলনে যোগদান করিবেন এবং বিকালে বেগমগঞ্জে এক জনসভায় বক্তৃতা করিবেন।

দৈনিক পয়গাম

২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

বিরোধী দলে পরস্পরের প্রতি কাদা ছোড়াছুড়ি
শেখ মুজিবের তথাকথিত ছয় দফার প্রতি মওদুদীর বিষোদগার
(স্টাফ রিপোর্টার)

গণতন্ত্রের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য দেশে সুসংবদ্ধ বিরোধী দলের প্রয়োজনীয়তার উপর বর্তমান রাষ্ট্রনায়কবৃন্দ সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু আমাদের বিরোধী দলসমূহ একে অপরের বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষ প্রচার এবং ধ্বংসাত্মক চিন্তাধারারই প্রশ্রয় দিতেছে না বরঞ্চ পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত এবং জনসাধারণের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করিবার ম্যারাথন প্রতিযোগিতায় মতিয়া উঠিয়াছে।

পূর্ব পাকিস্তান শোষণের এককালীন স্থপতি এবং বর্তমানে নেজামে ইসলাম নেতা চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, মওলানা ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এবং শেখ মুজিবরের আওয়ামী লীগের প্রতি জেহাদ ঘোষণা করিয়াছেন। এই ব্যাপারে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে সহায়তা দান করিতেছেন জামাতে ইসলামী নেতা সৈয়দ আবুল আলা মওদুদী। অপরদিকে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি আওয়ামী লীগের বিশেষতঃ শেখ মুজিবরের তথাকথিত ছয় দফা দাবীর বিরুদ্ধে আপোষহীন মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন।

কাউন্সিল মুসলিম লীগও শেখ মুজিবরের দাবীর প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন।

আইয়ুব সরকারের ক্ষমতাসীন হওয়ার পর হইতেই এই দেশের বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তানের দুঃখ-দুর্দশার জন্য সর্বাধিক দায়ী ব্যক্তিরা নিজেদের পরিচিত চেহারার উপর নূতন মুখোশ পরাইবার জন্য গোয়েবলসের ধরনে প্রচারণা শুরু করে। কিন্তু তাহাদের সব কৌশল জনসাধারণের নিকট ফাঁস হইয়া যাওয়ায় এখন বিভিন্ন বিরোধী দল একে অন্যের বিরুদ্ধে লাগামহীন প্রচারণার ঝড় তুলিয়াছে।

“ঘোলা পানিতে মৎস্য শিকারে ওস্তাদ” আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের জাতীয় জীবনে অনৈক্যের বীজ বপনের অভিলাষেই তথাকথিত ছয় দফা দাবী লইয়া হৈ চৈ শুরু করিয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু এই দাবীর প্রতি শুধুমাত্র দলীয় কয়েকজন ‘অভিনেতা’ ছাড়া সমগ্র দেশবাসীর হিমশীতল মনোভাব উপলব্ধি করিতে পারিয়া আওয়ামী নেতারা নাকি এখন নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কেই সন্ধিহান হইয়া উঠিয়াছেন। এই দাবীর প্রতি দেশের আপামর জনসাধারণের চরম ঔদাসীন্য ছাড়া শেখ মুজিব আর কিছুই অর্জন করিতে সক্ষম হন নাই।

জামাতে ইসলামীর আমীর সৈয়দ আবুল আলা মওদুদী আবার ১৯৫৪ সালের মত “যুক্তফ্রন্ট” গঠনের মিশন লইয়া টাকা আগমন করিয়াছেন বলিয়া রাজনৈতিক ওয়াকিফহাল মহলের ধারণা। বিশেষ একটি “শক্তি” দেশের সব বিরোধী দলকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্যই নাকি যুক্তফ্রন্ট গঠনের এই প্রচেষ্টা চালাইতেছেন।

ঐক্যহীন, শৃংখলাহীন এবং একে অপরের প্রতি বিশ্বাসহীন বিরোধীদলসমূহ যুক্তফ্রন্ট গঠনের কোশেচ চালাইতে গিয়া ‘হালুয়ারটির ভাগ বাটোয়ারার’ প্রশ্নে ঐক্যমতে পৌঁছিতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু তবু মওদুদী সাহেব যুক্তফ্রন্ট গঠনের কথা বলিতেছেন এবং সম্পূর্ণ অবাস্তব রাজনৈতিক দর্শনের তুবড়ি ফুটাইতেছেন।

বর্তমানে পাকিস্তানের রাজনৈতিক সার্কাসের খেলোয়াড়দের দড়ির বিপজ্জনক খেলা জনসাধারণের মধ্যে অন্য কিছু না হোক, অন্ততঃপক্ষে হাসির খোরাক যোগাইতে সক্ষম হইয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

৬-দফার বাণী ঘরে ঘরে পৌছাইয়া দিন

নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগ সম্মেলনে শেখ মুজিবের আহ্বান
(ইত্তেফাকের বিশেষ প্রতিনিধির তার)

মাইজদীকোর্ট, ২৭শে ফেব্রুয়ারী। -পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান অদ্য বলেন, “আমরা আর তাদের ঐক্যে

বিশ্বাস করি না। আমরা জনগণের ঐক্যে বিশ্বাসী এবং জনগণের ঐক্য কয়েমের প্রত্যাশী। আমরা চাই তথাকথিত ষড়যন্ত্রের রাজনীতির অবসান ঘটুক এবং রাজনীতি সাধারণ মানুষের অধিকারে আসুক। বিবেকের দংশন যিনি অনুভব করেন, আসুন-আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচীকে সমুন্নত করিয়া তুলুন। মাইজদীকোট টাউন হলে আয়োজিত নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের বার্ষিক সম্মেলনে ভাষণদানকালে আওয়ামী লীগ সম্পাদক উপরোক্ত আহ্বান জানান। হলে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনতা বিপুল হর্ষধ্বনি ও করতালি সহকারে শেখ মুজিবকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। নোয়াখালী জেলার ১৬টি থানা হইতে প্রায় ৩ শত প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছেন। সম্মেলন দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচী প্রদেশের ঘরে ঘরে আলোড়ন সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং কর্মিগণ যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অর্জনের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবর রহমান কর্মীদের প্রতি ঘরে ঘরে ৬-দফার বাণী পৌছাইয়া দেওয়ার আহ্বান জানান। প্রয়োজন হইলে কর্মীদের স্বেচ্ছায় কারাবরণ করার জন্য তিনি কর্মীদের প্রস্তুত থাকিতে পরামর্শ দেন। তিনি বলেন যে, যেদিন এই ছয়-দফার জন্য একজন কর্মীও গ্রেফতার হইবেন, সেইদিন যেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি কারাগার কর্মীদের দ্বারা ভরিয়া যায়।

Dawn

1st March 1966

East Wing CML hits out at Mujib's proposal

DACCA, Feb 28: The East Pakistan Council Muslim League Working Committee, at a meeting here yesterday, discussed the post-war political, economic and constitutional situation of the country, according to a party Press release last night.

The meeting presided over by Mr Abdul Quasim, President of the organisation, in a resolution took a "serious view" of the six-point programme of Sheikh Mujibur Rahman and appointed a committee to devise ways and means to meet the situation resulting from the six-point programme.

The meeting also discussed the situation arising out of the dissolution of the Karachi Zonal Muslim League and the expelling of Mr Z.H. Lari from the organisation. The meeting requested the Working Committee of the Pakistan Muslim League (Council) to review the situation caused by such an action.

By another resolution, the meeting demanded immediate release of all political prisoners.

RAWALPINDI, Feb 28: The Halqae Arbab-e-Zauq, Rawalpindi yesterday paid glowing tributes to its founder member late, Meeraji, at a special literary meeting held here to observe the eminent literateur's death anniversary. —APP

দৈনিক ইত্তেফাক

১লা মার্চ ১৯৬৬

বেগমগঞ্জের জনসভায় শেখ মুজিব :

ছয়দফা ১৮ বছরের অবিচারেরই স্বাভাবিক পরিণতি

(ইত্তেফাকের বিশেষ প্রতিনিধি)

বেগমগঞ্জ (নোয়াখালী), ২৭শে ফেব্রুয়ারী- অদ্য বেগমগঞ্জ দীঘিরপাড়ে এক বিরাট জনসমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে আওয়ামী লীগের ৬-দফা মানিয়া লইয়া পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার চিরন্তন ভুল বোঝাবুঝির অবসান মিটাইবার আহ্বান জানান। সহস্র সহস্র শ্রোতার তুমুল করতালির মধ্যে তিনি ঘোষণা করেন যে, ৬-দফা দাবী উত্থাপনের মধ্যদিয়ে আওয়ামী লীগের কেহ ব্যক্তিগত কোন আকাংক্ষা চরিতার্থ করিতে চায় না এবং সরকার যদি এই ৬-দফা মানিয়া নেন, তবে 'আমি আদালতে হলপ করিয়া লিখিত চুক্তি সম্পাদন করিয়া আজীবন রাজনীতি হইতে অবসরগ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। যুদ্ধোত্তরকালে-বিশেষ করিয়া আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে আওয়ামী লীগ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট ৬-দফা দাবী উত্থাপনের পর নোয়াখালী জেলার এই সভা সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। জনসভায় জনসমাগম এবং বক্তাদের বক্তৃতার পর্যায়ে পর্যায়ে সহস্র কর্তের 'পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তি সনদ ৬-দফা মানিতে হইবে' ধ্বনির মধ্যদিয়া জনসাধারণ তাহাদের আশা ও আকাংক্ষার বাজ্রয় অভিব্যক্তি ঘটাইয়াছে। দূর-দূরান্ত হইতে দ্বিপ্রহরের দিকেই জনতা মিছিল করিয়া সভাস্থলে আগমন করে এবং নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে।

শেখ মুজিবর বক্তৃতা মধ্যে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনতা 'শহীদ সোহরাওয়ার্দী জিন্দাবাদ', '৬-দফা দাবী মানতে হবে', ইত্যাদি ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া তোলে। বক্তৃতার প্রারম্ভে শেখ সাহেব আবেগপ্রবণ কর্তে নোয়াখালীর মাটি ও মানুষের সঙ্গে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সুমধুর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, নোয়াখালীর প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অবিষ্মরণীয় স্মৃতি জড়িত। শহীদের

অমর স্মৃতির প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাইয়া তিনি আওয়ামী লীগের ৬-দফার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

শেখ মুজিব বলেন যে, বিগত ১৮ বৎসর প্রায় সব কয়টি কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে অবিচার করিয়াছে, তাহারই অত্যন্ত স্বাভাবিক পরিণতি এই ৬-দফা দাবী। তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন যে, যে গতিতে আজও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অবিচারকে অব্যাহত রাখা হইয়াছে, এখন যদি তা বন্ধ না করা হয় তবে ৬-দফার চাইতেও ভয়াবহ পরিণতির জন্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহলকে তৈরী থাকিতে হইবে। কারণ দর্শাইয়া তিনি বলেন যে, আজ যাহারা ৬-দফা দাবী উত্থাপন করিয়াছেন তাঁহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পাকিস্তান সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। তাই পাকিস্তানের জন্য তাঁদের মায়া আছে। পাকিস্তানকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করিয়া গড়িয়া তোলাই তাঁহাদের রাজনৈতিক জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু পাকিস্তান সংগ্রামের এইসব বীর সেনানীর প্রায় সবাইর জীবন শেষ হইয়া আসিয়াছে। তাঁহাদের মৃত্যুর পর যাহারা আসিতেছে তাহারা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার ভুল বোঝাবুঝিকে এবং পূর্ব পাকিস্তানের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের অবিচারকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছে। তাহারা এই ভুল বোঝাবুঝি আর অবিচার অবসানের দাবী জানাইয়া যে প্রস্তাব করিবে তাহা ভয়াবহ পরিণতিশীল হইতে বাধ্য। ভাবিকালের এই ভয়াবহ পরিণতির কথা ভাবিয়াই আজ দলমত নির্বিশেষে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে হইবে এবং সুদূরস্পর্শী দৃষ্টি লইয়াও ৬-দফাকে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

শেখ মুজিব ঘোষণা করেন যে, ৬-দফা প্রস্তাব উত্থাপনের মধ্যদিয়ে আওয়ামী লীগ দল হিসাবে কোন রাজনৈতিক উচ্চাশা চরিতার্থ করার প্রয়াসী হয় নাই। এই দাবী উত্থাপন করিয়া আওয়ামী লীগ বাহবাও পাইতে চায় না। কারণ, এ দাবী সস্তা রাজনৈতিক শ্লোগান মাত্র নয়, এ দাবী শুধু পূর্ব পাকিস্তানেরও দাবী নয়। তিনি বলেন যে, ৬-দফা দাবী পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের উভয়েরই দাবী। ৬-দফা বাস্তবায়িত হইলে এই ৬-দফার শর্তানুযায়ী সুযোগ-সুবিধা শুধু পূর্ব পাকিস্তানই ভোগ করিবে না, পশ্চিম পাকিস্তানও একই সুযোগ-সুবিধার ভাগী হইবে। তিনি অপরাপর রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের প্রতি এক জিজ্ঞাসা তুলিয়া ধরিয়া বলেন যে, ৬-দফার মাধ্যমে কি এমন জিনিস পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বেশী চাওয়া হইয়াছে যা একেবারেই দেওয়া যায় না। ইসলামের দোহাই দিয়া আজ যাহারা ৬-দফার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন তাঁহাদেরকে শেখ মুজিব স্মরণ করাইয়া দেন যে, ইসলাম নির্বিচারে সকলের প্রতি ইনসাফ করার বিধান দিয়াছে কিন্তু কেন্দ্রীয়

সরকার কি এতদিন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি ইনসাফ করিয়াছে? যারা ইসলামের নামে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি ইনসাফ করিতে সরকারকে বাধ্য করিতে পারে নাই, তাদের ইসলামের দোহাই দিয়া ইনসাফ লাভের পথ রুখিয়া দাঁড়াইবারও কোন অধিকার নাই।

শেখ মুজিব ৬-দফা দাবী আদায়ের নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামে প্রতি ইউনিয়নে মাত্র তিনজন করিয়া দৃঢ়সঙ্কল্প কর্মী তৈরীর আহ্বান জানান। তিনি ঘোষণা করেন যে, প্রতিটি ইউনিয়ন যদি সংগ্রামে তিনজন করিয়া কর্মী দেয়, তবে ইনশাল্লাহ তিন বছরের মধ্যে ৬-দফা দাবী আদায় হইবে। শেখ মুজিব দেশবাসী আপামর জনসাধারণের প্রতি নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামের ডাক জানাইয়া বলেন যে, আপনাদের বর্তমান অবস্থা, সমাজের প্রতি স্তরে দুর্নীতির অনুপ্রবেশ, দেশের বেকার সমস্যা, রাজনৈতিক হালচাল—যেদিকেই তাকান না কেন, সেদিক হইতেই আপনারা সংগ্রামের হাতছানি দেখিতে পাইবেন। তাই, এখনই সংগ্রামে বাঁপাইয়া পড়ুন, নয় আর কখনো দাবী আদায়ের সুযোগ আসিবে না।

আওয়ামী লীগ নেতা খন্দকার মোশতাক আহমদ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, ৬-দফা দাবী পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তির সনদ কি-না, তাহাই আজ সকল মহলের বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত। কার কণ্ঠে বা কোন্ দলের মারফৎ এ-দাবী উত্থাপিত হইয়াছে, সে সন্ধীর্ণতার মধ্যে না যাওয়ার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান। তিনি বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ এ দাবীর বিরোধী নয়। কারণ, এ-দাবী আদায় হইলে পূর্ব পাকিস্তান যেমন সুবিধা লাভ করিবেন, পশ্চিম পাকিস্তানও একই সুবিধার অধিকারী হইবে। তিনি শ্রোতাদের স্মরণ করাইয়া দেন যে, ন্যায্য দাবীর সামনে সবসময়ই প্রবল বাধা সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু ঐ সব বাধা যত প্রবলই হোক না কেন, ন্যায্য দাবীর পথে উহা বেশীদিন টিকিয়া থাকে না।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের অবতারণা করিয়া তিনি বলেন যে, বিরুদ্ধবাদীরা যত দৃঢ় বাধার সৃষ্টি করিয়াছে ততো বেশী শক্তি সঞ্চয় করিয়া রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কামিয়াবির পথে আগাইয়া গিয়াছে।

জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী জাতীয় পরিষদের সদস্য হিসাবে তাঁহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচারের ‘পাম্প’ হিসাবে নিজেদের ব্যবহার করিতেছে।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরীও সভায় উপস্থিত ছিলেন।

শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন

চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলা সফর শেষ করিয়া শেখ মুজিব গতকল্য (সোমবার) সন্ধ্যায় মোটরযোগে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার সঙ্গে খন্দকার মোশতাক আহমদ এবং জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরীও ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন।

প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী দলের নেতা ও নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আবদুল মালেক সভায় সভাপতিত্ব করেন। জেলা লীগের সহ-সভাপতি জনাব আবদুর রশিদ সভার পক্ষ হইতে কতিপয় প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং সভা সর্বসম্মতি ক্রমে তাহা অনুমোদন করে। জেলা আওয়ামী লীগের সম্পাদক জনাব নুরুল হক এম, পি, এ, অতিথিদের ধন্যবাদ জানাইয়া বক্তৃতা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১লা মার্চ ১৯৬৬

খুলনার আইনজীবীদের মতে

ছয়-দফায় জনগণের প্রাণের দাবী প্রতিধ্বনিত হইয়াছে

“সম্প্রতি লাহোরে অনুষ্ঠিত ‘জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান যে ৬-দফা প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে জনসাধারণের প্রাণের দাবীই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। বিগত পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতেই এই অঞ্চলের জনসাধারণের প্রতিটি স্তরে এই দাবীর বাস্তবতা তীব্রভাবে অনুভূত হইয়াছে।” খুলনা জেলা আইনজীবী সমিতির ৩২জন সদস্য এক যুক্ত বিবৃতিতে শেখ মুজিবর রহমানের ৬-দফা দাবীর প্রতি দ্ব্যর্থহীন সমর্থন জ্ঞাপন প্রসঙ্গে বলেনঃ বিগত ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ওয়াদার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবী ছিল মুখ্য ও প্রধান এবং নির্বাচনের ফলাফল ২১-দফা দাবীর প্রতি এই অঞ্চলের জনসাধারণের সমর্থন সমস্ত বিতর্কের সমাধা করিয়াছিল। নির্বাচনকালে কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্র ও কুচক্রান্ত পূর্ব পাকিস্তানীদের ঐক্য বানচাল করিবার ব্যাপক চেষ্টা পায়। প্রদেশে ৯২-ক ধারা জারি এই অঞ্চলের রাজনৈতিক আবহাওয়া ঘোলাটে ও কলুষিত করিবার প্রচেষ্টারই নামান্তর ভিন্ন আর কিছু নয়। ইহা প্রদেশের জনসাধারণ সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে পারিয়াছে। পরিশেষে সামরিক আইন জারি করিয়া প্রতিক্রিয়াশীল চক্র এদেশের গণসচেতনতাকে নস্যাৎ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। শেখ মুজিবের ৬-দফা

দাবী উত্থাপনে যাহাদের গাত্রদাহ হইয়াছে তাহাদের এদেশের জনসাধারণ ভাল করিয়াই চিনে। দেশের রাজনৈতিক শূন্যতার সুযোগে যাহারা নূতনরূপে রাজনৈতিক মঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া আজিকার গণচেতনাকে পুরাতন ও মরিচাধরা জিকির তুলিয়া বা ফতোয়া জারি করিয়া বিভ্রান্ত করিতে চায়, তাদের প্রতি দেয়ালের লিখন পড়িবার আবেদন জানাই। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বিভিন্নমুখী প্রবঞ্চনার ইতিহাস বর্তমান সরকার এখন সরকারীভাবে স্বীকৃতিদানে বাধ্য হইয়াছেন। যাহারা পূর্ব পাকিস্তানীদের ভয় দেখাইয়া পাকিস্তানের এক অঞ্চলকে অন্য অঞ্চলের উপনিবেশ রূপে দেখিতে চায় তাহাদের বাস্তবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে আমরা দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। যদিও আজ দেশে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হইয়াছে, রাজনীতি ক্ষেত্রে জনগণের মতামত মূল্যহীন হইয়াছে, তবুও দেশের স্বার্থে ও ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া যাহারা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে মতামত প্রকাশ করিতে চান, তাহাদের প্রতি আমাদের আবেদন, পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসনের দাবী প্রতিষ্ঠা করিবার সংগ্রামে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। অন্যথায় সমগ্র পাকিস্তানের রাজনীতিক্ষেত্রে ভবিষ্যতেই চরম দুর্যোগপূর্ণ জটিলতার সৃষ্টি হইবে। পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান সাহেবও এক জনসভায় এই দাবীর মূল নীতির উপর সমর্থন দান করিয়াছেন। আমরা মনে করি, শেখ মুজিবের পূর্ব পাকিস্তানীদের ৬-দফা দাবীর মধ্যে সাড়ে পাঁচ কোটি পূর্ব পাকিস্তানীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হইয়াছে এবং শেখ মুজিবের বলিষ্ঠ কণ্ঠে এই দাবী বিকশিত হওয়ায় প্রদেশবাসীর মধ্যে উজ্জ্বল আশার সঞ্চার হইয়াছে। আমরা উক্ত ৬-দফা দাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাইতেছি। নিম্নে স্বাক্ষরকারীদের নাম দেওয়া হইলঃ

১। মোমিন উদ্দীন আহমদ, এম, এ, এল, এল, বি; ২। এ, এইচ, দেলদার আহমদ, এডভোকেট; ৩। শেখ আঃ আজিজ, উকিল; ৪। মোঃ মনসুর আলী, এডভোকেট; ৫। সালাহ উদ্দিন ইউসুফ, উকিল; ৬। শেখ মোহাম্মদ আলী, উকিল; ৭। মোঃ এনায়েত আলী, উকিল; ৮। মোঃ আঃ রহিম, উকিল; ৯। মোঃ মহম্মদ আলী, উকিল; ১০। মোঃ রফিক, উকিল; ১১। আঃ গফফার জোমাদ্দার, উকিল; ১২। সৈয়দ এমলাক আলী, উকিল; ১৩। মোঃ তৈয়েবুর রহমান, উকিল; ১৪। কাজী সফিউল্লাহ, উকিল; ১৫। আফতাব উদ্দিন আহম্মদ, উকিল; ১৬। আবুল হোসেন শিকদার, উকিল; ১৭। কে, এম, আবদুল লতীফ, উকিল; ১৮। এস, এম, ওমর ফারুক, উকিল; ১৯। এম, এ, হালিম, উকিল; ২০। এস, এম, মোসলেম উদ্দিন, উকিল; ২১। মহফিল উদ্দিন আহমেদ, উকিল; ২২। এস, এম, আবদুল

জব্বার, উকিল; ২৩। এম, আবদুল আজীজ, উকিল; ২৪। মোঃ হাবিবুর রহমান, উকিল; ২৫। মোঃ ইলিয়াস, উকিল; ২৬। মোঃ আমজাদ হোসেন সরদার, উকিল; ২৭। এস,এম, ওমর ফারুক (২), উকিল; ২৮। সেখ মেকছুদ আলী, উকিল; ২৯। আমীর আলী খান, উকিল; ৩০। মোঃ মনজুরুল ইমাম, উকিল; ৩১। সেখ তৈয়বুর রহমান, উকিল; ৩২। মোঃ আবেদুর রহমান, উকিল।

দৈনিক পাকিস্তান

১লা মার্চ ১৯৬৬

লেভী : ফকির আবদুল মান্নান, শেখ মুজিব ও হাতেম আলী খানের মত
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

প্রাদেশিক সরকার পাঁচ একরের বেশী জমিতে আমান ধান্য ফলানোর উপর বাধ্যতামূলক ‘লেভী চালু’ করার পর হইতে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মচারী চাষীদের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার চালাইতেছে বলিয়া প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে।

উল্লেখযোগ্য যে, প্রদেশের সর্বত্র ধান ও চাউল সুষ্ঠুভাবে বিতরণের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সরকার এই লেভী প্রথা চালু করিয়াছেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মচারীদের অকর্মণ্যতা এবং স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দলাদলীর ফলে বর্তমানে এই ব্যবস্থা সাধারণ কৃষকদের জীবনে একটি ‘বিপদ’ রূপে দেখা দিয়াছে বলিয়া অনেকে অভিযোগ করেন।

লেভী সংক্রান্ত বিভিন্ন স্থান লইতে প্রাপ্ত অভাব-অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে “দৈনিক পাকিস্তানের” এই প্রতিনিধি প্রকৃত অবস্থা পর্যালোচনার জন্য খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী জনাব ফকির আবদুল মান্নান, কৃষক নেতা জনাব হাতেম আলী খান ও আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের সহিত সাক্ষাৎ করেন। শেখ মুজিবর রহমানের মতে পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায় খাদ্য ঘাটতি এলাকায় কখনও বাধ্যতামূলক লেভী প্রথা চালু করা উচিত নয়।

জনাব হাতেম আলী খান বলেন যে, বর্তমানে যাহাদের মাত্র ২/৩ একর জমি রহিয়াছে, তাহাদের নিকট হইতেও এই লেভী আদায় করা হইতেছে।

খাদ্যমন্ত্রী জনাব ফকির আবদুল মান্নান বলেন যে, কৃষকদের সকল প্রকার অভাব-অভিযোগের প্রতি সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া সংশোধনের ব্যবস্থা করিতেছেন।

এই সম্পর্কে উপরোক্ত তিনজন নেতার বক্তব্যের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল:-

ফকির আবদুল মান্নান

সরকারের খাদ্যশস্য সংগ্রহ অভিযান সম্পর্কে প্রাদেশিক খাদ্যমন্ত্রী ফকির আবদুল মান্নান এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, লেভীর ব্যাপারে কৃষকদের দুঃখকষ্ট লাঘব ও অভাব-অভিযোগ দূর করার জন্য তাহাদের আবেদনের নিয়মিত শুনানী হইতেছে এবং কোথায়ও ত্রুটিবিচ্যুত দেখা গেলে উহা সংশোধনেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পশ্চাৎভূমিতে ৫ একরের অতিরিক্ত জমিতে আমন চাষকারী কৃষকের নিকট হইতে একর প্রতি ৪ মণ হারে ধান্য সংগ্রহের ব্যাপারে যে সমস্ত অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে সে সম্পর্কে তদন্ত করা হইতেছে বলিয়া খাদ্যমন্ত্রী জানান। খাদ্যমন্ত্রী আরও জানান যে, ৫ একরের বেশী জমিতে আমন বুনা সত্ত্বেও যদি কাহারও ফসল কম উৎপন্ন হইয়া থাকে বা ৫ একরের বেশী আমনের জমি থাকা সত্ত্বেও পরিবারের লোকসংখ্যার তুলনায় উৎপন্ন ফসল পর্যাপ্ত নহে, এরূপ পরিবারকে লেভী হইতে রেহাই দেওয়ার জন্য সরকার ডেপুটি কমিশনারদের বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন।

বর্তমানে খোলা বাজারে ধান ২০ টাকা হইতে ২২ টাকা মণদরে বিক্রয় হইতেছে এবং সেই তুলনায় চাষীদের মণপ্রতি ১৩ টাকা ৫০ পয়সা প্রদান খুবই কম বলিয়া বিভিন্ন মহলের অভিযোগ সম্পর্কে ফকির আবদুল মান্নান বলেন, বিগত ১২ বৎসরে ধানের মূল্যের গড় বিবেচনা করিয়া এই মূল্যকে অন্যায় বলা চলে না।

সীমান্ত এলাকার ৫ মাইলের মধ্যে চাষীদের মাথাপিছু ৯ মণ আমন ধান রাখার যে বিধান করা হইয়াছে তাহাতে গতরখাটা কৃষকদের খোরাকী চলিবে না বলিয়া বিভিন্ন মহলের অভিমত সম্পর্কে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ীই একজন লোকের বাৎসরিক খোরাকী বাবদ ৯ মণ ধান্য ধরা হইয়াছে। তবে ভবিষ্যতে এই বিষয়টি পুনরায় পরীক্ষা করা হইবে এবং উহা বিবেচনার দাবী রাখে।

মাপ ও মূল্য পরিশোধ সংক্রান্ত অভিযোগ সম্পর্কে

সরকারী গুদামে ধান জমা দেওয়া ও মাপের ব্যাপারে ত্রুটি এবং মূল্য পরিশোধে অযথা হয়রানির অভিযোগ সম্পর্কে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, সরকারী গুদামের দুই মাইলের মধ্যে যাহারা অবস্থিত তাহারা গুদামে ধান জমা দিয়া থাকে। এছাড়া দূরবর্তী এলাকার জন্য অনুমোদিত সরকারী ডিলার নিয়োগ করা হইয়াছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নগদ মূল্য পরিশোধ করা হয়। মাপ সম্পর্কে তিনি বলেন, এরূপ দেখা গিয়াছে যে, চাষীরা ধানে বালি মিশাইয়া ও পানি ছিটাইয়া উহার ওজন বাড়াইবার কৃত্রিমপন্থা অবলম্বন করিতেছে। এসব ক্ষেত্রে মাপে কিছু কম ধরা ছাড়া উপায় নাই। তিনি আরও জানান যে,

উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, এমপিএ, এম এনএ এবং সংশ্লিষ্ট কমিটি প্রায়ই ধান্য ক্রয়কেন্দ্র পরিদর্শন করিয়া থাকেন। কাজেই ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটার তেমন কোন অবকাশ নাই।

লেভী সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান এক সাক্ষাৎকারে বলেন, খাদ্য ঘাটতি এলাকায় বাধ্যতামূলক লেভী কখনও চলিতে পারে না।

তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তান খাদ্য উৎপাদনের দিক দিয়া সরকারীভাবে স্বীকৃত একটি ঘাটতি এলাকা। কোন কোন এলাকায় যদি ফসল বেশী উৎপাদন হয় তবে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জনসাধারণ ঐ বাড়তি শস্য ক্রয় করিয়া নিজেদের চাহিদা মিটায় অথবা উদ্বৃত্ত এলাকায় কাজকর্ম করিয়া খাইয়া বাঁচে।

শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, “সরকারের পূর্ণ লেভীর ফলে বহু খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। পশ্চাৎভূমি হইতে যে চাষী ৫ একরের বেশী জমিতে আমনধান বুনিয়াছে সেই সমস্ত এলাকায় ৫ একরের অতিরিক্ত জমি হইতে প্রতি একরে ৪ মণ করিয়া ধান সরকারী গুদামে জমা দেওয়ার ব্যবস্থার সমালোচনা করিয়া আওয়ামী লীগ সম্পাদক বলেন, এই ব্যবস্থা গ্রহণের বেলায় সরকার চাষীর পরিবারের লোক সংখ্যার কথা বিবেচনা করেন নাই।”

তিনি অভিযোগ করেন যে, থানার সরকারী গুদামে শস্য জমা দেওয়ার ব্যাপারেও চাষীদের হয়রানি পোহাইতে হয় বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন।

সরকার এ পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকা হইতে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা ঐ সমস্ত এলাকায় সংশোধিত রেশনিং-এর মাধ্যমে বিক্রয় করার দাবী জানান।

দৈনিক পাকিস্তান

১লা মার্চ ১৯৬৬

আওয়ামী কর্মী সভায় মুজিব

ছয়দফার ব্যাখ্যা

মাইজদিকোর্ট, ২৭শে ফেব্রুয়ারী (পিপিএ)।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মুজিবুর রহমান দেশের কোণে কোণে তাঁহার ছয় দফা কর্মসূচীর বাশী পৌছাইয়া দেওয়ার জন্য আওয়ামী লীগ কর্মীদের প্রতি অদ্য আহ্বান জানান।

আওয়ামী লীগের নোয়াখালী জেলার কর্মীদের এক দিবসব্যাপী সম্মেলনে বক্তৃতাদানকালে শেখ মুজিবুর রহমান এই আহ্বান জানান। ছয়দফার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, ছয়দফা কর্মসূচী কেবলমাত্র পূর্ব

পাকিস্তানবাসীদের উপকারেই আসিবে না উহা দ্বারা পশ্চিম পাকিস্তানীরাও উপকৃত হইবে। ছয়দফার দ্বারা একদিকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের নিশ্চয়তা এবং অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য সমপরিমাণ অধিকারের দাবী করা হইয়াছে। ফলে ছয়দফার সমর্থনে পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণের আগাইয়া না আসার কোন কারণ নাই।

জনসাধারণের ঐক্য

জনাব মুজিবুর রহমান বলেন যে, একমাত্র জনসাধারণের ঐক্যেই তিনি বিশ্বাসী। তাই তিনি রাজনীতিকে জনসাধারণের দ্বারে দ্বারে পৌছাইয়া দেওয়ার পক্ষপাতী। কেননা, জনসাধারণের স্বার্থেই স্বাধীনতা হাসিল করা হইয়াছে। যেসব নেতৃবৃন্দ অতীতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করিয়াছে তাহাদের সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকার জন্য তিনি জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

জনাব মুজিবুর রহমান ব্যতীত জনাব খোন্দকার মোস্তাক আহমদ, জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী এম এন এ ও জনাব জহুর আহমদ চৌধুরীও উক্ত কর্মীসভায় বক্তৃতাদান করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২রা মার্চ ১৯৬৬

অদ্য শেখ মুজিবের মামলা

(স্টাফ রিপোর্টার)

অদ্য (বুধবার) প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এম, এ, মালেকের কোর্টে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার জেরা শুরু হইবে। পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা আইনের ৭ (৩) ধারা মতে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে এই মামলা রুজু করা হয়।

আজাদ

৩রা মার্চ ১৯৬৬

চৌধুরী মোহাম্মদ আলী কর্তৃক মুজিবের ৬-দফা প্রস্তাবের সমালোচনা

চট্টগ্রাম, ২রা মার্চ।— পাকিস্তান নেজামে এছলাম পার্টির প্রধান জনাব চৌধুরী মোহাম্মদ আলী গতকল্য এখানে বলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমানের ৬-দফা প্রস্তাব পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি বিপদাপন্ন করিয়া তুলিবে।

জনাব চৌধুরী মোহাম্মদ আলী গতকল্য এখান হইতে ৬ মাইল দূরে হাটহাজারী ডাক বাংলা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে বলেন যে, উক্ত ৬-দফা প্রস্তাব পাকিস্তানের সংহতিকে দুর্বল করিবে।

প্রসংগক্রমে নেজামে এছলামী নেতা ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের কথা উল্লেখ করেন এবং বয়স্কদের ভোটাধিকার প্রবর্তনের আহ্বান জানান।
-এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক

৩রা মার্চ ১৯৬৬

জননিরাপত্তা আইনে শেখ মুজিবরের বিরুদ্ধে মামলা

গতকল্য ৪ জন সরকারী সাক্ষীর জেরা সমাপ্ত

(কোর্ট রিপোর্টার)

গতকল্য (বুধবার) ঢাকার অন্যতম প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এম, এ, মালিকের কোর্টে জননিরাপত্তা আইনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত মামলায় ৪ জন সাক্ষীর জেরা সমাপ্ত হয়। এই দিন সরকার পক্ষের যে ৪ জন সাক্ষীর জেরা করা হয়, তাঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন ঢাকা কোর্টের অন্যতম প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আফসারউদ্দিন আহমেদ, গভর্নমেন্ট রিপোর্টার জনাব মোজাম্মেল এবং মেসার্স হায়াত ও ইসমাইল নামক দুইজন মোহাজের। জনাব মোজাম্মেল তাঁহার জেরার জবাবে কোর্টে স্বীকার করেন যে, জনাব মুজিবর রহমানের বক্তৃতাকালে ২/৩ বার মাইক নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয় নাই। মেসার্স হায়াত ও ইসমাইল উভয়েই স্বীকার করেন যে, শেখ মুজিবর রহমান কি বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা এখন আর তাঁহাদের স্মরণ নাই। এমনকি গত তারিখ তাঁহারা কোর্টে শেখ মুজিবরের বক্তৃতার যে উদ্ধৃতি দিয়াছেন তাহাও তাহাদের এখন সম্পূর্ণ মনে নাই। এই উভয় সাক্ষীই জেরার জবাবে বলেন যে, তাঁহারা বাংলা ভাষাভাষে বুঝেন না। “তদন্তকারী অফিসার আপনার কোন জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন কি-না” আসামীপক্ষের আইনজীবী এই প্রশ্ন করিলে সাক্ষী জনাব ইসমাইল জবাবে বলেন, “আমি কড়া বাংলা বুঝি না”। অপর এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী জনাব হায়াত কোর্টকে জানান যে, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরের নাম জানেন না এবং তিনি সংবাদপত্র পড়েন না।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬৪ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর “জুলুম প্রতিরোধ দিবসে” ঢাকার আউটার স্টেডিয়ামে “আপত্তিকর বক্তৃতা” দেওয়ার অভিযোগে পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা আইনের ৭(৩) ধারা মতে এই মামলা দায়ের করা হয়। আগামী ২২শে মার্চ মামলার পরবর্তী তারিখ ধার্য হয়।

আইনজীবী মেসার্স জহিরুদ্দীন, আবুল হোসেন, শাহ মোয়াজ্জম হোসেন, খন্দকার মাহাবুব হোসেন, মহম্মদ উল্লা প্রমুখ আসামী পক্ষে ও সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর জনাব বখত সরকারপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

৩রা মার্চ ১৯৬৬

৬-দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের দৃঢ় সংকল্প

রংপুর জেলা আওয়ামী লীগের নির্বাচনী সভায় প্রস্তাব গ্রহণ

(তারযোগে প্রাপ্ত)

রংপুর, ১লা মার্চ।- গতকল্য স্থানীয় কমিউনিটি সেন্টার হলে রংপুর জেলা আওয়ামী লীগের কাউন্সিলারদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় শেখ মুজিবর রহমান কর্তৃক উত্থাপিত ৬-দফা কর্মসূচীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন এবং উহা বাস্তবায়নের জন্য দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করা হয়। সভায় জরুরী অবস্থা ও লেভী প্রত্যাহার এবং নওয়াবজাদা নসরুল্লাহসহ ধৃত অন্যান্য নেতার আশু মুক্তি দানের দাবীতে সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। অপর এক প্রস্তাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র নামধারী গুণ্ডাদের দৌরাভ্যের জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া অবিলম্বে উহাদের শাস্তিদানের দাবী জানান হয়। সভায় রংপুর জেলা আওয়ামী লীগের কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হয়।

নিম্নে নবনির্বাচিত কর্মকর্তাদের নাম প্রদত্ত হইলঃ শাহ আবদুল হামিদ -সভাপতি, ডাঃ আবদুল হামিদ, জনাব রফিকুল ইসলাম উকিল, জনাব আফসার আলী, জনাব রিয়াত উদ্দীন আহমদ ও ডাঃ এস, রহমান- সহ- সভাপতি; জনাব নূরুল হক এডভোকেট- সাধারণ সম্পাদক। জনাব লুৎফর রহমান, জনাব শামসুল হক, জনাব আবুল হোসেন ও গাজী রহমান উকিল-সহ-সম্পাদক; শেখ আমজাদ হোসেন- দফতর সম্পাদক; জনাব মজিবর রহমান - সাংগঠনিক সম্পাদক; জনাব আউয়াল, কোষাধ্যক্ষ। কার্যকরী পরিষদে আরও ১৮ জন সদস্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

৩রা মার্চ ১৯৬৬

৬-দফা দাবী আদায়ের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হউন

নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগ কর্মীদের প্রতি শেখ মুজিবের আহ্বান

গত মঙ্গলবার বিকালে নারায়ণগঞ্জ রহমতুল্লাহ ইনষ্টিটিউটে আয়োজিত নারায়ণগঞ্জ মহকুমা ও শহর আওয়ামী লীগের কাউন্সিল ও ডেলিগেট সভায়

বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান সক্রিয় সংগ্রামের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পথে ৬-দফা দাবী আদায়ের জন্য প্রস্তুত হইতে সকল আওয়ামী লীগ কর্মীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি ৬-দফা দাবীকে পূর্ব বাংলার সাড়ে ৫কোটি মানুষের জীবন-মরণ সমস্যা বলিয়া অভিহিত করেন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জনাব তাসাদক হোসেন এবং বক্তৃতাদান করেন আওয়ামী লীগ নেতা খোন্দকার মোশতাক আহমদ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শামসুল হক, জনাব মোস্তফা সারোয়ার, জনাব শামসুজ্জোহা ও জনাব মোসলেহ উদ্দিন ভূঁইয়া।

সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে অনতিবিলম্বে দেশ হইতে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের দাবী জানান হয়। অপরাপর প্রস্তাবে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারসহ পূর্ণ গণতন্ত্র প্রবর্তন, সকল রাজবন্দীকে মুক্তিদান, লেভী প্রত্যাহার, নরসিংদীকে পৌর সভার মর্যাদা দান, নারায়ণগঞ্জ পৌর সভার প্রস্তাব অনুসারে মরহুম সোহরাওয়ার্দীর নামে নারায়ণগঞ্জে একটি টেকনিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠা ও একটি রাস্তার নামকরণ, মনোনয়নের পরিবর্তে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নির্বাচন এবং শহীদ নগরে গরীব জনসাধারণকে জমির বন্দোবস্ত দানের দাবী জানানো হয়। এক প্রস্তাবে সশস্ত্র বাহিনীর যে সকল সদস্য দেশরক্ষায় শহীদ হইয়াছেন, তাঁহাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয় এবং অন্যান্য সৈনিকদের প্রতি অভিনন্দন জানান হয়। বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, যখনই কেহ পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার কথা তুলিয়া ধরিয়াছেন, তখনই তাঁহাদের উপর অত্যাচার নামিয়া আসিয়াছে এবং তাহাদিগকে রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। তিনি বলেন যে, গত সেপ্টেম্বর মাসের ১৭দিনের যুদ্ধ দেশের সমস্যাদিকে দেশবাসীর কাছে নূতনভাবে তুলিয়া ধরিয়াছে এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যাবলীর সমাধানের মাধ্যমে পাকিস্তানকে শক্তিশালী করার জন্য তিনি ৬-দফা দাবী তুলিয়া ধরিয়াছেন। তিনি এক এক করিয়া ৬-দফা দাবীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, একশ্রেণীর পশ্চিম পাকিস্তানী নেতা তাঁহার ৬-দফা প্রস্তাবে আঁতকাইয়া উঠিয়াছেন দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছেন। তিনি বলেন যে, ৬-দফা প্রস্তাবের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানী জনসাধারণ চিরন্তন শোষণের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ সংগ্রাম শুরু করিতে পারে—এই ভয়ে এইসব নেতাদের এই কর্মব্যস্ততা। যাহারা অন্য কোন কথা না তুলিয়া আগে গণতন্ত্রের সংগ্রামের কথা বলেন, তাহাদের বক্তব্যের জবাবে শেখ মুজিব বলেন যে, এমন গণতন্ত্র

নিশ্চয়ই কাম্য নয়—যাহাতে মানুষ মানুষকে শোষণ করিবে এবং সাড়ে ৫কোটি লোকের সম্পদ লুটিয়া কিছু সংখ্যক ভাগ্যবান লোক সম্পদের পাহাড় গড়িয়া তুলিবে।

দৈনিক পয়গাম

৩রা মার্চ ১৯৬৬

মুজিবের ৬ দফা দেশের ঐক্য ও সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক
হাটহাজারীর জনসভায় চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর মন্তব্য

চট্টগ্রাম, ২রা মার্চ।— পাকিস্তান নেজাম-ই-ইসলামী পার্টি প্রধান চৌধুরী মোহাম্মদ আলী গতকল্য এখানে বলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফা প্রস্তাব পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক।

তিনি গতকল্য এখান হইতে ১৬ মাইল দূরবর্তী হাটহাজারী ডাকবাংলোর প্রাঙ্গণে এক জনসভায় বক্তৃতা দিতেছিলেন।

চৌধুরী মোহাম্মদ আলী বলেন যে, এই ৬ দফা কর্মসূচী পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্ট ও দেশকে দুর্বল করিবে। এই ৬ দফার মাধ্যমে দেশের উভয় অংশকে বিচ্ছিন্ন করা হইবে এবং দেশের শত্রুদের কার্য সহায়ক হইবে।

এই প্রসঙ্গে তিনি ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করেন এবং বয়স্ক ভোটাধিকারের পক্ষে সুপারিশ করেন।
—এ,পি,পি

দৈনিক ইত্তেফাক

৪ঠা মার্চ ১৯৬৬

১৮ই মার্চ আওয়ামী লীগ সম্মেলন

২০ তারিখে পল্টন ময়দানে জনসভা

(স্টাফ রিপোর্টার)

আগামী ১৮ই, ১৯শে ও ২০শে মার্চ ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে। ওয়াকিং কমিটি প্রদত্ত দায়িত্বের রহমান অনুসরণে শেখ মুজিবুর গতকল্য (বৃহস্পতিবার) উপরোক্ত তারিখ ঘোষণা করেন। যাহাতে অফিস যথাসময়ে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক কাউন্সিলারের নিকট কাউন্সিলার কার্ড প্রেরণ করিতে পারে, তজ্জন্য তিনি আওয়ামী লীগের সকল জেলা ও শহর ইউনিটকে তাহাদের স্ব-স্ব কাউন্সিলারদের নামের তালিকা পোস্টাল ঠিকানা সহ পাঠাইতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, জেলা ও শহর ইউনিট

কাউন্সিলারের সমসংখ্যক ডেলিগেট সম্মেলনে প্রেরণ করিতে পারিবে এবং সেক্ষেত্রে ডেলিগেট কার্ড পাঠাইবার সুবিধার্থ ডেলিগেটদের নামের তালিকা পোস্টাল ঠিকানাসহ পাঠাইতে হইবে। শেখ মুজিবর রহমান আরও ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিন দিবসব্যাপী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সম্মেলন শেষে আগামী ২০শে মার্চ বিকালে আউটার স্টেডিয়ামে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে।

আজাদ
৫ই মার্চ ১৯৬৬
আরশাদ চৌধুরী কর্তৃক শেখ মুজিবের সমালোচনা

মূলতান, ৪ঠা মার্চ।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান যে ৬-দফা দাবী উত্থাপন করিয়াছেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কর্মপরিসদের সদস্য জনাব আরশাদ চৌধুরী এক বিবৃতিতে তাহার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন।

জনাব আরশাদ চৌধুরী, তাঁহার বিবৃতিতে শেখ মুজিবর রহমানকে দেশ ও আওয়ামী লীগ দলকে বিভক্ত করিয়া দেওয়ার নীতি গ্রহণের দায়ে অভিযুক্ত করেন।

জনাব চৌধুরী বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমানের এই নীতি আওয়ামী লীগের নীতি বিরোধী। তিনি দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রত বিরোধী দলগুলির উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিয়া দেওয়ার কার্যে লিপ্ত থাকার জন্যও শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
৫ই মার্চ ১৯৬৬
১০ই মার্চ শেখ মুজিবের মুক্তাগাছা সফর
(নিজস্ব সংবাদদাতা)

মুক্তাগাছা, ২রা মার্চ।— আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান আগামী ১০ই মার্চ খোন্দকার মোশতাক আহমদ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধী দলের নেতা জনাব আবদুল মালেক, জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, জনাব এ, বি, এম, নূরুল ইসলাম এবং ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব রফিকউদ্দিন ভূঁইয়া প্রমুখ নেতৃ সমভিব্যাহারে মুক্তাগাছা আগমন করিতেছেন।

নেতৃবৃন্দ ঐদিন বিকাল সাড়ে ৩টায় দরিচারানীর বাজার ময়দানে আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ৬-দফার ব্যাখ্যাদান করিবেন।

নেতৃবৃন্দকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য ইতিমধ্যেই থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব ইয়াকুব আলীকে সভাপতি করিয়া ৫৪-সদস্যবিশিষ্ট একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
৫ই মার্চ ১৯৬৬
৬-দফার প্রতি সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সমর্থন
(স্টাফ রিপোর্টার)

সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির এক সভায় শেখ মুজিবর রহমানের ৬-দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। এবং উক্ত ৬-দফা বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার শপথ গ্রহণ করা হয়। গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আবদুল হাইয়ের সভাপতিত্বে জেলা আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বিভিন্ন প্রস্তাবে বিশ্ববিদ্যালয় ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ এবং উক্ত ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত অনুষ্ঠানের নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্যে হাইকোর্টের বিচারপতির নেতৃত্বে তদন্ত কমিশন গঠনের দাবী করা হয়। সভার অপর এক প্রস্তাবে অবিলম্বে জরুরী আইন প্রত্যাহার করার দাবী জানান হয়।

সভার অন্যান্য প্রস্তাবে আগামী ১৩ ও ১৪ই মার্চ জেলা আওয়ামী লীগ সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ও সিলেট শহরের বিভিন্ন স্কুলে ছাত্র ভর্তি সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে স্কুলসমূহে দুইদফা ক্লাস চালু করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
৫ই মার্চ ১৯৬৬
৬ই মার্চ ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কাউন্সিল সভা
(স্টাফ রিপোর্টার)

আগামী ৬ই মার্চ অপরাহ্ন ২টায় ঢাকা জেলা বার সমিতি হলে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে। নির্বাচিত কাউন্সিলর ছাড়াও ঢাকা জেলার পাঁচটি মহকুমা হইতে বিপুলসংখ্যক প্রতিনিধি ও কর্মী উক্ত অধিবেশনে যোগদান করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান উক্ত অধিবেশন উদ্বোধন করিবেন। নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব জহীর উদ্দিন ও আওয়ামী লীগ নেতা খন্দকার মোশতাক আহমদ উক্ত সভায় বক্তৃতা করিবেন।

দৈনিক পয়গাম

৫ই মার্চ ১৯৬৬

দেশ ও দলের মধ্যে ভাঙ্গন ধরাইবার চেষ্টা
আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কর্তৃক
শেখ মুজিবের ৬ দফার সমালোচনা

মূলতান, ৪ঠা মার্চ।— আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জনাব আরসাদ চৌধুরী সম্প্রতি শেখ মুজিবর রহমানের ৬ দফা কর্মসূচীর তীব্র সমালোচনা করেন।

শেখ মুজিব এহেন কর্মসূচী গ্রহণ করিয়া দেশ ও পার্টির মধ্যে ভাঙ্গন ধরাইতে চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া জনাব চৌধুরী তাহার বিবৃতিতে উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন যে, শেখ মুজিবের এই ধরনের কার্যকলাপ মরহুম নেতা সোহরাওয়ার্দীর অনুসৃত নীতির পরিপন্থী। দুই প্রদেশের মধ্যে সংহতি সাধন করিয়া জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করাই মরহুম নেতা সোহরাওয়ার্দীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল। তিনি যদি আজ জীবিত থাকিতেন তবে কেহই আজ এই ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব ছড়াইতে পারিতেন না বলিয়া জনাব আরসাদ চৌধুরী মন্তব্য করেন।

জনাব আরসাদ আরও বলেন যে, শেখ মুজিবের ৬ দফা কর্মসূচী ১৯৪০ সালের পাকিস্তান প্রস্তাবও ১৯৪৬ সালের সংশোধিত পাকিস্তান প্রস্তাবের পরিপন্থী। মরহুম সোহরাওয়ার্দী স্বয়ং এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। এই কারণে শেখ মুজিবের ৬ দফা কর্মসূচী প্রতিটি দেশপ্রেমিক এবং বিশেষ করিয়া আওয়ামী লীগের প্রতিটি সদস্যের সমালোচনার অপেক্ষা রাখে। জনাব আরসাদ চৌধুরী আওয়ামী লীগের প্রতিটি সদস্য বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যদের এই ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী সকল প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াতে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সময় মত অবশ্যই এই ধরনের উদ্যোগের পশ্চাতে যে অসৎ উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, উহা প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

দেশপ্রেমিকতা ও রাষ্ট্রবিরোধী চক্রান্তের সকল প্রকার গোপন দূরভিসন্ধি বানচাল করিতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সদস্যদের বিশেষভাবে তৎপর হওয়া উচিত বলিয়া জনাব আরসাদ চৌধুরী বলেন। জনাব চৌধুরী পূর্ণ গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বিরোধী দলের চেষ্টার উপর শেখ মুজিব ছুরিকাঘাত করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করেন। —এ,পি,পি

Pakistan Observer

6th March 1966

Mujib's 6-point a threat to Pakistan

KHULNA, March 5: Choudhry Mohammad Ali, Chief of Nizam-e-Islam Party yesterday criticised the Six-Point programme of Sheikh Mujibur Rahman and cautioned that it was a direct threat to the integrity of Pakistan, reports APP.

Choudhry Mohammad Ali was speaking at a public meeting here arranged by Nizam-e-Islam Party. He said that Sheikh Mujib referred to 1940 Lahore Resolution in favour of his Six-Point programme, but in 1946 All-India Muslim League Conference passed resolution for a strong central government and the resolution was moved by no less a person than late Mr. Suhrawardy.

Mr. Choudhry also said that Sheikh Mujib's Six-points were enacted in the 1956 Constitution which was signed by his party and referred to the combined Opposition Party's Nine-Point Programme which also included these points.

He posed a question, "Why then Sheikh Saheb had brought absolutely a new theory having a strong province with a very weak centre. He said that provincial autonomy must be restored according to 1956 Constitution which was agreed upon by all party and for that all Opposition parties must unitedly move for the restoration of democracy in the country which is the need of the hour.

দৈনিক ইত্তেফাক

৬ই মার্চ ১৯৬৬

সংগঠনকে শক্তিশালী করার আহ্বান

ঢাকা সদর দক্ষিণ মহকুমা আওয়ামী লীগের সভায় শেখ মুজিবের বক্তৃতা
(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (শনিবার) বিকালে ৭, জিন্‌হা এভিনিউয়ে ঢাকা সদর দক্ষিণ মহকুমা আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভা পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন। তিনি ৬-দফার সপক্ষে জনমত গড়িয়া তোলার জন্য আওয়ামী লীগ কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি জনগণের দাবী আদায়ের জন্য আওয়ামী লীগ সংগঠনকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, নারায়ণগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগের সম্পাদক জনাব বজলুর রহমান, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শামসুল হক, ঢাকা সদর দক্ষিণ মহকুমা আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত সভাপতি দেওয়ান শফিউল আলম, জনাব এ, আজিজ মুন্সী প্রমুখও সভায় বক্তৃতাদান করেন। ৬-দফা সমর্থন করিয়া সভায় একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

সভায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ ঢাকা সদর দক্ষিণ মহকুমা আওয়ামী লীগের কর্মকর্তা নির্বাচিত হন: সভাপতি-দেওয়ান শফিউল আলম; সম্পাদক-জনাব ফজলুর রহমান ও কোষাধ্যক্ষ-জনাব শমসের উল্লাহ।

দৈনিক ইত্তেফাক

৬ই মার্চ ১৯৬৬

অদ্য ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ সম্মেলন

অদ্য (রবিবার) বিকাল ২টায় ঢাকা জেলা বার লাইব্রেরী মিলনায়তনে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের কাউন্সিল ও ডেলিগেট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান সম্মেলন উদ্বোধন করিবেন। নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব জহির উদ্দিন, আওয়ামী লীগ নেতা খোন্দকার মোশতাক আহমদ প্রমুখ বক্তৃতাদান করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

৬ই মার্চ ১৯৬৬

৬-দফা প্রশ্নে জনাব লুন্দখোর

পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক খান মোহাম্মদ লুন্দখোর গতকল্য (শনিবার) ঢাকায় বলেন যে, শেখ মুজিবের ৬-দফার যে দফায় পাকিস্তানের ইউনিটসমূহের জন্য অধিকতর ক্ষমতা দাবী করা হইয়াছে, তিনি সেই দফার বিরোধী।

গতকল্য এক বিবৃতিতে জনাব লুন্দখোর বলেন যে, শেখ মুজিবের দাবী মতে ফেডারেশনের ইউনিটসমূহকে বৃহত্তর ক্ষমতা দিলে পররাষ্ট্রনীতি ও অন্যান্য বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার অকার্যকরী হইয়া পড়িবে। তিনি বলেন যে, শেখ মুজিবের রহমানের প্রস্তাব দেশকে কনফেডারেশনে পরিণত করার প্রস্তাব এবং ইহাতে জাতীয় সংহতির প্রশ্নে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে।

বর্তমানে ঢাকায় অবস্থানরত পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের দুই নেতা জনাব হামিদ সরফরাজ এবং বেগম আবাদ আহমদও ৬-দফা প্রশ্নে

তাঁহার সঙ্গে একমত বলিয়া জনাব লুন্দখোর দাবী করেন। শেখ মুজিব ৬-দফায় পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার যে দাবী জানাইয়াছেন তিনি তাহা সমর্থন করেন বলিয়া বিবৃতিতে উল্লেখ করেন।
—এ,পি,পি

দৈনিক পাকিস্তান

৬ই মার্চ ১৯৬৬

শেখ মুজিবের প্রস্তাবে জাতীয় সংহতি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে : লুন্দখোর

পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক খান মোহাম্মদ লুন্দখোর গতরাতে ঢাকায় এক বিবৃতিতে বলেন যে, শেখ মুজিব তাঁহার ছয়দফার একটিতে ইউনিটগুলিকে ব্যাপকতর ক্ষমতাদানের যে প্রস্তাব করিয়াছেন তিনি সেই প্রস্তাবটির বিরোধী।

তিনি বলেন যে, ইউনিটগুলিকে অধিকতর ক্ষমতা দেওয়া হইলে বৈদেশিক সম্পর্ক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হইয়া পড়িবে। শেখ মুজিবের প্রস্তাবে দেশটি কনফেডারেশনে পরিণত হইবে এবং উহাতে জাতীয় সংহতি ক্ষুণ্ণ হইবে।

Pakistan Observer

7th March 1966

Six-point only answer: Mujib

Sheikh Mujibur Rahman, General-Secretary of the East Pakistan Awami League said in Dacca on Sunday that life and death of East Pakistan lay in the six-point programme, drawn up by his party. reports PPA.

He was addressing the Dacca District Awami League council session at the District Bar Library Hall. It was attended by 150 delegates from the District. The meeting was also addressed by Awami League leaders Mr. Zahiruddin, Khandakar Mustaq Ahmed.

Dealing with the six-point programme. Sheikh Mujibur Rahman said this was the demand of the people and he found nothing wrong in it.

The Awami League leader categorically denied the charges that their plan aimed at disintegrating Pakistan. Instead, he declared, the six-point programme, envisaged by his party, would strengthen the foundation of Pakistan.

“Our aim is to build up a strong, prosperous and happy Pakistan and to bring about a socio-economic uplift for its people”, he added.

In conclusion he said that his party would lend its support to anyone who accepts this six-point programme.

Mr. Zahiruddin General Secretary, declared there could be no compromise on the six-point programme and people would be prepared to make any sacrifice for the acceptance of the programme.

He also explained the six-point programme and urged the Awami League workers to propagate the programme.

দৈনিক ইত্তেফাক

৭ই মার্চ ১৯৬৬

১০ই মার্চ শেখ মুজিবের মুক্তাগাছা সফর

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

মুক্তাগাছা, ২রা মার্চ।— আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান আগামী ১০ই মার্চ খোন্দকার মোশতাক আহমদ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধী দলের নেতা জনাব আবদুল মালেক, জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, জনাব এ, বি, এম, নূরুল ইসলাম এবং ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব রফিকউদ্দিন ভূঁইয়া প্রমুখ নেতৃ সমভিব্যাহারে মুক্তাগাছা আগমন করিতেছেন। নেতৃবৃন্দ ঐদিন বিকাল সাড়ে ৩টায় দরিচারানীর বাজার ময়দানে আয়োজিত একবিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ৬-দফার ব্যাখ্যাদান করিবেন। নেতৃবৃন্দকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য ইতিমধ্যেই থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব ইয়াকুব আলীকে সভাপতি করিয়া ৫৪-সদস্যবিশিষ্ট একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

৭ই মার্চ ১৯৬৬

৬-দফা দাবী আমাদের জীবন-মরণ প্রশ্ন

ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সভায় শেখ মুজিবের বক্তৃতা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (রবিবার) দ্বিপ্রহরে ঢাকা জেলা বার লাইব্রেরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান ৬-দফা দাবীকে পূর্ব পাকিস্তানের তথা গোটা পাকিস্তানের বঞ্চিত দশ কোটি মানুষের জীবন-

মরণের প্রশ্ন বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি বলেন যে, ৬-দফা দাবী বাস্তবায়িত হইলে পাকিস্তান শক্তিশালী হইবে। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শামসুল হক। সম্মেলনে পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব জহির উদ্দিন ও আওয়ামী লীগ নেতা খোন্দকার মোশতাক আহমদও বক্তৃতাদান করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবর রহমান বলেন, এমন দিন দূরে নয়, যখন সকল মহল ৬-দফা দাবী মানিয়া লইবেন, শুধু তাহাই নয়, এই দাবী আদায়ের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে শরিক হইবেন। শেখ মুজিবর রহমান ৬-দফা দাবী আদায়ের জন্য আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করার এবং যে কোন ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকিতে আমাদের প্রতি আহ্বান জানান।

Morning News

7th March 1966

**6-point Plan Will Strengthen Pakistan,
Mujib Says**

Sheikh Mujibur Rahman General Secretary of the East Pakistan Awami League said in Dacca yesterday that the life and death of East Pakistan lay in the Six-point programme drawn up by his party reports PPA.

He was addressing the Dacca District Awami League Council session at the District Bar Library Hall here yesterday afternoon. Attended by 150 delegates from the district, the meeting was also addressed by Awami League leaders. Mr Zahiruddin, Khondkar Mushtaq.

Dealing with the Six-Point Programme Sheikh Mujibur Rahman said this was the demand of the people and he found nothing wrong in it.

The Awami League leader categorically denied the charges that their plan aimed at disintegrating Pakistan. Instead, he declared, the six-point Programme envisaged by his party would strengthen the foundation of Pakistan.

Our aim was to build up a strong prosperous and happy Pakistan and to bring about a Socio-economic upliftment for its people he added.

PAKISTAN MOVEMENT

Sheikh Mujibur Rahman said that they were closely associated with the Pakistan Movement and fought for its achievement. It is unthinkable for us to harm Pakistan. It was the practice in the past,

Sheikh Mujib said to dub those assecessionists who voice any demand for East Pakistan. He said that the advocates of parity were also blamed in the past. Now the Government had accepted the realities of life. He was confident that the present regime would similarly realise its follies and accept the Six-Point Programme in course of time.

In conclusion, he said that his Party would lend its support to anyone who accepts this Six-Point Programme.

NO COMPROMISE

Mr. Zahiruddin General Secretary, declared there could be no compromise on the Six-point Programme and the people would be prepared to make any sacrifice for the acceptance of the programme.

He also explained the Six-Point Programme and urged the Awami League workers to propagate for the programme.

Morning News

8th March 1966

Mujib Leaves For Mymensingh Today

(By Our Staff Reporter)

Sheikh Mujibur Rahman, General Secretary of the East Pakistan Provincial Awami League is Leaving Dacca for Mymensingh on a two-day tour of the district, on March 10.

Accompanied by Mr. Tajuddin Ahmed, Organising Secretary of the Provincial Party and other leaders, Sheikh Saheb is expected to address public meetings at Mymensingh and Muktagacha. He will also address the Mymensingh District Awami League Council session.

Sheikh Saheb, who will return to Dacca on March 12 will again leave for Sylhet on March 13. He will address a meeting of the Sylhet District Awami League Council session on March 14 and return to Dacca on March 15.

সংবাদ

৮ই মার্চ ১৯৬৬

শেখ মুজিবের ময়মনসিংহ যাত্রা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ঢাকা, ৬ই মার্চ।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবুর রহমান দুইদিন ব্যাপী এক সফরের উদ্দেশ্যে ময়মনসিংহ যাইতেছেন।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সেক্রেটারী জনাব তাজউদ্দীন এডভোকেট, খোন্দকার মুস্তাক আহমদ এবং আরও অনেকে তাঁহার সহিত থাকিবেন। তিনি আগামী ১০ই মার্চ ময়মনসিংহ-এর উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করিবেন এবং ঐ দিন সন্ধ্যায় মুক্তাগাছার একটি জনসভায় বক্তৃতা করিবেন।

আগামী ১২ই মার্চ তিনি ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

Morning News

10th March 1966

Mujib Leaves For Mymensingh Today

Sheikh Mujibur Rahman, General Secretary of the East Pakistan Awami League will leave for Mymensingh today on a two-day tour of the district, reports PPA.

During his stay there he will address the Mymensingh District Awami League Council session on March 11 and two public meetings. He will return on March 12.

দৈনিক ইত্তেফাক

১১ই মার্চ ১৯৬৬

মুক্তাগাছায় শেখ মুজিবের বক্তৃতা

মুক্তাগাছা (ময়মনসিংহ), ১০ই মার্চ।— আজ এখানে একবিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ৬-দফা কর্মসূচী ব্যাখ্যা করেন। ৬-দফা কর্মসূচী ঘোষণার পর শেখ মুজিবের এখানে আগমন ও জনসভা উপলক্ষ করিয়া স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক তৎপরতা শুরু হয়। (বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ আগামীকাল প্রকাশিত হইবে)

Morning News

11th March 1966

DACCA DIST. ML CONDEMNS MUJIB'S 6 POINTS

The six-point programme of the Awami League leader was condemned at a meeting of the presidents and secretaries of subdivisional and thana Muslim League and the members of the Working Committee of the Dacca District Muslim League, held here on Wednesday, reports APP.

The meeting held that the programme was directed against the very integrity of the country.

The meeting in another resolution lent its support for a strong central government in Pakistan.

The meeting also passed a resolution supporting the Tashkent agreement and appealed to the people to give it a fair chance of success because it has opened the door for solution of the Kashmir issue and lasting peace between Pakistan and India which is in the interest of both the countries.

The Chairman of the East Pakistan Muslim League Ad Hoc Committee, Fakir Abdul Mannan, addressing the meeting advised his party men to enroll new members with a view to reorganising the organisation. He also explained the Constitution of the East Pakistan Muslim League which will be placed before the Pakistan Muslim League Council when it meets on March 19.

Nawabzada Khwaja Ahsanullah, President Dacca District Muslim League, presided over the meeting.

দৈনিক ইত্তেফাক

১২ই মার্চ ১৯৬৬

শক্তিশালী কেন্দ্র আমাদের দুঃসময়ে কোন কাজে আসিবে না

—শেখ মুজিব

(বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত)

ময়মনসিংহ, ১১ই মার্চ।— আজ জেলা আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ৬-দফা দাবী আদায়ের উদ্দেশ্যে বৃহত্তর সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য আওয়ামী লীগ কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। শক্তিশালী কেন্দ্রের প্রবক্তাদের সমালোচনাকালে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, গত পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত শক্তিশালী কেন্দ্র পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের কোন প্রকার কার্যকরী সাহায্য করিতে পারে নাই। তিনি বলেন, যুদ্ধ চলাকালে প্রেসিডেন্ট, সেনা, বিমান ও নৌবাহিনীর প্রধানগণ কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের সেক্রেটারিগণ পূর্ব পাকিস্তানে আসিয়া এখানকার জনসাধারণের খোঁজখবর লইতে পারেন নাই। কারণ, তখন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যোগাযোগের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। আওয়ামী লীগ নেতা বলেন, এই ধরনের শক্তিশালী কেন্দ্র পূর্ব পাকিস্তানের দুঃসময়ে কোন কাজে আসিবে না। তিনি পুনরায় দৃঢ়তার সহিত বলেন, ৬-দফার বাস্তবায়নের মাধ্যমেই শক্তিশালী পাকিস্তান গড়িয়া উঠিতে পারে। সৈয়দ নজরুল ইসলাম এডভোকেটের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে জেলা ও মহকুমার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় ২ শত কাউন্সিলর যোগদান করেন।

অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতায় শেখ মুজিবুর রহমান দেশে সুস্থ রাজনীতি গড়িয়া তোলার আহ্বান জানান। তিনি চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ও মওলানা মওদুদী সহ পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দকে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুধাবনের আহ্বান জানান। শেখ সাহেব ৬-দফার সমালোচকদের জবাবদান প্রসঙ্গে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষ হইতে যখনই কোন দাবী উঠিয়াছে তখনই উহাকে ‘রাষ্ট্র-বিরোধী’ বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। কিন্তু এখন এই ধরনের প্রচারণা বন্ধ করার সময় আসিয়াছে। এই অধিবেশনে আওয়ামী লীগ নেতা মেসার্স খন্দকার মোস্তাক আহমদ, তাজুদ্দিন আহমদ, আবদুল মোমিন এডভোকেট, নূরুল ইসলাম এম, এন, এ, প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১২ই মার্চ ১৯৬৬

আগামীকাল সিলেট আওয়ামী লীগ সম্মেলন শুরু

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

সিলেট, ১১ই মার্চ।— আগামী ১৩ই মার্চ এখানে ২ দিনব্যাপী সিলেট জেলা আওয়ামী লীগ সম্মেলন শুরু হইবে। এই উপলক্ষে জেলা আওয়ামী লীগ এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছে। সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক দেওয়ান ফরিদ গাজী জানাইয়াছেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান, জনাব জহিরুদ্দিন, জনাব মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য নেতা বক্তৃতা করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৫ই মার্চ ১৯৬৬

সিলেটে মুজিবের বিপুল সমর্থনা

সিলেট, ১৪ই মার্চ।— জেলা আওয়ামী লীগ সম্মেলন এবং জনসভা উপলক্ষে আজ সকালে শেখ মুজিবুর রহমান এখানে আসিয়া পৌঁছেন। আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে তাঁহাকে রেল স্টেশনে বিপুল সমর্থনা জানানো হয়। শেখ মুজিবের সঙ্গে এডভোকেট আবদুল মোমিনও এখানে আগমন করেন।

শেখ মুজিবকে সঙ্গে করিয়া পরে এক শোভাযাত্রা বাহির করা হয়। শোভাযাত্রীরা ৬-দফার সমর্থনে আওয়াজ তোলে।

আজ জেলা আওয়ামী লীগের তৃতীয় অধিবেশনে ঢাকা হইতে আগত নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে ৬-দফা আদায়ের জন্য এডভোকেট আবদুল মোমিন কাউন্সিলরদের প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান।

জনাব সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অদ্যকার অধিবেশনে শতাধিক কাউন্সিলার উপস্থিত ছিলেন। সভায় এডভোকেট আবদুল হাই জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং দেওয়ান ফরিদ গাজী সাধারণ সম্পাদক পুনঃনির্বাচিত হন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, গতকাল জেলা আওয়ামী লীগের দুই দিনব্যাপী সম্মেলন শুরু হয়।

গতকালকার অধিবেশনে সাধারণ সম্পাদক দেওয়ান ফরিদ গাজী এবং মহকুমা কমিটিসমূহের সম্পাদকগণ রিপোর্ট পেশ করেন। মেসার্স জালালউদ্দীন আহমদ, আবদুস শুকুর, চৌধুরী আজাদ আলী, আবদুল লতিফ খান, নিম্বার আলী তালুকদার প্রমুখ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৬ই মার্চ ১৯৬৬

সিলেটের জনসভায় শেখ মুজিব

আমাদের অবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তানীরা ৬-দফারও বেশী দাবী করিতেন

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

সিলেট, ১৪ই মার্চ।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান আজ বলেন যে, কেন্দ্রীয় রাজধানীর জল, স্থল ও বিমান বাহিনীর সদর দফতর এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অপরাপর সুযোগ-সুবিধা পূর্ব পাকিস্তানে থাকিলে পশ্চিম পাকিস্তানের তথাকথিত নেতৃবৃন্দ ৬-দফায় উত্থাপিত দাবী অপেক্ষা অনেক বেশী দাবী করিয়া বসিতেন। আজ অপরাহ্নে স্থানীয় রেজিষ্ট্রি অফিস ময়দানে আয়োজিত একবিরাট জনসভায় আওয়ামী লীগ নেতা উপরোক্ত মন্তব্য করেন। তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের কল্যাণের জন্য কোন দাবী পেশ করিলেই উহাকে ধ্বংসাত্মক কাজ বলিয়া অভিহিত করা হয়। এমনকি, শেরেবাংলা বা সোহরাওয়ার্দীর মত নেতাও এই অভিযোগ হইতে রেহাই পান নাই।

জনাব মুজিবুর রহমান বলেন যে, করাচী, রাওয়ালপিণ্ডি, ইসলামাবাদে একের পর এক তিন-তিনবার রাজধানী নির্মাণ করা হইয়াছে। সশস্ত্র বাহিনীর ৩টি বিভাগের সদর দফতরও পশ্চিম পাকিস্তানে। অথচ গত যুদ্ধে প্রমাণিত হইয়াছে যে, পশ্চিম পাকিস্তান হইতে পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করা যায় না। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক একাডেমী, অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরী প্রভৃতিসহ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা দরকার এবং এখান হইতে সেনাবাহিনীতে লোক ভর্তি করা প্রয়োজন। তিনি বলেন যে, পাকিস্তান তখনই শক্তিশালী হইবে যখন ইহার দুইটি অঞ্চল সমানভাবে শক্তি অর্জন করিবে এবং সকল ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে।

অর্থনৈতিক নীতিসহ বক্তৃতায় তিনি ৬-দফার বিস্তৃত ব্যাখ্যাদান করেন। তিনি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানী ধনিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার আহ্বান জানান। যুবসমাজের প্রতি শোষণের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রামের আহ্বান জানাইয়া তিনি বলেন যে, ৬-দফা তথা ১০ কোটি মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন না হওয়া পর্যন্ত তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করিবেন না। তিনি গত ১৮ বৎসর ধরিয়া কেন্দ্রীয় অর্থের অসম বন্টনের ব্যাখ্যা করেন।

বর্তমান লেভী নীতির সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন যে, যেখানে পূর্ণ রেশন ব্যবস্থা নাই, সেখানে বাধ্যতামূলক লেভী ধার্য করা যায় না। তিনি বলেন যে, গত যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান হইতে সংগৃহীত আড়াই কোটি টাকা গভর্নর প্রেসিডেন্টের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। অথচ তিনি এখানে সামরিক ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার কথা চিন্তাও করিলেন না।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি একশ্রেণীর গুণ্ডা ছাত্র কর্তৃক মহল বিশেষের পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষাজীবনে অরাজকতা সৃষ্টির নিন্দা করেন। ৬-দফার সমর্থনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাইয়া শেখ মুজিব বলেন যে, জনগণ ঐক্যবদ্ধ না হইলে নেতাদের ঐক্যে কোন লাভ হইবে না। জনগণ ঐক্যবদ্ধ থাকিলে নেতাগণ বিশ্বাসঘাতকতা করার সাহসই পাইবে না।

পূর্বাহ্নে জনাব আবদুল মমিন (এডভোকেট) জনগণকে বিশেষতঃ আওয়ামী লীগ কর্মীদের গ্রামে-গঞ্জে ৬-দফার বাণী পৌছাইয়া দেওয়ার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন যে, যুদ্ধের সময় প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানের সামান্যই সাহায্য করিতে পারিয়াছেন।

সিলেট জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব আবদুল হাই-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জালালউদ্দীন আহমদ খানও বক্তৃতা করেন। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ একশ্রেণীর ছাত্রদের অবাধ গুণ্ডামির তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়। অপর এক প্রস্তাবে পশ্চিম পাকিস্তানের মুষ্টিমেয় ধনিকের হাতে সমস্ত সম্পদ পুঞ্জীভূত করার নিন্দা করিয়া ইহার বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রামের সঙ্কল্প ঘোষণা করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক একাডেমী ও অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা, জরুরী আইন প্রত্যাহার, লেভী প্রথা বাতিল ও ছাত্রদের বিরুদ্ধে রুজুকৃত সকল মামলা প্রত্যাহারের দাবী করিয়াও সভায় কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়। নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান ও খাজা রফিকসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করিয়া সভায় অপর এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় গৃহীত অপরাপর প্রস্তাবে জমি-জমার রেকর্ড ঠিক করা—এজমালী সম্পত্তি বিভক্ত করা ও সকল সরকারী স্কুল ২ শিফট চালু করার জোর দাবী জানান হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৬ই মার্চ ১৯৬৬

করাচী আওয়ামী লীগ কর্তৃক ৬-দফা সমর্থন

করাচী, ১৫ই মার্চ।— করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মুজিবুর রহমানের ৬-দফা কর্মসূচীর প্রতি এক প্রস্তাবে সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

শেখ মনজুরুল হকের সভাপতিত্বে গতকাল কমিটির তিনদিনব্যাপী বৈঠক শেষ হয়। কমিটির এক প্রস্তাবে বলা হয়ঃ ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক বিচারে ৬-দফা দেশের উভয় অঞ্চলের জন্যই সুবিধাজনক। প্রস্তাবে বলা হয়ঃ ৬-দফা নূতন কিছু নয়। ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব, '৪৬ সালের দিল্লী প্রস্তাব, '৫০ সালের নিখিল পাকিস্তান রাজনৈতিক সম্মেলন এবং ১৯৫৪ সালে মরহুম সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্টের ২১-দফার মধ্যে ইহার ভিত্তি রহিয়াছে।

কমিটি শেখ মুজিবের ৬-দফা পুরাপুরি গ্রহণের জন্য এবং তাহার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধনের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়। এক প্রস্তাবে শেখ মুজিবের ৬-দফা সম্পর্কে কিছু সংখ্যক লোকের দায়িত্বহীন ও বিভেদাত্মক বক্তৃতা-বিবৃতির নিন্দা করা হয়। যুক্তি ও সততার খাতিরে ৬-দফা কর্মসূচীর বাস্তবতা স্বীকার করিয়া লওয়ার জন্য প্রস্তাবে আহ্বান জ্ঞাপন করা হয় এবং বলা হয় যে, ৬-দফার মধ্যে সারাদেশের মুক্তি ও সংহতি নির্ভরশীল। এক প্রস্তাবে পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনে সম্প্রতি ধৃত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি অমানুষিক দুর্ব্যবহারের নিন্দা করা হয়। জেলে অনশন ধর্মঘটরত থাকা খাজা মোহাম্মদ রফিকের সঙ্গত দাবী মানিয়া লওয়ার জন্যও সরকারকে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়।

— পি.পি, এ

দৈনিক ইত্তেফাক

১৭ই মার্চ ১৯৬৬

‘আপনাদের অভিযোগ নূতন নহে’

—শেখ মুজিব

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল (বুধবার) বিকালে অনুষ্ঠিত ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ৬-দফা দাবী আদায়ের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত

থাকিতে আওয়ামী লীগ কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, জনগণের মৌলিক ও সঙ্গত অধিকার আদায়ের জন্যই এই সকল দাবী উত্থাপন করা হইয়াছে। কাউন্সিল সভায় সভাপতিত্ব করেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ। পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাস ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, যখনই জনগণের অধিকার আদায়ের দাবী উত্থাপন করা হইয়াছে তখনই ক্ষমতাসীনরা দাবী উত্থাপনকারীদের বিভেদ সৃষ্টিকারী আখ্যা দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, জনাব সোহরাওয়ার্দী ও শেরেবাংলার ন্যায় সম্মানিত নেতাকেও রাষ্ট্রদ্রোহী ও রাষ্ট্রের শত্রু আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। অতএব আপনাদের এই অভিযোগ নূতন নয় এবং এইসব অভিযোগ জনগণকে বিপথে পরিচালিত করিতে পারিবে না। সভায় জনাব এ, কে, রফিকুল হোসেন, জনাব শামসুল হক, জনাব কামরুজ্জামান এবং জনাব সিরাজুল ইসলামও বক্তৃতা দান করেন। সভায় ৬-দফার প্রতি সমর্থন, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ, খাজা রফিক ও মালিক গোলাম জিলানীসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি এবং ডঃ মাহমুদের উপর হামলার নিন্দা ও এতদসম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করিয়া বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। বিপুলসংখ্যক কাউন্সিলর ছাড়াও সভায় খোন্দকার মোশতাক আহমদ, জনাব আবদুল মোমিন এ্যাডভোকেট, জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতা উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৭ই মার্চ ১৯৬৬

৬-দফা আদায়ের সংগ্রাম তীব্রতর করার সংকল্প

প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগ সম্মেলনে প্রস্তাব গ্রহণ

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

কুষ্টিয়া, ১৫ই মার্চ।— সম্প্রতি জনাব কফিলউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে অত্র জেলা আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অত্র জেলা লীগের সভাপতি জনাব কফিল উদ্দিন আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক জনাব সা'দ আহমদসহ বিভিন্ন বক্তা শেখ মুজিবের ৬-দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও জরুরী অবস্থার প্রত্যাহার দাবী জানাইয়া বক্তৃতা করেন। সভায় শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রণীত এবং আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ৬-দফা দাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন, জরুরী অবস্থার আশু প্রত্যাহার, রাজবন্দীর মুক্তি, লেভীর হাত হইতে কুষ্টিয়াকে মুক্তিদান, লেভী সংক্রান্ত

ব্যাপারে নিরীহ জনসাধারণের উপরে যে সমস্ত মামলা-মোকদ্দমা ও ওয়ারেন্ট চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা প্রত্যাহার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর উপর বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করিয়া সর্বসম্মতিক্রমে কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়। অধিবেশনে ডাঃ আহসানুল হককে সভাপতি, জনাব সা'দ আহমদকে সাধারণ সম্পাদক, জনাব ইব্রাহিম হোসেনকে কোষাধ্যক্ষ করিয়া নূতন কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়।

ডবলমুরিং (চট্টগ্রাম)

গত রবিবার চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব এ, আর, সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে ডবলমুরিং থানা আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত সভায় অবসরপ্রাপ্ত সাব-জজ জনাব আবুল কাশেম, জেলা লীগ ও সম্পাদক শেখ মুজিবের ৬-দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন দেওয়া পূর্ব পাকিস্তানের প্রাণের দাবী আদায়ের জন্য সকলকে এক পতাকাতলে সমবেত হওয়ার জন্য জানান।

কর্মী সম্মেলনে জনাব আহমদ চৌধুরীকে সভাপতি, জনাব আমিনুল হককে সাধারণ সম্পাদক এবং জনাব মোহাম্মদ শফিকে কোষাধ্যক্ষ করিয়া ডবলমুরিং থানা আওয়ামী লীগের নূতন কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়।

ইউসি সদস্যের আওয়ামী লীগে যোগদান

পূর্ব বাংলার জনগণের প্রাণের দাবী ৬-দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইয়া মুক্তাগাছা থানার মানকোন ইউ,সি-এর সদস্য জনাব মোঃ করিম আওয়ামী লীগে যোগদান করিয়াছেন।

আওয়ামী লীগে যোগদান প্রসঙ্গে এক বিবৃতিতে তিনি সকল দেশপ্রেমিক কর্মীকে আওয়ামী লীগে যোগদানের আহ্বান জানাইয়া পূর্ব বাংলার মুক্তি সনদ ৬-দফা দাবী আদায়ের সংগ্রামকে জোরদার করার আকুল আবেদন জানান।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৮ই মার্চ ১৯৬৬

৬-দফা পাকিস্তানের সংহতি আরও জোরদার করিবে

বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শীদের যুক্ত বিবৃতি

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

মুক্তাগাছা, ১৬ই মার্চ।- আওয়ামী লীগ নেতা জনাব শেখ মুজিবুর রহমান বিগত ১০ই মার্চ মুক্তাগাছায় অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে ৬-দফা দাবীর ব্যাখ্যাদান করার পর এখানকার বিরোধী রাজনৈতিক মহলে বিশেষ তৎপরতা পরিলক্ষিত হইতেছে।

ইতিমধ্যেই স্থানীয় তিনজন মৌলিক গণতন্ত্রী এবং নেজামে ইসলাম ও কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ৬-দফার প্রতি তাঁহাদের অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইয়া সংবাদপত্রে এক যুক্ত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন।

বিবৃতিতে তাঁহারা বলেন, “৬-দফা দাবী পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সংহতি নষ্ট তো করিবেই না, বরং ৬-দফা দাবী পূরণের মাধ্যমে পাকিস্তান আরো শক্তিশালী ও দৃঢ় ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিবে।”

পরিশেষে তাঁহারা পূর্ব বাংলার সাড়ে ৫ কোটি মানুষের স্বার্থে ৬-দফা দাবীর মর্ম অনুধাবনের জন্য দলমত নির্বিশেষে সকলের প্রতি অনুরোধ জানান।

বিবৃতিতে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ স্বাক্ষরদান করেনঃ- খোন্দকার আবদুল মালেক (মৌলিক গণতন্ত্রী), মোঃ মিজানুর রহমান (ঐ); মোঃ আবদুল করিম (ঐ, ৬নং ইউ, সি); মওলানা সৈয়দ মগজুর হোসেন খোরাসানী (নেজামে ইসলাম); খোন্দকার আজিজুর রহমান (কাউন্সিল মুসলিম লীগ সম্পাদক) ও ডাঃ এ, সামাদ (ঐ, সহ-সভাপতি)।

পটুয়াখালী

গত রবিবার কাজী আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে পটুয়াখালী মহকুমা আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শেখ মুজিবের ৬-দফা প্রস্তাবের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন, দেশ হইতে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, আওয়ামী লীগ সভাপতি নবাবজাদা নসরুল্লাহ খানসহ সকল রাজবন্দীর আশু মুক্তি, অধ্যক্ষ ডঃ আবু মাহমুদের উপর হামলার তীব্র নিন্দা, অবিলম্বে বিচার বিভাগীয় তদন্ত অনুষ্ঠান এবং ডঃ মাহমুদের উপর হামলাকারী গুণ্ডাদের কঠোরহস্তে দমনের জোর দাবী জানানো হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পটুয়াখালী মহকুমা আওয়ামী লীগ কার্যকরী সংসদের কর্মকর্তা নির্বাচিত হনঃ

সভাপতি-কাজী আবুল কাশেম (উকিল); সহ-সভাপতি-আবদুল বারেক মিয়া, জয়নাল আবেদীন সিকদার ও মোঃ ইসমাইল তালুকদার; সাধারণ সম্পাদক-খোন্দকার আবদুল আজিজ (উকিল) ; সহ-সম্পাদক-এ,বি, এম, নূরুল হক (উকিল), আবদুস সামাদ সিকদার (মোক্তার) ও আনোয়ার হোসেন তালুকদার; কোষাধ্যক্ষ-মুজিবুর রহমান তালুকদার; সাংগঠনিক সম্পাদক-হাফিজুর রহমান (উকিল); দফতর সম্পাদক-গাজী আজহার উদ্দিন (মোক্তার) এবং ১৮ জনকে কমিটির সদস্য নির্বাচিত করা হয়।

দৈনিক পাকিস্তান
১৮ই মার্চ ১৯৬৬
অদ্য আওয়ামী লীগের কাউন্সিল বৈঠক শুরু
(স্টাফ রিপোর্টার)

অদ্য শুক্রবার হইতে হোটেল ইডেন প্রাঙ্গণে তিনদিনব্যাপী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হইবে। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আবদুস সালাম খান, এডভোকেট অপরাহু সাড়ে ৩ ঘটিকায় এই অধিবেশনের উদ্বোধন করিবেন।

করাচী আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব মানজুরুল হক ও সাধারণ সম্পাদক জনাব খালেদ আহমদ তিরমিজী কাউন্সিল অধিবেশনে বক্তৃতা করিবেন।

প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় এক হাজার কাউন্সিলার এবং বহুসংখ্যক প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

গত বুধবার বৈকালে ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত কাউন্সিলারদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন আহমদ উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানসহ কতিপয় আওয়ামী লীগ নেতা এই সভায় বক্তৃতা করেন।

আওয়ামী লীগের ৬-দফার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী, ডঃ আবু মাহমুদের উপর হামলার নিন্দা এবং উহার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করিয়া সভায় কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কাউন্সিল সভায় আলহাজ হাফিজ মোহাম্মদ মুসাকে সভাপতি এবং গাজী গোলাম মোস্তফাকে সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। এছাড়াও সভায় অন্যান্য কর্মকর্তা শহর আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য ও প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সদস্য নির্বাচিত করা হয়।

আজাদ
১৯শে মার্চ ১৯৬৬
আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে ৬-দফার তাৎপর্য ব্যাখ্যা
(স্টাফ রিপোর্টার)

বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের তিন দিনব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশন গতকল্য শুক্রবার বিকাল সাড়ে তিনটায় হোটেল ইডেন প্রাঙ্গণে শুরু হইয়াছে। ঢাকা হাইকোর্ট বার সমিতির সভাপতি জনাব আবদুস সালাম খান উক্ত কাউন্সিল অধিবেশনের উদ্বোধন করেন।

অধিবেশনে জনাব শেখ মজিবুর রহমান ৬ দফার প্রতিটি দফা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, অতীতে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিতান্ত সহজ ও ন্যায্য দাবী যখনই উঠিয়াছে তখনই কিছু সংখ্যক দালাল হৈঁচৈ করিয়া উঠিয়াছেন। তিনি বলেন, ৬ দফা দাবীতেও তাহারা তেমনভাবে পাকিস্তানকে দুই টুকরা করিবার দুরভিসন্ধি আরোপ করিতেছেন। প্রস্তাবিত ৬ দফা দাবীতে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে পাঁচ কোটি শোষিত বঞ্চিত মানুষের অন্তরের কথাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে বলিয়া জনাব শেখ উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ৬ দফা দাবী জনগণের দাবী। তিনি বলেন, এই দেশের সাধারণ মানুষের বাঁচার দাবীকে ধূলিসাৎ করিয়া দিবার জন্য বিশেষ একটি শ্রেণী উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। জনাব শেখ তাহার ৬ দফা দাবীর বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ দেশের নির্যাতিত মানুষের মুক্তির সংগ্রামের উদ্দেশ্যে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এদেশের জনগণের দাবী একদিন না একদিন প্রতিষ্ঠিত হইবেই।

পূর্বাফে উদ্বোধনী ভাষণদানকালে জনাব আবদুস সালাম খান আওয়ামী লীগের ইতিহাসের উপর আলোকপাত করিয়া বলেন যে, রাষ্ট্রদ্রোহিতা আখ্যা আমাদের জন্য নতুন কিছু নয়, এই আখ্যা আমাদের পূর্বেও দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে আমাদের নেতাগণ এদেশের মানুষের বাঁচার দাবী আদায়ে পিছপা হন নাই। তিনি বলেন, ১৯৫৮ সালের পর হইতে এই দেশে একটি অন্ধকারের যুগ নামিয়া আসিয়াছে এবং আজ পর্যন্ত ইহার জের চলিতেছে। তিনি বলেন, আজ আমরা যতই বৈষম্যের কথা বলি না কেন, বর্তমান সরকার কানে তুলা দিয়া থাকিবেন। জনাব সালাম বলেন, ৬ দফার ইতিহাস গত ১৮ বৎসরের অভিজ্ঞতার ইতিহাস।

তিনি আরও বলেন, লক্ষ লক্ষ টাকা যদি আমোদ-প্রমোদের জন্য খরচ করা হয় তবে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক একাডেমী, অস্ত্র কারখানা ইত্যাদি নির্মাণ করা হইবে না কেন?

জনাব খান বলেন যে, আমাদের বলা হয়, আমরা ভারতের দালাল; কিন্তু বিগত যুদ্ধে আমরা নিশ্চয় প্রমাণ করিয়াছি সত্যই আমরা ভারতের দালাল কিনা! ৬ দফা কার্যকরী করার জন্য তিনি জনগণের নিকট আহ্বান জানান।

অধিবেশনে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আগত জনাব মিয়া মনজুরুল হক ও খলিল আহমদ ত্রিমেজী বক্তৃতা দেন।

সভাপতিত্ব করেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। মওলানা তর্কবাগীশ সাহেবের অসুস্থতার জন্য তিনি অধিবেশনে যোগদান করিতে পারেন নাই বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

উদ্বোধনী অধিবেশনের গৃহীত প্রস্তাবে যশোর জেলার জনাব এম এ খালেক, নোয়াখালীর জনাব আজিজ আহমদ, জনাব হাবিবুর রহমান, জনাব এ টি এম মোস্তফা এবং জনাব শিরিশ চন্দ্র চ্যাটার্জীর মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করা হয়।

অপর এক প্রস্তাবে মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশের আশু আরোগ্য কামনা করা হয়। কাউন্সিল অধিবেশনে ১৫ শত ৪৩ জন কাউন্সিলার ও ডেলিগেট যোগদান করেন বলিয়া জানা যায়।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৯শে মার্চ ১৯৬৬

আগামীকাল আওয়ামী লীগের জনসভা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সম্মেলনের সমাপ্তি দিবসে আগামীকাল (রবিবার) বিকাল ৪টায় পল্টন ময়দানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে। জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান, জনাব জহিরুদ্দিন প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতা বক্তৃতা দান করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৯শে মার্চ ১৯৬৬

দেশপ্রেমিক কে? ৬-দফার সমালোচকরা? -ওরা তো বহুরূপী

রাষ্ট্রবিভক্তানের সংজ্ঞার আলোকে দেশবাসীর নিকট

৬-দফার প্রশ্নে শেখ মুজিবের কৈফিয়ত

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তানের আজিকার অবস্থা যদি পশ্চিম পাকিস্তানের হইত, আর পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থা যদি পূর্ব পাকিস্তানের হইত, তাহা হইলে ‘আমরা কি করিতাম’ দফাওয়ারীভাবে এই প্রশ্নের জবাব দিয়া গতকল্যকার আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, “এমনি উদারতা, এমনি নিরপেক্ষতা পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে এমনি ইনসারফ-বোধই পাকিস্তানী দেশপ্রেমের বুনিয়াদ। এটা যার মধ্যে আছে কেবল তিনিই দেশপ্রেমিক। যে নেতার মধ্যে এই প্রেম আছে, কেবল তিনিই পাকিস্তানের উপর উভয় অঞ্চলের নেতৃত্বের যোগ্য। যে নেতা বিশ্বাস করেন, দুইটি অঞ্চল আসলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় দেহের দুই চোখ, দুই কান, দুই নাসিকা, দুই পাটি দাঁত, দুই হাত, দুই পা, যে নেতা বিশ্বাস করেন পাকিস্তানকে শক্তিশালী

করিতে হইলে এইসব জোড়ার দুইটিকেই সমান সুস্থ ও শক্তিশালী করিতে হইবে; যে নেতা বিশ্বাস করেন, পাকিস্তানের এক অঙ্গ দুর্বল হইলে গোটা পাকিস্তানই দুর্বল হইয়া পড়ে; যে নেতা বিশ্বাস করেন, ইচ্ছা করিয়া বা জানিয়া-গুনিয়া যারা পাকিস্তানের এক অঙ্গকে দুর্বল করিতে চায় তারা পাকিস্তানের দুশমন; যে নেতা দৃঢ় ও সবল হস্তে সেই দুশমনদের শায়েস্তা করিতে প্রস্তুত আছেন, কেবল তিনিই পাকিস্তানের জাতীয় নেতা হইবার অধিকারী। কেবল তাঁরই নেতৃত্বে পাকিস্তানের ঐক্য অটুট ও শক্তি অপরাজেয় হইবে। পাকিস্তানের মত বিশাল ও অসাধারণ রাষ্ট্রের নায়ক হইতে হইলে নায়কের অন্তরও হইতে হইবে বিশাল ও অসাধারণ। আশা করি, আমার পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা এই মাপকাঠিতে আমার ৬-দফা কর্মসূচীর বিচার করিবেন। তা যদি তাঁরা করেন, তবে দেখিতে পাইবেন, আমার এই ৬-দফা শুধু পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচার দাবী নয়, গোটা পাকিস্তানেরই বাঁচার দাবী।”

শেখ মুজিবের বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ

আমি পূর্ব পাকিস্তানবাসীর বাঁচার দাবীরূপে ৬-দফা কর্মসূচী দেশবাসী ও ক্ষমতাসীন দলের বিবেচনার জন্য পেশ করিয়াছি। শান্তভাবে উহার সমালোচনা করার পরিবর্তে কায়েমী স্বার্থবাদীদের দালালরা আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা শুরু করিয়াছেন। জনগণের দুশমনদের এই চেহারা ও গালাগালির সহিত দেশবাসী অপরিচিত। অতীতে পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের নিতান্ত সহজ ও ন্যায্য দাবী যখনই উঠিয়াছে, তখনই এই দালালরা এমনিভাবে হেঁচ-চৈ করিয়া উঠিয়াছেন। আমাদের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী, পূর্ব-পাক জনগণের মুক্তি-সনদ একুশদফা দাবী, যুক্ত-নির্বাচন প্রথার দাবী, ছাত্রতরুণদের সহজ স্বল্পব্যয়ে শিক্ষালাভের দাবী, বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার দাবী ইত্যাদি সকল প্রকার দাবীর মধ্যেই এই শোষকের দল ও তাহাদের দালালরা ইসলাম ও পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন।

৬-দফার দাবী জাতীয় দাবী

আমার প্রস্তাবিত ৬-দফা দাবীতেও এরা তেমনভাবে পাকিস্তান দুই টুকরা করিবার দুরভিসন্ধি আরোপ করিতেছেন। আমার প্রস্তাবিত ৬-দফা দাবীতে যে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে পাঁচ কোটি শোষিত-বঞ্চিত আদম সন্তানের অন্তরের কথাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। খবরের কাগজের লেখায়, সংবাদে ও সভা-সমিতির বিবরণে, সকল শ্রেণীর সুধীজনের বিবৃতিতেও আমি গোটা দেশবাসীর উৎসাহ-উদ্দীপনার সাড়া দেখিতেছি। তাতে আমার প্রাণে সাহস ও বৃকে বল আসিয়াছে। সর্বোপরি

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ আমার ৬-দফা দাবী অনুমোদন করিয়াছে। ফলে ৬-দফা দাবী আজ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় দাবীতে পরিণত হইয়াছে। এ অবস্থায় কায়মী স্বার্থী শোষকদের প্রচারণায় জনগণ বিভ্রান্ত হইবে না সে বিশ্বাস আমার আছে।

ওরা বহুরূপী

কিন্তু এ-ও আমি জানি জনগণের দুশমনদের ক্ষমতা অসীম, তাঁহাদের বিত্ত প্রচুর, হাতিয়ার এদের অফুরন্ত, মুখ এদের দশটা, গলার সুর এঁদের শতাধিক, এঁরা বহুরূপী। ঈমান, ঐক্য ও সংহতির নামে এঁরা আছেন সরকারী দলে; আবার ইসলাম ও গণতন্ত্রের দোহাই দিয়া এঁরা আছেন অপজিশন দলে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দুশমনীর বেলায় এঁরা সকলে একজোট। এঁরা নানা ছলা-কলায় জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করিবেন। সে চেষ্টা শুরুও হইয়া গিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিক্রম সেবার জন্য এঁরা ইতিমধ্যেই বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। এঁদের হাজার চেষ্টাতেও আমার অধিকার-সচেতনতা দেশবাসী বিভ্রান্ত হইবেন না, তাতে আমার কোন সংশয় নাই। তথাপি ৬-দফা দাবীর তাৎপর্য ও উহার অপরিহার্যতা, জনগণের মধ্যে প্রচার করা সমস্ত গণতন্ত্রী বিশেষতঃ আওয়ামী লীগ কর্মীদের অবশ্য কর্তব্য। আশা করি, তাঁরা সকলে অবিলম্বে ৬-দফার ব্যাখ্যায় দেশময় ছড়াইয়া পড়িবেন। কর্মী ভাইদের সুবিধার জন্য ও দেশবাসী জনসাধারণের কাছে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে আমি ৬-দফা প্রতিটি দফার দফাওয়ারী সহজ-সরল ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও যুক্তিসহ এই পুস্তিকা প্রচার করিলাম। আওয়ামী লীগের তরফ হইতেও এ প্রচারপত্র প্রকাশ করা হইবে। আশা করি, সাধারণভাবে আওয়ামী লীগের কর্মিগণ ছাড়াও শিক্ষিত পূর্ব পাকিস্তানী মাঝেই এইসব পুস্তিকার সদ্যবহার করিবেন।

১নং দফা

এই দফায় বলা হইয়াছে যে, ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করতঃ পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশন রূপে গড়িতে হইবে। তাতে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইন সভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে। ইহাতে আপত্তির কি আছে? লাহোর প্রস্তাব পাকিস্তানের জনগণের নিকট কায়দে আজমসহ সকল নেতার দেওয়া নির্বাচনী ওয়াদা। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচন এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই করিয়াছিল। মুসলিম বাংলার জনগণ একবাক্যে পাকিস্তানের বাক্সে ভোট দিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের দরুনই ১৯৫৪ সনের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব বাংলার মুসলিম আসনের শতকরা সাড়ে ৯৭টি যে একুশ দফার পক্ষে আসিয়াছিল, লাহোর

প্রস্তাবের ভিত্তিতেই শাসনতন্ত্র রচনার দাবী ছিল তার অন্যতম প্রধান দাবী। মুসলিম লীগ তখন কেন্দ্রের ও প্রদেশের সরকারী সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা লইয়া তাঁরা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলে ইসলাম বিপ্লব ও পাকিস্তান ধ্বংস হইবে, এসব যুক্তি তখনও দেওয়া হইয়াছিল। তথাপি পূর্ব বাংলার ভোটাররা এই প্রস্তাবসহ একুশ দফার পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পক্ষের কথা বলিতে গেলে এই প্রশ্ন চূড়ান্তভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে মীমাংসিত হইয়াই গিয়াছে। কাজেই আজ লাহোর প্রস্তাব ভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনার দাবী করিয়া আমি কোনও নতুন দাবী তুলি নাই; পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পুরাতন দাবীরই পুনরুজ্জীবন করিয়াছি মাত্র তথাপি লাহোর প্রস্তাবের নাম শুনিলেই যারা আঁতকিয়া উঠেন, তাঁরা হয় পাকিস্তান সংগ্রামে শরিক ছিলেন না, অথবা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দাবী-দাওয়ার বিরোধিতা ও কায়মী স্বার্থীদের দালালী করিয়া পাকিস্তানের অনিষ্ট সাধন করিতে চান। এই দফায় পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার সার্বজনীন ভোটে সরাসরি নির্বাচন ও আইন সভার সার্বভৌমত্বের যে দাবী করা হইয়াছে, তাতে আপত্তির কারণ কি? আমার প্রস্তাবই ভাল, না প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির সরকার ও পরাক্ষ নির্বাচন এবং ক্ষমতাসীন আইনসভাই ভাল, এ বিচারভার জনগণের উপর ছাড়িয়া দেওয়াই কি উচিত নয়? তবে পাকিস্তানের ঐক্য-সংহতির এই তরফদারেরা এইসব প্রশ্নে রেফারেন্ডামের মাধ্যমে জনমত যাচাই এর প্রস্তাব না দিয়া আমার বিরুদ্ধে গালাগালি করে। এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার এই দুইটি বিষয় থাকিবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেটসমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকিবে।

এই প্রস্তাবের দরুনই কায়মী স্বার্থের দালালরা আমার উপর সর্বাপেক্ষা বেশী চটিয়াছেন। আমি নাকি পাকিস্তানকে দুই টুকরা করতঃ ধ্বংস করিবার প্রস্তাব দিয়াছি। সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি ইহাদের এতই অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে যে, ইহারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। ইহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে, বৃটিশ সরকারের ক্যাবিনেট মিশন ১৯৪৬ সালে যে ‘প্ল্যান’ দিয়াছিলেন এবং যে ‘প্ল্যান’ কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এই তিনটি মাত্র বিষয় ছিল এবং বাকী সব বিষয়ই প্রদেশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল। উহা হইতে এটাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বৃটিশ সরকার, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সকলের মত এই যে, এই তিনটি মাত্র বিষয় কেন্দ্রের হাতে থাকিলেই কেন্দ্রীয় সরকার চলিতে

পারে। অন্য কারণে কংগ্রেস চুক্তিভঙ্গ করায় ক্যাবিনেট প্ল্যান পরিত্যক্ত হয়। তা না হইলে এই তিন বিষয় লইয়াই আজও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার চলিতে থাকিত। আমি আমার প্রস্তাবে ক্যাবিনেট প্ল্যানেরই অনুসরণ করিয়াছি। যোগাযোগ ব্যবস্থা আমি বাদ দিয়াছি। সত্য, কিন্তু তার যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে। অখণ্ড ভারতের বেলায় যোগাযোগ ব্যবস্থাও অখণ্ডতা ছিল। ফেডারেশন গঠনের রাষ্ট্র বৈজ্ঞানিক মূলনীতি এই যে, যে-যে বিষয়ে ফেডারেটিং স্টেটসমূহের স্বার্থ এক ও অবিভাজ্য কেবল সেই বিষয়ই ফেডারেশনের এখতিয়ারে দেওয়া হয়। এই মূলনীতি অনুসারে অখণ্ড ভারতে যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য ছিল। পেশোয়ার হইতে চাটগাঁ পর্যন্ত একই রেল চলিতে পারিত। কিন্তু পাকিস্তানে তা নয়। দুই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য তাহা নয়ই বরঞ্চ সম্পূর্ণ পৃথক। রেলওয়েকে প্রাদেশিক সরকারের হাতে ট্রান্সফার করিয়া বর্তমান সরকারও তা স্বীকার করিয়াছেন। টেলিফোন-টেলিগ্রাম পোস্টাফিসের ব্যাপারেও এ সত্য স্বীকার করিতেই হইবে। তবে বলা যাইতে পারে যে, একুশ দফায় যখন কেন্দ্রকে তিনটি বিষয় দিবার সুপারিশ ছিল, তখন আমি আমার বর্তমান প্রস্তাবে মাত্র দুই বিষয় দিলাম কেন? এ প্রশ্নের জবাব আমি ৩নং দফার ব্যাখ্যায় দিয়াছি। এখানে আর পুনরাবৃত্তি করিলাম না।

আরেকটা ব্যাপারে ভুল ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে। আমার প্রস্তাবে ফেডারেটিং ইউনিটকে ‘প্রদেশ’ না বলিয়া ‘স্টেট’ বলিয়াছি। ইহাতে কায়েমী স্বার্থী শোষকরা জনগণকে এই বলিয়া ধোঁকা দিতে পারে এবং দিতেও শুরু করিয়াছে যে, ‘স্টেট’ অর্থে আমি ইণ্ডিপেন্ডেন্ট ‘স্টেট’ বা স্বাধীন রাষ্ট্র বুঝাইয়াছি। কিন্তু তা’ সত্য নয়। ফেডারেটিং ইউনিটকে দুনিয়ার সর্বত্র সব বড় বড় ফেডারেশনেই ‘প্রদেশ’ বা ‘প্রভিন্স’ না বলিয়া ‘স্টেটস্’ বলা হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকে ফেডারেশন অথবা ইউনিয়ন বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ফেডারেল জার্মানী এমনকি আমাদের প্রতিবেশী ভারত রাষ্ট্র সকলেই তাদের প্রদেশ সমূহকে স্টেট ও কেন্দ্রকে ইউনিয়ন বা ফেডারেশন বলিয়া থাকে। আমাদের পার্শ্ববর্তী আসাম ও পশ্চিম বাংলা ‘প্রদেশ’ নয় ‘স্টেট’। এরা যদি ভারত-ইউনিয়নের প্রদেশ হইয়া ‘স্টেট’ হওয়ার সম্মান পাইতে পারে তবে পূর্ব পাকিস্তানকে এইটুকু নামের মর্যাদা দিতেই বা কর্তারা এত এলাজক কেন?

৩নং দফা

এই দফায় আমি মুদ্রা সম্পর্কে দুইটি বিকল্প বা অল্টারনেটিভ প্রস্তাব দিয়াছি। এই দুইটি প্রস্তাবের যে-কোনও একটি গ্রহণ করিলেই চলিবেঃ (ক) পূর্ব ও

পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সী কেন্দ্রের হাতে থাকিবে না; আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকিবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র স্টেট ব্যাংক থাকিবে। (খ) দুই অঞ্চলের জন্য এই একই কারেন্সী থাকিবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবেঃ দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে। এই দুইটি বিকল্প প্রস্তাব হইতে দেখা যাইবে যে, মুদ্রাকে সরাসরি কেন্দ্রের হাত হইতে প্রদেশের হাতে আনিবার প্রস্তাব আমি করি নাই। যদি আমার দ্বিতীয় অল্টারনেটিভ গৃহীত হয় তবে মুদ্রা কেন্দ্রের হাতেই থাকিয়া যাইবে। ঐ অবস্থায় আমি একুশ-দফা প্রস্তাবের খেলাফে কোনও সুপারিশ করিয়াছি, একথা বলা চলে না।

যদি পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা আমার এই প্রস্তাবে রাজী না হন, তবেই শুধু প্রথম বিকল্প অর্থাৎ কেন্দ্রের হাত হইতে মুদ্রাকে প্রদেশের হাতে আনিতে হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ভুল বুঝাবুঝির অবসান হইলে আমাদের এবং উভয় অঞ্চলের সুবিধার খাতিরে পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা এই প্রস্তাবে রাজী হইবেন। আমরা তাঁদের খাতিরে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ত্যাগ করিয়া সংখ্যাসাম্য মানিয়া লইয়াছি, তারা কি আমাদের খাতিরে এইটুকু করিবেন না? আর যদি অবস্থা গতিকে মুদ্রাকে প্রদেশের এলাকায় আনিতেও হয়, তবু তাতে কেন্দ্র দুর্বল হইবে না, পাকিস্তানের কোন অনিষ্টও হইবে না; ক্যাবিনেট প্লানে নিখিল ভারতীয় কেন্দ্রের যে প্রস্তাব ছিল, তাতে মুদ্রা কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল না। ঐ প্রস্তাব পেশ করিয়া ব্রিটিশ সরকার এবং ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, মুদ্রাকে কেন্দ্রীয় বিষয় না করিয়াও কেন্দ্র চলিতে পারে। কথাটা সত্য। রাষ্ট্রীয় অর্থবিজ্ঞানে এই ব্যবস্থার স্বীকৃতি আছে। কেন্দ্রের বদলে প্রদেশের হাতে অর্থনীতি রাখা এবং একই দেশে পৃথক পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকার নজির দুনিয়ার বড় বড় শক্তিশালী রাষ্ট্রেও আছে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি চলে ফেডারেল বিজার্ভ সিস্টেমের মাধ্যমে পৃথক পৃথক স্টেট ব্যাংকের দ্বারা। এতে যুক্তরাষ্ট্র ধ্বংস হয় নাই; তাদের আর্থিক বুনিন্যাদও ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। অতঃপর যে শক্তিশালী দোদণ্ড প্রতাপ সোভিয়েট ইউনিয়ন, তাদেরও কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও অর্থমন্ত্রী, অর্থ দফতর নাই। শুধু প্রাদেশিক সরকারের অর্থাৎ স্টেট রিপাবলিক সমূহেরই অর্থমন্ত্রী ও অর্থ-দফতর আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক প্রয়োজন ঐসব প্রাদেশিক মন্ত্রী ও

মন্ত্রী দফতর দিয়াই মিটিয়া থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার মত দেশেও আঞ্চলিক সুবিধার খাতিরে দুইটি পৃথক ও স্বতন্ত্র রিজার্ভ ব্যাংক বহুদিন আগে হইতেই চালু আছে। আমার প্রস্তাবের মর্ম এই যে, উপরোক্ত দুই বিকল্পের দ্বিতীয়টি গৃহীত হইলে মুদ্রা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে থাকিবে সে অবস্থায় উভয় অঞ্চলের একই নকশার মুদ্রা বর্তমানে যেমন আছে, তেমনি থাকিবে। পার্থক্য শুধু এই হইবে যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাংক হইতে ইস্যু হইবে এবং তাতে ‘পূর্ব পাকিস্তান’ বা সংক্ষেপে ‘ঢাকা’ লেখা থাকিবে। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাংক হইতে ইস্যু হইবে। এবং তাতে ‘পশ্চিম পাকিস্তান’ বা সংক্ষেপে ‘লাহোর’ লেখা থাকিবে। পক্ষান্তরে, আমার প্রস্তাবের দ্বিতীয় বিকল্প না হইয়া যদি প্রথম বিকল্পও গৃহীত হয়, সে অবস্থাতেও উভয় অঞ্চলের মুদ্রা সহজে বিনিময়যোগ্য থাকিবে এবং পাকিস্তানের ঐক্যের প্রতীক ও নিদর্শন স্বরূপ উভয় আঞ্চলিক সরকারের সহযোগিতায় একই নকশার মুদ্রা প্রচলন করা যাইবে।

একটু তলাইয়া চিন্তা করিয়া দেখুন

একটু তলাইয়া চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই দুই ব্যবস্থার একটি গ্রহণ করা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানকে নিশ্চিত অর্থনৈতিক মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করার অন্য কোনও উপায় নাই। সারা পাকিস্তানের জন্য একই মুদ্রা হওয়ায় আঞ্চলিক চিহ্ন না থাকায় আঞ্চলিক কারেন্সী সার্কুলেশনে কোনও বিধি-নিষেধ ও নির্ভুল হিসাব নাই। মুদ্রা ও অর্থনীতি কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারে থাকায় অতি সহজেই পূর্ব পাকিস্তানের আয় পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছে। সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, শিল্প-বাণিজ্য ব্যাংকিং, ইনসিওরেন্স ও বৈদেশিক মিশনসমূহের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় প্রতি মিনিটে এই পাচারের কাজ অবিরাম গতিতে চলিতেছে।

৪নং দফা

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা-কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ-এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যালি জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইবে।

‘পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র?’

আমার এই প্রস্তাবেই কায়েমী স্বার্থের কালোবাজারী ও মুনাফাখোর শোষকরা সবচেয়ে বেশী চমকিয়া উঠিয়াছে। তারা বলিতেছে, ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের না থাকিলে সে সরকার চলিবে কিরূপে? কেন্দ্রীয় সরকার তাতে যে একেবারে খয়রাতী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। খয়রাতের উপর নির্ভর করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার দেশরক্ষা করিবেন কেমনে? পররাষ্ট্রনীতিই বা চালাইবেন কি দিয়া? ...

সংবাদ

১৯শে মার্চ ১৯৬৬

আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন শুরু

‘গণদাবী লইয়া সংগ্রাম করিলেই বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে’
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পাক-স্বাধীনতাকালে জনগণের নিকটে প্রদত্ত ওয়াদাসমূহের বাস্তবায়ন, গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কায়েম, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদান প্রভৃতি গণদাবী স্বাধীনতা উত্তরকালে যখনই পূর্ব পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পক্ষ হইতে উত্থাপন করা হইয়াছে, তখনই শাসনক্ষমতা কুক্ষিগতকারী কায়েমী স্বার্থীদের পক্ষ হইতে ঢালাওভাবে রাষ্ট্রদ্রোহীতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রচারের অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে। আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমানসহ অসংখ্য রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইয়াছে।

৬-দফা দাবী উত্থাপিত হওয়ায় আজ আবার একই সুরে একই মহল হইতে গালিগালাজ শুরু হইয়াছে।

গতকল্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন উদ্বোধন প্রসঙ্গে জনাব আবদুস সালাম খান উপরোক্ত মন্তব্য করেন। গতকল্য শুক্রবার অপরাহ্ন ৪টায় স্থানীয় ইডেন হোটেলে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ৩ দিনব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশন বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিত শুরু হয়। সম্মেলনটি উদ্বোধন করেন ঢাকা জেলা বার সমিতির সভাপতি জনাব আবদুস সালাম খান। উদ্বোধনী অধিবেশনে বক্তৃতা করেন জনাব সালাম খান, করাচী আওয়ামী লীগের সভাপতি মিয়া মঞ্জুরুল হক, সাধারণ সম্পাদক জনাব এ, এইচ, তিরমিজি, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবুর রহমান, ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব ও ২১-দফার স্বায়ত্তশাসন

সম্বন্ধীয় দাবীর ভিত্তিতে ও স্বাধীনতা উত্তর ১৮ বৎসরের অভিজ্ঞতার আলোকে বহুল আলোচিত ৬-দফা দাবীর বিশ্লেষণে লিখিত ভাষণ পাঠ করেন।

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক জনাব হাফিজ হাবিবুর রহমান সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন।

সম্মেলনে প্রদেশের বিভিন্ন জেলা হইতে সর্বমোট ১,৪৪৩ জন কাউন্সিলর ও ডেলিগেট যোগদান করেন বলিয়া শেখ মুজিবুর রহমান জানান।

উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম।

সালাম খান

উদ্বোধনী ভাষণে জনাব সালাম খান ৬-দফার বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের বিবোধগারের তীব্র নিন্দা করিয়া বলেন যে, ৬-দফা দাবী ভাবাবেগ প্রসূত নয়। বিগত ১৮ বৎসরে পূর্ব পাকিস্তানবাসীকে প্রতি সর্বক্ষেত্রে প্রদর্শিত বঞ্চনার ইতিহাসই এই দাবীর যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানবাসীর ন্যায় দাবী মানিয়া লইলেই শুধু পাকিস্তানের ঐক্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। পাকিস্তানের সংহতি ও শক্তি কোন শক্তির পুরুষের উপর নির্ভরশীল নয়। পাকিস্তানের উভয় অংশের জনগণের সম্মতি ও স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতাই রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার নিশ্চয়তা প্রদান করিতে পারে।

৬-দফার দাবীদারদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত প্রেসিডেন্টের বক্তব্যেও অসঙ্গতির প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া তিনি বলেন যে, প্রেসিডেন্ট সাহেব একাধারে বলিতেছেন যে, ৬-দফাওয়ালারা বৃহত্তর বাংলা গঠনের ষড়যন্ত্র করিতেছে... এবং সামরিক শক্তির অধিকারী ভারত কিছুতেই পশ্চিমবঙ্গকে বিচ্ছিন্ন হইতে দিবে না।

জনাব সালাম খান বলেন যে, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব পূর্বে একাধিকবার বলিয়াছেন যে, যে পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষাব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানে রহিয়াছে বিগত সেপ্টেম্বর যুদ্ধ উক্ত থিওরীর অসারত্ব প্রমাণ করিয়াছে।

তিনি আরও বলেন যে, স্বায়ত্তশাসনের দাবী জনগণের দাবী। কোন স্বৈরশক্তির নিপীড়নই এই দাবীকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না।

চূড়ান্ত কিছু না

জনাব সালাম খান বলেন যে, ৬-দফার প্রণেতাদের নিকট উহা কোন চূড়ান্ত বিষয় নয়। ৬-দফা সম্পর্ক ক্ষমতাসীনদের সহিত আলোচনার অবকাশ রহিয়াছে।

শেখ মুজিব

৬-দফার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, তিনি পূর্ব পাকিস্তানবাসীর বাঁচার দাবীরূপে ৬-দফা কর্মসূচী পেশ করিয়াছেন। শান্তভাবে উহার সমালোচনা করার পরিবর্তে কায়মী স্বার্থীদের দালালরা তাঁহার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা শুরু করিয়াছে।

অতীতেও রাষ্ট্রভাষার দাবী, ২১-দফা, যুক্ত নির্বাচন ইত্যাদি দাবীর মধ্যে ইহারা ইসলাম ও পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিল। শেরে বাংলা ফজলুল হক ও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মত নেতাদের রাষ্ট্রদ্রোহী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছিল।

পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণের উদ্দেশে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, ৬-দফা দাবীর আন্দোলন পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে নয়। উহা পশ্চিমাংশের ধনীক শ্রেণীর বিরুদ্ধে পরিচালিত। পশ্চিম পাকিস্তানের অগণিত জনসাধারণ অত্যন্ত দরিদ্র। যতদিন ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অবসান না হইবে ততদিন ব্যক্তিহে ব্যক্তিহে এই অসাম্য দূর হইবে না। কিন্তু তার আগে আঞ্চলিক শোষণও বন্ধ করিতে হইবে।

আজাদ

২০শে মার্চ ১৯৬৬

আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্ট পদে শেখ মুজিব

ঢাকা, ১৯শে মার্চ।— অদ্য আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক কাউন্সিলের সভায় শেখ মুজিবুর রহমানকে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট, জনাব তাজুদ্দিন আহমদকে জেনারেল সেক্রেটারী ও জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরীকে সাংগঠনিক সেক্রেটারী নির্বাচন করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমান গত ১০ বৎসর যাবত প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং আজ হইতে তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের বিদায়ী প্রেসিডেন্ট মওলানা তর্কবাগিশের স্থলাভিষিক্ত হইলেন।

নয়া প্রেসিডেন্ট অতঃপর প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির ২৬ জন সদস্য যোগ দিলেন।—এ,পি,পি

আজাদ

২০শে মার্চ ১৯৬৬

মালিক হামিদ সরফরাজ কর্তৃক

পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন

লাহোর, ১৯শে মার্চ।— নিখিল পাকিস্তান জাতীয় সম্মেলনের কনভেনিৎ কমিটির সেক্রেটারী জেনারেল মালিক হামিদ সরফরাজ অদ্য পূর্ব পাকিস্তানে

স্বায়ত্তশাসন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি গড়িয়া তোলার ন্যায়সঙ্গত দাবীর প্রতি বিরোধী দলের পক্ষ হইতে পূর্ণ সমর্থন জানান।

এখানে সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফা কর্মসূচীর সহিত বিরোধী দলের মত দ্বৈধতার পরিষ্কার ব্যাখ্যাদান করেন এবং প্রসঙ্গতঃ ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের প্রতি মরহুম হোসেন শহীদ সোহরওয়ার্দীর দৃঢ় সমর্থনের কথা উল্লেখ করেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফা কর্মসূচী সম্পর্কে মন্তব্যমূলক বক্তৃতার বক্তব্য তিনি মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিয়াছেন। —পি পি এ

Pakistan Observer

20th March 1966

Sheikh Mujib elected AL President

(By A Staff Correspondent)

Councillors of East Pakistan Awami League elected Sheikh Mujibar Rahman and Mr. Tajuddin Ahmad, President and General Secretary respectively, of their organisation on Saturday.

Earlier Mr. Masihur Rahman of Jessore submitted a panel of office-bearers which was accepted unanimously. The following is the list of the newly elected office bearers.

Sheikh Mujibur Rahman—President, Syed Nazrul Islam, Hafez Habibur Rahman and Mr. Mujibur Rahman— Vice-Presidents, Mr. Tajuddin Ahmad— General Secretary, Mr. Mizanur Rahman, M.N.A.- Organising Secretary, Mr. K.M. Obaidur Rahman—Social Secretary, Mr. Abdul Momin—Publicity Secretary, Mr. Jahur Ahmad Choudhury—Labour Secretary, Amena Begum—Lady Secretary, Mr. Mohammadullah— Office Secretary, and Mr. Nurul Islam Choudhury—Treasurer.

Dawn

20th March 1966

6-point programme misconstrued, says Mujib

DACCA, March 19: A three day conference of the East Pakistan Awami League Council opened here yesterday.

Speaking on the occasion, Sheikh Mujibur Rahman, General Secretary of EPAL, cautioned the people against misinterpretation of his six-point programme. He said the “ruling clique” was, as usual, dubbing the protagonists of East Pakistanis cause as “Disruptionists, they were misconstruing his programme and spreading false alarm among the people.

The programme, he maintained, incorporated the legitimate demands of the people of East Pakistan and reflected their hopes and aspirations. It would jeopardise neither the integrity nor the unity of the country. —APP

Dawn

20th March 1966

Mujib elected E. Wing AL chief

DACCA, March 19: Sheikh Mujibur Rahman was tonight elected President of the East Pakistan Awami League at the meeting of its Provincial Council.

Mr. Tajuddin Ahmad was elected General Secretary of the party and Mr. Mizanur Rahman Chowdhry, MNA, Organising Secretary.

Sheikh Mujib, who had been the General Secretary, for over 10 years, succeeds Maulana Abdur Rashid Tarkabagish. The new President will nominate the provincial 26-member Working Committee later. —APP.

দৈনিক ইত্তেফাক

২০শে মার্চ ১৯৬৬

আওয়ামী লীগ সভাপতি পদে শেখ মুজিব

(স্টাফ রিপোর্টার)

দীর্ঘ ১৫ বৎসর পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালনের পর গতকাল (শনিবার) শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি পদে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হইয়াছেন। শেখ মুজিবুর রহমানের সহকর্মী হিসাবে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ পরবর্তী বৎসরের জন্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কর্মকর্তা নির্বাচিত হন : সহ-সভাপতি—সৈয়দ নজরুল ইসলাম এ্যাডভোকেট; হাফেজ হাবিবুর রহমান এবং জনাব মুজিবুর রহমান (রাজশাহী) ; সাধারণ সম্পাদক—জনাব তাজুদ্দিন আহমদ; সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী এম, এন, এ; শ্রম সম্পাদক—জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী; প্রচার সম্পাদক—জনাব আবদুল মোমেন এ্যাডভোকেট; মহিলা সম্পাদিকা—মিসেস আমেনা বেগম; অফিস সম্পাদক—জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ; সমাজকল্যাণ সম্পাদক—ছাত্রলীগের প্রাক্তন সভাপতি জনাব কে, এম, ওবায়দুর রহমান এবং কোষাধ্যক্ষ—জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী। পরে সভাপতি কার্য্যকরী সংসদের ২৬ জন সদস্য মনোনয়ন করিবেন।

যশোরের জনাব মসিহুর রহমান নয়া কর্মকর্তাদের নামের প্যানেল পাঠ করেন এবং পাবনার জনাব মনসুর আলী সম্পূর্ণ প্যানেল সমর্থন করেন। উপস্থিত কাউন্সিলররা বিপুল করতালির মাধ্যমে প্রস্তাবিত প্যানেলের প্রতি তাহাদের সর্বসম্মত সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২০শে মার্চ ১৯৬৬

শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠাই আওয়ামী লীগের লক্ষ্য
সভাপতি পদে নির্বাচনের পর শেখ মুজিবের নীতি নির্ধারণী বক্তৃতা
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার পর শেখ মুজিবর রহমান এক দীর্ঘ নীতি নির্ধারণী বক্তৃতা প্রসঙ্গে গতকাল (শনিবার) বক্তৃতা করেন যে, সমগ্র পাকিস্তানের সার্বিক কল্যাণ সাধন, বিশেষ করিয়া সমগ্র দেশে একটি শোষণহীন সমাজব্যবস্থা কয়েমই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ৬-দফার প্রণয়ন করিয়াছে এবং সমাজতন্ত্রবাদী কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছে।

ইহাদের ভুল ভঙ্গিবে

নবনির্বাচিত সভাপতি আওয়ামী লীগ কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, আওয়ামী লীগ কর্মীদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ৬-দফার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ আজ যে সংগ্রামের পথে পা বাড়াইয়াছে, সে পথ কষ্টকাকীর্ণ এবং এই পথে সাফল্য অর্জন সময় সাপেক্ষ। তবে, ৬-দফার বিরুদ্ধে আজ যেসব মহল দায়িত্বহীন প্রচারণার লিঙ্গ আছে, একদিন-না একদিন তারা তাদের ভুল বুঝিতে পারিবেন। পশ্চিম পাকিস্তানের যেসব নেতা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, অথচ ৬-দফার বিরুদ্ধে প্রচারণা করিতেছেন, তাঁদের পশ্চিম পাকিস্তানের বঞ্চিত মানুষের জীবনের দুঃখ-দুর্দশার আলোকে ৬-দফার বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। কারণ, আওয়ামী লীগের ৬-দফায় শুধু পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনই দাবী করা হইয়াছে। তাই পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণ একদিন-না একদিন ৬-দফা দাবীকে তাদেরও নিজেদের দাবী বলিয়াই মানিয়া লইবেন।

কোন সংক্ষিপ্ত পথ নাই

শেখ মুজিবর রহমান ঘোষণা করেন যে, ৬-দফার প্রক্ষে কোন আপোষ নাই। রাজনীতিতেও কোন সংক্ষিপ্ত পথ নাই। নেতৃবৃন্দের ঐক্যের মধ্যেও আওয়ামী লীগ আর আস্থাশীল নয়। নির্দিষ্ট আদর্শ ও সেই আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য নিবেদিত প্রাণ কর্মীদের ঐক্যেই বিশ্বাস করে। আওয়ামী লীগ নেতার দল

নয়— এ প্রতিষ্ঠান কর্মীদের প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের জনক মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কর্মীদের প্রাণাধিক প্রিয় মনে করিতেন। এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মী আমার কাছে সহোদর ভাই-এর মত। শহীদ সোহরাওয়ার্দী এ প্রতিষ্ঠানের নেতা, তাঁর নীতিই আমাদের আদর্শ। আওয়ামী লীগ কর্মীদের চরম ত্যাগ স্বীকারের জন্য আহ্বান জানাইয়া শেখ মুজিব বলেন যে, এদেশে আওয়ামী লীগ সব সংগ্রামেরই বাণী প্রথম বহন করিয়াছে। সংগ্রামে তাহারা নির্যাতন ভোগ করিয়াছে সত্য; কিন্তু সংগ্রাম তাহাদের ব্যর্থ হয় নাই। ৬-দফার সংগ্রামও ব্যর্থ হইবে না। ত্যাগ ও তিতিক্ষার দ্বারা এ সংগ্রামকেও আমরা সার্থক করিয়া তুলিব। ইনশাআল্লাহ বিজয় আমাদেরই।

দেশকেই হয়ে করা হইতেছে

শেখ মুজিবর রহমান সরকারী কনভেনশন দলের নেতৃবৃন্দের ৬-দফা বিরোধী প্রচারণার জবাবদান প্রসঙ্গে বলেন যে, সরকারী নেতারা ৬-দফার বিরুদ্ধাচরণ করিতে গিয়া যেসব বেসামাল উক্তি করিতেছেন তাহাতে দেশ ও দেশবাসীকেই বিশ্বের দরবারে হয়ে প্রতিপন্ন করিতেছেন। তাহাদের মনে রাখা উচিত যে, পূর্ব পাকিস্তানবাসীরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। স্বার্থবাদের বিরুদ্ধে তাহারা সংগ্রাম করিতে বদ্ধপরিকর। সংগ্রামী কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ না করিয়া তাহাদের দাবী-দাওয়াকে যদি সরকার রাজনৈতিক প্রজ্ঞার মাধ্যমে বিচার করিতে না শিখেন তবে সংগ্রাম তীব্রতর হইবে, সংগ্রামকে বানচাল করা যাইবে না। ন্যায় দাবীর সংগ্রামের বিরুদ্ধে আজকের সরকারের মত অতীতের বহু সরকারও হীনতম প্রচারণা চলাইয়াছে; কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই। ন্যায় দাবী চিরকালই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এবারও আমাদের দাবী যদি ন্যায় হয়, কুটিল প্রচারণায় এ দাবী দাবাইয়া দেওয়া যাইবে না। সংগ্রাম এবং তীব্রতর সংগ্রামের দ্বারাই আমরা দাবী আদায় করিয়া লইব।

দৈনিক ইত্তেফাক

২০শে মার্চ ১৯৬৬

বঞ্চিত বাংলার সন্তান হিসাবে ৬-দফার সংগ্রামী ভাইদের কাতারে

সৈনিক হতে চাই

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব আমিনুল ইসলাম চৌধুরী আনুষ্ঠানিকভাবে গতকাল, (শনিবার) আওয়ামী লীগে যোগদান করিয়াছেন। ইডেন হোটেল প্রাঙ্গণে পূর্ব ৬-দফা মানুষের মুক্তি সংগ্রামের ডাক দিয়াছেন। বঞ্চিত বাংলার সন্তান হিসাবে এই ডাকে সাড়া না দিয়া উপায় নাই। তাই আমি ৬-দফার সংগ্রামী ভাইদের কাতারে সামিল হইয়া সৈনিক হইতে চাই।

জনাব আমিনুল ইসলাম চৌধুরী তাঁর আওয়ামী লীগে যোগদানের কথা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় দেড় সহস্র কাউন্সিলর বিপুল করতালির মাধ্যমে তাকে আওয়ামী লীগে বরণ করিয়া নেয়। আনন্দমুখর পরিবেশে জনাব চৌধুরী ঘোষণা করেন যে, ৬-দফা তাঁহার কাছে রাজনৈতিক দাবী নয়, এ দাবী নির্যাতিত মানুষের বাঁচার দাবী। এ দাবী পূর্ব পাকিস্তানের দাবী নয় শুধু এ দাবী পশ্চিম পাকিস্তানের নির্যাতিত জনগণেরও দাবী। তাই ৬-দফা দাবী পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য ও সমঝোতা সৃষ্টির দাবী। এ দাবীতে দেশপ্রেমিক মাত্রেরই সাড়া দিতে হইবে। আওয়ামী লীগ কর্মীরা মানুষের মুক্তি সংগ্রামের পথে বীর সৈনিক। এই বীর সৈনিকদের কাতারে আমিও शामिल হইতে চাই এবং দাবী আদায়ের জন্য সংগ্রাম করিয়া আমার জানমাল কোরবান করিতে আমি প্রস্তুত আছি। জনাব চৌধুরী বর্তমান রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে অন্তসারশূন্য বলিয়া বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, যেখানে জনসাধারণের কোন অধিকার নাই সেখানে রাজনৈতিক স্বাধীনতা মূল্যহীন। যে দেশবাসী একদিন বৃটিশের মত পরাক্রমশালী শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে, সেই জনসাধারণকে যে রাজনৈতিক চক্র হীনতম চক্রান্ত করিয়া চরম অপমান করিয়াছে, সেই চক্রের বিরুদ্ধে দুর্বীর সংগ্রাম গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই চক্রকে যুগ-যুগান্তরের মত বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, অস্ত্রবল জনবলের চাইতে বড় নয় এবং চিরদিনই জনবলের কাছে চক্রান্তকারীরা পরাভূত হইয়াছে। জনতার শক্তিই আসল শক্তি।

দৈনিক ইত্তেফাক

২০শে মার্চ ১৯৬৬

আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে ৬-দফা অনুমোদন

দেশব্যাপী দুর্বীর আন্দোলন গড়িয়া তোলার আহ্বান

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিল ৬-দফা দাবীকে আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দান করিয়া উহাকে দলীয় কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছে। ৬-দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থনদানের জন্য কাউন্সিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সকল গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতি আহ্বান জানাইয়াছে। এই ৬-দফা দাবী আদায়ের জন্য সমগ্র পাকিস্তানে দুর্বীর আন্দোলন গড়িয়া তোলার জন্য কাউন্সিল পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক শিবিরের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল মনে করে যে, ৬-দফার

সত্যিকারের বাস্তবায়নের দ্বারা শুধু পূর্ব পাকিস্তানেরই মঙ্গল হইবে না। এতে গোটা পাকিস্তানেরই বৃহত্তর ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠিত হইবে। কাউন্সিল বিশ্বাস করে যে, ৬-দফা বাস্তবায়নের মধ্যদিয়াই সত্যিকারের পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটিবে এবং এর মধ্যেই দেশের সত্যিকারের উন্নয়ন সাধিত হইবে। মতিঝিল ইডেন হোটেল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে গতকাল (শনিবার) উপস্থিত ১,৪৪৩ জন কাউন্সিলর শেখ মুজিবুর রহমানের ৬-দফাকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন দান করেন। কাউন্সিলে অনুমোদনপ্রাপ্তির পর ৬-দফাকে আওয়ামী লীগের কার্যসূচী ম্যানিফেস্টো অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইতিপূর্বে দলীয় কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য যে সাব-কমিটি করা হয়, সে সাব-কমিটি খসড়া কার্যসূচী কাউন্সিলের সামনে পেশ করে। কাউন্সিলে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার পর দলীয় কর্মসূচী চূড়ান্ত করে। তাই কার্যসূচীতে দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তন করার বিধান করা হইয়াছে। ফলে দুই বেলায় ১২ ঘণ্টা অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। গোটা পূর্বাফ্রিক ও বৈকালিক অধিবেশনে দুই ঘণ্টাকাল জেলা আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিরা তাজউদ্দীনের সামনে তাঁদের নিজ নিজ সাংগঠনিক তথ্যাদি পরিবেশন করেন। প্রদেশে সর্বত্র আওয়ামী লীগ কর্মীরা দেশ ও দেশের স্বার্থে যে কোন ত্যাগ স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন, এই সত্যটিই মফস্বলের নেতৃবৃন্দের বক্তৃতায় প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে।

রাজনৈতিক কর্মসূচীর সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ও সংস্কৃতিক্ষেত্রেও স্থায়ী কার্যক্রম নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তার উপরও তারা গুরুত্বারোপ করেন। আধুনিক চাহিদা মিটাইবার জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সমস্যাাদি সম্পর্কে দল হইতে পুস্তক ও পুস্তিকা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার জন্য মফস্বলের নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ করেন।

গতকাল রাত্রি প্রায় দশটায় কাউন্সিল অধিবেশন শেষ হওয়ার পর কাউন্সিলর মহলে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। কর্মীরা ৬-দফা কর্মসূচী লইয়া সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ার নূতন উদ্যম এই অধিবেশনে লাভ করিয়াছেন। পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎ, ভাবের আদান-প্রদানের মধ্যদিয়া আওয়ামী লীগ কর্মীরা তাদের আত্মীয়তাকে আরও নিবিড় করিয়া তুলিয়াছেন। আরও আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে তারা সংগ্রাম করার অনুপ্রেরণায় অনুপ্রেরিত হইয়াছেন।

Morning News
20th March 1966

Sk. Mujib Elected AL President

Sheikh Mujibur Rahman was last night elected President of the East Pakistan Awami League at the meeting of its Provincial Council. reports APP.

Mr. Tajuddin Ahmed was elected General Secretary of the party and Mr. Mizanur Rahman Choudhury, MNA, Organising Secretary.

Sheikh Mujib, who had been the General-Secretary for over ten years, succeeds Maulana Abdul Rashid Tarkabagish. The new President will nominate the provincial 26-member Working Committee later.

সংবাদ

২০শে মার্চ ১৯৬৬

আওয়ামী লীগ কাউন্সিল সভায় শেখ মুজিব

৬-দফা কর্মসূচীর ব্যাপারে কোন আপোষ করা হইবে না

ঢাকা, ১৯শে মার্চ (পি, পি, এ)।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর শেখ মুজিবর রহমান ঘোষণা করেন, আওয়ামী লীগের কর্মিগণ জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য যে কোন বিপদের মোকাবিলা করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

শেখ মুজিবর রহমান এতদিন পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার কিছু পরেই পার্টির নীতি সম্পর্কে তিনি বলেন, এখন হইতে আর সোজা পথ নয়, ভাসাভাসা ঐক্য নয়, নেতাদের ঐক্য নয় বরং চিন্তার ঐক্য এবং কর্মীদের ঐক্যই হইবে পার্টির ভবিষ্যৎ মূলনীতি।

শেখ মুজিব বলেন, ৬-দফা কর্মসূচীর ব্যাপারে কোন আপোষ করা হইবে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক যখন ঐক্য মানিয়া নিবে তখন ইহা জনগণের কর্মসূচীতে পরিণত হইবে।

তিনি বলেন, শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তানীদের জন্যই নয়, পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের জন্যও উক্ত কর্মসূচী তৈরী করা হইয়াছে। উহাতে যে স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা যদি কায়ম করা হয় তাহা হইলে পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষও ইহার সমান ফল ভোগ করিবে। তিনি আরও বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির কথা চিন্তা করিয়াই এই কর্মসূচী তৈরী করা হইয়াছে।

সংবাদ

২০শে মার্চ ১৯৬৬

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সভাপতি পদে শেখ মুজিব

ঢাকা, ১৯শে মার্চ (পি পি এ)।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনের দ্বিতীয় দিবসে আগামী বৎসরের জন্য উক্ত পার্টির কর্মকর্তা নির্বাচন সম্পন্ন হয়। শেখ মুজিবুর রহমান সভাপতি এবং জনাব তাজউদ্দিন আহমদ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

দৈনিক পাকিস্তান

২০শে মার্চ ১৯৬৬

সভাপতি পদে শেখ মুজিব

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের নয়া কর্মকর্তা নির্বাচিত

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য শনিবার প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনের দ্বিতীয় দিবসে শেখ মুজিবর রহমানকে সভাপতি ও জনাব তাজউদ্দিন আহমদকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচনের মাধ্যমে চলতি বৎসরের জন্য প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের নয়া কর্মকর্তা নির্বাচন সম্পন্ন হয়।

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বে অপেক্ষাকৃত তরুণ নেতাদের নির্বাচনের ফলে সাংগঠনিক দিক দিয়া প্রতিষ্ঠানটি কিঞ্চিৎ তৎপর হইয়া উঠিবে বলিয়া অনুমতি হইতেছে।

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সভাপতির পদে নির্বাচিত হওয়ার অল্পক্ষণ পর বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্মসূচী সম্পর্কে আভাস দান করেন। তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগকে বিভিন্ন দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে আপোষহীন আন্দোলন চালাইয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

তিনি দাবী করেন যে, ৬-দফা হইতেছে দেশবাসীর সবার অন্তরের দাবী। সুতরাং ইহার ভিত্তিতে তাঁহারা দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করিবেন।

তিনি বলেন যে, এই আন্দোলনের সঙ্গে যদি কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সহযোগিতা না করে, তাহা হইলে তাঁহাদের ‘এ চলা চলার’ নীতি অনুসরণ করিয়া এককভাবে আন্দোলন সংগঠিত করিতে হইবে। তিনি বলেন, আন্দোলনকে ভাঙ্গিয়া দেওয়ার জন্য নির্যাতন শুরু হইবে, বহু নেতা ও কর্মীকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইবে। তথাপি এই আন্দোলনে তাঁহাদের ক্ষান্ত হইলে চলিবে না।

তাজুদ্দীন আহমদ

জনাব তাজুদ্দীন আহমদও কাউন্সিলরদের ধন্যবাদ জানাইয়া বক্তৃতাদান করেন। তিনি বলেন যে, দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করিয়া তাঁহার উপর যে গুরুদায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে তাহা সুষ্ঠুভাবে পালন করার জন্য তিনি আশ্রয় চেষ্টা করিবেন।

গতকাল সকালের অধিবেশনে প্রদেশের বিভিন্ন জেলা কমিটির পক্ষ হইতে রিপোর্ট পেশ করা হয়। বিভিন্ন জেলা কমিটির প্রতিনিধিবৃন্দ ব্যতিরেকে বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা জনাব জহীরুদ্দীন বক্তৃতা করেন।

সম্মেলনে আওয়ামী লীগের খসড়া কর্মসূচী অনুমোদন করা হয়। এছাড়া আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র সংশোধন করা হয়।

নয়া কর্মকর্তা

সম্মেলনে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের নয়া কর্মকর্তাদের মধ্যে জনাব নজরুল ইসলাম, হাফিজ হাবিবুর রহমান ও জনাব মুজিবুর রহমান (রাজশাহী) কে সহ-সভাপতি; জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরীকে সাংগঠনিক সম্পাদক; জনাব এ, মোমেনকে প্রচার সম্পাদক, জনাব জহুর আহমদ চৌধুরীকে শ্রম সম্পাদক, জনাব ওবায়দুর রহমানকে সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও বেগম আমোনা খাতুনকে মহিলা সম্পাদিকা নির্বাচিত করা হইয়াছে।

নবনির্বাচিত সভাপতি ওয়ার্কিং কমিটির ২৬ জন সদস্যকে মনোনীত করেন।

আজাদ

২১ শে মার্চ ১৯৬৬

পল্টনের জনসভায় শেখ মুজিব বলেন :

ছয় দফা প্রস্তাব দেশের দুই অংশকে আরও দৃঢ় করিবে
(স্টাফ রিপোর্টার)

“ত্যাগ ও সাধনা ব্যতীত কোন জাতিই দাবী আদায় করিতে পারে না। ত্যাগ, সাধনা এবং শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমেই পূর্ব পাকিস্তান তথা সমগ্র পাকিস্তানের ১০ কোটি মানুষের বাঁচার দাবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।” গতকাল রবিবার পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের উদ্যোগে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত সভাপতি জনাব শেখ মুজিবুর রহমান উপরোক্ত মন্তব্য ঘোষণা করেন। গতকাল্যকার সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব শেখ মুজিবুর রহমান। গতকাল্য সভার কার্য আরম্ভ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তেই দমকা হাওয়া ও বৃষ্টি শুরু হয়। এই পরিস্থিতির মধ্যে শেখ মুজিব বক্তৃতা শুরু করিবার প্রারম্ভেই ঘোষণা

করেন যে, এইরূপ শত শত ঝড় ও ঝঞ্ঝার মধ্যেই জনগণের দাবী আদায় হয়। বৃষ্টি আসিবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাগণ দলে দলে উন্মুক্ত আকাশের নীচে পল্টন ময়দানে আসিয়া জমায়েত হয়। জনাব মজিবুর রহমান ৬ দফার বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে, আমাদের দাবীর মধ্যে এমন জিনিস আছে, যাহাতে তাহাদের স্বার্থে আঘাত লাগিয়াছে। ট্যাক্স কেন্দ্রীয় সরকারের হাত হইতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সরকারের নিকট আনিতে হইবে বলিয়া জনাব মুজিব বলেন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান শক্তিশালী হইলে তবেই পাকিস্তান শক্তিশালী হইবে। শুধু কেন্দ্রকে শক্তিশালী করিলে পাকিস্তান শক্তিশালী হইবে না। আমাদের দাবীর কথা যখনই আমরা বলিয়াছি তখনই আমাদের রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এদেশের মানুষের দাবী আদায় করিতে যাইয়া শেরে বাংলা ফজলুল হককে হইতে হইয়াছে অপমানিত এবং জননেতা সোহরাওয়ার্দীকে কারাবাস করিতে হইয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

৬ দফার বিরুদ্ধে যাহারা মিথ্যা প্রচারণা করিয়া বেড়াইতেছেন তিনি তাহাদের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, সব ব্যাপারে আমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে হইবে এবং আমাদের বাঁচার মত শক্তি দিতে হইবে।

বৈষম্যের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক একাডেমী, অস্ত্র নির্মাণ কারখানা এবং সামরিক হেড কোয়ার্টার্স ইত্যাদির দাবী করেন। তিনি বলেন, আমরা সত্যিকারের নাগরিকদের মর্যাদা চাই।

গত ১০ বৎসরের শোষণের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, ইনশাআল্লাহ শত জেল-জুলুমের মধ্যে দিয়াও ৬ দফার মাধ্যমে এদেশের মানুষের মুক্তি আসিবে।

পূর্বাহ্নে জনাব জহীরুদ্দীন বক্তৃতাদানকালে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের লোক গরীব হইতে পারে; কিন্তু কোনদিন বৃটিশ ও হিন্দুদের গোলামী মানিয়া নেয় নাই।

তিনি বলেন, আমরা পাকিস্তানকে ভাঙ্গিয়া দিতে চাই-ইহা মিথ্যা প্রচারণা। আমরা ৬ দফার মাধ্যমে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দুই অংশকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাই এবং দুই অংশকে যদি শক্তিশালী করিতে হয় তবে ইহা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তিনি বলেন, আমাদের দাবীর মধ্যে কোন স্বাধীন বাংলার দাবী নাই। ইহা মিথ্যা প্রচারণা।

জনসাধারণ বৃষ্টিতে ভিজিয়া সভা শুনিতে চাহিলেও প্রবল বৃষ্টি বর্ষণের জন্য সভার কার্য শেষ হইবার পূর্বেই বাধ্য হইয়া বন্ধ করিতে হয়। সভা শেষ হইবার পরও বিরাট জনতা আরও বক্তৃতা শুনিবার জন্য ময়দানে দণ্ডায়মান থাকে।

Dawn

21st March 1966

MUJIB DEFENDS 6-POINT PLAN

‘Step to strengthen country’s foundation’

DACCA, March 20: Sheikh Mujibur Rahman, the newly elected President of East Pakistan Awami League, today called upon the people to prepare themselves to launch a relentless, peaceful and democratic movement in the country for the attainment of his party’s six-point programme.

He was addressing a huge public meeting at Paltan Maidan here this afternoon. The meeting was also addressed by Mr. Zaheeruddin, General Secretary of the Pakistan Awami League.

Sheikh Mujibur Rahman replied to criticisms of the Pakistan Muslim League President count by count, and exhorted the people to make all sacrifices for the realisation of the six-point programme.

He declared that “no amount of threat or coercion. Would doesn’t the people from fighting of the attainment of this adjectives. If required each and every Awami Leaguer, would go to jail for the purpose.

Sheikh Mujib asserted that not a strong centre but strong East and West Pakistan would strengthen the foundation of the country.

This fact was amply proved during the September War when despite a strong centre East Pakistan remained “completely isolated and helpless”.

He also refuted the charge that they were planning for a greater Bengal. We want to reiterate the historical fact. We wanted to include United Bengal and Assam with Pakistan”, at the time of independence, he pointed out.

He said the future prosperity and progress of the country lay in the six-point programme which he described to be the “Magna Carta” for the people of both wings of Pakistan.

He said the proposal for empowering the federating units exclusively to heavy taxes was desirable because it facilitated full opportunities in Utilise own resources for the federating units.

The federating units, he pointed out, would always be willing to provide all the resources for the Central administration.

About other proposals included in the six-point programme he said these were adult franchise and sovereignty of legislature.

Dawn

21st March 1966

E Wing AL adopts 6-point programme

DACCA, March 20: The East Pakistan League yesterday “fully” endorsed and adopted as the party programme the six-points recently put forward by its Secretary General and President-elect, Sheikh Mujibur Rahman.

The endorsement was given at the party’s current conference.

A party Press release said yesterday that the six-point programme was “most opportune and commendable” for “strengthening the defence of East Pakistan, and for its economic and political emancipation.

If implemented in “Its true spirit” the programme will lead to greater integrity and solidarity of Pakistan and “contribute immensely to the development and growth of Pakistani nationalism,” the release added.

A number of resolutions went also passed by the AL conference yesterday. One of them Viewed “with great concern the determention in the economic condition or the people for lack of opportunities of earning on the one hand and soaring prices of all essential commodities on the other and demanded arrangements “for balancing this anamolus position.”

It also disapproved for compulsory paddy procurement policy of the Government of East Pakistan for building up reserve stocks and demanded its withdrawal. Instead it recommended building up of these stocks through imports.

Another resolution demanded immediate release of all political prisoners detained under Satety Laws or Defence of Pakistan Rules. The DPR and other emergency measures introduced in the wake of Indo-Pakistan conflict last September should be withdrawn it said.

In this context it asked for the release of five West Pakistan leaders and students now under detention for agitation against the Tashkent Declaration. All cases instituted in this connection should be withdrawn.

In another resolution the East Pakistan Awami League appealed to its detained West Pakistani colleague, Khwaja Mohammad Rafique to said reported hunger strike.

Dawn
21st March 1966
ONLY Strong
PAKISTAN CAN SURVIVE
Lundkhaur opposes Mujib's 6-point plan
(From Dawn Staff Correspondent)

PESHAWAR, March 20: The six-point plan of some Awami League leaders of East Pakistan would disintegrate Pakistan. This was stated by Khan Ghulam Mohammad Khan Lundkhaur General Secretary of the West Pakistan Awami League.

Addressing a Press conferenced here this afternoon, Mr Lundkhaur said he had been to East Pakistan and had prolonged discussions with the leaders of this move. He told them that in case their programme materialised East Pakistan would not do better than a slave of oppressive Hindu India because East Pakistan cannot survive as an independent state while West Pakistan would also be most adversely hit and may not be in a position to check any aggression such as was committed against Pakistan in September last.

He said a number of leading East Pakistanis do not see eye to eye with this programme but they are convinced that “all disparities between West and East Wings should be removed forthwith”.

Mr. Lundkhaur pleaded that transfer of railways and communications to the Provinces was not a good policy and efforts should be made to return these subjects to the Centre. He added a very strong Centre was essential for a strong Pakistan in view of Pakistan being surrounded by the country which has remained hostile to Pakistan since its birth.

APP adds:

Mr. Lundkhaur said the six-point programme of Sheikh Mujibur Rahman also included a proposal which takes away the power of taxation from the Central Government.

“How would the Central Government run without, having powers to levy taxes to meet its expenditure, he asked.

Khan Ghulam Mohammad Khan, who is also President of the Anjuman-i-Haque-i-Zamindaran, said that the cane-growers in the Peshawar and Mardan district were faced with great hardships because sugar mill owners were withholding the payment of their purchases on the plea that the Government had failed to make payments for the stocks purchased.

He said the mill owners have also alleged that the Government has failed to lift its quota of sugar from the mills.

He demanded that the Government should intervene in the matter to help the growers.

দৈনিক ইত্তেফাক

২১শে মার্চ ১৯৬৬

চরম ত্যাগের প্রস্তুতির বাণী লইয়া দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়ুন,

প্রত্যন্ত প্রদেশের প্রতিটি মানুষকে জানাইয়া দিন—

সর্বস্ব পণ করিয়াই আমরা আজ আন্দোলনের এ কটকাকীর্ণ পথে পা বাড়াইয়াছি

— পল্টনের জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান

(স্টাফ রিপোর্টার)

কালবৈশাখীর উদ্দাম নতুন ধূলিঝড় এবং বৃষ্টি সত্ত্বেও গতকাল (রবিবার) পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক এক জনসভার মধ্যদিয়া পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের তিনদিনব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে।

প্রকৃতির উদ্দাম তাণ্ডবকে তুচ্ছ করিয়া সভায় সমাগত বিপুল জনশ্রোতের উদ্দেশ্যে তুমুল করতালি ও হর্ষধ্বনির মধ্যে দৃষ্টকণ্ঠে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত সভাপতি ঘোষণা করেন, নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে ৫ কোটি মানুষের চোখে-মুখে আজ যে বিরাট জিজ্ঞাসা, কুসুমাস্তীর্ণ পথে সে জিজ্ঞাসার জবাব পাইতে হইলে জেল-জুলুম, অত্যাচার-নির্যাতনকে আশীর্বাদ বলিয়া বরণ করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে মৃত্যুকে আলিঙ্গনের জন্যও প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সাড়ে ৫ কোটি মানুষের ভাগ্য ও দেশের দুই অংশের বৃহত্তর ঐক্য ও সংহতির জন্য চরম ত্যাগ স্বীকারের প্রস্তুতির এই বাণী লইয়া আপনারা দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়ুন, পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যন্ত প্রদেশের প্রতিটি মানুষকে জানাইয়া দিন, দেশের জন্য, দেশের জন্য, অনাগতকালের ভাবী বংশধরদের জন্য সবকিছু জানিয়া শূন্যিয়াই আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীরা এবার সর্বস্ব পণ করিয়া নিয়মতান্ত্রিক পথে ৬-দফার ভিত্তিতে দেশব্যাপী আন্দোলনের জন্য আগাইয়া আসিয়াছে।

সভায় সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান বক্তৃকণ্ঠে ঘোষণা করে যে, কঠোর নিয়তান্ত্রিক সংগ্রামের মধ্যদিয়া আমাদেরকে ৬-দফা দাবী আদায় করিতে হইবে। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষকে ৬-দফা দাবী আদায়ের উদ্দেশ্যে শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়িয়া তোলার আহ্বান জানান। তিনি ঘোষণা করেন যে, এইবার যদি কোন গণতান্ত্রিক কর্মীর উপর নির্যাতন নামিয়া আসে, তবে পূর্ব পাকিস্তানের সব

কয়টি কারাগার আমরা ভরিয়া তুলিব, আমরা শান্তিপূর্ণভাবে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করিব। তিনি ঘোষণা করেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা সৃষ্টি এই দুই প্রদেশের জনসাধারণকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করিয়া গড়িয়া তোলার মধ্যেই পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি নিহিত আছে। গোটা পাকিস্তানের দশ কোটি মানুষের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি ও তাহাদের সমৃদ্ধি সাধনকল্পেই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ৬-দফা দাবী উত্থাপন করিয়াছে। বিগত ১৮ বৎসরের বঞ্চনা ও নির্যাতনের আলোকে বিচার করিয়া দেখা গিয়াছে যে, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি প্রবর্তন করিতে না পারিলে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে ৫ কোটি মানুষের বাঁচিবার কোন উপায় নাই।

কেন এই বৈনসায়

পূর্ব পাকিস্তান দেশের শতকরা ৭৫ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করে, পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ অধিবাসী বাস করে। তথাপি পূর্ব পাকিস্তানকেই বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকারে পরিণত হইতে হইয়াছে কেন? কেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি ইনসায় করা হয় নাই?

যদি পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানের তিন-তিনটি রাজধানী থাকিত, যদি সামরিক বাহিনীর তিনটি সদর দফতরই এখানে থাকিত, যদি দেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক রাজধানী ঢাকায় হইত, যদি বিদেশী কূটনৈতিক মিশনগুলির সদর দফতর এখানে থাকিত, তবে আমরা নয়, ৬-দফার মত দাবী লইয়া সংগ্রাম করিত পশ্চিম পাকিস্তানের ভাইয়েরা।

চিন্তা করিয়া দেখুন

পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইদের প্রতি ৬-দফা দাবীর যুক্তিযুক্ততা উপলব্ধি করার আহ্বান জানাইয়া শেখ মুজিব বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানীরা পাকিস্তান সংগ্রামে কি কোরবানী করিয়াছে, পূর্ব পাকিস্তান দেশের অর্থনীতিতে কি পরিমাণ অর্থ যোগান দেয়, পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সৌহার্দ্য রক্ষার জন্য আমরা স্বাধীনতার পরও রাজনীতিক্ষেত্রে কি কোরবানী দিয়াছি পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইদের আজ তা গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখা দরকার। তাদের উপলব্ধি করা দরকার যে, কেন্দ্রে আজ একটি ‘মহাশক্তির সরকার’ থাকা সত্ত্বেও বিগত যুদ্ধের সময় সে সরকার পূর্ব পাকিস্তানের কোন কাজে আসে নাই।

শক্তিশালী কেন্দ্র থাকিয়া কি লাভ হইল

‘শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের’ প্রধান স্বয়ং যুদ্ধের সময় এখানে আসিতে পারেন নাই। পশ্চিম পাকিস্তান হইতে কোনরূপ সাহায্য-সহায়তা এখানে পাঠানো সম্ভব হয় নাই। জাতির চরম বিপর্যয়ের দিনে আইয়ুব সাহেবের

শক্তিশালী সরকার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। এই অভিজ্ঞতার আলোকে সবাইকে গোটা সমস্যাটিকে তলাইয়া দেখিতে হইবে। পাকিস্তানকে সত্যিকারের শক্তিশালী করিতে হইবে। পাকিস্তানের দুইটি হাতকে সমান শক্তিশালী করিতে হইবে। আজ পাকিস্তানের দুইটি হাতের মধ্যে একটি পঙ্গু হইয়া গিয়াছে আর একটি ফাঁপিয়া উঠিয়াছে—এই অবস্থাকে শক্তিমান অবস্থা বলা যায় না।

পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষা ব্যবস্থা

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার প্রশ্নে ওয়ারস’তে মার্কিন ও চীনা রাষ্ট্রদূতদের মধ্যে অনুষ্ঠিত যে আলোচনার কথা পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব ভুট্টো সম্প্রতি উল্লেখ করিয়াছেন, শেখ মুজিব তার সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার জন্য যদি চীন এবং আমেরিকার দিকে তাকাইয়া ও নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়, তবে পাকিস্তানের শক্তিশালী কেন্দ্রের আর প্রয়োজন কি? দেশরক্ষার প্রশ্নে বিদেশী সরকারের উপর নির্ভরশীলতার কথা উল্লেখ করিয়া পররাষ্ট্রমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার কথাই প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। এই তথ্য প্রকাশের পর পূর্ব পাকিস্তানবাসীরা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রবক্তাদের প্রতি আর ঈমান আনিবে কিভাবে? শেখ মুজিবর রহমান দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিয়া বলেন যে, ৬- দফা দাবী আদায়ের জন্য যারা সংগ্রাম করিবে তাদের উপর অত্যাচার আসিবে, নির্যাতন হইবে; কিন্তু এই অত্যাচার আর নির্যাতন সহ্য করিয়া লইয়াও সংগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, একদিন সবাইকে মরিতে হইবে। সেই মৃত্যুর আদেশ পরম করুণাময়ের নিকট হইতে আসিবে, ব্যক্তিবিশেষের নিকট হইতে আসিতে পারে না। শেখ সাহেবের বক্তৃতা চলিতে থাকা কালেই বৃষ্টির চাপ বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে প্রস্তাবাবলী শ্রবণের পর সভার কাজ শেষ করা হয়।

Morning News

21st March 1966

6-Point Programme Magna Carta For Pakistanis

—Mujib

Sheikh Mujibur Rahman newly elected President of the East Pakistan Awami League yesterday called upon the people to prepare themselves to launch a “relentless peaceful and democratic movement” in the country for the attainment of his party’s six-point programme, reports PPA.

He was addressing a public meeting at the Paltan Maidan here yesterday afternoon. The meeting was also addressed by Mr. Zaheeruddin, the General Secretary of the Pakistan Awami League.

Sheikh Mujibur Rahman replied to criticisms of the Pakistan Muslim League President, count by count. and exhorted the people to make all sacrifices for realisation of the six-point programme,

He declared that “no amount of threat or coercion” would desist the people to fight for the attainment of this objective: if required, each and every Awami Leaguer, would go to jail for the purpose.

Sheik Mujib asserted that not a strong Centre but strong East and West Pakistan would strengthen the foundation of the country.

This fact was amply proved during the September war, when, despite a strong Centre, East Pakistan remained “completely isolated and helpless”. Sheikh Mujib reiterated that both East and West Pakistan must be made self-sufficient in all respects including in matter of defence.

CHARGE REFUTED

He said that the six-point envisaged a scheme for a happy, prosperous and strong Pakistan. He refuted the charge that the framer of the six-point programme wanted to disintegrate Pakistan. He also refuted the charges that they were planning for a Greater Bengal. “I want to iterate the historical fact. We wanted to include a United Bengal and Assam with Pakistan” at the time of the independence, he pointed out.

“Whenever people had come out with some demand about their rights,” he continued, “they had been termed as antistate elements.”

He said that future prosperity and progress of the country lay in the six-point programme which, he described as was the “Magna Carta” for the people of both wings of Pakistan.

Sheikh Mujib said that hopes and aspirations of the people were manifested in the six-point programme.

Morning News

21st March 1966

EPAL Okays Six-point Programme

The East Pakistan Awami League on Saturday “fully” endorsed and adopted as the party programme the six point recently put-forward by its Secretary-General, Sheikh Mujibur Rahman, reports PPA.

The endorsement was given at the party’s current conference.

A Party Press release said on Saturday that the six-point programme was “most opportune and commendable” for “strengthening the defence of East Pakistan, and for its economic and political emancipation.”

If implemented in “Its true spirit” the programme will lead to greater integrity and solidarity of Pakistan and “contribute immensely to the development and growth of Pakistani nationalism” the release added.

A number of resolutions were also passed by the AL conference on Saturday, one of them viewed “with great concern the deterioration in the economic condition of the people for lack of opportunities of earning on the one hand and soaring prices of all essential commodities on the other”, and demanded arrangements “for balancing this anomalous position.”

It also disapproved of compulsory paddy procurement policy of the Government of East Pakistan for building up reserve stocks and demanded its withdrawal instead. It recommended building up of these stocks through imports.

Detenus

Another resolution demanded immediate release of all political prisoners detained under the Safety Laws or Defence of Pakistan Rules. The DPR and other emergency measures introduced in the wake of the Indo-Pakistan conflict last September should be withdrawn, it said.

In this context, it asked for release of five West Pakistani Leaders and students now under detention for agitation against the Taskent Declaration. all cases instituted in this connection should be withdrawn.

It also demanded compensation for the families of victims of firings in West Pakistan on persons agitating against the TD.

In another resolution, the East Pakistan Awami League appealed to its detained West Pakistan colleague. Khwaja Mohammad Rafique to end his reported hangar strike.

সংবাদ
২১শে মার্চ ১৯৬৬

আওয়ামী লীগ কাউন্সিল শেষে পল্টনের জনসভায় শেখ মুজিব
কোন হুমকিই জনসাধারণকে ৬-দফা দাবী হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

‘ছয় দফা’ কর্মসূচীর ভিত্তিতে দেশবাসী শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে।’ গতকল্য (রবিবার) অপরাহ্নে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত অর্ধলক্ষাধিক লোকের একবিরাট সমাবেশে আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান উপরোক্ত আহ্বান জানান। সমাবেশে ছয়দফা কর্মসূচী বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে জনাব মুজিব বলেন যে, কেবলমাত্র শক্তিশালী কেন্দ্র নহে, পাকিস্তানের উভয় অংশকে শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে দেশের ভিত্তি সুদৃঢ় হইতে পারে। জনাব মুজিব ঘোষণা করেন যে, কোন হুমকি, কোন ভীতিই জনসাধারণকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের আন্দোলন হইতে বিরত করিতে পারিবে না।

গতকল্য আওয়ামী লীগের আহ্বানে পল্টন ময়দানে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তৃতা করেন আওয়ামী সভাপতি জনাব শেখ মুজিবর রহমান ও প্রাক্তন প্রাদেশিক মন্ত্রী, আওয়ামী লীগ নেতা জনাব জহিরুদ্দীন। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে শেখ মুজিবের ছয়-দফা কর্মসূচীর প্রতি সমর্থন জানানো হয়। বৃষ্টিপাত ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য সভার কাজ সংক্ষিপ্ত করিতে হয়। জনসমাবেশে বক্তৃতাকালে শেখ মুজিবর রহমান একের পর এক মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্টের সমালোচনার জবাব প্রদান করেন এবং জনসাধারণকে ছয়দফা কর্মসূচী অর্জনে যে কোন ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইবার আহ্বান জানান।

পাকিস্তানের উভয় অংশকে সমভাবে শক্তিশালী করার আহ্বান জানাইয়া জনাব মুজিব বলেন যে, কেবলমাত্র শক্তিশালী কেন্দ্র নয়, দেশের উভয় অংশকে শক্তিশালী করিতে হইবে। ইহার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জনাব মুজিব বিগত পাক-ভারত যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, গত সেপ্টেম্বর মাসের যুদ্ধের সময় দেখা গিয়াছে, শক্তিশালী কেন্দ্র থাকা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তান “সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন এবং অসহায়” হইয়া পড়িয়াছিল।

তিনি বারংবার প্রশ্ন তুলিয়া ধরেন, কেন তাহা হইলে পূর্ব পাকিস্তানকে এই জাতীয় সংকটের সময় সাহায্য করা যায় না, কেন তাহা হইলে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাতীয় পরিষদে এই উক্তি করিয়াছিলেন যে, চীনের জন্যই পূর্ব পাকিস্তান রক্ষা পাইয়াছে। কেন্দ্রকে শক্তিশালী করার কথা তাহা

হইলে খাটে কি করিয়া? পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা কখনও পশ্চিম পাকিস্তান কিম্বা বিদেশের উপর নির্ভরশীল হইতে পারে না বলিয়া তিনি দৃঢ়মত প্রকাশ করেন।

শেখ সাহেব দৃঢ়তার সহিত পুনরুল্লেখ করেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয় অঞ্চলকেই প্রতিরক্ষাসহ সকল দিক হইতে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিতে হইবে।

তিনি বলেন, ৬-দফাতে একটি সুখী, সমৃদ্ধিশালী ও শক্তিশালী পাকিস্তানের পরিকল্পনা তুলিয়া ধরা হইয়াছে। ৬-দফা কর্মসূচী যাহারা তৈরী করিয়াছেন, তাহারা পাকিস্তানকে বিভক্ত করিতে চান বলিয়া যে অভিযোগ করা হইতেছে, তিনি তাহা নাকচ করিয়া দেন। তাহারা বৃহত্তর বাংলার পরিকল্পনা করিতেছেন বলিয়া যে অভিযোগ করা হইতেছে, তিনি তাহাও নাকচ করিয়া দেন। “আমি এই ঐতিহাসিক ঘটনার পুনরুল্লেখ করিতে চাই যে, স্বাধীনতা অর্জনের সময় আমরা যুক্ত বাংলা এবং আসামকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিয়াছিলাম” বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি দুঃখ করিয়া বলেন যে, অতীতে ইহার দরশন জনাব এ, কে ফজলুল হক, জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিকের ন্যায্য বরণ্য নেতাদের বিশ্বাসঘাতক রূপে আখ্যায়িত করা হয়।

তিনি আরও বলেন, “জনসাধারণ যখনই তাহাদের অধিকার সম্পর্কে কিছু দাবী-দাওয়া উত্থাপন করিয়াছেন তখনই তাহাদের রাষ্ট্র বিরোধী ব্যক্তি নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

ইহা জনসাধারণকে তাহাদের দাবী-দাওয়া আদায়ের সংগ্রাম হইতে বিরত করিতে পারে নাই। অতীতের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য যখন দাবী জানানো হইয়াছিল, তখনও অনুরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছিল।

তিনি বলেন যে, ৬-দফা কর্মসূচীর উপর দেশের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি নির্ভর করিতেছে। ইহাকে তিনি পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের জনগণের ‘ম্যাগনাকার্টা’ বলিয়া আখ্যায়িত করেন।

শেখ মুজিব বলেন, ৬-দফা কর্মসূচীতে জনগণের আশা ও আকাঙ্ক্ষার সন্নিবেশ ঘটিয়াছে।

তিনি তাহার ৬-দফা কর্মসূচীর সমর্থনে রাশিয়া ও কানাডার শাসনতন্ত্র হইতে ঘন ঘন উদ্ধৃতি করেন।

তিনি বলেন, ফেডারেটিং ইউনিটের আঞ্চলিক সেনাবাহিনীর প্রস্তাব উত্থাপন আদৌ অস্বাভাবিক নয়। দেশে পূর্ব হইতেই এই ধরনের রেঞ্জার্স

ইউনিট এবং পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল বাহিনী রহিয়াছে। উপরন্তু ভৌগোলিক অবস্থার বৈশিষ্ট্য পাকিস্তানের সংহতি ও নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের দাবীদার বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

শেখ সাহেব বলেন, ফেডারেটিং ইউনিট যে বিদেশের সহিত বাণিজ্য করিয়া থাকে এবং এমনকি বিদেশে বাণিজ্য প্রতিনিধিদলও প্রেরণ করেন, তাহার নজীর রহিয়াছে।

৬-দফাতে অন্যান্য যেসব প্রস্তাব রহিয়াছে সেগুলি হইতেছে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার এবং আইন পরিষদের সার্বভৌমত্ব বলিয়া তিনি জানান।

দৈনিক পয়গাম

২১শে মার্চ ১৯৬৬

আসুন, একই মঞ্চে দাঁড়াইয়া ৬ দফা সম্পর্কে বিতর্কে অবতীর্ণ হই

শেখ মুজিবের প্রতি পররাষ্ট্র উজির ভূট্টোর চ্যালেঞ্জ

(স্টাফ রিপোর্টার)

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র উজির জনাব জুলফিকার আলী ভূট্টো গতকল্য (রবিবার) এখানে বলেন যে, অশুভ শক্তির উপর শুভ শক্তির জয়ের ফলেই পাকিস্তানের সৃষ্টি হইয়াছে। তাই আজ যে অশুভ শক্তির পায়তারা শুরু হইয়াছে, উহা ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

পাকিস্তান মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সমাপ্তি অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে জনাব ভূট্টো উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, পাকিস্তানের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মুক্তির প্রতীক এবং ইসলামী আশর লহিত অবিচ্ছেদ্য। ইসলামকে যেমন দ্বিধাবিভক্ত করা যায়নি এবং ইসলাম যেমন চিরন্তন সত্য, তেমনি পাকিস্তানও এক এবং চিরন্তন। সারা পাক-ভারতের মুসলমানের ইচ্ছায় পাকিস্তান সৃষ্টি হইয়াছে। তাই পাকিস্তানের কোন অংশের জনগণ ইহার নয়া আকৃতি দান করিতে পারে না এবং তাহাদের সে অধিকারও নাই। তাই ছয় দফার ভিত্তিতে পাকিস্তানকে নতুনভাবে ঢালাই করা “নয়া গ্রানাডার” সৃষ্টি করিবে।

জনাব ভূট্টো বলেন, শেখ মুজিবর রহমানের সহিত তাঁহার কোন ব্যক্তিগত বিরোধ নাই। কিন্তু তিনি যে ৬ দফা দিয়াছেন, তাহা দেশকে ধ্বংসের পথে টানিয়া আনিবে। তাই জনগণকে ইহার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

শেখ সাহেবের প্রতি চ্যালেঞ্জ দিয়া তিনি বলেন যে, শেখ মুজিবরের সহিত একই সঙ্গে দাঁড়াইয়া এই ছয় দফার আলোচনা করিতে তিনি প্রস্তুত রহিয়াছেন।

দৈনিক পাকিস্তান

২১শে মার্চ ১৯৬৬

পল্টনে আওয়ামী লীগের জনসভা

মুজিব কর্তৃক মওদুদী ও চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর সমালোচনা

(স্টাফ রিপোর্টার)

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের দুইদিনব্যাপী সম্মেলনের শেষে গতকল্য রবিবার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান তাঁহার ৬-দফা আদায়ের জন্য দেশবাসীকে ব্যাপক আন্দোলনের আহ্বান জানান।

তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান হইতে পশ্চিম পাকিস্তানে সোনার মূল্য অনেক কম। এছাড়া অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য দুই অর্থনীতির প্রবর্তন করিতে বর্তমান সরকার রাজী নহেন বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন।

তিনি আরও দাবী করেন যে, দীর্ঘকাল হইতে যে, স্বায়ত্তশাসনের দাবী জানানো হইয়াছে, ৬-দফা প্রকৃতপক্ষে সেই স্বায়ত্তশাসনেরই বাস্তব মূর্তি।

৬-দফা সম্পর্কে দেশের বিভিন্ন মহলে যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, তাঁহারা পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থা, জনগণের সার্বজনীন ভোটাধিকার, কর আদায়ের এখতিয়ার পূর্ব পাকিস্তানের হাতে প্রত্যর্পণ এবং পূর্ব পাকিস্তান কর্তৃক অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানেই ব্যয় করার দাবী জানাইয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানীদের সহিত তাঁহার কোন শত্রুতা নাই।

তিনি বলেন যে, তাঁহার ৬-দফার মধ্যে তিনি কেন্দ্রের হাতে দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি অর্পণের কথা বলিয়াছেন।

আওয়ামী লীগ নেতা নেজামে ইসলাম দলের চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ও জামাতে ইসলামীর মওলানা মওদুদীর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, চৌধুরী মোহাম্মদ আলীও হঠাৎ পূর্ব পাকিস্তানীদের দরদী হইয়া পড়িয়াছেন।

শেখ মুজিব বলেন যে, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী দেশের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে পূর্ব পাকিস্তানের উপর যেমন অবিচার চালানো হইয়াছে তেমন আর কখনও হয় নাই। সুতরাং পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ সম্পর্কে কোন কথা বলার অধিকার চৌধুরী সাহেবের নাই।

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান যদি একই রকম শক্তিশালী ও উন্নত হয়, তাহা হইলেই পাকিস্তান অধিকতর শক্তিশালী হইবে।

দৈনিক পাকিস্তান

২১ শে মার্চ ১৯৬৬

শেখ মুজিবের ছয়দফায় একমত নহি —লুন্দখোর

পেশোয়ার, ২০ শে মার্চ (এপিপি)।— পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী খান গোলাম মোহাম্মদ খান লুন্দখোর অদ্য এখানে বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমানের ৬-দফা কার্যক্রমের সহিত তিনি এবং পার্টির বহু সদস্য একমত নহেন।

এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতাকালে উপরোক্ত মন্তব্য করিয়া তিনি পূর্ব পাকিস্তানের প্রকৃত অভাব-অভিযোগ দূরীকরণের সপক্ষে; কিন্তু একই সঙ্গে তিনি শক্তিশালী কেন্দ্রেরও সমর্থক।

তিনি বলেন যে, কেন্দ্রকে দুর্বল করার যে কোন চেষ্টা দেশের উভয় অংশে দুর্গতি ডাকিয়া আনিবে।

আজাদ

২২শে মার্চ ১৯৬৬

আওয়ামী লীগ কর্তৃক ভুটোর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ

ঢাকা, ২১শে মার্চ।— পূর্ব পাকিস্তানের যে কোন স্থানে যাইয়া একই মঞ্চ হইতে ছয় দফা কর্মসূচী আলোচনার জন্য পররাষ্ট্র উজীর জনাব জেড, এ, ভুটো শেখ মুজিবর রহমানের প্রতি যে চ্যালেঞ্জ প্রদান করিয়াছেন, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দীন আহমদ অদ্য উক্ত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন।

অদ্য রাত্রে সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ নেতা জনাব ভুটোকে নিজ পছন্দ অনুযায়ী প্রদেশের যে কোন স্থানে আগামী রবিবার এক জনসভার আয়োজন করার অনুরোধ জানাইয়াছেন।

তিনি বলেন যে, জনগণ নিজেদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে যে কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত রহিয়াছে।

জনাব তাজউদ্দীন আহমদ বলেন যে, সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গণভোট গ্রহণ দ্বারা এই বিষয়ে মতামত সংগ্রহ করা উচিত।

আওয়ামী লীগ নেতা বলেন যে, জনাব ভুটো যদি উল্লিখিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শতকরা ৩০টি ভোটও লাভ করেন, তবে আওয়ামী লীগ ছয় দফা কর্মসূচীকে পুনর্বিবেচনা করিতে রাজী আছে।—পি, পি এ

দৈনিক ইত্তেফাক

২২শে মার্চ ১৯৬৬

পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবীর প্রতি
মালিক সরফরাজের পূর্ণ সমর্থন
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

লাহোর, ১৯ শে মার্চ।— নিখিল পাকিস্তান জাতীয় সম্মেলনের আহ্বায়ক কমিটির সেক্রেটারী জেনারেল মালিক হামিদ সরফরাজ পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি গড়িয়া তোলার ন্যায়সঙ্গত দাবীর প্রতি বিরোধী দলের পক্ষ হইতে অদ্য পূর্ণ সমর্থন জানান।

এখানে সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তিনি শেখ মুজিবর রহমানের ৬-দফা দাবীর সহিত বিরোধী দলের মতদ্বৈধতার পরিষ্কার ব্যাখ্যাদান করেন এবং প্রসঙ্গতঃ ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের প্রতি মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর দৃঢ় সমর্থনের কথা উল্লেখ করেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবর রহমানের ৬-দফা কর্মসূচী সম্পর্কে মন্তব্যমূলক বক্তৃতার বক্তব্য তিনি মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিয়াছেন।—পি,পি,এ

Morning News

22th March 1966

LUNDKHWAR AGAINST MUJIB'S PROGRAME

PESHAWAR, March 21 (APP) : Khan Ghulam Mohammad Khan Lundkhwar General Secretary of the West Pakistan Awami League said here yesterday that he also with many other members of the party did not agree with the six-point programme of Sheikh Mujibur Rahman.

He was addressing a Press conference here yesterday morning. He said while he was all in favour of removing the genuine grievances of East Pakistan, he stood for a strong Centre.

Any move to weaken the Centre, he added, would spell disaster to both wings of the country.

সংবাদ

২২শে মার্চ ১৯৬৬

ভুটোর চ্যালেঞ্জের জবাবে তাজউদ্দীন

ঢাকা, ২১শে মার্চ।— সম্প্রতি শেখ মুজিবর রহমানের প্রতি পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুটোর এক চ্যালেঞ্জের পরিশ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তান

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন অদ্য সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন।

উক্ত বিবৃতিতে তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের যে কোন স্থানে শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত একই মঞ্চে দাঁড়াইয়া ছয় দফা সম্পর্কে বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর চ্যালেঞ্জ সম্পর্কিত অদ্যকার পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত এক খবরের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে। ন্যায়সঙ্গত দাবী আদায়ের ব্যাপারে অতীতে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ অত্যন্ত সফলতার সহিত বহু বিখ্যাত ব্যক্তিদের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করিয়াছে এবং ন্যায়সঙ্গত দাবী আদায়ের ব্যাপারে অতীতে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ যে সমস্ত ব্যক্তিদের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করিয়াছে, তাহারা কেহই জনাব ভুট্টো অপেক্ষা কম বিখ্যাত নহেন। তিনি বলেন, বর্তমানেও জনসাধারণের ন্যায়সঙ্গত দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানীরা যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত রহিয়াছে।

উক্ত বিবৃতিতে তিনি বলেন, আমি খুবই আনন্দিত হইয়াছি যে, জনস্বার্থ সম্পর্কিত সমস্ত মতবিরোধের নিষ্পত্তিকারী যে জনসাধারণ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো সেই জনসাধারণেরই সম্মুখীন হওয়ার প্রস্তাব করিয়াছেন।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন তাহার উক্ত বিবৃতিতে ঘোষণা করেন যে, অত্যন্ত বিনয়ের সহিত পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব ভুট্টোর উক্ত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিতেছি এবং আগামী রবিবারে পল্টন ময়দানে অথবা তাহার পছন্দসই পূর্ব পাকিস্তানের যে কোন স্থানে এক জনসভা অনুষ্ঠানের জন্য আমি তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি। এবং বিষয়টি সম্পর্কে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য উক্ত জনসভায় তিনি তাহার নেতাকেও আহ্বান করিতে পারেন।

জনাব তাজুদ্দিন বলেন যে, জনাব ভুট্টো দয়া করিয়া উহাতে সম্মত হইলে আগামী রবিবারে জনাব ভুট্টোর ইচ্ছানুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানের যে কোন স্থানে আমরাও জনসভার আহ্বান জানাইব।

তিনি বলেন, যেহেতু জনাব ভুট্টো জনসাধারণের সহিত পরামর্শের পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন সেই কারণে গণতান্ত্রিক উপায়ে বিষয়টির নিষ্পত্তির জন্য সর্বজন স্বীকৃত রেফারেন্ডমের নীতি গ্রহণ করা বিজ্ঞচিত হইবে।

জনাব তাজুদ্দিন বলেন যে, প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার ভিত্তিতে সারা পূর্ব পাকিস্তানে জনাব ভুট্টো যদি রেফারেন্ডমের ব্যবস্থা করিতে পারেন তাহা হইলে তিনি জনসাধারণের পক্ষে এক মহৎকার্য সাধন করিবেন।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সম্পাদক তাহার বিবৃতিতে বলেন যে, ছয় দফা দাবীর উপর অবাধ ও নিরপেক্ষ রেফারেন্ডমে জনাব ভুট্টো ও তাহার দল যদি শতকরা বিশটি ভোট পান তাহা হইলে আওয়ামী লীগ উহার ৬-দফা সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করিবে।

Pakistan Observer

23rd March 1966

Ispahani slates 6-point programme

KARACHI, March 21: Mr. M.A.H. Ispahani, a former Central Minister and diplomat, said in Karachi on Monday that the Awami League leader Sheikh Mujibar Rahman's six-point programme on changes in Pakistan's constitutional structure was "fraught with grave danger and aims at the disintegration of our beloved country," reports APP.

Mr. Ispahani, who was a member of the Working Committee of the All-India Muslim League under the Quaid-e-Azam said: "To criticise the Government in power and its policy is no crime, much less treason. But to work for the disintegration of our country is something vastly different which no patriotic Pakistani can ever countenance".

"Consider is the bounden duty of every sensible and patriotic Pakistani to oppose.

It (6-point programme) tooth and nail and to crush it before a band of un-thinking and credulous persons are misled into ceating disorder and disaster" Mr. Ispahani said.

Dawn

25th March 1966

Ulemas body states,

Mujibur Rahman's 6-point programme

The Central Jamiatul Ulema-i-Pakistan, Karachi, on Wednesday criticised Sheikh Mujibur Rahman's six-point programme which, it said, aimed at creating disruption between the two Wings of the country and undoing the very ideology of Pakistan.

By a resolution passed at its meeting, the Jamiat has asked its branches at Dacca, Chittagong and Khulna to forcefully oppose the sinister move. The meeting was held under the chairmanship of Maulana Abdul Hamid Badayuni, President of the Jamiat.

The meeting passed a number of resolutions on various issues. By a resolution, the Jamiat welcomed President Ayub's appeal to Ulema and Mashaikh for maintaining national unity and discipline to further strengthen Pakistan. —APP.

দৈনিক ইত্তেফাক

২৫শে মার্চ ১৯৬৬

মুজিবের আজ সন্দীপ যাত্রা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী এম, এন, এ, শ্রম সম্পাদক জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সম্পাদক জনাব এম, এ, আজিজ এবং জনাব রফিকুল হোসেন এ্যাডভোকেট সমভিব্যাহারে উল্লেখযোগ্যে আজ (শুক্রবার) সকালে ঢাকা ত্যাগ করিবেন। তিনি আগামীকাল (শনিবার) সন্দীপে এবং আগামী পরশু (রবিবার) সাতকানিয়ায় জনসভায় বক্তৃতা দান করিবেন। শেখ মুজিব অন্যান্য নেতা সমভিব্যাহারে ২৮শে মার্চ রাতে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন।

Morning News

25th March 1966

Jamiat Criticises Mujib's Plan

KARACHI, March 24 (APP): The Central Jamiatul-Ulema Pakistan, Karachi, yesterday criticised Awami League. Sheikh Mujibur Rahman's six-point plan which it said, aimed at creating disruption between two wings of the country and undoing the very ideology of Pakistan.

By a resolution passed at a meeting of the Jamiat held yesterday the Jamiat has asked its branches at Dacca, Chittagong and Khulna to forcefully oppose the "sinister move". The meeting was held under the Presidentship of Maulana Abdul Hamid Badayuni, President of the Jamiat.

The meeting passed a number of resolutions on various issues by a resolution the Jamiat welcomed President Ayub's appeal to the "Ulema and Mashaikh" for maintaining national unity and discipline for further strengthening Pakistan.

সংবাদ

২৫শে মার্চ ১৯৬৬

ইস্পাহানীর মতে ৬-দফা ক্ষতিকর

করাচী, ২২শে মার্চ (পি,পি,এ)।- সাবেক মুসলিম লীগ নেতা জনাব এম,এ,এইচ ইস্পাহানী অদ্য প্রদত্ত এক বিবৃতিতে শেখ মুজিবর রহমানের ৬-দফাকে অত্যন্ত ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক বলিয়া আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন যে, পাকিস্তানের সংহতি নষ্টই হবার উদ্দেশ্য।

সংবাদ

২৫শে মার্চ ১৯৬৬

৬-দফার সমর্থনে পশ্চিম পাকিস্তানী আওয়ামী লীগ নেতা

করাচী, ২৪শে মার্চ।- করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব খলিল আহমদ তিরমিজি সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সম্মেলনে যোগদান করেন। গত ৮ই মার্চ হইতে ৩ দিনব্যাপী এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তিনি সংবাদপত্রে প্রকাশার্থ নিম্নলিখিত বিবৃতি দান করেনঃ-

গত কয়েক সপ্তাহ হইল শেখ মুজিবর রহমান তাঁহার ৬-দফা কর্মসূচী ঘোষণা করিয়াছেন। সরকারী মহল ও কতিপয় তথাকথিত পশ্চিম পাকিস্তানী নেতা ৬-দফার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের বিরোধিতা বোধগম্য। এইসব নেতৃবৃন্দই অতীতে বহু বৎসর যাবৎ পূর্ব পাকিস্তানের ৫ কোটি ৬০ লক্ষ লোকের দুর্দশায় কৃষ্ণিরাশ্র বর্ষণ করিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিপতিদের উপনিবেশে পরিণত হইয়াছে। ১৭ দিনের যুদ্ধের সময়ে পূর্ব পাকিস্তানীগণ হতবুদ্ধি ও অসহায় অবস্থায় এবং সম্পূর্ণরূপে নিজেদের ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া দিন কাটাইয়াছে। ইহা ছাড়া রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক ও প্রতিরক্ষার খাতিরে প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দ ৬-দফা কর্মসূচী প্রণয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তান দেশের অপর অংশ হইতে ১২ শত মাইল দূরে অবস্থিত। মধ্যখানে বিশাল বৈদেশিক ভূমি রহিয়াছে। এই অবস্থায় প্রতিরক্ষা, অর্থনীতি ও প্রশাসন ক্ষেত্রে স্বাধীন হইলেই শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তান টিকিয়া থাকিতে পারে। ইহা ছাড়া ১৯৪০ সনের প্রস্তাব প্রদেশের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতেই রচিত হয়। ১৯৪০ সনের লাহোর প্রস্তাবের প্রণেতাগণ মনে উপরোক্ত বিপদ সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনই উক্ত প্রস্তাবের মুখ্য বিষয়।

আমার স্থির বিশ্বাস যে, পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ আজ হউক বা কাল হউক, এই কর্মসূচীর সূফল বুঝিতে পারিবেন এবং উহার প্রতি পূর্ণ সমর্থন দান করিবেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ৬-দফা কর্মসূচী পাকিস্তানের ১০ কোটি লোকের সকলের জন্যই প্রণয়ন করা হইয়াছে। কতিপয় পুঁজিপতি নিজেদের

স্বার্থহানীর ভয়ে ইহার সমালোচনা শুরু করিয়াছেন। অতীতেও যখনই তাহাদের স্বার্থ হানির আশংকা দেখা দিয়াছে, তখনই তাঁহারা সমালোচনা মুখর হইয়া উঠিয়াছেন। জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের কাজে তাহারা সব সময়ই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। বর্তমান ৬ দফার ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইবে না।

আমি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি যে, জনগণ এইসব তথাকথিত দেশপ্রেমিকদের হীন কার্যাবলীর প্রতি নজর রাখিবেন এবং দৃঢ়তার সহিত ৬-দফা কর্মসূচীর প্রতি সমর্থন জানাইবেন।

দৈনিক পাকিস্তান

২৫শে মার্চ ১৯৬৬

জমিয়তে ওলামায়ের প্রস্তাব

দেশের দুই অংশের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিই ছয় দফার লক্ষ্য

করাচী, ২৩ শে মার্চ (এপিপি)।— গতকল্য এখানে জমিয়ত-উল-উলেমা-এ পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের ছয় দফার তীব্র সমালোচনা করা হয়।

প্রস্তাবে বলা হয়, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি এবং পাকিস্তানের মূল আদর্শকে ধ্বংস করাই ছয় দফার লক্ষ্য।

এই “মারাত্মক প্রবণতার” জোর বিরোধিতা করার জন্য জমিয়ত ইহার ঢাকা, চট্টগ্রাম, ও খুলনা শাখার প্রতি নির্দেশ দিয়াছে।

সমাজ লীগের নিন্দা

রাওয়ালপিণ্ডি, ২৪ শে মার্চ (পিপিএ)।— পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার যে-কোন প্রচেষ্টাই পাকিস্তানের সংহতির প্রতি হুমকি স্বরূপ।

করাচী নাগরিক সমাজ লীগের সম্পাদক এম আই হোসেন মঙ্গলবার সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতিতে উপরোক্ত অভিমত প্রকাশ করেন।

আজাদ

২৬শে মার্চ ১৯৬৬

শেখ মুজিবের চট্টগ্রাম যাত্রা

(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শেখ মুজিবর রহমান গতকাল শুক্রবার ট্রেনযোগে চট্টগ্রাম রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন।

জনাব রহমান আজ শনিবার সন্ধ্যাপে এবং আগামীকাল রবিবার সাতকানিয়ার জনসভায় বক্তৃতা দান করিবেন। আগামী ২৮শে মার্চ আওয়ামী লীগ সভাপতি ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন বলিয়া জানানো হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৬শে মার্চ ১৯৬৬

‘৬-দফা কায়েমী স্বার্থের মূলে আঘাত হানিয়াছে-তাই বিরোধিতা’

চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের কর্মসভায় শেখ মুজিবর রহমানের বক্তৃতা

(বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত)

চট্টগ্রাম, ২৫ শে মার্চ।— আজ এখানে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ অফিসে এক কর্মী সমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, ৬-দফা দাবী কায়েমী স্বার্থের মূলে আঘাত হানিয়াছে বলিয়াই কোন কোন মহল উহার বিরুদ্ধে বিভিন্ন কথা বলিতেছে। প্রেসিডেন্ট গৃহযুদ্ধ ও অস্ত্রের ভাষা সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে শেখ মুজিব বলেন যে, প্রেসিডেন্টের ন্যায় দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তি এই সকল কথা বলায় এই কথাগুলি বিশ্বাস করা ছাড়া উপায় নাই।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন, যে মুহূর্তে দেশবাসী ৬-দফা সম্পর্কে গভীর অবিনিবেশ সহকারে ভাবিতেছেন, তখন অপর কোন বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপন বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

কর্মী সভায় জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, জনাব রফিকুল হোসেন এ্যাডভোকেট এবং জনাব এম, এ, আজিজও বক্তৃতা করেন। আজ শেখ মুজিবর রহমান ‘উল্কাযোগে’, জনাব রফিকুল হোসেন এ্যাডভোকেট সমভিব্যাহারে চট্টগ্রাম পৌছেন। পরে গ্রীণ এ্যারোযোগে আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী ও সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী এম, এন, এ, চট্টগ্রাম পৌছেন।

সন্ধ্যাপ ও সাতকানিয়া সফর

শেখ মুজিবর রহমান অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সমভিব্যাহারে আগামীকাল (শনিবার) সকালে শিপিং কর্পোরেশনের জাহাজযোগে সন্ধ্যাপ গমন করিবেন। বিকালে নেতৃবৃন্দ সন্ধ্যাপে এক জনসভায় বক্তৃতা করিবেন।

রবিবার সকালে নেতৃবৃন্দ হেলিকপ্টারযোগে চট্টগ্রাম প্রত্যাবর্তন করিবেন এবং বিকালে সাতকানিয়ায় এক জনসভায় বক্তৃতা করিবেন। নেতৃবৃন্দ রবিবার রাতে ঢাকা মেলযোগে ঢাকা রওয়ানা হইবেন এবং সোমবার সকালে ঢাকা পৌছিবেন।

সংবাদ
২৬শে মার্চ ১৯৬৬
সবুর খান কর্তৃক ৬-দফার সমালোচনা

লাহোর, ২৪শে মার্চ (এ,পি,এ)।- গত মঙ্গলবার এখানে বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সহিত আলাপ-আলোচনাকালে কেন্দ্রীয় যোগাযোগমন্ত্রী জনাব আবদুস সবুর খান বলেন যে, জাতীয় পরিষদের মুসলিম লীগ দলীয় সদস্যগণ শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফার অন্তরালবর্তী চিত্র উন্মোচনের জন্য শীঘ্রই অভিযান শুরু করিবে।

তিনি আরও বলেন যে, দেশের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির জন্য কতিপয় মহল এই অপচেষ্টায় মতিয়াছেন। কিন্তু জনসাধারণ ইতিপূর্বে ইহাদের কার্যকলাপ বহুবার দেখিয়াছেন এবং তাহাদের কখনও প্রতারণিত করা যাইবে না বলিয়া তিনি দাবী করেন।

জনাব সবুর খান আরও বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ ছয় দফার প্রতি গুরুত্ব দেয় না বলিয়া তাঁহারা এই আন্দোলনের সহিত জড়িত নহে। দেশের সংহতি ও ঐক্যের প্রতি জনগণের যে অটুট আস্থা রহিয়াছে এই ধরনের আন্দোলন বা কর্মসূচী তাহাকে বিনষ্ট করিতে পারিবে না বলিয়া তিনি আশা প্রকাশ করেন।

জনাব সবুর খান এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, জনসাধারণ নিজেরাই বহুবার এই ধরনের আন্দোলন পর্যুদস্ত করিয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৮শে মার্চ ১৯৬৬
সন্দ্বীপের বিরূপ জনসভায় শেখ মুজিব
শোষণ মুক্তির জন্য ‘পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নিরাপত্তা বাঁধের প্রয়োজন’
(বিশেষ প্রতিনিধি প্রদত্ত)

সন্দ্বীপ, ২৬শে মার্চ।- পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান আজ এখানে এক ঐতিহাসিক জনসভায় ঘোষণা করেন যে, বঙ্গোপসাগরের বিধ্বংসী গ্রাস আর ভয়াল প্রকৃতির উদ্ভ্রমতার হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য দ্বিপাক্ষণীয় জনসাধারণের যেমন উপকূলীয় বাঁধ অতীব প্রয়োজন ঠিক তেমনি কায়মী স্বার্থবাদীদের শোষণীয় হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের একটি নিরাপত্তা বাঁধের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়া পূর্ব পাকিস্তানের উপর যে সর্বনাশ নামিয়া আসিয়াছে, সেই সর্বনাশের হাত হইতে রেহাই পাওয়ার জন্য এই নিরাপত্তা বাঁধ নির্মাণে আর কালবিলম্ব করা যায় না। এই নিরাপত্তা বাঁধই ৬-দফা।

আজ বেলা আড়াইটায় শেখ মুজিবুর রহমান, প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী এম, এন, এ, এবং চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এম, এ আজিজ সমিতিবাহারে জাহাজযোগে সন্দ্বীপ ঘাটে আসিয়া পৌছেন। বঙ্গোপসাগরে তখন জোয়ারের উদ্ভ্রমতা। তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সাগরের ভয়াল আর্তনাদকে স্তব্ধ করিয়া উপকূলে প্রতীক্ষারত সহস্র সহস্র ছাত্র-জনতা ‘৬-দফা জিন্দাবাদ’ ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া তোলেন এবং নেতৃবৃন্দকে স্বাগত জানান। উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে শেখ মুজিব সদলবলে একটি সাম্প্রদায়িক যোগে মাঝ দরিয়া হইতে কূলে আসিয়া পৌছিলে শত শত ছাত্রকর্মী নেতৃবৃন্দকে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করেন। সাগরের জোয়ারের মত সাগরকূলের মানুষের মধ্যেও যেন জোয়ার জাগিয়া উঠে। জনতা মিছিল করিয়া নেতৃবৃন্দকে শহরে লইয়া যায়। জাহাজঘাট হইতে শহর পর্যন্ত একটানা দুই মাইল পথে মানুষের মিছিল ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় নাই। মিছিলে প্রতিজন কর্মীর হাতে ফেটুনের ভাষায় এবং তাদের কণ্ঠে ৬-দফা দাবী আদায়ের দৃঢ় সঙ্কল্পের প্রতিচ্ছবি ও প্রতিধ্বনি ফুটিয়া উঠে। সন্দ্বীপের মত একটি অবহেলিত দ্বীপের মানুষকেও ৬-দফা যে কতখানি সংগ্রাম মুখর করিয়া তুলিয়াছে তা সম্বর্ণনা মিছিল স্বচক্ষে না দেখিলে অনুমান করা যায় না।

এইদিন নেতৃবৃন্দকে সম্বর্ণনা জ্ঞাপনের জন্য সন্দ্বীপের ৭টি হাইস্কুলের কোন ছাত্রই ক্লাসে যোগ দেয় নাই। সকাল ১০টা হইতে ছাত্র ও জনতা জাহাজঘাটে আসিয়া ভিড় জমায়। আড়াই লক্ষ লোক অধ্যুষিত সন্দ্বীপের ইতিহাসে শেখ মুজিবের এই সম্বর্ণনা ও তার জনসভা এক ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে।

সাধারণতঃ সন্দ্বীপের যেসব স্থানে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়, স্থানীয় সরকারী ও আধা-সরকারী কর্তারা তার কোনটাতেই আওয়ামী লীগের জনসভা অনুষ্ঠানের অনুমতি দেন নাই। বাধ্য হইয়া সন্দ্বীপ আওয়ামী লীগ চাষের জমির মধ্যে জনসভার আয়োজন করেন। চাষের জমিতে অনুষ্ঠিত জনসভায় সন্দ্বীপের আঠারটি ইউনিয়ন হইতে দলে দলে মানুষ যোগদান করে।

সহস্র সহস্র মানুষের তুমুল হর্ষধ্বনি ও জিন্দাবাদ ধ্বনির মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান বক্তৃতা করিতে শুরু করেন। সন্দ্বীপবাসীদের কাছে তিনি আওয়ামী লীগের ৬-দফাকে তাদের দৈনন্দিন জীবনের পটভূমিকায় বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, সাগরের মাঝেই আপনাদের বাস। প্রতিবছর নিষ্ঠুর প্রকৃতি আপনাদের জানমালের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। আপনাদের এবং

পরবর্তী বংশধরদের খেয়ালী প্রকৃতির নিষ্ঠুরতার হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য আপনারা দ্বীপের চতুর্দিকে একটি প্রতিরক্ষা বাঁধের দাবী করিয়াছেন। আপনাদের দাবীর সঙ্গে আমি একমত। বিগত যুদ্ধের সময় দেখা গিয়াছে যে, গোটা পূর্ব পাকিস্তানেই সন্দ্বীপের মত একটি দ্বীপ। সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানেরও কোন সম্পর্ক ছিল না। বিগত ১৮ বৎসর প্রদেশের উপর দিয়া অত্যাচার ও শোষণের ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে। শোষণ-জর্জরিত পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে ৫ কোটি মানুষ আজ হতসর্বস্ব। দেশের রাজধানীর উপর পূর্ব পাকিস্তানের কোন কর্তৃত্ব নাই, মূলধনের উপর কোন এখতিয়ার নাই; তদুপরি শুধু সামরিক বাহিনীর তিনটি সদর দফতরই পশ্চিম পাকিস্তানে তাই নয়, পূর্ব পাকিস্তানের যথাযোগ্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও নাই। তাই পূর্ব পাকিস্তানকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সর্বনাশের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য একটি নিরাপত্তা বাঁধের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।

শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের গৃহযুদ্ধ সম্পর্কিত উক্তিগত গভীর দুঃখ ও বিস্ময় প্রকাশ করেন। তিনি জানিতে চান যে, কার বিরুদ্ধে এই গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হইবে। তিনি বলেন, আমাদের সংগ্রাম শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম। তিনি আক্ষেপ করিয়া বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তি সনদ ৬-দফার বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় সকল বিরোধী দলের নেতাও হাত মিলাইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, পূর্ব পাকিস্তানের এক শ্রেণীর লোক পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থে কোনদিনই এক হইতে পারিলেন না। পূর্ব পাকিস্তানের পলিমাটি হইতে এইসব পরগাছাদের উৎখাত করিতে হইবে। সন্দ্বীপের প্রবীণ ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জনাব মুজিবুল হক এম, এ, জনসভায় সভাপতিত্ব করেন। জনসভায় জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী ও জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী বক্তৃতা দান করেন।

Morning News

28th March 1966

Mujib's Programme Criticised

NARAYANGANJ, March 27: The so-called "6-point programme" advanced by the Awami League was strongly criticised by the Muslim League leaders at a conference of Narayanganj City Muslim League workers held here. Mr. Abdul Aziz, the acting President of the Narayanganj City League, was in the chair.

Addressing the conference Mr. Naziruddin Ahmed, a local League leader, called upon the workers to reorganise the organisation so that it could regain its past glory. He also cautioned

them of grave consequences of the so-called "6-point programme" advanced by Shiekh Mujibur Rahman and appealed not to be misled by those "disgruntled politicians". Messrs Shamsul karim Chowdhury, A. Jalil, Jainul Abedin, Nurul Haq, Mir Abdul Wahed T.K. and Amir Ali also addressed the conference.

The conference expressed its firm confidence in President Field Marshal Ayub Khan and Governor Monem Khan and resolved to reorganise the organisation under the leadership of the present league High Command. The conference by another resolution divided the Narayanganj Municipal area into 12 parts and appointed 12 prominent workers to facilitate the work of reorganisation of the city League.

দৈনিক ইত্তেফাক

২৯শে মার্চ ১৯৬৬

৬-দফা আদায়ের জন্য সত্যগ্রহের প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান সাতকানিয়া কোর্ট প্রাঙ্গণে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবের বক্তৃতা (বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত)

সাতকানিয়া (চট্টগ্রাম), ২৭শে মার্চ।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান ৬-দফা দাবী আদায়ের উদ্দেশ্যে দেশবাসীকে সত্যগ্রহের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি আজ স্থানীয় মুসেফ কোর্ট প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করিতেছিলেন।

শেখ মুজিবুর রহমান প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, আওয়ামী লীগ নেতা জনাব রফিকুল হোসেন, প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব এম, আর, সিদ্দিকী, সম্পাদক জনাব এম, এ, আজিজ এবং চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের অপরাপর কর্মীদের সঙ্গে নিয়া বেলা প্রায় সাড়ে পাঁচটার সময় সাতকানিয়ায় পৌছেন। অধিক রাত্র পর্যন্ত সভা চলে এবং রাত্রি দশটায় শেখ মুজিব দলবলসহ চট্টগ্রাম প্রত্যাবর্তন করেন।

চট্টগ্রাম জেলায় সাতকানিয়া এ যাবৎ কনভেনশন লীগের একটি প্রধান আড্ডা বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু ৬-দফার স্পর্শ এখানেও লাগিয়াছে। এবং শেখ মুজিবের আগমনকে উপলক্ষ করিয়া এখানকার গণতান্ত্রিক শিবিরে

অভূতপূর্ব কর্মচাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী কাজী আনোয়ারুল হকের গতকাল সাতকানিয়া সফরের কথা ছিল। মন্ত্রী মহোদয়ের বিপুল সম্বর্ধনা আয়োজন প্রায় সম্পন্ন হইয়াছিল। আশেপাশে এলাকায় মন্ত্রীর আগমন বার্তা পৌছাইয়া দেওয়ার জন্য বহু টাকা ব্যয়ে দিনরাত প্রচারও করা হইয়াছে। কিন্তু আকস্মিকভাবে মন্ত্রীমহোদয়ের সাতকানিয়া সফর বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। আওয়ামী লীগ নেতা সাতকানিয়া আগমনের ঠিক পূর্বদিন মন্ত্রীমহোদয় তার সফরসূচী বাতিল করায় কনভেনশন মহলে হতাশার সৃষ্টি হয়। অপরপক্ষে আওয়ামী লীগ মহলে অধিকতর তৎপরতা ও উৎসাহের সৃষ্টি হয়।

শেখ মুজিবর রহমান সভায় ঘোষণা করেন যে, যদি পূর্ব পাকিস্তানীরা ৬-দফা দাবী আদায় করিতে ব্যর্থ হয় তবে পূর্ব পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ নাগরিকরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া সম্পূর্ণ গোলামে পর্যবসিত হইবে। ৬-দফা দাবী আদায়ের উদ্দেশ্যে তিনি দেশবাসীকে সত্যাগ্রহ করার জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, যদিও দেশের দায়িত্বশীল মহল হইতে “গৃহযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার ডাক পাওয়া গিয়াছে, তথাপি আমরা গৃহযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে রাজী নই। আমাদের সংগ্রাম শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম। আমাদের উপর আঘাত হানিলে আমরা প্রত্যাঘাত করিব না, আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আঘাত সহ্য করিব। আমরা আঘাত করিব না, আমরা সত্যাগ্রহ করিব।”

৬-দফা দাবী কেন উত্থাপন করা হইল, এই প্রশ্নের দীর্ঘ ব্যাখ্যাদান করিয়া তিনি বলেন যে, আজ পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙিয়া গিয়াছে। হিন্দু মহাজনী আমলে এদেশের মুসলমানদের যে দূরবস্থা হইয়াছিল, আজকের অবস্থা ঠিক তদ্রূপ দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান দেশের ৭০ ভাগ বিদেশী মুদ্রা অর্জন করে; কিন্তু শতকরা ৩০ ভাগ বিদেশী মুদ্রা এখানে ব্যয় হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতিতে পূর্ব পাকিস্তানীদের কোন অধিকার নাই। এইখানে ব্যবসা করিয়া দিনের পর দিন এখান হইতে মূলধন পাচার করিয়া ক্ষমতাসীন দলের কাপুরঘোচিৎ ও অসহনশীল মনোভাবেরই পরিচয়।

তিনি বলেনঃ ইরান ও আফগানিস্তানের মত একান্ত রাজতন্ত্রী দেশেও সার্বজনীন ভোটাধিকার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পাকিস্তানের জনসাধারণ আজিও সে অধিকার হইতে বঞ্চিত। পূর্ব পাকিস্তানকে দেশরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ, দেশে দুই অর্থনীতি প্রবর্তন, দেশের জনসাধারণকে দেশদ্রোহী আখ্যাদান হইতে বিরত থাকা ও সর্বপ্রকার দমনমূলক নীতি পরিহারের জন্য জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী জোর দাবী জানান।

সংবাদ

২৯শে মার্চ ১৯৬৬

সন্দ্বীপের জনসভায় শেখ মুজিবের বক্তৃতা

কায়েমী স্বার্থবাদীদের শোষণ হইতে রক্ষার জন্য নিরাপত্তা বাঁধের প্রয়োজন

সন্দ্বীপ, ২৭শে মার্চ (সংবাদদাতা)।- পূর্ব পাকিস্তানের ভয়াবহ ঝড়ের উন্মত্ততার হাত হইতে রক্ষার জন্য যেমন উপকূলীয় বাঁধ অতীব গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক তেমনি কায়েমী স্বার্থবাদীদের শোষণের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের একটি নিরাপত্তা বাঁধের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।

গতকাল এখানে এক জনসভায় ভাষণদান কালে ৬-দফার সমর্থনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান উপরোক্ত মন্তব্য করেন। তিনি বলেন যে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক হইতে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বনাশ রোধের জন্য এই বাঁধ নির্মাণে কালবিলম্ব করা যায় না।

প্রাক্তন প্রাদেশিক মন্ত্রী জনাব শেখ মুজিবর রহমান ৬-দফাকে এই নিরাপত্তা বাঁধ বলিয়া অভিহিত করেন। সন্দ্বীপের এই বিরাট জনসভায় তিনি আওয়ামী লীগের ৬-দফার বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন যে, সাগরের মধ্যেই সন্দ্বীপবাসীর বাস। প্রতি বৎসর প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাহাদের জীবন ও বিষয় সম্পত্তির প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়। প্রকৃতির এই নিষ্ঠুরতা হইতে সন্দ্বীপবাসী ও তাহাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের বাঁচিবার জন্য তাহারা দ্বীপের চতুর্দিকে যে বাঁধ নির্মাণের দাবী করিয়াছেন, শেখ মুজিবর রহমান তাহার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

তিনি আরও বলেন যে, বিগত যুদ্ধের সময় দেখা গিয়াছে যে, সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানই সন্দ্বীপের মত একটি দ্বীপ। বিশ্বের সংগে পূর্ব পাকিস্তানের কোন সংযোগ ছিল না। গত ১৮ বৎসর পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের উপর দিয়া শোষণের ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে এবং প্রদেশের ৫ কোটি মানুষ সর্বহারায় পরিণত হইয়াছে।

এ প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতা পশ্চিম অবস্থিত সামরিক বাহিনীর তিনটি সদর দফতরের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের যথাযোগ্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও নাই। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের গৃহযুদ্ধ সম্পর্কিত উজ্জিতে জনাব মুজিবর রহমান গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন। আওয়ামী লীগ নেতা বলেন যে, তাহাদের সংগ্রাম শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক। ৬-দফার বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সহিত পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় সকল বিরোধী দলের নেতারাও হাত মিলাইয়াছেন বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া আরও বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের

একশ্রেণীর লোক প্রদেশের স্বার্থে কোন দিনই এক হইতে পারিলেন না। পূর্ব পাকিস্তান হইতে তিনি উহাদের উৎখাতের কথা ঘোষণা করেন।

সন্দ্বীপের এই জনসভায় প্রবীণ শিক্ষাবিদ জনাব মুজিবুল হক সভাপতিত্ব করেন।

সংবাদ

২৯শে মার্চ ১৯৬৬

ধানমণ্ডী আওয়ামী লীগ অফিস উদ্বোধন

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আগামী বুধবার ধানমণ্ডী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ অফিস উদ্বোধন করা হইবে। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমান ও জেনারেল সেক্রেটারী তাজুদ্দিন আহমদ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিবেন। ১ নং মীরপুর রোডে বেলা ৪ টার সময় উক্ত অফিস উদ্বোধন করা হইবে।

সংবাদ

৩০শে মার্চ ১৯৬৬

সাতকানিয়ায় শেখ মুজিবরের বক্তৃতা

স্বায়ত্তশাসনের জন্য আমরা শান্তিপূর্ণ পথে সংগ্রাম করিব

চট্টগ্রাম, ২৮শে মার্চ (সংবাদদাতা)।— যদি দেশের দায়িত্বশীল মহল হইতে “গৃহযুদ্ধের” জন্য ডাক পাওয়া গিয়াছে তথাপিও আমরা গৃহযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে রাজী নই। আমাদের সংগ্রাম শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম। আমাদের উপর আঘাত হানিলে আমরা প্রত্যাখ্যাত করিব না, শান্তিপূর্ণভাবে আঘাত সহ্য করিব। আমরা আঘাত করিব না, আমরা সত্যগ্রহ করিব।”

গতকল্য সাতকানিয়া মুসেফ কোর্ট প্রাঙ্গণে এক বিরাট জনসভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান ইহা ঘোষণা করেন।

আওয়ামী লীগ নেতা দুই দফা দাবীর ব্যাখ্যাকালে বলেন যে, বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান দেশের শতকরা ৭০ ভাগ বিদেশী মুদ্রা অর্জন করে কিন্তু শতকরা ৩০ ভাগ পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় করা হয় বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন।

তিনি আরও অভিযোগ করেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে পূর্ব পাকিস্তানীদের কোন অধিকার নাই। এখানে ব্যবসা করিয়া এখান হইতে মূলধন পাচার করা হইতেছে। এই অবস্থা অব্যাহত থাকিলে অদূরভবিষ্যতে প্রদেশের বেকার সমস্যা সমাধানের উর্দে উঠিয়া যাইবে।

উক্ত জনসভায় শেখ মুজিবর রহমান আরও বলেন যে, গত ১৮ বৎসরে একশ্রেণীর ব্যবসায়ী পূর্ব পাকিস্তানে যে পরিমাণ শোষণ করিয়াছে তাহা বৃটেনের দুই শত বৎসরের শোষণ অপেক্ষাও বেশী। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ কি পরিমাণে অপহৃত হইতেছে তাহা নির্ণয়ের জন্য জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞদের লইয়া একটি নিরপেক্ষ তদন্ত অনুষ্ঠানের দাবী জানান। দাবী আদায়ের জন্য ঘরে ঘরে প্রস্তুত থাকার জন্য জনসভায় আহ্বান জানান। ডঃ সিরাজউদ্দিন উক্ত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন।

আজাদ

৩১শে মার্চ ১৯৬৬

শেখ মুজিব কর্তৃক ধানমণ্ডী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ অফিস উদ্বোধন

ঢাকা, ৩০শে মার্চ।— অদ্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান ১ নং মীরপুর রোডে ধানমণ্ডী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের দফতর উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরে ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব কামাল বখতের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বক্তৃতাদানকালে শেখ মুজিবর রহমান ৬-দফা কর্মসূচীর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

ধানমণ্ডী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ কর্মীদের পরিশ্রম ও উদ্যমের প্রশংসা করিয়া শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, দেশের কোণে কোণে আওয়ামী লীগের কর্মসূচীর কথা পৌছাইয়া দিতে হইবে এবং এই ব্যাপারে কর্মীদের যথাযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে। —পি,পি,এ

দৈনিক ইত্তেফাক

৩১শে মার্চ ১৯৬৬

বগুড়ায় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের অভ্যর্থনার প্রস্তুতি

(সংবাদদাতার তার)

বগুড়া, ২৮শে মার্চ।— অদ্য বগুড়া জেলা আওয়ামী লীগের এক জরুরী সভায় আগামী ৮ই এপ্রিল আওয়ামী লীগের উদ্যোগে স্থানীয় এডওয়ার্ড পার্কে জনসভা অনুষ্ঠান ও আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিব ও অন্যান্য নেতাকে অভ্যর্থনা জানানোর প্রস্তুতি সম্প্রতি কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। আগামী ৩১শে মার্চ জেলা আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠকে একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করা হইবে। আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের আগমন ও জনসভা উপলক্ষে ইতিমধ্যেই বগুড়ার বিভিন্ন স্থানে উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

৩১শে মার্চ ১৯৬৬

দ্বিতীয় পর্যায়ে শেখ মুজিবের উত্তরবঙ্গ সফর

(স্টাফ রিপোর্টার)

আগামী ১১ই এপ্রিল রাজশাহীতে জনসভার পর উত্তরবঙ্গে প্রথম পর্যায়ের সফরশেষে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আগামী ১২ই এপ্রিল উত্তরবঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ের সফর শুরু করিবেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের সফরকালে আওয়ামী লীগ প্রধান ১৪ই এপ্রিল ফরিদপুর, ১৫ই এপ্রিল যশোর, ১৬ই এপ্রিল কুষ্টিয়া এবং ১৭ই এপ্রিল খুলনায় জনসভায় বক্তৃতা করিবেন। শেখ মুজিব ১৮ই এপ্রিল ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন। এই সফরকালে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সভাপতির সঙ্গে পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব জহির উদ্দিন, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমিন, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী এম, এন, এ, খন্দকার মোশতাক আহমদ এডভোকেট, রফিকুল হোসেন এডভোকেট ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দও থাকিবেন।

সংবাদ

৩১শে মার্চ ১৯৬৬

প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগের জনসভা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের দপ্তর হইতে জানান হইয়াছে, আগামী ১৪ই, ১৫ই, ১৬ই, ১৭ই ও ১৮ই এপ্রিল যথাক্রমে ফরিদপুর, যশোর, কুষ্টিয়া ও খুলনায় আয়োজিত জনসভাসমূহে শেখ মুজিবর রহমান, জনাব জহিরুদ্দিন, আবদুল মজিদ, মিজানুর রহমান চৌধুরী, এম, এন, এ; খন্দকার মোশতাক আহমদ ও জনাব রফিকুল হোসেন বক্তৃতা করিবেন।

Dawn

1st April 1966

Mujib's six-point plan condemned

CHISHTIAN, March 31: Mian Nur Hasan Member of the Provincial Assembly yesterday condemned the six-point programme of Mr Mujibur Rahman and called it an attempt to encourage provincialism.

He said however, the people of Pakistan will not fall prey to the six-point programme propaganda.

The local Jamaat-e-Islami has also condemned the six-point programme. —PPA.

দৈনিক ইত্তেফাক

১লা এপ্রিল ১৯৬৬

৬-দফা জাতির পথ প্রদর্শক

আওয়ামী লীগে যোগদান উপলক্ষে আমিনুল হক

(স্টাফ রিপোর্টার)

প্রাক্তন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য বরিশালের জনাব আমিনুল হক চৌধুরী আওয়ামী লীগে যোগদান করিয়াছেন। আওয়ামী লীগে যোগদানকালে সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে জনাব চৌধুরী বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমান কর্তৃক উত্থাপিত এবং পরে আওয়ামী লীগ কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত ৬-দফা প্রস্তাবই পূর্ব পাকিস্তান তথা পাকিস্তানের সামগ্রিক কল্যাণের পথ নির্দেশক। তিনি বলেন যে, বিগত যুদ্ধকালীন অবস্থা ইহাই প্রমাণ করিয়াছে যে, একমাত্র ৬-দফাভিত্তিক শাসনতন্ত্রই দেশের দুইটি অংশকে অবিচ্ছিন্ন জাতি হিসাবে বাঁচাইয়া রাখিতে সক্ষম। তিনি বলেন যে, জাতির দুর্দিনে চুপ করিয়া না থাকিয়া জনতার কাফেলায় যোগ দেওয়ার জন্যই তিনি আওয়ামী লীগে যোগদান করিয়াছেন।

দৈনিক পয়গাম

১লা এপ্রিল ১৯৬৬

মুজিবের ৬ দফার সহিত লাহোর প্রস্তাবের কোন সম্পর্ক নাই

জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব শহীদুল্লাহ কর্তৃক বিভেদ সৃষ্টিকারীদের

মুখোশ উন্মোচন

রাওয়ালপিণ্ডি, ৩১শে মার্চ।— ১৯৪০ সালে গৃহীত লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়িত না হইলে দেশের উন্নয়ন সাধিত হইবে না বলিয়া পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক উজিরে আলা জনাব আতাউর রহমান খান যে বিবৃতি দিয়াছেন, জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ অদ্য এক বিবৃতিতে তাহার তীব্র নিন্দা করেন।

তিনি বলেন, লাহোর প্রস্তাব এমন একটি দলিল, যাহাতে পাক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পুনর্বাসন লাভের প্রচেষ্টা চালাইতেছেন।

শেখ মুজিবের ৬ দফার সহিত ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের কোন সম্পর্ক নাই। অপরদিকে তাহার এই ৬দফা পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলিম ঐক্য ও সংহতিতে মারাত্মক ফাটলের সৃষ্টি করিবে বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

জনাব শহীদুল্লাহ বলেন, জনগণ বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানী জনগণ যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা জাতীয় গণতান্ত্রিক ভারত উপমহাদেশের ১০ কোটি মুসলিম অধিবাসীর স্বাধীনতার কথাই উল্লেখ করা হইয়াছিল এবং তাহাতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোন পরিকল্পনা ছিল না।

জনাব শহীদুল্লাহ তাঁহার বিবৃতিতে আরও বলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অবতীর্ণ হইয়া সস্তা জনপ্রিয়তা লাভের আশায় জনাব খান এহেন মন্তব্য ঝাড়িতেছেন এবং পাঁচসালা পরিকল্পনাসমূহ সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াস পাইতেছেন।

তিনি বলেন, কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং শান্তির মাধ্যমেই কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি লাভ করা যাইতে পারে।

জাতীয় পরিষদ সদস্য বলেন, যাহারা নিজেরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকাকালে এদেশের জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারাই এহেন সস্তা বুলি ও শ্লোগান প্রদান করিতেছেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ৬ দফার আবারণে আবার কেহবা লাহোর প্রস্তাবের আবারণে ফ্রন্টের ৯ দফা সম্পর্কে বহুবার বহু কিছু ঞনিয়াছে, এইবার আওয়ামী লীগের ৬ দফা তাহাদের উপর জড়ানো হইতেছে। কিন্তু জনগণ এই সকল দফাওয়ারী দফার উদ্যোক্তাদের অতীতকে ভুলিয়া যায় নাই এবং তাহাদের উপর জনগণের কোন আস্থাও নাই। উন্নয়ন জনগণের একই মাত্র কাম্য। —এ, পি, পি

দৈনিক পাকিস্তান

১লা এপ্রিল ১৯৬৬

১১ই এপ্রিল আওয়ামী লীগ নেতৃবর্গের রাজশাহী সফর

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান, জনাব জহির উদ্দীন, জনাব তাজউদ্দীন আহমদ, জনাব আবদুল মমিন, জনাব মিজানুর রহমান এম এন এ ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতা আগামী ১১ই এপ্রিল রাজশাহী এবং ১৪ই হইতে ১৭ই এপ্রিল পর্যন্ত ফরিদপুর, যশোর, কুষ্টিয়া ও খুলনার জনসভায় বক্তৃতা করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

৪ঠা এপ্রিল ১৯৬৬

আওয়ামী লীগ সংবাদ

দিনাজপুর, ১লা এপ্রিল।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান ও অপরাপর নেতৃবৃন্দকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য দিনাজপুরের রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক প্রস্তুতি চলিতেছে। এতদুপলক্ষে ইতিমধ্যে একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

আগামী ১০ই এপ্রিল দিনাজপুর গোরাশহীদ ময়দানে আয়োজিত এক জনসভায় শেখ মুজিব ও অপরাপর নেতৃবৃন্দ বক্তৃতাদান করিবেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচীকে কেন্দ্র করিয়া অত্র জেলার সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চারণ হইয়াছে।

পাবনায় সম্বর্ধনার প্রস্তুতি

আগামী ৭ই এপ্রিল উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার নগরবাড়ীতে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে জনাব আবদুর রহমানকে চেয়ারম্যান ও জনাব আবু বকরকে সম্পাদক করিয়া একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

জরুরী সভা

আগামী ৮ই এপ্রিল অপরাহ্ন ২টায় মাদারীপুর মোজার লাইব্রেরীতে ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহক কমিটির এক জরুরী সভা আহ্বান করা হইয়াছে। সভায় দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ৬-দফা সম্পর্কে আলোচনা হইবে। আগামী ১৪ই এপ্রিল ফরিদপুরে প্রস্তাবিত জনসভার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কেও সভায় আলোচনা করা হইবে। আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুরের এই জনসভায় বক্তৃতা করিবেন।

এই জনসভাকে কেন্দ্র করিয়া ফরিদপুরের জনগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চারণ হইয়াছে। —নিজস্ব সংবাদদাতা

রংপুর আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহক পরিষদ

(নিজস্ব সংবাদদাতা) রংপুর, ৩১শে মার্চ।— গতকল্য রংপুর জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব নূরুল হকের বাসভবনে জেলা আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহক কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব রফিকুল ইসলাম সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় আগামী ৯ই এপ্রিল স্থানীয় পাবলিক লাইব্রেরী ময়দানে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠানের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন, জনাব মীজানুর রহমান ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতা উক্ত সভায় বক্তৃতা করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

রংপুর জেলা আওয়ামী লীগ কার্যকরী পরিষদের উক্ত সভায় ৬-দফা দাবী আরও জোরদার করার উদ্দেশ্যে এখন হইতে সভা-সমিতির মাধ্যমে জেলাব্যাপী প্রচার অভিযান শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

স্বতন্ত্র অর্থনীতির উপকারিতা ব্যাখ্যা

(নিজস্ব সংবাদদাতা) কুমিল্লা, ৩১শে মার্চ।— গতকল্য সন্ধ্যায় স্থানীয় নগরকক্ষে জেলা আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি জনাব হাজী রমিজ উদ্দিন আহম্মদের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এদেশের মানুষের প্রাণের দাবী ৬-দফার অর্থনৈতিক দিক আলোচিত হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কুমিল্লা কলেজের অর্থনীতিক অধ্যাপক জনাব আমিনুল ইসলাম ও জনাব মুজাফফর। তাঁহারা পাকিস্তানে দুই অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন।

আজাদ

৫ই এপ্রিল ১৯৬৬

শেখ মুজিবের রাজশাহী সফর

রাজশাহী, ৪ঠা এপ্রিল।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান আগামী ১১ই এপ্রিল রাজশাহীতে আগমন করিবেন। একই দিন বিকালে তিনি ভুবনমোহন পার্কে আয়োজিত এক জনসভায় বক্তৃতা দিবেন। —এ,পি,পি

দৈনিক ইত্তেফাক

৫ই এপ্রিল ১৯৬৬

আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটিতে ২৫ জন সদস্য মনোনীত

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী গতকাল (সোমবার) নিম্নোক্ত ২৫ ব্যক্তিকে পরবর্তী মেয়াদের জন্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনীত করিয়াছেনঃ—

মেসার্স মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ; এডভোকেট জহিরুদ্দিন প্রাক্তন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী; এম, এম, সামাদ; আবদুর রহমান খান, এডভোকেট, প্রাক্তন মন্ত্রী; খোন্দকার মোশতাক আহমদ, এডভোকেট; এম, এ, আজীজ; নূরুল হক, এম, পি, এ; মোল্লা জালালুদ্দিন আহমদ, এডভোকেট; মোঃ শামসুল হক; শেখ আবদুল আজীজ, এডভোকেট; মমিনুদ্দিন আহমদ, এডভোকেট; সাদ আহমদ, এডভোকেট; এম, এ, রশিদ, প্রাক্তন এম, এন, এ; রহিমুদ্দিন আহমদ, এডভোকেট; এম, রওশন আলী, এডভোকেট; আমজাদ হোসেন, প্রাক্তন এম, এন, এ; রফিকুদ্দিন ভূঁইয়া; এ, কে, মুজিবুর রহমান; এস, ডব্লু, লকিতুল্লাহ, এডভোকেট; প্রফেসর ইউসুফ আলী, এম, এন, এ; মতিয়ুর রহমান; গাজী গোলাম মুস্তফা; আবদুল মমিন তালুকদার, এডভোকেট; জালালুদ্দিন আহমদ খান, এডভোকেট ও আবদুর রশিদ প্রাক্তন এম, পি, এ।

এতদ্ব্যতীত পদাধিকার বলে যাঁহারা প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা হইলেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট, ৩ জন ভাইস প্রেসিডেন্ট, জেনারেল সেক্রেটারী, কোষাধ্যক্ষ, ৬ জন বিভাগীয় সেক্রেটারী এবং জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা শাহ মোহাম্মদ আজিজুর রহমান ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা জনাব আবদুল মালেক।

দৈনিক ইত্তেফাক

৫ই এপ্রিল ১৯৬৬

রাজশাহীতে শেখ মুজিবের অভ্যর্থনার প্রস্তুতি

(নিজস্ব সংবাদদাতার তার)

রাজশাহী, ৩রা এপ্রিল।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের আসন্ন রাজশাহী সফর উপলক্ষে এখানে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। রাজশাহীতে আওয়ামী লীগ নেতাকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হইতেছে। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে অভ্যর্থনা ও জনসভা অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের উদ্দেশ্যে জনাব মুজিবুর রহমান ও জনাব গোলাম রব্বানীকে চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারী করিয়া একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করা হইয়াছে। অভ্যর্থনা কমিটির সংশ্লিষ্ট মহল হইতে জানা গিয়াছে যে, আগামী ১১ই এপ্রিল শেখ মুজিব দিনাজপুর হইতে রাজশাহী আগমন করিবেন। তিনি এইদিন সকালে আওয়ামী লীগ কর্মীদের এক সমাবেশে বক্তৃতা করিবেন। তিনি বৈকালে স্থানীয় ভুবন মোহন পার্কে এক বিরাট জনসভায় ভাষণদান করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

৫ই এপ্রিল ১৯৬৬

আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটিতে ২৫ জন সদস্য মনোনীত

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী গতকাল (সোমবার) নিম্নোক্ত ২৫ ব্যক্তিকে পরবর্তী মেয়াদের জন্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনীত করিয়াছেনঃ-

মেসার্স মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ; এডভোকেট জহিরুদ্দিন, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী; এম, এম, সামাদ; আবদুর রহমান, খোন্দকার মোশতাক আহমদ, এডভোকেট; এম, এ, আজীজ; নূরুল হক, এম, পি, এ; মোল্লা জালালুদ্দিন আহমদ, এডভোকেট; মোঃ শামসুল হক; শেখ আবদুল আজীজ, এডভোকেট; মমিনুদ্দিন আহমদ, এডভোকেট ; সাদ আহমদ, এডভোকেট; এম, এ, রশিদ, প্রাক্তন এম, এন, এ; রহিমুদ্দিন আহমদ, এডভোকেট; এম, রওশন আলী, এডভোকেট; আমজাদ হোসেন, প্রাক্তন এম, এন, এ; রফিকুদ্দিন ভূঁইয়া, এ, কে, মুজিবুর।

দৈনিক ইত্তেফাক

৫ই এপ্রিল ১৯৬৬

এবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জনাব আলতাফ হোসেন বলেন-

মুজিবের ৬-দফা পূর্ব পাকিস্তানের “দাসত্বেই কর্মসূচী”

করাচী, ৪ঠা এপ্রিল।- কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আলতাফ হোসেন অদ্য আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের ৬-দফা কর্মসূচীকে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য “গোলামীর কর্মসূচী” বলিয়া অভিহিত করেন। অদ্য এখানে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জনাব আলতাফ হোসেন আওয়ামী লীগ নেতার কর্মসূচীর বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় আক্রমণ চালাইয়া জনাব আলতাফ হোসেন বলেন, “ইহা (৬-দফা কর্মসূচী) ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে কারণ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ মুজিবের জাল জিনিস ক্রয় করিতেছে না।” এই প্রসঙ্গে মন্ত্রীমহোদয় সরকার যে দেশের দুই অঞ্চলের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের জন্য চেষ্টা করিতেছেন তাহা প্রমাণের জন্য পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করেন। এক পর্যায়ে জনৈক সাংবাদিক মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন, এই গুলী (পরিসংখ্যান) কি মুজিবকে সন্তুষ্ট করার পক্ষে আপনি যথেষ্ট মনে করেন না? জবাবে জনাব আলতাফ হোসেন বলেন যে, কোন কিছুই মুজিবকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না। -এপিপি

সংবাদ

৫ই এপ্রিল ১৯৬৬

আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক কার্যকরী সংসদের ২৫ জন সদস্য মনোনীত

(নিজস্ব বার্তা পরিশেক)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শেখ মুজিবুর রহমান নিম্নলিখিত ২৫ জনকে প্রাদেশিক কার্যকরী সংসদের সদস্য হিসাবে মনোনীত করিয়াছেনঃ

মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, জনাব জহিরুদ্দিন, এম,এম, সামাদ, আবদুর রহমান, খন্দকার মোশতাক আহমদ, এম, এ আজীজ, মোঃ নূরুল হক এম,পি,এ, মোল্লা জালাল উদ্দিন আহমদ, মোঃ সামসুল হক, শেখ আবদুল আজিজ, মোমিন উদ্দিন আহমদ, সাদ আহমদ, এম, এ রশীদ (প্রাক্তন এম, এন, এ), রহিমউদ্দিন আহমদ, মোঃ রওশন আলী, আমজাদ হোসেন (প্রাক্তন এম,এন,এ), রফিক উদ্দিন ভূঁইয়া, এ, কে, মুজিবুর রহমান, এল, ডবলিউ লকিতুল্লাহ, অধ্যাপক ইউসুফ আলী, মতিউর রহমান, গাজী গোলাম মোস্তফা, আবদুল মোমিন তালুকদার, জালাল উদ্দিন খান, ও আবদুর রশীদ (প্রাক্তন এম পি এ)। জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ আওয়ামী লীগ দলীয় নেতা শাহ আজিজুর রহমান ও আবদুল মালেক উকিল পদাধিকারবলে কার্যকরী সংসদের সদস্য হইবেন।

দৈনিক পাকিস্তান

৫ই এপ্রিল ১৯৬৬

আওয়ামী লীগের নয়া প্রাদেশিক কমিটি

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহক কমিটিতে ২৫ জন সদস্য মনোনীত করিয়াছেন।

নয়া কমিটির সদস্যগণ হইতেছেনঃ মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ, জনাব জহিরউদ্দিন, জনাব এম এম সামাদ, জনাব আবদুর রহমান খান, খোন্দকার মোশতাক আহমদ, জনাব এম এ আজিজ, জনাব নূরুল হক এমপিএ, মোল্লা জালালউদ্দিন আহমদ, জনাব মোহাম্মদ শামসুল হক, শেখ আবদুল আজিজ, জনাব মমিনউদ্দিন আহমদ, জনাব সা'দ আহমদ, জনাব এম এ রশিদ, জনাব রহিমউদ্দিন আহমদ, জনাব রওশন আলী, জনাব আমজাদ হোসেন, জনাব রফিকউদ্দিন ভূঁঞা, জনাব এ কে মুজিবুর রহমান,

জনাব এস ডব্লিউ লকিতুল্লাহ, অধ্যাপক ইউসুফ আলী, জনাব মতিউর রহমান, গাজী গোলাম মোস্তফা, জনাব আবদুল মমিন তালুকদার, জনাব জালালউদ্দীন আহমদ খান ও জনাব আবদুর রশিদ।

এছাড়া জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ দলের নেতা যথাক্রমে শাহ আজিজুর রহমান ও জনাব আবদুল মালেক উকীল পদাধিকারবলে সদস্য রহিয়াছেন।

আজাদ
৬ই এপ্রিল ১৯৬৬
শেখ মুজিবের ব্যাপক সফরসূচী
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান ফরিদপুরসহ রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের সাতটি জেলা সফরের জন্য আগামীকাল বৃহস্পতিবার মোটরযোগে পাবনার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করিবেন। আওয়ামী লীগ নেতা সফরকালে পাবনা, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, ফরিদপুর, যশোর ও খুলনার জনসভায় ভাষণদান করিবেন।

জনাব শেখ মুজিবরের সহিত প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ এবং অন্যান্য সদস্যও সফর করিবেন বলিয়া জানানো হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
৬ই এপ্রিল ১৯৬৬
আগামীকাল শেখ মুজিবের পাবনা যাত্রা
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলায় সফরকল্পে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতা সমভিব্যাহারে আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) সকালে মোটরযোগে পাবনা রওয়ানা হইবেন। শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে থাকিবেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমিন, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী এম, এন,এ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক জনাব কে, এম, ওবায়দুর রহমান, আওয়ামী লীগ নেতা খন্দকার মোশতাক আহমদ এ্যাডভোকেট ও জনাব রফিকুল হোসেন এ্যাডভোকেট এবং পূর্ব পাকিস্তান

ছাত্রলীগের প্রাক্তন সভাপতি শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন। প্রাক্তন মন্ত্রী জনাব মনসুর আলী এবং পাবনা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি প্রাক্তন এম, এন, এ, জনাব আমজাদ হোসেন পাবনায় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগ দিবেন। শেখ মুজিবর রহমান নিম্নোক্ত কর্মসূচী অনুযায়ী জনসভায় বক্তৃতা দান করিবেনঃ ৭ই এপ্রিল-পাবনা; ৮ই এপ্রিল-বগুড়া; ৯ই এপ্রিল-রংপুর; ১০ই এপ্রিল-দিনাজপুর; ১১ই এপ্রিল- রাজশাহী; ১৪ই এপ্রিল- ফরিদপুর; ১৫ই এপ্রিল-যশোর এবং ১৭ই এপ্রিল-খুলনা।

দৈনিক ইত্তেফাক
৭ই এপ্রিল ১৯৬৬
আজ শেখ মুজিবের পাবনা যাত্রা
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলায় সফরকল্পে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতা সমভিব্যাহারে আজ (বৃহস্পতিবার) সকালে মোটরযোগে পাবনা রওয়ানা হইবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
৭ই এপ্রিল ১৯৬৬
ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় আওয়ামী লীগ কর্মীদের পথ-সভা
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

বিভিন্ন দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের উদ্যোগে গতকাল (বুধবার) বিকালে ঢাকার রাজপথে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এইসব পথ-সভায় বক্তৃতা শ্রবণ করেন।

পূর্বাহ্নে আওয়ামী লীগ কর্মিগণ আওয়ামী লীগের পুরানা পল্টনস্থ দফতরে সমবেত হন। অতঃপর বিভিন্ন দাবী-দাওয়া সম্বলিত পোষ্টার সহকারে মিছিল করিয়া তাহারা প্রথমে বায়তুল মোকাররমে এক পথ-সভায় মিলিত হন। হাজার হাজার লোক কর্মীদের বক্তৃতা শোনার জন্য এই সভায় যোগদান করেন। কর্মিগণ এই সভায় ৬-দফার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। এই পর্যায়ে জনসাধারণও কর্মীদের সহিত মিছিলে शामिल হয়। ফলে ক্ষুদ্র কর্মী মিছিল শেষ পর্যন্ত একবিরাট গণমিছিলের রূপ পরিগ্রহ করে। পরে গুলিস্থান, নবাবপুর, বাহাদুর শাহ পার্ক ও সদরঘাটেও অনুরূপ পথ-সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সর্বত্রই জনগণ কর্মীদের এই উদ্যোগকে বিপুলভাবে অভিনন্দিত করেন। মিছিলে কর্মী-জনতা বিভিন্ন শ্লোগান দান করেন।

দৈনিক পাকিস্তান
৭ই এপ্রিল ১৯৬৬
আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের পাবনা যাত্রা
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলা সফরের উদ্দেশ্যে অদ্য বৃহস্পতিবার পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান মোটরযোগে পাবনা রওয়ানা হইবেন। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দীন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী এমএনএ, খোন্দকার মোস্তাক আহমদসহ বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে থাকিবেন।

আজাদ
৮ই এপ্রিল ১৯৬৬
আউটার ষ্টেডিয়ামে আওয়ামী লীগের জনসভা
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আগামী ২৪শে এপ্রিল রবিবার আউটার ষ্টেডিয়ামে ৬-দফা কর্মসূচী সম্পর্কে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে। জনসভার সভাপতিত্ব করিবেন জনাব শেখ মুজিবুর রহমান।

Dawn
8th April 1966
Mujib's plan aims at weakening Pakistan, says Baqi

Mr Baqi Baluch, a prominent Awami League leader yesterday said that Sheikh Mujibur Rahman's six-point programme bound to weaken Pakistan and therefore, it was a matter of equal concern to the people of both the Provinces.

In a Press statement, the also expressed surprise over the statement of Mr Abdul Monem Khan Governor of East Pakistan, of the Issue.

He felt that the Government party was giving "undue importance to a narrow-minded hate campaign of the chief worker of the East Pakistan Provincial Awami League."

Mr Baluch further said that the Governor of East Pakistan has never condemned the six-point programme emphatically in any of his statements or speeches. The Governor, he said, is trying to

connect these six-points with the 21-point programme of 1954 and condemns some of the opposition leaders for not fulfilling their pledges in 1954. — PPA.

দৈনিক ইত্তেফাক
৮ই এপ্রিল ১৯৬৬
জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী
নগরবাড়ীতে শেখ মুজিবের বিপুল সম্বর্ধনা
(বিশেষ প্রতিনিধির তার)

পাবনা, ৭ই এপ্রিল।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান সদলবলে আজ মধ্যাহ্নে উত্তরবঙ্গের প্রবেশপথ নগরবাড়ী পৌঁছিলে হাজার হাজার লোকের একবিরাট জনতা তাঁহাদের বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে।

সম্বর্ধনা জ্ঞাপনকারী হর্ষোৎফুল্ল জনতার মুহূর্মুহ করতালির মধ্যে শেখ মুজিব এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন যে, জনগণই নিজেদের তথা দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা। সুতরাং পাকিস্তানের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্য এক-ব্যক্তি শাসনের অবশ্যই অবসান দরকার। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সফর উপলক্ষে ক্ষুদ্র নদী-বন্দর নগরবাড়ীতে আজ এক অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয়। চৈত্রের প্রচণ্ড খরতাপ ও ধূলিমলিন বায়ুপ্রবাহ উপেক্ষা করিয়াও হাজার হাজার মানুষ বিভিন্ন ধর্মের মাধ্যমে নগরবাড়ীর আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া তোলে। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে লইয়া ফেরি ষ্টিমার 'গোমতী' যখন জেটির দিকে অগ্রসর হয়, তখন নদীতীরে কেবল মানুষ আর মানুষ ছাড়া কিছুই দৃষ্ট হয় নাই।

সোহরাওয়ার্দী তোরণ

নেতৃবৃন্দকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য মরহুম জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নামে একটি মনোরম তোরণ নির্মাণ করা হয়। পাবনা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও কর্মিগণ পুষ্পমাল্য হস্তে তোরণটির পার্শ্বে অপেক্ষারত থাকেন। ফেরি হইতে নেতৃবৃন্দের অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মাল্যভূষিত করা হয় এবং মুহূর্মুহ হর্ষধ্বনির মধ্যদিয়া জনতা আনন্দে ফাটিয়া পড়ে। জনগণ একবিরাট শোভাযাত্রা সহকারে নেতৃবৃন্দকে লইয়া অগ্রসর হয়। মধ্যাহ্নে ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় শেখ মুজিবকে প্রদত্ত এক মানপত্রে তাঁহার নেতৃত্বে অকুণ্ঠ আত্মা জ্ঞাপন এবং জনসাধারণের হৃত অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করা হয়। প্রচণ্ড তাপ ও ধূলিঝড়ের মধ্যেও সভা

অব্যাহত থাকে। আগ্রহাকুল জনতার বিপুল হর্ষধ্বনি ও করতালির মধ্যে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন যে, একমাত্র জনসাধারণই নিজেদের তথা দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তিনি বলেন, দেশকে স্বাভাবিক ও সমৃদ্ধিশালী রূপে গড়িয়া তুলিতে হইলে এক-ব্যক্তি শাসনের অবশ্যই অবসান দরকার। এই প্রসঙ্গে তিনি ৬-দফা কর্মসূচী ব্যাখ্যা করেন। তিনি কর্মীদের প্রতি গণতান্ত্রিক দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার আহ্বান জানান। শেখ মুজিবের সঙ্গে রহিয়াছেন খন্দকার মোশতাক আহমদ, জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী, এডভোকেট আবদুল মোমেন ও শাহ মোয়াজ্জেম। নেতৃবৃন্দ অপরাহ্ন আড়াইটায় পাবনা পৌছেন। ‘বৈকালে’ স্থানীয় টাউন হল ময়দানে এক জনসভায় তাঁহারা বক্তৃতা করেন (পাবনার সম্বর্ধনা ও জনসভার বিবরণ গভীর রাত্রি পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই)। আগামীকাল সকালে তাঁহারা বগুড়া গমন করিবেন এবং এডওয়ার্ড পার্কে এক জনসভায় বক্তৃতা করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

৮ই এপ্রিল ১৯৬৬

২৪শে এপ্রিল আওয়ামী লীগের জনসভা
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী ২৪শে এপ্রিল (রবিবার) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ৬-দফা দাবী সম্পর্কে আউটার ষ্টেডিয়ামে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান জনসভায় সভাপতিত্ব করেন।

Morning News

8th April 1966

Mujib To Address Khulna Rally

KHULNA, April 7 (PPA) : Sheikh Mujibur Rahman President, East Pakistan Awami League will arrive here on April 17 and address a public meeting on the same day at the local Municipal Park in support of his six-point Programme, it was learnt here. Important among others who will also address the meeting are Mr. Zahiruddin, Mr. Tajuddin Ahmed, Mr. Abdul Momen, Mr. Mizanur Rahman Chowdhury, MNA and Mr. Rafiqul Hussain.

দৈনিক পাকিস্তান

৮ই এপ্রিল ১৯৬৬

মুজিবের ছয় দফায় সাম্রাজ্যবাদী অনুচরগণ কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানে শোষণ অবসানের কোনো পথ নির্দেশ করা হয় নাই

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী গতকল্য শেখ মুজিবুর রহমানের ছয়দফা দাবী নস্যাৎ করিয়া বলেন যে, ছয়দফায় সাম্রাজ্যবাদী অনুচরগণ কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানে শোষণ অবসানের কোন পথ নির্দেশ করা হয় নাই।

পিপিএ'র সহিত এক সাক্ষাৎকারে উপরোক্ত মন্তব্য করিয়া ন্যাপপ্রধান বলেন যে, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব মোতাবেক প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীর সহিত তিনি সম্পূর্ণ একমত।

কিন্তু স্বায়ত্তশাসনের দাবী এইরূপ হইতে হইবে যাহাতে দেশের দশ কোটি লোকের সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আশা-আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হইয়া উঠে।

তিনি বলেন যে, ভাবাবেগের উপর এই প্রদেশের জনসাধারণের আর কোন আস্থা নাই। অতীতে তাহারা এক্ষেত্রে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সম্বল করিয়াছে; কিন্তু এখন তাহারা অর্থনৈতিক শোষণ হইতে মুক্তিলাভের একটি বাস্তব সমাধান কামনা করেন।

মওলানা ভাসানী আরও বলেন যে, আওয়ামী লীগের ৬-দফা দাবী নূতন কিছু নহে, কারণ লাহোর প্রস্তাবের মধ্যেই উহার মূল নিহিত রহিয়াছে। তিনি বলেন যে, সাম্রাজ্যবাদী মহলের কোন সমাধান পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ গ্রহণ করিবে না। তাহার অতি সহজ কারণ হইল, উহা ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য আরও বৃদ্ধি করিবে।

মওলানা ভাসানী বলেন যে, সমাজবাদ সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক চেতনা সৃষ্টি আবশ্যিক। তাহার কারণ, একমাত্র সমাজবাদই আমাদের মত একটি উন্নতিশীল দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান দিতে পারে।

ন্যাপ নেতা বলেন যে, যদি আওয়ামী লীগ প্রকৃতপক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন অর্জন করিতে চায় তাহা হইলে অনুরূপ কার্যক্রম বিশিষ্ট বিরোধী দলগুলির সহিত সম্মিলিতভাবে আন্দোলন জোরদার হইয়া লক্ষ্যে পৌছান সহজ হইত।

দৈনিক পাকিস্তান
৮ই এপ্রিল ১৯৬৬
২৪শে এপ্রিল পল্টনে আওয়ামী লীগের জনসভা
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দীন আহমদ জানাইতেছেন যে, আগামী ২৪ শে এপ্রিল রবিবার আওয়ামী লীগের উদ্যোগে পল্টন ময়দানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে। সভায় প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান সভাপতিত্ব করিবেন।

আজাদ
৯ই এপ্রিল ১৯৬৬
পাবনায় শেখ মুজিব বলেন :
৬ দফা প্রস্তাব উভয় প্রদেশের জন্য ম্যাগনাকার্টা
(তারযোগে প্রাপ্ত)

পাবনা, ৭ই এপ্রিল।— অদ্য স্থানীয় টাউন হল ময়দানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা দানকালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শেখ মুজিবুর রহমান ন্যায়সংগত স্বার্থের খাতিরে ছয়দফা কর্মসূচী আদায়ের জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম পরিচালনার আহ্বান জানান। কর্ম

মূহুর্মূহু করতালির মধ্যে তিনি ঘোষণা করেন যে, ছয় দফা প্রস্তাব শুধু পূর্ব পাকিস্তানের জন্যই নয় বরং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যও ‘ম্যাগনা কার্টা’ স্বরূপ। ছয় দফা প্রস্তাবকে তিনি শক্তিশালী পাকিস্তান গঠনের সুনিশ্চিত পথ বলিয়া উল্লেখ করেন।

সভায় উপস্থিত বিপুল জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করিয়া শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, বাঁচিতে হইলে মানুষের মতই বাঁচিতে হইবে নতুবা সম্মানজনকভাবে মৃত্যুকে বরণ করাই শ্রেয়ঃ। তিনি ছয়দফা প্রস্তাবের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দান করেন।

পূর্ব পাকিস্তানীদের উপর শোষণ ও বঞ্চনার কথা উল্লেখ করিয়া আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন আর ১০ বৎসর পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের উপর শোষণ চালাইলে এই প্রদেশবাসীর আর পরনের একখণ্ড কাপড়ও অবশিষ্ট থাকিবে না। তিনি সশস্ত্র বাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য অংশ দাবী করেন। পূর্ব পাকিস্তানীরা হিন্দুদের সম্মুখে জুতা পরিধান করিত না বলিয়া প্রেসিডেন্ট আইয়ুব সম্প্রতি যে মন্তব্য করিয়াছেন ইহাকে শেখ ছাহেব দুঃখজনক বলিয়া অভিহিত করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন যে,

প্রেসিডেন্ট এই দুর্ভাগ্যজনক উক্তি করিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানীদের অপমান করিয়াছেন। একজন রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষে অনুরূপ উক্তি করা নিতান্তই অশোভন বলিয়া শেখ ছাহেব মন্তব্য করেন। শেখ ছাহেব ছয়দফা প্রস্তাব সম্পর্কে জনমত যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে পল্টন ময়দান অথবা পূর্ব পাকিস্তানের যে কোন স্থানে জনসভায় বক্তৃতা দানের জন্য প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের প্রতি পুনরায় আহ্বান জানান। ছয়দফা প্রস্তাবের উপর গণভোট অনুষ্ঠানের জন্যও তিনি ক্ষমতাসীনদের প্রতি আহ্বান জানান। ক্ষমতাসীনরা যদি ইহার উপর শতকরা ৩০ ভোটও পান তাহা হইলেই তিনি রাজনীতি হইতে অবসরগ্রহণ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি প্রেসিডেন্ট আইয়ুবকে রাজনৈতিক ইস্যুর উপর মতামত দানকালে যুক্তিযুক্ত ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ার আহ্বান জানান।

শেখ ছাহেব আরো বলেন যে, ছয়দফা প্রস্তাব কোন রাজনৈতিক দরকষাকষির ব্যাপার নহে—ইহা সাড়ে পাঁচ কোটি পূর্ব পাকিস্তানীর বাঁচামরার দাবী। ইহাকে মামুলীভাবে গ্রহণ করিলে চলিবে না।

উক্ত সভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দীন আহমদ, আজমী হোসেন ও ক্যাপটেন মনসুর আলী প্রমুখ বক্তৃতা করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন সাবেক জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব আমজাদ হোসেন।

পূর্বাঙ্কে আওয়ামী লীগ নেতা নগরবাড়ী পৌছিলে উৎফুল্ল জনতা তাঁহাদের বিরুদ্ধে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে ও ছয়দফা প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে। তথায় এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে শেখ মুজিব আসন্ন অত্যাচার ও নিপীড়ন মোকাবেলা করার জন্য জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ সংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানান।

Pakistan Observer

9th April 1966

Mujib challenges Govt. Party on six-point

PABNA, Apr. 8: Sheikh Mujibur Rahman, President of the East Pakistan Awami League yesterday threw a challenge to the Government that if it secured 30 percent votes in a referendum on six-point programme, he would retire from politics, reports PPA.

Addressing a public meeting at the local town hall Maidan yesterday, the Awami League leader described his Party's six-point programme as “life and death question, not to be taken lightly” and said that “it was a Magna-Carta not only for the people of East Pakistan but for those of West Pakistan as well”.

The meeting which was addressed by other Party leaders namely Mr. Tajuddin Ahmed, Mr. Mizanur Rahman Chowdhury, Shah Mouzzam and Captain Mansur Ali was presided over by Mr. Amjad Hussain, MNA.

Sheikh Mujib explained the six-point programme to his audience and called upon them to wage a relentless struggle for getting the programme fulfilled, since “It was the surest way to make Pakistan really strong”.

He also called upon the leadership in the Party in power to “be reasonable and logical while considering political issues.”

Sheikh Mujib demanded “legitimate shares” for East Pakistan in the Armed Services and voiced his protest against what he called exploitation of East Pakistan in the economic field.

Earlier on Arrival at Nagarbari, Sheikh Saheb addressed a brief meeting of receptionists and gave a call for unity and readiness for greater sacrifices.

Sheikh Mujibur Rahman declared that he would give up his Six-Point demand if President Ayub Khan agreed to shift Pakistan’s capital to East Pakistan.

Dawn

9th April 1966

6-point programme should not be taken lightly, says Mujib

PABNA, April 8: Sheikh Mujibur Rahman, President of the East Pakistan Awami League, addressing a public meeting at the local Town Hall Maidan said yesterday his party’s six-point programme was not to be taken lightly and added “it was a magna carta not only for the people of East Pakistan but for those of West Pakistan as well”.

The meeting, which was addressed by other party leaders, namely khondkar Mushtaq Ahmed, Mr Tajuddin Ahmed, Mr Mizanur Rahman Chowdhury, Shah Moazaam and Capt Mansuri Ali, was presided over by Mr Amjad Husain, MNA.

Sheikh Mujibur Rahman explanted the six-point programme to his audience and called upon them to wage a relentless struggle for getting the programme fulfilled, since “it was the surest way to make Pakistan really strong”.

He also called upon the party in power to be reasonable and logical while considering political issues.

He demanded “legitimate shares” for East Pakistan in the Armed Services and voiced his protest against what he called exploitation of East Pakistan in the economic field.

Earlier on arrival at Nagarbari Sheikh Sahib addressed a brief meeting of receptionists and gave them a call for unity and readiness for greater sacrifices.—PPA.

APP adds: Sheikh Mujibur Rahman declared that he would give up his six-point demand if the Government agreed to shift Pakistan’s Capital to East Pakistan.

দৈনিক ইত্তেফাক

৯ই এপ্রিল ১৯৬৬

কেন্দ্রীয় রাজধানী পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তর করুন-ছয়-দফা প্রত্যাহার করিব

পাবনার বিরাট জনসমাবেশে শেখ মুজিবের ঘোষণা

(নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরিত)

পাবনা, ৮ই এপ্রিল।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল এখানে অনুষ্ঠিত একবিরাট জনসভায় তুমুল করতালির মধ্যে ঘোষণা করেনঃ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব যদি পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় রাজধানী স্থানান্তরে রাজী হন তবে তিনিও তাঁহার দল ছয়-দফা প্রত্যাহার করিতে প্রস্তুত। ছয়-দফার প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানে গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য শেখ সাহেব সরকার পক্ষের প্রতি চ্যালেঞ্জ দেন এবং ঘোষণা করেন যে, উক্ত গণভোটে ৬-দফা বিরোধীরা শতকরা ৩০ ভাগ ভোট পাইলে তিনি বাকী জীবনের জন্য রাজনীতি হইতে অবসরগ্রহণ করিবেন। স্থানীয় টাউন হল ময়দানে সাবেক জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব আমজাদ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, ছয়-দফা কর্মসূচী শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তান নহে, পশ্চিম পাকিস্তানবাসীর জন্যও ‘ম্যাগনাকার্টা’ এবং পাকিস্তানকে শক্তিশালী করার ইহাই সুনিশ্চিত পন্থা বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। এই জনসভায় শ্রোতৃবর্গের মধ্যে যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও প্রাণচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয় তাহাকে রীতিমত আশাতীত বলা চলে। পাবনায় যে এত বিরাট জনসভা হইবে, সভার উদ্যোক্তারাও তাহা অনুমান করিতে পারেন নাই। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান একে একে তাঁহার দলের ছয়-দফার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিতে থাকিলে মুহূর্ত্ত জিন্দাবাদ ধ্বনির মধ্যে জনতা তৎপ্রতি অভিনন্দন জানায় এবং সর্বশেষে হাত তুলিয়া ছয়-দফা অর্জনে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করিয়া যাওয়ার সম্মতি জ্ঞাপন করে।

তুমুল করতালির মধ্যে আওয়ামী লীগ সভাপতি জনগণকে হয় মানুষের মত বাঁচার না হয় মানুষের মত মরার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান অবহেলিত অবস্থা যদি আরও ১০ বৎসর অব্যাহত থাকে তাহা হইলে এখানকার মানুষের আর কাপড় পরারও সঙ্গতি থাকিবে না। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানরা হিন্দুদের সামনে জুতা পরিতে পারিত না বলিয়া প্রেসিডেন্ট আইয়ুব যে মন্তব্য করিয়াছেন, শেখ মুজিব তাহাকে পরিতাপজনক বলিয়া অভিহিত করেন।

শেখ সাহেব বলেন যে, এই মন্তব্য দ্বারা প্রেসিডেন্ট আইয়ুব আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানীদের অপমান করিয়াছেন। রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষে অনুরূপ মন্তব্য অশোভনীয় বলিয়া শেখ মুজিবর রহমান অভিমত প্রকাশ করেন।

আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রেসিডেন্ট আইয়ুবকে রাজনৈতিক ইস্যুসমূহের বিচার-বিবেচনার সময় যুক্তিবাদী মনোভাব গ্রহণের অনুরোধ করেন। শেখ মুজিব বলেন যে, ছয়-দফা রাজনৈতিক দরকষাকষির কোন ব্যাপার নহে, ইহার সহিত জড়িত রহিয়াছে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষের জীবন-মরণ প্রশ্ন। এমতাবস্থায় ৬-দফার প্রশ্নটিকে হালকাভাবে গ্রহণ না করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আবেদন জানান।

ছয়-দফা পরিত্যাগ করিব, যদি—

আওয়ামী লীগ সভাপতি তাঁহার বক্তৃতায় আরও বলেন যে, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব যদি শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় রাজধানী পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরে রাজী হন তাহা হইলে তিনি নিজের ছয়-দফা প্রত্যাহার করিতে প্রস্তুত আছেন। জনসভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী এম, এন, এ, খন্দকার মোস্তাক আহমদ এডভোকেট, মনসুর আলী এবং শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনও বক্তৃতা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

৯ই এপ্রিল ১৯৬৬

আওয়ামী লীগের উদ্যোগে পথসভা

(স্টাফ রিপোর্টার)

বিভিন্ন দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে গতকাল (শুক্রবার) সন্ধ্যায় ঢাকার রাজপথে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ অফিস হইতে আওয়ামী লীগ কর্মীদের মিছিল প্রথম বায়তুল মোকাররম, জিন্নাহ এভিনিউ এবং নবাবপুরে গমন করে। এই সকল স্থানে পথসভায় কর্মগণের মিছিলে জনসাধারণও শরীক হন। মিছিলে কর্মী-জনতা বিভিন্ন শ্লোগান দেন।

রবিবার আবার পথসভা

আগামীকাল (রবিবার) আবার আওয়ামী লীগ কর্মীদের উদ্যোগে পথসভা অনুষ্ঠিত হইবে। আওয়ামী লীগ কর্মীগণকে আগামীকাল বিকাল ৪টায় ১৫, পুরানা পল্টনস্থ আওয়ামী লীগ অফিসে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানান হইয়াছে।

দৈনিক পয়গাম

৯ই এপ্রিল ১৯৬৬

শেখ মুজিবের আর এক দফা লক্ষ্যবাম্প

পাবনা, ৮ই এপ্রিল।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল সরকারের প্রতি এই মর্মে চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন যে, ছয় দফা কর্মসূচীর উপর গণভোট সরকার যদি শতকরা ৩০ ভাগ ভোট লাভ করিতে পারে, তবে তিনি রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন।

গতকাল টাউন হল ময়দানে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতা তাঁহার দলের ৬-দফা কর্মসূচীকে জীবন-মরণ প্রশ্ন বলিয়া আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন যে, তাহার ছয় দফা শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তান নহে, পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের জন্যও একটি মুক্তি সনদ বিশেষ।

—পি পি এ

আজাদ

১০ই এপ্রিল ১৯৬৬

শেখ মুজিব বলেন

ছয় দফা আদায়ের সংগ্রাম অব্যাহত রাখুন

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

বগুড়া, ৯ই এপ্রিল।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল এখানে ছয় দফা দাবী আদায়ের উদ্দেশ্যে বিরামহীন সংগ্রাম পরিচালনা ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

স্থানীয় এডওয়ার্ড পার্কে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাদানকালে আওয়ামী লীগ নেতা বলেন যে, পাকিস্তানকে প্রকৃত শক্তিশালী করার জন্যই ছয় দফা দাবী উত্থাপন করা হইয়াছে।

সভায় বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে জনাব মুজিবুর রহমান দেশবাসীকে হুঁশিয়ার করিয়া দিয়া বলেন যে, বর্তমানে যে হারে শোষণ করা হইতেছে উহা

অব্যাহত থাকিলে আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান দেউলিয়া হইয়া যাইবে। জনাব মুজিবর রহমান ছয় দফার ব্যাখ্যাদান প্রসঙ্গে বলেন যে, জনগণের মন হইতে সন্দেহ দূরীভূত না হওয়ার কোন কারণ থাকিতে পারে না। আওয়ামী লীগ নেতা বলেন, গত দেড় যুগ ধরিয়া পূর্ব পাকিস্তানকে অবজ্ঞা করা হইতেছে। পূর্ব পাকিস্তানের সকল শ্রেণীর জনসাধারণ অত্যন্ত দুঃখকষ্টের সহিত দিনাতিপাত করিতেছে।

প্রসংগক্রমে জনাব মুজিবর রহমান পাটচাষীদের নিম্নতম সুবিধা প্রদানের দাবী জানান। তিনি বলেন যে, পাট চাষীগণ ক্রমাগত ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে।

আওয়ামী লীগ নেতা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্যও সরকারের প্রতি আবেদন জানান।

সভায় বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব মিজানুর রহমান পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্যের কথা উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে দুই লক্ষ কর্মচারীর মধ্যে মাত্র ২৫ হাজার পূর্ব পাকিস্তানী।

Dawn

10th April 1966

BARI AND BASIT SLATE MUJIB'S 6-POINT PLAN

Lahore, April 9: Mr Fazlul Bari, General Secretary of the East Pakistan Provincial Muslim League, said here today that the six-point plan of Sheikh Mujibur Rahman was not considered worth any attention in East Pakistan.

Mr Bari, who also holds the portfolio of Revenue in the East Pakistan Government, was talking to newsmen at a local hotel.

Diwan Abdul Basit, East Pakistan Minister for Commerce and Industries who was also there endorsed the views expressed by Mr Bari.

The said there was not unanimity even in the party of Sheikh Mujibur Rahman on that subject. People of East Pakistan, they said, would never lend their ears to such a senseless talk.

About the Parliamentary form of Government, they said it did not suit the genius of Pakistanis and hence it could not work here.

They were of the view that the Ayub regime had gone a long way in removing the disparity between the two Wines of the country in the industrial field. They said the time was not far off when the people of East Pakistan would be absolutely satisfied on that score.

They said that they had sufficient experience of the opposition leaders. Disparity continued to exist and expand when they were in power.

They suggested that journalists from one Wing of the country should visit the other Wing frequently to see things for themselves.—APP

Dawn

10th April 1966

JAMAAT LEADER CRITICISES MUJIB'S PLAN

TOBA TEK SINGH, April 9: The Acting Amir of the Jamaat-i-Islam, Pakistan, Mian Tufail Mohammad, declared here that the two provinces of Pakistan cannot exist separately as envisaged in the six-point programme of Shaikh Mujibur Rahman.

He was addressing a meeting of the district Lyallpur Jamaat-i-Islami at the residence of Mufti Abdul Hamid Ludehianvi under the presidentship of Syed Asad Gilani, Amir of the Sargodha division Jamaat.

Mian Tufail opposed the view that the two provinces be made autonomous to the extent of tax collection. He wondered how the Central Government could exist if its was deprived of the income from taxes.

He said the only way to satisfy the people of East Pakistan was to meet their genuine demands, including the making up for the past injustice and restoration of full democracy in the country.

—PPA

দৈনিক ইত্তেফাক

১০ই এপ্রিল ১৯৬৬

পূর্ব পাকিস্তানীরা ছয়-দফায় কানও দেয় নাই!

লাহোরে দুইজন পূঃ পাকিস্তানী মন্ত্রীর অভিমত

লাহোর, ৯ই এপ্রিল।— পূর্ব পাকিস্তানের কনভেনশন লীগের জেনারেল সেক্রেটারী ও প্রাদেশিক রাজস্বমন্ত্রী জনাব ফজলুল বারী অদ্য এখানে বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমানের ৬-দফা পূর্ব পাকিস্তানে ‘কান দেওয়ার মত বস্তু’ বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।

তথায় উপস্থিত পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী দেওয়ান আবদুল বাসেত জনাব বারীর উপরোক্ত অভিমত সমর্থন করিয়া বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ “এ ধরনের বাজে ও অর্থহীন কথায় কখনও কান দিবে না।”—এ, পি, পি

দৈনিক ইত্তেফাক

১০ই এপ্রিল ১৯৬৬

গুলী খাওয়ার ও কারাগারে যাওয়ার ‘অধিকার’ অন্ততঃ দেশবাসীর আছে
সে অধিকারের সদ্যবহারের জন্য প্রস্তুত হউন : পাবনায় শেখ মুজিবের
বক্তৃতার অবশিষ্টাংশ
(ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধির তার)

পাবনা, ৭ই এপ্রিল।— (ঢাকায় বিলম্বে প্রাপ্ত) “দেশে জরুরি অবস্থা বহাল
রহিয়াছে, পাকিস্তান রক্ষাবিধি চালু আছে এবং উহা ছাড়া আর বহুবিধ
বিধিনিষেধ আরোপ করা হইয়াছে। এসব ভালভাবে জানিয়া-গুনিয়াও যে
রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করা হইয়াছে, উহা নিছক খেয়াল অথবা
রাজনৈতিক হৈ-চৈ সর্বশ্ব নহে। নির্যাতন-নিপীড়ন যাই আসুক এবং তা যত
তীব্র ও প্রচণ্ডই হোক-না কেন, দাবী-দাওয়া আদায়ের প্রশ্নে এবারের সংকল্প
একান্তই দুর্বীর।”

তুমুল করতালি ও কণ্ঠবিদারী জিন্দাবাদ ধ্বনির মধ্যে শেখ মুজিব আরও
ঘোষণা করেনঃ “শাসকদের যেমন গুলী চালনার সুযোগ আছে, বুক পাতিয়া
সে গুলী আলিঙ্গনের অধিকারও তেমনি দেশবাসীর আছে; দেশবাসীকে
কারাগারে আটকের সুযোগ যেমন শাসকচক্রের আছে, হাসিমুখে কারাযন্ত্রণা
ভোগের অধিকারও তেমনি দেশবাসীর আছে। ‘সদাশয়’ আইয়ুব সরকার
দেশবাসীর সব অধিকার ছিনাইয়া লইলেও অন্ততঃ এ দু’টি অধিকার
দেশবাসীর আজও আছে এবং সর্বকাল থাকিবে। অতএব, দেশবাসীর ছয়-
দফা দাবীও ছিনাইয়া লওয়া অধিকার আদায় করিতে হইলে এই দু’টি
অধিকারের পূর্ণ সদ্যবহার করিবার জন্যই আজ ঘরে ঘরে প্রস্তুত হইতে
হইবে।”

তিনি বলেন : স্মরণ রাখিবেন, এবার আমাদের সম্মুখে একটিই পথঃ
হয় জয়, নয় ক্ষয়।

শেখ মুজিবের উত্তরবঙ্গ সফরের প্রথম পর্যায়ে আজ স্থানীয় টাউন হল
ময়দানে আয়োজিত জনসভাটি আশাতীত সাফল্যের পরিচয়দান করে। শহর
ও শহরের বাহিরে দূরবর্তী এলাকা হইতে আগত বিপুল জনতা গভীর আগ্রহ
ও মনোযোগ সহকারে বক্তৃতা শ্রবণ করেন। শেখ মুজিব প্রায় এক ঘণ্টাব্যাপী
বক্তৃতায় ৬-দফার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করেন। বিগত ১৭ দিনের পাক-
ভারত যুদ্ধে জাতি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে, শেখ মুজিব উহাও
বিশদভাবে আলোচনা করেন। জাতীয় জীবনের সেই দুর্য়োগ মুহূর্তে
প্রেসিডেন্ট কেন পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন নাই বা আসিতে পারেন নাই,

সেনাবাহিনী প্রধান কেন আসিতে পারেন নাই, দুনিয়ার অন্যান্য অংশের
সহিত ঐ সময় পূর্ব পাকিস্তানের কোন যোগাযোগ কেন ছিল না— ইত্যাদি
প্রশ্নের অবতারণা করিয়া শেখ মুজিব জনসাধারণকে এগুলি বিশেষ গুরুত্ব
সহকারে বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখিবার আহ্বান জানান। শেখ সাহেব
তাঁহার বক্তৃতায় লেভী প্রথা, টেঙুপাতা অর্ডিন্যান্স, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রভৃতির তীব্র
সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, সরকার জাতীয় সম্পদকে তাঁহাদের
বিলাস-ব্যাসন চরিতার্থ করার জন্য অপচয় করিতেছেন আর অন্যদিকে
জনগণ অর্ধাহার-অনাহারে দিন কাটাইতেছে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে
পারে যে, স্থানীয় কনভেনশন লীগ ও প্রগতির দাবীদার অপর একটি
রাজনৈতিক দল যৌথভাবে ৬-দফা বিরোধী প্রচারপত্র ও প্রাচীরপত্র প্রকাশ
করেন। তাঁহারা ৬-দফাকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ বলিয়া অভিহিত করেন এবং
বলেন যে, ইহা একটি মার্কিন ডলারের দ্বারা অনুপ্রাণিত কর্মসূচী।

উপরোক্ত অভিযোগের জবাবে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন যে,
পাবনার জনসভার এই বিপুল জনসমাবেশই প্রতিক্রিয়াশীলদের অভিযোগের
সঠিক জবাব দিয়াছে। তথাকথিত প্রগতির ধারকদের তিনি কঠোরভাবে
হুঁশিয়ার করিয়া দেন। তিনি বলেন যে, ক্ষমতাসীনদের সহিত যোগসাজসে
জনগণের দাবীকে নস্যাত করিতে গেলে জনগণের হাতে এই প্রগতিশীলদের
কঠোর পরিণতি ভোগ করিতে হইবে। প্রগতিবাদীদের তিনি বাস্তব অবস্থা
অনুধাবনের আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, তাঁহারা যদি সত্য সত্যই
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে চাহেন তাহা হইলে তাঁহাদের বর্তমান
সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে হইবে। কারণ, এই সরকারই
সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধিত্ব করেন। অন্যথায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শ্লোগানের
ভাওতাবাজী হইতে বিরত থাকার জন্য তিনি এই প্রগতিশীলদের প্রতি
আহ্বান জানান।

দৈনিক ইত্তেফাক

১০ই এপ্রিল ১৯৬৬

নির্যাতনের কষাঘাতই দেশবাসীকে সাফল্যের স্বর্ণদ্বারে পৌছাইয়া দিবে
সংগ্রামী শপথদীপ্ত বগুড়াবাসীর প্রতি শেখ মুজিবের আশ্বাস
(ইত্তেফাকের বিশেষ প্রতিনিধি)

বগুড়া, ৯ই এপ্রিল।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর
রহমান গতকাল এই ছোট্ট শহরের বুকে অর্ধলক্ষাধিক লোকের এক সভায়
ঘোষণা করেন যে, বহু ত্যাগ ও সংগ্রামের মাধ্যমে এই দেশের জনগণ
তাঁহাদের স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে। সুতরাং জনগণকেই ইহার ফল ভোগ

করিতে দিতে হইবে। স্বার্থান্বেষী মহল কিংবা তাঁহাদের ক্রীড়নকন্দের রাজত্বের জন্য দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয় নাই।

স্থানীয় এডওয়ার্ড পার্কে গতকাল আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত এই জনসভায় শ্রোতৃমণ্ডলীর বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে শেখ সাহেব উপরোক্ত ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে, শোষণ ও বিশ্বাসঘাতকতার চির অবসান ঘটাইবার জন্য আওয়ামী লীগ শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে। শ্রমিক-কৃষক-বুদ্ধিজীবী তথা সকল শ্রেণীর, নাগরিকের এই সভা শ্রোতৃমণ্ডলীর পীড়াপীড়িতে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত অব্যাহত রাখিতে হয়। এই মহতি জনসভার মাধ্যমে অধিকার আদায়ের আন্দোলনে প্রদেশের এই ছোট্ট শহরের মানুষের চোখেমুখে দৃষ্ট শপথের যে অভিব্যক্তি ঘটে, তাহা লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁহারা কতখানি উদ্বিগ্ন ও আগ্রহী। তাঁহারা জানেন, তাঁহাদের অভীষ্ট লক্ষ্য একদিন অর্জিত হইবেই— অবসান ঘটিবে বর্তমান অমানিশার। সেই দিন আর দূরে নয়। সভার প্রধান বক্তা পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে বক্তৃতা করিতে উঠিয়া ঘোষণা করেন যে, শোষণের যাঁতাকল হইতে দেশবাসীকে মুক্ত করাই আওয়ামী লীগের নীতি। ৬-দফা কর্মসূচী একাধারে পাকিস্তানের জনগণের মুক্তিসনদ, এই অভিমত প্রকাশ করিয়া শেখ সাহেব তাঁহার দীর্ঘ বক্তৃতায় এক এক করিয়া ৬-দফার ব্যাখ্যাদান করেন। তিনি বলেন যে, ইহা কোন দলের প্রয়োজনে প্রণীত রাজনৈতিক কর্মসূচী নয়—পাকিস্তানকে সত্যিকারভাবে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যেই এই কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রকৃত রাজনৈতিক মনোভাব লইয়াই ইহার বিচার করিতে হইবে। জনগণকে কোন পথে লইয়া যাওয়া হইতেছে, তাহা ভবিয়া দেখার জন্য তিনি জনসাধারণের নিকট আহ্বান জানান।

শেখ সাহেব ঘোষণা করেন যে, আওয়ামী লীগ অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাস করে বলিয়া ভারতকে পাকিস্তানের ভূমি দখল করিতে দিবে একথা কেবল তাঁহারা বলিতে পারেন যাঁহারা দেশ ও দেশের স্বার্থে বিশ্বাস করেন না, কেবল ব্যক্তি-স্বার্থই চিনেন। তিনি বলেন, পাকিস্তানের কোন নাগরিক ভারতের নিকট পাকিস্তানকে বিকাইয়া দিতে পারেন, একথা কেবল তাঁহারা বলিতে পারেন, যাঁহারা দেশ ও দেশের স্বার্থ পদদলিত করিয়া কেবল স্বীয় ভাগ্য গড়িতেই অভ্যস্ত। তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে আওয়ামী লীগ প্রধান ঘোষণা করেন, “সীমান্ত পার হইতে বিপদ যদি আসে, তবে সেই দিনই দেখা যাইবে মাতৃভূমির পবিত্রতা রক্ষার জন্য কোন দল কত খুন দিতে পারে।” দেশের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কথিত মতে রক্ষা ব্যবস্থার জন্য বাহিরের উপর পূর্ব পাকিস্তানের নির্ভরশীলতায় শেখ

সাহেব গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সরকার ফারাক্সা বাঁধের ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন তাহা প্রকাশ্যে ঘোষণা করার জন্য তিনি সরকারের নিকট দাবী জানান। তিনি বলেন যে, সমগ্র উত্তরবঙ্গকে মরুভূমিতে পরিণত করাই ফারাক্সা বাঁধের উদ্দেশ্য। আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির আজতক তেমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। এখনও আমরা শুধুমাত্র প্রকৃতির কৃপার উপরই নির্ভর করিতেছি।

আজাদ

১১ই এপ্রিল ১৯৬৬

রংপুরে মুজিবের বক্তৃতা

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

রংপুর ১০ই এপ্রিল।— আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান গতকাল এখানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা দানকালে বলেন যে, ছয় দফার বিরুদ্ধবাদীরা অনেক শক্তিশালী। সুতরাং যে কোন পরিণতির জন্য জনগণকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

জনগণের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাইয়া শেখ মুজিব বলেন, যাহারা আমাদেরকে বঞ্চিত করিয়াছে, আমাদের সংগ্রাম কেবলমাত্র তাহাদেরই বিরুদ্ধে। আমাদের সংগ্রামের মূলে কোন প্রকার আঞ্চলিকতার মনোভাব নাই।

ছয় দফাকে জনগণের মুক্তি সনদ হিসাবে আখ্যায়িত করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, ইহা গোপন কিছু নহে। সকলের জন্য ৬ দফা প্রস্তাব উন্মুক্ত রহিয়াছে। যে কেহ উহার গুণাগুণ বিচার করিতে পারে।

বিশ্বাসঘাতকের কণ্ঠকে চিরতরে স্তব্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

দৈনিক ইত্তেফাক

১১ই এপ্রিল ১৯৬৬

জীবিকার অধিকার আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হউন

বিড়ি শ্রমিকদের প্রতি শেখ মুজিবর রহমানের আহ্বান

(ইত্তেফাকের বিশেষ প্রতিনিধি)

রংপুর, ৯ই এপ্রিল।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে সাত হাজার বিড়ি শ্রমিকের নিকট প্রতিশ্রুতি দেন যে, বিড়ি শ্রমিকদের আন্দোলনে শরীক হওয়ার জন্য আওয়ামী লীগ কর্মীরা

সবসময় প্রস্তুত রহিয়াছে। জীবিকার অধিকার আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার নিমিত্ত তিনি তাঁহাদের প্রতি আহ্বান জানান।

বিড়ি শ্রমিকদের এক সমাবেশে ভাষণদান প্রসঙ্গে আওয়ামী নেতা বলেনঃ মাটির সহিত বর্তমান শাসক চক্রের কোন সম্পর্ক নাই। তাই, তাঁহারা এত নিষ্ঠুর হইতে পারেন। তিনি বলেনঃ আবেদন-নিবেদন কিংবা যুক্তির ভাষায় বর্তমান শাসক চক্রের টনক নড়ে না। তাই, আপোষহীন আন্দোলনের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান আজ সকালে বগুড়া হইতে আওয়ামী নেতৃবৃন্দসহ এখানে আগমন করেন। উত্তরবঙ্গে বিড়ি শিল্পের প্রধান কেন্দ্র হারাগাছা হইতে প্রায় সাত হাজার বিড়ি শ্রমিক শোভাযাত্রা সহকারে দীর্ঘ আট মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আওয়ামী নেতার নিকট নিজেদের অভাব-অভিযোগ পেশ করার জন্য রংপুর আগমন করে। প্রথর সূর্যের কিরণ উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক পরিভ্রমণ করেন এবং আওয়ামী লীগ সভাপতির সহিত সাক্ষাতের জন্য স্থানীয় ডাক বাংলোর সামনে জমায়েত হন। বিড়ি শ্রমিকদের একটি প্রতিনিধিদল ডাক বাংলায় শেখ মুজিবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের অভাব-অভিযোগ বর্ণনা করেন। শেখ মুজিব পরে বিড়ি শ্রমিকদের উদ্দেশে ভাষণদান করেন। তিনি তাঁহাদের অভাব-অভিযোগের সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে তাঁহাদের প্রতি পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস প্রদান করেন।

জনাব মুজিবুর রহমান বিড়ি শ্রমিকদের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত কি-না জিজ্ঞাসা করেন। বিড়ি শ্রমিকরা এক বাক্যে তাঁহাদের প্রস্তুতির সংকল্প ঘোষণা করেন। জবাবে শেখ সাহেবও ঘোষণা করেন যে, এই সংগ্রামে আওয়ামী লীগ কর্মীরা তাঁহাদের পার্শ্বে থাকিবে। আওয়ামী প্রধানের এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত বিড়ি শ্রমিকরা বিপুল হর্ষধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১১ই এপ্রিল ১৯৬৬

৬-দফার সমর্থনে রংপুরে গণজাগরণ

অকুতোভয় সংগ্রাম পরিচালনার জন্য শেখ মুজিবের আহ্বান

(বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত)

রংপুর, ৯ই এপ্রিল।— আজ এখানে এক বিশাল জনসমাবেশে বক্তৃতাকালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান দেশবাসীর প্রতি প্রবঞ্চনাকারীদের উৎখাত করিবার জন্য সকল স্থানের মানুষকে কাঁধে কাঁধ

মিলাইয়া অকুতোভয় সংগ্রাম চালনার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এই প্রবঞ্চনাকারীরা আজ শোরগোল তুলিয়াছে; কিন্তু ইহাদের আওয়াজ দেশবাসীকে স্তব্ধ করিয়া দিতে হইবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬২ সালে কারামুক্তির পর ঝটিকা সফরে আগমন করিয়া মরহুম জনাব সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক অনুষ্ঠিত সভা ছাড়া এত বড় জনসমাবেশ রংপুরে আর হয় নাই।

শ্রোতা কি বলেন

সভাশেষে জনৈক সরকারী কর্মচারী আমাকে বলেন যে, অতীতে এমন সাফল্যজনক সভা আর এখানে হয় নাই এবং এ ধরনের কয়েকটি সভার অনুষ্ঠান ‘করিতে’ পারিলে গোটা জেলার মানুষ আওয়ামী লীগের পতাকাতলে সমবেত হইবে। তিনি বলেন, শেখ সাহেবের বলিষ্ঠ এবং যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন এবং তিনি বিশ্বাস করেন, অন্যদের তাঁর মতই প্রতিক্রিয়া হইয়াছে।

মানুষ আর মানুষে শহর আচ্ছন্ন

আওয়ামী লীগের এই মহতী সভায় যোগদানের জন্য যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিত দুঃখ-দুর্দশার কষাঘাতে নিষ্পেষিত মানুষ কাতার বন্দী হইয়া সভাস্থলে গমন করে। তাহার তুলনা কোথায়? শুধু কি তাই, শহরের বাড়ীগুলির ছাদে, বারান্দায়, ব্যালকনীতে, উচ্চস্থানে, গাছে-যে যেখানে স্থান করিতে পারিয়াছেন তথা হইতে নির্দিষ্ট মনে বাংলার সংগ্রামী সন্তান শেখ মুজিবের বক্তৃতা শ্রবণ করেন। জলদগম্ভীরস্বরে শেখ মুজিবের কণ্ঠ-নিঃসৃত প্রতিটি কথা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়া নির্দিষ্টমনা শ্রোতাদের প্রাণে ঝঙ্কার তোলে। এই সভায় যোগদানের জন্য আট মাইল দূর হইতে সাত হাজার বিড়ি শ্রমিক শোভাযাত্রা করিয়া আগমন করে। শেখ মুজিব তাঁহার ছয়দফা কর্মসূচীর এমনি প্রবল ও যুক্তিসহ ব্যাখ্যাদান করেন যে, সভাশেষে প্রত্যেকটি লোকের মুখে শুধু ছয়-দফার কথাই শুনা যায়। শেখ মুজিব বলেন, আমাদের সংগ্রাম তাঁহাদের বিরুদ্ধে যাঁহারা পূর্ববাংলার মানুষকে শোষণ করিয়াছে, বঞ্চনা করিয়াছে। এখানে যে সমস্ত মোহাজের আগমন করিয়াছে তাহাদেরও একই দশা। তাহারাও বঞ্চিত, রিক্ত। সুতরাং স্থানীয়দের সহিত এক কাফেলায় তাহাদেরও शामिल হওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ খোলা নাই। তিনি বলেন, ছয়-দফা কোন দলীয় কর্মসূচী নহে, ইহা বর্তমান বিধিব্যবস্থার পুনঃবিন্যাস করিয়া নয়া সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ম্যাপকাটা। ইহাতে গোপন কিছুই নাই, যে-কেহ খোলা চক্ষে ইহা নিরীক্ষা করিতে পারেন।

হুঁশিয়ার!

শেখ মুজিব হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করিয়া বলেন, যদি বর্তমান স্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থা অব্যাহত থাকিতে দেওয়া হয়, তবে দেশ ধ্বংস হইবে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার দোহাই পাড়িয়া আজ যে অবস্থার সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহাতে দুর্নীতি গোটা সমাজজীবনকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। পরিবেশ আজ এমনই বিষাক্ত যে, এখন রাজনীতিকে টাকা রোজগারের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে। বর্তমানে একশ্রেণীর টাউট সৃষ্টি হইয়াছে—যাহারা তাহাদের রাজনৈতিক প্রভুদের গৃহভৃত্যের মত কাজ করিতে গুরু করিয়াছে। কিন্তু রাজনীতিকে এই পঙ্কিলতামুক্ত করিয়া মানুষকে তার অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ অবশ্য দিতে হইবে। শেখ মুজিব বলেন, ৬-দফার বিরুদ্ধবাদীদের হাতে ক্ষমতা

দৈনিক ইত্তেফাক

১১ই এপ্রিল ১৯৬৬

মুজিবকে জেলে যাইতেই হইবে?

লাহোর, ১০ই এপ্রিল।— জনাব মুজিবর রহমানকে জেলে যাইতেই হইবে; কারণ তাঁহার বিরুদ্ধে আদালতে কয়েক দফা ফৌজদারী মামলা চলিতেছে, তবে জেলে যাওয়ার পূর্বে তিনি রাজনৈতিক বীর বনিতে চাহেন।

পাকিস্তান মুসলিম লীগের বৈঠকে যোগদানের জন্য এখানে আগত পূর্ব পাকিস্তানী মন্ত্রীদেব সম্মানার্থ লাহোর কর্পোরেশনের অন্যতম কাউন্সিলর মালিক মোহাম্মদ শফী কর্তৃক আয়োজিত এক সম্বর্ধনা সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী দেওয়ান আবদুল বাসেত গতকল্য উপরোক্ত মন্তব্য করেন। দেওয়ান বাসেত আরও বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ জনাব মুজিবর রহমানের ছয়-দফা সমর্থন করেন না। তিনি বলেন যে, জনগণের স্মৃতিশক্তি এত ক্ষীণ নহে। আদমজী জুট মিলের দাঙ্গা ও পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের স্পীকারের হত্যার কথা আজও তাহাদের স্মরণ আছে। - এ,পি, পি

Morning News

11th April 1966

Mujib's Programme Based
On Political Opportunism
MAULANA RAHIM

Maulana Abdur Rahim, Ameer Jamaat-i-Islami, East Pakistan said here on Saturday that the six-Point Programme of the Awami League was based on political opportunism”, reports PPA.

In a Press statement here yesterday, the provincial Jamaat Ameer was commenting on the reported offer of the Awami League that it would forego its six-point programme if the capital of Pakistan was shifted to East Pakistan.

Maulana Rahim expressed his surprise as to how Sheikh Mujib the East Pakistan Awami League Chief, could agree to surrender his programme after making so much fuss about it.

He continued that Sheikh Mujib never raised the issue of federal capital nor he put forward any scheme for the solution of the “economic ills” of East Pakistan.

Besides, he said, the Awami League leader had never claimed that shifting of the federal capital to East Pakistan would achieve the objective of the six-point programme.

Sheikh Mujib was now prepared to forego the six-point programme in lieu of the federal capital for East Pakistan.

This clearly manifested that the six-point programme was based on political opportunism, he said and added that inspired by opportunism only the Awami League had now fallen back upon its programme after raising a hue and cry among the people.

Maulana Rahim said, people had been watching this game since Jugto Front came out with the 21-point programme.

Maulana Rahim concluded that the real welfare of the people could not be achieved until such political opportunism was uprooted from the soil and ideal political atmosphere established in the country.

দৈনিক পাকিস্তান

১১ই এপ্রিল ১৯৬৬

বগুড়ায় শেখ মুজিব

বগুড়া, ৯ই এপ্রিল (পিপিএ)।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য বলেন যে, “পাকিস্তানকে প্রকৃত শক্তিশালী করিয়া তোলাই” তাঁহার ছয় দফা দাবীর উদ্দেশ্য।

গতকল্য স্থানীয় এডওয়ার্ড পার্কে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ প্রধান ছয়দফা দাবীকে “অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত” বলিয়া আখ্যা প্রদান করেন।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, বর্তমানে সমস্ত পেশার জনগণই নিজেদের ভরণ-পোষণে অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছেন।

তিনি পাটচাষীদের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার দাবী জানান।

বগুড়া জেলা আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব বি এস ইলিয়াস উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় বক্তৃতা করেন জনাব মিজানুর রহমান, জনাব তাজউদ্দীন আহমদ, জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী ও শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন।

Dawn
12th April 1966
**Mujib still firm on 6-point
plan: Press report contradicted**

DINAJPUR, April 11: Sheikh Mujibur Rahman, President, East Pakistan Awami League, has contradicted a Press report that he was ready to barter his six-point programme for shifting of the Capital to East Wing.

In a statement here yesterday Sheikh Mujib termed the Press report as misleading and said it aimed at creating confusion about his six-point programme.

Explaining what he had said at Pabna the Awami League leader said if the Capital of Pakistan and the headquarters of the three Services had been in East Pakistan “The people of West Pakistan would have come out with a similar six-point programme”.

Sheikh Mujib reiterated his firm stand on the six-point and said it was a “question of life and death” and that “there could be no compromise on it.”—PPA.

দৈনিক ইত্তেফাক
১২ই এপ্রিল ১৯৬৬
৬-দফার প্রতি সমর্থন
করাচী আওয়ামী কর্মী সম্মেলনের সিদ্ধান্ত

করাচী, ১১ই এপ্রিল।— গতকাল করাচী শহরতলীর প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ কর্মীদের এক সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের ৬-দফা কর্মসূচীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানানো হয়।

আজ শহর আওয়ামী লীগ কর্তৃক প্রচারিত এক ইশতেহারে দেশ হইতে অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারেরও দাবী করা হয়।

ইশতেহারে বলা হয় যে, কর্মী সম্মেলনে রাজবন্দীদের মুক্তি ও ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের দাবী করা হয়। সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে বিভিন্ন কলোনীতে বসবাসকারী মোহাজিরদের গৃহ ছাড়িয়া দেওয়ার নোটিশ প্রত্যাহারের দাবী জানানো হয়। - এ, পি, পি

দৈনিক ইত্তেফাক
১২ই এপ্রিল ১৯৬৬

‘আমরা জনগণেরই দালাল আর জনতার দরবারই শক্তিশালী আদালত’
দিনাজপুরের বিরাট জনসভায় শেখ মুজিবের বক্তৃতা
(বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত)

দিনাজপুর, ১০ই এপ্রিল।— আজ এখানে একবিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন যে, কাহারো দেশ ও জনগণের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, উহা বিচারের ভার জনগণের উপর। কেননা আদালতে তাহাদের বিচার হইতে পারে না। তিনি জনতার উদ্দেশে বলেন, আমারও ভোটাধিকার নাই, আপনাদেরও ভোটাধিকার নাই; আসুন, আমরা সবাই মিলিয়া ভোটাধিকার অর্জন করি।

শেখ মুজিব বলেনঃ আমি বিশ্বাস করি, জনসাধারণই প্রকৃত শক্তির উৎস এবং জনতার দরবারই আল্লাহর আদালতের পরে শক্তিশালী আদালত। তাই আপনাদের উপরই বিচারের ভার দিলাম, আপনাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন যে, আমরা চীন বা আমেরিকা কাহারো দালাল নই। আমরা আমাদের দেশবাসীরই দালাল। কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য পোষণের প্রশ্নই আসে না। কারণ আমরা জানি যে, নিজেদের শক্তি না থাকিলে কেহই আমাদের বন্ধু হইতে আসিবে না। এই দুনিয়া উপযুক্তেরই স্থান এবং আমরা কাহারও করুণার উপর নির্ভরশীল থাকিতে চাই না। আমাদের নিজেদেরই উপযুক্ত হইতে হইবে এবং নিজেদের শক্তিতেই বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। শেখ মুজিব বলেন, স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল শেরেবাংলা ও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মত দেশবরণ্য নেতাকেও বিভেদ সৃষ্টিকারী বলিয়া আখ্যাদান করিয়াছিল। ইহা একটু অতি পুরাতন শ্লোগান। উহা আমরা পরোয়া করি না। তবে আমরা জানি, কিভাবে দাবী-দাওয়া স্বীকার করিয়া লইতে তাহাদের বাধ্য করা যায়। তুমুল করতালির মধ্যে শেখ মুজিব দৃষ্টান্তে ঘোষণা করেন যে, আমরা যে সংগ্রাম শুরু করিয়াছি, জীবনের বিনিময়ে হইলেও আমরা এই সংগ্রাম চালাইয়া যাইব। ৬-দফা দাবীর বিস্তারিত ব্যাখ্যাদান করিয়া শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, একদা লাহোরে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। আর পাকিস্তানকে শক্তিশালী করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে, এই আশা লইয়া ৬-দফা প্রস্তাব পেশ করার জন্য আমি লাহোর গিয়াছিলাম; কিন্তু আমার সেই আশা ব্যর্থ হইয়াছে।

শেখ মুজিবর রহমান দেশের শিল্প ব্যবস্থার সমালোচনা করিয়া দৃষ্টকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, আওয়ামী লীগ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। সুযোগ আসিলে আওয়ামী লীগ দেশের সকল শিল্প জাতীয়করণ করিবে।

রাত ৯টা পর্যন্ত জনসভা

সাধারণতঃ দিনাজপুরের জনসভা মগরেবের পর চালু থাকে না। কিন্তু আজিকার জনসভায় উল্লিখিত জনতা রাত নয়টা পর্যন্ত সভাস্থলে জমায়েত থাকে। অবশেষে সভার সমাপ্তি ঘোষণার পরও নারাজ, জনতা সভার কাজ চালু রাখার এবং আরও বক্তৃতা শ্রবণের দাবী জানাইতে থাকে। কিন্তু রাতেই নেতৃবৃন্দের সড়ক-পথে সোয়া দুইশত মাইল পাড়ি দিয়া রাজশাহী রওয়ানা হওয়ার কর্মসূচী থাকায় দিনাজপুরের উদ্দীপ্ত জনতার মুখর আগ্রহকে হতাশ করিতে হয়।

জনসভায় ভাষণদানকালে জাতীয় পরিষদ সদস্য অধ্যাপক ইউসুফ আলী ছয়-দফার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন যে, ইহা বিগত ১৮ বৎসরের দুর্দশারই বহিঃপ্রকাশ।

সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী মাথাভারী শাসন ব্যবস্থার সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, এই মাথাভারী শাসনের দরুন গোটা জাতীয় জীবনেই দুর্নীতি বিস্তার লাভ করিয়াছে। জনাব চৌধুরী বলেন যে, দেশের উন্নয়ন খাতের ব্যয় কাহারো ব্যক্তিগত আয় হইতে আসে না, জনগণের সম্পদ হইতেই ইহা সংগৃহীত হয়। জনাব খন্দকার মোশতাক আহমদ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, পাকিস্তানকে শক্তিশালী করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ সবকিছুই উৎসর্গ করিয়াছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও একমাত্র বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী করে নাই।

রংপুর

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানসহ অন্যান্য নেতার আশু মুক্তির দাবীতে জেলা আওয়ামী লীগ দফতর সম্পাদক শেখ আমজাদ হোসেনের বাস ভবনে সাতগাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। শেখ আমজাদ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় কারারুদ্ধ নেতাদের আশু মুক্তি দাবী করা হয়। সভায় বিভিন্ন বক্তা বলেন যে, জননেতাদের গ্রেফতার করিয়া দাবী-দাওয়া আদায়ের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন দমন করা যায় না এবং যাইবে না। সভায় ৬-দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন, খাদদ্রব্যের মূল্য হ্রাস, টেঙুপাতা অর্ডিন্যান্স বাতিল ও জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের দাবী জানান হয়।

হাটহাজারী

সম্প্রতি হাটহাজারী থানার দক্ষিণ মার্দাশা সমিতির হাটে জনাব আবদুল লতিফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এগার নম্বর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কর্মী সম্মেলনে ৬-দফা আদায়ের শপথ গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে শেখ মুজিবর রহমানসহ গ্রেফতারকৃত নেতাদের মুক্তি দাবী করা হয়। সভায় এই মর্মে মত প্রকাশ করা হয়, ৬-দফার সহিত পূর্ব পাকিস্তানীদের বাঁচা-মরার সম্পর্ক; সুতরাং এই দাবী আদায়ের নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম দাবী স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে।

টাঙ্গাইল মোক্তার বার

টাঙ্গাইল মোক্তার বার সমিতির সাধারণ সম্পাদক এক বিবৃতিতে শেখ মুজিবর রহমানসহ দেশরক্ষা আইনে আটক সকল রাজনৈতিক নেতার আশু মুক্তির দাবী জানাইয়াছেন। বিবৃতিতে দেশরক্ষা আইনে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের শায়েস্তা করার নীতি প্রত্যাহারের আহ্বান জানানো হয়।

তিনি তাঁহার বিবৃতিতে বলেন যে, নিজ কর্মসূচী জনসাধারণের নিকট পেশ করার গণতান্ত্রিক অধিকার সব কয়টি রাজনৈতিক দলেরই রহিয়াছে। শেখ মুজিবর রহমান ও তাহার অন্যান্য সহকর্মীকে দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার করায় আমরা বিক্ষুব্ধ। তাসখেন্দ ঘোষণার পর দেশে জরুরী অবস্থা অব্যাহত রাখার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে দেশরক্ষা আইনের ব্যবহার একবারেই নিষ্প্রয়োজন। বিবৃতিতে দেশে শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখার খাতিরে সরকারকে আইনের অপব্যবহার বন্ধ করার আহ্বান জানাইয়া অবিলম্বে শেখ মুজিবর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী জানানো হয়।

Morning News

12th April 1966

Mujib Denies Press Report

DINAJPUR, April 11 (PPA) : Sheikh Mujibur Rahman, President, East Pakistan Awami League has contradicted a press report that he was ready to barter his six-Point programme for the shifting of the country's capital to the East Wing.

In a statement here yesterday Sheikh Mujib termed, the press report as misleading and said that it aimed at creating confusion about his six-point programme.

Explaining what he had said at Pabna, the Awami League leader said that if the capital of Pakistan and the headquarters of the three services would have been in East Pakistan people of West Pakistan would have come cut with a similar six-point programme.

Sheikh Mujib reiterated his firm stand on the six-point programme and said that it was the “question of life and death” and “that there could be no compromise on it”.

সংবাদ

১২ই এপ্রিল ১৯৬৬

৬-দফা প্রত্যাহারের কথা বলি নাই : শেখ মুজিব

দিনাজপুর, ১২ই এপ্রিল, (পিপিএ)।— দেশের রাজধানী পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করা হইলে ছয় দফা দাবী প্রত্যাহার করা হইবে বলিয়া সংবাদপত্রে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান উহার বিরোধিতা করেন।

গতকল্য শেখ মুজিবর রহমান এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগের ছয়দফা সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টির বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন।

পাবনায় আওয়ামী লীগ নেতা কি বলিয়াছিলেন তাহার বিশ্লেষণ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, রাজধানী ও তিনটি বিভাগের সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তান স্থানান্তর করিলে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণও একই ভাবে ছয় দফা দাবী নিবে।

দৈনিক পাকিস্তান

১২ই এপ্রিল ১৯৬৬

দিনাজপুরের জনসভায় শেখ মুজিব

স্বতন্ত্র অর্থনীতি ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবী

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

দিনাজপুর, ১০ই এপ্রিল।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এখানে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবী জানান।

তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ জাত সাঁতার। কারণ, পূর্ব পাকিস্তান নদীমাতৃক দেশ। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণকে সুইমিং পুলে সাঁতার শিখিতে হয়। তিনি তাই দেশের নৌবাহিনীর সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তর করার দাবী জানান।

স্থায়ী ছয় দফার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি কেন্দ্রের হাতে শুধুমাত্র প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি রাখিয়া অন্যান্য সকল বিষয় প্রদেশের হাতে ছাড়িয়া দেওয়ার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানকে স্বতন্ত্র অর্থনীতি ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে। শেখ মুজিব পুঁজি পাচারের বিরুদ্ধেও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান।

তিনি দুই প্রদেশের মধ্যে অর্থ বণ্টনের ব্যাপারে বৈষম্য দূর করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সরকারের সামগ্রিক আয়ের শতকরা ৮০ ভাগ পূর্ব পাকিস্তান অর্জন করিলেও বর্তমান সরকার পূর্ব পাকিস্তানের পিছনে শতকরা মাত্র ৩০ ভাগ ব্যয় করেন।

তিনি এই মর্মে দৃষ্টান্ত প্রদান করেন যে, সরকার উন্নয়ন খাতে যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানকে প্রদান করিতেছেন দুই হাজার চারিশত কোটি টাকারও বেশী সেখানে পূর্ব পাকিস্তানকে প্রদান করা হইতেছে মাত্র নয়শত কোটি টাকা।

জনাব রহিমুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় অন্যান্যদের মধ্যে জনাব তাজউদ্দীন আহমদ, জনাব ইউসুফ আলী, জনাব মীজানুর রহমান ও জনাব মুশতাক আহমদ বক্তৃতা করেন।

আজাদ

১৩ই এপ্রিল ১৯৬৬

মুজিবের প্রতি ভুট্টোর চ্যালেঞ্জ

ঢাকা, ১২ই এপ্রিল।— পররাষ্ট্র উজির জনাব জেড,এ, ভুট্টো আজ রাতে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি পুনরায় চ্যালেঞ্জ প্রদান করিয়াছেন।

আজ রাতে ঢাকা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সহিত সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, তিনি প্রকাশ্য সভায় দাঁড়াইয়া শেখ মুজিবের সহিত তাঁহার পছন্দ মত যে কোন বিষয় আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছেন।

জনাব ভুট্টো ইতিপূর্বে মোছলেম লীগ কাউন্সিলের সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ছয় দফা সম্পর্কে তাহার সহিত আলোচনার প্রস্তুত হওয়ার জন্য শেখ মুজিবুরের প্রতি চ্যালেঞ্জ প্রদান করিয়াছিলেন। —এ,পি,পি

আজাদ

১৩ই এপ্রিল ১৯৬৬

করাচী আওয়ামী লীগ কর্তৃক ৬-দফা সমর্থন

করাচী, ১১ই এপ্রিল।— গতকল্য শহরতলী এলাকার কলোনীসমূহের প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ কর্মীদের এক সম্মেলনে শেখ মুজিবর রহমানের ৬ দফা পরিকল্পনাকে সমর্থন জানান হয়।

বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবাবলী সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে দেশ হইতে অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের দাবী জানান হইয়াছে। অপর প্রস্তাবে সকল রাজবন্দীদের মুক্তিদান ও শহর হইতে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের দাবী জানান হয়।

বিভিন্ন কলোনীতে বসবাসকারী মোহাজেরদের উচ্ছেদের জন্য যে নোটিশ প্রদান করা হইয়াছে এক প্রস্তাবে উহা প্রত্যাহারের জোর দাবী জানান হইয়াছে।- এ পি পি

Pakistan Observer

13th April 1966

Bhutto ready to confront Sk. Mujib

Foreign Minister Mr. Z. A. Bhutto said in Dacca on Tuesday that he was prepared to discuss with Sheikh Mujibur Rahman on his six-point programme or any other issues during his current visit to this province, reports PPA.

Replying to a question at the Tejgaon airport the Foreign Minister said, he would be willing to do so ‘from same public platform.’

Mr. Bhutto said, he would stay in Dacca about a week in connection with the visit of the Chinese Head of State, Mr. Liu Shao-Chi.

‘I hope Sheikh Mujib would appreciate my inability to meet him at the time of the visit of the distinguished guest’ he continued. Mr. Bhutto, however, remarked smilingly I hope to meet him after departure of the Chinese Head of State.

Dawn

13th April 1966

Bhutto invites Mujib to confrontation

DACCA, April 12: Foreign Minister Z.A. Bhutto said here tonight, that he was prepared to discuss with Sheikh Mujibur Rahman his six-point programme or any other issue during his current visit to this Province.

Talking to newsmen at Tejgaon Airport the Foreign Minister replied in the affirmative that he would be willing to do so “from the same public platform”.

Mr. Bhutto said that he would stay here about for a week in connection with the visit the Chinese Head of the State, Mr Liu Shao-Chi. “I hope Sheikh Mujib would appreciate my inability to

meet him at the time of the visit of the distinguished guest” he said, but remarked smilingly: “I hope to meet him after the departure of the Chinese Head of the State.”—PPA

Dawn

13th April 1966

MUJIB EXPLAINS SIX-POINT PLAN

RAJSHAHI, April 12: Sheikh Mujibur Rahman, President of the East Pakistan Awami League, said here yesterday that his party’s struggle aimed at achieving economic and political freedom for the people of both the provinces of the country. Addressing a public meeting at local Idgah Maidan last evening, Sheikh Sahib denied that they were struggling for capturing power.

He explained his party’s six-point programme to the audience and called upon them to make themselves ready to undergo “any sort of troubles” for the hundred million people of the country.

The Provincial Awami League chief complained against “insufficient defence arrangements” for East Pakistan. He advocated for East Pakistani youngmen chances to utilise their merits in the defence services of the nation.

Sheikh Mujibur Rahman said he would not be satisfied unless “due shares” were ensured for East Pakistan in the economic field also.

Mr Mizanur Rahman, MNA, Shah Moazzam Husain, and Mr Obaidur Rahman also addressed the meeting to explain their six-point programme in the light of the situation as obtaining in the country. —PPA.

দৈনিক ইত্তেফাক

১৩ই এপ্রিল ১৯৬৬

সদলবলে শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন

(স্টাফ রিপোর্টার)

উত্তর বঙ্গের পাঁচটি জেলার জনসাধারণের কাছে ৬-দফার বাণী পৌঁছাইয়া দিয়া পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান ও তাঁহার সহকর্মীগণ গতকাল (মঙ্গলবার) ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

আজ (বুধবার) ঢাকার প্রথম মুন্সেফ ও প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এম, এ, হকের আদালতে প্রচারপত্র নিষ্ক্ষেপ মামলার তারিখ থাকায় শেখ মুজিবকে কাল ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিতে হইয়াছে। আজ এই মামলার শুনানীর

তারিখ ধার্য করিবার কথা। কাল শেখ সাহেবের সঙ্গে যাঁহারা ঢাকা ফিরিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা হইতেছেন : পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন আহমদ, আওয়ামী লীগ নেতা খোন্দকার মোশতাক আহমদ, প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী এম, এন, এ, প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমেন এবং জনাব শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন।

আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) শেখ মুজিবুর রহমান তাঁহার দলবলসহ ফরিদপুর গমন করিবেন। আগামীকাল ফরিদপুরে, আগামী ১৫ই এপ্রিল যশোরে এবং আগামী ১৭ই এপ্রিল খুলনায় তিনি জনসভায় বক্তৃতা করিবেন। মেসার্স তাজুদ্দীন আহমদ, নূরুল ইসলাম চৌধুরী, জহুর আহমদ চৌধুরী, মিজানুর রহমান চৌধুরী, আবদুল মোমেন এবং ওবায়দুর রহমান শেখ মুজিবের সঙ্গে থাকিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৩ই এপ্রিল ১৯৬৬

৬-দফা প্রশ্নে কোন আপোষ নাই :

যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে দাবী আদায় করা হইবে

রাজশাহীর জনসভায় শেখ মুজিবের বক্তৃতা

রাজশাহী, ১১ই এপ্রিল।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান আজ রাজশাহীতে এক বিপুল জনসমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন যে, বিগত ১৮ বৎসর ধরিয়া পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সর্বক্ষেত্রে যে বঞ্চনামূলক আচরণ করা হইয়াছে, তার ফলে দেশবাসীর মনে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে। আওয়ামী লীগের ৬-দফার মাধ্যমে দেশবাসীর সেই পুঞ্জীভূত ক্ষোভেরই অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। প্রদেশবাসী ৬-দফাকে তাদের মুক্তিসনদ বলিয়া আদৃত করিয়াছে। ৬-দফা পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে ৫ কোটি মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন। তাই, ৬-দফা প্রশ্নে কোনরূপ আপোষ নাই। যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে ৬-দফাকে বাস্তবায়িত করাই আজ আওয়ামী লীগের সংগ্রাম। শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত তার পাবনা সভার বক্তৃতার কথা উল্লেখ করিয়া রাজশাহীর জনসমাবেশে বলেন যে, কেন্দ্রীয় রাজধানী পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করিলে তিনি ৬-দফা প্রত্যাহার করিবেন বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সঠিক নয়। তিনি বলেন যে, ৬-দফার যথার্থ প্রমাণ প্রসঙ্গে যুক্তি প্রদর্শন করিতে গিয়া আমি সেদিন বলিয়াছিলাম যে, পশ্চিম

পাকিস্তান, পাকিস্তানের সাবেক রাজধানী করাচী, অন্তর্বর্তীকালীন রাজধানী রাওয়ালপিণ্ডি এবং নির্মীয়মাণ রাজধানী ইসলামাবাদ, পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর তিনটি সদর দফতর এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সব কয়টি সদর দফতরের সুযোগ-সুবিধা লাভ করিয়াছে। এইসব সুযোগ-সুবিধা যদি গত ১৮ বৎসর ধরিয়া পূর্ব পাকিস্তান ভোগ করিত তবে পশ্চিম পাকিস্তানের ভাইয়েরা ৬-দফার চাইতেও গুরুতর দফা লইয়া সংগ্রাম শুরু করিতেন। শেখ মুজিব বলেন যে, কোন কিছু বিনিময়ে ৬-দফা প্রত্যাহার করার প্রশ্ন উঠে না। কারণ, ৬-দফা কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। ৬-দফা আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের অনুমোদন লাভ করিয়াছে, দেশবাসীর ৬-দফাকেই তাদের মুক্তিসনদ বলিয়া আদৃত করিয়াছে ও স্বীকৃতি দিয়াছে। ৬-দফা আজ দেশবাসীর আশা-আকাংক্ষাকে যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে বাস্তবায়িত করাই আওয়ামী লীগের দায়িত্ব ও কর্তব্য। ৬-দফা বিনিময়যোগ্য বস্তু নহে। ৬-দফা আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন। শেখ মুজিব আরও বলেন যে, ৬-দফা কর্মসূচী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জস্বরূপ। ইহারই মাধ্যমে জনগণের সার্বভৌমত্ব এবং সর্বপ্রকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে জনগণের বিরামহীন সংগ্রামের দৃঢ় সংকল্পের কথা ব্যক্ত হইয়াছে।

শেখ মুজিব বলেন, ৬-দফা জাতির ভাগ্য নির্ধারণে জনগণের সর্বময় কর্তৃত্বের স্বীকৃতি দিয়া কায়মী স্বার্থের চির অবসান এবং সাধারণ মানুষের মুক্তির প্রতিশ্রুতি বহন করিতেছে। শেখ মুজিব ও তাঁহার সহকর্মীগণ দিনাজপুর হইতে সরাসরিভাবে এখানে আগমনের পরই ঈদগাহ ময়দানের জনসভায় উপস্থিত হন। তাঁহাদের বর্তমান উত্তরবঙ্গ সফরের প্রথম পর্যায়ের ইহাই ছিল সর্বশেষ জনসভা। কায়দে মিলাতের নির্বাচনী সভার পর এইরূপ বৃহৎ জনসভা রাজশাহীতে আর অনুষ্ঠিত হয় নাই। রাজশাহীর সকল শ্রেণীর মানুষ ৬-দফা কর্মসূচীর ব্যাখ্যা শ্রবণের জন্য এই বৃহৎ জনসভায় শরীক হইয়া ৬-দফার প্রতি তাঁহাদের অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

৬-দফা কর্মসূচীর উদ্যোক্তাদের অন্তরঢালা অভিনন্দন ও স্বাগত জানাইবার উদ্দেশ্যে বিরাট জনতা ও তরুণদল প্রখর রৌদ্রের মধ্যে বেলা ১২টা হইতে বৈকাল... নেতৃবৃন্দের রাজশাহী পৌছিতে পাঁচ ঘণ্টা বিলম্ব হইলেও তাহাদের উৎসাহ বিন্দুমাত্র স্তিমিত হয় নাই। তাঁহাদের মোটরগাড়ী মিউনিসিপ্যাল হলের নিকটে পৌছিলে তরুণদল ও হর্ষোৎফুল্ল জনতা মুহূর্মুহু জিন্দাবাদ ধ্বনি সহকারে তাঁহাদিগকে এরূপ বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করে যে, ফুলের মালা রাখার জন্য মোটর গাড়ীগুলিতে স্থান সংকুলানও কষ্টকর হইয়া

উঠে। বেলা পড়ার সাথে সাথে দলে দলে লোক সভাস্থলের দিকে যাইতে আরম্ভ করে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ময়দান ভর্তি হইয়া যায়। শেখ মুজিবর বক্তৃতামঞ্চ উপস্থিত হইলে উল্লসিত জনতা হর্ষধ্বনি ও পটকা ফুটাইয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করে। ... কোন বিচ্যুতি বা আপোষ চলিতে পারে না।

বিপুল শ্রোতৃমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করিয়া শেখ মুজিবর রহমান বলেন, ছয় দফা কোন দল বিশেষের কর্মসূচী কিংবা ভোটলাভের কৌশল নয়। পাকিস্তানের জনগণের যে দুঃখ-দুর্দশা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, ইহা তাহারই বহিঃপ্রকাশ। বিগত ১৮ বৎসর যাবত এদেশের জনগণ যে দুর্দশা ভোগ করিতেছে-ছয়দফার মাধ্যমে তাহাই ব্যক্ত হইতেছে। ইহা নিছক ভাবাবেগ নয়, ইহা রুঢ় বাস্তবেরই প্রতিধ্বনি এবং আমাদের জীবন-মরণের প্রশ্ন। আমাদের অস্তিত্ব বজায় থাকিবে, না আমরা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইব, ছয়-দফার সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা হইতে তাহা বুঝা যাইবে। সুতরাং এই প্রশ্নে কোন বিচ্যুতি বা আপোষ চলিতে পারে না। ছয়-দফা কর্মসূচীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ছয়-দফা রাজনৈতিক দিগন্তে ভাসমান সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নকদের উচ্ছেদ ঘটাইয়া জনগণের শাসন কায়েম করিবে। এই কর্মসূচীতে অর্থনৈতিক শোষণ ও অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে মুক্তির কথাই বলা হইয়াছে। শেখ মুজিব বলেন, অত্যন্ত বিপদের কথা এই যে, কোন কোন প্রগতিশীল মহল সাম্রাজ্যবাদের নিন্দার দোহাই দিয়া সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথই অবরুদ্ধ করিতেছে। তাহারা সময় থাকিতে আর একবার চিন্তা করিয়া নিজেদের কর্মপদ্ধতি পরিবর্তন না করিলে জনসাধারণের নিকট তাহাদের ভূমিকা বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করা হইবে। কোন বিশেষ মতবাদের জন্য জনগণের ভাগ্য লইয়া ছিনিমিনি খেলার ফল ভাল হইবে না বলিয়া তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন, আমরা জনগণের পূজারী, তাহারাই আমাদের প্রভু। সুতরাং কোন বিশেষ মতবাদের পরিবর্তে তাহাদের স্বার্থই আমাদের তুলিয়া ধরিতে হইবে।

শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের বিচিত্র সমস্যাসমূহের কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা প্রসঙ্গে বর্তমান অনাবৃষ্টির সময়ে জলসেচের ব্যবস্থার অভাব, লেভীর দৌরাত্ম্য এক টাকা সের চাউল, মহামারীর তাণ্ডবলীলার কথা উল্লেখ করিয়া প্রশ্নের সুরে বলেন যে, এই পরিস্থিতির জন্য জবাবদিহি করিবে কে?

তিনি জনগণকে তাহাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা উপলব্ধি করিয়া শান্তিপূর্ণ ও নিয়মিতভাবে আপোষহীন সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার জন্য আহ্বান জানান। জনগণের বিশ্বাসহস্তদের সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান

জানাইয়া তিনি বলেন, জনগণের ঐক্যই আমার কাম্য এবং এই ঐক্যই সকলের একমাত্র চাবিকাঠি। শেখ মুজিবর রহমানের সহিত সফররত জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, খোন্দকার মোশতাক আহমদ, জনাব মুজিবর রহমান চৌধুরী, আবদুল মোমেন, শাহ মোয়াজ্জম হোসেন, ওবায়দুর রহমান ও নূরুল ইসলাম চৌধুরী পাবনায় রহিয়া গিয়াছেন। ইতিপূর্বে পাবনা হইতে রাজশাহী গমনের পথে নাটোরে নেতৃবৃন্দকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। পথের ওপর মনোরমভাবে সজ্জিত তোরণে দণ্ডায়মান উৎসুক জনতা নেতৃবৃন্দকে দেখবার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে। শ্রমিকদের পক্ষ হইতে শেখ মুজিবর রহমানকে প্রদত্ত মানপত্রে ছয়দফা বাস্তবায়নের মৃত্যুপণ সংগ্রামের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। মানপত্রের জবাবে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সভাপতি শ্রমিকদের প্রতি ত্যাগ স্বীকারের আহ্বান জানাইয়া বলেন যে, এই ত্যাগই তাঁহাদিগকে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌছাইয়া দিবে।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৩ই এপ্রিল ১৯৬৬

৬-দফা প্রশ্নে আপোষ নাই

—শেখ মুজিব

দিনাজপুর, ১১ই এপ্রিল।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় রাজধানী স্থাপনের বিনিময়ে ৬-দফা প্রত্যাহার করিতে সম্মত রহিয়াছেন বলিয়া পাবনায় বক্তৃতা দেওয়ার কথা অস্বীকার করেন। তিনি এই সম্পর্কে প্রকাশিত খবরের প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, ৬-দফা কর্মসূচীর প্রশ্নে কোন আপোষ চলিতে পারে না। শেখ মুজিব বলেন যে, পাবনার জনসভায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, কেন্দ্রীয় রাজধানী ও সশস্ত্র বাহিনীর ৩টি শাখার সদর দফতর যদি পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপিত হইত, তবে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ ৬-দফা অথবা ততোধিক কঠোর কর্মসূচী গ্রহণ করিত। তিনি বলেন যে, ৬-দফা হইতেছে পূর্ব পাকিস্তানীদের বাঁচা-মরার প্রশ্ন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৩ই এপ্রিল ১৯৬৬

যশোরে শেখ মুজিবের জনসভা

যশোর, ১১ই এপ্রিল।— আগামী ১৫ই এপ্রিল বিকাল ৪টায় যশোর টাউন হল ময়দানে যশোর জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ৬-দফার দাবীতে জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর

রহমান, পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব জহীরুদ্দীন, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দীন আহমদ এবং আরও অনেকে উক্ত সভায় বক্তৃতা করিবেন।

শেখ মুজিবর রহমান এবং অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতা, এখানে আগমন করিলে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য জনাব মসিউর রহমানকে চেয়ারম্যান ও জনাব রওশন আলীকে সম্পাদক করিয়া ৫০ জন সদস্য সম্বলিত একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছে। নেতৃবৃন্দের আগমন উপলক্ষ করিয়া যশোরের জনসাধারণ ও আওয়ামী লীগ কর্মীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছে। - সংবাদদাতা

দৈনিক ইত্তেফাক

১৩ই এপ্রিল ১৯৬৬

‘মুজিবের সঙ্গে আলোচনায় রাজী আছি’

—ভুট্টো

গতরাত্রে (মঙ্গলবার) পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব জেড, এ, ভুট্টো তেজগাঁও বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনাকালে বলেন যে, প্রদেশে সাম্প্রতিক সফরকালে ৬-দফা অথবা অন্য যে-কোন প্রশ্ন সম্পর্কে তিনি শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে আলোচনা করিতে রাজী আছেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জওয়াবে জনাব ভুট্টো বলেন যে, তিনি একই মঞ্চ হইতে এই আলোচনা করিতে আত্মহী রহিয়াছেন। জনাব ভুট্টো বলেন যে, চীনা রাষ্ট্রপ্রধান লিউ শাও চী’র সফর উপলক্ষে তিনি সপ্তাহকাল এখানে অবস্থান করিবেন। তিনি আরও বলেন যে, সম্মানিত অতিথিদের এখানে অবস্থানকালে আমি যে শেখ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সক্ষম হইব না, তাহা তিনি উপলব্ধি করিতে পারিবেন বলিয়া আমি আশা করি। তিনি অবশ্য সহাস্যে বলেন যে, চীনা রাষ্ট্রপ্রধানের ঢাকা ত্যাগের পর আমি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব বলিয়া আশা করি। -পি,পি,এ

সংবাদ

১৩ই এপ্রিল ১৯৬৬

৬-দফা দাবী প্রসঙ্গে দিনাজপুরের জনসভায় মুজিবরের মন্তব্য

আমরা কাহারও করুণার উপর নির্ভরশীল থাকিতে চাহি না

দিনাজপুর, ১০ই এপ্রিল।— আজ এখানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন যে, কাহারো দেশ ও জনগণের সহিত

বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, উহা বিচারের ভার জনগণের উপর। কেননা আদালতে তাহাদের বিচার হইতে পারে না। তিনি জনতার উদ্দেশে বলেন, আমারও ভোটাদিকার নাই, আপনাদেরও ভোটাদিকার নাই; আসুন আমরা সবাই মিলিয়া ভোটাদিকার অর্জন করি।

দৈনিক ‘ইত্তেফাক’ পরিবেশিত জনসভার বিবরণে আরও বলা হয় যে, শেখ সাহেব ঘোষণা করেন; আমি বিশ্বাস করি, জনসাধারণই প্রকৃত শক্তির উৎস এবং জনতার দরবারই আল্লাহর আদালতের পরে শক্তিশালী আদালত। তাই আপনাদের উপরই বিচারের ভার দিলাম আপনাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

শেখ মুজিবর রহমান ঘোষণা করেন যে, আমরা চীন বা আমেরিকা কাহারো দালাল নই। আমরা আমাদের দেশবাসীরই দালাল। কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য পোষণের প্রশ্নই আসে না। কারণ আমরা জানি যে, নিজেদের শক্তি না থাকিলে কেহই আমাদের বন্ধু হইতে আসিবে না। এই দুনিয়া উপযুক্তেরই স্থান এবং আমরা কাহারও করুণার উপর নির্ভরশীল থাকিতে চাই না। আমাদের নিজেদেরই উপযুক্ত হইতে হইবে এবং নিজেদের শক্তিতেই বাঁচিয়া থাকিতে হইবে।

শেখ মুজিব বলেন, স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল শেরেবাংলা, ও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মত দেশবরেণ্য নেতাকেও বিভেদ সৃষ্টিকারী বলিয়া সাক্ষ্যদান করিয়াছিল। ইহা একটি অতি পুরাতন শ্লোগান। উহা আমরা পরোয়া করি না। তবে আমরা জানি, কিভাবে দাবী-দাওয়া স্বীকার করিয়া লইতে তাহাদের বাধ্য করা যায়।

তুমুল করতালির মধ্যে শেখ মুজিব দৃষ্টকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, আমরা যে, সংগ্রাম শুরু করিয়াছি জীবনের বিনিময়ে হইলেও আমরা এই সংগ্রাম চালাইয়া যাইব।

৬-দফা দাবীর বিস্তারিত ব্যাখ্যাদান করিয়া শেখ মুজিবর রহমান বলেন, একদা লাহোরে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। আর পাকিস্তানকে শক্তিশালী করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে, এই আশা লইয়া ৬-দফা প্রস্তাব পেশ করার জন্য আমি লাহোর গিয়াছিলাম; কিন্তু আমার সেই আশা ব্যর্থ হইয়াছে।

শেখ মুজিবর রহমান দেশের শিল্প ব্যবস্থার সমালোচনা করিয়া দৃষ্টকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, আওয়ামী লীগ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ করার সুযোগ আসিলে আওয়ামী লীগ দেশের সকল শিল্প জাতীয়করণ করিবে।

রাত ৯টা পর্যন্ত জনসভা

সাধারণতঃ দিনাজপুরের জনসভা মগরেবের পর চালু থাকে না। কিন্তু আজিকার জনসভায় উদ্বেলিত জনতা রাত ৯টা পর্যন্ত সভাস্থলে জমায়েত থাকে। অবশেষে সভার সমাপ্তি ঘোষণার পরও নারাজ জনতা সভার কাজ চালু রাখার এবং আরও বক্তৃতা শ্রবণের দাবী জানাইতে থাকে। কিন্তু রাতেই নেতৃবৃন্দের সড়ক পথে সোয়া দুইশত মাইল পাড়ি দিয়া রাজশাহী রওয়ানা হওয়ার কর্মসূচী থাকায় দিনাজপুরের উদীপ্ত জনতার মুখর আত্মহকে হতাশ করিতে হয়।

জনসভায় ভাষণদানকালে জাতীয় পরিষদ সদস্য অধ্যাপক ইউসুফ আলী ছয় দফার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন যে, ইহা বিগত ১৮ বৎসরের দুর্দশারই বহিঃপ্রকাশ।

সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী মাথাভারী শাসন ব্যবস্থার সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, এই মাথাভারী শাসনের দরুন গোটা জাতির জীবনেই দুর্নীতি বিস্তার লাভ করিয়াছে। জনাব চৌধুরী বলেন যে, দেশের উন্নয়নের খাতের ব্যয় কহারো ব্যক্তিগত আয় হইতে আসে না, জনগণের সম্পদ হইতেই ইহা সংগৃহীত হয়।

জনাব খন্দকার মোশতাক আহমদ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, পাকিস্তান শক্তিশালী করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ সব কিছুই উৎসর্গ করিয়াছে।

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও একমাত্র বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী করে নাই।

জনাব তাজউদ্দিন আহমদ তাঁহার বক্তৃতায় স্বাধীনতা সংগ্রামে জনসাধারণ কেন অংশগ্রহণ করিয়াছিল তাহার তাৎপর্য অনুধাবনের আহ্বান জানান।

তিনি সরকারের কর নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বাধ্যতামূলক লেভীকে নূতন ধরনের ট্যাক্স বলিয়া মন্তব্য করেন।

শেখ মুজিবের দিনাজপুর ত্যাগ

শেখ মুজিব তাঁহার দলবলসহ রাত দশটায় রাজশাহীর পথে দিনাজপুর ত্যাগ করেন।

শেখ মুজিবসহ নেতৃবৃন্দের সম্মানার্থে এখানে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছিল। কিন্তু জনসভায় বিলম্বের দরুন এবং অবিলম্বে রাজশাহী রওয়ানা হওয়ার তাগিদে এই অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়।

সংবাদ

১৩ই এপ্রিল ১৯৬৬

ভুট্টোর পুনরায় চ্যালেঞ্জ প্রদান

ঢাকা, ১২ই এপ্রিল (এ, পি, পি)।— পাক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো অদ্য রাত্রে পুনরায় আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের প্রতি চ্যালেঞ্জ প্রদান করিয়াছেন।

সাংবাদিকদের সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে জনাব ভুট্টো উল্লেখ করেন, শেখ মুজিবের “পছন্দসই যে কোন বিষয়ে প্রকাশ্য মঞ্চ” আলাপ-আলোচনা করিতে তিনি প্রস্তুত রহিয়াছেন। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গত মাসে পাকিস্তান মুসলিম (কনভেনশন) লীগ কাউন্সিলের বৈঠকে বক্তৃতা প্রসঙ্গে জনাব ভুট্টো একই মঞ্চে দাঁড়াইয়া ৬-দফা সম্পর্কে আলোচনা করিতে শেখ মুজিবকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন।

দৈনিক পয়গাম

১৩ই এপ্রিল ১৯৬৬

শেখ মুজিবের প্রতি ভুট্টোর চ্যালেঞ্জের পুনরুল্লেখ

ঢাকা, ১২ই এপ্রিল।— পররাষ্ট্র উজির জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো অদ্য রাত্রে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের প্রতি তাহার চ্যালেঞ্জের পুনরুক্তি করেন।

ঢাকা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, তিনি শেখ মুজিবের সহিত তাহার পছন্দমত যে কোন বিষয়ের উপর সাধারণ মঞ্চে বিতর্কে অবতীর্ণ হইতে প্রস্তুত আছেন।

জনাব ভুট্টো গতমাসে এখানে পাকিস্তান মুসলিম লীগ পরিষদের অধিবেশনে বক্তৃতা দানকালে শেখ মুজিবের সহিত তাঁহার ছয় দফার উপর আলোচনা করার চ্যালেঞ্জ দান করিয়াছিলেন। —এ, পি, পি

দৈনিক পয়গাম

১৩ই এপ্রিল ১৯৬৬

আসলে ৬ দফা ‘বিক্রয়যোগ্য রাজনৈতিক পণ্য’!

শেখ মুজিবের পরস্পর বিরোধী উক্তিভিত্তিক ভিতরের গুমর ফাঁক

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

কিছুদিন পূর্বে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের একমাত্র দরদীর দাবিদার জনৈক রাজনীতিক পূর্ব পাকিস্তানকে পার্থিব স্বর্গে পরিণত করিবার খায়েশে এক

ছয়দফা বটিকা লইয়া রাজনৈতিক মঞ্চে অভিনয়ার্থে আবির্ভূত হন এবং সহযোগী চাটুকারদের সহায়তায় ‘জনগণের মুক্তির সনদ’ বলিয়া আসর মাতাইতে সচেষ্ট হন। ভাবাবেগ প্রধান পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতারিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রদেশব্যাপী প্রচার অভিযানেরও ব্যবস্থা করেন।

প্রথম যখন ছয় দফা বটিকা পূর্ব পাকিস্তানীদের সেবন করানোর খায়েশে বাজারে ছাড়া হয়, তখন স্থানীয় রাজনৈতিক মহল ইহাকে নিছক একটি ভাঁওতা বলিয়া মতামত প্রকাশ করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানবাসীকে ছয় দফার ব্যাপারে সতর্ক হইবার জন্য উপদেশ দেন। তাহাদের এই সিদ্ধান্ত যে সত্য তাহা সেই “জনদরদী” নেতা স্বয়ং প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন।

সম্প্রতি পাবনাবাসীর সম্মুখে তাহার ছয়দফা বটিকার গুণকীর্তন করিবার কালে তিনি স্বয়ং নিজের থলির বিড়াল বাহির করিয়া দিয়াছেন। বক্তৃতার আবেগে বলিয়া ফেলিয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় রাজধানী পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তর করিলে তিনি ছয় দফার দাবী ত্যাগ করিবেন।

তাহা হইলে তিনি এতদিন যে বলিতেছিলেন “ছয়-দফা পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রাণের দাবী, বাঁচার দাবী” তাহা কি কেবলমাত্র জনগণকে প্রতারিত করিবার উদ্দেশ্যেই বলিতেছিলেন? নাকি রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেই পূর্ব পাকিস্তানীদের চাকরীর সংস্থান, ভাত-কাপড়ের সংস্থান হইয়া যাইবে?

আসল কথা হইতেছে জনগণের মুখপানে চাহিয়া “দরদী নেতা” ছয়-দফার মেওয়া বহিয়া আনেন নাই, আনিয়াছেন আপন মুখ পানে চাহিয়া। তিনি ক্ষমতায় বসিতে চাহেন। ইহাই তাঁহার একমাত্র প্রিয় লক্ষ্যবস্তু।

মনের ভুলে পাবনায় আসল কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছেন। “জনগণের প্রাণের দাবী ছয়-দফা” একটি রাজনৈতিক পণ্য ছাড়া আর কিছুই নহে। তাই তিনি রাজধানীর মূল্যে উহা বিকাইতে চাহিয়াছেন।

যখন ভাবাবেগে আসল কথাটা বলিয়া ফেলেন তখন পাঁচসাত ভাবিবার অবসর ছিল না। কিন্তু ঘরে ফিরিয়া মনে পড়িয়াছে যে, বিড়াল তো বাহির হইয়া পড়িয়াছে কিন্তু এখন কি করা যায়? তাই শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার উদ্দেশ্যে এখন কাগজে কাগজে বিবৃতি ছাড়িতেছেন। কিন্তু বাদ সাধিয়াছে নিজের তল্লাবাহক পত্রিকাটি। কেননা, সেই পত্রিকাটাই বগল বাজাইতে বাজাইতে ছয়-দফার বদলে রাজধানী স্থানান্তরিত করণের সংবাদটা দিয়াই সেদিনের কাগজের ব্যানার বানাইয়াছেন। নিজের দড়ি নিজের গলায় আর কাহাকে বলে?

আজাদ

১৪ই এপ্রিল ১৯৬৬

ভূট্টো বনাম মুজিব

মুজিব কর্তৃক ভূট্টোকে প্রকাশ্য সভায় আহ্বান

ঢাকা, ১৩ই এপ্রিল।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান অদ্য পররাষ্ট্র উজির জনাব জুলফিকার আলী প্রদত্ত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিয়াছেন ও আগামী ২৪শে এপ্রিল পল্টন ময়দানে এক জনসমাবেশে ছয়দফা সহ অন্যান্য দাবী-দাওয়া সম্পর্কে সামনাসামনি আলোচনা করার জন্য জনাব ভূট্টোকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন।

অদ্য শেখ মুজিবুর রহমান এক বিবৃতিতে বলেন, অদ্যকার দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। উক্ত সংবাদে স্বরাষ্ট্র উজীর জনাব জুলফিকার আলী ভূট্টো সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তাহার পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানকালে ছয়দফা ও অন্যান্য দাবী সম্পর্কে আমার সঙ্গে আলোচনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। জনাব ভূট্টোর ছয় দফা সম্পর্কে আলোচনা করার এই ইচ্ছাকে আমি স্বাগতঃ জানাইতেছি।

আগামী ২৪শে এপ্রিল রবিবার পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের উদ্যোগে একটি জনসভা অনুষ্ঠানের ঘোষণা করা হইয়াছে। জনাব ভূট্টো আলোচনার জন্য উক্ত সভায় शामिल হইলে আমি অত্যন্ত সুখী হইব। সেই ক্ষেত্রে উক্ত জনসভা মুসলিম লীগের সেক্রেটারী জেনারেল ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারীর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হইতে পারে। যদি জনাব ভূট্টো ছাহেবের পক্ষে ২৪শে তারিখের পূর্বের জনসভা অনুষ্ঠান করা সুবিধা হয় তবে তিনি দয়া করিয়া জনসভা অনুষ্ঠানের নির্ধারিত তারিখ সম্পর্কে আমাদের অবহিত করিবেন।

জনাব ভূট্টো যদি পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে কোন নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণভোট অনুষ্ঠানের ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খানকে রাজী করাইতে পারেন তবে তাহা কাজের মত কাজ হইবে। কারণ জনমত অবগত হওয়ার সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী গণভোট গ্রহণের ফলে এই প্রশ্নের যাবতীয় বিতর্কের অবসান ঘটিবে।

মোকাবেলা সভায় মিলনে ভূট্টোর ইচ্ছা প্রকাশ

ঢাকা, ১৩ই এপ্রিল।— পররাষ্ট্র উজীর জনাব জুলফিকার আলী ভূট্টো অদ্য জনাব শেখ মুজিব ছয় দফা ও অন্যান্য দাবী সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য যে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন তাহা গ্রহণ করিয়াছেন এবং আগামী ১৭ই এপ্রিল একটি মোকাবেলা সভায় মিলিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

এ পি পি-র সংবাদদাতার সহিত সাক্ষাৎকারে জনাব ভূট্টো বলেন যে, চলতি মাসের ১৯ তারিখে আন্ধারায় অনুষ্ঠিত সেটো সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমাকে আন্ধারা গমন করিতে হইতেছে। ফলে আগামী ২৪শে তারিখের সভায় যোগদান করা আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না।

তিনি বলেন যে, জনাব মুজিবর রহমান উক্ত নির্ধারিত তারিখের পূর্বেই মিলিত হইতে প্রস্তুত রহিয়াছেন। আগামী ২৪ তারিখের পূর্বেই তিনি মোকাবেলা বৈঠকে মিলিত হইতে প্রস্তুত আছেন বলিয়া জনাব ভূট্টো প্রকাশ করেন।

এ পি পি-র সংবাদদাতার নিকট জনাব ভূট্টো নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করেনঃ- আগামী ২৪শে এপ্রিল পল্টন ময়দানে ছয়দফা ও অন্যান্য বিষয় আলোচনা করার জন্য জনাব মুজিবর রহমান সংবাদপত্র মারফত আমাকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন।

পাকিস্তানের জাতীয় সংহতির প্রশ্নে আমি উপরোক্ত আলোচনা সভাকে স্বাগত জানাইতেছি। শুধুমাত্র আলোচনার ফলেই এই সমস্ত মৌলিক প্রশ্নের সমাধান সম্ভবপর। চলতি মাসের ১৯ তারিখে আমার আন্ধারা সফরের ফলে আমার পক্ষে ২৪ তারিখের আলোচনা সভায় যোগদান করা সম্ভব হইতেছে না। যাহা হউক জনাব মুজিবর রহমান উক্ত তারিখের পূর্বেই আমার সঙ্গে মিলিত হইতে প্রস্তুত রহিয়াছেন। আমিও ২৪ তারিখের পূর্বেই তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইতে প্রস্তুত আছি। ১৭ই এপ্রিল আমার করাচী প্রত্যাবর্তন করার কথা ছিল। আমার করাচী প্রত্যাবর্তন একদিন স্থগিত রাখিয়া ২৪শে তারিখের পরিবর্তে আমি ১৭ই তারিখে তাঁহার সহিত মিলিত হইতে প্রস্তুত আছি। জনাব রহমান যদি আমার প্রস্তাবে রাজী হন, তবে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে পারেন।

Pakistan Observer

14th April 1966

Bhutto-Mujib confrontation

Foreign Minister, Mr. Z.A. Bhutto has accepted Mr. Mujibur Rahman's invitation to a confrontation on his Six-Points on April 17 postponing his scheduled departure for Karachi on the same day.

In an interview with the APP, the Foreign Minister said: "It will not be possible for me to attend the meeting on April 24 as I am leaving on the 19th of this month for Ankara to attend a CENTO conference."

Mr. Bhutto said, as Mr. Mujibur Rahman was prepared to meet earlier, "I would be quite prepared to have a confrontation with him on the future of Pakistan's destiny before April 24."

Our staff correspondent adds Sheikh Mujibur Rahman, President of East Pakistan Awami League accepted the challenge of Pakistan Foreign Minister Mr Z.A. Bhutto to speak from the same platform on the six-point demand the Awami League leader.

In a statement on Wednesday Sheikh Mujib said that his party would hold a public meeting on April 24 at Paltan Maidan and Mr. Bhutto could avail of the opportunity to address the meeting.

The Awami League leader said the public meeting might be held under the joint sponsorship of Awami League and he Muslim League.

The Awami League Chief said that it would be worthwhile if Mr. Bhutto could persuade "his President" to hold a referendum on the basis of universal adult franchise on the demand of people on autonomy.

Dawn

14th April 1966

Bhutto ready for confrontation on April 17

DACCA, April 13: The Foreign Minister, Mr Z. A. Bhutto, said here tonight he was ready to have a confrontation with the East Pakistan Awami League Chief, Sheikh Mujibur Rahman on April 17.

In an interview with the APP, the Foreign Minister said: "It will not be possible for me to attend the meeting on April 24 as I am leaving on the 19th of this month for Ankara to attend a CENTO conference."

Mr. Bhutto said as Mr. Mujibur Rahman was prepared to meet earlier "I would be quite prepared to have a confrontation with him on the future of Pakistan's destiny before April 24." —APP.

Dawn

14th April 1966

Mujib's statement

DACCA, April 13: Sheikh Mujibur Rahman President of the East Pakistan Awami League, today accepted the challenge of the Foreign Minister, Mr Z.A. Bhutto, to discuss the six-point programme on a public platform.

Sheikh Mujib has asked Mr Bhutto to avail of the public meeting to be held at Paltan Maidan on April 24 under the auspices of the Awami League for the confrontation.

In a statement issued here, Sheikh Mujib said that in case Mr Bhutto agreed to his proposal, the proposed confrontation be arranged under sponsorship of the Secretary General of the Muslim League and of the East Pakistan Awami League, who has been authorised for the purpose.

If Mr Bhutto finds it convenient to hold the public meeting earlier, he can convey me the date. He added.

Mr Bhutto had renewed his challenge to Sheikh Mujib, which he had thrown last month while addressing the Council session of the Pakistan Muslim League at Dacca. —APP.

Dawn

14th April 1966

DOHA SLATES MUJIB'S PLAN

DACCA, April 13: The Central Food and Agriculture Minister; Mr A.H.M.S. Doha, last night strongly criticised Sheikh Mujibur Rahman's six-point programme and said that nowhere in East or West Pakistan the people have accepted the programme.

Talking to newsmen at the Dacca Airport on his arrival here from Rawalpindi, the Minister said that the people of both East and West Pakistan were one and united. This they have proved during the last September war when they rose to a man and fought the aggression. —APP.

দৈনিক ইত্তেফাক

১৪ই এপ্রিল ১৯৬৬

৬-দফার বাণী ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিন

কিশোরগঞ্জ আওয়ামী লীগ সভায় কর্মীদের প্রতি আহ্বান

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

কিশোরগঞ্জ, ১২ই এপ্রিল।— গত শুক্রবার অত্র মহকুমা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব আবদুস সাত্তারের সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহক পরিষদের এক বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আওয়ামী লীগের ৬-দফার বাণী ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

ইহা ছাড়া কার্যনির্বাহক পরিষদ আগামী ২৯শে এপ্রিল এখানে একটি জনসভা অনুষ্ঠানের এবং সভায় বক্তৃতা করার জন্য শেখ মুজিবর রহমানসহ বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জ্ঞাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সভায় আওয়ামী লীগের ৬-দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইয়া কর্তৃপক্ষের উস্কানিমূলক বক্তৃতা-বিবৃতির নিন্দা করা হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৪ই এপ্রিল ১৯৬৬

১৭ই এপ্রিল 'সম্মুখ সমর', কিন্তু কোথায়?

শেখ মুজিব বলেন: রাজী তবে খাস কামরায় নহে

জনাব ভুট্টো বলেন: রাজী তবে ১৭ই তারিখে

স্থান পল্টন ময়দান নয়তো ষ্টেডিয়াম

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানের সহিত ৬-দফার প্রশ্নে মোকাবিলা সভায় মিলিত হওয়ার স্বপক্ষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো সর্বশেষ যে বিবৃতি দিয়াছেন, তৎপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে শেখ মুজিবর রহমান বলেনঃ “নিজ কর্মব্যস্ততার” দরুন আমার প্রস্তাব মতে, ২৪শে এপ্রিল পল্টন ময়দানের জনসভায় ৬-দফার প্রশ্নে আমার মোকাবিলা করিতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়া পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো আগামী ১৭ই এপ্রিল এই মোকাবিলার যে প্রস্তাব দিয়াছেন, আমি সানন্দচিত্তে তাহা গ্রহণ করিতেছি। কিন্তু যেহেতু জনাব ভুট্টোর প্রস্তাবটি খুব স্পষ্ট নহে, সেই হেতু আমি তাঁহাকে দ্ব্যর্থহীনভাবে জানাইয়া দিতে চাই যে, জনগণের দাবী ৬-দফা সম্পর্কে উভয়পক্ষের মোকাবিলা হইবে প্রকাশ্য জনসভায়—কাহারও খাস কামরায় নহে। এবং এই মোকাবিলা সভার প্রিজাইডিং অফিসার হইতে হইবে হাইকোর্টের কোন বিচারপতিকে—কোন রাজনৈতিক দলের কেউকেটাকে নহে।

এই প্রস্তাবে সম্মত থাকিলে নির্ধারিত তারিখেই যাহাতে এই জনসভার এন্তেজাম করা যায়, তজ্জন্য আমি আমার সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিনকে রাখিয়া যাইতেছি। তিনি জনাব ভুট্টোর সহিত মোকাবিলা সভার বিস্তারিত কর্মপদ্ধতি স্থির করিবেন। জনাব ভুট্টো যেন তাহার দল ও আওয়ামী লীগের যুক্ত উদ্যোগে এই সভা অনুষ্ঠানের বন্দোবস্ত করিয়া উহার বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করেন। দিনের দিন আমি আমার প্রদেশ সফরের অবশিষ্ট কর্মসূচী বাতিল করিয়া হইলেও জনাব ভুট্টোর সহিত উক্ত মোকাবিলা সভায় শরীক হইব। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, শেখ মুজিবর রহমান ফরিদপুর, যশোর ও খুলনা সফরের জন্য অদ্য ফরিদপুর রওয়ানা

হইতেছেন। এক প্রশ্নোত্তরে তিনি জানান যে, মোকাবিলা সভার এস্তেজাম সম্পন্ন হওয়ার সংবাদ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি অন্যান্য নির্ধারিত কর্মসূচী বাতিল করিয়া ঢাকায় আসিয়া হাজির হইবেন। পূর্বাভাস এক বিবৃতিতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (বুধবার) তাঁহার ছয়দফা কর্মসূচী সম্পর্কে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে যে কোন জনসভায় বিতর্ক অনুষ্ঠানের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে শেখ মুজিব প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ কর্তৃক পল্টন ময়দানে আহূত ২৪শে এপ্রিলের জনসভায় যোগদান করিয়া বিতর্কানুষ্ঠানের সুযোগ গ্রহণের জন্য জনাব ভুট্টোর প্রতি পরামর্শ দেন।

এই বিবৃতিতে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট বলেন, পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের একদাখ্যাত সেক্রেটারী জেনারেল জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকায় আগমনের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তাহার পূর্ব পাকিস্তান সফরকালে যে কোন জনসভায় আমার সঙ্গে আমার ছয়-দফা ফর্মুলা ও অন্যান্য প্রশ্নে আলোচনা অনুষ্ঠানে স্বীকৃত হইয়াছেন বলিয়া সংবাদপত্রে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে উহার প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ছয়-দফা সম্পর্কে আমার সঙ্গে জনাব ভুট্টোর আলোচনায় সম্মত হওয়ার সংবাদে আমি তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতেছি।

শেখ মুজিব বলেন, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আগামী ২৪শে এপ্রিল (রবিবার) পল্টন ময়দানে এক জনসভা আহ্বান করা হইয়াছে। বিষয়টি আলোচনার জন্য জনাব ভুট্টো এই জনসভায় যোগদানের সুযোগ গ্রহণ করিলে আমি আনন্দিত হইব। এইরূপ ক্ষেত্রে ২৪শে এপ্রিলের জনসভাটি মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারী এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারীর যৌথ উদ্যোগে আহ্বানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারীকে এজন্য আমি প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দিয়াছি। তদুপরি ২৪শে এপ্রিলের আগেই যদি অনুরূপ জনসভা অনুষ্ঠান জনাব ভুট্টোর পক্ষে সুবিধাজনক মনে হয়, তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাহাও আমাদের জানাইতে পারেন।

বিবৃতির উপসংহারে শেখ মুজিব বলেন যে, জনাব ভুট্টো উভয়পক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত একটি নিরপেক্ষ সংস্থার মাধ্যমে সার্বজনীন বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এই প্রশ্নে দেশে গণভোট অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খানকে সম্মত করাইতে পারিলে আরও ভাল হয়। কারণ, অনুরূপ ক্ষেত্রে জনমত যাচাই-এর একটি সর্বজনগ্রাহ্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সকল বিতর্কের অবসান ঘটান।

বৈঠকের স্থান ও কর্মপদ্ধতি আলোচনা সাপেক্ষ

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব জেড, এ, ভুট্টো গতকাল (বুধবার) এ.পি.পি. প্রতিনিধির সহিত এক সাক্ষাৎকারে বলেন, “শেখ মুজিবর রহমানকে তাঁহার ছয়-দফা প্রশ্নে মোকাবিলা করার জন্য সময়ভাবের দরশন আমি তাঁহার আমন্ত্রণের আশুতম সুযোগ গ্রহণ করিতেছি। আমার মনে হয়, তিনি আমাকে চলতি মাসের ২৪ তারিখে পল্টন ময়দানের বৈঠকে মিলিত হওয়ার আহ্বান জানাইয়া সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিয়াছেন। পাকিস্তানের জাতীয় সংহতির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাদি সম্পর্কে এই ধরনের মোকাবিলার প্রস্তাবকে আমি অভিনন্দন জানাই। কিন্তু চলতি মাসের ১৯ তারিখে আংকারায় সেন্টো সম্মেলনে যোগদানের জন্য এখান হইতে চলিয়া যাওয়ার কর্মসূচী থাকায় ২৪শে এপ্রিল তাঁহার সংগে আমার বৈঠক অনুষ্ঠান সম্ভব নহে। তবে জনাব মুজিবর রহমানও ২৪শে এপ্রিলের পূর্বেই বৈঠক অনুষ্ঠানে প্রস্তুত থাকায় আমি তাঁহার সঙ্গে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রস্তুত রহিয়াছি। আর এজন্যই ১৭ই এপ্রিল আমার করাচী যাওয়ার কথা থাকিলেও আমি ঐদিন যাত্রা স্থগিত রাখিতে এবং ২৪শে এপ্রিলের পরিবর্তে ১৭ই এপ্রিল আমি জনাব মুজিবর রহমানের সংগে বৈঠকে মিলিত হইতে প্রস্তুত রহিয়াছি। আলোচ্য সমস্যাবলী গুরুতর বিধায় এবং তিনি নিজেও ২৪শে এপ্রিলের আগেই বৈঠকে মিলিত হইতে প্রস্তুত থাকায় ১৭ই এপ্রিলের বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রস্তাব তিনি অভিনন্দিত করিবেন। তিনি আমার প্রস্তাবে রাজী থাকিলে ১৭ই এপ্রিলের বৈঠকের স্থান এবং অন্যান্য কার্যবিধি সম্পর্কে আমার সঙ্গে আলোচনা করিতে পারেন।

সংবাদ

১৪ই এপ্রিল ১৯৬৬

৬-দফার উপর গণভোট গ্রহণ উত্তম হইত

শেখ মুজিব কর্তৃক ভুট্টোর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (বুধবার) সংবাদপত্রে প্রকাশার্থ প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন, “তাঁহার আসন্ন পূর্ব পাকিস্তান সফরকালে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও ক্ষমতাসীনদল মুসলিম লীগের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো একই মঞ্চে ৬-দফা ও অন্যান্য বিষয় লইয়া আলোচনা করার অভিপ্রায় সাংবাদিকদের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া অদ্যকার দৈনিকসমূহে যে খবর প্রকাশিত হইয়াছে তৎপ্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে।”

বিবৃতিতে শেখ মুজিব জনাব ভুট্টোর উপরোক্ত অভিপ্রায়কে অভিনন্দিত করিয়া বলেন যে, আগামী ২৪শে এপ্রিল পল্টন ময়দানে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কর্তৃক যে জনসভা অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে, উহাতে জনাব ভুট্টো ৬-দফা সম্পর্কে আলোচনায় অংশগ্রহণ করিলে তিনি খুশী হইবেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, জনাব ভুট্টো চাহিলে মুসলিম লীগ ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকদ্বয়ের যৌথ উদ্যোগে উক্ত জনসভা অনুষ্ঠিত হইতে পারে এবং জনাব ভুট্টো যদি ২৪শে এপ্রিলের পূর্বেই উক্ত জনসভা অনুষ্ঠানের সুবিধা মনে করেন তাহা হইলে তিনি উহা অনুগ্রহপূর্বক জানাইতে পারেন।

আওয়ামী লীগ সভাপতি পরিশেষে তাঁহার বিবৃতিতে বলেন যে, খুব ভাল হইত যদি জনাব ভুট্টো প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খানকে সম্মত করাইয়া পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে গৃহীতব্য নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ৬-দফার উপরে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনমত যাচাই করিয়া সকল বিতর্কের অবসান ঘটাইতেন।

দৈনিক পয়গাম

১৪ই এপ্রিল ১৯৬৬

ঢাকায় চীনা নেতৃবৃন্দের গণ-অভ্যর্থনাকে শেখ সাহেব
বয়কট করিতেছেন কাহাদের মনস্ত্বষ্টির জন্য?

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

বিগত সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তানের উপর ভারতের বিশ্বাসঘাতক হামলার সময় আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণের ব্যাপারে সর্বাধিক সহযোগিতাদানকারী রাষ্ট্র মহাচীনের রাষ্ট্রনায়ক মিঃ লিউ শাও চি'র ঢাকা আগমনের সময় বিদেশী 'মুরব্বী গোষ্ঠির' স্নেহ অর্জনের জন্য সম্ভবতঃ শেখ মুজিবর রহমান প্রাদেশিক রাজধানী হইতে “স্বৈচ্ছা নির্বাসনের” আয়োজন করিয়াছেন।

লিউর ঢাকা আগমনের দিন (১৫ই এপ্রিল) শেখ মুজিবর তাঁহার দলবলসহ যশোরে অবস্থান করিবেন। চীনা নেতৃবৃন্দের ঢাকা ত্যাগের দিন (১৭ই এপ্রিল) শেখ সাহেব খুলনায় অবস্থান করিবেন। আওয়ামী লীগ দলবল ১৮ই এপ্রিল ঢাকা আগমন করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

পাকিস্তানের দুর্দিনের সর্বাধিক বিশ্বস্ত বন্ধু মহাচীনের রাষ্ট্রনায়কের পূর্ব পাকিস্তানে সফরের বিরুদ্ধে জনগণের ভয়ে প্রকাশ্যভাবে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করিতে অক্ষম হইয়া শেখ সাহেবের এই স্বৈচ্ছা নির্বাসন কোন একটি

বিশেষ শক্তিকে যে আনন্দিত করিতে পারিবে সম্পর্কে জনগণ নিঃসন্দেহ। সম্ভবতঃ সেজন্যই শেখ সাহেব ও তাহার দলবল পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের এই হৃদয় উৎসারিত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান সুচতুরভাবে বয়কট করিয়াছে।

দৈনিক পয়গাম

১৪ই এপ্রিল ১৯৬৬

বেসামাল শেখ মুজিব

ভুট্টোর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিলাম!

ঢাকা, ১৩ই এপ্রিল।— একই প্লাটফর্মে দাঁড়াইয়া ছয় দফা সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য পররাষ্ট্র উজির জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো যে চ্যালেঞ্জ প্রদান করিয়াছেন, অদ্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান তাহা গ্রহণ করিয়াছেন।

আগামী ২৪শে এপ্রিল পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে যে জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে, তাহাতেই এ সম্পর্কে বিতর্কের সুযোগ গ্রহণ করার জন্য শেখ মুজিব ভুট্টোর প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

অদ্য এখানে এক বিবৃতি দান প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন যে, জনাব ভুট্টো যদি তাহার প্রস্তাবে সম্মত হন, তবে মুসলিম লীগ এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জেনারেলদ্বয়ের যুক্ত উদ্যোগে এই সভার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

শেখ মুজিব বলেন যে, জনাব ভুট্টো যদি ২৪ তারিখের পূর্বেই আলোচ্য সভা অনুষ্ঠান করিলে তাঁহার পক্ষে সুবিধাজনক হইবে বলিয়া মনে করেন, তবে তিনি (ভুট্টো) তাহাকে (মুজিব) সে তারিখটা জানাইয়া দিতে পারেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, গতরাত্রে জনাব ভুট্টো শেখ মুজিবের প্রতি তাহার চ্যালেঞ্জের পুনরাবলোচন করেন। গত মাসে ঢাকায় পাকিস্তান মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে জনাব ভুট্টো মুজিবের প্রতি উপরোক্ত চ্যালেঞ্জ প্রদান করিয়াছিলেন।—এ, পি, পি

দৈনিক পয়গাম

১৪ই এপ্রিল ১৯৬৬

৬ দফার প্রশ্নে ১৭ই এপ্রিল বিতর্ক যুদ্ধে

অবতীর্ণ হওয়ার জন্য মুজিবের প্রতি ভুট্টোর আহ্বান

ঢাকা, ১৩ই এপ্রিল।— পররাষ্ট্র উজির জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো আগামী ১৭ই এপ্রিল “অস্পষ্ট ছয়দফা” সম্পর্কে বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য শেখ মুজিবের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন।

১৭ই এপ্রিল ভুট্টোর করাচী রওয়ানা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তিনি উক্ত তারিখে শেখ মুজিবের সহিত বিতর্কের জন্যই করাচী যাত্রা স্থগিত রাখিয়াছেন।

এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র উজির বলেন যে, সেন্টো সম্মেলনে যোগদানের জন্য আগামী ১৯শে এপ্রিল আঙ্কারা যাত্রা করিবেন বলিয়া ২৪শে এপ্রিল তাহার পক্ষে পল্টনের জনসভায় যোগদান করা সম্ভব নহে।

জনাব ভুট্টো বলেন যে, জনাব মুজিবুর রহমান আলোচ্য তারিখের পূর্বেই বিতর্কে অবতীর্ণ হইতে প্রস্তুত রহিয়াছেন বিধায় তিনি ২৪শে এপ্রিলের পূর্বে পাকিস্তানের ভাগ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাহার সহিত বিতর্কে প্রস্তুত রহিয়াছি।

নিম্নে ভুট্টোর বিবৃতির পূর্ণ বিবরণ প্রদান করা হইল :-

সময়ের স্বল্পতার জন্যই ২৪শে এপ্রিলের পূর্বেই তাঁহার অস্পষ্ট ছয় দফা সম্পর্কে তাঁহার সহিত বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য শেখ মুজিবের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে চাহি। চলতি মাসের ২৪ তারিখ পল্টন ময়দানে তাঁহার সহিত বিতর্কের জন্য আমার প্রতি আহ্বান জানাইয়া তিনি একটি বিবৃতি দান করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে বিতর্ক অনুষ্ঠানকে আমি অভিনন্দন না জানাইয়া পারি না। একমাত্র বিতর্কের মাধ্যমেই মৌলিক প্রশ্নসমূহের মীমাংসা করা যাইতে পারে এবং পাকিস্তানের জাতীয় অখণ্ডতাকে জোরদার করা যায়।

চলতি মাসের ১৯ তারিখ সেন্টো সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমাকে আঙ্কারা যাইতে হইবে বিধায় ২৪শে এপ্রিল সভায় যোগদান করা আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না। কিন্তু শেখ মুজিব আলোচ্য তারিখের পূর্বেই বিতর্কে অবতীর্ণ হইতে প্রস্তুত রহিয়াছেন বলিয়া ২৪শে এপ্রিলের পূর্বেই পাকিস্তানের ভাগ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি তাঁহার সহিত বিতর্ক করিতে চাহি। আগামী ১৭ই এপ্রিল আমার করাচী রওয়ানা হওয়ার কথা। কাজেই ২৪ তারিখের পরিবর্তে ১৭ তারিখ শেখ মুজিবের সহিত বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য আমি একদিন আমার সফর স্থগিত রাখিতে পারি। প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় তিনি ২৪ তারিখের পূর্বেই আমার সহিত মিলিত হওয়ার প্রশ্নটিকে অভিনন্দিত করিবেন বলিয়া আমি মনে করি।

যদি তিনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হন, তবে তিনি ১৭ তারিখে সভার স্থল এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে আমার সহিত আলোচনা করিতে পারেন। -এ, পি, পি

দৈনিক পাকিস্তান

১৪ই এপ্রিল ১৯৬৬

ছয় দফা প্রশ্নে একই জনসভায় প্রকাশ্য বিতর্ক

ভুট্টো কর্তৃক মুজিবের আমন্ত্রণ গ্রহণ

বিতর্কমূলক ৬-দফা সম্পর্কে আলোচনার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর প্রতি যে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উহা গ্রহণ করিয়াছেন।

আগামী ১৭ই এপ্রিল তাঁহার করাচী যাত্রা মূলতবী রাখিয়া তিনি এই বিতর্কে মিলিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

গতকল্য এপিপি'র সহিত এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন যে, ২৪শে এপ্রিল তাঁহার পক্ষে সভায় যোগদান করা সম্ভব হইবে না তাঁহার কারণ সেন্টো সম্মেলনে যোগদানের জন্য তিনি ১৯ শে এপ্রিল আঙ্কারা যাত্রা করিবেন।

জনাব ভুট্টো বলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান ইতিপূর্বে তাঁহার সহিত বিতর্কে মিলিত হইতে প্রস্তুত ছিলেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে, পাকিস্তানের ভবিষ্যতের প্রশ্নে ২৪শে এপ্রিলের পূর্বেই তিনি শেখ মুজিবের সহিত বিতর্কে মিলিত হইতে প্রস্তুত রহিয়াছেন।

জনাব ভুট্টো বলেন, সময়ের অভাবের দরুন আমি প্রথম সুযোগেই শেখ মুজিবের সহিত ৬-দফার প্রশ্নে বিতর্কে অবতীর্ণ হইতে চাই। তিনি এক বিবৃতিতে আমাকে আগামী ২৪ শে এপ্রিল তাঁহাদের পল্টন ময়দানের সভায় বিতর্কে অংশগ্রহণের আহ্বান জানাইয়াছেন বলিয়া জানিতে পারিয়াছি। পাকিস্তানের জাতীয় সংহতির স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যুতে বিতর্ক অনুষ্ঠানকে আমি স্বাগত জানাই। এইরূপ বিতর্ক ও আলোচনার মারফতই এই ধরনের মৌলিক প্রশ্নের সমাধান এবং জাতীয় ঐক্য সংহতি হইতে পারে।

যাহা হউক, আমার পক্ষে ২৪শে এপ্রিলের সভায় যোগদান করা সম্ভব হইবে না, কারণ ১৯শে এপ্রিল আমি আঙ্কারায় সেন্টো সম্মেলনে যোগদান করিব। যদি জনাব মুজিবুর রহমান প্রস্তুত থাকেন তবে আগামী ১৭ই এপ্রিল পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রশ্নে তাঁহার সহিত বিতর্কে অংশগ্রহণ করিতে রাজী আছি। যদিও ১৭ই এপ্রিল আমাকে করাচী যাইতে হইবে—তথাপি আমি একদিন দেরী করিয়া করাচী যাইব। ইস্যুর গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া তিনি এই প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন বলিয়া আশা করি। তিনি আমার সহিত বিতর্কের স্থান ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করিতে পারেন।

শেখ মুজিবের বিবৃতি

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য বুধবার এক বিবৃতিতে বলেন, অদ্যকার সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত একটি খবরের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে।

উক্ত খবরে প্রকাশ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ দলের প্রাক্তন সেক্রেটারী জেনারেল জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পূর্ব পাকিস্তানে তাঁহার বর্তমান সফরকালে আমার সহিত একই জনসভায় দাঁড়াইয়া ৬-দফা কর্মসূচী ও অন্যান্য বিষয়ে বিতর্কে অবতীর্ণ হইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। আমি ৬-দফা কর্মসূচী আলোচনায় জনাব ভুট্টোর উক্ত সম্মতিক্রমে অভিনন্দন জানাইতেছি।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, আগামী ২৪শে এপ্রিল রবিবার পল্টন ময়দানে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের উদ্যোগে একটি জনসভা অনুষ্ঠানের কথা ইতিমধ্যেই ঘোষণা করা হইয়াছে। জনাব ভুট্টো যদি সেই সভায় বিতর্কে অবতীর্ণ হইতে চাহেন তাহা হইলে আমি আনন্দিত হইব।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৫ই এপ্রিল ১৯৬৬

ভুট্টো-মুজিব মোকাবিলা প্রসঙ্গে—

আগামী ১৭ই এপ্রিল ৬-দফা সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে জনসভা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানের নির্দেশ অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ জনাব ভুট্টোর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, জনাব ভুট্টো ১৭ই এপ্রিল আলোচনার দিন ধার্য করার প্রস্তাব করেন এবং শেখ মুজিবর রহমান তাহা গ্রহণ করেন। আওয়ামী লীগ ও মুসলিম লীগের যুক্ত উদ্যোগে জনৈক হাইকোর্ট জজের সভাপতিত্বে আগামী ১৭ই এপ্রিল বিকাল ৪টায় ঢাকার আউটার স্টেডিয়ামে উপরিউক্ত জনসভা অনুষ্ঠানের জন্য আওয়ামী লীগ লিখিতভাবে প্রস্তাব করে। সভার জন্য অবিলম্বে যাহাতে প্রচারকার্য শুরু করা যায়, তজ্জন্য গতকাল (বৃহস্পতিবার) সন্ধ্যার মধ্যে জনাব ভুট্টোকে সভার ব্যাপারে অনুমোদন দেওয়ার জন্য জনাব তাজুদ্দিন অনুরোধ জানান। সভা সম্পর্কে আলোচনার জন্য জনাব ভুট্টোর আমন্ত্রণক্রমে গতকাল (বৃহস্পতিবার) রাত্রি ৮-৩০টায় পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব জহিরুদ্দিন ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ তাঁহার (জনাব ভুট্টোর) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

জনাব ভুট্টো ১৭ই এপ্রিল জনসভা অনুষ্ঠানের পুনরুল্লেখ করেন। তবে আজ (শুক্রবার) ১২-৩০টার পূর্বে জনসভার ব্যবস্থাদি চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের ব্যাপারে অক্ষমতা জানান। অনেক বিলম্ব হইয়া গেলেও আওয়ামী লীগ আশা করে যে, আজ ১২-৩০টার মধ্যে জনাব ভুট্টো অবশ্যই তাহার অনুমোদনের খবর জানাইবেন এবং জনসভা অনুষ্ঠানের উপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণের জন্য তাহার প্রভাব প্রতিপত্তি খাটাইবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৫ই এপ্রিল ১৯৬৬

‘গণ-সম্পর্কহীন সরকারের পক্ষেই এরূপ সম্ভব’

ফরিদপুরে লেভীর দৌরাভ্য সম্পর্কে শেখ মুজিব

ফরিদপুর, ১৩ই এপ্রিল।— আজ বিকালে স্থানীয় অম্বিকা ময়দানের বিরাট জনসভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান লেভী প্রথা ও টেবু অর্ডিন্যান্সের কঠোর সমালোচনা করিয়া বলেনঃ অভাব-অনটন, পীড়িত এই ফরিদপুর জেলাবাসীদের উপর লেভী ‘মড়ার উপর খাড়ার ঘা’র মত নামিয়া আসিয়াছে। ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে এই লেভী পরিশোধ করিতে না পারিলে দরিদ্র গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে আইনের ব্যবস্থা গৃহীত হইবে বলিয়া যে আদেশ জারি হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিব বলেন, জনগণের সহিত সম্পর্কহীন সরকারই শুধু দেশবাসীর সহিত এরূপ ব্যবহার করিতে পারে।

তিনি বলেন যে, টেবু অর্ডিন্যান্সের ফলে প্রদেশের ৭ লক্ষ বিড়ি শ্রমিক তাঁহাদের প্রায় ৩৫ লক্ষ পৌষ্যসহ অনাহারের সম্মুখীন হইয়াছে। ফরিদপুরও বিড়ি শিল্পের অন্যতম প্রধানকেন্দ্র। কিন্তু অর্ডিন্যান্সের ফলে এখানকার সকল বিড়ি শ্রমিকই নিদারুণ সঙ্কটের মধ্যে নিপতিত হইয়াছে। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের ভূমিকার তুলনামূলক বিচার করিয়া তিনি বলেন, ন্যাপ সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করিতেছে বলিয়া প্রচার করা হইতেছে এবং মওলানা ভাসানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জেহাদের কথা বলিয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁহাদের কার্যকলাপে সাম্রাজ্যবাদের এজেন্টদের হস্তই শক্তিশালী হইতেছে।

পাকিস্তানের জনগণ একচেটিয়া পুঁজিপতি ও কার্টেলের শোষণে জর্জরিত। কিন্তু যে সরকার ও মহল উক্ত কার্টেল ব্যবস্থা কায়ম রাখিতেছে তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করিয়া নিজেদের কার্যদ্বারা প্রকারান্তরে তাঁহারা তাহাদিগকে সমর্থন করিয়া চলিয়াছেন। শেখ মুজিব বলেন, ন্যাপের

সমাজতন্ত্রবাদ আজ শুধু প্রোগ্রামেই পর্যবসিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টোতে সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হইয়াছে। আওয়ামী লীগ তাহার উক্ত নীতিতে অবিচল থাকিয়া জনগণের স্বার্থ ও অবিচারের জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছে।

শেখ মুজিব বলেনঃ ৬-দফা কোন দলীয় মেনিফেস্টো নহে। একদিনে ইহার সাফল্য আসিবে না, জনগণের দৃঢ় ঐক্যবদ্ধ শ্রমের ফলেই ৬-দফা সফল হইবে। আওয়ামী লীগ যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে ৬-দফা বাস্তবায়নের জন্য সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে। ৬-দফা সম্পর্কে কোন আপোষ নাই।

ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আদিলুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তৃতাকারী অন্যদের মধ্যে ছিলেন মেসার্স মিজানুর রহমান চৌধুরী এম, এন, এ, জহুর আহমেদ চৌধুরী (শ্রম সম্পাদক পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ) এবং ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগের সম্পাদক শামসুদ্দীন মোল্লা।

সভা পণ্ড করার জন্য কনভেনশন লীগের তরফ হইতে পিকেটিং করা হয়। কিন্তু উহাতে ব্যর্থ হইয়া তাহারা “শেখ মুজিব সভায় আসিবেন না” বলিয়া প্রচারণা চালাইতে থাকে। উহা সত্ত্বেও জনসভায় অবিশ্বাস্য রকম বিপুল লোক সমাগম হয়। দলে দলে লোকের আগমনে অল্পক্ষণের মধ্যেই মাঠ ভর্তি হইয়াও আশেপাশের দালানকোঠার ছাদগুলি, নিকটস্থ রাস্তাসমূহ, পুষ্করিণীর পাড় প্রভৃতি সকল স্থানেই মানুষে মানুষে ছাইয়া যায়। স্থানীয় বিড়ি শ্রমিকসহ সভার অনেক শ্রোতা তাহাদের দাবী-দাওয়া সম্বলিত নানা ধরনের ফেষ্টিনসহ সভায় আগমন করেন। আগামীকাল আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ মাগুরা, বিনাইদহ ও যশোরের জনসভায় বক্তৃতা করিবেন।

সংবাদ

১৫ই এপ্রিল ১৯৬৬

ভূটো বনাম মুজিব সমাচার

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমান এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভূটোর মধ্যে বিতর্ক উপলক্ষে আউটার স্টেডিয়ামে এক জনসভা আয়োজন উপলক্ষে গতকল্য (বৃহস্পতিবার) রাত্রে আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব জহিরুদ্দিন এবং জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ

জনাব ভূটোর সহিত সাক্ষাৎ করেন। জনাব ভূটো জনসভা আয়োজনের ব্যাপারে রাজী হইয়াছেন; কিন্তু সঠিক সময় সম্পর্কে তিনি অদ্য (শুক্রবার) বেলা সাড়ে বারটায় জানাইবেন বলিয়া আওয়ামী লীগ হইতে প্রচারিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানা গিয়াছে।

আজাদ

১৫ই এপ্রিল ১৯৬৬

আউটার স্টেডিয়ামে মুজিব-ভূটো আলোচনা সভা ?

ঢাকা, ১৪ই এপ্রিল।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানের অনুমোদনক্রমে পূর্ব পাক আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ ছয়দফা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করার ব্যাপারে আগামী ১৭ই এপ্রিল একটি জনসভা চূড়ান্তভাবে নির্ধারণের জন্য জনাব ভূটোর সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করেন।

জনসভা আগামী ১৭ই এপ্রিল আউটার স্টেডিয়ামে বৈকাল চার ঘটিকায় হাইকোর্টের একজন বিচারকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের জন্য আওয়ামী লীগ প্রস্তাব করিয়াছে। আওয়ামী লীগ ও কনভেনশন লীগের যৌথ উদ্যোগে উক্ত জনসভা অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে।

সময়ের স্বল্পতাহেতু জনাব তাজউদ্দিন, জনাব ভূটোকে অদ্য অপরাহ্নের ভিতর উপরোক্ত জনসভার ব্যাপারে তাহার চূড়ান্ত মতামত জানাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

পররাষ্ট্র উজীর জনাব ভূটোর আমন্ত্রণক্রমে উক্ত জনসভার ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী মেসার্স জহিরুদ্দিন ও পূর্ব পাক আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব তাজউদ্দিন অদ্য রাত্র ৮-৩০ মিনিটে জনাব ভূটোর সঙ্গে মিলিত হন। জনাব ভূটো জনসভায় মিলিত হইতে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু জনসভার চূড়ান্ত তারিখ নির্ধারণ করার ব্যাপারে আগামীকল্য (শুক্রবার) দুপুর ১২-৩০ মিনিটের পূর্বে কোন কিছু জানাইতে জনাব ভূটো তাহার অক্ষমতা প্রকাশ করেন।

আগামীকল্য দুপুর ১২-৩০ মিনিটের মধ্যে জনাব ভূটো তাহার চূড়ান্ত মতামত জানাইবেন ও জনসভা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে তিনি তাহার পূর্ণ সহযোগিতা প্রদর্শন করিবেন বলিয়া আওয়ামী লীগ আহ্বান করিতেছে।

আজাদ

১৫ই এপ্রিল ১৯৬৬

মুজিব-ভূট্টো চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে ফরিদ আহমদ

মুজিব-ভূট্টো চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে নেজামে এছলামের সাধারণ সম্পাদক জনাব ফরিদ আহমদ সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন যে, প্রস্তাবিত মুজিব-ভূট্টো মোকাবেলা সভা পাকিস্তানের রাজনীতিতে কিছুটা স্বস্তির পরিবেশ সৃষ্টি করবে। তিনি বলেন যে, চ্যালেঞ্জকারীদের জানিয়া রাখা উচিত যে, আমাদের জাতীয় জীবনের পরিশ্রমিতে এই ধরনের মোকাবেলা সভার নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি ছাড়া অপর কোন গুরুত্ব নাই।

তিনি বলেন যে, প্রাচীনকালে দুইটি দেশের সেনাবাহিনীর জেনারেলদের মধ্যে এই ধরনের দ্বৈতযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইত এবং এই দ্বৈতযুদ্ধের হার-জিতের উপর জাতীয় হার-জিত নির্ভর করিত। জনাব ফরিদ আহমদ বিবৃতিতে বলেন, জনাব ভূট্টো যখন এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন তখন তিনি ভাল করিয়াই জানেন যে, এই দ্বৈতযুদ্ধে দ্বিধাহীনভাবে পরাজিত হইলেও উজীর সভা হইতে তাহার পদচ্যুতির কোন কারণ নাই। এমনকি তাহার চীফও ইহাকে একটি গৌরবময় বিজয় বলিয়া গ্রহণ করিবে না।

আজাদ

১৬ই এপ্রিল ১৯৬৬

মুজিব-ভূট্টো সম্মুখ সমরে ভাটা পড়িল

ঢাকা, ১৫ই এপ্রিল।— পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব জহিরুদ্দীন ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজদ্দিন আহমদ ৬-দফার উপর প্রস্তাবিত জনসভার কার্যপদ্ধতি আলোচনা করার উদ্দেশ্যে অদ্য পররাষ্ট্র উজীর জনাব জুলফিকার আলী ভূট্টোর সহিত সাক্ষাৎ করেন বলিয়া পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে। আগামী ১৭ই এপ্রিল এই জনসভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

এই সাক্ষাৎকারকালে প্রাদেশিক শিল্প উজীর দেওয়ান আবদুল বাসেত, রাজস্ব উজীর জনাব ফজলুল বারী ও শিক্ষা উজীর জনাব আমজাদ হোসেনও জনাব ভূট্টোর সহিত ছিলেন।

পররাষ্ট্র উজীর আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে জানান যে, ১৭ই এপ্রিল জনসভায় ৬-দফা সম্পর্কে আলোচনা করিতে তিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রস্তুত থাকিলেও প্রাদেশিক কনভেনশন লীগের নেতৃবৃন্দ এই সময়ে চেয়ারম্যান

লিউ শাও চী'র সফর উপলক্ষে ব্যস্ত থাকিবেন বলিয়া এই সভায় যোগ দিতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়াছেন। মোছলেম লীগ নেতৃবৃন্দের অসুবিধা অনুধাবন করিয়া আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এই সভার ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করার ভার গ্রহণের প্রস্তাব দিলে তাহারা ইহাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন বলিয়া প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, জনাব ভূট্টোর প্রথম চ্যালেঞ্জ আওয়ামী লীগ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পর জনাব ভূট্টো তাহার বর্তমান সফর কালেই শেখ মুজিবর রহমানের সহিত ছয় দফা সম্পর্কে একই সভায় আলোচনা করার প্রস্তাব দেন। শেখ মুজিবর রহমান এই প্রস্তাবও গ্রহণ করেন এবং ২৪শে এপ্রিলের পরিবর্তে ১৭ই এপ্রিলে এই জনসভা অনুষ্ঠানের আহ্বান জানাইয়াছিলেন।

শেখ মুজিবর রহমান জনাব ভূট্টোর এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং তাহার সহিত জনসভার কার্য পদ্ধতি আলোচনা করার জন্য জনাব তাজউদ্দীন আহমদের উপর ভার অর্পণ করেন।

আজাদ

১৬ই এপ্রিল ১৯৬৬

আমাদের নৈতিক বিজয় সূচিত হইয়াছে

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

যশোর, ১৫ই এপ্রিল।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব শেখ মুজিবর রহমান স্থানীয় টাউন হলে এক জনসভায় বক্তৃতাকালে বলেন যে, পররাষ্ট্র উজীর জনাব ভূট্টো ১৭ই এপ্রিল মোকাবেলা সভায় যোগদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, তাহার দলের ৬ দফা দাবী প্রথম পর্য্যায়েরই জয়যুক্ত হইয়াছে।

আওয়ামী লীগ নেতা বলেন যে, তাহার পক্ষে ইহা একটি নৈতিক বিজয় এবং জনগণ যে ৬-দফা দাবীর পক্ষে, ইহা তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

জনাব মুজিবর রহমান বলেন যে, মিঃ ভূট্টোর এই পশ্চাদাপসরণ কোন ব্যক্তিবিশেষের নহে, ইহা সামগ্রিকভাবেই সরকারেরই পশ্চাদাপসরণ।

প্রসঙ্গক্রমে আওয়ামী লীগ নেতা ৬-দফা দাবী সম্পর্কে গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

জনাব মুজিবর রহমান আরও বলেন যে, ৬-দফার বাস্তবায়ন পাকিস্তানকে সত্যিকারভাবে শক্তিশালী করিয়া তুলিবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৬ই এপ্রিল ১৯৬৬
জনাব ভুট্টো কাটিয়া পড়ায়
'৬- দফার নৈতিক বিজয় সূচিত হইয়াছে'
-শেখ মুজিব
(বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত)

যশোর, ১৫ই এপ্রিল।- পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান অদ্য স্থানীয় টাউন হল ময়দানে এক বিরাট জনসভায় শ্রোতাদের একটানা আনন্দ ও হর্ষধ্বনির মধ্যে ঘোষণা করেন যে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো আমাকে মোকাবিলা করার প্রশ্নে শেষ পর্যন্ত কাটিয়া পড়ায় ৬-দফার ব্যাপারে আমাদের প্রথম পর্যায়ের বিজয় সূচিত হইয়াছে। তাঁহার এই পশ্চাদপসারণ শুধু তাঁহার একারই পরাজয় নহে, ইহা সামগ্রিকভাবে বর্তমান সরকারেরই পরাজয়। কারণ, স্বয়ং প্রেসিডেন্টসহ যখন কেন্দ্রীয় সরকারের হর্তাকর্তাদের প্রায় সকলেই এখানে উপস্থিত, তখনও তাঁহারা ৬-দফা প্রশ্নে সামনা-সামনি দাঁড়াইতে সক্ষম হন নাই। শেখ মুজিব বলেন যে, ৬-দফা সম্পর্কে জনমতের সামনে দাঁড়াইতে তাঁহাদের সাহস না হওয়ায় ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, কেন্দ্রীয় চক্র জনসাধারণ সম্পর্কে ভীতসন্ত্রস্ত।

জনাব ভুট্টোর পিঠটানের মধ্যদিয়া কেন্দ্রীয় চক্র আরও স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে, ৬-দফার প্রতি জনসাধারণের সমর্থন রহিয়াছে। শেখ মুজিব বলেন, আমি এ ধরনের আঠারো শতকী মোকাবিলা প্রস্তাবে বিশ্বাসী নহি। আমরা জনমত যাচাইর জন্য গণভোটে বিশ্বাসী। কিন্তু ভাবাবেগের আতিশয্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব ভুট্টো যখন আমাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়িয়া দিলেন, তখন আমাদের উহা গ্রহণ না করিয়া উপায় ছিল না। আমরা জনপ্রতিনিধি। তাই, জনগণের আদালতেই আমাদের বিচার হইবে। জনাব ভুট্টোর প্রতি এজন্যই করুণার উদ্রেক হয় যে, তিনি আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ দিয়া ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, আমরা সেই লোক যাঁহারা জনগণের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী।

আমরা সর্বদাই জনগণের রায় গ্রহণে প্রস্তুত। ভুট্টো সাহেবের পিঠটানের ফলে আমাদের ছয়-দফার নৈতিক বিজয়ই সূচিত হইয়াছে। ইহা শুধু আমার বা আওয়ামী লীগের জন্যই আনন্দের বিষয় নহে, ইহা বস্তুত জনগণের জন্যই আনন্দের বিষয়। সুতরাং, আসুন, আজ আমরা আনন্দ প্রকাশ করি এবং আমাদের ছয়-দফা দাবী বাস্তবায়িত করার জন্য দশ কোটি লোকের পক্ষ

হইতে আপোষহীন সংগ্রামের শপথ গ্রহণ করি। তিনি বলেন, জনাব ভুট্টোর অগৌরবজনক পশ্চাদপসারণের জন্য আমার দুঃখ হয়। তবে এই প্রসঙ্গে বর্তমান সরকারের প্রতি ছয়-দফা প্রশ্নে জনমত যাচাইর জন্য অবিলম্বে গণভোট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করার দাবীর পুনরাবৃত্তি করিতেছি। তিনি বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের উপরই নির্ভর করে। পূর্ব পাকিস্তানই জনশক্তি ও অর্থশক্তি দ্বারা পাকিস্তানের অবশিষ্ট অংশকে রক্ষা করিতে পারে। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব গৃহযুদ্ধের যে-ছমকি দিয়াছেন, তাহাতে তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন কাহাদের মধ্যে এই গৃহযুদ্ধ হইবে? তিনি বলেন, আমরা শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে লক্ষ্যে পৌঁছানোর নীতিতে বিশ্বাস করি। তিনি মওলানা ভাসানীর উক্তিও সমালোচনা করেন এবং বর্তমান সরকারকে সহযোগিতা দান করায় তাহার বিরুদ্ধে গণস্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ করেন। তিনি মওলানা ভাসানী ও সরকারী নেতৃবৃন্দকে বন্ধ্যাহীন মন্তব্য না করার জন্য আহ্বান জানান।

দাবী আদায়ে জীবন বিসর্জন

অদ্য মাগুরার এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাকালে শেখ মুজিবুর রহমান দাবী আদায়ের জন্য সকলকে জীবন বিসর্জনে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বাঁচিয়া থাকার যদি কোন অর্থ থাকে তবেই বাঁচিয়া থাকুন নইলে গৌরবোজ্জ্বল মৃত্যুবরণই শ্রেয়।

বক্তৃতাকালে শেখ মুজিব বিশেষভাবে সাম্প্রতিক পাক-ভারত যুদ্ধের আলোকে ছয়-দফা দাবীর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন।

তিনি বলেন, উক্ত যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান অবশিষ্ট বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগহীন হইয়া পড়ে। অথচ তথাকথিত সর্বসময় শক্তিদ্বার কেন্দ্রীয় সরকারও আমাদের কোন প্রকার সাহায্যে আগাইয়া আসিতে পারেন নাই। যুদ্ধরত রাষ্ট্র ভারতের দ্বারা আমরা তখন পরিবেষ্টিত হইয়া পড়ি। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। একটি বিদেশী রাষ্ট্রের মধ্যরাত্রির হুঁশিয়ারির দরুন ভারত তখন পাকিস্তান আক্রমণ করে নাই চিন্তা করা গৌরবের বিষয় নহে। সরকার তখন নিজেদের শক্তি দ্বারা দেশকে রক্ষা করিতে পারেন নাই, ইহা অবমাননাকর ছাড়া কিছু হইতে পারে না। নিজেরা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করিতে পারিব না এবং এজন্য অন্যের উপর ভরসা করিতে হইবে, ইহা অপেক্ষা শোকাবহ কি হইতে পারে? যাঁহারা পূর্ব পাকিস্তানে একটি অস্ত্র কারখানা স্থাপনও রাজী নহেন, যুদ্ধের সময় তাহারা এই প্রদেশকে রক্ষার জন্য কি করিয়াছিলেন? দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ এখানে বাস করে। অথচ যুদ্ধের সময়

আমাদের ভাগ্য শিকায় ঝুলিতেছিল। তিনি বলেন, গত ১৮ বছরে পূর্ব পাকিস্তান ক্রমশঃ দরিদ্র হইয়াছে। এখান হইতে অর্থ ও সম্পদ পাচার হইয়াছে। সাধারণ মানুষ দারিদ্র্যের চরমে যাইয়া পৌছিতেছে। এই অবস্থার মোকাবিলা করার জন্যই আজ ছয়-দফা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। আর এই দাবী বাস্তবায়নের জন্য আমাদেরকে চরম ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হইতে হইবে। মাগুরার এই জনসভায় প্রায় বিশ হাজার লোক যোগদান করেন এবং খররৌদ্দের তাপ অগ্রাহ্য করিয়া আওয়ামী লীগ নেতার বক্তৃতা শ্রবণ করেন। মাগুরার ইতিহাসে দুপুরের প্রখর রৌদ্রে এত বড় জনসভা আর কখনও হয় নাই। বক্তৃতা শ্রবণের সময় শ্রোতারা দর দর হইয়া ঘামিতেছিলেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৬ই এপ্রিল ১৯৬৬

‘সম্মুখ-সমরের’ উৎসুখ দর্শকদের নিরাশ করিয়া

অবশেষে জনাব ভুট্টোর ‘রণে ভঙ্গ’

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জানাইতেছেন যে, ৬-দফা সম্পর্কে আলোচনার জন্য ১৭ই এপ্রিলের জনসভার পদ্ধতি সম্পর্কে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে পূর্বদিন রাত্রে ব্যবস্থা মত গতকাল (শুক্রবার) ১২-৩০ টায় পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব জহিরুদ্দীন এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব জেড, এ, ভুট্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রাদেশিক শিল্পমন্ত্রী এবং পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের সরকারী দলের নেতা দেওয়ান আব্দুল বাসিত, রাজস্বমন্ত্রী ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ এডহক কমিটির সম্পাদক জনাব ফজলুল বারী এবং প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী জনাব আমজাদ হোসেনও এই সময়ে উপস্থিত ছিলেন। -(অসমাপ্ত)

Morning News

16th April 1966

Bhutto-Mujib Confrontation

It is most unexpected that leaders like Sheikh Mujibur Rahman and Mr. Zulfiqar Ali Bhutto should discuss “six-point” in an open place like paltan Maidan. In this confrontation many important matters settle the basic issues involved in the consolidation of the national integrity of Pakistan, If anything goes wrong during this discussion, our enemies may utilise this occasion against us.

Will our leaders change the place of proposed confrontation and meet somewhere else where only a limited number of people could be invited viz, politicians of different groups, Journalists, etc, etc.

Dawn

17th April 1966

BHUTTO, MUJIB DEBATE OFF

Paucity of time chief reason

DACCA, April 16: The Foreign Minister Mr. Z. A. Bhutto said here last night that he was disappointed that a confrontation meeting between him and the Awami league leader Shaikh Mujibur Rahman could not be arranged, despite all his co-operation.

In a statement last night, he said after a detailed discussion both sides agreed that it was just not feasible to make all the necessary arrangements for such an important meeting in so short a time.

As both sides, he added, were fully satisfied that there were perfectly understandable reasons for not holding the meeting on April 17, it was agreed by all that a joint statement would be issued by office-bearers of both the parties, stating that it was not possible to convene such an important meeting on account of paucity of time.

But the Foreign Minister said, he was surprised to hear that a separate statement had been issued by the General-Secretary of the East Pakistan Awami League, which did not give a factual version of what transpired.

NOT POSSIBLE

Mr Bhutto said in the interest of an early meeting he co-operated in every way to comply with the conditions laid down by the Awami League. The factual narration conformed by both the parties in a meeting yesterday afternoon clearly demonstrated that with all the good intentions and earnestness it was not possible to arrange a joint meeting on April 17.

He said the fact that a meeting could not be arranged on this occasion did not mean that he had, in any way, retracted from his position to confront Shaikh Mujibur Rahman.

BHUTTO'S STATEMENT

Following is the text of the statement issued by Mr. Bhutto last night :-

“The chronological and bare facts relating to the public confrontation on the six points are:-

A Press statement of Shaikh Mujibur Rahman appeared on the 14th in which he agreed to hold a public meeting on the 24th of April under the joint sponsorship of the General-Secretary of the Muslim League and the General-Secretary of the East Pakistan Awami League. He further suggested that he was prepared to meet me earlier.

“I issued a statement on the same day expressing my willingness to meet him on the 17th as on the 19th. I was to leave for Ankara. I sent a telegram to the General-Secretary of the Pakistan Muslim League in Rawalpindi, requesting him to come immediately to Dacca to to arrange the meeting under the joint sponsorship of the two parties, as suggested by Shaikh Mujibur Rahman. On the same day. I received a letter from Mr Tajuddin Ahmad stating three conditions for the meeting :-

3 CONDITIONS

- (1) “The venue of the public meeting should be the Outer Stadium, popularly known as Paltan Maiddan”.
- (2) “The time of the meeting should be four in the afternoon of April 17, 1966”.
- (3) “The public meeting should be jointly organised by the Awami League and the Muslim League”.

“He also suggested that the meeting should be presided over by a judge of the High Court. Mr Tajuddin met me the same evening”.

“On account of the shortage of time, Mr Tajuddin volunteered to withdraw the earlier suggestion regarding the role of the Secretary-General of the Pakistan Muslim League, and in his place suggested the Provincial Secretary-General for the purpose of jointly co-ordinating the arrangements for the meeting”.

“When the Chief Justice of the Dacca High Court was contacted on the 15th morning, he expressed the judiciary's inability to associate itself with a political meeting. Hence, this suggestion of the Awami League could not be implemented.

“Approximately at 12.30 p.m. Mr Tajuddin met me again to finalise the procedure for the meeting. Also present were a number of Muslim League officials and Mr Zahirudin, joint Secretary, Awami League. After a detailed discussion, both sides agreed that it was just not feasible to make all the necessary arrangements for such an important meeting in so short a time”.

UNDERSTANDABLE

“As both sides were fully satisfied that there were perfectly understandable reasons for not holding the meeting on the 17th, it was agreed by all present that a joint statement would be issued by the office-bearers of both parties, stating that it was not possible to convene such an important meeting on account of the paucity of time.

“We adjourned on this note of complete agreement between all the persons present at the meeting. I am, therefore, surprised to hear that a separate statement has been issued by the General-Secretary of the East Pakistan Awami League, which does not give a factual version of what transpired.

“I reiterate that in the interest of an early meeting. I co-operated in every way to comply with conditions laid down by the Awami League in Shaikh Mujibur Rahman's statement of the 14th, as well as in Mr Tajuddin's letter of the same date.

“This factual narration confirmed by both the parties in this afternoon's (Friday) meeting clearly demonstrates that with all the good intentions and earnestness it was not possible to arrange a joint meeting on the 17th of this month.

“The fact that a meeting could not be arranged on this occasion does not mean that I have, in any way, retracted from my position to confront Shaikh Mujibur Rahman. On the Contrary, I am disappointed that this meeting could not be arranged, despite all my co-operation. —APP.

দৈনিক ইত্তেফাক

১৭ই এপ্রিল ১৯৬৬

খুলনায় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ

অদ্য অপরাহ্নে জনসভা

(ইত্তেফাকের বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত)

খুলনা, ১৬ই এপ্রিল।— আগামীকাল (রবিবার) অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় খুলনা মিউনিসিপ্যাল পার্কে স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্তৃক আয়োজিত এক জনসভায়

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান বক্তৃতা করিবেন। শেখ মুজিবর রহমানের উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গ সফরের শেষ পর্যায়ে খুলনায় এই জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে।

অদ্য (শনিবার) বেলা ১০টায় শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সম্পাদক জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী ও সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরীকে সঙ্গে লইয়া মোটরযোগে যশোর হইতে খুলনা পৌছেন। খুলনা শহর হইতে প্রায় ৮ মাইল দূরে খালিশপুরে আওয়ামী লীগ কর্মী ও জনসাধারণ নেতৃবৃন্দকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। শেখ সাহেবের গাড়ী খুলনা পৌঁছিলে লোয়ার যশোর রোডে অপেক্ষমাণ হাজার হাজার লোক ‘৬-দফা মানতে হবে’, ‘স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে’ ইত্যাদি ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া তোলে। জনতার চাপে শেখ সাহেবের গাড়ী চলা অসম্ভব হইয়া পড়িলে নেতৃবৃন্দকে গাড়ী হইতে নামিতে হয় এবং তাঁহারা প্রায় ১ মাইল জনতার সঙ্গে পদব্রজে গমন করেন।

আজ সন্ধ্যায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্মীরা রূপসা রেষ্ট হাউস প্রাঙ্গণে এক বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকে সাংগঠনিক বিষয়াদি এবং ৬-দফা আদায়ের সংগ্রামে খুলনা আওয়ামী লীগ কর্মীদের কর্তব্য এবং ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। শেখ সাহেব কিছুক্ষণের জন্য উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কর্মীদের কাছে ৬-দফা বিশ্লেষণ করেন এবং কর্মীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জন্য দেন। সমগ্র শহরে ৬-দফা দাবীর সপক্ষে অসংখ্য পোষ্টার লাগান হইয়াছে।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধানের সফর উপলক্ষে খুলনা শ্রমিক এলাকাসমূহেও প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৭ই এপ্রিল ১৯৬৬

‘সম্মুখ সময়ের’ শেষ অঙ্ক

(স্টাফ রিপোর্টার)

পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব জুলাফিকার আলী ভূট্টো ৬-দফার প্রশ্নে একই মঞ্চে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবরের মোকাবিলা করার যে চ্যালেঞ্জ দিয়াছিলেন এবং এই চ্যালেঞ্জকে কেন্দ্র করিয়া সরকারী ও বিরোধী পক্ষের দুই নেতার ‘সম্মুখ সময়ের’ দৃশ্য দেখিবার জন্য সাধারণ্যে যে উৎসুক জাগিয়াছিল, শেষ পর্যন্ত জনাব ভূট্টোর পক্ষে তাহার সংকল্পে স্থির থাকা সম্ভব না হওয়ায় প্রস্তাবিত মোকাবিলা সভার সকল সম্ভাবনা তিরোহিত হইয়াছে। যে কারণে প্রস্তাবিত ‘সম্মুখ সময়ের’ শেষাঙ্কের যবনিকাপাত হইল,

শুক্রবার অপরাহ্নে আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে তাহার বিবরণ দিয়া একটি বিবৃতি দেওয়া হয়। এই সংবাদ পাইয়া জনাব ভূট্টোও ঐদিন শেষ রাত্রেই দিকে একটি বিবৃতি দিয়া মোকাবিলা সভার প্রস্তুতি প্রচেষ্টার যবনিকাপাতের নিজস্ব ‘ব্যখ্যা’ দেন।

শুক্রবার অপরাহ্নে আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে প্রদত্ত বিবৃতিটিতে বলা হয়ঃ ৬-দফা সম্পর্কে আলোচনার জন্য ১৭ই এপ্রিলের জনসভার পদ্ধতি সম্পর্কে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে পূর্বদিন রাত্রেই ব্যবস্থামত গতকাল (শুক্রবার) ১২-৩০ টায় পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব জহিরুদ্দিন এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব জেড, এ, ভূট্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রাদেশিক শিল্পমন্ত্রী এবং পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের সরকারী দলের নেতা দেওয়ান আবদুল বাসিত, রাজস্ব মন্ত্রী ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ এডহক কমিটির সম্পাদক জনাব ফজলুল বারী এবং প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী জনাব আমজাদ হোসেনও এই সময়ে উপস্থিত ছিলেন।

“জনাব ভূট্টো আওয়ামী লীগ নেতাদেরও জানান যে, তিনি স্বয়ং ১৭ই এপ্রিল জনসভায় ৬-দফার উপর বিতর্কের জন্য তাঁহার প্রস্তাবে অবিচল থাকিতে আগ্রহশীল থাকিলেও চেয়ারম্যান লিও শাও চী’র সফর উপলক্ষে ব্যস্ত থাকার জন্য মুসলিম লীগ নেতারা উক্ত জনসভার আয়োজন করিতে তাহাদের অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। মুসলিম লীগ নেতাদের অসুবিধা বিবেচনা করিয়া আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ নিজেরাই ঐদিনের সভানুষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে রাজী আছেন বলিয়া জানান। কিন্তু ইহাতেও তাঁহারা সম্মত হন না। শেষ মুহূর্তে মুসলিম লীগ অনুরূপ মনোভাব গ্রহণ করায় জনাব ভূট্টো কর্তৃক নির্দিষ্ট ১৭ই এপ্রিলের জনসভার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়।

“এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, জনাব ভূট্টোর প্রথম চ্যালেঞ্জের পর আওয়ামী লীগ তাহা সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করে। পরে জনাব ভূট্টো পূর্ব পাকিস্তানে তাঁহার বর্তমান অবস্থানের সময় একই মঞ্চ হইতে ছয়-দফার উপর পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্রস্তাব করেন। শেখ মুজিব এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং জনাব ভূট্টোকে আগামী ২৪শে এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কর্তৃক আয়োজিত জনসভায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান। জনাব ভূট্টো নিজেই ১৭ই এপ্রিল তাঁহার পক্ষে সভার জন্য সুবিধাজনক তারিখ হইবে বলিয়া স্থির করেন। শেখ মুজিব পূর্বেকার কর্মসূচী থাকা সত্ত্বেও ১৭ই এপ্রিল জনসভা অনুষ্ঠানের জন্য জনাব ভূট্টোর প্রস্তাব মানিয়া লন এবং তাঁহার কর্মসূচী বাতিল করিয়া জনাব ভূট্টোর সঙ্গে পরামর্শক্রমে জনসভা অনুষ্ঠানের

ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনাব তাজউদ্দিনের উপর ভার দেন। জনাব ভুট্টো সকল সময়েই ১৭ই এপ্রিল জনসভা অনুষ্ঠানের জন্য আহ্বান দেখাইলেও উপরের বর্ণিত অবস্থায় তাহার প্রস্তাবের আর কোন মূল্যই রহিল না।

জনাব ভুট্টোর বিবৃতি

৬-দফার প্রশ্নে শেখ মুজিবের সহিত মোকাবিলার সকল সম্ভাবনা তিরোহিত হওয়ার পর আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে তৎসংক্রান্ত সর্বশেষ পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করিয়া শুক্রবার অপরাহ্নে বিবৃতি দেওয়ার খবর প্রাপ্তির পর ঐদিন রাত্রি ২টা ২০ মিনিটে জনাব ভুট্টো যে বিবৃতি দেন, নিম্নে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইলঃ

“ছয়-দফা সম্পর্কে জনসমাবেশে মোকাবিলার প্রশ্নে ঘটনাপঞ্জী এবং আসল তথ্যাবলী নিম্নরূপঃ—

“১৪ই তারিখে শেখ মুজিবর রহমান সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে জানান যে, ২৪শে এপ্রিল তারিখে মুসলিম লীগ ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের যুক্ত উদ্যোগে জনসভা অনুষ্ঠানে তিনি সম্মত আছেন। তিনি অবশ্য ইহাও উল্লেখ করেন যে, উক্ত তারিখের পূর্বেও তিনি মোকাবিলায় প্রস্তুত আছেন।

“একই দিনে আমি এক বিবৃতিতে ১৭ই তারিখে সাক্ষাতের বাসনা প্রকাশ করি। কারণ ১৯শে তারিখে আমাকে আন্ধারা রওয়ানা হইতে হইবে। শেখ মুজিবর রহমানের সুপারিশ মোতাবেক উভয় দলের যুক্ত উদ্যোগে সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করার জন্য আমি পাকিস্তান মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারীর নিকটও একটি তারবার্তা প্রেরণ করি। একই দিবসে জনাব তাজউদ্দিন আমার নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করেন। এই পত্রে তিনি সভা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে তিনটি শর্ত আরোপ করেনঃ—

- (ক) পল্টন ময়দান নামে সুপরিচিত আউটার স্টেডিয়ামেই জনসভার ব্যবস্থা করিতে হইবে।
- (খ) ১৭ই এপ্রিল অপরাহ্ন চার ঘটিকায় সভার সময় নির্দিষ্ট করিতে হইবে।
- (গ) আওয়ামী লীগ ও মুসলিম লীগের যুক্ত উদ্যোগে জনসভার আয়োজন করিতে হইবে।

“হাইকোর্টের কোন বিচারপতিকে সভাপতি করার জন্যও পত্রে সুপারিশ করা হয়। একই দিন অপরাহ্নে জনাব তাজউদ্দিন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

“সময়ের স্বল্পতার দরুন জনাব তাজউদ্দিন মুসলিম লীগের সেক্রেটারী জেনারেলের ভূমিকা সংক্রান্ত পূর্ববর্তী প্রস্তাব স্বেচ্ছায় প্রত্যাহার করেন এবং তদস্থলে যুক্ত সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাদি করার জন্য প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারীর নাম সুপারিশ করেন।

“১৫ই তারিখ সকালে ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সহিত যোগাযোগ করা হয়। তিনি রাজনৈতিক সভার সহিত বিচার বিভাগকে জড়িত করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। ফলে আওয়ামী লীগের এতদসংক্রান্ত সুপারিশ কার্যকরী করা সম্ভব হয় নাই। জনসভার পদ্ধতি চূড়ান্ত করার উদ্দেশ্যে প্রায় সাড়ে বারোটার দিকে জনাব তাজউদ্দিন পুনরায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। মুসলিম লীগের কয়েকজন কর্মকর্তা এবং আওয়ামী লীগের জনাব জহিরউদ্দিনও এই সময় উপস্থিত ছিলেন। বিস্তারিত আলোচনার পর উভয়পক্ষই একমত হন যে, এত স্বল্পসময়ে এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ জনসভার প্রয়োজনীয় যাবতীয় এন্তেজাম সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। সম্পূর্ণ বোধগম্য কারণে ১৭ই তারিখের জনসভা অনুষ্ঠান সম্ভব নয় বলিয়া উভয়পক্ষই উপলব্ধি করেন। ইহাও স্থিরকৃত হয় যে, সময়ের স্বল্পতার দরুন এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সভা আহ্বান সম্ভব নয়—এই মর্মে উভয় দলের কর্মকর্তাদের যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করা হইবে।

“বৈঠকে উপস্থিত সকলে উক্ত মর্মে একমত হওয়ার পর বৈঠক মূলতঃ রাখা হয়। এই পরিশ্রমিতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক পৃথক বিবৃতি প্রকাশে আমি বিস্মিত হইয়াছি।

তদুপরি এই বিবৃতিতে ঘটনাবলীর প্রকৃত বর্ণনা দেওয়া হয় নাই। আমি এখানে পুনর্বীর উল্লেখ করিতেছি যে, আশু সভা অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে ১৪ই তারিখে শেখ মুজিবের বিবৃতি ও জনাব তাজউদ্দিনের পত্রের শর্তাবলী পূরণে আমি সকল দিক দিয়াই সহযোগিতা করিয়াছি।

শুক্রবার অপরাহ্নে উভয় দলের বৈঠকের এই তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনায় ইহা পরিষ্কার হইয়াছে যে, পূর্ণ শুভেচ্ছা ও আন্তরিকতা সত্ত্বেও এই মাসের ১৭ই তারিখে যুক্ত সভা অনুষ্ঠান সম্ভব হয় নাই। এই তারিখে সভার আয়োজন করা সম্ভব হয় নাই বটে; কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, শেখ মুজিবকে মোকাবিলার জন্য আমার পূর্বোক্ত ঘোষণা হইতে আমি কোনক্রমে বিচ্যুত হইয়াছি। বরঞ্চ আমার সর্বপ্রকার সহযোগিতা সত্ত্বেও সভা অনুষ্ঠিত না হওয়ায় আমি হতাশ।

সংবাদ

১৭ই এপ্রিল ১৯৬৬

শেখ মুজিবের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে ভুট্টোর বক্তব্য

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ঢাকা, ১৫ই এপ্রিল (এ,পি,পি)।— পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব জেড, এ, ভুট্টো অদ্যরাতে এখানে বলেন, তাঁহার সমস্ত রকম সহযোগিতা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান এবং তাঁহার মধ্যে একটি মোকাবিলা সভা আয়োজিত না হইতে পারায় তিনি হতাশ হইয়াছেন।

সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, বিস্তারিত আলোচনার পর উভয়পক্ষ এই মর্মে একমত হন যে, এতো অল্প সময়ে এরূপ এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সকল ব্যবস্থা করা আদৌ সম্ভবপর নহে। তিনি বলেন, উভয়পক্ষ যখন এ ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে সম্মত হন যে, ১৭ই এপ্রিল তারিখে সভা না করায় বোধগম্য কারণ রহিয়াছে, তখন সকলে একমত হন যে, উভয়পক্ষের কর্মকর্তাগণ একটি যুক্ত বিবৃতি প্রদান করিবেন। বিবৃতিতে বলা হইবে যে, সফরের স্বল্পতা হেতু এরূপ গুরুত্বপূর্ণ সভা আহ্বান করা সম্ভব হয় নাই।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, তবে তিনি ইহা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইয়াছেন যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক একটি পৃথক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন এবং উহাতে প্রকৃত ঘটনার বিবরণ প্রদত্ত হয় নাই।

জনাব ভূট্টা বলেন, আশু সভা অনুষ্ঠানের স্বার্থে তিনি আওয়ামী লীগ কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত শর্তে রাজী হওয়ার জন্য তিনি সর্বোপায়ে সহযোগিতা করেন। অদ্য বিকালে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে উভয়পক্ষ যে মতামত বিনিময় করেন, তাহাতে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে যে, সমস্ত সদিচ্ছা ও আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও চলতি মাসের ১৭ই এপ্রিল তারিখে কোন যুক্ত সভার আয়োজন করা সম্ভব নহে।

তিনি বলেন, এ সময়ে যে কোন সভার আয়োজন করা সম্ভব হইতেছে না, তাহার অর্থ এই নহে যে, শেখ মুজিবুর রহমানের মোকাবিলা করার পথ হইতে তিনি কোনভাবে সরিয়া দাঁড়াইতেছেন।

সংবাদ

১৭ই এপ্রিল ১৯৬৬

যশোরের জনসভায় মুজিবরের বক্তৃতা

৬-দফা দাবীর প্রতি জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন রহিয়াছে

যশোর, ১৫ই এপ্রিল (সংবাদদাতা)।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান অদ্য স্থানীয় টাউন হল ময়দানে এক জনসভায় ঘোষণা করেন যে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো আমাকে মোকাবিলা করার প্রশ্নে শেষ পর্যন্ত কাটিয়া পড়ায় ৬-দফার ব্যাপারে আমাদের প্রথম পর্যায়ের বিজয় সূচিত হইয়াছে।

তিনি বলেন, জনাব ভুট্টোর অগৌরবজনক পশ্চাদপসারণের জন্য আমার দুঃখ হয়। তবে এই প্রসঙ্গে বর্তমান সরকারের প্রতি ছয় দফা প্রশ্ন জনমত যাচাইর জন্য অবিলম্বে গণভোট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করার দাবীর পুনরাবৃত্তি করিতেছি।

তিনি বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের রক্ষাব্যবস্থা পূর্ব পাকিস্তানের উপরই নির্ভর করে। পূর্ব পাকিস্তানই জনশক্তি ও অর্থশক্তি দ্বারা পাকিস্তানের অবশিষ্ট অংশকে রক্ষা করিতে পারে।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব গৃহযুদ্ধের যে হুমকি দিয়াছেন, তাহাতে তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, কাহাদের মধ্যে এই গৃহযুদ্ধ হইত? তিনি বলেন, আমরা শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে লক্ষ্যে পৌছানোর নীতিতে বিশ্বাস করি। দেশে অসন্তোষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যই গৃহযুদ্ধের হুমকি দেওয়া হইতেছে।

দাবী আদায়ে জীবন বিসর্জন

অদ্য মাগুরায় এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাকালে শেখ মুজিবুর রহমান দাবী আদায়ের জন্য সকলকে জীবন বিসর্জনে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বাঁচিয়া থাকার যদি কোন অর্থ থাকে তবেই বাঁচিয়া থাকুন, নইলে গৌরবোজ্জ্বল মৃত্যুবরণই শ্রেয়।

বক্তৃতাকালে শেখ মুজিব বিশেষভাবে সাম্প্রতিক পাক-ভারত যুদ্ধের আলোকে ছয়দফা দাবীর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন।

তিনি বলেন, উক্ত যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান অবশিষ্ট বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগহীন হইয়া পড়ে। অথচ তথাকথিত সর্বময় শক্তিদ্বার কেন্দ্রীয় সরকারও আমাদের কোন প্রকার সাহায্যে আগাইয়া আসিতে পারেন নাই। যুদ্ধরত রাষ্ট্র ভারতের দ্বারা আমরা তখন পরিবেষ্টিত হইয়া পড়ি। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। একটি বিদেশী রাষ্ট্রের মধ্যরাত্রির হুঁশিয়ারির দরুন ভারত তখন পাকিস্তান আক্রমণ করে নাই চিন্তা করা গৌরবের বিষয় নহে। সরকার তখন নিজেদের শক্তি দ্বারা দেশকে রক্ষা করিতে পারেন নাই, ইহা অবমাননা কর ছাড়া কিছু হইতে পারে না। নিজেরা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করিতে পারিব না এবং এজন্য অনেকের উপর ভরসা করিতে হইবে ইহা অপেক্ষা শোকবহ কি হইতে পারে? যাহারা পূর্ব পাকিস্তানে একটি অস্ত্র কারখানা স্থাপনেও রাজী নহেন, যুদ্ধের সময় তাহারা এই প্রদেশকে রক্ষার জন্য কি করিয়াছিলেন দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ এখানে বাস করে। অথচ যুদ্ধের সময় আমাদের ভাগ্য শিকায় ঝুলিয়াছিল।

তিনি বলেন, গত ১৮ বছরে পূর্ব পাকিস্তান ক্রমশঃ দরিদ্র হইয়াছে। এখান হইতে অর্থ ও সম্পদ পাচার হইয়াছে। সাধারণ মানুষ দারিদ্র্যের চরমে পৌঁছিতেছে। এই অবস্থার মোকাবিলা করার জন্যই আজ ছয়দফা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। আর এই দাবী বাস্তবায়নের জন্য আমাদেরকে চরম ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হইতে হইবে।

দৈনিক পয়গাম
১৭ই এপ্রিল ১৯৬৬

৬-দফা প্রশ্নে মোকাবিলা সভা প্রসঙ্গ :

মুজিব কর্তৃক পৃথকভাবে বিবৃতি দানের জন্য ভুটোর বিস্ময় প্রকাশ

ঢাকা, ১৬ই এপ্রিল।- পররাষ্ট্র উজির জনাব জুলফিকার আলী ভুটো গত রাতে এখানে বলেন যে, তাঁহার সর্বাত্মক সহযোগিতা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁহার মধ্যে বিতর্ক সভার আয়োজন করা সম্ভব না হওয়ায় তিনি নিরাশ হইয়াছেন।

সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার পর উভয়পক্ষ এই ব্যাপারে একমত হন যে, সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে এই ধরনের একটা গুরুত্বপূর্ণ সভার আয়োজন করা সম্ভব নয়।

তিনি আরো বলেন, যুক্তিসঙ্গত কারণে ১৭ই এপ্রিল সভা অনুষ্ঠান সম্ভব নয়, উভয়পক্ষ ইহা মানিয়া নিয়াছেন। সময়ের স্বল্পতার জন্য নির্ধারিত দিবসে সভা অনুষ্ঠান সম্ভব নয়, এই মর্মে উভয় পার্টির কর্মকর্তাদ্বয় একটি যুক্ত বিবৃতি প্রদান করিবেন। কিন্তু আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক প্রকৃত ঘটনার সহিত সংগতিহীন একটি পৃথক বিবৃতি প্রদান করায় পররাষ্ট্র উজির বিস্ময় প্রকাশন করেন। -এ, পি, পি।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৮ই এপ্রিল ১৯৬৬

ক্রয়মূল্যে লেভীর ধান বাজারে ছাড়িবার আহ্বান

ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের প্রস্তাব

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল (রবিবার) বিকাল ৩টায় ১৫নং পুরানা পল্টনে জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শামসুল হকের সভাপতিত্বে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলার বিভিন্ন মহকুমা হইতে আগত সকল সদস্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহীত হয়। সভায় এক প্রস্তাবে জেলার ৫টি মহকুমায় শেখ মুজিবুর রহমান, জনাব তাজউদ্দীন আহমদ প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতাকে নিয়া ৫টি জনসভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত করা হয়। প্রতি থানায় আওয়ামী লীগ কর্মীসভা ও জনসভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত করা হয়। সম্প্রতি আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র সংশোধনের পরিপ্রেক্ষিতে নরসিংদী শহর আওয়ামী লীগ গঠন করার ক্ষমতাদান করা হয়। সভার অপর একটি প্রস্তাবে প্রতি মহকুমা ও

থানা আওয়ামী লীগ কর্মীদের প্রতি ২৭শে এপ্রিল শেরেবাংলার মৃত্যুবার্ষিকী প্রতিপালনের নির্দেশ দান করা হয়। সভায় জনাব হাবিবুল্লাহ বাহারের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। এতদ্ব্যতীত সভায় খাদ্য শস্যের উর্ধ্বমূল্যে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। এই প্রস্তাবে সরকার কর্তৃক সংগৃহীত লেভীর ধান অবিলম্বে ক্রয়-মূল্যে খোলা বাজারে বিক্রি করার জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানান হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৮ই এপ্রিল ১৯৬৬

আওয়ামী লীগের জনসভা

(টেলিফোনযোগে প্রাপ্ত)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল (রবিবার) অপরাহ্নে খুলনার মিউনিসিপ্যাল পার্কে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করেন। খুলনা শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব মোমিনউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী এম, এন, এ; শ্রম সম্পাদক জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী, খুলনা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ আবদুল আজিজ, সাধারণ সম্পাদক জনাব মনসুর আলী, জনাব সালাহউদ্দিন ইউসুফ প্রমুখও বক্তৃতা করেন। সভায় যশোরের জনাব মশিহুর রহমানও উপস্থিত ছিলেন। মিউনিসিপ্যাল পার্কে অনুষ্ঠিত জনসভায় তিলধারণের স্থান ছিল না। স্থানাভাবে জনসাধারণ দালানের ছাদ, বারান্দা ও রাস্তায় দাঁড়াইয়া সভার বক্তাদের বক্তৃতা শ্রবণ করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ইত্তেফাকের বিশেষ প্রতিনিধি টেলিফোনে জানান যে, শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতাসহ উক্ত জনসভার বিস্তারিত বিবরণ টেলিগ্রাম যোগে পাঠাইয়াছেন; কিন্তু গতকাল (রবিবার) গভীর রাত্রিতে এই রিপোর্ট লেখার সময় পর্যন্ত উক্ত টেলিগ্রাম ইত্তেফাক অফিসে পৌছায় নাই।

আজাদ

১৯শে এপ্রিল ১৯৬৬

যশোরে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার ও জামিনে মুক্তিদান

(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকা, প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে, পুলিশ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শেখ মুজিবুর রহমানকে গতকল্য সোমবার ভোররাতে যশোরে পাকিস্তান রক্ষাবিধি আইনের ৪৭ ধারার ৫নং উপধারা বলে গ্রেফতার করে।

যশোর এস ডি ও কোর্টে জামিনের আবেদন জানান হইলে তাঁহাকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। গতকল্য অপরাহ্ন সাড়ে তিন ঘটিকার সময় জনাব মুজিবুর রহমান বিমানযোগে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন।

প্রকাশ, সম্প্রতি ঢাকার পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত এক জনসভায় জনাব মুজিবুর রহমান প্রদত্ত বক্তৃতাকে কেন্দ্র করিয়া ঢাকা হইতে এই গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করা হয়। প্রথমে গ্রেফতারী পরোয়ানাটি খুলনা জেলা কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়। কিন্তু উক্ত জেলা কর্তৃপক্ষ খুলনায় অবস্থানরত আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেফতার করিবার পূর্বেই জনাব রহমান খুলনায় বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রদানের পর মোটরযোগে যশোর গমন করেন।

অতঃপর গ্রেফতারী পরোয়ানাটি যশোরের জেলা কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয় এবং এই নির্দেশ মোতাবেক জেলা পুলিশ প্রাক্তন উজীর জনাব মশিহুর রহমানের বাস ভবন হইতে ভোররাত্রি তিন ঘটিকায় জনাব মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে। এই সময় তিনি মোটরযোগে ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। আগামী ২১শে এপ্রিল জনাব রহমানকে ঢাকায় কোর্টে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

Dawn

19th April 1966

Mujib arrested and bailed out

JESSORE, April 18: The President of the East Pakistan Awami League, Sheikh Mujibur Rahman; who was arrested in Jessore early this morning, was later released on bail.

He was arrested from residence of Mr Masihur Rahman advocate.

Sheikh Mujibur Rahman was arrested on charge of violating a section of Defence of Pakistan Rules. A case has been registered against him in the Ramna Thana according to police. —APP

দৈনিক ইত্তেফাক

১৯শে এপ্রিল ১৯৬৬

শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন

বিমান বন্দরে আন্তরিক সম্বর্ধনা

(স্টাফ রিপোর্টার)

যশোরে জামিনে মুক্তিলাভের পর পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ গতকাল বিকাল সাড়ে ৩টায় বিমানযোগে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন।

বিমানবন্দরে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এবং বিপুলসংখ্যক জনতা শেখ মুজিবুর রহমানকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। তাঁহাকে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করা হয় এবং বিমানবন্দরে সমবেত জনতা দৃষ্টকণ্ঠে ‘ছয়-দফা মানতে হবে’ প্রভৃতি ধ্বনি প্রদান করে।

বিমানবন্দরে যে সকল আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব জহিরুদ্দিন, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, আওয়ামী লীগ নেতা খন্দকার মোশতাক আহমদ, জনাব মতিউর রহমান, ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের সম্পাদক গাজী গোলাম মোস্তফা প্রমুখ। নারায়ণগঞ্জ শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব মোস্তফা সারোয়ার, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রহমান এবং আরও কয়েকজন আওয়ামী কর্মী নারায়ণগঞ্জ হইতে বিমানবন্দরে আসিয়া শেখ মুজিবকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। গতকাল সন্ধ্যায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী এবং সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী এম,এন,এ, মোটরযোগে যশোর হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৯শে এপ্রিল ১৯৬৬

শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার : জামিনে মুক্তি লাভ

এবার দেশরক্ষা বিধিবলে আওয়ামী লীগ নেতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের

(ইত্তেফাকের বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত)

যশোর, ১৮ই এপ্রিল। – গতকাল রাত্রি চারটায় পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনের ৪৭(৫) ধারাবলে পুলিশ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে খুলনা হইতে সদলবলে ঢাকা যাওয়ার কালে যশোরে গ্রেফতার করে। যশোর সদর দক্ষিণ মহকুমা হাকিমের এজলাস হইতে শেখ মুজিবুর রহমান আজ জামিনে মুক্তি লাভ করেন। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ সফর শেষ করিয়া তিনি আজ সদলবলে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। এই মামলাটি লইয়া বর্তমানে প্রদেশের বিভিন্ন আদালতে শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে মোট ৬টি মামলা বিচারাধীন রহিয়াছে।

পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী শেখ মুজিব কাল খুলনায় বিপুল সমাবেশে বক্তৃতাদানের পর সদলবলে ঢাকার পথে মোটরযোগে খুলনা ত্যাগ করেন। পথিমধ্যে আওয়ামী লীগ নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী জনাব মসিউর রহমানের

যশোরস্থ বাসভবনে তিনি সদলবলে আতিথ্য গ্রহণ করেন। গোয়ালন্দে ঢাকাগামী প্রথম ফেরী ধরার জন্য তিনি রাত চারটায় সদলবলে জনাব মসিউর রহমানের বাসভবন হইতে রওয়ানা হন। জনাব মসিউর রহমানের বাসভবন হইতে মাত্র বিশ গজ যাওয়ার পরই পুলিশ মোটরের গতিরোধ করে। খুলনায় পোষ্টিং জনৈক ডি, আই, বি সাব-ইন্সপেক্টর এই পুলিশ দলের নেতৃত্ব করিতেছিলেন। উক্ত অফিসারটি গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রদর্শন না করিয়া শেখ সাহেবকে যশোর কোতওয়ালী থানায় যাওয়ার অনুরোধ করেন। শেখ সাহেব গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রদর্শন না করিলে থানায় যাইতে অস্বীকার করিলেও অফিসারটি পরোয়ানাটি দেখাইতে বিরত থাকেন। এক পর্যায়ে জনাব মসিউর রহমান ও জনাব তাজুদ্দিনও শেখ সাহেবের সঙ্গে একযোগে গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রদর্শনের দাবী জানাইলে অফিসারটি দ্বিধাজড়িত ভাবে পকেট হইতে একটি কাগজ বাহির করেন। উক্ত কাগজখানি ঢাকা হইতে খুলনা পুলিশের নিকট একটি “রিকুইজিশন অর্ডার”। উক্ত অর্ডারে শেখ সাহেবকে গ্রেফতার করিয়া নিকটস্থ কোন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তাঁহাকে পেশ করিতে বা ঢাকা প্রেরণ করিতে বলা হইয়াছে। গতকাল ঢাকার রমনা থানায় দায়েরকৃত ৮০নং মামলার গ্রেফতারি পরোয়ানা বলিয়া উহাতে উল্লেখ ছিল। খুলনা পুলিশ গতকালই বেলা ১১টায় এই নির্দেশনামা পাইয়াছে বলিয়া ঐ অর্ডারে উল্লেখ আছে। উক্ত অর্ডারে যশোর ডেপুটি কমিশনারের “এগ্জেস্‌মেন্ট” না থাকায় শেখ সাহেব এই গ্রেফতারি পরোয়ানা অবৈধ বিধায় উহার নির্দেশ পালন করিতে অস্বীকার করেন। তিনি পুলিশকে বলেন যে, তিনি উক্ত পরোয়ানাকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া যাইতে পারেন, তবে তিনি বিশৃংখলা সৃষ্টি করিতে চান নাই বলিয়া পুলিশকে গ্রেফতারি পরোয়ানাটি আইনতঃ সিদ্ধ করিয়া আনার সুযোগ দেন।

পুলিস শেখ সাহেবকে যশোরে আটক করায় তাঁহার পক্ষে আজ ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এম, এ, মালেকের আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত রাষ্ট্রদ্রোহী মামলায় হাজির হওয়া সম্ভব হয় নাই। এই আদালতে আলোচ্য মামলার সওয়াল-জওয়াব অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

আজ বেলা দশটায় পুলিশ শেখ সাহেবকে যশোর সদর (দক্ষিণ) মহকুমা হাকিম জনাব সোলায়মানের আদালতে হাজির করিলে এডভোকেট জনাব মসিউর রহমানের নেতৃত্বে যশোর বারের ১৫ জন আইনজীবী শেখ সাহেবের জামিনের আবেদন করেন। মাননীয় মহকুমা হাকিম শেখ মুজিবর রহমান আগামী ২১শে এপ্রিলে পূর্বে ঢাকায় প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এম, এ, মালেকের আদালতে আত্মসমর্পণ করিবেন—এই শর্তে তাঁহাকে ৫

হাজার টাকার জামিন ও সমপরিমাণ অর্থের মুচলেকায় মুক্তি দান করেন। মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার নির্দেশে বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমান একজন স্বীকৃত জননেতা এবং সমগ্র বিষয়টি পর্যালোচনা করিয়া আমার ধারণা জন্মিয়াছে যে, এইক্ষেত্রে জামিন মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

আবেদনকারীর পক্ষে এডভোকেট মসিউর রহমান আদালতে বলেন যে, আজ ঢাকায় একটি মামলায় হাজিরা দেওয়ার জন্যই শেখ মুজিবর রহমান যে ঢাকা যাইতেছিলেন এই সংবাদ গতকাল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি আদালতে সংবাদপত্র হইতে সংশ্লিষ্ট অংশটি পড়িয়া শোনান। তিনি বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমান একজন সাধারণ নাগরিক মাত্র নন, তিনি পাকিস্তানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক দলের স্বীকৃত নেতা। তাঁহার সফর ও কর্মসূচী সংবাদপত্রের মারফতে সাধারণ্যে প্রকাশ করা হয়। পুলিশও তাঁহার সফরসূচীর সংবাদ রাখে। এমতাবস্থায় পথিমধ্যে শেষরাতে তাঁহার গতিপথ রোধ করার পশ্চাতে একজন নাগরিককে অহেতুক হেস্তনেষ্ট করার প্রবণতা রহিয়াছে। তাছাড়া রমনা থানার মামলায় শেখ সাহেবের অপরাধের প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন কিছু উল্লেখ করা নাই।

শেখ মুজিবকে আদালতে উপস্থিত করা হইলে আদালত কক্ষে তিলধারণের ঠাঁই ছিল না। আদালত অঙ্গনেও তখন ভিড় জমিয়া উঠে। আদালত শেখ সাহেবকে জামিন মঞ্জুরীর কথা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত জনতা উল্লাসে ফাটিয়া পড়ে। শেখ সাহেব আদালত কক্ষের বাহিরে আসিলে উপস্থিত জনতা তাঁহাকে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করে ও নানারূপ ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া তোলে। জনতা অতঃপর মিছিল করিয়া শেখ মুজিব ও তাঁহার দলের অন্যান্যকে জনাব মসিউর রহমানের বাসভবনে লইয়া যায়।

প্রসংগতঃ উল্লেখযোগ্য যে, গত রবিবারে (১৭ই এপ্রিল) ঢাকার রমনা থানায় রঞ্জুকৃত ৮০নং মামলার আসামী হিসাবে ঐদিনই সকাল বেলায় শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে এই গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয়। রমনা থানার সহিত যোগাযোগ করিয়া জানা গেল যে, গত ২০শে মার্চ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন শেষে স্থানীয় আউটার স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত জনসভায় “রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আপত্তিকর” উক্তি করায় শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে এই মামলা দায়ের করা হইয়াছে।

শেখ মুজিবের জামিনের আবেদনে এডভোকেট মসিউর রহমানকে অপর যে ১৪ জন আইনজীবী সহায়তা করেন তাঁহারা হইতেছেন এডভোকেট নূরুল ইসলাম, উকিল মেসার্স রওশন আলী (যশোর জেলা আওয়ামী লীগ

সম্পাদক), আনোয়ারুল কাদের, সৈয়দ মুকাররম হোসেন ফারাজী ও মোশাররফ হোসেন এবং মোজার মেসার্স আবদুল হক খান, ফজলুল করিম, এ, এস, গজনবী, সৈয়দ আলী, আলতাফ হোসেন, আবদুর রশীদ খান, সাহাদাৎ হোসেন ও আরশাদ আলী।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৯শে এপ্রিল ১৯৬৬

“জেল বহুবার দেখিয়াছি, বুলেটের আঘাতও পরীক্ষা করিয়া দেখিতে প্রস্তুত”

—শেখ মুজিব

(বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত)

খুলনা, ১৭ই এপ্রিল।— আজ স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল পার্কে একবিরাট জনসমাবেশে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান বিপুল হর্ষধ্বনি ও করতালির মধ্যে ঘোষণা করেন। জেল আমরা বহুবার দেখিয়াছি, বুলেটের আঘাতও পরীক্ষা করিয়া দেখিতে প্রস্তুত। আঘাত যতই প্রচণ্ড হইবে, আমাদের সংগ্রাম ততই জোরদার হইবে, আপোষহীনভাবে চলিতেই থাকিবে। শেখ সাহেব বলেন যে, সরকার ছয়দফার উদ্যোক্তাদের ব্যাপকভাবে গ্রেফতারের জন্য প্রস্তুতি নিতেছেন। তাই এক্ষণে জনসাধারণকেই সমস্যা অনুধাবন করিতে এবং ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে। তিনি আরও বলেন যে, ছয়দফা জনসাধারণেরই কর্মসূচী এবং ইহা বাস্তবায়নের জন্য জনসাধারণকেই আগাইয়া আসিতে হইবে।

শেখ মুজিব বলেন, হিন্দু ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যাঁতাকলে উপমহাদেশের দশ কোটি মুসলমান বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হইলেই পাকিস্তানের দাবী উত্থাপিত হয় এবং মুসলমানরা পাকিস্তান কায়েম করে। আজ সাড়ে পাঁচ কোটি পূর্ব পাকিস্তানীকেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ছয়দফা আদায় করিতে হইবে।

অদ্য খুলনায় অনুষ্ঠিত এই জনসভা আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবের উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ সফরকালীন সর্বশেষ জনসমাবেশ। প্রায় দেড় ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতায় শেখ সাহেব তাঁহার ছয়দফার দফাওয়ারী বিশ্লেষণ করেন। প্রতিক্রিয়াশীল এবং কিছুসংখ্যক অতি প্রগতিবাদী রাজনীতিক কেন ছয়দফার বিরুদ্ধে জোট বাঁধিয়াছেন, তাহা অনুধাবনের জন্য তিনি জনসাধারণকে আহ্বান জ্ঞাপন করেন।

ছয়দফা বিশ্লেষণ করিয়া আওয়ামী লীগ নেতা বলেনঃ ছয়দফা বঞ্চনার বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ, ইহা আপামর জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের

গ্যারান্টি, ইহা সমগ্র পাকিস্তানের জন্যই ‘ম্যাগনাকার্টা’ বা বড় সনদ। ছয়দফার সুযোগ গ্রহণে পশ্চিম পাকিস্তান নারাজ কেন— তাহাও তিনি ব্যাখ্যা করেন।

তিনি বলেন যে, সেপ্টেম্বরের যুদ্ধের সময় শক্তিশালী কেন্দ্র বা কেন্দ্রের শক্তিমান পুরুষের উপযোগিতা অনুভূত হয় নাই। যুদ্ধকালে সর্বক্ষমতাসম্পন্ন প্রেসিডেন্ট কেন পূর্ব পাকিস্তানে আসিতে পারেন নাই, তাহা অনুধাবনের জন্য তিনি আহ্বান জানান। তিনি উল্লেখ করেন যে, যুদ্ধকালে পূর্ব পাকিস্তান গোটা দুনিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন যে, পাকিস্তানের ভ্রাতৃত্বের খাতিরে পূর্ব পাকিস্তান সকল প্রকারে আত্মত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু শুভেচ্ছার এই মনোভাবকে দুর্বলতা বলিয়া ভুল বুঝা হইয়াছে।

খুলনার মহামারী, জীবাণুমুক্ত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা প্রভৃতি স্থানীয় সমস্যাাদি সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেন। দূষিত পানি সরবরাহের জন্য তিনি কর্তৃপক্ষের তীব্র সমালোচনা করেন।

তিনি বলেন যে, স্থানীয় মন্ত্রীরা বিভিন্ন স্থানে উপদেশ খয়রাত করিতেছেন। কিন্তু মহামারীকবলিত খুলনার জনসাধারণের নিকট আসিতেছেন না। কারণ জনসাধারণের জন্য তাঁহাদের কোন মমতা নাই, প্রভুর সম্ভ্রষ্ট বিধানই তাঁহাদের কাজ।

Morning News

19th April 1966

MUJIB ARRESTED, BAILED OUT

(From Our Correspondent)

JESSORE, April 18: Sheikh Mujibur Rahman, President of the East Pakistan Awami League, was arrested in Jessore early morning under Defence of Pakistan Rules by the Jessore police under “intimation form 2” from Ramna police station, from the house of Mr. Mashiur Rahman, Advocate a former provincial Minister, in connection with a case, No 80/66, under Section 47 (5). He was produced in the court of the Sub-divisional Officer, Jessore Sadar and bailed out for Rs. 5000 and two sureties of the same amount. The bail was moved by Mr. Mashiur Rahman, Advocate, Mr. Raushan Ali, Pleader, Mr. Nurul Islam, Advocate and others.

Later Sheikh Mujib Flew back to Dacca while other members of his party left for Dacca by car.

সংবাদ

১৯শে এপ্রিল ১৯৬৬

পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে যশোরে

শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেপ্তার ও জামিনে মুক্তি

ঢাকা, ১৮ই এপ্রিল (পি,পি,এ)।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানকে অদ্য যশোরে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে গ্রেফতার করা হয় এবং তাঁহাকে অতঃপর জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়।

প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আবদুল মালেকের এজলাসে হাজির হইবার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান অদ্য ঢাকা প্রত্যগমন করেন। তাঁহার বিরুদ্ধে পাবলিক সেফটি অর্ডিন্যান্স (নিরাপত্তা আইন) অনুযায়ী একটি মামলা উক্ত এজলাসে চলিতেছে। ঢাকার আওয়ামী লীগ মহল হইতে বলা হয় যে, অদ্য (সোমবার) ভোরে শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনের ৪৭ নং ধারায় ৫নং উপধারা বলে গ্রেফতার করা হইয়াছিল।

কয়েকদিন পূর্বে পল্টন ময়দানে বক্তৃতা দানকালে শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইন লংঘন করিয়াছিলেন এই অভিযোগে রমনা পুলিশ গতকাল তাঁহার বিরুদ্ধে এক মামলা দায়ের করেন। গ্রেফতারের পর যশোর সদরের মহকুমা হাকিম জনাব সুলতান তাঁহাকে জামিন দান প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি (শেখ মুজিব) একজন পরিচিতি জননেতা এবং অপর একটি মামলায় ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে হাজির হইবার জন্য যাহাতে তিনি ঢাকা গমন করিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহাকে জামিন দেওয়া হইয়াছে।

শেখ মুজিবুর রহমানকে যশোর সদর মহকুমা হাকিমের এজলাসে বেলা ১০টার সময় হাজির করা হয় এবং সাড়ে ১২টার সময় জামিন দেওয়া হয়, ৫ হাজার টাকা এবং একজন আইনজীবীসহ দু'জন স্থানীয় সিকিউরিটির বিনিময়ে তাঁহাকে জামিন দেওয়া হয়। প্রাক্তন প্রাদেশিক মন্ত্রী ও এডভোকেট জনাব মসিহুর রহমান তাঁহার জামিনের দরখাস্ত পেশ করেন।

দৈনিক পয়গম

১৯শে এপ্রিল ১৯৬৬

মুজিবরের গ্রেফতার ও জামিনে মুক্তি লাভ

ঢাকা, ১৮ই এপ্রিল।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শেখ মুজিবুর রহমানকে আজ সকালে যশোহরের পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে গ্রেফতার করা হয়। পরে তাঁহাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। অদ্য অপরাহ্নে তিনি ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। পি, পি, এ।

দৈনিক পাকিস্তান

১৯ই এপ্রিল ১৯৬৬

শেখ মুজিব গ্রেফতার ও জামিনে খালাস

শেখ মুজিবুর রহমানকে যশোরে গ্রেফতার করা হইয়াছে এবং পরে গতকাল সোমবার সকালে তাহাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ঢাকায় বিশস্ত মহলসূত্রে জানা গিয়াছে।

পিপিএ সূত্রে উপরোক্ত সংবাদ পরিবেশন করিয়া বলা হয় যে, শেখ মুজিবের গ্রেফতারের কারণ সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত কোন কিছু জানা যায় নাই।

Dawn

20th April 1966

Mujib presses for accepting 6 points

KHULNA, April 19: Sheikh Mujibur Rahman, President of East Pakistan Awami League, pressed here today for the implementation of his 6-point programme which he described as “the only solution for the well being of the people of East Pakistan.”

The Awami League President, who was addressing a public meeting at the local municipal park, said the people had accepted it.

He said, “his party will not rest till the six points are realised.”

The meeting was addressed, amongst others, by Mr Mizanur Rahman Choudhury, MNA; and Mr Tajuddin Ahmad, General Secretary of the Provincial Awami League. It was presided over by Mr Mominuddin Ahmad.—APP.

আজাদ

২১শে এপ্রিল ১৯৬৬

শেখ মুজিবের বরিশাল সফর

(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শেখ মুজিবুর রহমান আগামী ৪ঠা মে বুধবার একদিনের জন্য বরিশাল গমন করিবেন। পরদিন ৫ই মে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগ কর্তৃক আয়োজিত একটি জনসভায় ভাষণদান করিবেন।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ জনাব রহমানের সঙ্গে থাকিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

কুমিল্লায় জনসভা

আগামী ২১শে এপ্রিল বেলা ৩টায় কুমিল্লা টাউন হল ময়দানে আওয়ামী লীগ একটি জনসভার আয়োজন করিয়াছেন। শেখ মুজিবর রহমান, পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব জহীর উদ্দিন এবং আওয়ামী লীগের অন্যান্য প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দ উক্ত জনসভায় বক্তৃতা করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২১শে এপ্রিল ১৯৬৬

আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সফরসূচী

(স্টাফ রিপোর্টার)

আগামী ২৯শে এপ্রিল বিকাল ৪টায় কুমিল্লা টাউন হল ময়দানে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে। সকাল ৯টায় টাউন হলে কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ জনসভা ও কর্মী সম্মেলনে বক্তৃতা দান করিবেন। এই উপলক্ষে জনাব আবদুর রহমান খানকে সভাপতি করিয়া একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হইয়াছে। জনসভা ও কর্মী সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য এবং প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি চলিতেছে।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান, নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব জহীর উদ্দিন, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমিন এবং শ্রম সম্পাদক জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী, এম, এন, এ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব ওবায়দুর রহমান; খোন্দকার মোস্তাক আহমদ এডভোকেট; জনাব রফিকুল হোসেন, জনাব সিরাজুল হক এডভোকেট, জনাব আবদুর রব এডভোকেট এবং অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতা জনসভায় বক্তৃতা দান করিবেন।

বরিশাল সফর

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান একদিনের সফরে আগামী ৪ঠা মে বরিশালে রওয়ানা হইবেন। তিনি আগামী ৫ই মে বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত এক জনসভায় বক্তৃতা দান করিবেন। নেতৃবৃন্দ ৬ই মে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন।

আজাদ

২২শে এপ্রিল ১৯৬৬

শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করিয়া সিলেট প্রেরণ

(স্টাফ রিপোর্টার)

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানকে গতকাল বৃহস্পতিবার রাত পৌনে নয়টায় তাঁহার বাসগৃহ হইতে গ্রেফতার করিয়া সিলেট প্রেরণ করা হইয়াছে বলিয়া আওয়ামী লীগ অফিস সূত্রে জানা গিয়াছে।

সম্প্রতি সিলেটের এক জনসভায় শেখ মুজিবর রহমান ‘আপত্তিকর’ বক্তৃতা দান করেন বলিয়া তাঁহাকে পাকিস্তান রক্ষা আইনের ৪৭ (১) ধারা এবং পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সের ১৫৩ (ক) ও ৭(৩) ধারাবলে গ্রেফতার করিয়া ঢাকা সদর দক্ষিণ এস ডি ও’র নিকট হাজির করা হয়। অতঃপর এস ডি ও তাঁহাকে সিলেট প্রেরণের নির্দেশ দেন। গতরাতে তাঁহাকে সিলেট প্রেরণ করা হইয়াছে।

পূর্বাঙ্কে যশোরে গ্রেফতার সম্পর্কিত মামলায় শেখ মুজিবকে সদর দক্ষিণ এস ডি ও’র কোর্টে হাজির করা হইলে জামিনের আবেদন নাকচ করা হয়। অতঃপর সেন্স জজ জামীন মঞ্জুর করেন। আজ শুক্রবার সিলেটে শেখ মুজিবের জামিনের আবেদন করা হইবে বলিয়া আওয়ামী লীগ সূত্রে জানা গিয়াছে। এইরূপ জানা গিয়াছে যে, প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ প্রধানকে সিলেট প্রেরণের জন্য গতকাল সিলেট মেল নির্ধারিত সময়ের প্রায় ১ ঘণ্টা পরে ঢাকা ত্যাগ করে।

বিগত ১৮ই এপ্রিল সিলেটের মহকুমা হাকিম পাকিস্তান ফৌজদারী দণ্ডবিধি ১৫৩/এ, পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সের ৭(৩) এবং পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনের ৪৭(১) এই তিনটি ধারা মোতাবেক শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। আগামী ৬ই মে এই মামলার শুনানীর দিন ধার্য করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমেন এডভোকেট জামিনের ব্যবস্থা করিবার জন্য গতকাল সিলেট মেলযোগে সিলেট রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন।

অন্য মামলার জামিন

ঢাকার সেন্স জজ জনাব এস, জে, এইচ, সিকান্দার গতকাল বৃহস্পতিবার শেখ মুজিবর রহমানকে রমনা থানার মামলায় জামীন মঞ্জুর করিয়াছেন।

উল্লেখযোগ্য যে, বিগত ১৭ই এপ্রিল রমনা থানা শেখ মুজিবরের বিরুদ্ধে পাকিস্তান দেশরক্ষা আইন মোতাবেক একটি মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে বিগত ১৮ই এপ্রিল যশোরে শেখ মুজিবর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। যশোরের এস ডি ও জনাব রহমানকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিনে মুক্তিদান করেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার রমনা থানার মামলার ব্যাপারে জনাব রহমান এস, ডি, ও কোর্টে আত্মসমর্পণ করিয়া জামিনের আবেদন করেন। এস, ডি, ও জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করিলে সেশন জজ কোর্টে জামিনের আবেদন করা হয় এবং ঢাকায় সেশন জজ জামীন মঞ্জুর করেন।

Pakistan Observer

22nd April 1966

AROUND THE

Mujib bailed out

(By Our Court Correspondent)

Sheikh Mujibur Rahman the President of East Pakistan Awami League was granted bail on Thursday by Mr. S. J. H. Sikahder the District and Sessions Judge Dacca.

Earlier the bail petition of Sheikh Mujib was rejected by the Sub-divisional officer, Dacca South to whom the Awami League leader surrendered as directed. The Sub-divisional Officer had directed that Sheikh Mujib be taken into custody till the 25th April '66.

A case was started against Sheikh Mujib by the Ramna Police under Section 47 of Defence of Pakistan Rules referring to his last Paltan Maidan speech as prejudicial to the Security of Pakistan. He was arrested at Jessore on April 18 and was produced in the court of the Sub-divisional Officer, Jessore Sadar and bailed out.

Pakistan Observer

22nd April 1966

Mujib arrested

Sheikh Mujibur Rahman, President of the East Pakistan Awami, was arrested from his residence in Dacca on Thursday night, reports PPA.

According to preliminary information available, the arrest had been made under Section 153(A) PPC. Section 7(3) of the East Pakistan Public Safety Ordinance and clause five of rule 47 of the Defence of Pakistan Rules.

দৈনিক ইত্তেফাক

২২শে এপ্রিল ১৯৬৬

শেখ মুজিবর পুনরায় গ্রেফতারঃ পুলিশ প্রহরায় সিলেটে প্রেরিত

(স্টাফ রিপোর্টার)

সিলেট এস-ডি-ও আদালতের এক পরোয়ানা বলে ঢাকার জনৈক অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের নেতৃত্বাধীন একটি পুলিশ পার্টি গতকাল (বৃহস্পতিবার) রাত্রি ৯টায় জনাব মুজিবর রহমানকে তাঁহার ধানমণ্ডিহ বাসভবন হইতে গ্রেফতার করিয়া ঢাকার মহকুমা হাকিমের (দক্ষিণ) বাসভবনে হাজির করিলে তিনি তাঁহাকে পুলিশ প্রহরাধীনে সিলেট প্রেরণ করেন। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষ করিতে কিছুটা সময়ের প্রয়োজন হওয়ায় সিলেট মেল ট্রেনখানি ঢাকা ত্যাগে এক ঘণ্টা বিলম্ব হয় এবং নির্ধারিত সময় রাত্রি সাড়ে ৯টার স্থলে রাত্রি সাড়ে ১০টায় ট্রেনখানি সিলেটের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ঢাকার রমনা থানার মামলার আসামী হিসাবে যশোরের মহকুমা হাকিমের নির্দেশক্রমে জনাব শেখ মুজিবর রহমান এইদিন ঢাকার মহকুমা হাকিমের (দক্ষিণ) আদালতে আত্মসমর্পণ করিলে আদালত তাঁহার জামিনের আবেদন নাকচ করেন। পরে ঢাকার সেশন জজের নিকট জামিনের আবেদন করা হইলে তিনি উক্ত আবেদন মঞ্জুর করেন।

পরে রাত্রি ৯টায় জনৈক অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে একদল পুলিশ সিলেটের মহকুমা হাকিমের এক পরোয়ানাক্রমে শেখ সাহেবকে গ্রেফতারের জন্য তাঁহার বাসভবনে আসেন। খবর পাইয়া আওয়ামী লীগ কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ ছাড়াও শেখ সাহেবের বন্ধু-বান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীরা তাঁহার বাসভবনে গিয়া শেখ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। পুলিশ শেখ সাহেবকে গ্রেফতার করিয়া ঢাকার মহকুমা হাকিমের (দক্ষিণ) নিকট হাজির করিলে তিনি তাঁহাকে সিলেটে প্রেরণের নির্দেশ দেন।

গ্রেফতারী পরোয়ানা হইতে জানা যায় যে, গত ১৮ই এপ্রিল তারিখে সিলেটের মহকুমা হাকিমের আদালতে শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১৫৩-ক, পূর্ব পাকিস্তান নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সের ৭ (৩) ও পাকিস্তান রক্ষা বিধির ৪৭ (১) ধারাবলে একটি মামলা দায়ের করা হয় এবং এই মামলায় তাঁহার বিরুদ্ধে আদালত গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, সিলেটের আদালতে স্থানীয় আইনজীবীদের সহযোগিতায় শেখ সাহেবের জামিনের আবেদন পেশের ব্যবস্থাপনার জন্য এ্যাডভোকেট আবদুল মোমিন (প্রচার সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ) একই ট্রেনে সিলেট রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। মেলট্রেনের ঢাকা ত্যাগে বিলম্বের দরুন যাত্রী মহলে যে জিজ্ঞাসা জাগিয়াছিল, রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটায় পুলিশ প্রহরাধীনে শেখ সাহেবের স্টেশনে প্রবেশের পরক্ষণেই তাহার অবসান

হয়। স্টেশন প্রাঙ্গণে স্বতঃস্ফূর্ত শ্লোগানের মধ্যে শেখ মুজিব ট্রেনে আরোহণ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সিলেট মেলের যাত্রা শুরু হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

২২শে এপ্রিল ১৯৬৬

ঢাকার মামলায় সেশন জজ কর্তৃক শেখ মুজিবের জামিন মঞ্জুর
(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকার জেলা ও সেশন জজ জনাব এস, জে, এইচ সেকেন্দার গতকাল (বৃহস্পতিবার) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানকে ৫ হাজার টাকা ও অনুরূপ অঙ্কের দুইজন জামিনদারের জামিনে মুক্তির আদেশ দেন।

পূর্বাহ্নে ঢাকার সদর দক্ষিণ মহকুমা হাকিম জনাব খোন্দকার আবদুল কাদেরের কোর্টে তিনি আত্মসমর্পণ করিয়া জামিনের আবেদন করিলে মহকুমা হাকিম উক্ত জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে আগামী ২৫শে এপ্রিল পর্যন্ত হাজত বাসের নির্দেশ দেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, গত ২০শে মার্চ ঢাকার পল্টন ময়দানে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কর্তৃক আহূত জনসভায় আপত্তিকর বক্তৃতা দানের অভিযোগে পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনের ৪৭ ধারামতে গত ১৭ই এপ্রিল তারিখে রমনা থানায় শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরওয়ানা জারি করা হয়। জনাব শেখ মুজিবর রহমানকে গত ১৮ই এপ্রিল খুলনা হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্তন কালে ঐদিন ভোররাতে যশোরে গ্রেফতার করিয়া যশোরের মহকুমা হাকিমের নিকট হাজির করিলে তিনি তাঁহাকে জামিনে মুক্তি দিয়া ২১শে এপ্রিলের মধ্যে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন। সেই মোতাবেক শেখ মুজিবর রহমান গতকাল ঢাকার সদর দক্ষিণ মহকুমা হাকিমের কোর্টে আত্মসমর্পণ করেন। আইনজীবী মেসার্স জহিরুদ্দীন, আবুল হোসেন, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, খোন্দকার মাহাবুব হোসেন, মোহাম্মদ উল্লাহ, কাওসার আলী প্রমুখ জনাব শেখ মুজিবরের পক্ষে জামিনের আবেদন পেশ করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২২শে এপ্রিল ১৯৬৬

কুমিল্লায় শেখ মুজিবের সম্বর্ধনা প্রস্তুতি
(নিজস্ব সংবাদদাতা)

কুমিল্লা, ২০শে এপ্রিল। - গত রবিবার প্রাক্তন প্রাদেশিক মন্ত্রী জনাব আবদুর রহমান খানের সভাপতিত্বে অত্র জেলা আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির এক বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জনাব হাবিবুল্লাহ বাহারের মৃত্যুতে গভীর

শোক প্রকাশ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। কার্যকরী পরিষদ আগামী ২৯শে এপ্রিল প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শেখ মজিবুর রহমান-এর আগমন উপলক্ষে সকালে কর্মী সম্মেলন ও বৈকালে জনসভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মানের সহিত সম্বর্ধনা জানানোর জন্য জনাব আবদুর রহমান খানের নেতৃত্বে একটি অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করা হইয়াছে। জনাব দলিলুর রহমান, এডভোকেট জনাব অলি আহম্মদ ও জনাব আমীর হোসেন এল, এল, বি'কে আহ্বায়ক করিয়া যথাক্রমে অর্থ, প্রচার ও জন-সংযোগ এই তিনটি উপ-পরিষদ গঠন করা হইয়াছে। উল্লেখযোগ্য যে, ইতিমধ্যেই প্রচার কার্য শুরু হইয়া গিয়াছে এবং জনসভা ও কর্মী-সম্মেলনের ব্যবস্থাদিও যথারীতি চলিতেছে।

সংবাদ

২২শে এপ্রিল ১৯৬৬

আওয়ামী লীগের উদ্যোগে রবিবার অপরাহ্নে পল্টনে জনসভা
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আগামী ২৪শে এপ্রিল (রবিবার) অপরাহ্নে ৪টায় আওয়ামী লীগের উদ্যোগে পল্টন ময়দানে ৬-দফা দাবীর সমর্থনে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে। শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ উক্ত সভায় বক্তৃতা করিবেন।

দৈনিক পয়গাম

২২শে এপ্রিল ১৯৬৬

শেখ মুজিব গ্রেফতার

ঢাকা, ২১শে এপ্রিল। - আজ রাতে এখানে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমানকে তাঁহার বাসভবন হইতে গ্রেফতার করিয়া সিলেট প্রেরণ করা হইতেছে বলিয়া আওয়ামী লীগ পার্টি সূত্রে জানা গিয়াছে।

এখানে প্রাপ্ত প্রাথমিক সংবাদে প্রকাশ, জনাব মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১৫৩(ক), পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সের ৭(৩) এবং পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনের ৫ অনুচ্ছেদের ৪৭ ধারায় গ্রেফতার করা হইয়াছে। -পি, পি, এ

দৈনিক পাকিস্তান

২২ শে এপ্রিল ১৯৬৬

শেখ মুজিবের জামিন লাভ
(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য বৃহস্পতিবার আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান ঢাকা সদর দক্ষিণ মহকুমা হাকিম খোন্দকার এ কাদেরের কোর্টে তাঁহার বিরুদ্ধে

রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনীত মামলায় হাজির হইলে মহকুমা হামিক তাঁহার জামিন না-মঞ্জুর করেন। পরে জেলা জজকোর্টে জামিনের আবেদন করা হইলে তিনি ৫ হাজার টাকা জামিনে মুক্তিলাভ করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, গত ১৭ই এপ্রিল রমনা থানায় পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনের ৪৭ (৫) ধারাবলে আনীত একটি মামলায় যশোরের শেখ মুজিবর রহমানকে গ্রেফতার করিয়া যশোর সদর দক্ষিণ মহকুমা হাকিমের কোর্টে হাজির করা হইলে তাকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়।

গতকল্য তাঁহার জামিনের আবেদনে অন্যান্য কৌসুলীদের মধ্যে জনাব আতাউর রহমান খানও উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক পাকিস্তান

২২ শে এপ্রিল ১৯৬৬

শেখ মুজিব আবার গ্রেফতার

গতকল্য বৃহস্পতিবার রাতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানকে তাঁর বাসভবন হইতে গ্রেফতার করা হইয়াছে।

পিপিএ পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১৫৩ (ক) ধারা, পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সের ৭(৩) ধারা ও পাকিস্তান রক্ষা আইনের ৪৭ ধারার পঞ্চম বিধি অনুসারে তাঁহাকে গ্রেফতার করা হইয়াছে। দলীয় সূত্রে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, গত রাতেই শেখ মুজিবর রহমানকে সিলেটে স্থানান্তরিত করা হয়।

দৈনিক পাকিস্তান

২২শে এপ্রিল ১৯৬৬

শেখ মুজিবের বরিশাল সফর

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান আগামী ৪ঠা মে একদিনের সফরে বরিশাল গমন করিবেন এবং ৫ই মে তথায় আওয়ামী লীগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানা গিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন আহমদ, আবদুল মোনেম, মীজানুর রহমান চৌধুরী এম এন এ, জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, জনাব ওবায়দুর রহমান, খোন্দকার মোশতাক আহমদও শেখ মুজিবরের সঙ্গে বরিশাল যাইবেন।

কুমিল্লা সফর

আগামী ২৯শে এপ্রিল কুমিল্লা টাউন হল প্রাঙ্গণে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে। শেখ মুজিবর রহমান উহাতে বক্তৃতা করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

আজাদ

২৩শে এপ্রিল ১৯৬৬

মুজিবের জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য

সিলেট, ২২শে এপ্রিল।— আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানকে অদ্য স্থানীয় সদর এস, ডি, ও জনাব এম, এ, গনির এজলাসে হাজির করা হয়। শেখ মুজিবর রহমানকে টাকা হইতে গ্রেফতার করিয়া এখানে আনয়ন করা হয়।

গত ১৪ই মার্চ স্থানীয় রেজিস্ট্রার ময়দানে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় আপত্তিকর উক্তি করার অভিযোগে শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে পুলিশ কর্তৃক আনীত অভিযোগের ফলে সদর এস ডি, ও জামিনের অযোগ্য এক গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী করিয়া শেখ মুজিবর রহমানকে গ্রেফতার করেন। জনাব আবদুল হাই এডভোকেট কর্তৃক পেশকৃত শেখ মুজিবের জামিনের আবেদন এস ডি ও কর্তৃক অগ্রাহ্য হইয়াছে।

শেখ মুজিবর রহমানকে প্রথম শ্রেণীর কয়েদীর মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। —এ,পি,পি

Dawn

23th April 1966

MUJIB ARRESTED AND PRODUCED IN COURT

SYLHET, April 22: Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League leader who was brought here under arrest from Dacca, was produced before, Mr. M.A. Ghani, Sub-Divisional officer, Sadar, today.

He was arrested on a non bailable warrant issued by S.D.O. Sadar, Sylhet, on a complaint lodged by the police for making an allegedly prejudicial speech at a meeting held at Sylhet Registrar Ground on March 14, under sections 153/A of Pakistan Penal Code, section 7/-3 of East Pakistan Public Safety Ordinance and section 47 (1) of the Defence of Pakistan Rules. The bail petition moved by Mr Abdul Hye, advocate, was rejected by the S.D.O.

Sheikh Mujib was arrested last night from his residence in Dacca and sent to Sylhet by train the same night. —APP.

দৈনিক ইত্তেফাক

২৩শে এপ্রিল ১৯৬৬

আওয়ামী লীগের সভা

৬-দফা বাস্তবায়নের সংকল্প প্রকাশ

(সংবাদদাতা)

ময়মনসিংহ, ২১শে এপ্রিল।— গত রবিবার গৌরীপুর শহর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে গৌরীপুরে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব জমসেদ আলী উক্ত

সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব আব্দুস সাত্তার এবং জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব রফিক উদ্দিন ভূঁইয়াসহ বিভিন্ন বক্তা ছয়-দফার পটভূমিকা, প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া বক্তৃতা করেন। ছয়-দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন, গৌরীপুর এবং শ্যামগঞ্জের মধ্যবর্তী কাউরাটি নামক স্থানে একটি নতুন রেলস্টেশন স্থাপনের দাবী জানাইয়া কতিপয় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। অপর এক প্রস্তাবে টেঙাপাতা অর্ডিন্যান্স বাতিলের জোর দাবী জানান হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৩শে এপ্রিল ১৯৬৬

শেখ মুজিবের হযরানির অবসান দাবী

চট্টগ্রামের রাজপথে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ মিছিল

(ইত্তেফাকের চট্টগ্রাম অফিস হইতে)

২২শে এপ্রিল। - শেখ মুজিবর রহমানের হযরানির প্রতিবাদে আজ বিকালে চট্টগ্রাম শহরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে একবিরাট বিক্ষোভ মিছিল বাহির হয়। শ্রমিক, কর্মী ও যুবকসহ সকল পর্যায়ের নাগরিকদের এই বিক্ষোভ মিছিলটি বিভিন্ন শ্লোগান সম্বলিত প্লার্ড ও ফেস্টুন সহকারে শহরের প্রধান প্রধান মহল্লা ও রাস্তা প্রদক্ষিণ করে। লালদীঘি, রেয়াজুদ্দীন বাজার, দেওয়ান বাজার, স্টেশন রোড প্রভৃতি শহরের প্রধান প্রধান মোড়গুলিতে পথসভা করিয়া ছোটখাট বক্তৃতার মাধ্যমে সরকারের তীব্র সমালোচনা করা হয়। সমবেত কণ্ঠে বিভিন্ন শ্লোগানের মধ্যদিয়া জনতা সরকার কর্তৃক অনুসৃত নীতির তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং রাজনৈতিক কারণে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে অহেতুক হযরানির আশু অবসান দাবী করে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, চট্টগ্রামে সর্বপর্যায়ের নাগরিকদের এই ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ শোভাযাত্রা এই প্রথম। অদ্যকার মিছিলে ঘোষণা করা হয় যে, আগামীকালও লালদীঘি ময়দান হইতে একটি বিক্ষোভ মিছিল বাহির হইবে এবং শহরের বিভিন্ন মহল্লা প্রদক্ষিণ করিয়া রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীনদের অনুসৃত নীতির প্রতিবাদ জানান হইবে।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৩শে এপ্রিল ১৯৬৬

শেখ মুজিবের জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য আজ জজ কোর্টে আবেদন পেশ
(টেলিফোনযোগে প্রাপ্ত)

গতকাল (শুক্রবার) সিলেট মহকুমা হাকিমের এজলাসে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের জামিনের আবেদন করা হইলে মহকুমা হাকিম

জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন। মহকুমা হাকিমের নির্দেশ মোতাবেক শেখ মুজিবকে বেলা দেড়টায় জেল হাজতে লইয়া যাওয়া হয়। জামিনের আবেদন পেশ করার সময়ে বিপুল জনতা আদালতের সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন। জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য করার পর শেখ মুজিবকে জেল হাজতে লইয়া যাইবার সময় রাস্তার উভয় পার্শ্বে জমায়েত বিপুল জনতা বিভিন্ন ধ্বনিসহ বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে থাকে।

শেখ মুজিবের জামিনের আবেদন পেশ করেন সিলেট জেলা বার সমিতির সভাপতি ও বিশিষ্ট আইন ব্যবসায়ী জনাব আব্দুল হাই। তাঁহাকে সাহায্য করেন মেসার্স ফজলুর রহমান, জালাল উদ্দিন, মইনুদ্দিন, জসিমুদ্দিন প্রমুখ ১৪ জন আইনজীবী।

গতকাল সময় না থাকায় জজ কোর্টে শেখ মুজিবের জামিনের আবেদন পেশ করা সম্ভব হয় নাই। আজ (শনিবার) সিলেটের সেশন ও দায়রা জজের এজলাসে বেলা ১১টায় জামিনের আবেদন পেশ করা হইবে এবং এই আবেদন পেশ করার জন্য ঢাকা হইতে এডভোকেট জনাব এম, এ, আজিজ গতকাল (শুক্রবার) রাতে ট্রেনযোগে সিলেট রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করিয়া ঢাকা হইতে সিলেট লইয়া যাওয়ার পর গতকাল (শুক্রবার) ভোরে সিলেট রেলওয়ে স্টেশনে বৃষ্টির মধ্যে অপেক্ষমাণ বিপুল জনতা বিভিন্ন ধ্বনি সহকারে তাঁহাকে অভিনন্দিত করে। স্টেশন হইতে শেখ মুজিবকে প্রথমে পুলিশ অফিসে এবং তথা হইতে আদালতে লইয়া যাওয়া হয়।

Morning News

23rd April 1966

Mujib Refused Bail

SYLHET, April 22 (APP): Sheikh Mujibur Rahman, Awami League Leader, Who was brought here under arrested from Dacca was produced before Mr. M. A. Ghani Sub-Divisional Officer, Sadar, today.

He was arrested on a nonbailable warrant issued by the SDO Sadar, Sylhet, on a complaint lodged by the police for making allegedly prejudicial speech at a meeting held at Sylhet Registrar Ground on March 14 under Sections 153 A of Pakistan Penal Code, Section 7/3 of East Pakistan Public Safety Ordinance and Section 47(1) of Defence of Pakistan Rules. The bail petition moved by Mr. Abdul Hye, Advocate, was Rejected by the SDO.

Mr. Mujibur Rahman was given Division I by learned Magistrate.

সংবাদ

২৩শে এপ্রিল ১৯৬৬

শেখ মুজিবের জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য

সিলেট, ২২শে এপ্রিল (এ.পি.পি)।- আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানকে অদ্য সদর মহকুমা হাকিম জনাব এম, এ, গনির সম্মুখে হাজির করা হয়। আওয়ামী লীগ নেতাকে আগে ঢাকা হইতে গ্রেফতার করিয়া এখানে আনা হয়।

১৪ই মার্চ সিলেট রেজিস্ট্রার গ্রাউণ্ডে অনুষ্ঠিত এক সভায় আপত্তিকর বক্তৃতার অভিযোগে পাকিস্তান দণ্ডবিধির আইনের ১৫৩ (ক) পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সের ৭৩ সেকশন এবং পাকিস্তান দেশরক্ষা নিয়মাবলীর ৪৭ (ক) সেকশন অনুযায়ী জামিনের অযোগ্য ওয়ারেন্টে আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। সিলেটের সদর মহকুমা হাকিম পুলিশের নালিশক্রমে উক্ত ওয়ারেন্ট জারী করেন এবং এডভোকেট জনাব আবদুল হাই কর্তৃক উত্থাপিত জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য করেন। ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মুজিবর রহমানকে এক নম্বর ডিভিশন দান করেন।

সংবাদ

২৩শে এপ্রিল ১৯৬৬

সংবাদপত্রের প্রতি বিধি-নিষেধ

সাম্রাজ্যবাদী শাসনামলের জঘন্য দিনগুলির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়

করাচী, ২১শে এপ্রিল (পি.পি.এ)।- করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব খলিল আহমদ তিরমিজী গত মঙ্গলবার এখানে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন যে, ঢাকায় কতিপয় সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া সরকার জনমত ও জনমত প্রকাশের মাধ্যমগুলির কর্তৃত্বের অভিযোগ স্বীয় ক্ষেত্রে স্থাপন করিয়াছেন। “এই ধরনের কার্যকলাপ উপমহাদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসনামলের জঘন্যতম দিনগুলির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।” বিবৃতিতে জনাব তিরমিজী উল্লেখ করেন যে, ভূয়া অভিযোগে পূর্ব পাকিস্তানে বহুসংখ্যক রাজনৈতিক কর্মীকে আটক করা হইয়াছে। জনাব তিরমিজী শেখ মুজিবর রহমানের গ্রেফতারের তীব্র সমালোচনা করিয়া বলেন যে, এইসব ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সরকার শুধু পানি ঘোলা করিয়া চলিয়াছেন।

সংবাদ

২৩শে এপ্রিল ১৯৬৬

কুমিল্লা আওয়ামী লীগের জনসভা

কুমিল্লা, ২২শে এপ্রিল (এ.পি.পি)। -কুমিল্লা জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আগামী ২৯শে এপ্রিল বৈকাল চারটায় জেলা টাউন হলে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শেখ মুজিবুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমেদসহ আরও অনেকে এই সভায় যোগদান করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

দৈনিক পাকিস্তান

২৩ শে এপ্রিল ১৯৬৬

শেখ মুজিবের জামিন না-মঞ্জুর

সিলেট, ২২ শে এপ্রিল (এপিপি)।- আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানকে অদ্য সিলেট সদর মহকুমা হাকিমের আদালতে হাজির করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, শেখ মুজিবর রহমানকে গ্রেফতার করিয়া ঢাকা হইতে সিলেট আনা হইয়াছে।

গত ১৪ই মার্চ সিলেটের রেজিস্ট্রার ময়দানে আপত্তিকর বক্তৃতা দেওয়ার অভিযোগে পুলিশ শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১৫৩/ক ধারা, পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সের ৭/৩ ধারা ও পাকিস্তান রক্ষা আইনের ৪৭(১) ধারা অনুযায়ী সিলেট সদর মহকুমা হাকিমের আদালতে মামলা দায়ের করিলে মহকুমা হাকিম জনাব এম এ গনি শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে জামিনের অযোগ্য গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করেন।

শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষে জনাব আবদুল হাই এডভোকেট জামিনের আবেদন করিলে মহকুমা হাকিম তাহা না-মঞ্জুর করেন।

জনাব মুজিবর রহমানকে জেলে প্রথম শ্রেণীর সুযোগ-সুবিধা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়।

Pakistan Observer

24th April 1966

Mujib again arrested in Sylhet

Sheikh Mujibur Rahman, President, East Pakistan Awami League, was re-arrested in Sylhet on Saturday after he was granted bail by

the Sessions Judge. Sylhet in a case instituted against him there, says a Press release of the East Pakistan Awami League.

A fresh charge was framed against him and a bail petition was moved before the SDO which was not granted. It is learnt that a petition for bail was then moved before the Sessions Judge. but Sheikh Mujib was hurriedly taken away from Sylhet Under police custody before the disposal of the petition.

It is presumed that he has been taken to Mymensingh, from where the second case emanated. It is learnt from knowledgeable sources that the train left Sylhet for Mymensingh with Sheikh Mujib 15 minutes earlier than the scheduled time.

It may be mentioned here that the public meeting called by the East Pakistan Awami League a Paltan Maidan will be held as scheduled on Sunday.

Dawn

24th April 1966

Mujib in Police custody

SYLHET, April 23: Shaikh Mujibur Rahman, the Awami League Leader, who was taken here under arrest yesterday from Dacca was granted ad-interim bail by District and Sessions Judge, Sylhet today.

But the Shaikh remained in detention on an warrant from Mymensingh.

Another bail petition moved before S.D.O. Sadar, today was rejected.

Shaikh Mujibur Rahman was brought here yesterday under arrest on a case instituted, against him by local Police under Defence of Pakistan Rules and East Pakistan Public Safety Ordinance. —PPA.

দৈনিক ইত্তেফাক

২৪শে এপ্রিল ১৯৬৬

শেখ মুজিবের হয়রানি বন্ধের দাবীতে বিক্ষোভ ও পথসভা

(স্টাফ রিপোর্টার)

শেখ মুজিবর রহমানের হয়রানির দরুন ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ইতিমধ্যেই প্রতিবাদের ঝড় উঠিয়াছে এবং অবিলম্বে এই হয়রানির অবসানের দাবীতে সর্বস্তরের নাগরিকদের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ মিছিল ও

পথসভার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। শেখ মুজিবের প্রতি এই হয়রানি যতদিন পর্যন্ত বন্ধ করা না হয় এবং তাঁহাকে প্রদেশের সর্বত্র অবাধে চলাফেরা করিতে সুযোগ না দেওয়া হয়, ততদিন পর্যন্ত নিয়মিতভাবে প্রত্যহ চট্টগ্রামে বিক্ষোভ মিছিল বাহির করা হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

শেখ মুজিবর রহমানের হয়রানির প্রতিবাদে গতকাল (শনিবার) ঢাকার সদরঘাট, জিন্নাহ এভিনিউ, বাহাদুর শাহ পার্ক, জেল গেট, নিউ মার্কেট (বলাকার নিকটে) এবং বিকাতলায় স্বতঃস্ফূর্ত জনসমাবেশ হয়। শ্রমিক, কর্মী ও যুবকসহ সকল পর্যায়ের নাগরিক এই প্রতিবাদ সভায় যোগদান করেন। এই সকল পথসভায় ছোটখাটো বক্তৃতার মাধ্যমে সরকারের এই কার্যের তীব্র সমালোচনা এবং সরকারের অনুসৃত নীতির তীব্র প্রতিবাদ জানান হয়। পথসভায় শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে অহেতুক হয়রানির আশু অবসান দাবী করা হয়।

আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে নানাবিধ হয়রানিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিবাদে পূর্বদিনের মত আজও চট্টগ্রামের কৃষক, শ্রমিক, যুবক ও ব্যবসায়ীরা শহরে প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

অপরূহ হেটায় লালদীঘি ময়দান হইতে হাজার হাজার জনতা মিছিল সহকারে শেখ মুজিবর রহমান জিন্দাবাদ, শেখ মুজিবকে হয়রানি করা চলবে না, ৬-দফা দাবী মানতে হবে, রাজনীতিতে তপ্পীগিরি চলবে না প্রভৃতি শ্লোগান দিতে দিতে শহরের বিভিন্ন রাজপথ প্রদক্ষিণ করে। মিছিল শহরে প্রবেশ করিলে পথচারী জনতাও ক্রমে ক্রমে মিছিলে शामिल হইতে থাকে। মিছিল করিয়া তাঁহারা লালদীঘি ময়দান হইতে গুরু করিয়া আন্দরকিল্লা, কাটাপাহাড়, রিয়াজউদ্দীন বাজার, স্টেশনরোড, মমিন রোড, পাথরঘাটা প্রভৃতি সড়ক প্রদক্ষিণ করেন।

প্রত্যহ মিছিল

চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এম, এ, আজিজ জানাইয়াছেন যে, যতদিন পর্যন্ত শেখ মুজিবর রহমানের হয়রানির অবসান না হয় এবং তাঁহাকে নির্বিবাদে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র চলাফেরা করিতে দেওয়া না হয়, ততদিন প্রত্যহ চট্টগ্রামে বিক্ষোভ মিছিল বাহির করা হইবে। তাঁহারা জানান যে, প্রত্যহ অপরূহ হেটায় লালদীঘি ময়দান হইতে মিছিল গুরু হইবে। সকল শ্রেণীর জনসাধারণকে তাঁহারা এই মিছিলে যোগদানের আহ্বান জানাইয়াছেন।

আখাউড়া

আখাউড়ার আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ গতকাল (শনিবার) রাতে টেলিফোনে জানাইয়াছেন যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে গতকাল সিলেটে জামিনে মুক্তিদানের পর অপর একটি অভিযোগে তাঁহাকে পুনরায় গ্রেফতার করিয়া ট্রেনযোগে ময়মনসিংহ লইয়া যাওয়ার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আখাউড়ার দুই সহস্রাধিক লোক রেলস্টেশনে জমায়েত হয়। জনতা ৬-দফার সমর্থনে এবং শেখ মুজিবকে হয়রানির প্রতিবাদে বিভিন্ন ধ্বনি দেয়। এই উপলক্ষে এক শোভাযাত্রাও অনুষ্ঠিত হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৪শে এপ্রিল ১৯৬৬

সেশন জজ কর্তৃক শেখ মুজিবকে জামিনে মুক্তিদান:

অপর মামলায় পুনরায় গ্রেফতার

নাটকীয় পরিবেশের মধ্যে পুলিশ কর্তৃক ধৃত নেতাকে লইয়া ময়মনসিংহ যাত্রা গত শুক্রবারে সিলেটের মহকুমা হাকিমের আদালতে জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের জামিনের আবেদন বাতিল হওয়ার পর গতকল্য (শনিবার) সেশন জজ তাঁহার জামিন মঞ্জুর করিলেও শেষ পর্যন্ত পুলিশের হাত হইতে তাঁহার আর নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব হয় নাই। সিলেটের কারাগার হইতেই ময়মনসিংহের এক গ্রেফতারী পরোয়ানা বলে পুলিশ শেখ সাহেবকে পুনরায় গ্রেফতার করিয়া বেলা ২টার দিকে এক নাটকীয় পরিবেশে জেলগেটে সমবেত জনতার প্রবল বিক্ষোভ ধ্বনির মধ্যে তাঁহাকে সরাসরি স্টেশনে লইয়া যায় এবং সেশন জজের আদালতে অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের আবেদন পেশের প্রস্তুতিপর্বেরই পুলিশ তাঁহাকে লইয়া আখাউড়াগামী ট্রেনযোগে ময়মনসিংহের পথে পাড়ি দেয়। স্থানীয় মহলের মতে ট্রেনখানি নির্ধারিত সময়ের (২-৩০ মিঃ) ১৫ মিনিট আগে বেলা সোয়া দুইটায় সিলেট ত্যাগ করে। ময়মনসিংহ হইতে প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়াছে যে, সেখানে অদ্য সকালেই মহকুমা হাকিমের আদালতে শেখ সাহেবের জামিনের আবেদন পেশ করা হইবে। প্রকাশ, সেখানে তাঁহার জামিন মিলিলেও শেষ পর্যন্ত সম্ভবতঃ তাঁহার ঢাকা আগমন ও অদ্যকার পল্টন ময়দানের জনসভায় যোগদান করা সম্ভব হইবে না, কারণ প্রদেশের অন্য কয়েকটি স্থানেও নাকি তাঁহার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হইয়াছে এবং তাহারই কোন

একটি পরোয়ানা বলে ময়মনসিংহে তাঁহাকে হয়তো পুনরায় গ্রেফতার করিয়া সংশ্লিষ্ট স্থানে চালান দেওয়া হইবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ঢাকা হইতে প্রেরিত কৌশলী এডভোকেট এম, এ, আজীজ ও সিলেটের বিশিষ্ট আইনজীবী জনাব আবদুল হাই গতকল্য সিলেটের সেশন জজের আদালতে শেখ সাহেবের পক্ষে জামিনের আবেদন পেশ করিলে সেশন জজ উক্ত আবেদন মঞ্জুর করেন। জামিন প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কোর্ট প্রাপ্তগণে সমবেত বিপুল জনতা শেখ সাহেবকে সম্বর্ধনা জানাইবার জন্য সরাসরি জেলগেটে গিয়া সমবেত হয়। দেখিতে দেখিতে জেলগেটে প্রায় ৬/৭ হাজার লোকের সমাগম হয়। ফুল ও মালা হাতে জেলগেটে দাঁড়াইয়া অধীর আগ্রহে তাঁহারা জেল হইতে শেখ সাহেবের নির্গমনের প্রতীক্ষা করিতে এবং বিভিন্ন ধ্বনি দিতে থাকে। এক পর্যায়ে তাঁহাদের জানান হয় যে, ময়মনসিংহের একটি মামলার আসামী হিসাবে শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে আর একটি গ্রেফতারী পরোয়ানা থাকায় তাঁহাকে পুনরায় গ্রেফতার করা হইবে। এই খবর প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ দ্রুত পুনরায় আদালতে ফিরিয়া গিয়া মহকুমা হাকিমের নিকট শেখ সাহেবের পক্ষে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুরের আবেদন জানান। সদাশয় মহকুমা হাকিম উক্ত আবেদন না-মঞ্জুর করিয়া ‘পরবর্তী ট্রেনেই’ আসামীকে ময়মনসিংহ লইয়া যাইবার নির্দেশ দেন। অতঃপর শেখ সাহেবের কৌশলীবৃন্দ সেশন জজের আদালতে জামিনের আবেদন পেশের প্রস্তুতি করিবার কালে খবর পান যে, পুলিশ নাটকীয়ভাবে শেখ সাহেবকে ময়মনসিংহ লইয়া যাইবার জন্য জেলখানা হইতে সরাসরি সিলেট স্টেশনে লইয়া গিয়াছে। এই খবর পাইয়া স্থানীয় নেতৃবৃন্দ স্টেশনে রওয়ানা হইয়া যান এবং ২টা ২০ মিনিটে স্টেশনে গিয়া শুনিতে পান যে, শেখ সাহেবকে লইয়া ট্রেনখানি ৫ মিনিট আগে অর্থাৎ বেলা ২টা ১৫ মিনিটে (নির্ধারিত সময় ২-৩০ মিনিট) আখাউড়া রওয়ানা হইয়া গিয়াছে।

এদিকে, সিলেটের মামলা সম্পর্কে সেশন জজের আদালতে শেখ মুজিবের গতকল্যকার জামিনের আবেদনের ফলাফল জানিবার জন্য ঢাকা শহর ছাড়াও প্রদেশের বিভিন্ন অংশ হইতে অত্র অফিসে সারাদিন ধরিয়া অনবরত টেলিফোন আসিতে থাকে। কিন্তু, সিলেটের মামলায় জামিন প্রাপ্তির পর ময়মনসিংহের অপর এক মামলায় তাঁহার গ্রেফতারের সংবাদ শুনিয়া আগ্রহ ব্যাকুল প্রতিটি কণ্ঠেই অপরিসীম বিস্ময়ের সুর ফুটিয়া উঠে। এবং বলিতে গেলে প্রায় প্রত্যেকেই শেখ সাহেবের এই হয়রানিকে ‘অনন্য সাধারণ’ বলিয়া অভিহিত করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৪শে এপ্রিল ১৯৬৬
লালমনিরহাটে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জনসভা
(সংবাদদাতা)

লালমনিরহাট, ২২শে এপ্রিল। - আগামী ২৫শে এপ্রিল সোমবার বিকালে এখানে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ৬-দফার সমর্থনে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে। এদিন সন্ধ্যা ৮টায় লালমনিরহাট কর্মীদেরও এক সম্মেলন হইবে। এখানকার সর্বত্র জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ৬-দফার সমর্থন জানাইতেছে এবং ৬-দফার উত্থাপনকারী আওয়ামী লীগের কাতারে शामिल হইতেছে।

রংপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ কমিটি গঠিত

অত্র থানার রাজপুরে অনুষ্ঠিত এক সভায় আজ রাজপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ কমিটি গঠিত হয়।

নবগঠিত কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন জনাব কাজেম আলী প্রামাণিক (মৌলিক গণতন্ত্রী), সহ-সভাপতি-চক্রধর সরকার (মৌলিক গণতন্ত্রী) ও রাজেন্দ্রনাথ সরকার; সম্পাদক-মৌলবী তমিজুদ্দীন আহমদ, সহ-সম্পাদক- আবদুল হামিদ পাটোয়ারী ও আবদুল জলিল, প্রচার সম্পাদক- নীল মাধব সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক- তোফাজ্জল হোসেন, কোষাধ্যক্ষ কলিমুদ্দীন দালাল এবং আরও ৯ জন সদস্য।

Morning News
24th April 1966
Mujib Released, Held Again

SYLHET, April 23 (APP): Sheikh Mujibur Rahman, Awami League leader, who was taken here under arrest yesterday from Dacca was granted ad interim bail by District and Sessions Judge Sylhet today.

But before he was released he was arrested on a warrant from Mymensingh.

Bail petition was again moved before SDO Sadar today and rejected.

Sheikh Mujibur Rahman was brought here yesterday under arrest on a case instituted against him by local police under Defence of Pakistan Rules and East Pakistan Public Safety Ordinance.

সংবাদ
২৪শে এপ্রিল ১৯৬৬
সিলেট হইতে ময়মনসিংহ প্রেরণ
শেখ মুজিবরের জামিনলাভের পর পুনরায় গ্রেফতার
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানকে গতকল্য (শনিবার) পুনরায় গ্রেফতার করিয়া সিলেট হইতে ময়মনসিংহ লইয়া যাওয়া হইয়াছে। আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত তারবার্তায় জানা গিয়াছে যে, গত ২২শে এপ্রিল শেখ মুজিবর রহমানকে গ্রেফতার করিয়া ঢাকা হইতে সিলেট আনয়ন করা হয়। তথায় সেদিন এস, ডি, ও কোর্টে তাঁহার জামিনের আবেদন করা হইলে উহা না-মঞ্জুর করা হয়। পরে গতকল্য ডিষ্ট্রিক জজের আদালতে জামিনের আবেদন করা হইলে উহা মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু জামিন মঞ্জুরীর অব্যবহিত পরই জনাব মুজিবকে পুনরায় গ্রেফতার করিয়া ট্রেনযোগে ময়মনসিংহ লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ময়মনসিংহে তাঁহার বিরুদ্ধে অপর একটি মামলা দায়ের করা হইয়াছে এবং উহার পরিশ্রেক্ষিতে তাঁহাকে পুনরায় গ্রেফতার করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

দৈনিক পাকিস্তান
২৪শে এপ্রিল ১৯৬৬
শেখ মুজিবের জামিন মঞ্জুর ও পুনরায় গ্রেফতার
(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

সিলেট, ২৩ শে এপ্রিল।- সিলেট জেলা ও দায়রা জজ অদ্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানের জামিন মঞ্জুর করিয়াছেন কিন্তু ময়মনসিংহের একটি গ্রেফতারী পরোয়ানা মোতাবেক তাঁহাকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ ট্রেনযোগে তাঁহাকে ময়মনসিংহ লইয়া গিয়াছে।

পিপিএ পরিবেশিত খবরে বলা হয় যে, শেখ মুজিবকে পুনরায় গ্রেফতারের পরে সিলেট মহকুমা হাকিমের আদালতে তাঁহার জামিনের আবেদন পেশ করা হয়। কিন্তু মহকুমা হাকিম জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য করেন। তখন জেলা জজের আদালতে তাঁহার জামিনের আবেদন পেশ করা হয়। কিন্তু জেলা জজ কর্তৃক এ ব্যাপারে কোন কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বেই তাহাকে পুলিশ হেফাজতে ময়মনসিংহ লইয়া যাওয়া হয়।

আজাদ
২৫শে এপ্রিল ১৯৬৬
মোমেনশাহীর এস ডি ও কর্তৃক
শেখ মুজিবের জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমানকে গ্রেফতার করিয়া সিলেট হইতে ট্রেনযোগে মোমেনশাহী লইয়া গিয়া গতকল্য সকাল ৯টায় সদর মহকুমা হাকিমের (বাস ভবনে) নিকট হাজির করা হয় বলিয়া আওয়ামী লীগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে। বিকাল ৪টা পর্যন্ত শুনানীর পর মহকুমা হাকিম শেখ মুজিবের জামিন নামনজুর করেন। অদ্য পূনরায় মোমেনশাহী সেন্সন জজের নিকট তাঁহার পক্ষ হইতে জামিনের আবেদন করা হইবে।

আজাদ
২৫শে এপ্রিল ১৯৬৬
পল্টনের বিরাট জনসভায় দুষ্ট ঘোষণা :
ছয়দফা প্রস্তাব পাকিস্তানের গণশক্তির ‘মুক্তির সনদ’
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (রবিবার) আওয়ামী লীগের উদ্যোগে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় ৬-দফা প্রস্তাবকে পাকিস্তানের গণশক্তির ‘মুক্তির সনদ’ হিসাবে অভিহিত করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও কর্মী এবং ছাত্রসমাজের উপর আরোপিত সমুদয় রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার ও বিনাবিচারে আটক সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করা হয়।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শেখ মুজিবর রহমানের উপর “অযথা হয়রানি ও অত্যাচারের” তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া সভায় আর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। গতকল্যকার এই সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে কেহই সভাপতিত্ব করেন নাই। কেননা পূর্ব ঘোষিত সভাপতি ও প্রধান বক্তা জনাব শেখ মুজিবর রহমান মোমেনশাহীতে আটক রহিয়াছেন।

তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনস্বরূপ সভাপতির আসন সংখ্যা শূন্য রাখা হয় এবং হাফেজ হাবিবুর রহমান সভার কার্য পরিচালনা করেন। গতকল্যকার জনসভায় মরহুম সোহরওয়ার্দীর পুত্র জনাব রাশেদ সোহরওয়ার্দী উপস্থিত ছিলেন।

গতকল্য বৈকালে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এই সভায় বিপুলসংখ্যক জনসমাবেশ হওয়ায় ৬-দফার প্রতি জনসাধারণের আগ্রহের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়াছে বৈকি।

সম্প্রতি জনাব শেখ মুজিবর রহমানকে বিভিন্ন স্থানে নাটকীয়ভাবে গ্রেফতারও ইহার অন্যতম কারণ। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকা-বিশেষ করিয়া নারায়ণগঞ্জ, ফতুল্লা, মীরপুর, সাভার ও তেজগাঁ প্রভৃতি এলাকা হইতে বহু সংখ্যক লোক বাসযোগে এই সভায় আগমন করেন। ইহা ছাড়া বিভিন্ন মহল্লা হইতে ফেট্টন ও পতাকা বহন করিয়া বেশ কয়েকটি খণ্ড মিছিল এই জনসভায় যোগ দেয়। সভা শেষে এক মিছিল বিভিন্ন ধ্বনি সহকারে শেরে বাংলা ও মরহুম সোহরওয়ার্দীর মাজার পরিদর্শন করে।

খন্দকার মোস্তাকের বক্তৃতা

সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে জনাব মোস্তাক আহমদ বলেন যে, পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক কাঠামো ও বুনিয়াদ শক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য আমরা ৬-দফা উত্থাপন করিয়াছি।

জহুর আহমদ চৌধুরী

বক্তৃতাাদানকালে চট্টগ্রামের জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশের জনসাধারণ কোনদিন এবং কোন কালে কারো গোলামী করে নাই এবং ভবিষ্যতেও করিবে না। তিনি বলেন, ইহার প্রমাণ ইতিহাসে আছে।

জনাব মিজানুর রহমান

জাতীয় পরিষদের সদস্য জনাব মিজানুর রহমান পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বক্ষেত্রে বৈষম্যের খতিয়ান উল্লেখ করিয়া বলেন যে, আজ ১৮ বৎসর ধরিয়া পূর্ব পাকিস্তান তাহার ন্যায্য পাওনা হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। তিনি বলেন, ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৭ দিনের রক্ত ও সম্পদক্ষয়ী যুদ্ধের অভিজ্ঞতার আলোকে সুষ্ঠু ও বৃহত্তর জাতীয় সংহতি স্থাপনের নিমিত্ত জনাব শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রণীত।

Pakistan Observer

25th April 1966

Mujib's bail petition rejected

Sheikh Mujibur Rahman, President of the East Pakistan Awami League had not been granted bail when he was produced before the Sub-Divisional Officer's court in Mymensingh (Sadar) on Sunday according to a Press release issued in Dacca from Party headquarters, reports PPA.

Sheikh Mujibur Rahman had been taken to Mymensingh from Sylhet on Saturday under arrest in connection with a case registered against him with the Mymensingh police.

দৈনিক ইত্তেফাক

২৫শে এপ্রিল ১৯৬৬

ময়মনসিংহে শেখ মুজিবের জামিনের আবেদন বাতিল

অদ্য সেনসন জজের আদালতে আবেদন পেশ

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল (রবিবার) সকাল ৯টায় ময়মনসিংহ সদর মহকুমা হাকিমের বাসভবনে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানকে হাজির করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, তাঁহাকে গত শনিবার সিলেটে একবার জামিন লাভের পর অন্য মামলায় পুনর্বার গ্রেফতার করিয়া একটি লোকাল ট্রেনযোগে ময়মনসিংহ প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞ এস, ডি, ও আসামীপক্ষের কৌশলীর বক্তব্য শ্রবণ করিয়া বিকাল ৪টা পর্যন্ত শুনানী স্থগিত রাখেন। বিকাল ৪টায় এস, ডি, ও জামিনের আবেদন বাতিল করেন।

আজ (সোমবার) ময়মনসিংহের জেলা ও দায়রা জজের আদালতে শেখ সাহেবের জামিনের আবেদন পেশ করা হইবে। মেসার্স সৈয়দ নজরুল ইসলাম এডভোকেট, জনাব জুলমত আলী খান এডভোকেট প্রমুখ শেখ মুজিবের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমিন গতকাল সিলেট হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পর দ্রুতযানযোগে ময়মনসিংহ রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। আজ (সোমবার) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ ও সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী এম, এন, এ, দ্রুতযানযোগে ময়মনসিংহ গমন করিবেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, গত শনিবার রাত্রি দুইটার দিকে সিলেটে পুনরায় গ্রেফতারের পর পুলিশ প্রহরায় শেখ মুজিবর রহমানকে লইয়া ট্রেন ময়মনসিংহ পৌঁছিলে স্টেশনে সমবেত ৩/৪ সহস্র লোক শেখ মুজিবকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। গতকাল (রবিবার) ময়মনসিংহের এস, ডি, ও (সদর)-র নিকট তাঁহার জামিনের আবেদন পেশ করার সময়ও প্রায় ৩ সহস্র লোক জমায়েত হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৫শে এপ্রিল ১৯৬৬

প্রতিবাদমুখর পূর্ব পাকিস্তান

শেখ মুজিবের হয়রানির প্রতিবাদে সমগ্র প্রদেশ প্রতিবাদ মুখর হইয়া উঠিয়াছে। সভা-সমিতি, শোভাযাত্রা ও পথসভার মাধ্যমে এই হয়রানির প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হইতেছে।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের শ্রম বিভাগীয় সম্পাদক জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী ও চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এম, এ, আজিজ গতকাল (বুধবার) সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক যুক্ত বিবৃতিতে শেখ মুজিবর রহমানের হয়রানি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আগামীকাল (মঙ্গলবার) বিকাল ৪টায় চট্টগ্রাম বিপণী বিতানের সম্মুখে জমায়েত হইয়া সেখান হইতে শোভাযাত্রা সহকারে শহর প্রদক্ষিণ করার জন্য চট্টগ্রামবাসীর প্রতি আবেদন জানাইয়াছেন।

খুলনা

খুলনা হইতে প্রাপ্ত এক খবরে জানা গিয়াছে যে, শেখ মুজিবর রহমানকে হয়রানির প্রতিবাদে আজ (সোমবার) খুলনায় এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হইবে ও শোভাযাত্রা বাহির করা হইবে।

চৌমুহানী

চৌমুহানী হইতে প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়াছে যে, চৌমুহানী শহরের সর্বস্তরের জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে গতকাল (রবিবার) বিকালে এক সভায় মিলিত হইয়া শেখ মুজিবকে অযথা নাজেহাল করার প্রতিবাদ জানায়। ৭/৮ হাজার লোকের উপস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যকরী সংসদের সদস্য মেসার্স আবদুল মালেক উকিল (এম, পি, এ), নূরুল হক (এমপিএ) এবং আবদুর রশিদ (প্রাক্তন এমপিএ) ও নোয়াখালী সদর মহকুমা আওয়ামী লীগের সম্পাদক আজিজুল হক এবং বেগমগঞ্জ থানা আওয়ামী লীগের সম্পাদক মোঃ আক্বাদ অচিরে শেখ মুজিবরের হয়রানি বন্ধের এবং ৬-দফা বাস্তবায়নের দাবী জানাইয়া বক্তৃতা করেন। সভার পর জনতা এক বিক্ষোভ শোভাযাত্রা বাহির করে।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৫শে এপ্রিল ১৯৬৬

সংগ্রাম চলবেই: পল্টনের বিশাল জন-সমুদ্রে নেতৃবৃন্দের ঘোষণা

সভাপতির আসন শূন্য রাখিয়া সভার কাজ পরিচালনা

‘বিভক্ত’ জাতিকে সত্যিকারে ঐক্যবদ্ধ করার ব্যাপারে

৬-দফার তাৎপর্য ব্যাখ্যা

(স্টাফ রিপোর্টার)

গত ২০শে মার্চ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন শেষে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় শ্রোতৃমণ্ডলীর পীড়াপীড়িতে পুনরায় পল্টন ময়দানে জনসভা করিয়া শেখ মুজিবর রহমান ৬-দফা সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্য

বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, গতকাল (রবিবার) পল্টন ময়দানে সেই প্রতিশ্রুতি জনসভাই অনুষ্ঠিত হইয়া গেল, তবে শেখ সাহেবের অনুপস্থিতিতে সভাপতির আসন শূন্য রাখিয়া।

শেখ সাহেবকে ময়মনসিংহের কারাগারে রাখিয়াই এইদিন পল্টন ময়দানে সভার কাজ শুরু করা হয়। নির্ধারিত সময়ের বহু পূর্বেই সভাস্থল জনসমুদ্রে পরিণত হওয়ায় পূর্ব ঘোষণানুযায়ী ঠিক ৪টায়ই সভার কাজ শুরু হয়। সভায় প্রধান বক্তা ও প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের হয়রানির প্রতিবাদে ও তাঁহার প্রতি সম্মানের নিদর্শন স্বরূপ পল্টন ময়দানের এই দিনকার এই মহতী জনসভায় সভাপতির আসন শূন্য রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইলে শ্রোতৃমণ্ডলী এই সিদ্ধান্তকে তুমুল করতালির মধ্যে বিপুলভাবে অভিনন্দিত করেন। সভাপতির শূন্য আসনের পার্শ্বে মঞ্চে বসিয়া সভার কাজ পরিচালনা করেন আওয়ামী লীগের অন্যতম সহ-সভাপতি জনাব হাফেজ হাবিবুর রহমান। জনসভায় সভাপতির আসন শূন্য থাকা পাকিস্তানের ইতিহাসে ইহাই প্রথম। ঠিক নির্ধারিত সময়ে সভার কাজ আরম্ভ হওয়াও সাম্প্রতিক কালের পল্টন ময়দানে ইহাই প্রথম। প্রতিটি বক্তার কণ্ঠেই ধ্বনিত হয় : অত্যাচার-নির্যাতন যত আসে আসুক-সংগ্রাম চলিবেই। মূল বক্তা শেখ মুজিবুর রহমান, মামলাঘটিত কারণে কারাগারে আটক থাকিয়াই যেন এই সভার গুরুত্ব বাড়াইয়া দেন। প্রধান বক্তার অবর্তমানে সভায় ৬-দফায় ‘কি এবং কেন’ ব্যাখ্যা করিয়া এ বিষয়ে অপপ্রচারের জবাব দেন মেসার্স জহিরুদ্দীন, খোন্দকার মুশতাক আহমদ, মিজানুর রহমান চৌধুরী এম-এন-এ, খোন্দকার রফিকুল হোসেন, আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন আহমদ, চট্টগ্রামের জহুর আহমদ চৌধুরী ও আওয়ামী লীগের সমাজকল্যাণ দফতরের সেক্রেটারী ওবায়দুর রহমান। প্রস্তাব পাঠ করেন ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শামসুল হক।

সভার সূচনাতে ও সভা চলাকালীন কয়েকদফা আবহাওয়া ঘোরালো হইয়া উঠিলেও, এমনকি কখনওবা ছিটেফোঁটা বৃষ্টি পড়িলেও শ্রোতৃমণ্ডলী অধীর আগ্রহে নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা শ্রবণ করেন এবং ‘৬-দফা কেন’ পর্যায়ে নেতৃবৃন্দ যখন সংখ্যাতন্ত্র ও ঘটনাপঞ্জীর সাহায্যে পাকিস্তানের বিগত ১৮ বছরের শাসনের ইতিহাসের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করিতে থাকেন, উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী তখন কখনও তুমুল করতালি দিয়া, কখনওবা শ্লোগানের মাধ্যমে, আবার কখনওবা ‘শেম শেম’ ধ্বনি তুলিয়া বক্তার বক্তব্যের প্রতি সমর্থন জানাইতে থাকে। সভার শেষ পর্যায়ে ঝড়ো হাওয়ার সহিত টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে শুরু করিলেও সভার ঘোষিত কার্যসূচী অনুযায়ী শ্রোতৃমণ্ডলী ফেট্টন ও প্লাকার্ড লইয়া বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে শ্লোগান

দিতে দিতে শহর প্রদক্ষিণ করে। নবাবপুর রোড দিয়া শোভাযাত্রাটি বাহাদুর শাহ পার্ক, সদরঘাট, চকবাজার, জেলগেট প্রভৃতি রাস্তা প্রদক্ষিণ করিয়া মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মোনাজাতের পর মাজারে আসিয়া সেখান হইতে ছত্রভঙ্গ হয়। জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী বক্তৃতার প্রারম্ভে ‘ক্ষমতাসীনদের কাহারো সহিত আওয়ামী লীগের ব্যক্তিগত বিরোধ নাই’ বলিয়া ঘোষণা করিয়া সমষ্টিগত কারণে তাহাদের সহিত আওয়ামী লীগের যে বিরোধ, এক এক করিয়া তাহার বিবরণ দেন। তিনি বলেন যে, বিরোধ হইতেছে ১০ কোটি মানুষের ভোটের অধিকার ও মৌলিক অধিকার নিয়া; আইনের ছদ্মবেশে বে-আইনী ব্যবস্থা প্রয়োগ নিয়া; অত্যাচার আর নিষ্পেষণ নিয়া। জনাব চৌধুরী যখন সংখ্যাতন্ত্রের সাহায্যে পাকিস্তানের বিগত ১৮ বৎসরের ইতিহাসে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি ক্ষমতাসীনদের ‘সুবিচারের’ ফিরিস্তি তুলিয়া ধরিতে থাকেন, সভাস্থলে তখন এক অপূর্ব নীরবতা বিরাজ করিতে থাকে। প্রতিটি শ্রোতাই যেন সে সংখ্যাতন্ত্র হৃদয়ে গাঁথিয়া লইতে চাহে। ৫০০ কোটি টাকা করিয়া ২বৎসরে মোট ১,০০০ কোটি টাকা ব্যয় করিলে প্রতি বৎসর ২০০ কোটি টাকার ফসল বিনষ্টকারী বন্যার হাত হইতে পূর্ববাংলাকে রক্ষা করা সম্ভব বলিয়া জনাব সোহরাওয়ার্দীর আমলে ক্রুগমিশন যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছিলেন, ক্ষমতাসীন সরকার গত ৮ বৎসরেও সে বাবত এক কপর্দকও ব্যয় করেন নাই বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন। জনাব চৌধুরী বলেন যে, এবারকার পাঁচসালা পরিকল্পনায় পূর্ববাংলার বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে ২৫০ কোটি টাকা দেওয়া হইয়াছে, তাহাও সরকারের এজমালী তহবিল হইতে দেওয়া হয় নাই। পূর্ব পাকিস্তানের অংশে প্রাপ্য তহবিল হইতেই দেওয়া হইয়াছে। রেলওয়ে শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন প্রভৃতি প্রদেশের হস্তে ন্যস্ত করার ব্যাপারটিকে তিনি ‘যার যা তার তা’ নিয়মে পাকাবাড়ী ও কাঁচা বাড়ীর বাসিন্দা দুই ভাইর এজমালা সম্পত্তি বন্টনের সহিত তুলনা করেন। সাম্প্রতিক যুদ্ধোত্তর যুগে কেন্দ্রীয় চাকুরীতে লোক সংগ্রহের সংখ্যাতন্ত্র ভিত্তিক ফিরিস্তিও তিনি শ্রোতৃমণ্ডলী সমক্ষে তুলিয়া ধরেন।

উপসংহারে তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, এক কণ্ঠ স্তব্ধ করিয়া দশ কোটি মানুষের কণ্ঠ কখনও স্তব্ধ করা যাইবে না। তিনি বলেন, বিগত ১৮ বৎসরের শাসন পূর্ব পাকিস্তানকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছে। তাই পূর্ব পাকিস্তান আজ এই ৬-দফা দাবী আদায়ের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প। আর দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত এই সংগ্রাম চলিতে থাকিবেই। প্রাক্তন পরিষদ সদস্য খোন্দকার মোশতাক আহমদ ৬-দফার ‘কি ও কেন’

ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অতীতে পাকিস্তানের দুই অংশের ঐক্য ও সংহতির স্বার্থে পূর্ব পাকিস্তান বিভিন্ন সময়ে কিভাবে কত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে এক এক করিয়া তাহার বিবরণ দেন। প্রতিদানে পূর্ব পাকিস্তান কি পাইয়াছে—শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে এই প্রশ্ন তুলিয়া ধরিয়া তিনি নিজেই তাহার বিশদ বর্ণনা দেন এবং বলেন যে, আজ দেশ ও জাতির প্রয়োজনে, জাতীয় ঐক্য ও সংহতির বৃহত্তর স্বার্থেই আওয়ামী লীগ ৬-দফা প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছে। এ প্রস্তাবের বিরোধিতার পরিণাম কাহারও পক্ষে শুভ হইতে পারে না। এ প্রসঙ্গে তিনি প্রাক-আজাদী যুগে ভারতীয় কংগ্রেস কর্তৃক কায়েদে আজমের ঐতিহাসিক ১৪-দফা মানিয়া না লওয়ার পরিণামের কথা স্মরণ করাইয়া দেন। প্রাক্তন পরিষদ সদস্য খন্দকার রফিকুল হোসেন তাঁহার স্বভাসুলভ রসালো ভঙ্গীতে ক্ষমতাসীনদের চেহারা জনসমক্ষে তুলিয়া ধরেন। বক্তৃতার পর্যায়ে পর্যায়ে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে তিনি কঠোর সত্যের দিকে শ্রোতৃমণ্ডলীর দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া সকলের মনে নূতন নূতন জিজ্ঞাসা জাগাইয়া তুলেন। ১৮ বৎসরের ইতিহাস হইতে শিক্ষা গ্রহণের জন্য তিনি সকলকে আহ্বান জানাইয়া বলেন যে, ১৯৫৪ সালের আগে যে জনাব সবুর, মোনায়েম খাঁ ও ওয়াহিদুজ্জামানরা দেশবাসীর সেবার ঠেলায় সাধারণ নির্বাচনে উৎখাত হইয়াছিলেন, ১৯৫৮ সালের ক্ষমতা দখলকারীরা তাহাদিগকেই আবার কোলে তুলিয়া লইয়া ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন যে, জনগণ যাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চাহিয়া সেদিন ঐতিহাসিক রায় দিয়াছিল, সেই তাহাদিগকেই আবার গোপন পথে জনগণের ক্ষক্ষে সওয়ার করাই ছিল সেদিনকার সে ‘বিপ্লবের’ মূল লক্ষ্য। অর্থাৎ জনগণের ইচ্ছানুযায়ী দেশ শাসন করা হইবে— ইহা তাহাদের কাম্য নয়। জনাব রফিকুল হোসেন দৃষ্টকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, ৬-দফা দাবী পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করিবে বলিয়া যাঁহারা দাবী করেন, তাঁহারা মিথ্যা বলেন। তিনি বলেন, বরং ক্ষমতাসীন সরকারের অনুসৃত নীতিই বর্তমানে দেশকে নানাদিক দিয়া বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে। জনাব রফিক বলেন, এই বিভক্ত অবস্থার অবসান ঘটাইয়া দুই অংশের মধ্যে সত্যিকার ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠাই ৬-দফার লক্ষ্য।

তিনি বলেন, আজাদী অর্জন কালেই কেবল ১০ কোটি মানুষের মধ্যে একবার সত্যিকার ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। তারপর আর তাহাদের ঐক্যবদ্ধ হইতে দেওয়া হয় নাই। আওয়ামী লীগের ৬-দফাই হইল ১০ কোটি মানুষের আবার সত্যিকার ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সোপান।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৫শে এপ্রিল ১৯৬৬

পল্টনের প্রস্তাবাবলী

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল (রবিবার) আউটার স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের বিরাট জনসভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রণীত এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কর্তৃক গৃহীত ৬-দফা প্রস্তাবের প্রতি অকুণ্ঠ ও নিরঙ্কুশ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয় এবং ৬-দফা প্রস্তাবকে পাকিস্তানের গণশক্তির ‘মুক্তি সনদ’ বলিয়া অভিহিত করা হয়।

* ছয়-দফার রাজনৈতিক বিরোধিতার পরিবর্তে শেখ মুজিবুর রহমানকে অযথা হয়রানির তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া অবিলম্বে তাঁহার উপর হইতে সর্বপ্রকার মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানাইয়া জনসভায় এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

* জনসভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে দেশের সর্বত্র বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের উপর হইতে সমুদয় রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার ও বিনাবিচারে আটক সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী এবং সরকারের দমননীতির তীব্র নিন্দা করা হয়।

* দেশ হইতে জরুরী আইন প্রত্যাহারপূর্বক দেশে সুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া জনসাধারণের মৌলিক অধিকার পুনঃ প্রবর্তনের দাবীতে জনসভায় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

* জনসভায় খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে গৃহীত প্রস্তাবে প্রদেশের বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতি এবং চাউল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং প্রদেশের আসন্ন দুর্ভিক্ষ রোধকল্পে অনতিবিলম্বে সরকার কর্তৃক সারাদেশে প্রয়োজনীয় রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন ও লেভীর ক্রয়মূল্যে ধান ও চাউল বিক্রয়ের দাবী জানান হয়।

* সরকার কর্তৃক জারিকৃত টেঙুপাতা অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার করিয়া প্রদেশের ৭ লক্ষ বিড়ি শ্রমিকের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করার এবং মওজুদ টেঙুপাতা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার বন্ধ করার দাবীতে জনসভায় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

* জনসভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে প্রদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী অর্থাৎ কৃষকদের প্রতি সরকারী অবহেলার নিন্দা করা হয় এবং পাটসহ অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের ন্যায্যমূল্য নির্ধারণের দাবী জানান হয়।

* প্রদেশব্যাপী কলেরার প্রাদুর্ভাবে গভীর দুঃখ ও সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধে সরকারী ব্যর্থতায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া গৃহীত এক প্রস্তাবে মহামারী সংক্রমণ রোধের জন্য আশু ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৫শে এপ্রিল ১৯৬৬

৬-দফার দাবীতে বাগেরহাটে বিরাট জনসভা

লেভী প্রথা প্রত্যাহার ও চাউলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অগ্নিমূল্যে গভীর উদ্বেগ বাগেরহাট, ২২ শে এপ্রিল। -আজ বিকালে স্থানীয় পৌরপার্কে ৬-দফার দাবীতে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জনাব আবদুল হামিদ (উকিল)। সভায় প্রধান বক্তার ভাষণে খুলনা জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ আবদুল আজীজ ৬-দফার বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও উহার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব মনসুর আলী, প্রাক্তন সম্পাদক জনাব সালাহউদ্দিন ইউসুফ, খুলনা শহর আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব মমিন উদ্দিন আহমদ, জনাব একরামুল কবীর ও জনাব আলী আহমদ প্রমুখ নেতা সভায় বক্তৃতা করেন। সভায় ৬-দফা দাবীর প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন, সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি ও সকল রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার, লেভী প্রথা প্রত্যাহার, কলেরা ও বসন্ত মহামারী প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহে পৌর কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতার নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে স্থানীয় বাজারে চাউল, চিনি ও আটার অভাব এবং চাউল ও অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের অগ্নিমূল্যের জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া অবিলম্বে চাউল ও অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের সরবরাহ বৃদ্ধির জোর দাবী জানান হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমানে স্থানীয় বাজারে প্রতিমণ চাউল ৪০ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে।- সংবাদদাতা

Morning News

25th April 1966

MUJIB NOT GRANTED BAIL

Sheikh Mujibur Rahman, President of the East Pakistan Awami League, had not been granted bail when he was produced before the Sub-Divisional Officer's court in Mymensingh Sadar yesterday, according to a Press release of the party. reports PPA. Sheikh Mujibur Rahman had been taken to Mymensingh from Sylhet on Saturday under arrest in connection with a case registered against him with the Mymensingh police.

A fresh bail petition on his behalf will be moved in the court of District and Sessions Judge Mymensingh today party Press release said.

Morning News

25th April 1966

Withdrawal of Cases against Mujib Demanded

(By our staff Reporter)

A public meeting organised by the Awami League in Dacca yesterday urged the withdrawal of all cases against Sheikh Mujibur Rahman, President of the party and protested against what it described as his “harassment”.

The speakers at the meeting also reiterated the party’s support to his six-point programme. They asserted that the six-point programme was the “question of life and death for the people of East Pakistan”.

The Vice-President of the EPAL, Hafez Habibur Rahman, conducted the meeting held at the Outer Stadium. The Chair reserved for the president of the meeting was kept vacant in the absence of Sheikh Mujibur Rahman. The speakers included Messrs Zaheeruddin, Tajuddin Ahmed, Mizanur Rahman, MNA, Rafiqul Hussain, Khondokar Mushtaq Ahmed and Mr. Obaidur Rahman.

Mr. Zaheeruddin General Secretary of the Pakistan Awami League, said the six-point programme of the Awami League aimed at ensuring economic and political freedom for the people of East Pakistan from the centre. He claimed that people of East Pakistan were solidly behind Awami League for its realisation.

Mr. Zaheeruddin was of the opinion that the realisation of the six-point programme would make the country stronger. He also urged holding of a referendum on the issue adding that Awami League would accept the verdict of the people.

Mr. Tajuddin Ahmed, General Secretary of the East Pakistan Provincial Awami League, said his party sincerely believed in the merits of the six-point programme and was determined to continue its struggle for its realisation.

Mr. Mizanur Rahman, MNA, attacked the Government policy with regard to the provision or eliminating disparity between the two Wings of Pakistan. Mr. Rahman while trying to substantiate his charges against the Government said the Government had sanctioned more money for development of West Pakistan than East Pakistan. He also quoted figures claiming that East Pakistan was being constantly ignored by centre although the removal of disparity between the two provinces was made a constitutional obligation

Mr. Rahman said the six-point programme was the only solution to the problem of disparity. He said only by the realisation of the six-point programme that the people of East Pakistan could get their due share from the centre.

‘The meeting by a resolution, expressed its concern over the rising tendency of prices of rice and other essential commodities in the province. By the same resolution the meeting urges the Government to introduce rationing system throughout East Pakistan and release the Government stock of rice at the price it had purchased from the people.

The meeting by another resolution demanded the withdrawal or emergency and restoration of fundamental rights. The meeting also urged the Government to withdraw the ordinance banning the use of tendu leaves.

The meeting demanded the fixation of the prices of jute and other agricultural commodities at reasonable measures to control the epidemics in the province.

The meeting by another resolution condoled the death of Mr. Habibullah Bahar and prayed for the salvation of the departed soul.

Mr. Rashid Suhrawardy son of the late Mr. H.S. Suhrawardy, was also present at the meeting

Later a procession was brought out which marched up to Sadarghat via Nawabpur.

সংবাদ

২৫শে এপ্রিল ১৯৬৬

আওয়ামী লীগের উদ্যোগে পল্টনে জনসভা :

৬-দফার দাবী এ দেশবাসীর মুক্তির সনদ

ঢাকা, ২৪শে এপ্রিল (পিপি,এ/এ,পি,পি)।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের উদ্যোগে স্থানীয় পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় গৃহীত প্রস্তাবে ছয় দফা দাবীর প্রতি সমর্থনের পুনরুল্লেখ করা হয় এবং উহাকে জনসাধারণের ‘মুক্তি সনদ’ বলিয়া অভিহিত করা হয়। সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের উপর হইতে সকল মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানানো হয়। সভায় গৃহীত অন্যান্য প্রস্তাবে দেশ হইতে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, রাজস্বাঙ্গীদের মুক্তি, বিড়িপাতার উপর হইতে অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার, পাটের মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি রোধ ও প্রদেশের কলোরা, বসন্ত মহামারীর উপযুক্ত প্রতিষেধকমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী জানানো হয়।

গতকল্য পল্টনে আয়োজিত আওয়ামী লীগের সভায় বক্তৃতা করেন জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, জনাব জহীরউদ্দিন আহমেদ, প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ।

জনাব মিজানুর রহমান তাঁহার বক্তৃতায় পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতির ক্ষেত্রে বৈষম্যের কথা পুনরুল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, ছয় দফা দাবী এই অর্থনৈতিক বৈষম্য সমস্যার সমাধান করিতে পারে। জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেন যে, ছয়দফা দাবী গত ৮ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফল এবং ইহা দেশের সংহিতাকে অধিকতর শক্তিশালী করিবে। ছয় দফা দাবী বিশ্লেষণ করিয়া জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী জনসাধারণের প্রতি এই দাবী আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো ও শেখ মুজিবের মোকাবেলা সভার বিষয় আলোকপাত করেন। তিনি বলেন যে, ছয় দফা দাবী নতুন কিছুই নয় ইহা জাতীয় সংহিতাকে দৃঢ়তর করিবে। জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ তাহার বক্তৃতায় গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার আহ্বান জানান।

পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব জহীরউদ্দিন তাঁহার বক্তৃতায় ছয়দফা দাবীর উপর গণভোট অনুষ্ঠানের আহ্বান জানান : তিনি বলেন, এই গণভোটে জনসাধারণ যে রায় প্রদান করিবেন, আওয়ামী লীগ উহাই মানিয়া লইবেন। জনাব জহীরউদ্দিন ছয়দফা দাবী একের পর এক বর্ণনা করেন এবং উহার মধ্যে কোন দফা ধ্বংসাত্মক উহা প্রদর্শন করার জন্য সমালোচকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, দেশের বৃহত্তম স্বার্থের খাতিরে ছয়দফা দাবী মানিয়া নেওয়া উচিত। সভায় প্রাক্তন প্রাদেশিক স্বাস্থ্যমন্ত্রী জনাব হাবিবুল্লাহ বাহারের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়।

সভায় মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী উপস্থিত ছিলেন।

সভাশেষে এক শোভাযাত্রা ছয়দফা দাবীর সমর্থনে এবং শেখ মুজিবের মুক্তির দাবী জানাইয়া শহরের প্রধান প্রধান রাজপথ পরিভ্রমণ করে।

সংবাদ

২৫শে এপ্রিল ১৯৬৬

শেখ মুজিবের জামিনের আবেদন

গতকল্য (রবিবার) সকাল ৯টায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে জামিনের আবেদনের জন্য ময়মনসিংহ এস,ডি,ও-র

নিকট হাজির করা হইলে এ পি ডি ও সাহেব বৈকাল ৪ ঘটিকা পর্যন্ত শুনানী গ্রহণের পর জামিনের আবেদন নাকোচ করিয়া দেন। অদ্য (সোমবার) ময়মনসিংহ সেশন জজ কোর্টে জামিনের আবেদন করা হইবে বলিয়া আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে প্রচারিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।

দৈনিক পয়গাম

২৫শে এপ্রিল ১৯৬৬

মুজিবের জামিনের আবেদন মহকুমা হাকিম কর্তৃক অগ্রাহ্য

ঢাকা, ২৪শে এপ্রিল।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে অদ্য মোমেনশাহী সদরের মহকুমা হাকিমের এজলাসে হাজির করা হইলে তাঁহাকে জামিন দেওয়া হয় নাই।

উল্লেখযোগ্য যে, মোমেনশাহী পুলিশের আবেদনক্রমে এক গ্রেফতারী পরোয়ানা বলে গতকল্য শেখ মুজিবকে সিলেট হইতে গ্রেফতার করিয়া এখানে আনাগন করা হয়। আগামীকল্য মোমেনশাহী জেলা এবং সেশন কোর্টে শেখ মুজিবের পক্ষ হইতে জামিনের আবেদন পেশ করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

পি,পি,এ

দৈনিক পাকিস্তান

২৫শে এপ্রিল ১৯৬৬

শেখ মুজিবের জামিন আবেদন অগ্রাহ্য

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, ময়মনসিংহের একটি গ্রেফতারী পরোয়ানা মোতাবেক শেখ মুজিবুর রহমানকে সিলেট জেল গেটে গ্রেফতার করিয়া ট্রেনযোগে গতকল্য রবিবার ময়মনসিংহে নেওয়া হয় এবং সকাল ৯টায় ময়মনসিংহ সদর দক্ষিণ মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের বাসায় তাঁহাকে হাজির করানো হয়।

মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট শেখ সাহেবের পক্ষের কৌসুলীর বক্তব্য শ্রবণ করেন এবং শুনানী বৈকাল ৪টা পর্যন্ত মুলতবী রাখেন। অতঃপর বৈকাল ৪টায় মহকুমা হাকিম জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য করেন।

প্রকাশ, অদ্য সোমবার ময়মনসিংহের দায়রা জজ আদালতে জামিনের আবেদন পেশ করা হইবে।

আজাদ
২৬শে এপ্রিল ১৯৬৬
মুজিবের জামিন লাভ : ঢাকা আগমন
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শেখ মুজিবর রহমান জামিনের মুক্তিলাভ করিয়া গতকাল সোমবার দলীয় মোটরযোগে মোমেনশাহী হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ ও প্রচার সম্পাদক আবদুল মোমেন সমভিব্যাহারে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিলে সমর্থকগণ তেজগাঁ ফার্মগেটে জনাব রহমানকে আন্তরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব জহীরউদ্দিনসহ প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের কর্মকর্তাগণও ঢাকায় শেখ মুজিবর রহমানের সম্বর্ধনায় উপস্থিত ছিলেন।

গতকাল বেলা সাড়ে ১২টার সময় মোমেনশাহী সেশন জজের নিকট শেখ মুজিবরের জামিন প্রার্থনা করা হয় এবং বেলা পৌনে তিনটার সময় তিনি জামিনে মুক্তিলাভ করেন বলিয়া আওয়ামী লীগের একটি প্রেস রিলিজে জানা গিয়াছে।

আজাদ
২৬শে এপ্রিল ১৯৬৬
জনাব আতাউর রহমান খান বলেন :
মুজিবের প্রতি সরকারের আচরণে জনগণ সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছে
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকা, ২৫শে এপ্রিল।—পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক উজিরে আলা এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের বিশিষ্ট নেতা জনাব আতাউর রহমান খান অদ্য সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন যে, বিচারের নামে শেখ মুজিবর রহমানকে যেভাবে হয়রানী করা হইতেছে তাহাতে জনগণ সন্তুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। শেখ মুজিবর যেখানেই জনসভায় বক্তৃতা করিয়াছেন সেখানেই সরকার পাকিস্তান দেশরক্ষা আইন এবং নিরাপত্তা আইন বলে তাহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিয়াছেন। এই মামলার দোহাই দিয়া তাহাকে যেরূপভাবে একস্থান হইতে অন্যস্থানে নিয়া যাওয়া হইতেছে তাহা অত্যন্ত নিষ্ঠুর। রাজনৈতিক হয়রানীর ইতিহাসে এইরূপ নিষ্ঠুরতার তুলনা নাই। তিনি বলেন যে, অন্য জেলার একটি মামলার জন্য তাহাকে কোন এক স্থানে থেফতার, মুক্তির আদেশ দিবার পূর্বেই আবার ভিন্ন এক জেলার আর এক মামলার

দরপ্তন পুনরায় থেফতার। পুলিশের সুবিধামাফিক নির্দিষ্ট সময়ের পরোয়া না করিয়া ট্রেনযোগে তাহাকে স্থানান্তরিতকরণ, এইসব ঘটনাদৃষ্টে কমপক্ষে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, ইহা সবই ষড়যন্ত্রমূলক।

জনাব আতাউর রহমান খান বলেন যে, এই সম্পর্কে আমি সরকারকে ইহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া কর্তব্য মনে করি যে, “লাহোর প্রস্তাব ভিত্তিতে পূর্ব আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও দুই অর্থনীতির দাবী এবং পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পূর্ব পাকিস্তানেই রহিয়াছে” এই কঠিন বাস্তবের অনুমোদনদানের দাবী কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তি বা গ্রুপ বা দলের দাবী নয়, এই সকল দাবীই পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র জনগণের প্রাণের দাবী।

তিনি বলেন যে, জনগণের ন্যায্য দাবী-দাওয়া গ্রহণ বা কোন অনুমোদনের পরিবর্তে প্রেসিডেন্ট এবং গবর্নরসহ সরকারের বিভিন্ন মুখপাত্রগণ আমাদিগকে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া চলিয়াছেন; কিন্তু বড়ই কৌতূহলের বিষয় এই যে, তাহারা কেহই তাহাদের সুদীর্ঘ ও শ্রম সাপেক্ষ বিবৃতি ও বেতার ভাষণে কখনও আমাদের দাবীসমূহের কোন প্রকৃত ভুল, অন্যায়, অযৌক্তিক ও বিচ্ছিন্নতাপ্রবণ বলিয়া আখ্যায়িত করিতে পারেন নাই। রাজনৈতিক নেতাদের হয়রানী করা জনগণের দাবী গ্রহণের বিকল্প পথ নয়। ইতিহাসে এইরূপ অসংখ্য নজীর রহিয়াছে যে, জনগণের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষার দাবী নস্যাৎ করিয়া দিতে সরকার বারবারই ব্যর্থ হইয়াছেন।

পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক উজীরে আলা বলেন যে, ক্ষমতাসীন চক্রের স্বেচ্ছাচারী ও অনমনীয় মনোভাবের সম্মুখেও গণতান্ত্রিক শক্তির নেতাদের দায়িত্ব রহিয়াছে। এই দায়িত্ব হইল, এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং তাহাদের অধিকারের দাবী প্রতিষ্ঠা করা। তিনি দেশবাসী বিশেষ করিয়া গণতন্ত্রকামী দল ও সংস্থাসমূহের প্রতি উপরোক্ত দাবীসমূহ আদায় করার জন্য এবং ক্ষমতাসীন চক্রের সকল দুরভিসন্ধি ও স্বেচ্ছাচারী শাসনের কবলমুক্ত হওয়ার জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে ঐক্য স্থাপনের আহ্বান জানান।

Pakistan Observer
26th April 1966
Mujib released on bail

Sheikh Mujibur Rahman, President of the East Pakistan Awami League called on Monday for a ceaseless struggle for the realisation of his party's six-point programme, reports PPA.

He was addressing a crowd which had assembled near the Second Capital to receive him on his arrival by car from Mymensingh after having been released from police custody on bail granted by the District and Sessions Judge, Mymensingh earlier on Monday.

Sheikh Mujib told the crowd that “no amount of torture and coercion” would dampen “our spirit”. “Our struggle would continue,” he declared.

He again described the six-point programme as “the MagnaCarta” and said on it rested the country’s progress and prosperity.”

Dawn

26th April 1966

MNAs AND MPAs SLATE MUJIB’S SIX-POINT PLAN

MONTGOMERY, April 25: Four local MNA’s and MPA’s have criticised and condemned the six- point plan of Mr. Mujibur Rahman.

In a joint statement issued here yesterday they said since the plan is against the integrity and solidarity of Pakistan, patriotic citizen of the country can tolerate it.

The MNA’s further said that during the recent session of the National Assembly in Dacca they had personally met various political and social leaders, besides the common man and found that everybody not only bitterly criticised, Mr. Mujibur Rahman’s six-point plan, but also said that it had no backing at all. The people there did not support this programme, they said.

All the four signatories hailed the new constitution given to the Pakistan Muslim League by President Mohammad Ayub Khan and said it would serve to put the organisation on a more solid footing.

The signatories are: Diwan Ghulam Qutbuddin, MNA, Mian Abdul Haque, MNA, Mian Ghulam Ahmad Maneka, MPA, and Pir Ali Gauhar Chisti MPA. —PPA

Dawn

26th April 1966

MUJIB RELEASED ON BAIL

MYMENSINGH, April 25: Shiekh Mujibur Rahman, President of the East Pakistan Awami League, was released on bail by the District Judge, Mymensingh today.

He was rearrested at Sylhet on April 23 in connection with a case registered against him with the Mymensingh Police. —APP

দৈনিক ইত্তেফাক

২৬শে এপ্রিল ১৯৬৬

ফেনীতে শেখ মুজিবের হয়রানির প্রতিবাদ

ফেনী, ২৫ শে এপ্রিল। — শেখ মুজিবর রহমানের হয়রানীর প্রতিবাদে আজ সমস্ত ফেনী শহর প্রতিবাদমুখর হইয়া উঠে। বিভিন্ন দেওয়াল পত্রিকা ও পথসভার মাধ্যমে ছয়-দফার প্রণেতা শেখ মুজিবের অহেতুক হয়রানির নিন্দা করা হয়। আওয়ামী লীগ কর্তৃক আয়োজিত পথসভায় বক্তৃতা করেন ফেনী মহকুমা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুল হুদা, প্রাক্তন এম, পি, এ, জনাব গাজী আহমদ প্রমুখ। — সংবাদদাতা

দৈনিক ইত্তেফাক

২৬শে এপ্রিল ১৯৬৬

শেখ মুজিবের হয়রানি সম্পর্কে আতাউর রহমান

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান গতকাল (সোমবার) এক বিবৃতি প্রসঙ্গে যেভাবে শেখ মুজিবর রহমানকে বারবার থ্রেফতার, বিভিন্ন স্থানে টানা হেঁচড়া করা হইতেছে, তাহাকে ‘অভিযুক্ত করার নামে নির্যাতন’ আখ্যা দিয়া বলেন যে, ইতিহাসে এই ধরনের রাজনৈতিক নির্যাতনের দৃষ্টান্ত নাই। এই প্রসঙ্গে জনাব আতাউর রহমান বলেন যে, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কোন ব্যক্তি, গ্রুপ বা দল বিশেষের দাবী নয়— ইহা সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানেরই দাবী। জনগণের দাবী মানিয়া লওয়ার পরিবর্তে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উপর নির্যাতন ও হয়রানি কখনই সমাধানের পথ হইতে পারে না বলিয়া উল্লেখ করিয়া জনাব আতাউর রহমান খান বলেন যে, জনগণের গণতান্ত্রিক আশা-আকাংখাকে দাবাইয়া রাখার প্রচেষ্টা যে সফল হয় না, ইতিহাসে তাহার ভূরি ভূরি নজির রহিয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৬শে এপ্রিল ১৯৬৬

‘ছয়-দফার সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে’

শেখ মুজিবের জামিন লাভ : ঢাকা ও ময়মনসিংহে বিপুল সমর্থনা
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (সোমবার) অপরাহ্ন তিনটার দিকে ময়মনসিংহের দায়রা জজ কর্তৃক জামিনে

মুক্তি লাভের পর সন্ধ্যা প্রায় ৭টায় মোটরযোগে ঢাকা উপস্থিত হন। তাঁহার জামিন লাভের সংবাদ পাইয়া পূর্ব হইতেই তেজগাঁও ফার্মগেটে বিপুল জনতা তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য সমবেত হয়। শেখ মুজিবের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে তুমুল হর্ষধ্বনিতে জনতা ও কর্মীগণ তাঁহাকে অভিনন্দন জানায় এবং বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করে।

আওয়ামী লীগ নেতা সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করিয়া ৬-দফা দাবী আদায়ের জন্য অবিরাম সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার আহ্বান জানান। ময়মনসিংহের জেলা ও দায়রা জজ কর্তৃক জামিন মঞ্জুর করার পর শেখ মুজিব গতকাল বিকাল সাড়ে ৩টায় মোটরযোগে ময়মনসিংহ হইতে ঢাকা রওয়ানা হন। জামিন প্রাপ্তির খবরে ঢাকায় বিপুল সাড়া পড়িয়া যায়। জনতা, কর্মী ও নেতৃবৃন্দ বিকাল ৫টা হইতে ফার্মগেটে শেখ মুজিবের আগমন প্রতীক্ষায় রাস্তার দুইপার্শ্বে ফুটপাতে এবং রাস্তার মধ্যবর্তী আইল্যান্ডে অপেক্ষা করিতে থাকে। সন্ধ্যা ৬টা ৫৫ মিনিটে শেখ মুজিবকে লইয়া মোটরটি ফার্মগেটে পৌঁছিলে বিরাট জনতা উল্লাসে ফাটিয়া পড়ে। তাহারা নেতাকে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করে। কর্মী ও জনতার সম্বর্ধনার জবাব দান প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেনঃ অত্যাচার-উৎপীড়ন দিয়া আমাদের দমাইয়া দেওয়া যাইবে না। ৬-দফা আদায়ের সংগ্রাম আমাদের চলিতেই থাকিবে। এই ৬-দফা আদায়ের জন্য তিনি জনসাধারণকে দেশব্যাপী দুর্বীর গণ-আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে আহ্বান জানান। শেখ সাহেব ৬-দফাকে এদেশের মানুষের মুক্তির সনদ বলিয়া অভিহিত করিয়া বলেন যে, দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধি এই ৬-দফার উপর নির্ভর করিতেছে। কয়েকদিন হাজতবাসের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, জনতার দাবী আদায়ের জন্য সারা জীবন তিনি জেলে থাকিতে রাজী আছেন। শেখ সাহেবের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন আহমদ, প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমেন, ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব হাতেম আলী তালুকদার প্রমুখ ঢাকা আসেন। ফার্মগেটে অন্যান্যের মধ্যে জনাব জহিরুদ্দীন, হাফেজ হাবিবুর রহমান, জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ, জনাব আবদুল মালেক উকিল এম, পি এ, জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, খোন্দকার মোশতাক আহমদ, জনাব ওবায়দুর রহমান, হাফেজ মূসা, গাজী গোলাম মোস্তফা প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মী শেখ মুজিবকে অভ্যর্থনা জানান।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৬শে এপ্রিল ১৯৬৬

ময়মনসিংহে জামিন মঞ্জুর : বিপুল সম্বর্ধনা

(স্টাফ রিপোর্টার)

ময়মনসিংহের জেলা ও দায়রা জজ জনাব গোলাম মাওলা গতকাল (সোমবার) আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানের জামিন মঞ্জুর করেন।

জামিনে মুক্তিলাভের পর জেল হইতে শেখ সাহেব বাহিরে আসিলে সেখানে উপস্থিত বিরাট জনতা তাঁহাকে বীরোচিত সম্বর্ধনা জানায় এবং বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করে। জনতা শেখ মুজিব জিন্দাবাদ, ৬-দফা জিন্দাবাদ প্রভৃতি ধ্বনি দিয়া শেখ সাহেবের এবং ৬-দফার প্রতি তাহাদের আন্তরিক সমর্থন জ্ঞাপন করে।

অতঃপর শেখ সাহেব মোটরযোগে ময়মনসিংহ হইতে সরাসরি ঢাকায় আসেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সিলেটের মহকুমা হাকিমের পরোয়ানাবলে গত বৃহস্পতিবার রাতে শেখ মুজিবকে ঢাকায় গ্রেফতার করিয়া ঐ রাতেই তাঁহাকে ট্রেনযোগে সিলেট পাঠানো হয়। সেখানে পরদিন তাঁহাকে মহকুমা হাকিমের এজলাসে হাজির করা হইলে হাকিম তাঁহার জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য করেন।

শনিবার সিলেটের জেলা ও দায়রা জজ শেখ মুজিবের জামিন মঞ্জুর করিলেও পুলিশের হাত হইতে মুক্তি পাওয়ার পূর্বেই ময়মনসিংহের এক মামলার ব্যাপারে তাঁহাকে গ্রেফতার করিয়া ময়মনসিংহ পাঠানো হয়।

গত রবিবার ময়মনসিংহের মহকুমা হাকিমের নিকট শেখ সাহেবের জামিনের আবেদন পেশ করা হইলে তিনি উহা অগ্রাহ্য করেন। অতঃপর গতকাল (সোমবার) ময়মনসিংহের জেলা ও দায়রা জজের এজলাসে জামিনের আবেদন পেশ করিলে উহা মঞ্জুর হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৬শে এপ্রিল ১৯৬৬

আওয়ামী লীগের বরিশাল জনসভা বাতিল

(স্টাফ রিপোর্টার)

আগামী ৫ই মে বরিশালে জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে যে জনসভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, উহা বাতিল করা হইয়াছে। এই জনসভায় পূর্ব

পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতা করার কথা ছিল; কিন্তু মামলার ব্যাপারে তাঁহাকে সিলেটে হাজির থাকিতে হইবে বিধায় তাঁহার পক্ষে ঐ জনসভায় যোগদান করা সম্ভব হইবে না।

Morning News
26th April 1966
Mujib Granted Bail

MYMENSINGH, April 25 (APP): Sheikh Mujibur Rahman, President of East Pakistan Awami League, was released on bail by the District Judge, Mymensingh, today.

He was re-arrested at Sylhet on April 23 in connection with a case registered against him with the Mymensingh Police.

সংবাদ
২৬শে এপ্রিল ১৯৬৬
শেখ মুজিবের জামিনে মুক্তি লাভ

ঢাকা, ২৫শে এপ্রিল (পি,পি,এ)।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান অদ্য তাঁহার দলের ছয়-দফা দাবী বাস্তবায়নের জন্য বিরামহীন সংগ্রাম চালাইবার আহ্বান জানান।

ময়মনসিংহ জেলা ও দায়রা জজ কর্তৃক তাঁহার জামিন মঞ্জুর হওয়ার পর তিনি পুলিশের হেফাজত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মোটরযোগে সরাসরি ঢাকা আগমন করেন। তাঁহার সম্মানার্থ সমবেত ব্যক্তিদের উদ্দেশে ভাষণদানকালে শেখ মুজিবুর রহমান উপরোক্ত আহ্বান জানান।

তিনি সমবেত জনসভার উদ্দেশে বলেন, “কোনরূপ নির্যাতন ও নিপীড়নই আমাদের দাবীকে নস্যাত্ত করিতে পারিবে না। আমাদের সংগ্রাম চলিবে।” ছয়-দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নে সমগ্র দেশব্যাপী শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করার জন্য তিনি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

শেখ মুজিবুর রহমান ছয়-দফা কর্মসূচীকে দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নতির ক্ষেত্রে “মুক্তি সনদ” বলিয়া উল্লেখ করেন।

উল্লেখযোগ্য যে, অদ্য সকালে ময়মনসিংহের জেলা ও দায়রা জজ শেখ মুজিবুর রহমানের জামিন মঞ্জুর করেন। জেলগেটে আওয়ামী লীগ নেতাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য সহস্র সহস্র জনতা প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। তিনি মুক্তি পাওয়ার পর তাঁহাকে মাল্যভূষিত করা হয় এবং বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

প্রকাশ, পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সের ৪৭ (৩), ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের ১৫৩ (এ) এবং পাকিস্তান রক্ষা আইনের ৪৭ (৫) ধারাবলে সিলেটে শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। সিলেট হইতে তাঁহাকে ময়মনসিংহ জেলে স্থানান্তর করা হইয়াছিল।

সংবাদ
২৬শে এপ্রিল ১৯৬৬
আতাউর রহমান খানের প্রতিবাদ

জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের অন্যতম নেতা ও সাবেক মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান গতকল্য (সোমবার) সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানকে অভিযোগের নামে যেভাবে হয়রানি করা হইতেছে উহাতে দেশের জনসাধারণ স্তম্ভিত হইয়াছে। জনসভায় বক্তৃতা দানের অভিযোগে পাকিস্তান রক্ষা আইন ও জননিরাপত্তা আইন বলে সরকার তাঁহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাকে স্থান হইতে স্থানান্তর করণের যে পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে, উহা অতিশয় পরিতাপজনক। রাজনৈতিক নির্যাতনের ইতিহাসে উহা নজীরবিহীন।

তিনি বলেন, একটি জেলায় শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইতেছে, উক্ত মামলায় জামিন হওয়ার পূর্বেই অপর এক জেলায় তাঁহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইতেছে। পুলিশ স্বেচ্ছা মোতাবেক এক জেলা হইতে অপর জেলায় তাঁহাকে স্থানান্তরের যে পদ্ধতি অবলম্বন করিতেছে উহা ষড়যন্ত্রমূলক বলিয়া অনুমিত হয়।

এহেন পরিস্থিতিতে জনাব আতাউর রহমান খান সরকারকে স্মরণ করাইয়া দেন এবং বলেন যে, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দান, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে নির্বাচিত পার্লামেন্টারী সরকার কায়েম, দুই অর্থনীতি এবং পূর্ব পাকিস্তানীদের উপর পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করিতে হইবে। ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষ বা দলের দাবী নহে— ইহা সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দাবী। উক্ত ন্যায় দাবী পূরণ না করিয়া প্রেসিডেন্ট ও গভর্ণর সহ সরকারী মুখপাত্রেরা আমাদেরকে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী বলিয়া অভিহিত করার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার দীর্ঘ বিবৃতি-বক্তৃতায় আমাদের দাবীসমূহের একটিকেও অযৌক্তিক অথবা অন্যায্য প্রমাণ করিতে সমর্থ হন নাই। জনসাধারণের ন্যায় দাবী পূরণ না করিয়া রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উপর নির্যাতন চালান যুক্তিযুক্ত নহে। কোনরূপ নির্যাতনই জনসাধারণের ন্যায় দাবী বানচাল করিতে পারিবে না বলিয়া জনাব খান উল্লেখ করেন।

অবশেষে তিনি শাসক মহলের নির্যাতনমূলক কার্যের মোকাবেলায় দেশের গণতান্ত্রিক শক্তির নেতৃত্বদকে ঐক্যবদ্ধভাবে দণ্ডায়মানের আহ্বান জানান। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে পরাভূত করিয়া দেশবাসীর গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় অদ্য দেশবাসী-বিশেষ করিয়া গণতান্ত্রিক দলসমূহকে দেশব্যাপী ঐকবদ্ধ আন্দোলন শুরু করার জন্য জনাব আতাউর রহমান খান আবেদন জানান।

দৈনিক পয়গাম

২৬শে এপ্রিল ১৯৬৬

শেখ মুজিবকে জামিনে মুক্তি দান

মোমেনশাহী, ২৫শে এপ্রিল।— মোমেনশাহীর জেলা জজ অদ্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানকে জামিনে মুক্তিদান করিয়াছেন।—এ, পি, পি।

দৈনিক পয়গাম

২৬শে এপ্রিল ১৯৬৬

মুজিবের ধৃষ্টতায় পার্বতীপুরের জনগণের বিস্ময় প্রকাশ (টেলিফোনে প্রাপ্ত)

পার্বতীপুর, ২৫শে এপ্রিল।— কেন্দ্রীয় যোগাযোগ উজির খান আবদুস সবুর গত ৬ই এপ্রিল পার্বতীপুর জনসভায় ভাষণদানকালে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে সম্মানহানিকর কথা বলিয়াছেন বলিয়া শেখ মুজিবরের-পক্ষ হইতে খান সবুরের প্রতি যে উকিলের নোটিশ দেওয়া হইয়াছে, স্থানীয় জনসাধারণ তাহাতে বিস্ময় প্রকাশ করে।

এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক যুক্ত বিবৃতিতে প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য জনাব কামরুজ্জামান, জনাব সাহাব-দীন শাহ, ও জনাব আবু আলম বলেন, যে, খান সবুর জনসভায় ভাষণদানকালে কেবলমাত্র ২১ দফা, ৭ দফা ও ৬ দফারই সমালোচনা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ শেখ মুজিব সম্পর্কে কোন কথা বলাতো দূরের কথা, তাহার নামও উচ্চারণ করেন নাই।

অপরপক্ষে শেখ মুজিব তাহার পার্বতীপুর জনসভায় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব, গভর্নর মোনয়েম, খান সবুর ও অন্যান্য সরকারী নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করিয়াছিলেন এবং মানহানির মামলা তাঁহার বিরুদ্ধেই উত্থাপন করা উচিত।

তাঁহারা শেখ মুজিবের এহেন ধৃষ্টতার তীব্র নিন্দা করেন।

দৈনিক পাকিস্তান

২৬ শে এপ্রিল ১৯৬৬

ময়মনসিংহে শেখ মুজিবের জামিনে মুক্তিলাভ

ময়মনসিংহ, ২৫ শে এপ্রিল (এপিপি)।— ময়মনসিংহের জেলা জজ অদ্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানকে জামিনে মুক্তি দেন।

ময়মনসিংহ পুলিশের নিকট দায়েরকৃত একটি মামলার সহিত জড়িত থাকার দায়ে গত ২৩ শে এপ্রিল সিলেটে তাঁহাকে পুনরায় গ্রেফতার করা হইয়াছিল।

সংগ্রামের আহ্বান

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান তাঁহার দলের ৬-দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য বিরামহীন সংগ্রাম চালাইবার আহ্বান জানান।

ময়মনসিংহের জেলা জজ কর্তৃক জামিনে মুক্তিদানের পর মোটরযোগে ময়মনসিংহ হইতে ঢাকা আগমনকালে দ্বিতীয় রাজধানীর নিকটে যে জনতা তাঁহাকে সম্বর্ধনা জানায় তাহাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “কোনও নির্যাতন-নিপীড়নে আমাদের মনোবল বিনষ্ট হইবে না। আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে।”

পিপিএ পরিবেশিত এই সংবাদে বলা হয়, আওয়ামী লীগ নেতা ৬-দফা দাবী পূরণের জন্য দেশের সর্বত্র শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালাইবার আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, ৬-দফা দেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির সনদ।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৭শে এপ্রিল ১৯৬৬

শেখ মুজিবকে হয়রানির নিন্দা

কুমিল্লা, ২৫ শে এপ্রিল।— কুমিল্লা জেলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জনাব আহমদ আলী এক বিবৃতিতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমানের উপর সাম্প্রতিক সরকারী হয়রানির গভীর নিন্দা করিয়া বলেন যে, ইহার পরিণতির জন্য সরকারকেই দায়ী হইতে হইবে।

তিনি বলেন, সরকারের উপলব্ধি করা উচিত যে, কোন প্রকার হয়রানিই জনগণের প্রকৃত দাবী-দাওয়ার কঠোরোধ করিতে পারিবে না। জনগণ তাহাদের দাবী আদায়ের জন্য কৃতসঙ্কল্প বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৭শে এপ্রিল ১৯৬৬
কুমিল্লায় আওয়ামী লীগের জনসভা
(নিজস্ব সংবাদদাতা)

কুমিল্লা, ২৫শে এপ্রিল।- আগামী ২৯শে এপ্রিল কুমিল্লা জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ৬-দফার সমর্থনে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে। শেখ মুজিবর রহমান উক্ত সভায় বক্তৃতা করিবেন। বর্তমানে সভার ব্যাপক প্রস্তুতি চলিতেছে। এই উপলক্ষে দলীয় কর্মী ছাড়াও স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক কর্মতৎপরতা দেখা দিয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, শেখ মুজিবর রহমানকে অযথা হয়রানির প্রতিবাদে গত রবিবার হইতে এখানে পথসভা শুরু হইয়াছে। ইহাছাড়া একটি বিক্ষোভ মিছিলেরও প্রস্তুতি চলিতেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৭শে এপ্রিল ১৯৬৬
শেখ মুজিবের সফরসূচী
(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান আগামী ২৯শে এপ্রিল ভোরে মোটরযোগে কুমিল্লা রওয়ানা হইবেন। তিনি ঐদিন সকাল ১০টায় কুমিল্লায় আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলনে উপস্থিত থাকিবেন এবং বিকালে জনসভায় বক্তৃতা দানের পর ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন। শেখ মুজিব আগামী ৫ই মে ট্রেনযোগে সিলেট যাইবেন এবং ৬ই মে সিলেটে মামলার ব্যাপারে আদালতে হাজির থাকিবেন। সিলেট হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পর ৭ই মে ভোরে মোটরযোগে ময়মনসিংহ রওয়ানা হইবেন এবং সেইদিন মামলার ব্যাপারে আদালতে হাজির থাকিবেন।

আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্ট আগামী ১১ই মে রকেটযোগে বরিশাল রওয়ানা হইবেন এবং ১২ই মে বরিশালে জনসভায় বক্তৃতা দান করিবেন। শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমেন, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী এম, এন, এ, খন্দকার মোশতাক আহমদ ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতা কুমিল্লা ও বরিশাল সফর করিবেন।

আজাদ
২৯শে এপ্রিল ১৯৬৬
৮ই মে আওয়ামী লীগের বৈঠক
(স্টাফ রিপোর্টার)

আগামী ৮ই মে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যকরী সংসদের সভা ঢাকায় প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানের বাসভবনে অনুষ্ঠিত হইবে। সভায় পূর্ব পাকিস্তানের খাদ্য পরিস্থিতি এবং দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে।

আজাদ
২৯শে এপ্রিল ১৯৬৬
শেখ মুজিবের কুমিল্লা যাত্রা
(স্টাফ রিপোর্টার)

কুমিল্লায় আওয়ামী লীগের কর্মী সম্মেলন ও জনসভায় ভাষণদানের জন্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শেখ মুজিবর রহমান আজ শুক্রবার সকালে কুমিল্লা রওয়ানা হইতেছেন। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দও একসঙ্গে কুমিল্লা রওয়ানা হইতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

আজাদ
২৯শে এপ্রিল ১৯৬৬
খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে শেখ মুজিব

ঢাকা, ২৮শে এপ্রিল।- পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এক বিবৃতিতে প্রদেশের বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য অবিলম্বে বাধ্যতামূলক রেশনিং প্রবর্তন, টেষ্ট রিলিফের ব্যবস্থা ও লেভীতে সংগৃহীত খাদ্য বাজারে ছাড়িবার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি দেশের বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতিকে দুর্ভিক্ষ বলিয়া অভিহিত করেন।

সংবাদপত্রে প্রদত্ত উপরোক্ত বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, প্রদেশের খাদ্য পরিস্থিতি এমন চরম আকার ধারণ করিয়াছে যে, এই ঢাকা শহরেও প্রতি মণ চাউল ৪০ টাকার উর্ধ্বে বিক্রয় হইতেছে।

সম্প্রতি প্রদেশে ব্যাপক সফরের অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি বলেন যে, লেভীর মাধ্যমে অতিরিক্ত ধান আদায়ের ফলে কোন কোন বাজারে বর্তমান চাউল পাওয়াই যাইতেছে না। লেভীর মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট হইতে অতিরিক্ত ধান আদায় করিয়া লওয়ার ফলে স্থানীয় বাজারসমূহ আজ চাউলশূন্য হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

জনসাধারণের চাহিদা অনুযায়ী বাজারে যাহাতে অবাধে চাউল বিক্রয় হইতে পারে সেই ব্যাপারে সরকার কোন বিকল্প ব্যবস্থাই করেন নাই বলিয়া শেখ মুজিব অভিযোগ করেন।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, বাধ্যতামূলক লেভীর মাধ্যমে ধান আদায় অবশ্যই বাধ্যতামূলক রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া পূরণ করা উচিত। আওয়ামী লীগ নেতা আরো বলেন যে, ক্ষতিকর পাটনীতির ফলে জনসাধারণ পাটের ন্যায্যমূল্য লাভে বঞ্চিত হওয়ায় এবং সমস্ত উন্নয়ন কার্য সাময়িকভাবে পরিত্যক্ত হওয়ার ফলে যে বেকার সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে জনসাধারণ আজ চাউল ক্রয়ের ক্ষমতা হারাইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত বিড়ি প্রস্তুতে টেঙাপাতার ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া অর্ডিন্যান্স জারী করার ফলে এই প্রদেশের ৭ লক্ষ বিড়ি শ্রমিককেও আজ বেকার জীবনের দুর্বিষহ যাতনা ভোগ করিতে হইতেছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান অত্যন্ত আফসোস করিয়া বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে উপর্যাপুরি প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরেও সরকার সার্টিফিকেটের মাধ্যমে কর ও অন্যান্য শুল্ক অব্যাহত গতিতে আদায় করিতেছেন।

অনাবৃষ্টির ফলে বোরো ফসলেরও মারাত্মক ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। প্রদেশের চরম অর্থনৈতিক দুরবস্থার মোকাবেলার জন্য সরকার এ পর্যন্ত পরিকল্পিত উপায়ে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেন নাই বলিয়া শেখ মুজিব উল্লেখ করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৯শে এপ্রিল ১৯৬৬

আজ শেখ মুজিবের কুমিল্লা সফর

(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান, সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমেন, খোন্দকার মোশতাক আহমদ এ্যাডভোকেট, জনাব রফিকুল হোসেন, জনাব এম, এ, রব এ্যাডভোকেট ও জনাব সিরাজুল হক এ্যাডভোকেট সমভিব্যাহারে আজ (শুক্রবার) ভোরে কুমিল্লা রওয়ানা হইবেন। তাঁহারা আজ সকাল ১০টায় কুমিল্লায় আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলন এবং বিকাল ৪টায় এক জনসভায় বক্তৃতা দান করিবেন। নেতৃবৃন্দ আজ রাতেই ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী এম, এন, এ, শ্রম সম্পাদক জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী এবং চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সম্পাদক জনাব এম, এ, আজিজও এই জনসভায় বক্তৃতাদান করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৯শে এপ্রিল ১৯৬৬

খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে শেখ মুজিবঃ

সঙ্কট মোকাবিলার জন্য পূর্ণাঙ্গ রেশনিং দাবী

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (বৃহস্পতিবার) এক বিবৃতিতে প্রদেশের ‘প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থা’ মোকাবিলার জন্য অবিলম্বে পূর্ণ রেশনিং প্রবর্তন, টেষ্ট রিলিফের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং লেভী মূল্যে গুদামজাত সরকারী খাদ্যশস্য ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য দাবী জানান। শেখ সাহেব বলেন, খাদ্য পরিস্থিতির এতই অবনতি সাধিত হইয়াছে যে, এমন কি ঢাকাতেও চাউলের মূল্য মণপ্রতি চল্লিশ টাকার উর্ধ্বে। আওয়ামী লীগ সভাপতি সম্প্রতি প্রদেশের অভ্যন্তরে ব্যাপক সফর শেষ করিয়াছেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, কোন কোন স্থানে বাজারে চাউল পাওয়া যাইতেছে না, ইহা লেভী ব্যবস্থাদীনে ধান সংগ্রহেরই পরিণতি। লেভী ব্যবস্থায় জনসাধারণের নিকট হইতে উদ্ধৃত ধান সংগ্রহের ফলে বর্তমানে স্থানীয় বাজার প্রায় ধান-চাউল শূন্য হইয়া গিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে শেখ সাহেব আরও বলেনঃ বাধ্যতামূলক লেভীর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেশে অবশ্যই বাধ্যতামূলক রেশনিং প্রবর্তন করিতে হইবে। আওয়ামী প্রধান বলেনঃ জনসাধারণ তাহাদের ক্রয়ক্ষমতা হারাওয়া ফেলিয়াছে। কারণ পাট নীতির ব্যর্থতার দরুন চাষীর পাটের ন্যায্যমূল্য পায় নাই। তদুপরি উন্নয়ন কাজ স্থগিত রাখার ফলে গুরুতর বেকার সমস্যা দেখা দিয়াছে। অন্যদিকে সাতলক্ষ বিড়ি শ্রমিক বিড়িপাতা অভিন্যাসের দরুন কর্মসংস্থান হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। শেখ মুজিব বলেন, পূর্ব পাকিস্তান একের পর এক প্রতি বৎসরই প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকারে পরিণত হইতেছে। এই অবস্থাতেও সরকার সার্টিফিকেট জারির মাধ্যমে ভূমি রাজস্বসহ অন্যান্য বকেয়া প্রাপ্য উসুল করিতেছেন। তিনি বলেন, অনাবৃষ্টির দরুন বর্তমান বৎসরে বোরো ফসল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তিনি অভিযোগ করেন যে, সরকার এই পর্যন্ত পরিকল্পিত পদ্ধতিতে ভয়াবহ অর্থনৈতিক সঙ্কট মোকাবিলায় অগ্রসর হন নাই। - পি,পি,এ

সংবাদ

২৯শে এপ্রিল ১৯৬৬

খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্ক শেখ মুজিব

লেভীর দামে মওজুদ সরকারী খাদ্যশস্য বাজারে ছাড়ার আহ্বান

ঢাকা, ২৮শে এপ্রিল (পি,পি,এ)।- পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান অবিলম্বে বাধ্যতামূলক রেশনিং ব্যবস্থা, সরকারী খয়রাতি সাহায্য চালু করা এবং পূর্ব পাকিস্তান প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থার মোকাবিলায় লেভীদানে মওজুদ সরকারী খাদ্যশস্য ছাড়ার জন্য অদ্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

অদ্য সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, দেশের খাদ্য পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটিয়াছে, এমনকি ঢাকা শহরেই প্রতিমণ চাউলের মূল্য চল্লিশ টাকা ছাড়াইয়া গিয়াছে।

সম্প্রতি প্রদেশে এক ব্যাপক সফরান্তে তিনি বলেন, লেভীর জন্য প্রদেশের কতিপয় বাজারে চাউল আদৌ পাওয়া যায় না। তিনি বলেন, লেভীর মাধ্যমে জনসাধারণের উদ্ধৃত্ত খাদ্যশস্য আদায়ের ফলে স্থানীয় বাজারগুলি প্রায় চাউল শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। অথচ বাজারে চাহিদা পূরণের জন্য সরকার কোনরূপ বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, লেভীর সঙ্গে সঙ্গে বাধ্যতামূলক রেশনিং ব্যবস্থাও চালু করা উচিত।

তিনি বলেন, বর্তমান অগ্নিমূল্য প্রদানের ক্ষমতা জনসাধারণ ছারাওয়া ফেলিয়াছে, কেননা সরকারের বর্তমান পাটনীতির জন্য জনসাধারণের হাতে পয়সা নাই। ইহাছাড়া, সরকারের সমস্ত উন্নয়ন কার্য স্থগিত থাকার জন্য এবং

ব্যাপক বেকার সমস্যার জন্য সর্বোপরি জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা চরমে পৌছিয়াছে।

ইহা ছাড়া বিড়ি তৈয়ারীর জন্য টেঙাপাতার ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণার ফলে সাত লক্ষ বিড়ি শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িয়াছে। ইহার উপর আবার নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিধ্বস্ত পূর্ব পাকিস্তানের নিকট হইতে আনা সার্টিফিকেটের মাধ্যমে সরকার খাজনা ও অন্যান্য বকেয়া আদায় করিতেছেন বলিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এ বছর অনাবৃষ্টির জন্য বোরো ফসল বিনষ্ট হইয়াছে। তিনি অভিযোগ করেন যে, সুপারিকল্পিত উপায়ে সরকার কখনও অর্থনৈতিক সংকটের সমাধানের চেষ্টা করেন নাই।

আজাদ

৩০শে এপ্রিল ১৯৬৬

কুমিল্লার জনসভায় শেখ মুজিব বলেন

৬-দফাই দেশবাসীর মুক্তি সনদ

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

কুমিল্লা, ২৯শে এপ্রিল।- অদ্য স্থানীয় টাউন হল ময়দানে এক বিরাট জনসভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শেখ মুজিবর রহমান দৃষ্টকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, ৬-দফাই প্রদেশবাসীর একমাত্র মুক্তি সনদ। তাহাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার অর্জন করিতে হইলে ৬-দফার বাস্তবায়নের দ্বারাই তাহা সম্ভবপর হইবে।

জনতার বিপুল করতালির মধ্যে তিনি ঘোষণা করেন যে, এই ৬-দফা প্রস্তাব কার্যকরী করা হইলে তাহা দেশের উভয় অংশের মধ্যকার ঐক্য ও ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়া তুলিবে। এবং ইহার ফলে উভয় প্রদেশের মধ্যে সকল ভুল বুঝাবুঝির অবসান হইবে।

জনাব আবদুর রহমান খান সভায় সভাপতিত্ব করেন। ১৯৬২ সালের পর কুমিল্লার কোন সভায় এত বৃহৎ জনসমাবেশ ঘটে নাই।

দৈনিক ইত্তেফাক

৩০শে এপ্রিল ১৯৬৬

৬-দফার প্রতি গণ-সমর্থন আমাকে সাহস দিয়াছে

কুমিল্লার বিরাট জনসভায় শেখ মুজিবের বক্তৃতা

(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (শুক্রেবার) কুমিল্লা টাউন হল ময়দানে একবিরাট জনসমাবেশে ঘোষণা করেন যে, ৬-দফাই আমাদের একমাত্র মুক্তির পথ।

কুমিল্লার বিরাট জনসমাবেশে আওয়ামী লীগ প্রধান আরও ঘোষণা করেন যে, ৬-দফা দুর্বল নয় পাকিস্তানের ভিত্তি আরও শক্তিশালী ও মজবুত করিবে। জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, ৬-দফার ব্যাপারে আপনারা যে সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহা আমাকে আরও সাহস দান করিয়াছে। আপনাদের সমর্থন ও সহযোগিতা পাইলে নির্যাতন ও জেল-জুলুম কোন কিছুতেই আমি ভয় করি না। শহর ছাড়াও কুমিল্লা জেলার দূরাঞ্চল নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলা হইতে বহুলোক উক্ত সভায় যোগদান করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আবদুর রহমান খান।

শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতার সময়-বিশেষ করিয়া ৬-দফার দফাওয়ারী ব্যাখ্যা দানকালে জনগণের মধ্য হইতে ঘন ঘন করতালি ও উহার সমর্থনে ধ্বনি উত্থিত হয়। আওয়ামী লীগ প্রধান সদলবলে মোটরযোগে ঢাকা হইতে কুমিল্লা পৌঁছিলে তাঁহাকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। কুমিল্লার ইতিহাসে এই ধরনের সম্বর্ধনার দৃষ্টান্ত বিরল।

শেখ মুজিবুর রহমানের পৌছার বহু পূর্বেই প্রায় ১০ হাজার লোক ৬-দফার দাবী সম্বলিত পোষ্টার ও ফেট্টুন ইত্যাদিসহ ঢাকা-চট্টগ্রাম রোডে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। বেলা ১০ টায় শেখ মুজিবুর রহমান পৌছার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত জনতার তুমুল জিন্দাবাদ ধ্বনিতে কুমিল্লা শহর কাঁপিয়া উঠে। প্রায় এক মাইল দীর্ঘ শোভাযাত্রা সহকারে শেখ মুজিবুর রহমানকে টাউন হলে কর্মী সমাবেশে লইয়া যাওয়া হয়। ঢাকা হইতে কুমিল্লা যাওয়ার পথে বিভিন্ন স্থানে শেখ মুজিবুর রহমানকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ৬-দফার দাবী সম্বলিত পোষ্টার-ফেট্টুনসহ জনসাধারণ পথিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকে। পথিপার্শ্বে কয়েক স্থানে শেখ মুজিবুর রহমানকে জনতার অনুরোধে বক্তৃতা করিতে হয় এবং তজ্জন্য কুমিল্লা পৌছিতে তাঁহার বিলম্ব হয়।

সভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ ঘোষণা করেন যে, ৬-দফা আদায়ের জন্য নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম চলিতে থাকিবে।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট নেতা জনাব রফিকুল হোসেন ৬-দফার সমর্থনে বলেন, ৬-দফা লাহোর প্রস্তাব ও বিগত ১৮ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। উহা জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের হাতিয়ার। এতদ্ব্যতীত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমিন, এডভোকেট জনাব আবদুর রব, চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ জেলা সম্পাদক জনাব এম, এ, আজিজ প্রমুখ সভায় বক্তৃতা করেন।

পূর্বাহ্নে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান কুমিল্লা টাউন হলে জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে আগত ৩ সহস্রাধিক কর্মীর এক সমাবেশে বক্তৃতা করেন।

Dawn

1st May 1966

Mujib's 6-point plan condemned

SUKKUR, April 30: Mir Riyasat Ali President, District Muslim League, yesterday condemned the six-point formula of Mr. Mujibur Rahman and said these points were meant to weaken the country. Nothing is more important to the nation than unity, sovereignty, solidarity, and stability of Pakistan, he emphasised.

He said no country could achieve these objectives unless its people themselves as one in every respect and in every sphere of life. To achieve this, he said, the nation had given the verdict in favour of the presidential form of Government.

This system, he said, was "meaningless without unitary form of government in which the Central Cabinet would be headed by the President and both the Wings would be the administrative units headed by Governors. —PPA.

দৈনিক ইত্তেফাক

১লা মে ১৯৬৬

৬-দফার বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধ হোন

বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত জনসভায় নেতৃবৃন্দের আহ্বান

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

বরিশাল, ২২শে এপ্রিল। — পটুয়াখালী মহকুমা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ৬-দফার সমর্থনে স্থানীয় টাউন হলে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা অপরাহ্ন ৪টায় শুরু হইয়া রাত্র সাড়ে ৮টা পর্যন্ত চলে। সভায় সভাপতিত্ব করেন বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ মালেক। সভায় বিপুল জনসমাগম হয়। এই বিরাট জনসভায় বক্তৃতা দান করেন জেলা আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডাঃ আজহার উদ্দীন আহমদ এম, পি, এ, জেলা আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব নূরুল ইসলাম (মঞ্জুর) ও পটুয়াখালী আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জনাব আবদুল আজিজ খোন্দকার।

জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডাঃ আজহার উদ্দীন আহমদ বলেন যে, বর্তমান শাসন পদ্ধতিতে জনসাধারণের বক্তব্যের কোনই মূল্য নাই, এমনকি সরকার ও মন্ত্রীদেও একই অবস্থা। মন্ত্রীদের জনসাধারণের মতামতের প্রতি কোন দায়িত্ব নাই।

তিনি আরও বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে পুনঃ পুনঃ ঘূর্ণিঝড়ের ব্যাপারে সরকার অদ্যাবধি কোন স্থায়ী বা কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। ৬-দফার বাস্তবায়নে তিনি জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। জনাব নূরুল ইসলাম (মঞ্জুর) তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি ৬-দফার বাস্তবায়নের মাধ্যমেই নিহিত রহিয়াছে। ৬-দফা পাকিস্তানের ‘ম্যাগনাকার্টা’ স্বরূপ বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, যত শক্তিশালী হউক না কেন, কোন সরকারই জনসাধারণের দাবী দাবাইয়া রাখিতে পারে না। ৬-দফা দাবী বাস্তবায়নে তিনি জাতীয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। সভাপতির ভাষণে জনাব মালেক ৬-দফার দাবীতে পর্বতের ন্যায় অটল থাকার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। পটুয়াখালী আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব কাশেম আলী সভায় কতিপয় প্রস্তাব পাঠ করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হয়।

লালমনির হাট জনসভায় সংকল্প প্রকাশ

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

লালমনিরহাট, ২৮শে এপ্রিল।— রংপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ডাঃ আবদুল হামিদের সভাপতিত্বে এবং লালমনিরহাট লীগের উদ্যোগে গত ২৫শে এপ্রিল এখানে অনুষ্ঠিত সভায় বিভিন্ন বক্তা বর্তমান সরকারের অগণতান্ত্রিক নীতির সমালোচনা করিয়া বলেন যে, ৬-দফা পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচা-মরার দাবী যে-কোন মূল্যের বিনিময়ে এই দাবী আদায় করিতেই হইবে।

সভায় ৬-দফা আদায়ের সংকল্প শেখ মুজিবুর রহমানের অহেতুক হয়রানির নিন্দা, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ ও টেঙাপাতা অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহারের দাবী জানাইয়া কতিপয় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সভায় রংপুর জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব নূরুল হক এডভোকেট; জেলা সহ-সম্পাদক জনাব আবুল হোসেন, জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব কামরুজ্জামান প্রমুখ অনেকে বক্তৃতা করেন।

কর্মী সম্মেলন

এখানে আওয়ামী লীগের এক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মী সম্মেলনে লালমনিরহাট থানার প্রত্যেক ইউনিয়ন হইতে বহু সংখ্যক আওয়ামী লীগ কর্মী যোগদান করেন। কর্মী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন রংপুর জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব নূরুল হক এডভোকেট। বক্তৃতা করেন, জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব কামরুজ্জামান, রংপুর জেলা আওয়ামী

লীগ সহ-সভাপতি জনাব ডাঃ আবদুল হামিদ, জেলা সহ-সম্পাদক এবং লালমনিরহাট থানা সম্পাদক জনাব আবুল হোসেন এবং বড় বাড়ি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব রফিকউল্লাহ মুসী। সভায় আওয়ামী লীগের ৬-দফার বাণী ঘরে ঘরে পৌছাইয়া দেওয়ার জন্য কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান হয়। কর্মী সম্মেলনে আওয়ামী লীগ কর্মীগণ ৬-দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং ৬-দফার বাস্তব রূপায়ণের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১লা মে ১৯৬৬

কনভেনশনীর তিন দফা

সুক্রর, ২৯শে এপ্রিল।— সুক্রর জেলা মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট মীর রিয়াসত আলী বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য ও সংহতি অর্জনের কার্যকরী ব্যবস্থা হিসাবে একটি ৩-দফা কর্মসূচীর প্রস্তাব করেন। এই ৩-দফা কর্মসূচী হইল এককেন্দ্রিক সরকার, একমাত্র জাতীয় ভাষা আরবী ও একটি মাত্র বিরোধী দল।

আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতাকালে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, তাঁহার এই কর্মসূচীর মাধ্যমে অতৃপ্ত রাজনীতিকদের ৬-দফা বা ৭-দফা কর্মসূচীকে সহজেই ঘায়েল করা যাইবে।

তিনি বলেন, শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ৬-দফা প্রস্তাব প্রণয়ন করিয়া উপকারই করিয়াছেন; কেননা এই প্রস্তাব জাতীয় ঐক্য ও দেশের সংহতি বিনষ্টকারীদের প্রচেষ্টা সম্পর্কে দেশবাসীকে হুঁশিয়ার করিয়া দিয়াছে। এই সকল প্রচেষ্টাকে অন্ধুরেই বিনষ্ট করিয়া দেওয়ার এখন সময় হইয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের প্রতি জনমতের সমর্থন রহিয়াছে এবং তিনি তাঁহার বর্তমান ক্ষমতাবলে এই ৩-দফা প্রস্তাব বাস্তবায়িত করিলে বিচ্ছিন্নতা ও আঞ্চলিকতাবাদীদের স্বপ্ন চিরতরে ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে।— এ, পি, পি

দৈনিক ইত্তেফাক

১লা মে ১৯৬৬

কুমিল্লার জনসভার অবশিষ্ট বিবরণ

কুমিল্লার মহতী সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে (আংশিকভাবে গতকল্য প্রকাশিত) জনাব শেখ মুজিবুর রহমান খাদ্য ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ক্রমাবনতি ও ভয়াবহতা

সম্পর্কে সরকারকে হুঁশিয়ার করিয়া দেন ও সত্বর উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবী জানান। দেশের সাত লক্ষ বিড়ি শ্রমিক, অসংখ্য জাহাজী শ্রমিক ও অন্যান্য শ্রমিক সম্প্রদায়ের সমস্যাটির প্রতি সরকারী উদাসীনতার তিনি তীব্র নিন্দা করেন। পরিশেষে তিনি দৃষ্টকণ্ঠে জনতার মুহূর্ত্ত করতালির মধ্যে ঘোষণা করেন যে, তাঁর ৬-দফা দাবী পাকিস্তানের দশ কোটি মানুষেরই মুক্তি সনদ। সরকারী জেল-জুলুম ও নির্যাতন তাঁহাকে বা জনতার এ উদ্দাম তরঙ্গকে রুখিতে পারিবে না। আল্লার রহমতে জনতার অন্যান্য দাবীর মত তাঁহাদের এ মৌলিক দাবীও অচিরেই বাস্তবায়িত হইবে।

সভায় বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ জনাব খন্দকার মোশ্তাক আহমদ, নূরুল ইসলাম চৌধুরী, জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী এম-এন-এ চট্টগ্রাম হইতে জনাব আমিনুল ইসলাম চৌধুরী এম-এন-এ, জনাব জহুর হোসেন চৌধুরী, জনাব এম, এ, আজিজ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ফেনী হইতে মৌলানা আবদুল ওয়াহাব ও অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ সভায় যোগদান করেন। সভাশেষে শেখ সাহেব অন্যান্য নেতা সমভিব্যাহারে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। সভায় পূর্ব পাকিস্তানীদের বাঁচা-মরার দাবী ৬-দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন এবং প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতার বিরুদ্ধে গৃহীত সরকারের নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা ও হয়রানির তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

১লা মে ১৯৬৬

৫ই মে রাত্রে শেখ মুজিবের সিলেট যাত্রা

(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমিন, কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী ও সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী এম, এন, এ, সমভিব্যাহারে আগামী ৫ই মে রাত্রে সুরমা মেলযোগে সিলেট রওয়ানা হইবেন। ৬ই মে শেখ সাহেব সিলেটের এস, ডি, ও'র আদালতে স্বীয় মামলায় হাজির থাকিবেন। ৬ই মে বিকাল ৪টায় শেখ মুজিব ও অন্যান্য নেতা সিলেটে একটি জনসভায় বক্তৃতাদান করিবেন। শেখ মুজিব ৭ই মে সুরমা মেলযোগে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন।

নারায়ণগঞ্জে জনসভা

শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতা আগামী ৮ই মে বিকাল ৪টায় নারায়ণগঞ্জ, ২২শে মে নরসিংদীতে এবং ২৫শে মে নয়রহাটে (সাভার) জনসভায় বক্তৃতাদান করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১লা মে ১৯৬৬

৪ঠা জুন গফরগাঁওয়ে আওয়ামী লীগের জনসভা

(স্টাফ রিপোর্টার)

গফরগাঁও থানা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, খাদ্যদ্রব্যসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য হ্রাস প্রভৃতি দাবীতে আগামী ৪ঠা জুন (শনিবার) ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁওয়ে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমেন, সাংস্কৃতিক সম্পাদক জনাব ওবায়দুর রহমান, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শামসুল হক এবং ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব রফিকুদ্দিন ভূঁইয়া এই জনসভায় বক্তৃতা করিবেন।

Dawn

2nd May 1966

Mujib's to address public meeting at Sylhet

DACCA, May 1: Sheikh Mujibur Rahman, President of the East Pakistan Awami League, will address a public meeting at Sylhet on May 6 after attending the court there in connection with case against him.

According to a party Press release, Sheikh Mujib, accompanied by other office-bearers of his party will leave for Sylhet by train on May 5. —PPA.

দৈনিক ইত্তেফাক

২রা মে ১৯৬৬

‘শেখ মুজিব নিপীড়িত জনগণের স্বার্থকেই তুলিয়া ধরিয়ছেন’

করাচী আওয়ামী লীগ নেতা কর্তৃক সরকারী নীতির সমালোচনা

করাচী, ১লা মে। - করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আহসান আহমদ আলতামাশ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রধান

শেখ মুজিবর রহমানকে যেভাবে হয়রানী করা হইতেছে তাহার সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, ইহাতে শাসক গোষ্ঠির দেউলিয়াপনাই প্রকাশিত হইয়াছে। জনাব আলতামাশ বলেন যে, এইভাবে আইনের শাসনকে হয়ে করা হইতেছে। জনাব আলতামাশ জানিতে চাহেন যে, জনাব মুজিবর রহমান এমনকি করিয়াছেন যার জন্য শাসক-চক্র তার সঙ্গে এই ধরনের ব্যবহার করিতে পারেন?

তিনি বলেন যে, জনাব মুজিবর রহমানের একমাত্র অপরাধ হইতেছে এই যে, তিনি দেশের নিপীড়িত জনগণের স্বার্থকে তুলিয়া ধরিয়াছেন। করাচী আওয়ামী লীগ নেতা আরও বলেন যে, দেশের সম্মুখে বিদ্যমান জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য ৬-দফা একটি আদর্শ ফর্মুলা। তিনি বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাধিক জনপ্রিয় রাজনৈতিক দলের জনপ্রিয় নেতা এবং সারাদেশ তাঁহাকে সম্মান ও সমর্থন করে। উপসংহারে তিনি বলেন যে, ক্ষমতাসীন দলের তাঁহাকে একজন রাজনৈতিক নেতার প্রাপ্য সকল প্রকার সম্মান দেখানো উচিত অন্যথায় তাহারা দেশে অবাস্তিত নজীর স্থাপন করিবেন। - পি,পি,এ

দৈনিক পয়গাম

২রা মে ১৯৬৬

লুন্দখোরের স্বীকৃতি

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ

পেশোয়ার, ১লা মে।- পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক খান গোলাম মোহম্মদ খান লুন্দখোর গতকল্য স্বীকার করেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও "শেখ মুজিবর রহমান তাহার ৬-দফা কর্মসূচীর জন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিতেছেন এরূপ কোন অভিযোগ আমরা তাহার বিরুদ্ধে করি নাই।

এক সাংবাদিক সম্মেলনে জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবদানকালে তিনি বলেন, বিভিন্ন সরকারের আমলে যে ভুল-ভ্রান্তির সৃষ্টি করা হইয়াছিল সকল নৈরাশ্য ও পূর্ব পাকিস্তানের শায়ন্তশাসনের দাবী তাহারই ফলশ্রুতি।

তিনি নিশ্চিতভাবে বলেন যে, জাতীয় জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে যদি পূর্ব পাকিস্তানীদের ন্যায্য অংশ এবং "পূর্ণ গণতন্ত্র" প্রদান করা হয়, তবে আজিকার দিনে যে সকল দাবী উত্থাপন করা হইতেছে, তাহা স্তব্ধ হইয়া যাইবে। -পি,পি,এ

দৈনিক ইত্তেফাক

৪ঠা মে ১৯৬৬

শেখ মুজিবের হয়রানীর নিন্দা

যশোর আওয়ামী সভার প্রস্তাব

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

যশোর, ২রা মে। - সম্প্রতি অত্র জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে যশোর মিউনিসিপাল আওয়ামী লীগ কর্মীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মওলানা আব্দুর রাজ্জাক চিশতী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানের অহেতুক হয়রানি ও নির্যাতনের তীব্র নিন্দা করিয়া তাহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সমস্ত মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবী জানানো হয়। অপর এক প্রস্তাবে যশোর পৌর এলাকা ও মফস্বলে বসন্ত ও কলেরা রোগের মহামারী পরিস্থিতির আশঙ্কাজনক অবনতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং বসন্ত রোগে সমগ্র জেলার মৃত্যুহার সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য গোপন রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিন্দা করা হয়। যশোরে খাদ্যদ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির জন্যও সভায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া অবিলম্বে জেলার সর্বত্র পূর্ণ রেশনিং প্রথা প্রবর্তনের এই দাবী জানানো হয়। পূর্বাহ্নে যশোর মিউনিসিপাল আওয়ামী লীগ কমিটি গঠিত হয়। জনাব নূর মোহাম্মদ সভাপতি ; মোঃ ইছাহাক এল, এল, বি; এ, এফ, এম, নূরউদ্দীন এল, এল, বি ও জনাব আলতামাশ হোসেন (মোক্তার) সহ-সভাপতি ; জনাব মইনুদ্দীন মিয়াজী এল, এল, বি সম্পাদক; জনাব আজীবর রহমান, জনাব মইনুদ্দীন আহমদ ও জনাব আব্দুর রশীদ সহ-সম্পাদক ; জনাব মতিয়ুর রহমান এল, এল, বি, সাংগঠনিক সম্পাদক ও জনাব নূর-ই আবুল কাশেম দফতর সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

৪ঠা মে ১৯৬৬

ছয়-দফা কেন?

কমলাপুরের সম্বর্ধনা সভায় শেখ মুজিব

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল (মঙ্গলবার) কমলাপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, গ্রেফতারী এবং হয়রানির কথা জানিয়া-শুনিয়াই তিনি ৬-দফা দাবী আদায়ের সংগ্রামে নামিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, জনগণের ভোটাদিকার নাই এবং ভবিষ্যতে ক্ষমতায়

যাওয়ার আশা নাই জানা সত্ত্বেও ভবিষ্যৎ বংশধরদের কথা ভাবিয়াই তিনি ৬-দফা দাবীর সংগ্রামে নামিয়াছেন। কমলাপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব এম, এ, জলিল। সভার শুরুতে মানপত্র পাঠ করেন জনাব শাখাওয়াত হোসেন। সম্বর্ধনা সভায় কমলাপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শফিউদ্দীন আহমদ, শ্রমিক নেতা জনাব গোলাম মর্তুজা, কমলাপুর ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান জনাব ময়জুদ্দীন আহমদ এবং আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব মোশাররফ খান (হাসু) বক্তৃতা করেন।

মানপত্রে শেখ মুজিবকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয়ঃ ‘যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে আমরা ৬-দফা আদায়ের জন্য কমলাপুরের কর্মী বাহিনী দৃঢ়সংকল্প।’ সম্বর্ধনার জবাবে শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, যে দেশে শেরে বাংলা এবং মরহুম সোহরাওয়ার্দীর মত লোককেও দেশদ্রোহ আখ্যা দেওয়া হয় সে দেশে কোন দাবী-দাওয়া উত্থাপন করিলে তাহাকে রাষ্ট্রবিরোধী আখ্যা দেওয়া হইবে ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। প্রদেশের খাদ্য পরিস্থিতি আলোচনা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবর রহমান অবিলম্বে সারা প্রদেশে পূর্ণাঙ্গ রেশনিং চালু করার দাবী জানান। শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের উন্নতির আর কোন পন্থা নাই। সম্বর্ধনা সভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, সম্পাদক জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমিন, খোন্দকার মোশতাক আহমদ, জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব এ, বি, এম, নূরুল ইসলাম, প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য জনাব আবদুল মান্নান, ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি হাফেজ মোহাম্মদ মুসা, সাধারণ সম্পাদক গাজী গোলাম মোস্তফা প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

৪ঠা মে ১৯৬৬

১৫ই মে মুজিবের মাদারীপুরের জনসভায় বক্তৃতা

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

মাদারীপুর, ২রা মে।- আওয়ামী লীগ মহল সূত্রে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান, সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ এবং সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী সমভিব্যাহারে আগামী ১৫ই মে (রবিবার) বেলা তিনটায় মাদারীপুর পৌঁছিবেন। তিনি ঐদিনই বেলা চারটায় এক জনসভায় বক্তৃতা করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

৪ঠা মে ১৯৬৬

ছয়-দফা কেন-

লুন্দখোর

পেশোয়ার, ১লা মে।- পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী খান গোলাম মোহাম্মদ খান লুন্দখোর গতকাল এখানে স্বীকার করেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগ মহলের মধ্যে কিছুটা মতান্তর আছে। তবে তিনি বলেন, “শেখ মুজিবর রহমানের ৬-দফা কর্মসূচীর জন্য আমরা তাহার বিরুদ্ধে দেশের স্বার্থের পরিপন্থী কোন কাজে লিপ্ত থাকার” অভিযোগ করা যাইতে পারে না।

এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, দেশের বিভিন্ন সরকারের ভ্রান্তনীতির জন্যই পূর্ব পাকিস্তানে আজ স্বায়ত্তশাসনের দাবী উত্থিত হইতেছে।

তিনি দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানী জনগণকে যদি জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে ন্যায্য অংশ দেওয়া হইত এবং দেশে “পূর্ণ গণতন্ত্র” থাকিত তাহা হইলে আজ যে সকল দাবী-দাওয়া উল্লিখিত হইতেছে, তাহার প্রয়োজনই হইত না। আওয়ামী লীগ নেতা বলেন যে, কেবল পূর্ব পাকিস্তানের জনগণেরই নহে, পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের সম্ভৃতির জন্যও অতীতের ভুল-ভ্রান্তির সংশোধন এবং দেশে “পূর্ণ গণতন্ত্র” পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। - পি, পি, এ

আজাদ

৫ই মে ১৯৬৬

শেখ মুজিবের সিলেট যাত্রা

(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব শেখ মুজিবর রহমান কতিপয় আওয়ামী লীগ সদস্যসহ অদ্য বৃহস্পতিবার সিলেটের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

জনাব শেখ মুজিবর রহমান তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত মামলা সম্পর্কে সিলেট সদর এস ডি ও কোর্টে হাজির হইবেন।

আগামীকাল শুক্রবার তিনি সিলেটে আয়োজিত এক জনসভায় বক্তৃতা দান করিবেন।

অতঃপর সিলেট হইতে জনাব শেখ মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে মোমেনশাহী গমনের পর আগামী ৭ই মে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন বলিয়া জানা যায়।

আজাদ
৫ই মে ১৯৬৬
আওয়ামী লীগের বৈঠক
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আগামী ৮ই মে রবিবার সকাল সাড়ে আট ঘটিকায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের ধানমন্ডিস্থ বাসভবনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া গতকল্য বুধবার আওয়ামী লীগের এক প্রেস রিলিজে প্রকাশ।

দৈনিক ইণ্ডেফাক
৫ই মে ১৯৬৬
নরসিংদীতে মুজিবের সম্বর্ধনা প্রস্তুতি
(টেলিফোনযোগে প্রাপ্ত)

নরসিংদী, ৩রা মে।— আগামী ২২শে মে (রবিবার) আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য এখানে একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করা হইয়াছে। এইদিন বিকাল ৪টায় স্থানীয় ঈদগা ময়দানে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে। আওয়ামী লীগ সভাপতিকে অভ্যর্থনা ও জনসভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে যথাক্রমে জনাব আদম আলী মাস্টার ও জনাব মুসলেউদ্দীন ভুঁইয়াকে সভাপতি ও সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া উক্ত অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করা হইয়াছে। শেখ মুজিবের আগমন উপলক্ষে এখানে জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছে।

দৈনিক ইণ্ডেফাক
৫ই মে ১৯৬৬
আজ রাতে শেখ মুজিবের সিলেট যাত্রা
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমেন, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী এম, এন, এ, কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী এবং সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব ওবায়দুর রহমান সমভিব্যাহারে আজ (বৃহস্পতিবার) রাতে সিলেট মেলযোগে সিলেট রওয়ানা হইবেন। শেখ মুজিব আগামীকাল (শুক্রবার) সিলেট সদরের এস, ডি, ও'র আদালতে স্বীয় মামলার ব্যাপারে হাজির থাকিবেন।

আগামীকাল বিকালে শেখ মুজিব এবং অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতা সিলেটে এক জনসভায় বক্তৃতা করিবেন।

শেখ সাহেব সদলবলে ৭ই মে সকালে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন। ঢাকা প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই শেখ মুজিবুর রহমান, জনাব তাজুদ্দিন আহমদ এবং জনাব আবদুল মোমেন সমভিব্যাহারে মোটরযোগে ময়মনসিংহ রওয়ানা হইবেন। তথায় তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে রুজুকৃত মামলার ব্যাপারে এস,ডি, ও'র আদালতে হাজির হইবেন। ঐদিন সন্ধ্যায়ই তিনি ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন।

রবিবার ওয়ার্কিং কমিটির সভা

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আগামী রবিবার সকাল সাড়ে ৮ টায় শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে (৬৭৭, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ৩২ নং রোড) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হইবে। সভার নোটিস সকল সদস্যকে যথাসময়ে প্রেরণ করা হইয়াছে। জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যগণকে সভায় যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানান হইয়াছে।

দৈনিক পয়গাম
৫ই মে ১৯৬৬
আওয়ামী লীগের জনসভায়
বিশিষ্ট সমাজ কর্মীর উপর শারীরিক নির্যাতন
(নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরিত)

যশোর, ৪ঠা মে।— গত ১৫ই এপ্রিল স্থানীয় টাউন হল ময়দানে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত এক জনসভায় তৎকালীন মুসলিম লীগের সদস্য কারী মোহাম্মদ শহীদকে অমানুষিকভাবে নির্যাতন করা হয় বলিয়া জানা গিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ উক্ত জনসভায় সভায় শেখ মুজিব যখন প্রেসিডেন্ট আইয়ুবকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করিতেছিলেন ও সরকারের বিরুদ্ধে মানহানিকর কথা বলিতেছিলেন, জনাব শহীদ তখন শেখ সাহেবকে কয়েকটি প্রশ্ন করার জন্য মঞ্চে উঠেন। শেখ সাহেব তাঁহাকে পূর্ব হইতেই জানিতেন। তাই ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া তিনি তাঁহাকে (জনাব শহীদকে) পাগল বলিয়া আখ্যায়িত করিলে জনাব মিয়াজী উকিল তাঁহাকে গলা ধাক্কা দিয়া ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড আফিসের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে লইয়া যান। অতঃপর তিনি সৈয়দ আলী মোজারের সহায়তায় তাঁহাকে উপর্যুপরি কিল-ঘুষি মারেন।

মিয়াজী উকিলের প্রচণ্ড লাথিতে জনাব শহীদেব বাম পায়ের উরু নীচের হাড় ভাঙ্গিয়া যায়। ফলে তিনি লুটাইয়া পড়িয়া যান। এই সময় তাঁহার চশমা ভাঙ্গিয়া চোখের এক কোণেও আঘাত লাগে। ইত্যবসরে থানা সাব-ইনস্পেক্টর ও জনৈক হাওয়ালদার অকুস্থলে হাজির হইলে তাঁহারা সরিয়া পড়েন। তখন তাঁহাকে কয়েকজনে ধরাধরি করিয়া উঠাইয়া হাসপাতালে প্রেরণ করে।

হাসপাতালের নার্স ও ডাক্তারের সেবা গুণ্ণ্যার ফলে প্রায় ২ ঘণ্টা পরে তিনি জ্ঞান ফিরিয়া পান।

প্রকাশ, পরের দিন কোতওয়ালী থানার ও,সি ব্যাপারটি জানিতে পারিয়া মিয়াজী উকিল ও সৈয়দ আলী মোজ্জারকে গ্রেফতার করিয়া জেল হাজতে পাঠান। তাঁহাদের জামিনে মুক্তি দেওয়া হয় নাই বলিয়া জানা গিয়াছে। এ ব্যাপারে আরও তদন্ত চলিতেছে।

বর্তমানে জনাব কারী মোহাম্মদ শহীদেব অবস্থা সন্তোষজনক হইলেও তিন মাসের মধ্যে তাঁহাকে হাসপাতাল হইতে ছাড়া হইবে না বলিয়া জানা গিয়াছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে, ১৯০৬ স্যার সলিমুল্লাহ ও কায়েদে আজম কর্তৃক সংগঠিত তৎকালীন মুসলিম লীগের তিনি একজন সদস্য। তিনি ঢাকা জেলার বাসিন্দা।

দৈনিক পাকিস্তান

৫ই মে ১৯৬৬

৮ই মে আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহক কমিটির সভা

(স্টাফ রিপোর্টার)

আগামী ৮ই মে রবিবার সকাল সাড়ে ৮টায় ঢাকা শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহক কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান সিলেট জি আর কেস নম্বর ১৪১৫/১৯৬৬ মামলার ব্যাপারে আগামীকাল শুক্রবার সিলেট সদর দক্ষিণ মহকুমা অফিসারের এজলাসে হাজির হওয়ার জন্য অদ্য বৃহস্পতিবার রাতে সুরমা মেইলযোগে সিলেট যাত্রা করিবেন।

আগামীকাল বিকালে সিলেটে এক জনসভায়ও তিনি বক্তৃতা দিবেন।

Pakistan Observer

6th May 1966

Mujib's interim bail cancelled

(From our correspondent)

MYMENSINGH, May 5: Mr. Golam Mawla Sessions Judge, Mymensingh has rejected the bail prayer for Sheikh Mujibur Rahman on Thursday,

Sheikh Mujibur Rahman had been granted ad-interim bail on April 25 in connection with a case instituted here against him under the Defence of Pakistan Rules, Section 47, Clause 5 and other laws.

The order of ad-interim bail has been cancelled and Sheikh Mujibur Rahman shall have to surrender his bail bonds within a fortnight.

Dawn

6th May 1966

Mujib explains six-point plan at Comilla meeting

COMILLA, May 5: Addressing a public meeting here on Saturday last, Shaikh Mujibur Rahman, President of the East Pakistan Awami League, reiterated his six-point demand.

The meeting, which was presided over by Mr Abdur Rahman Khan, a former Provincial Minister, was also addressed by Mr A. K. M. Rafiqul Husain, Mr Abdul Momin and Mr Abdur Rab.

Shaikh Mujibur Rahman spoke in detail of his six-point programme, demanded provincial autonomy and restoration of the parliamentary form of government.

He also urged the people to continue their struggle for the restoration of democracy in the country and demanded adequate defence measures for the province. —APP

দৈনিক ইত্তেফাক

৬ই মে ১৯৬৬

সদলবলে শেখ মুজিবের সিলেট যাত্রা

(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান সদলবলে গতকাল (বৃহস্পতিবার) ঢাকা হইতে সিলেট রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। আজ (শুক্রবার) তিনি সিলেট মহকুমা হাকিমের আদালতে তাহার বিরুদ্ধে আনীত

মামলায় হাজির থাকিবেন। আজ বিকালে তিনি সিলেটে একটি জনসভায় বক্তৃতা করিবেন। আজ রাতেই তিনি সিলেট হইতে ট্রেনযোগে ঢাকা রওয়ানা হইবেন। আগামীকাল (শনিবার) সকালে তিনি সদলবলে ঢাকা পৌঁছিবেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমেন এবং কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী শেখ সাহেবের সঙ্গে রহিয়াছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

৬ই মে ১৯৬৬

৬-দফার সমর্থনে বিভিন্ন স্থানে জনসভা

জনগণের বাঁচা-মরার দাবী বাস্তবায়নের সঙ্কল্প

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

৬-দফা বাস্তবায়নের দাবীতে প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেকটি সভায় ৬-দফা বাস্তবায়নের দৃঢ়সংকল্প প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন বক্তা আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচীকে পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচা-মরার দাবী বলিয়া মন্তব্য করেন।

সম্প্রতি স্থানীয় টাউন ফুটবল মাঠে চুয়াডাঙ্গা মহকুমা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ৬-দফার দাবীতে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। মহকুমা আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আবুল হাশেম মোক্তার সভায় সভাপতিত্ব করেন।

কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক এবং প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সদস্য জনাব সা'দ আহমদ এডভোকেট উক্ত সভায় আওয়ামী লীগের ৬-দফা দাবীর বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করিয়া বক্তৃতা করেন।

জনাব সা'দ আহমদ বলেন, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে আমরা পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবী জানাইয়াছি। ইহাতে কাহারো আতঙ্কইয়া উঠার কিছু নাই। জনাব সা'দ আহমদ বলেন, শক্তিশালী পাকিস্তান গড়ার জন্যই আমরা স্বতন্ত্র মুদ্রা ব্যবস্থা ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী জানাইতেছি। পাকিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থা বিচার করিলে ভিন্ন কোন পথ নাই।

কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব ডাঃ আসহাবুল হক অত্রাঞ্চলের প্রকট খাদ্য সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, বর্তমানে চুয়াডাঙ্গা মহকুমার সর্বত্র ধান-চাউলের মূল্য জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার

বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। তিনি অবিলম্বে মহকুমার সর্বত্র পূর্ণাঙ্গ রেশনিং ব্যবস্থা চালু করার জোর দাবী জানান।

প্রদেশের হাজার হাজার বেকার বিড়ি শ্রমিকদের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের স্বর্ণসূত্র পাটের বাদ দেওয়া গোড়ার অংশ ভারতে রফতানী মারফত টেঙুপাতা আমদানী করা যাইতে পারে এবং বিড়ি শ্রমিকদের জীবনযাত্রার পথ সুগম করা যাইতে পারে।

উক্ত সভায় চুয়াডাঙ্গা মহকুমা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব ইউনুস আলি উকিল এবং অর্গানাইজিং সেক্রেটারী জনাব ইনসান আলি মৃধা প্রমুখ সীমান্ত এলাকায় জনসাধারণের নিকট হইতে কিভাবে লেভী আদায় করা হইতেছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন। তাহারা অবিলম্বে এই ব্যবস্থার আশু অবসান দাবী করিয়া চাষীদের নিকট হইতে সংগৃহীত ধান ফেরত দেওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন।

অতঃপর সভায় দেশের সর্বত্র পূর্ণাঙ্গ রেশনিং প্রথা চালু, ৬-দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন, টেঙুপাতা বন্ধ অর্ডিন্যান্স বাতিল, শেখ মুজিবের উপর হইতে সকল মামলা প্রত্যাহার প্রভৃতি কতিপয় দাবীতে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

যশোর মিউনিসিপ্যাল আওয়ামী লীগ সম্মেলন

সম্প্রতি জেলা আওয়ামী লীগ অফিসে মওলানা আবদুর রাজ্জাক চিন্তীর সভাপতিত্বে যশোর মিউনিসিপ্যাল আওয়ামী লীগের কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শেখ মুজিবের প্রতি অযথা হয়রানি, বসন্ত ও কলেরার ক্রম-প্রসার এবং খাদ্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বক্তৃতা করেন মেসার্স মসিয়ুর রহমান ও রওশন আলী।

সভায় জনাব মোহাম্মদকে সভাপতি; জনাব মইনউদ্দিন মিয়াজীকে সম্পাদক এবং জনাব আবদুর রশিদ খানকে কোষাধ্যক্ষ করিয়া কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হয়।

সুতরাপুরে ৬-দফার দাবীতে জনসভা

সম্প্রতি বগুড়ার জামগ্রাম হাট প্রাঙ্গণে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ৬-দফার দাবীতে একবিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কাহালু থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব হজরত উল্লাহ। সভায় জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব বি,এম, ইলিয়াস বলেন, আমাদের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম চলিতে থাকিবে। শেখ মুজিবর রহমানকে জেলে পুরিয়া পূর্ব পাকিস্তানের প্রাণের দাবী নস্যাত করা যাইবে না। অতঃপর তিনি ৬-দফা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এ, কে, মুজিবর রহমান বলেন, আওয়ামী লীগ গদি চায় না- আওয়ামী লীগ আপামর

জনসাধারণের মঙ্গল কামনা করে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ ঘরে বসিয়া রাজনীতি করে না। তিনি ৬-দফার বাণী ঘরে ঘরে পৌছাইয়া দেওয়ার জন্য কর্মীদের আহ্বান জানান।

সন্দীপ আওয়ামী লীগের তৎপরতা

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমানের সন্দীপ সফরের পর এই এলাকায় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে সন্দীপের আনাচে-কানাচে পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচার দাবী ৬-দফা খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। আওয়ামী লীগের কর্মীগণ ৬-দফার বাণী লইয়া গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন এবং বিভিন্ন ইউনিয়নে কমিটি গঠনের জন্য তৎপরতা চালাইতেছেন।

বরিশালে আওয়ামী লীগের জনসভা

সম্প্রতি জনাব আমিনুল হক চৌধুরীর বাসভবনে বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য জনাব ইউনুস এবং জনাব নূরুল ইসলাম মঞ্জুরকে যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক করিয়া একটি শক্তিশালী সম্বর্ধনা কমিটি গঠন করা হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, আগামী ১২ই মে অনুষ্ঠিতব্য জনসভায় বক্তৃতার জন্য শেখ সাহেব এখানে আগমন করিতেছেন।

আজাদ

৭ই মে ১৯৬৬

শেখ মুজিবের সিলেট উপস্থিতি

(তারযোগে প্রাপ্ত)

সিলেট, ৬ই মে। - পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান অদ্য সকালে সদলবলে ট্রেনযোগে এখানে আসিয়া পৌঁছিলে অপেক্ষমাণ জনতা তাঁহাকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। “ছয়দফা প্রস্তাব জিন্দাবাদ”, “শেখ মুজিবর রহমান জিন্দাবাদ”, “শেখ মুজিবকে হয়রানী করা চলবে না” প্রভৃতি শ্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়া উঠে। শেখ সাহেবের সহিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন আহমদ, প্রচার সম্পাদক আবদুল মোমিন চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী এম, এন, এ, কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইছলাম চৌধুরী প্রমুখ রহিয়াছেন।

ঢাকা হইতে সিলেট গমনের পথে বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে অপেক্ষমাণ জনতা আওয়ামী লীগ নেতাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। রাত্র দুই ঘটিকার সময় ট্রেন আখাউড়ায় পৌঁছিলে শেখ মুজিবর রহমানকে স্টেশনে বিশেষভাবে নির্মিত মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া বক্তৃতা প্রদান করিতে হয়। এই বিরাট জনসমাবেশে তিনি ছয়দফা প্রস্তাবের ব্যাখ্যাদান করেন। তিনি ছয়দফা প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য জনসাধারণকে ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত হইতে আহ্বান জানান।

তিনি জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, আমার প্রতি আপনাদের ভালবাসা ও ছয়দফা প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য জনসাধারণকে ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত হইতে আহ্বান জানান।

তিনি জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, আমার প্রতি আপনাদের ভালবাসা ও ছয়দফা প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য আপনাদের ত্যাগ স্বীকারের স্পৃহাই আমাকে সাহস যোগাইয়াছে এবং আপনাদের স্বার্থে যে কোন ত্যাগ স্বীকার করিতেই আমি কুণ্ঠিত হইব না। জনসাধারণ বৃষ্টিতে ভিজিয়া প্রায় আধঘণ্টা যাবৎ শেখ সাহেবের বক্তৃতা শ্রবণ করেন।

শেখ সাহেব তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে সিলেট সদর মহকুমা হাকিমের আদালতে হাজির হইলে তাঁহাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয় এবং তাঁহার মামলা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট খাজা আবদুল হালিমের আদালতে স্থানান্তর করা হয়। আগামী ১৩ই ও ১৪ই জুন এই মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ করেন।

Dawn

7th May 1966

MUJIB'S PLAN A

‘CRY IN THE WILDERNESS’

KDML leader's statement

Sheikh Mujibur Rahman's six-point programme has been criticised and called a “cry in the wilderness” by the Vice-President of the Karachi Divisional Muslim League, Dr. Habibur Rahman Khan.

In a Press statement yesterday he said the programme represented drowning last attempt to get hold or something for his survival.

He said that the Awami Leaguers had lost the chance the country had provided them to work in accordance with the mandate of the people of East Pakistan and it was a pity that they could not achieve in the past what they intended to achieve now.

The vice-President of the KDML reminded Sheikh Mujibur Rahman that the six-point programme was against the very spirit of the Lahore resolution as presented by Mr. A.K. Fazlul Haq.

He said the programme deserved to be nipped in the bud as it contained the seeds of disruption and disintegration of Pakistan.

Dr. Khan reiterated that most of the points raised by Sheikh Mujibur Rahman have either been implemented by President Ayub's regime or are in the process of implementation.

He expressed surprise that it had taken Sheikh Mujibur Rahman eight years to think of these points. —PPA.

Dawn

7th May 1966

MUJIB'S TRIAL OPENS

SYLHET, May 6: Sheikh Mujibur Rahman, President of the East Pakistan Awami League, (EPAL) today appeared in the court of SDO, Sylhet, in connection with the cases started against him under Sections 153. A PPC, 7(3) of the Public Safety Ordinance and 47(5) of the Defence of Pakistan Rules (DPR).

The case were transferred to the court of Khwaja Abdul Halim Magistrate, who fixed June 13 and 14 for evidence.

Sheikh Mujib is on bail granted by the Sessions Judge of Sylhet previously.

Earlier, in the morning, Sheikh Mujib accompanied, among others, by Mr Tajudin Ahmad, General Secretary of the EPAL and Mr Mizanur Rahman Chowdhury, MNA, reached Sylhet by train from Dacca.

He was greeted at the station by the people with slogans of "Sheikh Mujib Zindabad", "six-point Zindabad", "stop repression on Sheikh Mujib" etc.

On his way from Dacca to Sylhet the President of the EPAL was greeted at many wayside stations.

At Akhaura station, Sheikh Mujib explained his party's six-point programme to a gathering and exhorted the audience to "be ready for any sacrifice" for the realisation of the six demands. —PPA.

দৈনিক ইত্তেফাক

৭ই মে ১৯৬৬

শেখ মুজিবের সিলেট মামলা

১৩ই ও ১৪ই জুন সাক্ষ্য গ্রহণ

সিলেট, ৬ই মে।— পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১৫৩-ক ধারা, জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সের ৭ (৩) ধারা এবং পাকিস্তান রক্ষা বিধির ৪৭(৫) ধারা মোতাবেক পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত মামলার ব্যাপারে তিনি আজ সিলেটের মহকুমা হাকিমের এজলাসে হাজির হন।

উক্ত মামলাসমূহ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট খাজা আবদুল হালিমের আদালতে স্থানান্তর করা হয়। তিনি আগামী ১৩ ও ১৪ই জুন সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ধার্য করেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, শেখ সাহেব বর্তমানে জামিনে আছেন। ইতিপূর্বে সিলেটের দায়রা জজ তাঁহার জামিন মঞ্জুর করেন। আদালতে শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে এডভোকেট জনাব আবদুল হাই, জনাব জালাল উদ্দীন খান, জনাব হাবিবুর রহমান ও জনাব মোজাফফর আলী মোক্তার উপস্থিত ছিলেন। —পি,পি,এ

দৈনিক ইত্তেফাক

৭ই মে ১৯৬৬

আওয়ামী লীগে যোগদান

(স্টাফ রিপোর্টার)

লালবাগ (নবাবগঞ্জ) ইউনিয়ন ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুল কাসেম আরও ৪ জন বিশিষ্ট ন্যাপ কর্মীসহ আওয়ামী লীগে যোগদান করিয়াছেন। আওয়ামী লীগে যোগদান প্রসঙ্গে সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তাঁহারা বলেন যে, ৬-দফা দাবী আদায়ের দৃঢ়সংকল্প লইয়াই তাঁহারা আওয়ামী লীগে যোগদান করিয়াছেন। আওয়ামী লীগে যোগদানকারী ৪ জন ন্যাপ সদস্য হইলেন : মেসার্স মোঃ হানিফ; আবদুর রশিদ; মোঃ আলাউদ্দীন এবং মোঃ সিদ্দিক।

ঘরে বসিয়া পত্রিকা মারফত বিবৃতি দিয়া রাজনীতি করার দিন শেষ হইয়াছে। জাতির দুর্দিনে চুপ করিয়া না থাকিয়া জনতার কাফেলায় যোগ দেওয়ার জন্যই তিনি আওয়ামী লীগে যোগদান করিতেছেন। আওয়ামী লীগের পতাকাতলে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা রাখিয়া দেশের এই দুর্দিনে কাজ করিয়া যাইবার জন্য তিনি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

দৈনিক ইত্তেফাক

৭ই মে ১৯৬৬

নওয়াপাড়া ৬-দফার সমর্থনে জনসভা

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

নওয়াপাড়া (যশোর), ৫ই মে।- গত বুধবার এখানে অনুষ্ঠিত একবিরাট জনসভায় প্রাক্তন প্রাদেশিক মন্ত্রী জনাব মশিহুর রহমান বলেন যে, আওয়ামী লীগের ৬-দফা কৃষক, মজুর, মধ্যবিত্ত তথা পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণের বাঁচার দাবী। তিনি বলেন, বর্তমানে প্রদেশের প্রত্যন্ত কোণ পর্যন্ত ৬-দফার যে দাবী অনুরণিত হইতেছে তাহা সময়সাপেক্ষ হইলেও বাস্তবায়িত হইবেই।

অভয়নগর থানা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এবং অত্র থানার সাধারণ সম্পাদক জনাব হাদীউজ্জমান শাহ'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় জনাব মশিহুর রহমান সুদীর্ঘ দুই ঘণ্টা বক্তৃতা করেন। জনাব রহমান তাঁহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া বলেন যে, ৬-দফার মাধ্যমে সুখী, শক্তিশালী পাকিস্তান গড়িয়া তোলা সম্ভব।

অত্র জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব রওশন আলী ৬-দফার বিশদ বর্ণনা করিয়া ঘরে ঘরে ছয়-দফার বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। সভায় অন্যান্য যাহারা বক্তৃতা করেন তাঁহাদের মধ্যে সাংগঠনিক সম্পাদক মোশাররফ হোসেন, যশোর সদর মহকুমা আওয়ামী লীগ সভাপতি মওলানা আবদুর রাজ্জাক চিশতী, খুলনা জেলা আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট শেখ আবদুল আজিজ, জনাব জালাল উদ্দীন আহমদ, জনাব বোরহান উদ্দিন ও জনাব শাহাদৎ হোসেন ফারাজীর নাম উল্লেখযোগ্য।

দৈনিক ইত্তেফাক

৭ই মে ১৯৬৬

শেখ মুজিবের সিলেট সফরের পথে জনগণের মধ্যে বিপুল সাড়া

(তারযোগে প্রাপ্ত)

সিলেট, ৬ই মে।- পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান আজ সকালে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী এম-এন-এ, প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমিন ও কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম

চৌধুরী সমভিব্যাহারে ট্রেনযোগে এখানে উপনীত হইলে তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

শেখ মুজিবকে লইয়া ট্রেনখানা সিলেট স্টেশনে পৌঁছিলে বিপুল জনতা শেখ মুজিব জিন্দাবাদ, ছয়-দফা জিন্দাবাদ, মুজিবকে হয়রানি করা চলবে না প্রভৃতি ধ্বনি সহকারে তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে।

ঢাকা হইতে সিলেটের পথে আড়িথোলা, নরসিংদী, ভৈরব, আখাউড়া ও কুলাউড়া স্টেশনে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক শোভাযাত্রা সহকারে আসিয়া বিভিন্ন ধ্বনি সহকারে শেখ সাহেবকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। প্রত্যেক স্টেশনে উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করিয়া শেখ সাহেব বক্তৃতা করেন।

রাত দুইটায় শেখ সাহেবকে লইয়া ট্রেনখানি আখাউড়া পৌঁছিলে কয়েক হাজার লোক তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। জনতা স্টেশনে এক মঞ্চ নির্মাণ করে এবং শেখ সাহেবকে বক্তৃতা করার জন্য অনুরোধ করে। শেখ সাহেব জনতার উদ্দেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ৬-দফা দাবী ব্যাখ্যা করিয়া উহা আদায়ের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানাইলে জনতা হাত তুলিয়া সংকল্প প্রকাশ করে। বৃষ্টির মধ্যেও দীর্ঘ আধ ঘণ্টাব্যাপী জনতা শেখ সাহেবের বক্তৃতা শ্রবণ করে। শেখ সাহেব বক্তৃতা প্রসঙ্গে জনতাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, আমার জন্য আপনাদের স্নেহ ও ভালবাসা আমাকে যে-কোন ত্যাগ স্বীকারে উৎসাহ দান করিয়াছে।

Morning News

7th May 1966

Mujib Appears Before Court In Sylhet

SYLHET, May 6 (PPA): Sheikh Mujibur Rahman, president of the East Pakistan Awami League today appeared before the court of SDO sylhet in connction with the cases started against him under sections 153 A PPC, 7(3) of the public safety Ordinance and 47(5) of the Defence of Pakistan Rules.

The case has been transferred to the court of Khwaja Abdul Halim, Magistrate First Class, who has fixed June 13 and 14 for production of evidence.

Sheikh Mujib has been on bail granted by the Session Judge of Sylhet previously.

Earlier in the morning Sheikh Mujib accompanied among others, by Mr. Tajuddin Ahmed, General Secretary of the EPAL and Mr. Misaur Rahman Chowdhury, MNA, reached Sylhet by train from Dacca.

সংবাদ
৭ই মে ১৯৬৬
সিলেটে শেখ মুজিবের মামলা

সিলেট, ৬ই মে (পি,পি,এ)।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান, তাহার বিরুদ্ধে আনীত মামলার পরিপ্রেক্ষিতে অদ্য সিলেটের এস,ডি,ও কোর্টে হাজির হন। তথা হইতে মামলা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট খাজা আবদুল হালিমের কোর্টে বদলী হয়। উক্ত কোর্ট কর্তৃক আগামী ১৩ই ও ১৪ই জুন সাক্ষ্য উপস্থিতির তারিখ ধার্য করা হইয়াছে।

দৈনিক পাকিস্তান
৭ই মে ১৯৬৬

কুমিল্লা জেলা মুসলিম লীগ সভায় ছয়-দফার নিন্দা
কুমিল্লা, ৫ই মে (এপিপি)।— গত রবিবার কুমিল্লা জেলা মুসলিম লীগ কার্যনির্বাহক কমিটির সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে শেখ মুজিবের ছয়দফার তীব্র সমালোচনা করা হয়। বলা হয়, ছয়দফা দেশ ও জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। উহা দেশের অখণ্ডতা ও সংহতি বিনষ্ট করিবে।

সভায় জেলার সর্বত্র পুণোদ্যমে পাকিস্তান মুসলিম লীগের সদস্য সংগ্রহ অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

দৈনিক পাকিস্তান
৭ই মে ১৯৬৬
সিলেটে শেখ মুজিব

সিলেট, ৬ই মে (পিপিএ)।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স ও পাকিস্তান রক্ষা আইনে আনীত মামলার পরিপ্রেক্ষিতে অদ্য সিলেটের এসডিও'র আদালতে হাজির হন।

মামলাটি প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট খাজা আবদুল হালিমের আদালতে স্থানান্তরিত করা হয়। ম্যাজিস্ট্রেট ১৩ই ও ১৪ই জুন মামলার সাক্ষ্য গ্রহণের তারিখ ধার্য করিয়াছেন।

শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দীন আহমদ ও জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব মিজানুর রহমানসহ সকালের দিকে সিলেট পৌছেন।

আজাদ
৮ই মে ১৯৬৬
সিলেটে শেখ মুজিব বলেন :

হয়রানির মাধ্যমে ন্যায্য দাবীর গতিরোধ করা যায় না
(সংবাদদাতা প্রেরিত)

সিলেট, ৭ই মে।— গতকল্য শুক্রবার বিকালে স্থানীয় কোর্ট ময়দানে সিলেটের স্মরণীয়কালের বৃহত্তম জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর জুলুম ও হয়রানি দ্বারা ন্যায্য গণ-দাবীর সংগ্রামের গতিরোধ করা যায় না বরং আন্তরিকতার সঙ্গে দাবী-দাওয়া বিবেচনা করিয়া মানিয়া লওয়ার মাধ্যমেই জনসাধারণের আস্থা অর্জন করা সম্ভব।

স্বীয় মামলার ব্যাপারে গতকাল শেখ মুজিবর রহমান সিলেট আগমন করেন। বিকাল ৩টা হইতে জনতা প্রথর রৌদ্রতাপ উপেক্ষা করিয়া কোর্ট ময়দানে সমবেত হইতে থাকে। এক ঘণ্টার মধ্যে সারা ময়দান লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়। “শেখ মুজিব জিন্দাবাদ,” “ছয়দফা মানতে হবে,” “শেখ মুজিবকে হয়রানি করা চলবে না” ইত্যাদি ধ্বনি সহকারে জনতা সভায় সমবেত হইতে থাকে। এই বিরাট জনসভায় সভাপতিত্ব করেন সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আবদুল হাই এডভোকেট। জনসভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমিন, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য জনাব জালাল উদ্দিন খান, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ জনাব নুরুল ইসলাম চৌধুরী বক্তৃতা করেন।

জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ৬ দফার পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ করেন। বিগত ১০ দিনের পাক-ভারত যুদ্ধের অভিজ্ঞতা প্রসূত ৬ দফা দাবী বাস্তবায়নের জন্য নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম গুরুত্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য তিনি জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মুখে কোন সরকারই গণদাবীকে উপেক্ষা করিতে অতীতেও পারে নাই এবং ভবিষ্যতেও পারিবে না। তিনি ৬-দফার সমালোচকদের উদ্দেশ্য করিয়া বলেন যে, ৬-দফা বাস্তবায়নের মধ্যেই পাকিস্তানের সংহতি নিহিত। ৬-দফার বিরোধিতা করিয়া দেশের সংহতি জোরদার করা যাইবে না বলিয়াও তিনি মন্তব্য করেন।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, জনতার সংগ্রামের ফলে ৬ দফা অবশ্যই আদায় হইবে। তিনি বলেন যে, ৬ দফা আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামী লীগ উহার নিজস্ব কর্মসূচী অনুযায়ী দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমে শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার সংগ্রাম করিয়া যাইবে।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, বর্তমানে সরকারের আমলে গণদাবী আদায়ের সংগ্রামের জন্য জননেতা ও রাজনৈতিক কর্মীদেরই শুধু হয়রানি করা হয় না বরং গণদাবী প্রতিফলনের জন্য সংবাদপত্রসমূহেরও হয়রানি পোহাতেই হইতেছে।

জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ লেভীর কঠোর সমালোচনা করিয়া অনতিবিলম্বে লেভীর ক্রয়মূল্যে খাদদ্রব্য বাজারে ছাড়ার দাবী জানান।

জনসভায় গৃহীত প্রস্তাবে ৬ দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া সভায় প্রদেলে অনতিবিলম্বে রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের জোর দাবী জানান হয়। শেখ মুজিবর রহমানের হয়রানির তীব্র নিন্দা করিয়া গৃহীত প্রস্তাবে অনতিবিলম্বে হয়রানিমূলক ব্যবস্থাসমূহের প্রত্যাহার দাবী জানান হয়।

অপরূপ প্রস্তাবে নওয়াবজাদা নসরুল্লা খান, মালিক গোলাম জিলানী ও খাজা রফিকসহ আটক সকল রাজবন্দীর মুক্তি ‘আজাদ’, ‘ইত্তেফাক’ প্রভৃতি সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে গৃহীত হয়রানিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার, লেভি প্রথা ও টেঙুপাতা অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার ও সেটেলমেন্টের ভুলভ্রান্তি দূর করার দাবী জানান হয়।

আজাদ

৮ই মে ১৯৬৬

আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির সভা

(স্টাফ রিপোর্টার)

দেশের বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতি, রাজনৈতিক অবস্থা ও সাংগঠনিক কার্যাদি সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে অদ্য রবিবার সকালে সাড়ে আটটায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব শেখ মুজিবর রহমানের ধানমণ্ডিস্থ বাসভবনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

অদ্য রবিবার নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগ শাখার উদ্যোগে টাউন হল ময়দানে এক জনসভার আয়োজন করা হইয়াছে।

আজাদ

৮ই মে ১৯৬৬

শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান সদলবলে শনিবার প্রত্যুষে সিলেট হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

৮ই মে ১৯৬৬

নাটোরে কৃষক সমাবেশে ৬-দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন

(টেলিফোনযোগে প্রাপ্ত)

নাটোর, ৬ই মে।— অদ্য এখান হইতে ১৩ মাইল দূরে সিংড়া নামক স্থানে চরণবিল এলাকার এক বিরাট কৃষক সমাবেশে শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ৬-দফা দাবীর প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। সমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বিভিন্ন কৃষক নেতা বলেন যে, পাটের ন্যায্যমূল্য এবং বিশ্ববাজারে পূর্ব পাকিস্তানী সম্পদের চাহিদা বৃদ্ধি করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন একান্ত অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। এই কৃষক সভায় গৃহীত প্রস্তাবে শেখ মুজিবের উপর আরোপিত সকল প্রকার হয়রানিমূলক ব্যবস্থা রহিত করার দাবী জানান হয়। নাটোর মহকুমা আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী জনাব আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই কৃষক সভায় অনতিবিলম্বে লেভী প্রথার বিলোপ ও খাদ্যসহ বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য হ্রাস করার দাবী জানান হয়। আগামী মাসে এখানে কৃষক কনফারেন্স অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অপর এক প্রস্তাবে এই কনফারেন্সে শেখ মুজিবকে প্রধান অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। এই উপলক্ষে বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আইয়ুব উল্লাহকে চেয়ারম্যান করিয়া একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

৮ই মে ১৯৬৬

সোমবারে শেখ মুজিবের ময়মনসিংহ যাত্রা

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান সদলবলে গতকাল (শনিবার) প্রত্যুষে সিলেট হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। গতকাল তাঁহার ময়মনসিংহ যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার দরুন তিনি ময়মনসিংহ যাইতে পারেন নাই। ময়মনসিংহে যে মামলার ব্যাপারে হাজির হইবার কথা ছিল, সে সম্পর্কে সিলেট হইতে ফিরার পথে তিনি টেলিগ্রামযোগে দুইদিনের সময় প্রার্থনা করার জন্য তাঁহার আইনজীবীদের অনুরোধ জানান।

দৈনিক ইত্তেফাক
৮ই মে ১৯৬৬
গণদাবীর স্বীকৃতিতেই জনগণের আস্থা অর্জন করা যায়
- শেখ মুজিব
(বিশেষ প্রতিনিধি প্রদত্ত)

সিলেট, ৭ই মে। - গতকল্য বৈকালে সিলেটের কোর্ট ময়দানে সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত এখানকার স্মরণকালের বৃহত্তর জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান ঘোষণা করেন যে, জেল, জুলুম ও হয়রানি দ্বারা ন্যায়্য জনদাবীর সংগ্রামের গতিরোধ করা যায় না। বরং আন্তরিকতার সঙ্গে দাবী-দাওয়া বিবেচনা করিয়া মানিয়া লওয়ার মাধ্যমেই জনসাধারণের আস্থা অর্জন করা যায়। শেখ মুজিবর রহমান ৬-দফা পুংখানুপুংখরূপে বিশ্লেষণ করেন।

১৭ দিনের পাক-ভারত যুদ্ধের অভিজ্ঞতাপ্রসূত ৬-দফা দাবী বাস্তবায়নের জন্য নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম শুরুর প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য তিনি জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ দাবী [৬-দফার দাবীতে আজ (রবিবার) বিকাল ৪টায় নারায়ণগঞ্জ টাউন হল ময়দানে বিরাট জনসভা। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান, মেসার্স জহির উদ্দিন, তাজুদ্দিন আহমদ, মিজানুর রহমান চৌধুরী প্রমুখ এই সভায় বক্তৃতা করিবেন।]

উপেক্ষা করিতে অতীতেও কেহ পারে নাই এবং ভবিষ্যতেও পারিবে না। তিনি ৬-দফার সমালোচকদের উদ্দেশ্য করিয়া বলেন যে, ৬-দফা বাস্তবায়নের মধ্যেই পাকিস্তানের সংহতি নিহিত। শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, ৬-দফা অবশ্যই আদায় হইবে। ৬-দফা আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামী লীগ উহার নিজস্ব কর্মসূচী অনুযায়ী দেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমে শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার সংগ্রাম করিয়া যাইবে।

স্বীয় মামলার ব্যাপারে গতকাল শেখ মুজিবর রহমান সিলেট গমন করেন। বিকাল ৩টা হইতেই জনতা প্রখর রৌদ্র উপেক্ষা করিয়া কোর্ট ময়দানে সমবেত হইতে থাকে। এক ঘণ্টার মধ্যে সারা ময়দান লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়। ‘শেখ মুজিব-জিন্দাবাদ’, ‘ছয়-দফা মানতে হবে’, ‘শেখ মুজিবকে হয়রানি করা চলবে না’ ইত্যাদি ধ্বনি সহকারে জনতা সভায় সমবেত হইতে থাকে। এই বিরাট জনসভায় সভাপতিত্ব করেন সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আবদুল হাই এ্যাডভোকেট। জনসভায় বক্তৃতা করেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব

তাজুদ্দিন আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মমিন, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য জনাব জালাল উদ্দীন খান। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ জনাব নুরুল ইসলাম চৌধুরীও জনসভায় উপস্থিত ছিলেন।

জনসভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে ৬-দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া সভায় প্রদেশে অনতিবিলম্বে পূর্ণাঙ্গ রেশনিং প্রবর্তনের দাবী জানান হয়। অন্যান্য প্রস্তাবে শেখ মুজিবের হয়রানি বন্ধ, লেভী প্রথা ও টেণ্ডুপাতা অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার এবং সেটেলমেন্টের ভুল-ভ্রান্তি দূরীকরণের দাবী জানান হয়।

কুলাউড়া

সিলেট হইতে ট্রেনযোগে ঢাকায় ফেরার পথে কুলাউড়া স্টেশনে এক বিরাট জনতা শেখ মুজিবর রহমানকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। জনতার উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবর রহমান ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ বক্তৃতা করেন।

আজাদ
৯ই মে ১৯৬৬
১০ই মে শেখ মুজিবের মোমেনশাহী যাত্রা
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

জনাব শেখ মুজিবর রহমান আগামী ১০ই মে মোমেনশাহী এস,ডি,ও কোর্টে মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে হাজির হইবেন। এই উপলক্ষে তিনি ১০ই মে সকালে মোমেনশাহীর উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করিবেন।

আজাদ
৯ই মে ১৯৬৬
আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব
জমির খাজনা ও কৃষকদের প্রদত্ত ঋণের কিস্তি আদায় বন্ধের দাবী
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (রবিবার) পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া সরকারকে জমির খাজনা আদায়, কৃষকদের প্রদত্ত ঋণের কিস্তি আদায় এবং সার্টিফিকেট জারী বন্ধ রাখার আহ্বান জানান। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব

শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের নবগঠিত ওয়ার্কিং কমিটির এই প্রথম বৈঠকে দেশের বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতির জন্য ‘উদ্বোধন’ প্রকাশ করা হয়। ওয়ার্কিং কমিটি এই মর্মে মত প্রকাশ করেন যে, সরকার কর্তৃক সমগ্র প্রদেশে বাধ্যতামূলক লেভী প্রথা চালু, খাদ্য পরিস্থিতির দ্রুত “অবনতির” অন্যতম কারণ। কেননা, এই লেভী প্রথা জমিতে উৎপন্ন ধানের পরিমাণের উপর ধার্য না করিয়া একরভিত্তিক হিসাবে করা হইয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে অবিলম্বে সমগ্র দেশে পূর্ণ রেশনিং প্রথা প্রবর্তন, প্রতিটি ইউনিয়নে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের স্বল্পমূল্যের দোকান চালু এবং বেকার কৃষকদের জন্য খয়রাতি সাহায্যের ব্যবস্থার দাবী জানান হয়।

সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে টেঙুপাতা ব্যবহারের উপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবী জানান হয়। অপর এক প্রস্তাবে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য হইতে আগত মোহাজেরদের পুনর্বাসন ব্যবস্থার আহ্বান জানান হয়।

ওয়ার্কিং কমিটি আওয়ামী লীগ কর্মীদের শান্তিপূর্ণ ও শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে ৬-দফার বাস্তবায়নের জন্য অবিরাম সংগ্রামের নির্দেশ দেন। ইহা ছাড়া কমিটি আওয়ামী লীগের সভাপতির সহিত আলোচনাক্রমে সাধারণ সম্পাদককে “৬-দফা কর্মসূচী সপ্তাহ” উদযাপনের জন্য সময় ধার্যের নির্দেশদান করেন।

কমিটি পাক-ভারত যুদ্ধ সমাপ্তির পরও এতদিন পর্যন্ত দেশে জরুরী অবস্থা চালু রাখায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের দাবী জানায় এবং এই মর্মে মত প্রকাশ করে যে, পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইন বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং জনপ্রিয় সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হইতেছে। কেননা এই সকল দল ও পত্রিকা জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ ও মনোভাব ব্যক্ত করিতেছে।

আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করে এবং সংবাদপত্রের উপর সরকারের দমন নীতির তীব্র বিরোধিতা করে।

নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগের জনসভা

গতকাল রবিবার নারায়ণগঞ্জ শহর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে টাউন হল ময়দানে ৬-দফার পরিপ্রেক্ষিতে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব শামসুদ্দোহা। সভায় বক্তৃতাকালে জনাব শেখ মুজিবুর রহমান ৬-দফা কর্মসূচী বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেন।

Pakistan Observer

9th May 1966

Sheikh Mujib, Tajuddin, Mushtaq held

(By A Staff Correspondent)

Sheikh Mujibur Rahman, Mr. Tajuddin Ahmed and Khondker Mushtaq Ahmed of East Pakistan Awami League, were arrested Sunday night under Defence of Pakistan Rules.

Sheikh Mujib and Mr. Tajuddin personally confirmed the reports of their arrest just before they were taken into custody. Sheikh Mujib also confirmed the arrest of Khondker Mushtaq.

দৈনিক ইত্তেফাক

৯ই মে ১৯৬৬

দলে দলে কারাবরণের এই প্রস্তুতির মুখে

দশ কোটি মানুষের এ মুক্তি সংগ্রাম প্রতিরোধের ক্ষমতা কাহারও নাই

নারায়ণগঞ্জের অভূতপূর্ব জনসমাবেশে শেখ মুজিবের ঘোষণা

‘সংগ্রামী নেতার’ প্রতি শহরবাসীর শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ

স্বর্ণনির্মিত প্রতীক উপহার দান

(স্টাফ রিপোর্টার)

‘শক্তিশালী কেন্দ্র নয় শক্তিশালী পাকিস্তানই আমাদের কাম্য। তাই মুক্তি সনদ হিসাবে ৬-দফা দাবী পেশ করা হইয়াছে। আর এই দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত কোন কিছুই আমাদের সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না।’ গতকাল (রবিবার) নারায়ণগঞ্জ টাউন হল ময়দানে নয়নাভিরাম ও সুশৃংখল পরিবেশে অনুষ্ঠিত স্মরণকালের বৃহত্তম জনসমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান তেজদৃষ্টি কণ্ঠে উক্ত ঘোষণা করেন। গতকাল নারায়ণগঞ্জের জনসভারই সর্বপ্রথম ৬-দফার প্রণেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে সাড়ে পাঁচ কোটির নহে— দশ কোটি জনগণের নেতা বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জের জনসাধারণের শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসাবে নারায়ণগঞ্জ সিটি আওয়ামী লীগ কর্তৃক শেখ মুজিবুর রহমানকে ৬-দফা খোদিত একটি স্বর্ণ তারকায় ভূষিত করা হয়। সভায় আদমজী শ্রমিকদের পক্ষ হইতে শেখ মুজিবকে পাটের তৈরী মালায় ভূষিত করা হয়। বঙ্গমিল শ্রমিকদের পক্ষ হইতে আওয়ামী প্রধানকে মালাভূষিত করা হয়। ইহাছাড়া পাট ব্যবসায়ী, সিটি আওয়ামী লীগ এবং জেলা আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতেও তাঁহাকে মালাভূষিত করা হয়। ৬-দফার প্রতীক হিসাবে শেখ

মুজিব ৬টি শাস্তি কপোত উড়াইয়া দেন। সভাশেষে ৬-দফার প্রতীক হিসাবে ৫টি মশাল জ্বালাইয়া সংগ্রামের শপথ গ্রহণ করা হয়।

গতকাল জনতার অনুরোধে নির্ধারিত সময়ের অর্ধঘণ্টা পূর্বেই সভার কাজ শুরু করিতে হয় এবং রাত ৮টা পর্যন্ত সভার কাজ চলে। ৬-দফা দাবী আদায়ের অগ্নিশপথ গ্রহণ করার জন্য আদমজী জুট মিলের প্রায় ১০ হাজার শ্রমিক মিছিল সহকারে সভায় আগমন করে। ইহাছাড়া শীতলক্ষ্যা, নলুয়া, পাইকপাড়া, দেওভোগ ও হাজিগঞ্জ ইউনিয়ন হইতে এবং বিভিন্ন মহল্লা হইতে মিছিল সহকারে জনতা সভায় যোগদান করে। এই সকল মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের হাতে ৬-দফা দাবীর সমর্থনে ও অন্যান্য দাবী-দাওয়া সম্বলিত বিভিন্ন ফেস্টুন শোভা পাইতেছিল। সন্ধ্যা প্রায় ৭টার সময় বিড়ি শিল্পের শ্রমিক ও মালিকদের একটি মিছিল আসিয়া সভায় शामिल হয়। মুহম্মুহ করতালির মধ্যে শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, শক্তিশালী, সুখী, সমৃদ্ধিশালী ও গণতান্ত্রিক পাকিস্তান সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই আমাদের বাঁচার দাবী ৬-দফা পেশ করি। কিন্তু আমাদের বিদেশীর চর এবং পাকিস্তানের ধ্বংসকামী বলিয়া আখ্যায়িত করা হইতেছে। কিন্তু এসব আখ্যা আমাদের কাছে নূতন নয়।

পাকিস্তানের ভিত্তি লাহোর প্রস্তাবের প্রণেতা শেরেবাংলা এবং পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা শহীদ সোহরাওয়ার্দীকেও উক্ত আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়া পৃথিবী হইতে বিদায় নিতে হইয়াছে।

সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ বিপুল জনতাকে লক্ষ্য করিয়া শেখ মুজিব এক এক করিয়া ৬-দফা কর্মসূচীর বিস্তারিত ব্যাখ্যাদান করিয়া তুমুল করতালির মধ্যে ঘোষণা করেন, ৬-দফা দাবী উত্থাপনের পর হইতে নূতনভাবে আমার বিরুদ্ধে একটার পর একটা মামলা দায়ের করা হইতেছে। কিন্তু ক্ষমতাসীনদের জানিয়ে রাখা দরকার যে, কোন কিছুতেই আমাদের ৬-দফা আদায়ের প্রতিজ্ঞা হইতে বিচ্যুত করা যাইবে না। নিবিষ্টচিত্ত শ্রোতাদের লক্ষ্য করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, আওয়ামী লীগের ১৪ শত কর্মী ৬-দফা আদায়ের জন্য কারাভোগসহ যে কোন ত্যাগ স্বীকারের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন। এ সময় জনতার উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, প্রয়োজন বোধে আপনারাও কারাভোগে প্রস্তুত আছেন কি? সঙ্গে সঙ্গে একযোগে লক্ষ হস্ত উত্তোলন করিয়া জনতা কারাভোগের প্রস্তুতির শপথ গ্রহণ করেন। শেখ মুজিব খাদ্যসহ বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, বাধ্যতামূলক লেভী করা হইয়াছে, তাই সার্বজনীন রেশনিং ব্যবস্থাও প্রবর্তন করা উচিত ছিল। তিনি বলেন যে, লেভী করিয়া সরকারী গুদামে

ধান-চাউল জমা করা হইয়াছে বলিয়া আজ বাজারে ধান-চাউলের অভাব দেখা দিয়াছে। তিনি অনতিবিলম্বে মোকাবিলা করিয়া দুর্দশাপীড়িত মানুষকে রক্ষা করার দাবী জানান।

৬-দফার সমালোচকদের লক্ষ্য করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ৬-দফায় শ্রমিক-কৃষকদের কথা নেই, এই সকল সমালোচকদের জানাইয়া দিতে চাই যে, আওয়ামী লীগের কর্মসূচী দেখুন। আমরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। অতএব, তাহাদের এসব সমালোচনা অর্থহীন। কেননা সমাজতন্ত্রের মধ্যেই দেশের শ্রমিক-কৃষকের সমস্যার সমাধান নিহিত আছে।

জহীরুদ্দীন

স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা জনাব এ, কে, এম, শামসুজ্জোহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব জহীরুদ্দীন বলেন যে, ৬-দফার জনপ্রিয়তাই ক্ষমতাসীন মহলকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে। তুমুল করতালির মধ্যে তিনি ঘোষণা করেন যে, ইতিমধ্যেই করাচী আওয়ামী লীগ কাউন্সিল ৬-দফা দাবী অনুমোদন করিয়া উহা আদায়ের জন্য সংগ্রাম পরিচালনার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছে। ৬-দফার জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে দেখিয়া ক্ষমতাসীনরা বেসামাল হইয়া ৬-দফার প্রণেতা শেখ মুজিবর রহমানকে হয়রানি করিতেছে। তবে যত হয়রানিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক না কেন ৬-দফার সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে এবং ইনশাআল্লাহ আমরা সফল হইব।

মিজানুর রহমান চৌধুরী

সরকারী নীতির তথ্যভিত্তিক সমালোচনা করিয়া আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী এম, এন, এ বলেন যে, প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনের পূর্বে জনাব আইয়ুব খান প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, কার্টেলের অবসান ঘটাইবেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত উহার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

জনাব চৌধুরী বলেন যে, বর্তমান শাসকরা অহরহ রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু আপনারা সকলেই জানেন, শেরেবাংলা জীবনে ওকালতী করিয়া বহু অর্থ আয় করা সত্ত্বেও মৃত্যুকালে কোন টাকা-পয়সা রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। মরহুম জনাব সোহরাওয়ার্দী ওকালতী করিয়া মাসে ৩০/৪০ হাজার টাকা রোজগার করিতেন, কিন্তু মৃত্যুকালে তিনি ১৩ হাজার টাকা ঋণ রাখিয়া গিয়াছেন। খাজা নাজিমুদ্দিন ও

জনাব মোহাম্মদ আলীর ছেলেরা চাকুরী করিয়া সংসার চালাইতেছেন। কিন্তু বর্তমান আমলে দেখা যাইতেছে যে, ৫/৬ বছর আগেও যাহারা ৬০০ টাকা মাইনায় চাকুরী করিত, আজ তাহারা কোটি কোটি টাকার মালিক। মুষ্টিমেয় লোককে ধনী করার নীতির সমালোচনা করিয়া জনাব চৌধুরী বলেন যে, মশলা আমদানীর জন্য একটি মাত্র লোককে ২কোটি ২০ লক্ষ টাকার লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকিলে উক্ত টাকার লাইসেন্স ২২ হাজার অথবা উহা অপেক্ষাও বেশীসংখ্যক ছোট ব্যবসায়ীকে বন্টন করিয়া দিত। ফলে, একজন মুনাফার পাহাড় গড়ার সুযোগ পাইত না।

রফিকুল হোসেন

বিশিষ্ট আওয়ামী নেতা জনাব রফিকুল হোসেন বলেন যে, ৬-দফা পাকিস্তানের ১০ কোটি লোকের মুক্তি সনদ। তাই, ইহার প্রণেতা শেখ মুজিবর রহমানও ১০ কোটি পাকিস্তানীর সত্যিকারের নেতা।

দৈনিক ইত্তেফাক

৯ই মে ১৯৬৬

শেখ মুজিব তাজুদ্দীন ও মুশতাক গ্রেফতার

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতরাত (রবিবার দিবাগত) ২টার দিকে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান, সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন আহমদ ও বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা খন্দকার মুশতাক আহমদকে গ্রেফতার করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। পুলিশ তিনজন নেতার গৃহেই যুগপৎভাবে হানা দেয়। তাঁহাদিগকে পাকিস্তান দেশরক্ষা বিধি অনুযায়ী গ্রেফতার করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

সংবাদ

৯ই মে ১৯৬৬

শেখ মুজিবরসহ ৩জন গ্রেফতার

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গভীর রাত্রে প্রাপ্ত এক খবরে প্রকাশ, আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান, সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমদ এবং খন্দকার মোশতাক আহমদকে পুলিশ গতকল্য (রবিবার) গভীর রাত্রে পাকিস্তান ডিফেন্স রুল অনুযায়ী গ্রেফতার করিয়াছে।

দৈনিক পাকিস্তান

৯ই মে ১৯৬৬

নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগের জনসভা

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

নারায়ণগঞ্জ, ৮ই মে।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমান অদ্য বলেন যে, তাঁহার ছয়দফা দাবী কার্যকরী না হইলে আগামী ৫০ বৎসরের মধ্যেও দুই প্রদেশের বৈষম্য দূরীভূত হইবে না।

অদ্য অপরাহ্নে স্থানীয় টাউন হল ময়দানে নারায়ণগঞ্জ সিটি আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত এই জনসভায় শেখ মুজিব “জনগণের ভোটাধিকার” এবং ৬-দফার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন কায়েমের আহ্বান জানান।

জনসভায় সভাপতিত্ব করেন নারায়ণগঞ্জ সিটি আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শামসুদ্দোহা। বক্তৃতা করেন জনাব জহুর উদ্দিন আহমদ চৌধুরী, জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, জনাব বজলুর রহমান চৌধুরী, জনাব মোস্তফা সারোয়ার প্রমুখ।

দৈনিক পাকিস্তান

৯ই মে ১৯৬৬

সিলেটের জনসভায় মুজিব

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

সিলেট, ৮ই মে।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ মুজিবর রহমান স্থানীয় কোর্ট ময়দানের এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, জেল-জুলুম দ্বারা দাবীর সংগ্রাম রোধ করা যায় না বরং আন্তরিকতার সহিত দাবী-দাওয়া বিবেচনা করিয়া মানিয়া লওয়ার মাধ্যমেই জনসাধারণের আস্থা অর্জন করা যায়।

স্বীয় মামলার ব্যাপারে শেখ মুজিব সিলেট আগমন করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন সিলেট জেলার আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব আবদুল হাই।

শেখ মুজিব ছয়দফা দাবী বাস্তবায়নের জন্য নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, ৬-দফা বাস্তবায়নের মধ্যেই পাকিস্তানের সংহতি নিহিত। ৬-দফার বিরোধিতা করিয়া দেশের সংহতি জোরদার করা যাইবে না বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। তিনি এই প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন যে, ৬-দফা আদায়ের সাথে সাথে আওয়ামী লীগ উহার নিজস্ব কর্মসূচী অনুযায়ী দেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমে শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার সংগ্রাম করিয়া যাইবে।

লেভীর সমালোচনা

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ জনসভায় বক্তৃতাকালে লেভীর কঠোর সমালোচনা করি কয়া অবিলম্বে লেভীর ক্রয়মূল্যে খাদ্যদ্রব্য বাজারে ছাড়ার দাবী জানান। তিনি বলেন যে, উদ্ভূত ও ঘাটতি এলাকার হিসাব না করিয়াই লেভী সংগ্রহের ফলে অসময়ে খাদ্য সংকট দেখা দিয়াছে। জনাব মিজানুর রহমান দেশের উভয় অংশের অর্থনৈতিক বৈষম্য ব্যাখ্যা করেন।

প্রস্তাব

জনসভায় গৃহীত প্রস্তাবে ৬-দফার প্রতি সমর্থন জানানো হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া প্রদেশে অবিলম্বে রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সভায় দাবী জানানো হয়। সভার অপরাপর প্রস্তাবে নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান, মালিক গোলাম জিলানী ও খাজা রফিকসহ আটক সকল রাজবন্দীর মুক্তি, লেভী প্রথা ও টেণ্ডুপাতা অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার এবং সেটেলমেন্টের ভুল-ত্রুটি সংশোধনের দাবী জানানো হয়।

আজাদ

১০ই মে ১৯৬৬

শেখ মুজিবসহ ৭ জন আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার

ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল

(স্টাফ রিপোর্টার)

গত রবিবার দিবাগত রাত ২টায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শেখ মুজিবর রহমান, সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ নূরুল ইসলাম চৌধুরী, সহসভাপতি জনাব মুজিবর রহমান (রাজশাহী), শ্রমিক সম্পাদক জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী, আওয়ামী লীগ নেতা খন্দকার মুস্তাক আহমদ এবং চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এম এ আজিজসহ মোট সাতজনকে পুলিশ দেশরক্ষা বিধি অনুযায়ী গ্রেফতার করিয়াছেন।

প্রতিবাদ মিছিল ও পথসভা

জনাব শেখ মুজিবর রহমানসহ সাতজন আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে গতকল্য সোমবার বিকালে বায়তুল মোকাররম হইতে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে একটি শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিল বাহির হয়। এই প্রতিবাদ মিছিলে বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকগণ অংশগ্রহণ করেন। “শেখ মুজিবের মুক্তি চাই”, “সকল রাজবন্দীর মুক্তি চাই”, “খাদ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস

করতে হবে”, “পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে”, “৬-দফা মানতে হবে” প্রভৃতি শ্লোগান ও প্লার্ড সহকারে বিক্ষোভ মিছিলটি জিন্মা এ্যাভিনিউ, নবাবপুর রোড, সদরঘাট, ইসলামপুর, চকবাজার, নাজিমুদ্দীন রোডসহ বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করিয়া শহীদ সোহরওয়ার্দীর মাজার প্রাঙ্গণে জমায়েত হয় এবং তথায় মিছিলটি সমাপ্ত হইয়া যায়।

রাজধানীর বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করিবার সময় মিছিলে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন ব্যক্তি পথ-সভায় বক্তৃতাদানকালে শেখ মুজিবরসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করেন।

বক্তাগণ ‘আজাদের’ উপর সরকার কর্তৃক জামানত তলবের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করিয়া বিভিন্ন সংবাদপত্রের উপর আরোপিত বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের দাবী করেন এবং বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতির জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। পথ-সভায় বিভিন্ন বক্তা ৬ দফা দাবী আদায়ের জন্য সংঘবদ্ধ সংগ্রামের উদ্দেশ্যে দেশবাসীর নিকট আহ্বান জানান।

ইহাছাড়া গতকল্য আদমজী পাট কলের শ্রমিকগণ ও তেজগাঁ শিল্প এলাকার শ্রমিকগণ আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে মিছিল ও সভা করে বলিয়া প্রকাশ।

প্রদেশব্যাপী শোভাযাত্রা ও সভা

গতকল্য আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীদের একসভায় শেখ মুজিবর রহমানসহ ৭জন আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে আগামী শুক্রবার সারা প্রদেশব্যাপী আওয়ামী লীগের উদ্যোগে সভা ও শোভাযাত্রা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া গতকল্য আওয়ামী লীগ সূত্রে প্রকাশ।

অদ্য পথ-সভা ও বিক্ষোভ মিছিল

অদ্য মঙ্গলবার আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে পুনরায় বায়তুল মোকাররম হইতে একটি বিক্ষোভ মিছিল বাহির হইবে বলিয়া জানা যায়।

Dawn

10th May 1966

Mujib & 2 other A.L. leaders arrested

Dacca, May 9: Sheikh Mujibur Rahman, President, East Pakistan Awami League and two other Awami League leaders were arrested last night at Dacca under Defence of Pakistan Rules.

The other two leaders are: Mr Tajuddin, General Secretary, East Pakistan Awami League and Khondker Mushtaq Ahmed. —APP

Dawn
10th May 1966
Mujib's arrest criticised

DACCA, May 9: Opposition circles in East Pakistan today criticised the arrest of Sheikh Mujibur Rahman, President of the East Pakistan Awami League and his two associates under DPR.

In a statement Shah Azizur Rahman said: "Mr Mujibur Rahman and the other leaders had voiced the universal demand of the people for regional, political and economic autonomy for East Pakistan and for removal of growing imbalance between the two wings."

He said: "Specific criminal cases have been registered against Sheikh Mujibur Rahman in different courts all over East Pakistan. If he allegedly committed any offence and contravened any provision of law, he will face trial in competent court. When specific cases are already pending for adjudication and trial, there is absolutely no justification for his arrest and detention."

Maulvi Farid Ahmad, General Secretary of the Pakistan Nizam-i-Islam Party, in his statement, said when the Government had previously instituted cases against Sheikh Mujibur Rahman on specific charges for similar activity the present action was malafide on the face of it. He said that the Government should have waited for the results of criminal cases before exercising "extraordinary powers."

Mr Mahmud Ali, Secretary General of the National democratic Front described the arrest of Sheikh Mujibur Rahman and others as unjust and said that every citizen was entitled to be tried before a court of law for his action which might be considered as infringement of the laws of the land "To detain them for pursuing a particular line of politics is a negation of democratic right," he added. —PPA.

দৈনিক ইত্তেফাক

১০ই মে ১৯৬৬

‘অসঙ্গত ও নীতি বিগর্হিত’ *‘অযাচিত ও জবরদস্তিমূলক’ *‘উদ্দেশ্যপ্রণোদিত’

নেতৃবৃন্দের আটকের প্রতিবাদে তুমুল ক্ষোভঃ

চিত্তা ও বাক-স্বাধীনতার উপর ‘নয়া হামলা’ তীব্র নিন্দা

অবিলম্বে আটক নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবী

(স্টাফ রিপোর্টার)

শেখ মুজিবুর রহমানসহ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে দেশরক্ষা আইনবলে গ্রেফতার করিয়া কারাগারে আটকের সংবাদে রাজধানী ঢাকার সর্বমহলে যুগপৎ বিস্ময় ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়।

জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের নেতা জনাব নূরুল আমীন এক বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে গৃহীত এই ব্যবস্থাকে ‘চিত্তা ও বাক-স্বাধীনতার উপর নয়া হামলা’ বলিয়া অভিহিত করিয়া বলেন যে, যুদ্ধোত্তরকালেও দেশরক্ষা আইনবলে বিনাবিচারে নেতৃবৃন্দের এই আটক কেবল অসঙ্গতঃই নহে—নীতি বিগর্হিতও।

জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের সহকারী নেতা শাহ আজিজুর রহমান নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে গৃহীত এই ব্যবস্থাকে ‘অযাচিত’ ও ‘জবরদস্তিমূলক’ বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি বলেন যে, ধৃত নেতৃবৃন্দের কণ্ঠে আঞ্চলিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের সার্বজনীন দাবীই ধ্বনিত হইতেছিল। নেজামে ইসলাম নেতা জনাব ফরিদ আহমদ এক বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দের এই আটককে ‘উদ্দেশ্যপ্রণোদিত’ বলিয়া অভিহিত করিয়া বলেন যে, সরকার শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অভিযোগে যে মামলা দায়ের করিয়াছেন, তাহার ফলাফল জানা পর্যন্ত অপেক্ষা করাও কি সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না? তিনি বলেন যে, নেতৃবৃন্দকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া গণ-আন্দোলন কখনও স্তব্ধ করা যায় না। ন্যাপ-সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন, জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব কামরুজ্জামান এবং যশোর ও কুমিল্লার আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিব প্রমুখের আটকের তীব্র নিন্দা করিয়া অবিলম্বে তাঁহাদের মুক্তি দাবী করেন।

নূরুল আমীন

জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের নেতা জনাব নূরুল আমীন, শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য নেতাকে বিনাবিচারে দেশরক্ষা আইনে আটক রাখার ব্যবস্থাকে চিত্তা ও বাক-স্বাধীনতার উপর নয়া হামলা বলিয়া অভিহিত করিয়া বলেন যে, গণতন্ত্রমনা মানুষ মাঝেই ইহাকে খিকার দিবে। তিনি বলেন যে, সরকার উপর্যুপরি দেশবাসীকে এই আশ্বাসই দিয়াছেন যে, দেশরক্ষা আইন একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা এবং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট জরুরী পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্যই অস্থায়ীভাবে এই আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। তাই, প্রয়োজনের বাহিরে বা যুদ্ধাবসানের পরও দেশরক্ষা আইনের এই প্রয়োগ বা ব্যবহার শুধু অসঙ্গতই নয় নীতি বিগর্হিতও বটে।

শাহ আজিজ

জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলের ডেপুটি নেতা ও আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী দলের নেতা শাহ আজিজুর রহমান আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা করিয়া তাহাদের আশু মুক্তি দাবী করেন। তিনি বলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের অপরাপর নেতা রাজনৈতিক ও

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের সার্বজনীন দাবীই ব্যক্ত করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে সর্বত্র বিভিন্ন আদালতে শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে নানাবিধ নির্দিষ্ট মামলা বিচারাধীন আছে। যদি তিনি কোন অন্যায় করিয়া থাকেন বা দেশের কোন আইন লঙ্ঘন করিয়া থাকেন তবে সংশ্লিষ্ট আদালতে তাহার বিচার হইবে। নির্দিষ্ট মামলা যেখানে বিচারাধীন আছে সেক্ষেত্রে তাহাদের গ্রেফতারের ও আটকের কোন যৌক্তিকতা নাই। শাহ আজিজ বলেন যে, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতার জবরদস্তিমূলক এবং নিতান্তই অনাবশ্যক। নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের ফলে দেশে ব্যাপকভাবে অসন্তোষ ও প্রতিবাদের বাড়ি উঠিয়াছে। তিনি আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের আশু মুক্তি দাবী করেন।

কামরুজ্জামান

জাতীয় পরিষদে সম্মিলিত বিরোধী দলের সম্পাদক ও আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য জনাব এ, এইচ, এম, কামরুজ্জামান আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা করেন। তিনি সরকারকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, রাজনৈতিক প্রশ্নে নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দ্বারা কোনদিনই প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করা যায় না। নির্যাতন ও নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে দেশে শান্তি ও শৃংখলা বিঘ্নিত হইবারই আশঙ্কা থাকে। জনাব কামরুজ্জামানও দফার প্রশ্নে সরকারকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের আহ্বান জানান। অবিলম্বে তিনি আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দসহ সকল রাজবন্দী ও প্রতিরক্ষা আইনে আটক বন্দীদের মুক্তি দাবী করেন।

ফরিদ আহমদ

নেজামে ইসলাম নেতা জনাব ফরিদ আহমদ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের নিন্দা করিয়া তাহাদের আশু মুক্তি দাবী করেন। তিনি সরকারকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন যে, নেতৃবৃন্দকে জেলে পুরিয়া দিয়া আন্দোলন দমানো যায় না। জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব মাহমুদ আলী বলেন যে, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের আটক সরকারের একটি অন্যায়, নীতি বিগর্হিত ও নির্যাতনমূলক ব্যবস্থার অন্যতম। দেশের আইন ভঙ্গ করিলে আদালতে বিচারের সম্মুখীন হওয়ার অধিকার নাগরিক মাত্রেরই আছে। বিশেষ ধরনের রাজনীতি করিতে গিয়া রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের আটক করিয়া রাখা শুধু গণতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণই নয়, এই ব্যবস্থা স্বাধীনতার উপরই একটা প্রত্যক্ষ হামলা।

সৈয়দ আলতাফ হোসেন

পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপ-এর সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন গত রাতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান ও

অন্যান্য নেতার গ্রেফতারের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, কেহ জনগণের অধিকার ও স্বার্থের কথা বলিলেই তাহার বিরুদ্ধে অত্যাচার ও নিপীড়ন শুরু হয়। ‘ন্যাপ’ নেতা আরও বলেন, শেখ মুজিবর রহমান ও তাহার দল পূর্ব পাকিস্তানের অভাব-অভিযোগ সম্বলিত ৬-দফা দাবী উত্থাপন করায় সম্প্রতি কর্তৃপক্ষের কোপ দৃষ্টিতে পতিত হন। দেশের গণতন্ত্রমনা প্রত্যেক নাগরিককে শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য নেতার এই গ্রেফতারের প্রতিবাদে আগাইয়া আসার জন্য ‘ন্যাপ’ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন আহ্বান জানান।

মসিহুর রহমান

সাবেক প্রাদেশিক মন্ত্রী ও বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা জনাব মসিহুর রহমান এক বিবৃতিতে শেখ মুজিবর রহমানসহ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতারের নিন্দা করেন। তিনি বলেন যে, নির্যাতন ও নিপীড়নের দ্বারা কোন সরকারই কোন গণ-দাবী স্তব্ধ করিতে পারে নাই—আমাদের দেশের ক্ষমতাসীনরাও পারিবেন না।

দৈনিক ইত্তেফাক

১০ই মে ১৯৬৬

দেশরক্ষা আইনবলে আওয়ামী লীগের ৭জন নেতাকে কারাগারে আটক (ষ্টাফ রিপোর্টার)

গত রবিবার দিনগত রাত দুইটা হইতে চারটার মধ্যে ঢাকা শহরে প্রকৃত প্রস্তাবে ৬ জন এবং চট্টগ্রামে একজন আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেফতার করিয়া দেশরক্ষা আইনের ৩২ (১) ক-ধারার বিধানবলে কারাগারে আটক করা হয়। শেখ সাহেবসহ ঢাকায় গ্রেফতারকৃত নেতৃবৃন্দকে ঐরাতেই সরাসরি ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে লইয়া যাওয়া হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, দেশরক্ষা আইনের এই ধারাটিতে ‘পাকিস্তানের জননিরাপত্তা, স্বার্থ বা দেশরক্ষা, জনশৃংখলা, অন্য কোন শক্তির সহিত পাকিস্তানের সম্পর্ক পাকিস্তানের সর্বত্র শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার এবং প্রয়োজনীয় সরবরাহ ও কাজকর্ম অব্যাহত রাখার বা যথাযোগ্যভাবে যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার যদি কোন ব্যক্তির আচার-আচরণ আপত্তিকর বলিয়া নিঃসন্দেহান হন, ‘তবে তাঁহাকে আটকের নির্দেশ দিতে পারিবেন বলিয়া বিধান রাখা হইয়াছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, রবিবার রাত দুইটায় শেখ মুজিবর রহমানের ধানমন্ডীস্থ বাসভবন ঘেরাও করা হয় এবং জনৈক পুলিশ অফিসার তাঁহাকে ঘুম হইতে জাগাইয়া গ্রেফতারী পরোয়ানাটি তাহার হাতে দেন। অল্প সময়ের

মধ্যে শেখ সাহেব প্রস্তুত হন। রাত্রি তিনটায় তাঁহার সহোদর এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ সাহেবকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেল গেটে পৌছাইয়া দেন। একই সময়ে পুলিশ আওয়ামী লীগ নেতা খন্দকার মোশতাক আহমদ এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন আহমদের বাসভবনে হানা দেয়। তাঁহাদিগকে গ্রেফতার করিয়া সেন্ট্রাল জেলে লইয়া যাওয়া হয়। রাত প্রায় তিনটায় পুলিশ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরীর বাসভবনে হানা দেয় এবং তাঁহাকেও গ্রেফতার করিয়া সেন্ট্রাল জেলে লইয়া যায়।

ঐ রাতেই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক জনাব জহুর আহমদ চৌধুরীকে নওয়াবপুর সেন্ট্রাল হোটেলে হইতে এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব মুজিবর রহমানকে (রাজশাহী) নওয়াবপুর ঢাকা বোডিং হইতে গ্রেফতার করা হয়।

উল্লেখযোগ্য যে, গত রবিবার শেখ মুজিবর রহমানের বাসভবনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে যোগদানের জন্য জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী চট্টগ্রাম হইতে এবং জনাব মুজিবর রহমান রাজশাহী হইতে ঢাকা আগমন করেন।

গতকাল চট্টগ্রাম হইতে প্রাপ্ত খবরে জানা যায় যে, তথায় রবিবার রাতে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব এম, এ, আজিজকে গ্রেফতার করিয়া দেশরক্ষা আইনবলে কারাগারে আটক করা হইয়াছে।

গতকাল (সোমবার) বেগম মোশতাক আহমদ এবং বেগম নূরুল ইসলাম চৌধুরী, জনাব আহমদ ও জনাব চৌধুরীর সঙ্গে কারাগারে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের সাক্ষাতের অনুমতি দেন নাই। তাঁহাদের জন্য কিছু ফল প্রেরণের প্রস্তাব করিলে জেল কর্তৃপক্ষ তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১০ই মে ১৯৬৬

নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবীতে ঢাকায় ও শ্রমিক এলাকায় বিক্ষোভ

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান, খন্দকার মুশতাক আহমদ, জনাব তাজুদ্দীন আহমদ প্রমুখের গ্রেফতারের সংবাদ গতকাল সকালে শহরে দ্রুত ছড়াইয়া পড়ে এবং শহরবাসীর মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। কালোবাজ পরিধান, বিক্ষোভ, মিছিল, পথসভা এবং বিবৃতির মাধ্যমে, সকল শ্রেণীর নাগরিক ও শ্রমিক তাহাদের ক্ষুব্ধ মনোভাব ব্যক্ত করে।

আদমজী মিলে শ্রমিক বিক্ষোভ

নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের সংবাদ পাইয়া আদমজী জুট মিলের শ্রমিকরা গতকাল কালোবাজ ধারণ করে এবং সকাল ১১টা, বিকাল ৪টা, রাত ৯টা এবং রাত ২টায় কাজে যাওয়ার এবং কাজ শেষে ফিরিয়া আসার পথে মিছিল করিয়া তুমুল বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং শেখ মুজিবসহ বন্দী সকল নেতার মুক্তির দাবী জানাইয়া শ্লোগান দেয়। তাহারা রেশনে মাথাপিছু ৫ সের সিদ্ধ চাউল দেওয়ার দাবী জানাইয়া শ্লোগান তোলে। রাতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়, মিলের শ্রমিকরা নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে মিল এলাকায় এক দীর্ঘ শোভাযাত্রা বাহির করিয়া বিক্ষোভ করিয়া ফিরিতে থাকে। নেতৃবৃন্দের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত তাহারা এইভাবে বিক্ষোভ চালাইয়া যাওয়ার এমনকি প্রয়োজন হইলে অন্যবিধ কর্মসূচী গ্রহণেরও সংকল্প ঘোষণা করেন।

তেজগাঁও ও ঢাকায় বিক্ষোভ

গতকাল বিকালে শেখ মুজিবর ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতার মুক্তির দাবীতে তেজগাঁও শিল্প এলাকার শ্রমিকরাও বিক্ষোভ প্রদর্শন ও মিছিল বাহির করে। তাহারা ধৃত নেতাদের আশু মুক্তির দাবী জানায়। বিকাল সাড়ে ৫টায় আওয়ামী লীগের উদ্যোগে শেখ মুজিব ও অন্যান্য নেতার গ্রেফতারের প্রতিবাদে শহরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। বিক্ষোভকারী জনতা নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবী সম্বলিত প্লার্ডসহ মিছিল করিয়া বায়তুল মোকাররম হইতে সদরঘাট ও চকবাজার হইয়া শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মাজারে গিয়া ছত্রভঙ্গ হয়। পথিমধ্যে নবাবপুর, বাহাদুর শাহ পার্ক, সদরঘাট ও চকবাজারে পথসভা করিয়া বক্তৃতা করা হয়। বিক্ষোভকারীরা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বন্দী নেতাদের মুক্তি চাই, ৬-দফা কায়ম কর, ন্যায়মূল্যে খাদ্য চাই প্রভৃতি ধ্বনি দেয়।

সংবাদ

১০ই মে ১৯৬৬

বিরোধী দলের নেতৃবর্গ কর্তৃক

শেখ মুজিবের গ্রেফতারের নিন্দা : অবিলম্বে মুক্তি দাবী

ঢাকা, ৯ই মে (পি পি এ)।— পূর্ব পাকিস্তানের বিরোধী দল অদ্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমান এবং তাঁহার দুইজন সহকর্মীকে পাকিস্তান রক্ষা আইনে গ্রেফতারকে নিন্দা করেন এবং ইহাকে শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃত বাক এবং চিন্তার স্বাধীনতার প্রতি নূতন আঘাত বলিয়া আখ্যায়িত করেন।

জাতীয় পরিষদে, বিরোধী দলের নেতা এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের চেয়ারম্যান, জনাব নূরুল আমিন, শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগের অন্য দুইজন নেতার মুক্তি দাবীর পাশাপাশি রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদীদের উপর পাকিস্তান রক্ষা আইন প্রয়োগ করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। জাতীয় পরিষদ বিরোধী দলের জেলা নেতা শাহ আজিজুর রহমান, নিজাম-ই-ইসলাম পার্টির সাধারণ সম্পাদক জনাব ফরিদ আহমদ এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহমুদ আলীও এই খেফতারের নিন্দা করেন।

জনাব নূরুল আমিন তাঁহার বিবৃতিতে বলেন, শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্যদের খেফতার এবং বিনাবিচারে পাকিস্তান রক্ষা আইনে তাঁহাদিগকে আটক রাখার সরকারী কাজটি দেশের সকল গণতান্ত্রিক মহল কর্তৃক নিন্দিত হইবে।

তিনি বলেন, সরকার বারবার আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, পাকিস্তান রক্ষা আইন সাম্প্রতিক ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত জরুরী অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য একটি সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র।

তিনি আরও বলেন যে, ইহার অতিরিক্ত এই আইন প্রয়োগ শুধু অন্যায় নয়, নৈতিকতা বর্জিতও।

সংবাদ

১০ই মে ১৯৬৬

শেখ মুজিবের খেফতারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে পুনরায় খেফতারের প্রতিবাদে অদ্য অপরাহ্নে প্রায় দেড় সহস্র ব্যক্তি বায়তুল মোকাররমের সন্নিহিত সমবেত হয় এবং তথায় স্বল্পকাল পথসভা করিয়া শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবীকেও সরকারী দমন নীতির বিরুদ্ধে নানারূপ ধ্বনি তুলিয়া মিছিল সহকারে নওয়াবপুর হইয়া সদরঘাট, ইসলামপুর জেলগেট, নাজিমুদ্দীন রোড প্রদক্ষিণ করে। বাহাদুর শাহ পার্ক, সদরঘাটের মোড় ও জেল গেটের সম্মুখে তাঁহারা পথসভা করে। এবং পরিশেষে শেরে বাংলার মাজারের নিকট পৌঁছায়।

কুমিল্লা

কুমিল্লা হইতে সংবাদদাতা প্রেরিত অপর এক খবরে প্রকাশ, শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দিন আহমদ ও খোন্দকার মোশতাক প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতৃবর্গের খেফতারের প্রতিবাদে কুমিল্লা জেলা আওয়ামী লীগ নেতৃবর্গ এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন।

বিবৃতিতে তাঁহারা বলেন, আওয়ামী লীগ নেতৃবর্গের খেফতার ইহাই প্রমাণ করে যে, বর্তমান সরকার ন্যায়সঙ্গত দাবীভিত্তিক নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন সহ্য করেন না। কয়েকজন লোককেই খেফতার করিয়া বা শত-সহস্র নির্যাতন চালাইয়াও ৬-দফা আন্দোলনকে স্তব্ধ করা যাইবে না। তাঁহারা অবিলম্বে নেতৃবর্গের মুক্তিদানের দাবী জানান।

কুমিল্লা জেলা আওয়ামী লীগের সম্পাদক আহমদ আলী, সহ-সভাপতি দলিলুর রহমান, হাজী রমিজদ্দিন ও আবদুল গনী, প্রচার সম্পাদক আমীর হোসেন ও সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল আজিজ এই বিবৃতি প্রদান করেন।

দৈনিক পাকিস্তান

১০ই মে ১৯৬৬

শেখ মুজিবসহ কতিপয় আওয়ামী নেতা খেফতার

(স্টাফ রিপোর্টার)

গত রবিবার রাতে পুলিশ পাকিস্তান রক্ষাবিধির ৩২ ধারায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দীন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, শ্রম সম্পাদক জনাব জহুর আহমদ চৌধুরীকে খেফতার করিয়াছে।

এছাড়া গত রবিবার পাকিস্তান রক্ষাবিধি অনুযায়ী চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এম এ আজিজকেও খেফতার করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের খেফতারের প্রতিবাদে গতকল্য সোমবার বিকালে কতিপয় আওয়ামী লীগ কর্মী বায়তুল মোকাররমে সমবেত হয় এবং সেখান হইতে একটি ক্ষুদ্র সোভাযাত্রা বাহির করে।

আজাদ

১১ই মে ১৯৬৬

নেতৃবৃন্দ কর্তৃক অবিলম্বে মুক্তি দাবী

মুজিবের খেফতারের প্রতিবাদ অব্যাহত

(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শেখ মুজিবুর রহমানসহ সাতজন আওয়ামী লীগ নেতাকে খেফতারের প্রতিবাদে গতকল্য মঙ্গলবার পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বায়তুল মোকাররম হইতে এক

প্রতিবাদ মিছিল বাহির হয়। মিছিলে অংশগ্রহণকারীগণ রাজধানীর বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ কালে বিভিন্ন স্থানে পথসভা করে। পথসভায় বিভিন্ন বক্তা শেখ মুজিবর রহমান ও সকল রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী করে এবং বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতির তীব্র সমালোচনা করিয়া অবিলম্বে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস করার দাবী জানায়। বিভিন্ন বক্তা অবিলম্বে জরুরী আইন প্রত্যাহার, সংবাদপত্রের উপর জারীকৃত বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

ছাত্র মিছিল ও পথসভা

গতকল্য রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রগণ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল বাহির করে এবং বিভিন্ন ধ্বনি সহকারে রাজধানীর বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করেন। এইদিন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যান্টিনে ছাত্রগণ একটা প্রতিবাদ সভায় মিলিত হয়।

নারাগণগঞ্জে ছাত্র ধর্মঘট

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

নারায়ণগঞ্জ, ১০ই মে। – অদ্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ও আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতাসহ সকল বন্দীদের মুক্তির দাবীতে স্থানীয় সমস্ত স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ধর্মঘট করে। তাহারা বেলা ২ ঘটিকার সময় “শেখ মুজিবের মুক্তি চাই”, “৬-দফা মানতে হবে”, “রাজবন্দীদের মুক্তি চাই” প্রভৃতি ধ্বনি সহকারে শহরের প্রধান প্রধান রাস্তা প্রদক্ষিণ করে। তাহাদের সঙ্গে অনেক পথচারী জনসাধারণও মিছিলে शामिल হইয়া তাহাদের দাবীকে আরো জোরদার করে।

নেতৃবৃন্দ কর্তৃক মুক্তি দানের দাবী

গত রবিবার দিবাগত রাত্রে জনাব শেখ মুজিবর রহমানসহ ৭ জন আওয়ামী লীগ নেতার গ্রেফতারের ফলে ঢাকা ও প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ইতিমধ্যেই ঢাকাস্থ অবস্থানরত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এই গ্রেফতারের প্রতিবাদ জানাইয়াছেন এবং অবিলম্বে গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি দাবী করিয়াছেন। এইসব নেতৃবৃন্দের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক উজিরে আলা জনাব নুরুল আমিন, জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলের সহকারী নেতা জনাব শাহ আজিজুর রহমান, ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন, নেজামে এছলাম নেতা জনাব ফরিদ আহম্মদ প্রমুখ।

ইতিমধ্যে দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে গ্রেফতারের প্রতিবাদের খবর আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

ইহাছাড়া তেজগাঁও ও নারায়ণগঞ্জের শিল্প এলাকায় শ্রমিকদের পক্ষ হইতে গ্রেফতারের প্রতিবাদ জানান হইয়াছে। অন্যদিকে প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্রসমাজের মধ্যেও এই গ্রেফতারের ফলে ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে। এমনকি কোন কোন স্থানে ছাত্ররা ক্লাসে যোগদান হইতে বিরত থাকে।

প্রতিবাদ দিবস

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতার গ্রেফতারের প্রতিবাদে আগামী ১৩ই মে শুক্রবার প্রদেশব্যাপী আওয়ামী লীগের উদ্যোগে প্রতিবাদ দিবস পালন করা হইবে বলিয়া গতকাল মঙ্গলবার আওয়ামী লীগের এক প্রেস রিলিজে প্রকাশ করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে শুক্রবার ১৩ই মে বৈকাল ৪ ঘটিকায় “প্রতিবাদ দিবস” উপলক্ষে ঢাকার আউটার স্টেডিয়ামে এক জনসভা আহ্বান করা হইয়াছে।

এই দিন প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে জনসভা অনুষ্ঠান ও শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ মিছিল বাহির করিবার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হইতেছে বলিয়া আওয়ামী লীগ সূত্রে জানান হইয়াছে।

আলীম আল-রাজীর বিবৃতি

গতকল্য মঙ্গলবার পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের স্বতন্ত্র দলীয় সদস্য ডক্টর আলীম আল-রাজী এক বিবৃতিতে দেশরক্ষা আইন মোতাবেক জনাব শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য আওয়ামী নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারকে সরকার কর্তৃক ক্ষমতার “যথেষ্ট অপব্যবহার” বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি বলেন, শান্তিপূর্ণ ও শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে মতামত প্রকাশ একটা স্বাধীন দেশের প্রতিটি নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার।

সম্প্রতি যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবেলায় পাকিস্তান দেশরক্ষা আইন সাধারণ ব্যবস্থার একটি ব্যতিক্রম মাত্র। তাই শান্তিপূর্ণ সময়ের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অথবা দলের বিরুদ্ধে এই আইন প্রয়োগ মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। এই ধরনের ব্যবস্থা কখনই জাতীয় স্বার্থকে জোরদার করিবে না। ডক্টর রাজী অবিলম্বে দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতারকৃত নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবী করেন।

মওলানা তর্কবাগিশের প্রতিবাদ

গতকল্য মঙ্গলবার পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগিশ এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। তিনি অবিলম্বে গ্রেফতারকৃত নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবী করেন।

আজাদ
১১ই মে ১৯৬৬
শেখ মুজিবের হেবিয়াস কর্পাস

ঢাকা, ১০ই মে।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানসহ অন্যান্য ছয়জন আটক আওয়ামী লীগ নেতার মুক্তির জন্য ঢাকা হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাস আবেদন পেশ করা হইবে বলিয়া অদ্য আওয়ামী লীগ সূত্রে জানা গিয়াছে।

এই ব্যাপারে রীট আবেদন প্রস্তুত করা হইতেছে ও দুই একদিনের মধ্যেই হাইকোর্টে দাখিল করা হইবে উপরোক্ত সূত্রে প্রকাশ করা হইয়াছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, শেখ মুজিবর রহমান, জনাব তাজুদ্দীন ও মুসতাক আহমদকে গতকল্য পাকিস্তান দেশরক্ষা বিধি অনুযায়ী গ্রেফতার করা হইয়াছে। —পি,পি, এ

Dawn
11th May 1966
Mujib's release demanded

DACCA, May 10: Mr Asaduzzaman Khan, leader of the Independent Opposition Group in the East Pakistan Assembly, yesterday criticised the arrest of Sheikh Mujibur Rahman and other Awami League leaders and demanded their immediate release.

In a statement he said: “It is an utter misuse of the DPR to suppress demands for political rights and the political activities in the country.

“What is needed in the present political situation in the country is a statesmanlike and patriotic approach to the questions agitating the minds of the people. Any attempt to suppress the political aspirations of the people will only do harm to the country”. the statement added.— PPA.

APP adds: The General Secretary of the Awami League Karachi Branch, Mr Khalil Ahmad Tirmizi, today demanded immediate release of Sheikh Mujibur Rahman, and his two defamed colleagues.

Mr Tirmizi in a Press statement, criticised the arrests of the three Awami Leaguers under the Defence of Pakistan Rules.

দৈনিক ইত্তেফাক
১১ই মে ১৯৬৬
নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারে সকল মহলে প্রতিবাদের ঝড়
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের প্রতিবাদে সমগ্র প্রদেশে ব্যাপক অসন্তোষ ও বিক্ষোভের ঝড় উঠিয়াছে। প্রাদেশিক রাজধানীতে বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা করিয়া তাঁহাদের আশু মুক্তি দাবী করিয়াছেন।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ গতকাল সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে শেখ মুজিবর রহমানসহ আওয়ামী লীগের অপর ৬ জন নেতার গ্রেপ্তারের তীব্র নিন্দা করেন। তিনি সরকারকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন যে, ৬-দফা মানুষের জীবন-মরণের দাবী। নির্যাতন ও নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া মানুষের জীবন-মরণের দাবীকে নস্যাৎ করা যায় না। ক্ষমতায় আঁকড়াইয়া থাকার জন্য ক্ষমতাসীনরা যেখানেই জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি বল প্রয়োগের স্তব্ধ করার চেষ্টা করিয়াছে, সেখানেই নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম অধিকতর জোরদার হইয়া উঠিয়াছে। মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ঘোষণা করেন যে, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের যে সার্বজনীন দাবী তোলার অভিযোগে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে আটক করা হইয়াছে এদেশের অগণিত মজলুম জনগণের পক্ষ হইতে আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে সেই দাবী জনসমক্ষে তুলিয়া ধরিতেছি। আগামী ১৩ই মে নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ প্রদেশব্যাপী যে প্রতিবাদ দিবস আহ্বান করিয়াছে, এদেশের প্রতিটি গৃহ হইতে সেদিন নির্যাতন ও নিবর্তনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আওয়াজ বুলন্দ করিয়া তোলার জন্য আমি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাইতেছি। জাতীয় পরিষদে স্বতন্ত্র সদস্য ডক্টর আলীম আল-রাজি আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের আশু মুক্তি দাবী করিয়া বলেন যে, দেশরক্ষা আইনে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করিয়া সরকার এই আইনের মারাত্মক অপব্যবহার করিয়াছেন। যে-কোন জাতীয় প্রশ্নে সরকারের বিরোধী মতবাদ পোষণ করা বা সে মতবাদ শাসনতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণভাবে প্রচার করার অধিকার স্বাধীন দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার। যুদ্ধে সৃষ্ট বিশেষ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য দেশরক্ষা আইনের প্রবর্তন করা হয়। এই আইনের প্রয়োগ দ্বারা রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের শায়েস্তা করা সমীচীন নয় এবং এই ব্যবস্থা আমাদের জাতীয় স্বার্থের অনুকূলও নয়। ঢাকা জামাতে ইসলামের আমীর জনাব কে জে মুরাদ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের

গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন যে, দেশরক্ষার জন্য যে আইন করা হইয়াছে, যে আইনের দ্বারা বিরোধী দলকে ঘায়েল করার চেষ্টা অত্যন্ত লজ্জাকর এবং এতে সরকারের মারমুখী নীতিরই অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে।

পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জনাব সিরাজুল হোসেন খান আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারকে ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর হামলা বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি নেতৃবৃন্দের আশু মুক্তি দাবী করেন। অবিলম্বে জরুরী পরিস্থিতির অবসান ও দেশরক্ষা আইন বাতিল করার জন্যও তিনি দাবী জানান।

যশোরে প্রতিবাদ

আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও আটক নেতাদের মুক্তি দাবী করিয়া যশোর আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতি দিয়াছেন। বিবৃতিতে তাঁহারা বলেন, নিপীড়িত মানুষের দাবীই শেখ মুজিব তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই কারণে সরকার তাঁহাদের কারান্তরালে নিক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু ক্ষমতাসীনদের ইহা বুঝা প্রয়োজন যে, দমননীতি প্রয়োগ করিয়া কোন শাসকগোষ্ঠীই মানুষের ন্যায্য দাবী প্রতিহত করিতে পারে নাই। সুতরাং সরকার যে পথে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া সত্যকে উপলব্ধি করিতে প্রয়াসী হইলে দেশবাসীর জন্য মঙ্গলজনক হইবে। বিবৃতিতে স্বাক্ষরদান করেন মেসার্স আবদুর রশীদ, এম, রওশন আলী বি, এল, সৈয়দ আতর আলী, সোহরাব হোসেন এল, এল বি, আফহার উদ্দীন আহম্মদ, খোন্দকার আব্দুল হাফিজ, এল, এল, বি, জে, কে এম, আবদুল আজীজ ও আলহাজ নূর বখশ।

চট্টগ্রামে ক্ষোভ প্রকাশ

গত ৯ই মে চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ অফিসে এক সভায় নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া শীঘ্রই তাঁহাদের মুক্তি দাবী করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডাঃ সৈয়দুর রহমান চৌধুরী। সভায় বিভিন্ন বক্তা সরকারের দমননীতির কঠোর সমালোচনা করিয়া এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, দেশবাসীর ন্যায্য দাবী প্রতিফলন করিয়া যদি কারাবরণ করিতে হয়, তবে কারাবরণের জন্য এই দেশে লোকের অভাব হইবে না। তাঁহারা অবিলম্বে আটক নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবী করেন।

Morning News

11th May 1966

Protest Against Mujib's Arrest

(By Our Staff Reporter)

A Public Meeting organised by the Awami League held yesterday at Baitul Mokarram demanded the immediate release of the party

leader Sheikh Mujibur Rahman. After the meeting, a procession of the Awami League workers marched through Nawabpur.

Meetings were also held by a section of students at Dacca University and of workers at Tejgaon Industrial Area and Adamjee Jute Mills.

The workers' meetings also demanded prompt and offensive measures to bring down the prices of essential commodities.

A protest meeting and demonstration will again be held at Baitul Mukarram at 5 p.m. today.

The Awami League is also observing protest day on May 13 (Friday). A public meeting will be held at the Outer Stadium at 1 p.m.

সংবাদ

১১ই মে ১৯৬৬

গণতান্ত্রিক মহলে ক্ষোভের সঞ্চরণ

শেখ মুজিবসহ ধৃত আওয়ামী লীগ নেতাদের আশু মুক্তি দাবী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান ও সম্ভাব্য আওয়ামী লীগ নেতার গ্রেফতারের ফলে সারাদেশে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে। গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় দিবসেও ঢাকার রাজপথে ধৃত আওয়ামী নেতাদের মুক্তি দাবী করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিক্ষোভ মিছিল বাহির হয়। পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক-যুবক প্রভৃতি গণ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও গণতান্ত্রিক মহল এই গ্রেফতারের ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া অবিলম্বে তাহাদের মুক্তি দাবী করেন।

পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগ দল হইতেও শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতার গ্রেফতারের নিন্দা করিয়া তাঁহাদের আশু মুক্তি দাবী করা হয়। পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনাব হাতেম আলী খান দেশরক্ষা আইনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেনঃ—

“পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানসহ আরও কয়েকজন কর্মীকে পাকিস্তান সরকার অদ্য দুইদিনে আটক করিয়াছেন। অবশ্য বর্তমান সরকার অনুসৃত দমন নীতির প্রয়োগ ইহাই প্রথম নয়। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও কৃষক সমিতির শত শত কর্মী দীর্ঘদিন যাবৎ সরকারের এই নীতির ফলে অনেক নির্যাতন ও জেলযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন এবং প্রতি মাসেই কৃষক কর্মীদিগকে বিনা কারণে গ্রেফতার ও হয়রানি করা হইতেছে”।

দৈনিক পাকিস্তান

১১ই মে ১৯৬৬

শেখ মুজিবের গ্রেফতারের নিন্দা

পূর্ব পাকিস্তানের বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান ও তাঁহার দুইজন সহকর্মীকে গ্রেফতারের নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহারা এই গ্রেফতারকে চিন্তার স্বাধীনতা ও বাক-স্বাধীনতার প্রতি নয়া আঘাত বলিয়া অবহিত করিয়াছেন।

নূরুল আমীন

জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলীয় নেতা ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট চেয়ারম্যান জনাব নূরুল আমীন রাজনৈতিক বিরোধীদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান রক্ষা আইন ব্যবহার করায় দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি গ্রেফতারকৃত নেতৃবৃন্দকে অবিলম্বে মুক্তিদানের দাবী জানান।

ফরিদ আহমদ

মৌলবী ফরিদ আহমদ শেখ মুজিব ও অন্যান্য নেতৃবর্গকে অবিলম্বে মুক্তিদানের দাবী জানান। তিনি বলেন, নেতৃবর্গকে কারাগারে নিষ্ক্ষেপ করিয়া কোন আন্দোলনকে দাবাইয়া রাখা যায় না।

মাহমুদ আলী

জনাব মাহমুদ আলী উক্ত গ্রেফতারকে স্বেচ্ছাচারিতা, অন্যায় ও নীতি বহির্ভূত কাজ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

আজাদ

১২ই মে ১৯৬৬

নেতৃবৃন্দ কর্তৃক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসেলের

জন্য দেশরক্ষা আইন প্রয়োগের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

দেশরক্ষা আইনবলে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শেখ মুজিবর রহমান ও দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের নিন্দা করিয়া পূর্ব পাকিস্তান মোছলেম লীগের (কাউন্সিল) সাধারণ সম্পাদক জনাব সফিকুল ইসলাম, সহ-সভাপতি খাওয়াজা খায়েরউদ্দিন এবং যুগ্ম-সম্পাদক জনাব আতাউল হক খান একটি যুক্ত বিবৃতিতে অভিযোগ করেন যে, সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য দেশরক্ষা আইন ব্যবহার করিতেছেন।

বিবৃতিতে তাহারা বলেন যে, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করিবার জন্য আমরা দেশরক্ষা আইন প্রয়োগের বিরুদ্ধে। দেশের স্বাভাবিক আইন রহিয়াছে, রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে যদি সত্যিকার কোন অপরাধের অভিযোগ করা হয় তাহা হইলে তাহাদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার করা হোক।

যুক্ত বিবৃতিতে তাঁহারা আরও বলেন, আমাদের দল প্রথমেই শেখ মুজিবর রহমানের ৬-দফার কয়েকটি বিশেষ দিক সম্পর্কে বিরুদ্ধমত জ্ঞাপন করিয়াছিল। আমরা বিশ্বাস করি যে, দেশের জনসাধারণ এবং বিশেষ করিয়া বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ভালো ও মন্দের পার্থক্য নির্ণয় করিতে সক্ষম।

প্রাদেশিক কাউন্সিল লীগের নেতৃবৃন্দ বিবৃতিতে বলেন যে, সরকারী দল প্রথমে শেখ মুজিবর রহমানের ৬-দফার বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন নাই বরং ৬-দফাকে প্রচার করিয়াছেন। তাহার পর হঠাৎ তাহারা ‘গৃহযুদ্ধ’ ও অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগের হুমকি প্রদর্শন করিলেন। কাউন্সিল লীগের নেতৃবৃন্দ সরকারী দলের এই কার্যকে ‘কৌতুকপ্রদ’ বলিয়া অভিহিত করেন।

প্রাদেশিক কাউন্সিল মোছলেম লীগের কর্মকর্তাগণ প্রদত্ত বিবৃতিতে বলেন, অনেকে মনে করেন সরকার পশ্চিম পাকিস্তানে রাজনৈতিক পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ৬-দফার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সেই উদ্দেশ্য হাসেলের পর এখন সরকার আওয়ামী লীগের আন্দোলনকে দমন করিবার জন্য দেশরক্ষা আইন প্রয়োগ করিতেছেন। তাঁহারা বলেন যে, এই দমননীতি সরকারের সুবিধা হইতে অসুবিধাই সৃষ্টি করিবে।

বিবৃতিতে তাঁহারা অবিলম্বে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে মুক্তিদান করিয়া জনগণ ও রাজনৈতিক দলগুলিকে ৬-দফা কার্যসূচী ও আওয়ামী লীগের কার্যকলাপের উপর রায় প্রদানের সুযোগদানের জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানান। বিবৃতির পরিশেষে প্রাদেশিক কাউন্সিল লীগের নেতৃবৃন্দ সরকারের নিকট পুনরায় দেশরক্ষা আইনে গ্রেপ্তারকৃত মোছলেম লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দকে মুক্তিদানের দাবী জানান।

জামায়াতে ইসলামী

পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর মওলানা আবদুর রহিম গতকাল এক বিবৃতিতে বলেন, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দকে দেশরক্ষা আইনবলে গ্রেপ্তার করিয়া সরকার চরম নির্বুদ্ধিতার ও অবিমুখ্যকারিতার পরিচয় দিয়াছেন। দেশরক্ষা আইনের সাহায্যে রাজনৈতিক বিরোধিতার প্রতিশোধ গ্রহণ করা সব সময়েই ও প্রতিবাদযোগ্য।

বিবৃতিতে তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তানের কাউন্সিল মোছলেম লীগ নেতৃবৃন্দকে অবিলম্বে মুক্তিদান করিয়া জনগণকে সকল প্রকার প্রোথাম শান্তিপূর্ণ পরিবেশে যাচাই করার অবাধ সুযোগদানের জন্য জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের দাবী জানান।

জাতীয় পরিষদের সদস্য জনাব এ, বি, এম, নূরুল ইসলাম, প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মমিন এবং ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের কর্মকর্তাগণ পৃথক বিবৃতি মারফত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দকে খেফতার করার তীব্র নিন্দা করিয়া অবিলম্বে তাঁহাদের মুক্তি দানের দাবী জানাইয়াছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১২ই মে ১৯৬৬

**রাজনৈতিক কারণে দেশরক্ষা আইন প্রয়োগে ক্ষোভ
বিভিন্ন দলের নেতা কর্তৃক সরকারী দমননীতির নিন্দা
(ষ্টাফ রিপোর্টার)**

আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের খেফতারের নিন্দা ও তাঁহাদের বিনাশর্তে মুক্তি দাবী করিয়া গতকালও (বুধবার) বিরোধী দলীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়াছেন।

পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিবলে শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য নেতার খেফতারের নিন্দা করিয়া পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের (কাউন্সিল) সহ-সভাপতি সৈয়দ খাজা খয়ের উদ্দিন, এম, এন, এ; সাধারণ সম্পাদক জনাব এ, কিউ, এম, শফিকুল ইসলাম ও যুগ্ম-সম্পাদক জনাব আতাউল হক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন যে, রাজনৈতিক পদ্ধতিতেই রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবিলা করা এবং জনগণকে কোন রাজনৈতিক দলের কার্যসূচীর পক্ষে বা বিপক্ষে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া উচিত। তাঁহারা বলেন যে, জনগণের অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যানের জন্য যে কোন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী ঘোষণার অধিকার রহিয়াছে। যদি কোন কর্মসূচী সত্য সত্যই জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী বিবেচিত হয় তাহা হইলে জনগণকেই সেই কর্মসূচীর বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে।

বিবৃতিতে তাঁহারা বলেন যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য দেশরক্ষা আইনের প্রয়োগ দেখিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখ বোধ করিতেছি। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের দাবাইয়া দেওয়ার জন্য দেশরক্ষা আইনের প্রয়োগকে আমরা নিন্দা করি। আইন বিরোধী কোন কাজ তাঁহারা করিয়া থাকিলে দেশের স্বাভাবিক আইন দ্বারাই তাঁহাদের বিচার করা যাইত। কাউন্সিল লীগ নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দসহ দেশরক্ষা আইনে আটক সকল বন্দীর মুক্তি দাবী করেন।

আবদুল মালেক উকিল

পি, পি, এ পরিবেশিত সংবাদে বলা হইয়াছে যে, পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে বিরোধী দলীয় নেতা জনাব আবদুল মালেক উকিল গতকাল (বুধবার) মাইজদী কোর্ট হইতে এক তারবার্তায় পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দসহ দেশের উভয় অংশে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের খেফতারের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

তিনি বলেন যে, বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দকে কারাখাচীরের অন্তরালে নিষ্ক্ষেপ করিয়া গণ-আন্দোলন দাবাইয়া রাখা যাইবে না। তিনি শেখ মুজিবসহ খেফতারকৃত সকল রাজনৈতিক নেতাকে মুক্তিদানের জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানান।

মওলানা আবদুর রহিম

পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর আমির মওলানা আবদুর রহিম পাকিস্তান দেশরক্ষা বিধিবলে শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতার খেফতারের নিন্দা করিয়াছেন।

তিনি বলেন, সরকারের এই কর্মপন্থা কেবল ব্যাপক অসন্তোষই সৃষ্টি করে নাই, আওয়ামী লীগের ৬-দফার প্রতি ‘অহেতুক গুরুত্ব’ আরোপ করিয়াছে। তিনি বলেন, প্রদেশের জনগণকে ৬-দফা কর্মসূচী ধীরস্থিরভাবে পর্যালোচনা করিয়া দেখার সুযোগ দেওয়া হইলে তাহারা হয়ত উহা প্রত্যাখ্যানই করিত। কিন্তু সরকারের “নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা” ৬-দফার প্রবক্তাদের সাফল্য লাভেই সাহায্য করিবে। তিনি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দেশরক্ষা আইনের প্রয়োগের তীব্র সমালোচনা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১২ই মে ১৯৬৬

বিনাশর্তে আশু মুক্তি দাবী

**নেতৃবৃন্দের খেফতারে নিন্দামুখর পূর্ব বাংলা
(ষ্টাফ রিপোর্টার)**

শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতার খেফতারে সমগ্র দেশ নিন্দামুখর হইয়া উঠিয়াছে। ঢাকা এবং প্রদেশের সর্বত্র সরকারী দমন নীতির নিন্দা করিয়া বিনাশর্তে নেতৃবৃন্দের আশু মুক্তির দাবীতে প্রতিবাদ মিছিল ও বিক্ষোভের ঝড় অব্যাহত রইয়াছে।

গতকাল শহরে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে শেখ মুজিব ও অন্যান্য নেতার মুক্তির জন্য বিক্ষোভ, মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে

বায়তুল মোকাররমে পথসভার পর বিক্ষোভকারীরা বন্দী নেতাদের মুক্তির দাবীসূচক শ্লোগান দিতে দিতে সদরঘাট পর্যন্ত যায়। পথিমধ্যে এবং সদরঘাটে তাহারা পথসভা করে। গতকাল আদমজী মিল শ্রমিকরাও অন্যান্য দিনের মত কাজে যাওয়ার ও কাজ হইতে বাহিরে আসার সময় শেখ মুজিব ও অন্যান্য বন্দী নেতার মুক্তির দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের প্রতিবাদ

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে তেজগাঁও শিল্প এলাকার ৩০ সহস্রাধিক শ্রমিক গতকাল (বুধবার) প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে। অপরাহ্নে নাবিক্ষো ফ্যাক্টরীর নিকটে অনুষ্ঠিত এক শ্রমিক সমাবেশে তাঁহারা ঘোষণা করেন যে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শেখ মুজিবসহ অপরাপর বন্দী নেতার মুক্তি দিতে হইবে।

সভায় বক্তাগণ রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধি প্রয়োগের নিন্দা করেন।

সভার এক প্রস্তাবে খাদ্যদ্রব্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ক্রমবর্ধমান উচ্চমূল্যে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং অবিলম্বে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধের ব্যবস্থা করার দাবী জানান হয়। শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি, আবাসিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান ও শ্রমিকদের পুত্র-কন্যাদের পড়াশুনার সুব্যবস্থা করার জন্যও সভায় দাবী জানান হয়।

সভাশেষে বিভিন্ন দাবী-দাওয়া সম্বলিত ব্যানারসহ শ্রমিকদের একবিরাট বিক্ষোভ মিছিল শিল্প এলাকা প্রদক্ষিণ করে। মিছিলে তাঁহারা শেখ মুজিবের মুক্তি চাই, শ্রমিক নেতা জহুর আহমদ চৌধুরীর মুক্তি চাই, রাজবন্দীদের মুক্তি চাই, শ্রমিক নির্যাতন বন্ধ কর প্রভৃতি শ্লোগান দান করে।

গতকাল্য (বুধবার) গভীর রাত্রি পর্যন্ত প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিলের সংবাদ ইত্তেফাক অফিসে আসিয়া পৌছে। আগামীকাল্য (শুক্রবার) এই সমস্ত সভা ও বিক্ষোভের বিবরণ প্রকাশিত হইবে।

দৈনিক ইত্তেফাক

১২ই মে ১৯৬৬

খুলনায় বিক্ষোভ

(ইত্তেফাকের খুলনা অফিস হইতে)

১১ই মে— শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতার গ্রেফতারের ফলে খুলনার জনসাধারণের মনে তীব্র অসন্তুষ্টি বিরাজ

করিতেছে। আজ অপরাহ্ন হইতে খুলনা জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে এবং অনির্দিষ্টকাল ধরিয়া এইরূপ বিক্ষোভ প্রদর্শন অব্যাহত থাকিবে।

মুক্তাগাছায় বিক্ষোভ

মুক্তাগাছা হইতে টেলিফোনযোগে প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়াছে যে, দেশরক্ষা বিধিবলে শেখ মুজিবর রহমানসহ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে গতকাল (বুধবার) মুক্তাগাছার সকল শ্রেণীর নাগরিক প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে। গতকাল রাত ৮টায় শহর ও শহরতলীর কৃষক-শ্রমিক-জনতার এক স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে। শোভাযাত্রীরা শেখ মুজিবের মুক্তি চাই, শেখ মুজিব জিন্দাবাদ, ৬-দফা মানতে হবে, দাবীর প্রশ্নে আপোষ নাই, রাজবন্দীদের মুক্তি চাই প্রভৃতি গগন বিদারী ধ্বনি প্রদান করে। শেখ মুজিব ও অন্যান্য রাজবন্দীর মুক্তির দাবীতে আজ (বৃহস্পতিবার) বিকাল ৪টায় দড়িচারআনা বাজারে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে। সভাশেষে এক বিক্ষোভ মিছিল বাহির করা হইবে।

দৈনিক ইত্তেফাক

১২ই মে ১৯৬৬

৬-দফা বাস্তবায়নের নিয়মতান্ত্রিক গণ-আন্দোলনের মুখে

শেখ মুজিবসহ বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের প্রদেশব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় (বিশেষ প্রতিনিধি)

খুলনা, ১০ই মে।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানসহ আওয়ামী লীগের ৭ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির গ্রেফতারের বন্দর শহর খুলনার আপামর জনসাধারণের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ ধুমায়িত হইয়া উঠিয়াছে। নেতাদের এই গ্রেফতারের প্রতিবাদ জানানোর জন্য ১৩ই মে এখানে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে।

আওয়ামী নেতাদের এই গ্রেফতারের নিন্দা করিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী এডভোকেট জনাব মনসুর আলী, জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সেক্রেটারী জনাব এনায়েত আলী এবং সিটি আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জনাব এম, এ, বারী এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নেতাদের এমন একসময়ে গ্রেফতার করা হইয়াছে, যখন তাহারা জনসাধারণের প্রাণের দাবী আদায়ে আন্দোলন শুরু করিয়াছেন। সরকারের এই কার্যকলাপ মানুষের স্বাধীন চিন্তাধারা ও বাক-স্বাধীনতার পরিপন্থী। আইনানুগ পথের আশ্রয় না লইয়া সরকার যে কর্মপন্থা গ্রহণ

করিয়েছেন উহা কাপুরষোচিত। এই বিবৃতিতে শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর আশু মুক্তি দাবী করা হয়। খুলনা জেলা জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রেসিডেন্ট এডভোকেট আবদুল জলিল এই ধরনের ধরপাকড়ের তীব্র নিন্দা করিয়া বলেন যে, গণ-আন্দোলন ধ্বংসের ইহা একটি দূরভিসন্ধি।

ময়মনসিংহবাসী মর্মান্বিত ও বিস্মিত

ময়মনসিংহ, ১০ই মে।- ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব আখতারুজ্জামান, জামালপুর মহকুমা আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব আবদুল হাকিম, সিটি আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব মকবুল আহমদ সেক্রেটারী জনাব কমরুদ্দীন জেলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জনাব রফিকুদ্দীন ভূইয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব হাতেম আলী তালুকদার, জেলা আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব আবদুস সাত্তার প্রমুখ স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা এক যুক্ত বিবৃতিতে শেখ মুজিবসহ অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতার গ্রেফতারের নিন্দা করিয়া বলেন, শেখ মুজিবর রহমান, জনাব তাজুদ্দীন আহমদ, এবং খোন্দকার মুশতাক আহমদসহ বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির গ্রেফতারে আমরা বিস্মিত এবং মর্মান্বিত হইয়াছি। এই ধরপাকড়ের মধ্যদিয়া আওয়ামী লীগের ছয়-দফার প্রতি জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান সমর্থনে কর্তৃপক্ষ ঘাবড়াইয়া যাওয়ার লক্ষণই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে, দমনমূলক ব্যবস্থা দ্বারা কখনও ন্যায্য গণদাবীর কর্তরোধ করা যায় না। এ প্রসঙ্গে আমরা জেলা আওয়ামী লীগের এসিসট্যান্ট সেক্রেটারী জনাব আবদুর রহমান সিদ্দিকীরও গ্রেফতারের নিন্দা করিতেছি এবং শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর আশু মুক্তি দাবী করিতেছি।- সংবাদদাতা

সিরাজগঞ্জ মহকুমার তুমুল আন্দোলন শুরুর সিদ্ধান্ত

(নিজস্ব সংবাদদাতা) সিরাজগঞ্জ, ১০ই মে।- আজ জনাব মোতাহার হোসেন তালুকদারের সভাপতিত্বে মহকুমা আওয়ামী লীগের এক বিশেষ জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় মেসার্স আবদুল মোমিন তালুকদার, ডঃ জসিম উদ্দিন আহমদ, দবির উদ্দিন আহমদ, আবদুর রউফ খান, মনসুর রহমান, শহীদুল ইসলাম প্রমুখ আলোচনা প্রসঙ্গে সরকারী কার্যাবলীতে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান, মোশতাক আহমদ ও তাজুদ্দিন আহমদসহ ধৃত নেতৃবৃন্দের আশু মুক্তি দাবী করা হয়। সভায় আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, অবিলম্বে মুক্তি প্রদান না করিলে সমগ্র মহকুমাব্যাপী তুমুল আন্দোলন গড়িয়া তোলা হইবে।

‘শ্রমিক-সাধারণ এ দমননীতি বরদাশত করিবে না’

(ইত্তেফাকের চট্টগ্রাম অফিস হইতে) ৯ই মে-শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগ ও বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ গ্রেফতারের প্রতিবাদে চট্টগ্রামের বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়নের কর্মকর্তা ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দ এক যুক্ত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। বিবৃতিতে অবিলম্বে আটক নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবী করা হইয়াছে। বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়নের কর্মকর্তা ও শ্রমিক নেতাসহ মোট ২০ জনের স্বাক্ষরিত এই যুক্ত বিবৃতিতে আরও বলা হয় : আমরা আরও জানিতে পারিলাম যে সরকার পাকিস্তান রক্ষা আইনের প্রয়োগ করিয়া আমাদের প্রিয় শ্রমিক নেতা জনাব জহুর আহমদ চৌধুরীকেও ঢাকায় গ্রেফতার করিয়াছেন। তিনি গত ৮/৫/৬৬ তারিখে সকালে উল্কাযোগে ঢাকা যাত্রা করেন। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে অংশগ্রহণের জন্যই তিনি ঢাকা গিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি এমন কি করিয়াছেন যে, তজ্জন্য তাঁহাকে পাকিস্তান রক্ষা আইনবলে গ্রেফতার করা হইল, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমরা সরকারের এই দমন নীতির তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপন করিতেছি। সরকারের ভুলিয়া যাওয়া উচিত হইবে না যে, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলা করিবার জন্যই দেশরক্ষা আইন প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু সরকার বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দের কর্তরোধ করিবার জন্যই যেন এই আইন প্রয়োগ করিতেছেন। এই ধরনের দমননীতি জনগণ বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-সাধারণ কিছুতেই বরদাশত করিবে না। আমরা অবিলম্বে আটক নেতৃবৃন্দের বিনাশর্তে মুক্তি দাবী করিতেছি। অন্যথায় যদি কোন অবাস্তব পরিস্থিতি উদ্ভব হয়, তাহার জন্য সরকারই দায়ী হইবেন। যুক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন : মেসার্স জামশেদ আহমদ চৌধুরী, প্রেসিডেন্ট এসোওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ; মকবুল আহমদ, সেক্রেটারী ; বার্মা ইন্টার্ন লেবার ইউনিয়ন, এ.বি.এম, আনোয়ার হোসেন, সেক্রেটারী, চট্টগ্রাম বিদ্যুৎ, কর্মচারী ইউনিয়ন ; মাহবুব আলী, সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান রেলওয়ে কর্মচারী লীগ ; রহমত উল্লাহ চৌধুরী, পূর্ব পাকিস্তান রেলওয়ে কর্মচারী লীগ নেতা মকবুল হোসেন খান, সাধারণ সম্পাদক, কর্ণফুলী পেপার মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ; ছিদ্দিক মিয়া, সেক্রেটারী, রবার এণ্ড এলাইড প্রোডাক্টস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ; জয়নাল আবেদিন প্রধান, সেক্রেটারী, টাটরী গ্লাস শ্রমিক ইউনিয়ন ; নূর আহমদ, সেক্রেটারী, পাকিস্তান টোবাকো কর্মচারী ইউনিয়ন ; সফিকুল রহমান চৌধুরী, সেক্রেটারী, মটর ড্রাইভার্স ইউনিয়ন ; সফিকুর রহমান, সেক্রেটারী, চট্টগ্রাম মাস্টার্ড অয়েল এণ্ড ভেজিটেবল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ; নূরুল আমিন, সেক্রেটারী, গোল্ডেন টোবাকো ওয়ার্কার্স

ইউনিয়ন ; এস, এম, মহিবুর রহমান, সেক্রেটারী, ন্যাশনাল সিমেন্ট ইউনিয়ন ; মোহাঃ ইলিয়াছ, কার্যকরী সভাপতি, ন্যাশনাল সিমেন্ট ইউনিয়ন; এম, এ, ছালাম, সেক্রেটারী, আমিন জুট মিল শ্রমিক ইউনিয়ন ; আবু সিদ্দিক, সেক্রেটারী, সিদ্দিক অয়েল মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, মোহাঃ এয়াহিয়া চৌধুরী, সেক্রেটারী, এসো ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। খায়রুল আনোয়ার, সেক্রেটারী, পাকিস্তান রোপ ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, বেবী টেক্সটাইল ইউনিয়ন, জয়েন্ট সেক্রেটারী, চিটাগাং মাস্টার্ড অয়েল এণ্ড ভেজিটেবল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন; ডাঃ আনোয়ার হোসেন, সভাপতি, আজিজ উদ্দিন টোবাকো ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন; সালেহ আহমদ চৌধুরী, সেক্রেটারী, আজিজ উদ্দিন টোবাকো ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন।

দেওয়ালের লিখন হইতে শিক্ষাগ্রহণ করুন

পূর্ব পাকিস্তান বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি জনাব নূরুল ইসলাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য নেতার গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা করিয়া বলেন, নেতৃবৃন্দকে ধরপাকড় এবং নির্যাতন করিয়া কোন আন্দোলকে গুঁড় করা যায় না। বরঞ্চ ইতিহাসের নজির হইতে দেখা যায় যে, নির্যাতন যত বেশী হইয়াছে গণজাগরণের দুর্বীর গতিও তত শক্তিশালী হইয়াছে।

“কাজেই আমি সরকারকে অনুরোধ করি, সরকার যেন দেওয়ালের লেখন হইতে শিক্ষাগ্রহণ করিয়া ধৃত নেতৃবৃন্দসহ সকল রাজবন্দীকে অনতিবিলম্বে মুক্তি দেন। অন্যথায় তুমুল গণ-আন্দোলন তার স্বভাব গতির পথ বাছিয়া লইবে।”

চট্টগ্রামে প্রতিবাদ সভা : নেতৃবৃন্দের বিবৃতি

চট্টগ্রাম, ১১ই মে— শেখ মুজিবসহ অন্যান্য নেতার গ্রেফতারের গতকাল আন্দরকিল্লাস্থ জেলা আওয়ামী লীগ অফিসে চট্টগ্রাম শহর ও জেলা আওয়ামী লীগের কর্মীবৃন্দ এবং যুবসমাজ ও শ্রমিকদের এক যুক্ত প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব এম, আর সিদ্দিকী।

শহরে ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকিলেও বিপুল সংখ্যক লোক সভায় যোগদান করেন। সভায় ১৩ই মে'র প্রতিবাদ দিবসে শহরের জে, এম, সেন হলে সভা, প্রতি থানা সদর দফতরে সভা ও বিক্ষোভ শোভাযাত্রা বাহির করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের বিরুদ্ধে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ এই প্রতিবাদ দিবস পালনের আহ্বান জানাইয়াছে।

এই উদ্দেশ্যে কক্সবাজার, সাতকানিয়া, পটিয়া, আনোয়ারা, বাঁশখালি, রাউজান, ফটিকছড়ি, হাটহাজারী, মীরেশ্বরাই ও ডবল মুরিং এলাকায় সভা ও বিক্ষোভ মিছিলের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

যুক্ত বিবৃতি

সারা প্রদেশে নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের প্রতিবাদে জেলা আওয়ামী লীগ নেতা ও চট্টগ্রাম বার সমিতির সভাপতি জনাব আবুল কাসেম এডভোকেট, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব এম, আর, সিদ্দিকী, সাংগঠনিক ও ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক জনাব আবদুল্লা আল হারুন চৌধুরী, দফতর সম্পাদক জনাব এ, এ, হান্নান এবং সহ-সম্পাদক জনাব আবদুল ওয়াহাব যুক্তভাবে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন।

বিবৃতিতে তাহারা বলেন, ৬-দফার সংগ্রাম শেখ মুজিব অথবা আওয়ামী লীগের একার সংগ্রাম নহে; ৬-দফা সমগ্র পাকিস্তানবাসীর বাঁচা-মরার দাবী। সুতরাং নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করিয়া এই দাবীর সংগ্রাম বন্ধ করা যাইবে না। একদলকে গ্রেফতার করিলে নূতন আরেক দল এই সংগ্রামের পতাকা হাতে নিয়া অগ্রসর হইবে। —সংবাদদাতা

যশোরের সর্বত্র অসন্তোষ

(নিজস্ব সংবাদদাতা) যশোর, ১০ই মে— শেখ মুজিবুর রহমানসহ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের সংবাদে যশোরের সর্বত্র নিদারুণ অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। শহর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে গত ৯ই মে সন্ধ্যা ৭ টায় আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য নেতাকে বিনাবিচারে আটকের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয় এবং অবিলম্বে শেখ মুজিবসহ সকল রাজনৈতিক নেতাকে বিনাশর্তে মুক্তির দাবী করা হয়।

সভায় অপর একটি প্রস্তাবে যশোরে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসহ খাদদ্রব্যের উর্ধ্বগতিরোধ করিবার জন্য পূর্ণ রেশনিংসহ অবিলম্বে সর্বদলীয় ভিত্তিক শহর ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ফুড কমিটি গঠনপূর্বক সুষ্ঠুভাবে যাহাতে খাদ্য বণ্টন করা হয় তাহার দাবী জানানো হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে সমস্ত প্রকার সার্টিফিকেট, গুন্ড ও ট্যাক্স আদায় বন্ধ রাখিবার জন্যও সরকারের নিকট দাবী জানানো হয়।

জামাতে ইসলামী

পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামী আমীর মওলানা মোহাম্মদ আবদুর রহীম এক বিবৃতিতে বলেন :

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দকে দেশরক্ষা আইনের বলে গ্রেফতার করিয়া সরকার চরম অবিমূঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন। দেশরক্ষা আইনের সাহায্যে রাজনৈতিক বিরোধিতার প্রতিশোধ গ্রহণ করা সবসময়ই নিন্দনীয় ও প্রতিবাদযোগ্য। এই আইন কেবলমাত্র জরুরী ও যুদ্ধকালীন অবস্থায় শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কিন্তু বর্তমান সরকার

যুদ্ধোত্তরকালেও ইহাকে অন্যায়ভাবে বলবৎ রাখিয়া ইহার প্রয়োগ করিয়া যাইতেছেন। সরকারের অনুসৃত এই নীতির আমরা তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। বিশেষতঃ রাজনৈতিক মতবিরোধকে ক্ষমতার সাহায্যে দমন করিতে যাওয়ার মত কাপুরুষতা আর কিছুই হইতে পারে না। আওয়ামী লীগের ৬-দফা আন্দোলন জনগণের সম্বন্ধেই পেশ করা হইয়াছে।

আমাদের বিশ্বাস এই যে, গণতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক দলসমূহের নিজ নিজ প্রোগ্রাম দেশবাসীর সামনে পেশ করার অধিকার একটি মানবিক, নাগরিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার। এই ব্যাপারে সরকারের সাহস থাকিলে প্রকাশ্য আদালতে তাঁহাদের বিচার করিয়া আইনের শাসন কায়েম করিতে প্রস্তুত হউন।

“আমরা সরকারের নিকট জোর দাবী জানাইতেছি যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দকে অবিলম্বে মুক্তি দান করা হউক এবং জনগণকে সকল প্রকার প্রোগ্রাম শান্তিপূর্ণ সুযোগদান করার উদ্দেশ্যে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করা হউক। অন্যথায় ইহার ফলে কোনরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে সরকারই সেজন্য দায়ী হইবেন।”

দৈনিক ইত্তেফাক

১২ই মে ১৯৬৬

৬-দফা আদায়ের নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম

অব্যাহত থাকিবে দাউদকান্দি জনসভার রায়

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

দাউদকান্দি, ১০ই মে।— গতকাল স্থানীয় হাইস্কুলের খেলার মাঠে দাউদকান্দি থানা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে অন্যান্য ১০ হাজার লোকের উপস্থিতিতে একবিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। নির্ধারিত সময়ের বহু পূর্ব হইতেই বহু দূর-দূরান্ত হইতে জনসাধারণ সভাস্থলে উপস্থিত হয়। এই জনসভায় প্রধান বক্তা হিসাবে শেখ মুজিবর রহমানসহ খোন্দকার মোশতাক আহমেদ প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতার বক্তৃতা করার কথা ছিল। কিন্তু শেখ সাহেব, খোন্দকার মোশতাক ও অন্যান্য নেতা গ্রেফতার হইবার পরেও সভায় এই বিপুল জনসমাবেশ ভবিষ্যৎ আন্দোলনের এক নবসূচনা করে এবং ৬-দফার প্রতি জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থনেরই পরিচয় ফুটিয়া উঠে। সভার শুরু হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিপুল করতালির মধ্যে শ্রোতাগণ বক্তাদের বক্তৃতা শ্রবণ করেন এবং ৬-দফা আদায় ও শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক গণ-আন্দোলন চালাইয়া যাইবার শপথ গ্রহণ করে।

এম, এ, রব এডভোকেট

সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে এডভোকেট এম, এ, রব ৬-দফার বিশদ ব্যাখ্যাদান করেন। তাঁর বক্তৃতার সময় জনসাধারণ হাত তুলিয়া ৬-দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে। জনাব রব বলেন, আজ হইতে ১৮ বছর পূর্বে ছাত্র থাকাবস্থায় পাকিস্তান আদায়ের সংগ্রামে একজন কর্মী হিসাবে বক্তৃতা করিয়াছি। কিন্তু আজ ১৮ বছর পর আবার মানুষের মৌলিক অধিকার, সার্বজনীন ভোটাধিকার এবং মানুষের বাঁচার দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য মাঠে নামিয়া বক্তৃতা করিতে হইতেছে। আজ শেখ মুজিবসহ গণ-নেতারা স্বাধীন দেশের কারাগারে বন্দী, ধান-চাউলসহ নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি, অগণিত মানুষ আজ অর্ধাহারে-অনাহারে তিলে তিলে মৃত্যুর মুখে অগ্রসর হইতেছে। এমতাবস্থায় সকল মানুষের সামনে আজ এই প্রশ্নই নতুন করিয়া দেখা দিয়াছে ‘আমরা চক্ষু বুজিয়া এই অনাচার সহ্য করিব না, নিয়মতান্ত্রিক গণ-আন্দোলনে বাঁপাইয়া পড়িব। আজ জনগণের সামনে ৬-দফা গণ-মুক্তির মহাসনদরূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। সেইজন্য ক্ষমতাসীনরা অত্যন্ত বিচলিত হইয়া ধর-পাকড়ের আশ্রয় লইয়াছেন।’

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন

জনাব শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন তেজোদীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেনঃ শেখ মুজিবকে জেল হইতে বাহির করিয়া না আনা পর্যন্ত আমাদের নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামের বিরতি নাই। তিনি বলেন, ৬-দফা একদিকে যেমন এ দেশের মানুষের সুখ-সমৃদ্ধির প্রতীক, অন্যদিকে ইহা প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের ত্রাসস্বরূপ। সেই জন্যই তারা আজ জেল-জুলুমের আশ্রয় লইয়াছে।

নূরুল ইসলাম

জনাব নূরুল ইসলাম বলেনঃ শেখ মুজিবর রহমান ইতিপূর্বে প্রতিটি জনসভায় জনসাধারণের নিকট হইতে এই ওয়াদা লইয়াছেন যে, তাঁহাকে কারাগারে নিষ্ক্ষেপ করা হইলেও জনগণ তাহাদের অধিকার আদায়ের নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামে অবিচল থাকিবে কি না, দুই হাত তুলিয়া লক্ষ লক্ষ মানুষ উহার জবাবে সংগ্রামের অগ্নিশপথ গ্রহণ করে। আজ সেই নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামে বাঁপাইয়া পড়ার সময় আসিয়াছে। তাঁদের শপথের যথার্থতার প্রমাণ দিতে হইবে।

আহম্মদ আলী, এল, এল,বি

কুমিল্লা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আহম্মদ আলী বলেনঃ ৬-দফা ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবেরই প্রতিচ্ছবি। এই ৬-দফা আদায় এবং নেতৃবৃন্দের মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত জনতার নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম চলিতেই থাকিবে। সভায় কুমিল্লা জেলা আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক জনাব আমির হোসেন ও ফরহাদ চৌধুরী বক্তৃতা করেন।

সভায় শেখ মুজিবর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি, লেভী প্রথা প্রত্যাহার, লেভীর সংগৃহীত ধান্য ক্রয়মূল্যে বিতরণ, গ্রামে গ্রামে রেশনিং

প্রবর্তন, ধান-চাউল ও নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যাদির ঊর্ধ্বমূল্য প্রতিরোধ, ক্রুগমিশনের রিপোর্ট কার্যকরণসহ কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

১২ই মে ১৯৬৬

চট্টগ্রামে প্রতিবাদ সভা: নেতৃবৃন্দের বিবৃতি

চট্টগ্রাম, ১১ই মে।— শেখ মুজিবসহ অন্যান্য নেতার প্রেফতারে গতকাল জেলা আওয়ামী লীগ অফিসে চট্টগ্রাম শহর ও জেলা আওয়ামী লীগের কর্মীবৃন্দ এবং যুবসমাজ ও শ্রমিকদের এক যুক্ত প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব এম, আর সিদ্দিকী।

শহরে ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকিলেও বিপুলসংখ্যক লোক সভায় যোগদান করেন। সভায় ১৩ই মের প্রতিবাদ দিবসে শহরের জে এম হলে সভা, প্রতি থানা সদর দফতরে সভা ও বিক্ষোভ শোভাযাত্রা বাহির করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নেতৃবৃন্দের প্রেফতারের বিরুদ্ধে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ এই প্রতিবাদ দিবস পালনের আহ্বান জানাইয়াছে।

এই উদ্দেশ্যে কক্সবাজার, সাতকানিয়া, পটিয়া, আনোয়ারা, বাঁশখালি, রাউজান, ফটিকছড়ি, হাটহাজারী, মীরেশ্বরাই ও ডবল মুড়িং এলাকায় সভা ও বিক্ষোভ মিছিলের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

যুক্ত বিবৃতি

সারা প্রদেশে নেতৃবৃন্দের প্রেফতারের প্রতিবাদে জেলা আওয়ামী লীগ নেতা ও চট্টগ্রাম বার সমিতির সভাপতি জনাব আবুল কাসেম এডভোকেট, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব এম, আর সিদ্দিকী, সাংগঠনিক ও ভায়প্রাণ্ড সম্পাদক জনাব আবদুল্লা আল হারুন চৌধুরী, দফতর সম্পাদক জনাব এম, এ, হান্নান এবং সহ-সম্পাদক জনাব আবদুল ওয়াহাব যৌথভাবে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন।

Morning News

12th May 1966

Mujib's Arrest Criticised

(By Our Staff Reporter)

There leaders of East Pakistan Council Muslim League yesterday issued a statement strongly criticising the arrests of Sheikh Mujibur Rahman and other Awame League leaders under Defence of Pakistan Rules.

The Council League leaders, Mr. S. K. Khairuddin, Mr. A. Q. M. Shafiqul Islam and Mr. Ataur Huq said that political opponents should be fought in the political arena and the people should be given an opportunity to express their opinion for or against any political party.

Demanding the release of the Awami League leaders the jint signatories to the statement contended that it was the freedom of every party to place its own programme before the people for their acceptance or rejection.

Morning News

12th May 1966

Mujib Was jailed Several Times:

Amin Reminded

The President of Dacca City Muslim League, Mr. Shamsul Huda yesterday criticised Mr. Nurul Amin who had demanded the release of Sheikh Mujibur Rahman and other Awami League leaders reports, APP.

In a statement here, Mr. Shamsul Huda reminded Mr. Nurul Amin that it was Mr. Amin who sent Sheikh Mujibur Rahman to jail time and again when he (Mr. Aman) was the Chief Minister of East Pakistan.

Mr. Huda said that in 1949 during his regime Sheikh Mujibur Rahman was arrested under the Safety Ordinance and was detained for about three years.

In 1953 the then Nurul Amin Government instituted a case against Sheikh Mujibur Rahman when Mr. Rahman drove out police and official reporters from his meeting held at the Bar Library Hall, he said.

He regretted that in spite of all these Mr. Nurul Amin was today demanding the release of Sheikh Mujibur Rahman who had been arrested under the Defence of Pakistan Rules.

Mr. Shamsul Huda said the primary responsibility of the Government was to Maintain law and order at any cost. For this the Government might have to adopt any harsh measure, he said.

দৈনিক পয়গাম

১২ই মে ১৯৬৬

একি কথা শুনি আজি মন্ত্রার মুখে?

মুজিবের প্রেফতার সম্পর্কে নুরুল আমীনের

বিবৃতির জবাবে শামসুল হুদার প্রশ্ন

গতকাল্য (বুধবার) ঢাকার শহর মুসলিম লীগের সভাপতি জনাব শামসুল হুদা সংবাদ পত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন, সম্প্রতি দেশরক্ষা আইনে শেখ

মুজিবর রহমান এবং আরও কয়েকজন আওয়ামী লীগ কর্মীকে গ্রেফতার করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গ লইয়া বিরোধী দলের কয়েকজন নেতা এবং বিশেষ করিয়া জনাব নূরুল আমিন এই গ্রেফতারের নিন্দা করিয়া এক লম্বা চওড়া বিবৃতি দিয়াছেন। তাই জনাব নূরুল আমিনকে আজ আমি কয়েকটি কঠিন ও বাস্তব সত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাইতে চাই। জনাব নূরুল আমিন আজ তাঁহার রাজনৈতিক মঞ্চের নূতন দোসরের গ্রেফতারের জন্য আক্ষেপ গদগদ হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং যখন পূর্ব পাকিস্তানের উজিরে আলা ছিলেন, তখন কি কারণে এবং কেন জনাব শেখ মুজিবর রহমানকে বারংবার কারাগারে পাঠাইয়াছিলেন। জনাব নূরুল আমিন আজ বৃদ্ধ ভারাক্রান্ত; কিন্তু আমরা আশা করি, স্মরণশক্তি তাঁহার এতখানি বিলুপ্ত হয় নাই।

আজ তাঁহার নিকট আমাদের কয়েকটি জিজ্ঞাসা। ১৯৪৯ সালে ২৯শে এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী সন্দেহজনক কার্যকলাপের দায়ে প্রায় তিন বৎসরের জন্য কি শেখ মুজিবর রহমানকে তাঁহার আমলে আটক রাখা হয় নাই? এমন কি শেষ পর্যন্ত স্বাস্থ্যগত কারণে তাঁহাকে তাহাকে কি ১৯৫২ সালে মুক্তি দেওয়া হয় নাই? আরও মনে পড়ে ১৯৫৩ সালে ১৪ই মার্চ জনাব নূরুল আমীন সরকার শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করিয়াছিলেন, যখন শেখ সাহেব সরকারী পুলিশ ও রিপোর্টারদের ঢাকা উকিল লাইব্রেরী হলের সভা হইতে বহিষ্কার করিয়াছিলেন।

ইহাই ছিল সেদিন জনাব নূরুল আমীন সরকারের গণতন্ত্রমনা নীতির সামান্যতম নজির। আফসোস এই সবার পরও আজ জনাব নূরুল আমীনের দরাজদিল ফাটিয়া পড়িতেছে, যখন শেখ মুজিবর রহমানকে বর্তমান সরকার দেশরক্ষা আইনে আটক করিয়াছে। কেন তিনি আজ ভুলিয়া যান যে, ক্ষমতাসীন সরকারের প্রধানতম দায়িত্ব হইল দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা ও সংহতি যে কোন মূল্যে রক্ষা করা। ইহার জন্য যত কঠোরতম ব্যবস্থা হউক না কেন, তাহা যেকোন দায়িত্বশীল সরকারকে গ্রহণ করিতে হইবে।

দেশের জাতিত জনসাধারণের মনে আজ শুধু একটি জিজ্ঞাসা, সেদিন যে শেখ মুজিবর রহমান তাঁহার আমলে একজন এতই সন্দেহজনক ব্যক্তি ছিলেন, আজ রাতারাতি তিনি তাহার দোসের হইবেন কি প্রকারে এবং কি বা কারণে?

রাজনৈতিক আসরে জনাব নূরুল আমীনের এই নূতনরূপ দেখিয়া আজ শুধু আমাদের ইহাই বলিতে হয়, "একি কথা শুনি আজ মস্তুরার মুখে।"

দৈনিক পাকিস্তান

১২ই মে ১৯৬৬

জামাত নেতা কর্তৃক মুজিবের মুক্তি দাবী

আবেগ বর্জিত পরিবেশে বিচার করিতে দিলে ৬-দফার মৃত্যু ঘটিবে
(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কতিপয় নেতাকে দেশরক্ষা আইনবলে গ্রেফতার করার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর আমীর মওলানা মোহাম্মদ আবদুর রহিম এক বিবৃতিতে বলেন যে, "সরকার যদি বিশেষ একটি পার্টির প্রোথ্রামের উপর খড়গহস্ত হইয়া নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করেন তাহা হইলে জনগণের মানসিকতা স্বভাবতঃই উহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। ফলে সেই প্রোথ্রামই অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করিতে সক্ষম হয়।"

জামাতে ইসলামীর বিবৃতিতে বলা হয় যে, দেশরক্ষা আইনের সাহায্যে রাজনৈতিক বিরোধিতার প্রতিশোধ গ্রহণ করা সবসময়েই **ঘণাৎ** ও প্রতিবাদযোগ্য।

মওলানা আবদুর রহিম আরও বলেন যে, জামাতে ইসলামী ও অন্যান্য রাজনৈতিক পার্টি ৬-দফার অন্তর্নিহিত দোষ-ত্রুটি ও মারাত্মক পরিণতির কথা প্রকাশ্যভাবে জনগণের মধ্যে ইতিমধ্যেই পেশ করিয়াছে। গণতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক দলসমূহের প্রোথ্রাম জনগণের সামনে পেশ করার অধিকার একটি মানবিক নাগরিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার।

জামাতে ইসলামীর মতে ৬-দফা দাবীর যথার্থতা জনগণ যদি আবেগশূন্য পরিবেশে বিচার করিবার সুযোগ পাইত তবে ৬ দফা আপনাআপনিই মৃত্যুবরণ করিত।

বিবৃতিতে তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও পশ্চিম পাকিস্তানের কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দকে অবিলম্বে মুক্তি প্রদান ও জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের দাবী জানান।

গতকল্য বুধবার পূর্ব পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগের সহসভাপতি খাজা খয়ের উদ্দিন এম এন এ, সাধারণ সম্পাদক জনাব এ, কিউ, এম, শফিকুল ইসলাম ও যুগ্ম-সম্পাদক জনাব আতাউল হক এক যুক্ত বিবৃতিতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কতিপয় নেতার গ্রেফতারের প্রতিবাদ করিয়া সকল রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী করেন।

ছাত্র নেতৃবৃন্দের বিবৃতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সভাপতি জনাব বোরহান উদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক আশরাফুদ্দৌল্লা পাহলোয়ান, সলিমুল্লাহ হলের সহ-সভাপতি

মোহাম্মদ ইব্রাহিম, ইকবাল হলের সহ-সম্পাদক আলী হায়দার খান, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইয়াহিয়া, ফজলুল হক হলের সহ-সভাপতি আমিনুর রশিদ, রোকেয়া হলের সহ-সভানেত্রী রওশন আখতার বানু, সাধারণ সম্পাদিকা আখতার জাহান বেগম, ছাত্রলীগের আবদুর রাজ্জাক, ছাত্রশক্তির আনিসুর রহমান, ছাত্র ইউনিয়নের রাশেদ খান মেনন ও মতিয়া চৌধুরী এক যুক্ত বিবৃতিতে রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী করেন এবং ১৩ই মে শুক্রবার ধর্মঘট আহ্বান করেন।

আজাদ

১৩ই মে ১৯৬৬

শেখ মুজিবের গ্রেফতার সম্পর্কে লারী

দেশরক্ষা আইনের অপব্যবহার

করাচী, ১২ই মে।— কাউন্সিল মোহলেম লীগ নেতা জনাব জেড, এইচ, লারী অদ্য শেখ মুজিবর রহমানের গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেন।

এক বিবৃতিতে জনাব লারী বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমান ও তাঁহার সহকর্মীদের গ্রেফতার পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনে প্রদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহারের আর একটি নিদর্শন। স্বাধীন মতামত প্রকাশ বিরজিকর হইতে পারে; কিন্তু এই অজুহাতে একজন নাগরিককে গ্রেফতার করা যাইতে পারে না বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন। শেখ মুজিবর রহমানকে তাহার স্বাধীন মতামত প্রকাশ করিতে দিতে হইবে এবং তাহা শুধুমাত্র জনসাধারণই বিচার করিবে ও যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

এই ব্যাপারে অদ্য যে প্রতিবাদ দিবস পালন করা হইতেছে তাহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া জনাব লারী প্রকাশ করেন।

জনাব লারী জনসাধারণের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার জন্য গ্রেফতারকৃত নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য নাগরিকদের মুক্তিদানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। জনাব লারী ভারত সরকার কর্তৃক শেখ আবদুল্লাহর গ্রেফতারের বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত গড়িয়া তোলার জন্যও সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

জনাব লারী তাহার বিবৃতিতে আরো বলেন যে, কাশ্মীরীদের উপর ভারত সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যদি আমরা বিশ্বজনমত গড়িয়া তুলতে চাই তবে আমাদেরকে অবশ্যই মানুষের মৌলিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইতে..

আজাদ

১৩ই মে ১৯৬৬

আজ পল্টনে জনসভা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শেখ মুজিবর ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের প্রতিবাদে আহূত প্রতিবাদ দিবসের কার্যসূচী হিসাবে আজ শুক্রবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে। প্রফেসর হাফেজ হাবিবুর রহমান সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

আজাদ

১৩ই মে ১৯৬৬

আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জনসভা

অবিলম্বে সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

সরকার কর্তৃক রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে দেশরক্ষা আইন প্রয়োগকে তীব্র নিন্দা করিয়া গতকাল শুক্রবার পল্টন ময়দানে দাবী দিবস উপলক্ষে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় গৃহীত প্রস্তাবে শেখ মুজিবর রহমানসহ দেশের সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করা হইয়াছে। ভারতের সহিত যুদ্ধবিরতি চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে দেশ হইতে অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার দ্বারা রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরাইয়া আনিয়া জনসাধারণের মৌলিক অধিকার পুনঃপ্রবর্তনের দাবী করিয়া সভায় একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে।

জনসভায় গৃহীত একটি প্রস্তাবে প্রদেশের খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া প্রদেশের সর্বত্র পূর্ণ রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন, লেভীর ক্রয়মূল্যে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ন্যায়সঙ্গত মূল্য নির্ধারণের দাবী জানান হয়।

সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে দেশের জনসাধারণের চিন্তাধারা বিকাশের পথ সুগম করিবার জন্য সংবাদপত্রের উপর হইতে সর্বপ্রকার বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের দাবী জানান হয়।

দাবী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত জনসভায় প্রস্তাবের মাধ্যমে শ্রমিক স্বার্থবিরোধী আইন প্রত্যাহার, ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে

শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি, সাতলক্ষ বিড়ি শ্রমিকের স্বার্থে টেঙুপাতা অর্ডিন্যান্স বাতেল ও জাহাজী শ্রমিকদের কর্ম সংস্থানের দাবী জানান হয়। প্রস্তাবে পূর্ব পাকিস্তানের মওজুদ টেঙুপাতা পশ্চিম পাকিস্তানে রফতানীর তীব্র প্রতিবাদ করা হয় এবং আগামী ২২শে মে খাদ্য দাবী দিবসের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়।

একটি প্রস্তাবে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী কৃষকদের প্রতি সরকারের অবহেলার নিন্দা করিয়া বর্তমান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত সার্টিফিকেট রদ এবং ২৫ বৎসরের জন্য কৃষকদের খাজনা মওকুফ করার দাবী জানান হইয়াছে।

প্রদেশের শিক্ষায়তনের কার্যাবলী পরিচালনার ব্যাপারে সরকারের অহেতুক হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা করিয়া একটি প্রস্তাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার নোটিশ দ্বারা হয়রানির প্রচেষ্টাকে শৈরতান্ত্রিক কার্য বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে এবং এই ধরনের কাজ হইতে বিরত থাকার দাবী করা হইয়াছে। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে সরকারের নিকট আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া ৬ দফার উপর গণভোট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনমত যাচাইয়ের দাবী জানান হইয়াছে।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব হাফেজ হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব জহীরউদ্দিনসহ দশজন বক্তা ভাষণদান করেন।

জনাব জহীরউদ্দিন তাহার ভাষণে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দেশরক্ষা আইন প্রয়োগ করার জন্য সরকারের সমালোচনা করিয়া বলেন যে, জাতীয় পরিষদে কেন্দ্রীয় উজির জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং জনাব খান এ, সবুর আশ্বাস দান করিয়াছিলেন যে, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দেশরক্ষা আইন প্রয়োগ করা হইবে না।

জনাব জহীর উদ্দিন আরও বলেন যে, দেশে বিভেদ সৃষ্টি করা আমাদের কাম্য নয়, শক্তিশালী পাকিস্তান গড়িয়া তোলাই আমাদের লক্ষ্য।

৬-দফা দাবী সম্পর্কে তিনি বলেন যে, যত অত্যাচারই হউক না কেন সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে।

জনসভায় সকল বক্তাই দেশরক্ষা আইনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারকে নিন্দা করেন এবং অবিলম্বে সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করেন।

জনসভার পর একটি মিছিল বাহির হয়। মিছিলটি শহরে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে এবং জেল গোটের সম্মুখে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

Dawn
13th May 1966
Mujib's arrest criticised

DACCA, May 12: Maulana Abdur Rahim, Amir of the East Pakistan Jamaat-i-Islami, yesterday condemned the arrest of Sheikh Mujibur Rahman and other Awami Leaguers under the Defence of Pakistan Rules.

This action of the Government he said, had not only provoked widespread indignation but had also give “under importance” to Awami Leagues six-point programme.

In a statement here, he said the people of this province would have rejected the six-points in its totality if they had been provided with an opportunity to study the programme dispassionately. But, he added, the repressive measures resorted to by the Administration had only helped the exponents six-points to thrive.

In this connection the Maulana said that his party had already pointed out the inherent defects in the six-points programme and also the consequences that were bound to follow.

He expressed the apprehension that the Government action in arresting Sheikh Mujib would popularise the six-point programme in East Pakistan.

He strongly criticised the use of DPR for political charges against Sheikh Mujibur the Government should try to establish in the court of law, he said. —PPA

Dawn
13th May 1966
**CML leader's call to
release Mujib, others**

DACCA, May 12: Three top leaders of the East Pakistan Council Muslim League have criticised the arrest of Sheikh Mujibur Rahman and others under the DPR.

In a joint Press statement yesterday, Mr S. K. Khairuddin MNA, Vice-President; Mr A. Q. M. Shafiqul Islam, General Secretary; and Mr Ataul Huq, Joint Secretary of EPCML said that political opponents should be fought in political arena and the bar of the people should be given an opportunity to express their opinion in favour or against the programme of any political party.

They said that every party was free to place its own programme before the people for their acceptance or refusal.

They called upon the Government to release the Awami League leaders of East Pakistan forthwith and allow the people and political parties to honestly give their verdict on the programme and activities of the party.

They also demanded the release of all leaders who are detained under the DPR, in West Pakistan. —PPA.

দৈনিক ইত্তেফাক

১৩ই মে ১৯৬৬

শ্রমিক নেতা বলেন—

দেশরক্ষা বিধিবলে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতার গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা করিয়া পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশনের সহ-সভাপতি ও নিখিল পাকিস্তান শ্রমিক কনফেডারেশনের কার্যকরী কমিটির সদস্য জনাব মকবুল হোসেন চৌধুরী গতকাল (বৃহস্পতিবার) সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, দেশরক্ষা আইন যুদ্ধের সময় বলবৎ করা হইয়াছিল। কিন্তু আজ যুদ্ধ না থাকিলেও সরকার এই আইনটি জিয়াইয়া রাখিয়াছেন। যখন জনসাধারণের পক্ষ হইতে কোন দাবী উত্থিত হয় তখন সরকার দাবীর ন্যায্যতা যাচাই না করিয়া দাবীর উদ্যোক্তাদের হয় দেশরক্ষা অথবা জননিরাপত্তা আইন বলে গ্রেফতার করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন, ইহা অত্যন্ত দুঃখজনক। তিনি আরও বলেন যে, ৬-দফা দাবী যখন প্রদেশের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত সমর্থন লাভ করিতেছে ঠিক সেই সময় নেতৃবৃন্দকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। তিনি নেতৃবৃন্দের আশু মুক্তি দাবী করিয়াছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৩ই মে ১৯৬৬

জনমত যাচাইয়ের বিশ্বজনীন পদ্ধতি অনুসরণ করুন

নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের প্রশ্নে সরকারের উদ্দেশে নেজাম নেতৃবৃন্দের বিবৃতি
(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান নেজামে ইসলামের সভাপতি, সাংগঠনিক সম্পাদক এবং অস্থায়ী সম্পাদক গতকাল (বৃহস্পতিবার) দেশরক্ষা আইনে আটক আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের আশু মুক্তি দাবী করিয়াছেন।

নেজামে ইসলাম নেতা মওলানা মোসলেহ উদ্দিন, মওলানা আশরাফ আলী এবং মওলানা আবদুল মতিন (বরিশালী) গতকাল এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন যে, দমননীতির দ্বারা কোন গণ-আন্দোলনকে দাবাইয়া রাখা যায় না। এই সত্যকে যত শীঘ্র উপলব্ধি করা যায় ততই মঙ্গল। জনগণের দরবারে নিজ দলীয় কর্মসূচী পেশ করার অধিকার সকল রাজনৈতিক দলেরই আছে। জনসাধারণকে নিজ নিজ কর্মসূচী সম্পর্কে ওয়াকিফ করার অধিকার একটি গণতান্ত্রিক অধিকার। জনমত যাচাইর মধ্যদিয়া কোন দলের কর্মসূচীর সারবত্তা বা অসারতা প্রমাণ করাই বিশ্বজনীন পদ্ধতি। বিভিন্ন আদালতে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে কয়েকটি মামলা বিচারাধীন থাকার পরও তাঁহাকে বিনাবিচারে আটক করিয়া রাখার ব্যবস্থায় তাঁহারা তীব্র নিন্দা করেন। নেজামে ইসলাম নেতৃবৃন্দ দেশরক্ষা আইনে আটক পশ্চিম পাকিস্তানী কাউন্সিল লীগ নেতৃবৃন্দেরও আশু মুক্তি দাবী করিয়াছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৩ই মে ১৯৬৬

পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্টে

নেতৃবৃন্দের আটকের বিরুদ্ধে রীট মামলার শুনানী

লাহোর, ১২ই মে। — তাসখন্দ ঘোষণা বিরোধী বিক্ষোভের পর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আটক চ্যালেঞ্জ করিয়া যে রীট আবেদন করা হইয়াছিল, আজ পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্টের এক ডিভিশন বেঞ্চে উহার শুনানী শুরু হয়। বিচারপতি জনাব এস, এ, মাহমুদ ও বিচারপতি জনাব শওকত আলীর সমন্বয়ে এই বেঞ্চ গঠিত হইয়াছে। আজ দ্বিতীয় দিনের মত তদানীন্তন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব জাফর আলী খানের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। আজিকার শুনানী শেষ হওয়া পর্যন্ত তাঁহার সাক্ষ্যদান সমাপ্ত হয় নাই।

সংবাদ

১৩ই মে ১৯৬৬

শেখ মুজিবের গ্রেফতারের প্রতিবাদে অদ্য পল্টনে জনসভা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

অদ্য শুক্রবার বিকাল ৪টায় পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের প্রতিবাদে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে।

গতকল্যাণ ঢাকা ও প্রদেশের অন্যান্য স্থানে দেশরক্ষা আইনে আটক নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে আওয়াজ উঠিত হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক ও গণসংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দও বিবৃতির মাধ্যমে প্রতিবাদ জ্ঞাপন অব্যাহত রাখিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তান ফেডারেশন অব লেবারের সহ-সভাপতি নিখিল পাকিস্তান ৭নং ফেডারেশন অব লেবারের কার্যকরী কমিটির সদস্য জনাব মোকবুল হোসেন খান এক বিবৃতিতে শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতারের নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, দেশরক্ষা আইন বলবৎ হইয়াছিল যুদ্ধের সময়। আজ যুদ্ধ না থাকিলেও সরকারে এই মারাত্মক আইনটি জিয়াইয়া রাখিয়াছে। যখনই জনসাধারণের পক্ষ হইতে কোন দাবী উঠিত হয় সরকার তাঁহার প্রতিকার না করিয়া দাবীর উদ্যোক্তাদের হয় দেশরক্ষা অথবা জননিরাপত্তা আইন বলে গ্রেফতার করিয়া বিনাবিচারে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। পরিশেষে তিনি সমস্ত রাজবন্দীর অবিলম্বে বিনাশর্তে মুক্তি দাবী করেন।

দৈনিক পাকিস্তান

১৩ই মে ১৯৬৬

অদ্য আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জনসভা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

অদ্য শুক্রবার প্রদেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে পল্টন ময়দানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে। জনাব হাফেজ হাবিবুর রহমান সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। মেসার্স জহিরুদ্দীন, আবদুল মোমেন, শামসুল হক প্রমুখ সভায় বক্তৃতা করিবেন।

আজাদ

১৪ই মে ১৯৬৬

আজ পল্টনে জনসভা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের প্রতিবাদে আহূত প্রতিবাদ দিবসের কার্যসূচী হিসাবে আজ শুক্রবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে। প্রফেসর হাফেজ হাবিবুর রহমান সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

আজাদ
১৪ই মে ১৯৬৬
আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জনসভা
অবিলম্বে সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

সরকার কর্তৃক রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে দেশরক্ষা আইন প্রয়োগকে তীব্র নিন্দা করিয়া গতকাল শুক্রবার পল্টন ময়দানে দাবী দিবস উপলক্ষে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় গৃহীত প্রস্তাবে শেখ মুজিবুর রহমানসহ দেশের সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করা হইয়াছে।

ভারতের সহিত যুদ্ধবিরতি চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে দেশ হইতে অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার দ্বারা রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরাইয়া আনিয়া জনসাধারণের মৌলিক অধিকার পুনঃপ্রবর্তনের দাবী করিয়া সভায় একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে।

জনসভায় গৃহীত একটি প্রস্তাবে প্রদেশের খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া প্রদেশের সর্বত্র পূর্ণ রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন, লেভীর ক্রয়মূল্যে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ন্যায়সঙ্গত মূল্য নির্ধারণের দাবী জানান হয়।

সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে দেশের জনসাধারণের চিন্তাধারা বিকাশের পথ সুগম করিবার জন্য সংবাদপত্রের উপর হইতে সর্বপ্রকার বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের দাবী জানান হয়।

দাবী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত জনসভায় প্রস্তাবের মাধ্যমে শ্রমিক স্বার্থবিরোধী আইন প্রত্যাহার, ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি, সাতলক্ষ বিড়ি শ্রমিকের স্বার্থে টেঙুপাতা অর্ডিন্যান্স বাতেল ও জাহাজী শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের দাবী জানান হয়। প্রস্তাবে পূর্ব পাকিস্তানের মওজুদ টেঙুপাতা পশ্চিম পাকিস্তানে রফতানীর চেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ করা হয় এবং আগামী ২২ শে মে খাদ্য দাবী দিবসের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়।

একটি প্রস্তাবে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী কৃষকদের প্রতি সরকারের অবহেলার নিন্দা করিয়া বলেন যে, জাতীয় পরিষদ কেন্দ্রীয় উজির জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং জনাব খান এ সবুর আশ্বাস দান করিয়াছিলেন যে, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দেশরক্ষা আইন প্রয়োগ করা হইবে না।

জনাব জহীর উদ্দিন আরও বলেন যে, দেশে বিভেদ সৃষ্টি করা আমাদের কাম্য নয়, শক্তিশালী পাকিস্তান গড়িয়া তোলাই আমাদের লক্ষ্য।

৬-দফা দাবী সম্পর্কে তিনি বলেন যে, যত অত্যাচারই হউক না কেন সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে।

জনসভায় সকল বক্তাই দেশরক্ষা আইনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারকে নিন্দা করেন এবং অবিলম্বে সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করেন।

জনসভার পর একটি মিছিল বাহির হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে এবং জেল গেটের সম্মুখে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

বর্তমান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত সার্টিফিকেট রদ এবং ২৫ বছরের জন্য কৃষকদের খাজনা মওকুফ করার দাবী জানান হইয়াছে।

প্রদেশের শিক্ষায়তনের ব্যাপারে সরকারের অহেতুক হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা করিয়া একটি প্রস্তাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার নোটিশ দ্বারা হয়রানির প্রচেষ্টাকে স্বৈরতান্ত্রিক কার্য্য বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে এবং এই ধরনের কাজ হইতে বিরত থাকার দাবী করা হইয়াছে। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে সরকারের নিকট আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া ৬-দফার উপর গণভোট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনমত যাচাইয়ের দাবী জানান হইয়াছে।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব হাফেজ হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব জহীরউদ্দিনসহ দশজন বক্তা ভাষণদান করেন। জনাব জহীরউদ্দিন তাহার ভাষণে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দেশরক্ষা আইন প্রয়োগ করার জন্য সরকারের সমালোচনা করিয়া বলেন যে, জাতীয় পরিষদে কেন্দ্রীয়

Dawn

14th May 1966

Mujib's Petition: High Court issues show cause rule

DACCA, May 13: The Dacca High Court today issued rule upon the Government of East Pakistan and two others to show cause why Messers Mujibur Rahman, Tajuddin Ahmad, Kh. Mushtaq and Nurul Islam of the Awami League should not be brought before the court and set at liberty.

The rule was issued by Mr Justice B.A. Siddiqi and Mr justice A. B. Mohammad Hossain on habeas corpus petitions moved in the High Court by Mr Abdus Salam, advocate.

It may be mentioned here that Sheikh Mujibur Rahman, President of the East Pakistan Awami League, and three other Awami League leaders were arrested here last week under Defence of Pakistan Rules for “prejudicial activities.” —PPA.

Dawn

14th May 1966

Mujib's release demanded

DACCA, May 13: A well attended public meeting at the Paltan Maidan here this afternoon demanded immediate release of Sheikh Mujibur Rahman and other political leaders held under the Defence of Pakistan Rules.

Organised by East Pakistan Awami League the meeting was presided over by Mr Hafeez Habibur Rahman. Vice-President of the Party and was addressed by the General Secretary of Pakistan Awami League Mr Zaheeruddin Ahmad and others.

The meeting through a resolution expressed resentment over the arrest of Awami League leaders for raising the popular demand of regional autonomy.

The meeting warned the Government that a country wide campaign would be launched in case the political detenus held under Safety Ordinance were not set free immediately.

The meeting through a separate resolution also voiced the demand for immediate release of the president of the Pakistan Awami League and other leaders including Malik Gola Gilani, Khwaja Mohammad Rafiq, Sardar Shauket Hayat Khan of West Pakistan. The EPAL urged the Government to withdraw the state of emergency and restoration of democratic rights. It criticised the Government for allegedly using the DPR for political purposes.

HIGH COURT BAR

The Dacca High Court Bar Association today demanded the release of political leaders who were arrested here recently.

In an emergency meeting here the association criticised the Government for the use of Defence of Pakistan Rules to “victimise” those who held views different from the party in power.

Presided over by Mr Abdus Salam Khan, President of the Bar Association, the meeting also demanded withdrawal of national emergency. — PPA

দৈনিক ইত্তেফাক

১৪ই মে ১৯৬৬

নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করার অপচেষ্টা হইতে বিরত থাকিয়া

অবিলম্বে আটক নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাও

প্রতিবাদ দিবসে প্রদেশের দিকে দিকে বিক্ষুব্ধ মানুষের ত্রুদ্ব গর্জন
অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করিয়া রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে

যত্নবান হওয়ার আহ্বান

(স্টাফ রিপোর্টার)

“দেশের বিভিন্নমুখী রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য সর্বজন-স্বীকৃত নিয়মতান্ত্রিক পদে পরিচালিত আন্দোলন শুরু করার অপচেষ্টা হইতে বিরত থাকিয়া কারাগারে আটক নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি দাও, অন্যথায়, এদেশের ভাগ্যবঞ্চিত কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত সমাজ নিজেরাই নিজের পথ বাছিয়া লইয়া এমন দুর্বীর আন্দোলনে বাঁপাইয়া পড়িবে, যে আন্দোলনের মুখে শত বাধাও আর তিষ্ঠিতে পারিবে না।”

গতকালকার (শুক্রবার) “প্রতিবাদ দিবসে” পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত বিরাট জনসভার বক্তাদের কণ্ঠে উচ্চারিত এই সতর্কবাণী পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যন্ত প্রদেশেও যেন ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়। মফস্বল এলাকা হইতে প্রাপ্ত সংবাদে দেখা যায়, আটক নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে সর্বত্র এই একই আওয়াজ ত্রুদ্ব আক্রোশে ফাটিয়া পড়িয়াছে। বিক্ষুব্ধ মিছিলের পদচারণায় আর অযুতকণ্ঠে উচ্চারিত “মুক্তি চাই” ধ্বনিতে প্রতিটি মোকামই প্রকম্পিত হইয়াছে। আর ফেনিল আক্রোশের সে ত্রুদ্ব গর্জনে কণ্ঠ মিলাইয়াছে এদেশের ভাগ্যহত দরিদ্র শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী—সকল সম্প্রদায়ের মানুষ।

৬-দফার প্রবক্তা নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবীতে আগাইয়া আসিয়াছে এদেশের হাজার হাজার শ্রমিক। পল্টন ময়দানের বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া চটকল ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছেঃ অবিলম্বে নেতৃবৃন্দের মুক্তি দেওয়া না হইলে প্রদেশের কল-কারখানার চাকা স্তব্ধ হইয়া যাইবে। ইহারই পাশাপাশি সভার উদ্যোক্তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী আওয়ামী লীগ ধাপে ধাপে কর্মক্ষেত্রে আগাইয়া যাইবে। সুতরাং অবিলম্বে নেতৃবৃন্দের মুক্তি দেওয়া না হইলে অচিরেই প্রদেশব্যাপী সাধারণ হরতালের কর্মসূচী ঘোষিত হইবে।

জনাব আবদুল মান্নান

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, নেতৃবৃন্দের আটকে চটকল শ্রমিকদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটাইয়া পূর্ব পাকিস্তান চটকল ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নান তুমুল করতালির মধ্যে ঘোষণা করেন যে, আজ যেমন

কারখানার চাকা স্তব্ধ করিয়া দিয়া ৪০ হাজার চটকল শ্রমিক ময়দানের জনসভায় শরীক হইতে আসিয়াছে, তেমনি অচিরেই যদি নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দেওয়া না হয়, তবে প্রদেশের সকল কারখানার চাকা কিভাবে স্তব্ধ করিতে হয়, তাহা আমরা জানি। এই প্রসঙ্গে তিনি আওয়ামী লীগের নিকট হইতে সুস্পষ্ট কর্মসূচী আহ্বান করেন।

জনাব মান্নান দুঃখের সহিত বলেন যে, গত কয়েক বৎসরের সীমাহীন অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের জন্য আজ যখন এদেশের একটি মাত্র দৃঢ়চিত্ত নির্ভীক সন্তান জীবনের উপর বিরাট ঝুঁকি লইয়া দেশবাসীকে নিয়মতান্ত্রিক পথে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে আসিয়াছেন, ঠিক তখনই তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। তিনি বলেন, সরকার যেন স্মরণ রাখেন যে, এদেশের শ্রমিক সমাজ দল-মত বুঝে না। জনগণের স্বার্থ লইয়া যিনি সংগ্রাম করেন তিনিই তাঁহাদের নেতা। তাই, প্রদেশের চটকল শ্রমিকরা আজ তাঁহার ও তাঁহার সহকর্মীদের আটকে এত বিক্ষুব্ধ। তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে তিনি ঘোষণা করেন যে, অবিলম্বে নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দেওয়া না হইলে এদেশের ভুখা-নাঙ্গা চাষীরাও লাঙ্গল বন্ধ করিয়া শ্রমিক ভাইদের কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া সংগ্রামে নামিবে।

রফিকুল হোসেন

আওয়ামী লীগ নেতা রফিকুল হোসেন তাঁহার স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে সংক্ষিপ্ত এক বক্তৃতায় রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে নিয়মতান্ত্রিক পথে পরিচালিত আন্দোলন শুরু করার পরিণাম সম্পর্কে সরকারকে হুঁশিয়ার করিয়া দেন। তিনি বলেন যে, ভারতের সহিত যুদ্ধের সময় জরুরী অবস্থা ঘোষণা প্রয়োজন ছিল, একথা যেমন ঠিক, তেমনি তাসখন্দ ঘোষণা ও সীমান্ত হইতে আমাদের বীর যোদ্ধাবাহিনীকে যুদ্ধপূর্ব স্থানে সরাইয়া আনিয়া সরকার নিজেই প্রমাণ করিয়াছেন যে, দেশে জরুরী অবস্থা আজ আর নাই। এতদসত্ত্বেও দেশরক্ষা বিধিবলে নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের মধ্যদিয়া সরকার প্রমাণ করিলেন যে, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে স্তব্ধ করার উদ্দেশ্যেই দেশে আজও জরুরী অবস্থা বহাল রাখা হইয়াছে। তিনি বলেন যে, সব জারিজুরি আজ জনসাধারণ ধরিয়া ফেলিয়াছে। অতএব, ক্ষমতাসীনদের নিজ স্বার্থেই অবিলম্বে দেশ হইতে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করা কর্তব্য। অন্যথায় দেশবাসীর দৃষ্ট পদচারণায় জরুরী অবস্থার আর কোনই সার্থকতা থাকিবে না। অতএব, শুভস্য শীঘ্রম।

ঢাকার পল্টন ময়দানের গতকালকার প্রতিবাদ সভা নানা দিক দিয়া বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল। সভা শেষে সহস্র সহস্র জনতা বিক্ষোভ মিছিল করিয়া পল্টন ময়দান হইতে সদরঘাট ও চকবাজার হইয়া শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মাজারে গমন করে।

আন্দোলনের মুখে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে কারাগারে পুরিয়া দেওয়ার রীতি প্রদেশের সনাতন রীতি। কিন্তু নেতৃবৃন্দকে আটকের প্রতিবাদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনসাধারণ যে কতখানি বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতে পারে, তাহার একটি জ্বলন্ত স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে গতকালকার পল্টনের বিপুল জনসমাবেশ। ব্যক্তিবিশেষের বক্তৃতা শোনার জন্য জনতা জনসভায় ভীড় করে বলিয়া যে বিশ্বাস অনেকের মনে চিরন্তন হইয়া দেখা দিয়াছিল, গতকালকার সভা জনসমাবেশ সে বিশ্বাসকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিয়াছে। নেতার চেয়ে যে নীতি বড় এবং নেতার অবর্তমানে নীতিকে সমুন্নত রাখিয়া জনগণও যে বাধা-বিঘ্ন পদদলিত করিয়া সঠিক পথে আগাইয়া চলিতে পারে, গতকালকার সভা তাহারই জলজ্যাস্ত প্রমাণ বহন করে। শেখ মুজিবর রহমান প্রণীত ও আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অনুমোদিত ৬-দফা যে আজ ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষের সম্পদ নয়, ৬-দফাকে এ প্রদেশের সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষ যে তাদের নিজেদের সম্পদ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে গতকাল প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত সভা ও শোভাযাত্রার মধ্যদিয়া তাহাই প্রতিভাত হইয়াছে।

গতকালকার পল্টনের জনসভা পল্টনে অনুষ্ঠিত বৃহত্তম জনসভাসমূহের অন্যতম। সভা যখন শেষ হইতে চলিয়াছে, তখনও দূর-দূরান্ত হইতে প্ল্যাকার্ড-ফেষ্টনসহ বিক্ষোভ মিছিল আসিয়া সভায় শরীক হইতে থাকে। আদমজী নগরের শিল্প এলাকায় গতকাল আর চাকা ঘুরে নাই। সহস্র সহস্র শ্রমিক তাহাদের কাজ কামাই করিয়া মিছিল করিয়া সুদীর্ঘ নয় মাইল রাস্তা পায়ে হাঁটিয়া পল্টনের প্রতিবাদ সভায় আসিয়া নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবী বুলন্দ করিয়া তুলে। গতকালের জনসভায় অনলবর্ষী বাগ্মীর অভাব ছিল; কিন্তু জনতার উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনার মধ্যে সে অভাব তলাইয়া গিয়াছে। কে বক্তৃতা করিতেছেন, বক্তা নেতা কি কর্মী সেদিকে দৃষ্টিপাত করার কোন তাগিদই শ্রোতাদের ছিল না। জনসভায় অংশগ্রহণকারী প্রতিটি শ্রোতা প্রতিবাদমুখর। তাই সভা চলাকালীন মুহূর্মুহু অযুক্তকণ্ঠে উচ্চারিত নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে দিগ্বিদিক প্রকম্পিত হইতে থাকে।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অন্যতম সহ-সভাপতি অধ্যাপক হাফেজ হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পল্টন ময়দানের জনসভায় বক্তৃতা করেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মমিন এ্যাডভোকেট, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব কে, এম, ওবায়দুর রহমান, শেখ ফজলুল হক (মনি), শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, জনাব এম,এ, রব এ্যাডভোকেট, শ্রমিক নেতা জনাব মকবুল হোসেন, নিখিল পাকিস্তান

আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব জহিরুদ্দীন, পূর্ব পাকিস্তান চটকল শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নান ও সহ-সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুর রহমান।

জনসভায় প্রস্তাব পাঠ করেন আওয়ামী লীগ নেতা জনাব মতিউর রহমান এবং প্রস্তাব সমর্থন করেন জনাব রফিকুল হোসেন। শ্রোতৃমণ্ডলীর স্বতঃস্ফূর্ত হস্তোত্তোলনের মধ্যদিয়া প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়।

জহীরুদ্দীন

পল্টনের জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব জহীরুদ্দীন ঘোষণা করেন যে, শেখ মুজিব না থাকিলেও তাঁহার প্রণীত ৬-দফা যে থাকিবে, তাহার প্রমাণ আজিকার এই জনসভা। আজ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ৬-দফা মুজিবর রহমানের নয়, ৬-দফা পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষের। তিনি বলেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ যাহাতে ন্যায়বিচার পাইতে পারে এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধের ভিত্তিতে যাহাতে একটি শক্তিশালী পাকিস্তান কায়ম করা সম্ভব হয়, সেই উদ্দেশ্য লইয়াই ৬-দফা প্রণয়ন করা হইয়াছে। ব্যক্তিবিশেষ যুগ যুগ ধরিয়া ক্ষমতায় থাকুন, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই, আমরা চাই দেশের দশ কোটি মানুষের মৌলিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান।

প্রদেশের খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে জনাব জহিরুদ্দীন বলেন যে, খাদ্য লইয়া রাজনীতি চলে না। কিন্তু রাজনৈতিক দল হিসাবে আমরা আমাদের দেশবাসীকে ভুখা মরিতে দিতে পারি না।

জনাব জহিরুদ্দীন দেশরক্ষা— বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষাব্যবস্থার প্রশ্নে বিরোধী দলের ভূমিকা ও ক্ষমতাসীনদের ভাঁওতামূলক ঘোষণার চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র নির্মাণ কারখানা স্থাপনের দাবী করায় এই সেদিনও যাহারা বিরোধী দলের প্রতি গালিগালাজ করিয়াছেন, অধুনা আবার তাহারাই এই প্রদেশে অস্ত্র নির্মাণ কারখানার প্রশ্নে বাহবা কুড়াইবার জন্য নিতানূতন ‘ঘোষণা’ করিয়া চলিয়াছেন। তুমুল করতালির মধ্যে তিনি ঘোষণা করেন, দেশরক্ষা বিধির অপপ্রয়োগ করিয়া শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা সম্ভব। কিন্তু প্রদেশের সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষই প্রতি ঘরে ঘরে এক একজন মুজিব হইয়া আত্মপ্রকাশ করিবে এবং ইহাদের সকলের ঠাঁই হয়—এমন কারাগার এ-দেশে নাই। তিনি সভায় যোগদানকারী শ্রমিকদের অভিনন্দন জানাইয়া বলেন যে, যাতায়াতের বাস বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তথাপি শ্রমিক বন্ধুরা দমিয়া যান নাই। সুদূর আদমজী নগর হইতে নয় মাইল হাঁটিয়া তাহার সভায় আসিয়াছেন।

জনাব মোমিন

জনতার বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমিন এ্যাডভোকেট বলেন যে, জনসাধারণ ৬-দফা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করার ফলেই ৬-দফা প্রণেতাকে গ্রেফতার করা হইয়াছে। তিনি বলেন যে, দরিদ্র জনসাধারণ, কৃষক ও শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া উত্থাপন করিয়া অতীতেও অনেকে কষ্ট পাইয়াছেন এবং এখনও পাইতেছেন। তিনি বলেন যে, জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা তুলিয়া ধরার ক্ষেত্রে যত জেল-জুলুম ও অত্যাচারই আসুক না কেন, ৬-দফা দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলিতে থাকিবে।

ওবায়দুর রহমান

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব কে, এম, ওবায়দুর রহমান বলেন যে, জনগণের দাবী অবদমিত করার জন্যই প্রথমে নেতৃত্বদকে গ্রেফতার করা হইয়াছে। তিনি বলেন যে, নেতৃত্বদ্বন্দের অবর্তমানে দেশের আপামর জনসাধারণই নিজেদের দাবী নিজেরাই প্রতিষ্ঠা করিবে। তিনি প্রশ্ন করেন যে, যে সরকার দেশে-বিদেশে কাশ্মীরে গণভোটের দাবীতে উচ্চকণ্ঠ, সে সরকার কেন নিজ দেশে বিভিন্ন প্রশ্নে গণভোট দিতে প্রস্তুত নয়?

শেখ ফজলুল হক (মনি)

শেখ ফজলুল হক (মনি) তাঁহার বক্তৃতায় ৬-দফার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পটভূমি ব্যাখ্যা করেন। ৬-দফা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, দেশরক্ষা ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হইলে উহা সামগ্রিকভাবে দেশের দেশরক্ষা শক্তি বর্ধিত করিবে। তিনি কর্মী-যুবক-জনতাকে শেখ মুজিবর রহমানের আহ্বানে ৬-দফা দাবী আদায় করার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হইতে আহ্বান জানান।

জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন

প্রাক্তন ছাত্রনেতা শাহ মোয়াজ্জেম বলেন যে, জনদাবী প্রকাশ করার জন্যই প্রথমে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে মোট ১০টি মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু ইহাতেও তিনি স্তব্ধ না হওয়ায় তাঁহাকে দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার করা হয়। তিনি বলেন যে, শেখ মুজিব ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতার গ্রেফতারের মধ্যদিয়াই ৬-দফার বিজয় সূচিত হইয়াছে। দেশবাসী ৬-দফাকে গ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই নেতৃত্বদকে গ্রেফতার করা হইয়াছে।

এডভোকেট এম এ রব

এডভোকেট জনাব এম এ রব তাহার বক্তৃতায় দেশরক্ষা বিধির আনুপূর্বক ইতিহাস বর্ণনা করিয়া বলেন, চার বৎসরব্যাপী প্রথম মহাযুদ্ধ সমাপ্ত হইবার তিনমাস পরে তদানীন্তন বিদেশী সরকার মাত্র তিন মাসের মধ্যে এবং দ্বিতীয়

মহাযুদ্ধের মাত্র ছয় মাসের মধ্যে দেশ হইতে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করেন। অথচ মাত্র ১৭ দিনের যুদ্ধের পর আট মাস অতীত হইতে চলিলেও জরুরী অবস্থা যুদ্ধকালীন সময়ের মতই বহাল রাখা হইয়াছে।

নারায়ণগঞ্জ

৬-দফার প্রবক্তাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে শিল্প শহর নারায়ণগঞ্জ গতকাল (শুক্রবার) প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে। অপরাহ্নে প্রায় দুই সহস্র শ্রমিক ও আওয়ামী লীগ কর্মী একবিরাট মিছিল সহকারে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। অতঃপর তাঁহারা নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগ অফিস প্রাঙ্গণে এক সভায় মিলিত হন। শহর আওয়ামী লীগের সম্পাদক জনাব কসিরুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় বিভিন্ন বক্তা শেখ মুজিবর রহমানসহ অপরাপর আওয়ামী লীগ নেতার গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা করেন। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি ও জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের দাবী করা হয়। প্রস্তাবে যত্রতত্র পাকিস্তান রক্ষাবিধি প্রয়োগের নিন্দা করা হয়। সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে খাদ্যশস্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্রমবর্ধমান উচ্চমূল্যে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া অবিলম্বে দ্রব্যমূল্যের এই উর্ধ্বগতি রোধের ব্যবস্থা করার দাবী জানান হয়।

দাউদকান্দিতে প্রতিবাদ

গতকাল দাউদকান্দিতে স্থানীয় জনসাধারণ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বদ্বন্দের গ্রেফতারের প্রতিবাদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। জনসাধারণ খণ্ড খণ্ড শোভাযাত্রা বাহির করে এবং দোকানপাট বন্ধ রাখে। মিছিলের পর জনসাধারণ স্থানীয় মাঠে এক প্রতিবাদ সভায় মিলিত হন এবং আওয়ামী লীগ নেতৃত্বদ্বন্দের আটক সকল রাজবন্দীর আশু মুক্তি দাবী করে।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৪ই মে ১৯৬৬

পল্টনের দাবী

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল (শুক্রবার) বিকালে প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত জনসভায় গৃহীত প্রস্তাবে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান, খোন্দকার মোশতাক আহমদ, জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, জনাব মজিবর রহমান (রাজশাহী), জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী এবং জনাব এম, এ, আজীজকে দেশরক্ষা আইনবলে গ্রেফতারের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া অবিলম্বে তাহাদের মুক্তি দাবী করা হয়।

সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে অবিলম্বে দেশ হইতে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারপূর্বক রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরাইয়া আনিয়া জনগণের মৌলিক অধিকার পুনঃপ্রবর্তনের দাবী জানান হয়। সভায় ভারতের সহিত যুদ্ধবিরতি চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে দেশে জরুরী অবস্থা বলবত রাখাকে অবাঞ্ছিত বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়। সভায় ছয়-দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়।

দৈনিক ইণ্ডেফাক

১৪ই মে ১৯৬৬

নেতৃবৃন্দের পক্ষে রীট আবেদন

হাইকোর্ট কর্তৃক সরকারের উপর রুল জারি

(হাইকোর্ট রিপোর্টার)

গতকাল (শুক্রবার) আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান, জনাব তাজউদ্দিন, জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, জনাব খোন্দকার মোশতাক আহমদ এবং খুলনার আওয়ামী লীগ নেতা শেখ আলী আহমদের পক্ষ হইতে আনীত পৃথক পৃথক হেবিয়াস কর্পাসের আবেদনে ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব সিদ্দিকী ও বিচারপতি জনাব এ, বি, মাহমুদ হোসেন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের উপর রুল জারি করিয়া কেন উপরোক্ত বন্দিগণকে মুক্তি দেওয়া হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, উপরোক্ত প্রথম চারিজনকে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধির ৩২-ধারা মোতাবেক গত ৮ই মে গ্রেফতার করা হয় এবং ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক রাখা হয়।

খুলনার শেখ আলী আহমদকে গত ৪ঠা মে প্রতিরক্ষা বিধির ৩২-ধারা মোতাবেক গ্রেফতার করা হয় এবং খুলনার কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক রাখা হয়।

আবেদনকারীদের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন জনাব আবদুস সালাম খান এবং তাঁহাকে মামলা পরিচালনায় সাহায্য করেন মির্জা গোলাম হাফিজ, জনাব এম, এ, রব, জনাব সিরাজুল হক, জনাব আমিনুল হক, জনাব জোহা, জনাব আমিরুল ইসলাম, জনাব কে, জেড, আলম, জনাব মাহবুবুর রহমান, জনাব মোল্লা জালাল উদ্দিন এবং জনাব আবুল হোসেন।

দৈনিক ইণ্ডেফাক

১৪ই মে ১৯৬৬

শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দির মুক্তি দাবী

গত ১১ই মে ঢাকা জুট মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের মীরের বাগস্থ অফিসে উক্ত ইউনিয়নের কার্যকরী সংসদের এক সভায় ৬-দফার প্রণেতা শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তি দানের দাবী জানাইয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়নের সহ-সভাপতি জনাব আবদুস সত্তার।

সভায় মেনিনারীর খুচরা অংশের অভাবে মিল বন্ধ হইয়া যাওয়ার আশংকায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানান হয়। সভায় চটকল শ্রমিক ফেডারেশন কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২২শে মে ‘খাদ্য দিবস’ সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আহ্বান জানান হয়।

Morning News

14th May 1966

LARI CRITICISES MUJIB'S ARREST

KARACHI, May 12 (APP): Mr. Z. H. Lari, Council Muslim League leader today criticised the arrest of Sheikh Mujibur Rahman, President East Pakistan Awami League.

In a statement, he said the arrest of Sheikh Mujibur Rahman and his colleagues is another instance of misuse of powers given under the Defence of Pakistan Act to the Authorities concerted.

সংবাদ

১৪ই মে ১৯৬৬

আওয়ামী লীগ নেতাদের কেন মুক্তি দেওয়া হইবে না

সরকারের উপর হাইকোর্টের রুল জারী

ঢাকা, ১৩ই মে (এ,পি,পি)।— শেখ মুজিবুর রহমান, জনাব তাজউদ্দীন, খোন্দকার মুস্তাক আহমদ ও জনাব নূরুল ইসলামকে কেন আদালতে উপস্থিত করা হইবে না ও কেন তাঁহাদের মুক্তি দেওয়া হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য বিচারপতি জনাব বি, এ, সিদ্দিকী ও বিচারপতি জনাব এ, বি, মোহাম্মদ সমবায়ে গঠিত ঢাকা হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রতি অদ্য এক রুল জারী করিয়াছেন।

এক হেবিয়াস কর্পাস আবেদনক্রমে এই রুল জারী করা হইয়াছে। আগামী ৬ই জুনের মধ্যে ইহার জবাব দিতে হইবে।

দৈনিক পয়গাম
১৪ই মে ১৯৬৬
শুধুমাত্র একটি দাবীতে পরিণত হইবে?
অবশেষে আওয়ামী লীগের হীন চক্রান্ত ফাঁস
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে আটক শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি দাবীতে গতকল্য (শুক্রবার) অপরাহ্নে আউটার ষ্টেডিয়ামে আয়োজিত জনসভা শ্রোতাদের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলনে যথেষ্ট সহায়ক হইয়াছে।

নেতার গ্রেফতারের ফলে উত্তেজিত হইয়া ছাত্রলীগ ছাপ মারা অধিকাংশ বক্তাই (বর্তমানে ইহারা আওয়ামী লীগের জুনিয়ার নেতা) সিরাজদ্দৌলার ঢং এ বক্তৃতা করিতে যাইয়া দলের গোপন আদর্শ অবচেতন মনে ফাঁস করিয়া দিয়াছেন।

তঁাহারা পূর্ব পাকিস্তানের “স্বাধীনতা” দাবী করিয়াছে এবং আমেরিকার কুখ্যাত গোয়েন্দা বিভাগ সি, আই, এ এবং বৃটেনের যৌথ উদ্যোগে ক্ষমতা হইতে অপসারিত ঘানার একচ্ছত্র জননায়ক নক্রুমার ভাগ্য প্রেসিডেন্ট আইয়ুবকে বরণ করিতে হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই জঘন্য ও হীন কার্যকলাপ সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দল কর্তৃক নিন্দিত হইলেও আওয়ামী লীগ এই ব্যাপারে নিশ্চূপ ছিল এবং তাহাদের বাহনটি বগল বাজাইয়া ছিল।

ছয় দফার প্রণেতারা কাদের স্বার্থে, কাদের জন্য এবং কাদের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে এবং তাহাদের এই অবাস্তব দাবীর উপর কোন দেশের করুণা-ধারা অকৃপণভাবে বর্ষিত হইতেছে, সে সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ও মুসলিম লীগ ছাড়াও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, জামাতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম এবং কাউন্সিল মুসলিম লীগসহ সকল রাজনৈতিক দল জনসাধারণকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হুঁশিয়ার করিয়া দিয়াছেন। গতকল্যকার জনসভায় উপস্থিত শ্রোতারা বক্তাদের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া আওয়ামী লীগের গোপন দর্শন সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ লাভ করিয়াছে।

অস্তিত্বহীন নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক উপর আল্লার গজব নামিয়া আসিয়াছে।” ভূমিকম্পে তাসখন্দ তছনছ হইয়া গিয়াছে।

কোন সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি কোন দেশের জনগণের উপর প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং বিপর্যয় সম্পর্কে এই জাতীয় হৃদয়হীন ও ক্রুড় উক্তি করিতে পারে দেখিয়া শ্রোতারা বিস্মিত ও হতবাক হইয়া পড়ে।

সভায় ১৯৫৪ সালের প্রথম দফার মত দায়িত্বহীন একটি প্রদেশ গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রস্তাবে ২৫ বৎসরের জন্য জমির খাজনা মওকুফের দাবী জানান হইয়াছে।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য শতকরা ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন প্রদানকারী সাবেক কেন্দ্রীয় উজির সভার শিক্ষা উজির জনাব জহীরুদ্দিনও সভায় বক্তৃতা করেন। তিনি পরোক্ষভাবে পূর্ব পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতার আন্দোলন শুরু করার হুমকি দেন। তিনি বলেন, “সরকার ছয় দফা না মানিলে আমরা এক দফার জন্য আন্দোলন শুরু করিতে বাধ্য হইব।” এক দফার আন্দোলনকে জহীরুদ্দিন কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন?

তিনি তাসখন্দ চুক্তির সমালোচনা করিয়া বলেন যে, এই চুক্তির ফলে পাকিস্তানের সর্বনাশ হইয়াছে। এই কথা বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। দুনিয়ার সর্বপ্রকার সভ্যতা ভব্যতা ও শালীনতার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া জহীরুদ্দিন একজন পাকা আওয়ামী লীগ নেতার মানসিকতা লইয়া বলেন, “যে তাসখন্দে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

দৈনিক পাকিস্তান
১৪ই মে ১৯৬৬
আওয়ামী লীগের জনসভা
শেখ মুজিবুর গ্রেফতারের সমালোচনা
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য শুক্রবার পল্টন ময়দানের পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বিভিন্ন বক্তা শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের নিন্দা করেন।

এই সভায় সভাপতিত্ব করেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি হাফেজ হাবিবুর রহমান।

সভায় পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব জহিরুদ্দিন বলেন, সরকার ৬-দফা কর্মসূচীর গলদ দেখাইতে না পারিয়া আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেফতারের আশ্রয় নিয়াছেন।

জনাব জহিরুদ্দিন পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপারে প্রদেশকে স্বাবলম্বী করার দাবী জানাইয়া বলেন, বিদেশী শক্তির উপর নির্ভর করিয়া দেশরক্ষা করা যায় না।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে দেশরক্ষা আইনে ধৃত শেখ মুজিবুর রহমান, নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানসহ নিরাপত্তা আইন ও দেশরক্ষা আইনে আটক

সকল রাজনৈতিক নেতা এবং কর্মীদের মুক্তি দাবী করা হয়। দেশ হইতে অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, সংবাদপত্রের উপর হইতে সকল বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের দাবী জানাইয়াও প্রস্তাব গৃহীত হয়। অপর এক প্রস্তাবে খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া প্রদেশের সর্বত্র পূর্ণ রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন ও লেভীর মূল্যে খাদ্যদ্রব্য বিতরণের দাবী করা হয়।

এই সভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমেন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব ওবায়দুর রহমান, জনাব রফিকুল হোসেন, এডভোকেট জনাব আবদুর রব, জনাব আবদুল মান্নান, শেখ ফজলুল হক, মোয়াজ্জেম হোসেন ও জনাব মকবুল হোসেন বক্তৃতা করেন।

সভাশেষে একটি শোভাযাত্রা নওয়াবপুর, সদরঘাট, চকবাজার, জেলগেট হইয়া জনাব সোহরাওয়ার্দীর মাজারে গমন করে।

নারায়ণগঞ্জে প্রতিবাদ দিবস

গতকল্য শুক্রবার নারায়ণগঞ্জ মহকুমা ও নারায়ণগঞ্জ শহর আওয়ামী লীগের যৌথ উদ্যোগে “প্রতিবাদ দিবস” উদযাপন করা হয় বলিয়া আওয়ামী লীগের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে।

গতকল্য এই উপলক্ষে আওয়ামী লীগ কর্মিগণ নারায়ণগঞ্জ শহরে জনসভা ও শোভাযাত্রার আয়োজন করেন।

Dawn

15th May 1966

Mujib's release urged

DACCA, May 14: Twenty-six Basic Democrats of Narayanganj in a statement yesterday demanded immediate release of Sheikh Mujibur Rahman and other Awami League leaders arrested under the Defence of Pakistan Rules, says a Press release of the Narayanganj Awami League.

The signatories, including two Chairmen of the Union Council, also demanded immediate withdrawal of the state of emergency from the country.

According to another report Mr Bazlur Rahman, Secretary of Dacca District Awami League, Mr Mohiuddin, Secretary of Narayanganj City Awami League and Mr A Bhyian, President of the Narayanganj Sub-divisional Awami League, here criticised the arrest of Awami League leaders and demanded their immediate release.

A report from Rangpur said that a general meeting of the labours of the Rangpur branch of the Pakistan Tobacco Company held recently condemned the arrest of Mr Zahur Ahmad Chowdhury, President of the PTC Employees Association under the DPR.

The meeting demanded immediate release of Mr Zahur Ahmad along with all other political leaders, including Shaikh Mujibur Rahman.

দৈনিক ইত্তেফাক

১৫ই মে ১৯৬৬

জেল-জুলুম ও ধরপাকড়ের সাহায্যে ৬-দফার

নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করা যাইবে না

প্রতিবাদ দিবসে সমগ্র প্রদেশবাসীর রায়

৬-দফার ভিত্তিতে আপামর দেশবাসীর প্রাণের দাবী-দাওয়া আদায়ের যে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হইয়াছে, উহাকে শুরু করিয়া দিবার জন্য জেল-জুলুম, গ্রেফতারী ও নির্যাতন-নিগ্রহের প্রতিবাদে গোটা প্রদেশ বিক্ষোভমুখর হইয়া উঠিয়াছে। শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগ ও বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের গ্রেফতারের নিন্দা জ্ঞাপন এবং অবিলম্বে তাহাদিগের মুক্তির দাবীতে গত শুক্রবার সমগ্র প্রদেশে প্রতিবাদ দিবস পালন করা হয়। এইদিন ঢাকাসহ পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যন্ত প্রদেশেও জনসভা ও বিক্ষোভ মিছিলের মাধ্যমে অযুত কণ্ঠে অবিলম্বে ধৃত নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবী ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়। দেশের প্রতিটি স্তরের প্রতিটি মানুষ এইদিন সভা ও শোভাযাত্রায় শরীক হইয়া যে শপথ ঘোষণা করে তাহা হইলঃ “সর্বজন স্বীকৃত ও অভিনন্দিত ৬-দফা আদায়ের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে কিছুতেই শুরু করা যাইবে না। যে-কোন ত্যাগের বিনিময়েও বঞ্চিত দেশবাসীর এ আন্দোলন চলিতে থাকিবে। এ আন্দোলনের শেষ হইবে ৬-দফার পূর্ণ বাস্তবায়নের পর।”

খুলনা

(বিশেষ প্রতিনিধি) খুলনা, ১৩ই মে- পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান, জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, খন্দকার মুশতাক আহমদ, জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী, জনাব মুজিবর রহমান এবং আবদুল আজিজের গ্রেফতারের প্রতিবাদে অদ্য অপরাহ্নে খুলনা জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে খুলনা পৌরময়দানে একটি নজিরবিহীন বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে সভাপতিত্ব করেন শহর আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব মমিনুদ্দীন আহমদ।

এই উপলক্ষে খুলনা পৌর ময়দানটি একটি বিরাট জনসমুদ্রে পরিণত হয়। সারা মাঠে কোথাও তিলধারণের স্থান ছিল না। এমনকি পার্শ্ববর্তী রাস্তাসমূহ এবং দালানকোঠার ছাদেও শ্রোতৃবৃন্দ অতীতপূর্ব ভিড় জমায়। এই জনসভা দীর্ঘ ৩ ঘণ্টা পর্যন্ত চলে।

জনসভার পর আওয়ামী নেতৃবৃন্দ একটি বিরাট মিছিল বাহির করেন। উহাতে হাজার হাজার লোক যোগদান করে। মিছিলকারীরা শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে এবং শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি ও জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের দাবী করিয়া বিভিন্ন ধ্বনি দেয়। জনসভার সভাপতি জনাব মমিনুদ্দীন এই ঐতিহাসিক প্রতিবাদ সভায় অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে, জুলুম, অত্যাচার, ধরপাকড়, এমনকি গোলাগুলিও আমাদের ছয়-দফা দাবী আদায়ের সংকল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না। শেখ মুজিবসহ আওয়ামী নেতাদের গ্রেফতার করিয়া আমাদের সংগ্রামকে আরও জোরদার করা হইয়াছে এবং জনসাধারণকে সচেতন করিয়া তোলা হইয়াছে, ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভা, খুলনা-চট্টল-রাজশাহীর জনসভাই উহার প্রকৃষ্ট নজির। উপস্থিত হাজার হাজার শ্রোতার তুমুল করতালির মধ্যে তিনি জনগণকে প্রচণ্ড গণ-আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়ার জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান।

ছয়-দফা দাবীকে সকল প্রকার অবিচারের প্রতিষেধক বলিয়া উল্লেখ করিয়া খুলনা জেলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী এডভোকেট মনসুর আলী বলেন যে, দেশের স্বাভাবিক অবস্থায় দেশরক্ষা আইনবলে শেখ মুজিবসহ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেফতার করিয়া সরকার ন্যায়নীতি বিরুদ্ধ কাজ করিয়াছেন এবং এই আইনের পবিত্রতা নষ্ট করিয়াছেন।

এই জনসভায় জনাব মোহাম্মদ আলী, সালাউদ্দীন ইউসুফ, আলী তারেক, এ, ফিরোজ নূনসহ কয়েকজন স্থানীয় নেতা ও কর্মীও বক্তৃতা করেন।

সভাশেষে গৃহীত প্রস্তাবে অবিলম্বে শেখ মুজিবসহ অন্যান্য নেতার মুক্তি, জরুরী আইন ও দেশরক্ষা আইন বাতিলের দাবী এবং ৬-দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইয়া কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় গৃহীত অন্যান্য প্রস্তাবে প্রদেশব্যাপী পূর্ণাঙ্গ রেশনিং প্রবর্তন, টেঙুপাতা অর্ডিন্যান্স বাতিল ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা শেখ আলী আহমদের মুক্তি দাবী করা হয়। আর একটি প্রস্তাবে পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনে সংবাদপত্রের অনুমোদন বাতিলের জন্য ক্ষমতা গ্রহণ প্রচেষ্টার নিন্দা করা হয়।

ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ, ১৩ই মে- আজ এখানে বিপিন পার্কে অনুষ্ঠিত একবিরাট জনসভায় আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান, তাজুদ্দীন আহমদ, খন্দকার মোশতাক আহমদ প্রমুখের গ্রেফতারের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। ইহাতে সভাপতিত্ব করেন জেলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জনাব রফিকুদ্দীন ভূঁইয়া এবং অন্যান্য স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা বক্তৃতা করেন। সভায় দেশের উত্তরাঞ্চলে দেশরক্ষা আইনে শেখ মুজিবসহ কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতার গ্রেফতারের কঠোর প্রতিবাদ জানানো হয় এবং তাঁহাদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার দাবী করা হয়। সভায় ছয়-দফা দাবীর প্রতি দ্ব্যর্থহীন সমর্থনের পুনরাবৃত্তি করিয়া শান্তিপূর্ণভাবে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালাইয়া যাওয়ার সংকল্প প্রকাশ করা হয়। সভায় অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের দাবী করা হয়। প্রদেশের খাদ্য সঙ্কট ও নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং এই অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য সরকারের প্রতি প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব কার্যকরী করার আহ্বান জানানো হয়।

সভার অপর এক প্রস্তাবে টেঙুপাতা অর্ডিন্যান্স বাতিল করিয়া অবিলম্বে ৭ লক্ষ বেকার বিড়ি শ্রমিকের কর্মসংস্থানের আহ্বান জানানো হয়। সভা শেষে জনতা আওয়ামী নেতাদের মুক্তি দাবী করিয়া এবং ছয়-দফার প্রতি সমর্থনের পুনরাবৃত্তি করিয়া ধ্বনি তোলে।

রাজশাহী

রাজশাহী, ১৩ই মে- আওয়ামী লীগ নেতাদের হয়রানির প্রতিবাদে রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আহূত জনসভায় বক্তৃতাকালে জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব কামরুজ্জামান ঘোষণা করেন যে, কোন প্রকার অত্যাচারই পাকিস্তানের জনগণকে ছয়-দফা দাবী আদায়ে নিরস্ত করিতে পারিবে না। ছয়-দফা দাবীকে তিনি নির্যাতিত জনগণের “মুক্তি সনদ” বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া বলেন যে, ইহা গণমনে ত্বরিত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তিনি বলেন যে, ছয়-দফার বিরুদ্ধে সরকার পক্ষের কিছু বলার থাকিলে জনসভায় হাজির হইয়া তাহা ব্যাখ্যা করা উচিত। কারণ, জনগণই রাজনৈতিক সমস্যার সর্বোত্তম নিয়ামক।

সভায় শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর আশু মুক্তি এবং দেশরক্ষা আইন ও জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের দাবী করা হয়। সভায় ১০ লক্ষ বিড়ি শ্রমিকের অবিলম্বে কর্মসংস্থানের জন্য টেঙুপাতা অর্ডিন্যান্স বাতিলের আহ্বান জানানো হয়। এই জনসভায় বক্তৃতা করেন জেলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জনাব গোলাম রব্বানী এবং আরও কয়েক ব্যক্তি।

বরিশাল

বরিশাল, ১২ই মে- অদ্য এখানে বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগের একবিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিবর রহমানসহ অন্যান্য প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ নেতার এই জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তাঁহারা আটক থাকায় এই জনসভায় শরীক হইতে পারেন নাই। ফলে এই সভা প্রতিবাদ সভায় পরিণত হয় এবং আটক নেতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য প্রেসিডেন্টের চেয়ার খালি রাখা হয়।

সভায় জনাব রফিকুদ্দীন আহমদ, জনাব আবদুল বারেক (সাবেক জাতীয় পরিষদ সদস্য), জনাব আমিনুল ইসলাম চৌধুরী (সাবেক প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য), জনাব নূরুল ইসলাম, জনাব লকিতুল্লাহ প্রমুখ স্থানীয় নেতা বক্তৃতা করেন। তাঁহারা সকলেই ছয়-দফা কর্মসূচী ব্যাখ্যা করেন এবং শেখ মুজিবসহ অন্যান্য আওয়ামী নেতার গ্রেফতার ও হয়রানির নিন্দা করেন।

জনাব রফিকুদ্দীন আহমদ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, ১০ কোটি মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ও আইনের অপপ্রয়োগ বন্ধের জন্য আওয়ামী লীগ আন্দোলন করিতেছে। শাসক চক্র রাজনৈতিক স্বার্থে প্রশাসন যন্ত্র ব্যবহার করিতেছে এবং জননেতা ও দেশপ্রেমিকদের ভূয়া অভিযোগে হয়রানি করিতেছে। তিনি বিগত বৎসরসমূহের ইতিহাস হইতে শিক্ষাগ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি আওয়ামী লীগের ছয়-দফা কর্মসূচী ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, আমাদের সমস্যা সমাধানের ইহাই একমাত্র পথ এবং সরকারের কোন প্রকার জুলুমই ১০ কোটি মানুষের এই প্রাণের দাবীকে দাবাইয়া রাখিতে পারিবে না।

বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব নূরুল ইসলাম ছয়-দফা কর্মসূচীর বিস্তারিত ব্যাখ্যাদান করেন এবং এই সমস্ত দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য শেখ মুজিবের নেতৃত্বে সংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি শেখ মুজিবসহ অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতার হয়রানির সমালোচনা করিয়া বলেন যে, ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, ছয়-দফা হইতেছে ১০ কোটি মানুষের প্রাণের দাবি। জনাব মঈনুল হক চৌধুরী বলেন যে, ছয়-দফা হইতেছে দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির প্রতীক। জনাব আমিনুল ইসলাম চৌধুরী বলেন যে, ছয়-দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের মধ্যে দেশ আরও শক্তিশালী হইবে। তিনি এই প্রক্ষেপে দেশে গণভোট অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করেন।

প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য জনাব আজহার উদ্দিন আহমদ বলেন যে, সরকার ছয়-দফার সমর্থকদের পাইকারীহারে গ্রেফতারের ক্ষেত্র প্রস্তুত

করিতেছেন। কিন্তু ছয়-দফা হইতেছে জনগণেরই দাবী-দাওয়া। তাই জনগণকে ইহা বাস্তবায়নের জন্য আগাইয়া আসিতে হইবে।

জনাব লকিতুল্লাহ বলেন যে, যুদ্ধের সময়ই দেখা গিয়াছে যে, শক্তিশালী কেন্দ্র বা তথাকথিত শক্তিশালী ব্যক্তির কার্যতঃ অপ্রয়োজনীয় বা শক্তিহীন।

সভাশেষে শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সভাশেষে জনতা শান্তিপূর্ণ মিছিলও বাহির করে।

বগুড়া

‘প্রতিবাদ দিবস’ উপলক্ষে গত শুক্রবার বগুড়া এডওয়ার্ড পার্কে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। বগুড়া জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব বি, এম, ইলিয়াসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় বক্তৃতা করেন জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব হাবিবুর রহমান ও জনাব হাফিজুদ্দীন প্রমুখ।

সভায় অবিলম্বে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি, জরুরী আইন প্রত্যাহার, টেঙুপাতা অর্ডিন্যান্স বাতিল ও প্রদেশব্যাপী পূর্ণ রেশনিং চালু করার দাবী জানান হয়।

লালমনিরহাট

জনসভা ও বিক্ষোভ মিছিলের মাধ্যমে গত শুক্রবার লালমনিরহাটে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়।

রংপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট নূরুল হক, জনাব আবুল হোসেন প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম জে, এম, সেন হলে অনুষ্ঠিত এক সভার মাধ্যমে গত শুক্রবার চট্টগ্রামের জনসাধারণ প্রতিবাদ দিবস পালন করেন। শহরে ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকায় বিক্ষোভ মিছিল ও অন্যান্য কার্যসূচীর ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ডঃ সৈয়দুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় অবিলম্বে শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করা হয়। ডঃ আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, জনাব রহমতুল্লাহ চৌধুরী, জনাব এম, এ, মান্নান, মালিক চৌধুরী প্রমুখ সভায় বক্তৃতা করেন। পটিয়া থানা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে পটিয়াতে ব্যাপক গণসমাবেশ ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রতিবাদ দিবস পালিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। পটিয়ার জনসভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব বদিউল আলম।

সিলেট

“প্রতিবাদ দিবস” উপলক্ষে গত শুক্রবার সিলেট রেজিস্ট্রার ময়দানে একবিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আবদুল হাই-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ কমিটির সদস্য জনাব জালাল উদ্দীন আহমদসহ কতিপয় নেতা বক্তৃতা করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেফতারের পর হইতে এখানে প্রত্যহ বিক্ষোভ প্রদর্শন ও পথসভা অনুষ্ঠিত হইতেছে।

কুমিল্লা

প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে গত শুক্রবার কুমিল্লা টাউন হল ময়দানে একবিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন বক্তা ৬-দফা দাবী আদায়ের জন্য যেকোন ত্যাগ স্বীকারের সঙ্কল্প ঘোষণা করেন।

কুমিল্লা টাউন হল ময়দানে অনুষ্ঠিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন কুমিল্লা জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি এডভোকেট দলিলুর রহমান। টাঙ্গাইলে প্রতিবাদ দিবস পালনের আয়োজন করা হইলেও শেষ পর্যন্ত মাইক ব্যবহারের অনুমতি না পাওয়ায় কার্যসূচী বাতিল করিতে হয় বলিয়া জানা গিয়াছে।

কিশোরগঞ্জ

(টেলিফোনযোগে প্রাপ্ত) শেখ মুজিবর রহমান এবং অন্যান্য নেতার গ্রেফতারের প্রতিবাদে গত শুক্রবার স্থানীয় রথখোলা ময়দানে অনুষ্ঠিত বিরাট জনসভায় জলদগন্তীর স্বরে প্রত্যেকটি বক্তা সরকারী নির্যাতনমূলক নীতির কঠোর সমালোচনা করিয়া এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, যদি সরকার গ্রেফতার করিয়া সঙ্কষ্ট হইতে চান, তবে সরকারী কারাগারে ভর্তি করিয়া তুলিবার জন্য এই দেশের নির্যাতিত হাজার হাজার লোক প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। সভায় আওয়ামী লীগ, নেজামে ইসলাম এবং কাউন্সিল মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ দৃষ্টান্তে ঘোষণা করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায় দাবীর সংগ্রামে এদেশের মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া অগ্রসর হইবে। কিশোরগঞ্জের স্মরণাতীত কালের এই বৃহত্তর জনসভায় ৬-দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন এবং নেতৃবৃন্দের বিনাশর্তে আশু মুক্তি দাবী করা হয়।

চৌমুহনী

নোয়াখালী, ১৩ই মে- আজ এখানে ৬-দফার প্রণেতা শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য নেতার গ্রেফতারের প্রতিবাদে চৌমুহনীতে একবিরাট জনসভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন থানা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ আক্বাস। নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব নূরুল হক এম, পি, এ, মহকুমা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব সাখাওয়াত উল্লাহ (উকিল), চৌমুহনী শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি জনাব আলী আক্বাস সভায়

বক্তৃতা প্রসঙ্গে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমানোর জন্য প্রতিরক্ষাবিধি ব্যবহারের তীব্র নিন্দা করিয়া বক্তৃতা করেন। সভায় ৬-দফা দাবী আদায়ের জন্য দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করা হয়।

সভায় শেখ মুজিব ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতাসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি ও ৬-দফা দাবী মানিয়া লওয়ার জন্য জোর দাবী জানাইয়া কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে পূর্ণ রেশনিং ব্যবস্থার দাবী ও খাদদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ জানান হয়।

সভাশেষে এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিল নেতৃবৃন্দের মুক্তি ও পূর্ণ রেশনিং ব্যবস্থার দাবীসহ বিভিন্ন ধ্বনি সহকারে শহর প্রদক্ষিণ করে। -সংবাদদাতা

সিরাজগঞ্জ
সিরাজগঞ্জ, ১৩ই মে- আজ প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে স্থানীয় কলেজ ময়দানে এক বিরাট জনসভা হয়। সভাপতিত্ব করেন সিরাজগঞ্জ আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব মোতাহার হোসেন।

শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতার গ্রেফতারের প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য আহূত উক্ত সভায় বক্তৃতা করেন মেসার্স দবির উদ্দিন আহমদ, আবদুর রউফ খান, আবদুল মমিন তালুকদার ও ডঃ জসিমউদ্দিন। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে দেশরক্ষা বিধির অপব্যবহারের তীব্র নিন্দা করিয়া ৬-দফার প্রণেতা শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতাসহ সকল রাজবন্দীর আশু মুক্তি দাবী করা হয়।

সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে দেশে তীব্র খাদ্য সঙ্কট দেখা দেওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া পূর্ণ রেশনিং প্রথা প্রবর্তন, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের গগনচুম্বী মূল্য বৃদ্ধি রোধের কার্যকরী ব্যবস্থা, বিড়ি পাতা অর্ডিন্যান্স বাতিল করিয়া উক্ত পাতা আমদানী করিয়া দেশের বিড়ি শ্রমিকদের কর্মসংস্থান করার দাবী জানান হয়। সভায় অবিলম্বে জরুরী অবস্থার প্রত্যাহার দাবী করা হয়। সভায় ৬-দফা দাবী আদায়ের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারের সংকল্প গ্রহণ করা হয়। - সংবাদদাতা

দৈনিক ইত্তেফাক

১৫ই মে ১৯৬৬

২৭ জন মৌলিক গণতন্ত্রী কর্তৃক শেখ মুজিবের মুক্তি দাবী

নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে গত শুক্রবার বলা হয় যে, নারায়ণগঞ্জের ২৭ জন মৌলিক গণতন্ত্রী এক বিবৃতিতে পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনে আটক শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতার আশু

মুক্তির দাবী জানাইয়াছেন। তাঁহারা অবিলম্বে দেশ হইতে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারেরও দাবী জানান। বিবৃতিদাতাদের মধ্যে দুইজন চেয়ারম্যান আছেন।

বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারিগণ হইতেছেনঃ মেসার্স এ, কে, এম, শামসুজ্জামান, আফজাল হোসেন (চেয়ারম্যান), এ, রব বেপারী, শেখ মীজানুর রহমান, আসগর হোসেন ভূঁইয়া (চেয়ারম্যান), গোকুল চন্দ্র পোদ্দার, এ, ওয়াহাব, এ, জব্বার, আবদুল মতিন, কে, মনসুর আহমদ, আবুল হোসেন, হারুনুর রশিদ, আল্লুর আলী, আকাউদ্দিন দেহলভী, মহিউদ্দিন আহমদ, শরিফ মুন্সী, আলী আহমদ, শামসুদ্দোহা, মাহতাবুদ্দিন, তারা মিয়া, গোলাম হোসেন ফারুক, মীর কফিলুদ্দিন, খোরশেদ আলম, আবদুল হামিদ মুন্সী, মোহাম্মদ আলী, আবদুল কাদির এবং আবদুর রহিম।
—পি,পি,এ

Morning News

15th May 1966

Mujib's Release Demanded

Twenty-six Basic Democrats of Narayanganj in a statement has demanded immediate release of Sheikh Mujibur Rahman and other Awami League leaders arrested under the Defence of a Pakistan Rules, says a press release of the Narayanganj Awami League issued on Friday, reports PPA.

The signatories which included two chairmen of the Union Council also demanded immediate withdrawal of state of emergency from the country, the release added.

The signatories are; Messrs A. K. M. Shamsuzzoha, Afzal Hossain (Chairman), A Rab Bepari, SK. Mizanur Rahman, Asgar Hossain Bhuyan (Chairman), Babu Gokul Chandra Fuddar, A Wahab, A Jabbar, Abdul Matin, K. Munsur Ahmed, Abul Hossain, Abdul Harun-ur-Rashid, Anwar Ali, Akauddin Dehlubi, Mohiuddin Ahmed, Sharif Munshi, Ali Ahmed, Shamsudduha, Mahtab uddin, Tara Mia, Golam Hossen Faruque, Mir Kafiluddin, Khorshed Alam, Abdul Hamid Munshi, Mohammad Ali, Abdul Kadir, and Abdul Rahim.

Pakistan Observer

16th May 1966

Mujib 'ill'

Sheikh Mujibur Rahman President of the East Pakistan Awami League, who is now detained in Dacca Central jail under D.P.R.,

has been transferred to jail hospital “for medical checkup”. PPA, learnt in Dacca on Sunday night from a source close to the Jail. The source further said that “his health is perfectly well”.

Meanwhile, a Press release of the East Pakistan Awami League on Sunday said that Mr. Mujib “is reported to be seriously ill”.

It further said that he was lying in the Jail Hospital.

Another Press release of the party alleged quoting “reliable source” that five detained Amami League leaders had been sifted to unknown places.

The leaders, according to the Press release are—Mr. Tajuddin Ahmed, General Secretary of the East Pakistan Awami Legue, Mr. Nurul Islam Choudhury, Treasuer of the party, Mr. Zahur Ahmed Choudhury, Labour Secretary of the party, Mr. Mujibur Rahman, Vice-President of the party and Kh. Mushtaq Ahmed.

Dawn

16th May 1966

Medical check-up for Mujibur Rahman

DACCA, May 15: Sheikh Mujibur Rahman, President of the East Pkistan Awami League who is under detention in the Dacca Central Jail under D.P.R., has been transferred to the jail hospital “for medical check-up”, PPA learnt here tonight.

The sources said that “his health is perfectly well”.

Meanwhile, a Press release of the East Pakistan Awami League tonight said that Mr. Mujib “is reported to be seriously ill”. It further said that he was lying in the jail hospital. —PPA.

দৈনিক ইত্তেফাক

১৬ই মে ১৯৬৬

জেল হাসপাতালে শেখ মুজিব

পি, পি, এ জেলসূত্রে গতরাত্রে (রবিবার) জানিতে পারিয়াছেন যে, পাকিস্তান রক্ষাবিধি অনুযায়ী বর্তমানে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে আটক পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে “চিকিৎসার জন্য” জেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

উক্ত সূত্রে আরও বলা হয় যে, “তাহার স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ সুস্থ রহিয়াছে।” ইতিমধ্যে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতেও গতরাত্রে বলা হয় যে, শেখ মুজিব জেল হাসপাতালে আছেন। আওয়ামী লীগের অপর

এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে “নির্ভরযোগ্য সূত্রের” উদ্ধৃতি দিয়া অভিযোগ করা হয় যে, অপর পাঁচজন আটক আওয়ামী লীগ নেতাকে অজ্ঞাত স্থানে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

এই নেতৃত্বদ্বন্দ্ব হইলেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, শ্রম সম্পাদক জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী, ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মুজিবুর রহমান (রাজশাহী) এবং খোন্দকার মুশতাক আহমদ।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৬ই মে ১৯৬৬

জামাতে ইসলামীর সভায় শেখ মুজিবের মুক্তি দাবী

জামাতে ইসলামী কর্তৃক প্রেরিত এক খবরে বলা হয় যে, গতকাল (রবিবার) জামাতে ইসলামী নয়া বাজারস্থ দফতরে মজলিশে সুরার এক সভা হয়। সভায় শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতার গ্রেফতারের নিন্দা করিয়া অবিলম্বে তাঁহাদের মুক্তি এবং দেশের উভয় অংশের নেতৃত্বদ্বন্দের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া বর্তমান অশান্ত পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য এক মীমাংসায় উপনীত হওয়ার দাবী জানান হয়। সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে চাউল ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার ব্যবস্থা এবং পূর্ণ রেশনিং ব্যবস্থা চালু করার দাবী জানান হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৬ই মে ১৯৬৬

বিকরগাছা আওয়ামী লীগের নির্বাচন

যশোর, ১৪ই মে। - গতকাল বেলা ৩ ঘটিকায় বিকরগাছা থানা আওয়ামী লীগের কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জনাব হাজী নূর বখস সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ কর্মীদের কর্তব্য সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেন মেসার্স মশিয়ুর রহমান (এ্যাডভোকেট), এম, রওশন আলী বি, এল, মোঃ রফিকুল ইসলাম বি, এ। সম্মেলনে দেশবাসীর দাবী-দাওয়ার যথার্থ প্রতিফলন, ৬-দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন এবং উক্ত দাবী আদায়ের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারের সংকল্প ঘোষণা করা হয়।

সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতাসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবী জানানো হয়।

সম্মেলনে ৬-দফা দাবী সম্পর্কে মত যাচাইয়ের জন্য অবিলম্বে গণভোট দাবী, প্রদেশের ৭ লক্ষ বেকার বিড়ি শ্রমিকের উপর নির্ভরশীল ২৫ লক্ষ মানুষকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষার জন্য টেঙাপাতা সরবরাহ অথবা বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী ও বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া সমগ্র প্রদেশে পূর্ণ রেশনিং প্রথা চালু করিবার দাবী জানানোইয়া কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্মেলনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া বিকরগাছা থানা আওয়ামী লীগ গঠিত হইয়াছেঃ সভাপতি হাজী নূর বখস; সহ-সভাপতি ডাঃ আবুল ইসলাম, নেছারউদ্দীন আহমদ ও আবদুস সোবহান, সম্পাদক রফিকুল ইসলাম বি, এ, সহ-সম্পাদক নূরুল ইসলাম, মহসীন আলী ও শাহাদাৎ হোসেন। দপ্তর সম্পাদক রেজাউল হক। সাংগঠনিক সম্পাদক এম, মকবুল হোসেন। কোষাধ্যক্ষ সফিউদ্দিন আহমদ-ইহা ছাড়া আরও কয়েকজনকে কার্যকরী পরিষদের সদস্য নির্বাচন করা হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৬ই মে ১৯৬৬

প্রতিবাদ দিবসে দেশবাসীর দাবী

শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি ও জরুরী অবস্থার অবসান চাই

গোপালগঞ্জ, ১৪ই মে। - পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের আহ্বানক্রমে গতকাল এখানে গোপালগঞ্জে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক প্রতিবাদ সভায় দেশরক্ষা আইনে শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতার আটকের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। সভায় শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর বিনাশর্তে মুক্তি দাবী করা হয়। সভাশেষে এক বিরাট মিছিল বাহির করা হয়। উক্ত মিছিল প্রধান রাস্তাগুলি প্রদক্ষিণ করে এবং সকল রাজবন্দীর মুক্তি ও অবিলম্বে জরুরী আইন প্রত্যাহারের দাবী জানায় মিছিলকারীগণ। ‘জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার কর’, ‘সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দাও’, ‘পূর্ণাঙ্গ রেশনিং প্রবর্তন কর’, ‘রাজবন্দীদের মুক্তি দাও’ ইত্যাদি ধ্বনি প্রদান করে।

দিনাজপুর

দিনাজপুর, ১৪ই মে- গতকাল জনসভার ময়দানে জনাব রহিমুদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে এক বিরাট প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে আহূত এই জনসভায় বক্তৃতা করেন অধ্যাপক জনাব ইউসুফ আলী (জাতীয় পরিষদ সদস্য); সম্পাদক জনাব আবদুর রশিদ চৌধুরী; জনাব হাবিবুর রহমান; জনাব মোশাররফ হোসেন;

জেলা আওয়ামী লীগের সহকারী সম্পাদক জনাব জহিরুদ্দিন, সহ-সভাপতি জনাব আজিজুর রহমান প্রমুখ। সকল বক্তাই সভায় ছয়দফা কর্মসূচী ব্যাখ্যা করেন। তাঁহারা বলেন যে, ছয়দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের দাবী নস্যাতের জন্যই আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে হয়রানীমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে ভুয়া অভিযোগ আনয়ন করা হইতেছে। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি, টেঙুপাতা অর্ডিন্যান্স বাতিল ও জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের দাবী জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। – সংবাদদাতা

হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জ, ১৫ই মে- গত ১৩ই মে এখানে প্রতিবাদ দিবস উদযাপিত হয়। এই উপলক্ষে মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব মোস্তফা আলীর সভাপতিত্বে বার লাইব্রেরীতে এক বিরাট সভা হয়। মেসার্স আফসার উদ্দিন, আবুল হাশেম, আবদুল আজিজ, রাজিউর রহমান, আবদুল আহাদ চৌধুরী ও হারুনুর রশীদ সরকারী দমন নীতির নিন্দা করিয়া বক্তৃতা করেন। তাঁহারা শেখ মুজিব ও অন্যান্য নেতার মুক্তি, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, নিরাপত্তা আইন বাতিল, সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি, অবিলম্বে প্রদেশব্যাপী পূর্ণাঙ্গ রেশনিং প্রবর্তনের দাবী করিয়া বক্তৃতা করেন।

রংপুর

(নিজস্ব সংবাদদাতা) রংপুর, ১৫ই মে- গত ১৩ই মে জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ দিবস উদযাপিত হইয়াছে।

শহরে ডাঃ আবদুল হামিদের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা হয়। সভায় শেখ মুজিব ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মুক্তি, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, টেঙুপাতার উপর নিষেধাজ্ঞা রহিত, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ২০ টাকা মণদরে পূর্ণাঙ্গ রেশনিং-এর মাধ্যমে চাউল বিতরণের দাবী জানানো হয়। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে ছয়দফা দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালানোর জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়। রংপুর শহর ছাড়াও লালমনিরহাট, হারগাছা, পীরগঞ্জ ও পাটগ্রামে প্রতিবাদ দিবস পালিত হইয়াছে।

ফরিদপুর

ফরিদপুর, ১৪ই মে- ৬-দফার প্রণেতা শেখ মুজিবর রহমানসহ ৭ জন আওয়ামী লীগ নেতাকে দেশরক্ষা আইনে আটক করার জন্য আহূত ‘প্রতিবাদ দিবস’ উপলক্ষে গতকাল স্থানীয় অধিকা ময়দানে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব আদেলউদ্দিন আহমদ। সভায় জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মিঃ

গৌরী চন্দ্র বালা, সদর মহকুমা আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি জনাব আলীমুজ্জামান চৌধুরী; জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব সামসুদ্দিন মোল্লা ও জনাব ইমানুদ্দিন আহমদ মোল্লা শেখ মুজিব ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতাকে দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার করায় তীব্র নিন্দা করিয়া বক্তৃতা করেন। বিভিন্ন বক্তা ঘোষণা করেন যে, নেতৃবৃন্দের মুক্তি না করা পর্যন্ত আমরা বিশ্রাম গ্রহণ করিব না।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতাকে দেশরক্ষা আইনে বন্দী করার তীব্র নিন্দা করিয়া তাহাদেরসহ অন্যান্য সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি দাবী করা হয়।

সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে ৬-দফা দাবীকে পাকিস্তান বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের ‘ম্যাগনাকার্টা’ বলিয়া অভিহিত করিয়া অবিলম্বে উক্ত দাবী পূরণের আহ্বান জানান হয়।

সভায় খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া পূর্ণ রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন, টেঙুপাতা অর্ডিন্যান্স বাতিল এবং ৬-মাসের জন্য ভূমি রাজস্ব আদায় এবং সার্টিফিকেট ইস্যু করা স্থগিত রাখার দাবী জানাইয়া কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়। –সংবাদদাতা

দৈনিক ইত্তেফাক

১৬ই মে ১৯৬৬

শেখ মুজিব অসুস্থ

(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটককৃত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শেখ মুজিবর রহমান অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া গতকাল রবিবার পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের এক প্রেস রিলিজে প্রকাশ।

এই ব্যাপারে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সুপারিন্টেন্ডেন্টের সহিত টেলিফোনে যোগাযোগ করিলে তিনি এই রিপোর্টারকে জানান যে জনাব শেখ মুজিবর রহমান কেন্দ্রীয় কারাগারে আসার পরবর্তী দিনে গ্যাসটিক ব্যথায় আক্রান্ত হন এবং পরে সুস্থ থাকেন। তিনি বলেন, শেখ মুজিবর রহমান সুস্থ রহিয়াছেন বলিয়া ডাক্তার গত শনিবার মত প্রকাশ করিয়াছেন।

আওয়ামী লীগ প্রেস রিলিজে আরও প্রকাশ যে, গ্রেফতারকৃত অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে ঢাকা হইতে অন্যত্র প্রেরণ করা হইয়াছে। এ ব্যাপারে জানিতে চাহিলে সুপারিন্টেন্ডেন্ট বলেন, এ সম্পর্কে আমরা কিছু বলিতে পারি না।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৬ই মে ১৯৬৬

২২শে মে নরসিংদীতে আওয়ামী লীগের জনসভা

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান, খোন্দকার মোশতাক আহমদ, জনাব তাজুদ্দীন আহমদ, জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, জনাব মুজিবুর রহমান, জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী ও জনাব এম, এ, আজিজের গ্রেফতারের এবং খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে আগামী ২৩শে মে রবিবার বিকাল ৪টায় নরসিংদীতে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে। পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব জহিরুদ্দীন, আওয়ামী লীগ নেতা রফিকুল হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী এম, এন, এ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব ওবায়দুর রহমান, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শামসুল হক, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সম্পাদক জনাব বজলুর রহমান প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতা এই জনসভায় বক্তৃতা দান করিবেন।

Morning News

16th May 1966

Mujib Reported Ill

Sheikh Mujibur Rahman, President of the East Pakistan Awami League who is now detained in the Dacca Central Jail under DPR has been transferred to the Jail Hospital “for medical check-up”, PPA. Learn here last night from a source close to the jail.

The source further said that “his health is perfectly well”.

Meanwhile, a press release of the East Pakistan Awami League 1st night said that Mr. Mujib “is reported to be seriously ill”. It further said that he was lying in the jail hospital.

Another Press release of the party alleged quoting “reliable source” that five detained Awami League leaders had been shifted to unknown places.

The leaders, according to the press release are—Mr. Tajudding Ahmed, General Secretary of the East Pakistan Awami League; Mr. Nurul Islam Choudhury, Treasurer of the party Mr. Zahur Ahmed Choudhury Labour Secretary of the Party, Mr. Mujibur Rahman, Vice-President of the Party and Kh. Mushtaq Ahmed.

দৈনিক পয়গাম

১৬ই মে ১৯৬৬

শেখ মুজিব জেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত

গতকল্য (রবিবার) পি পি এ পরিবেশিত এক খবরে প্রকাশ, বর্তমানে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে আটক পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানকে চিকিৎসার্থে সেন্ট্রাল জেল হাসপাতালে স্থানান্তর করা হইয়াছে বলিয়া জেল সূত্রে জানা গিয়াছে।

উক্ত সূত্রে বলা হইয়াছে যে, ‘তাহার স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে ভাল রহিয়াছে।’

আজাদ

১৭ই মে ১৯৬৬

শেখ মুজিবের গ্রেফতারের প্রতিবাদে প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে জনসভা

ঢাকা, ১৫ই মে।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য আওয়ামী নেতৃবৃন্দকে পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনবলে গ্রেফতারের প্রতিবাদে প্রদেশের সর্বত্রই বিভিন্ন সভা ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হইতেছে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্তশাসন দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিবের ৬-দফা প্রস্তাব সম্পর্কেও এই সকল সভায় পূর্ণ সমর্থন প্রদান করা হয়। প্রদেশের শহর, গ্রাম, বন্দরে অনুষ্ঠিত এই সকল সভায় অবিলম্বে গ্রেফতারকৃত নেতাদের মুক্তি দাবী করা হয়।

জামালপুর হইতে তারযোগে প্রাপ্ত খবরে জানা যায় যে, স্থানীয় মহকুমা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় শেখ মুজিবসহ বিভিন্ন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা করা হয়। সভায় মুজিবের ছয়দফা প্রস্তাবের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। প্রদেশের খাদ্য পরিস্থিতির জন্যও সভায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। সভায় অবিলম্বে দেশ হইতে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের জন্যও দাবী জানানো হয়, ইহা ব্যতীত টেণ্ডাপাতা অর্ডিন্যান্স বাতেল করা ও কর্মহীন বিড়ি শ্রমিকদের অবিলম্বে কর্ম সংস্থানের জন্যও দাবী জানানো হয়।

সভায় জেলা আওয়ামী লীগ ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব আখতারুজ্জামান, জামালপুর মহকুমা আওয়ামী লীগের সম্পাদক মোকশেদ আলী খান ও বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আবদুস সোবহান ও জনাব মঈনউদ্দিন আহমদ সভায় বক্তৃতা করেন।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় প্রতিবাদ সভা

শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের প্রতিবাদে গত ১৩ই মে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় মেসার্স আলী আজম ভূঞা, আবদুর রহমান খান, সৈয়দ ওবায়দুল্লাহ, সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ সরকারী দমন নীতির তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া বক্তৃতা করেন। বক্তাগণ শেখ মুজিব ও অন্যান্য নেতাকে অবিলম্বে মুক্তি দান করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানান।

সভায় গৃহীত বিভিন্ন প্রস্তাবে ৬-দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন, অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, দেশের সর্বত্র রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী জানান হয়।

Dawn

17th May 1966

Mujib not transferred to jail hospital

DACCA, May 16: Sheikh Mujibur Rahman Awami League leader, who is now detained in Dacca Central Jail Under D.P.R., has not been transferred to the jail Hospital, it was authoritatively learnt here tonight.

The source denied Press reports that Shiekh Mujibur Rahman was presently seriously ill and had been transferred to jail hospital.

The source said Sheikh Mujibur Rahman complained of pain in the abdomen on May 11. He was immediately attend to by the Jail doctor and the civil surgeon.

His ailment was very minor and he was treated in his ward. There was no need of his transfer to jail hospital at any stage. "He is now quite well."

It is further learnt that Begum Mujibur Rahman had an interview with her husband on Sunday afternoon in the jail office. —APP.

দৈনিক ইত্তেফাক

১৭ই মে ১৯৬৬

আটক নেতৃবৃন্দের মুক্তি চাই

প্রতিবাদ দিবসে প্রদেশবাসীর দাবী

ময়মনসিংহ, ১৫ই মে— শেখ মুজিবর রহমান, তাজুদ্দীন আহমদ, খন্দকার মুশতাক এবং আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতার গ্রেফতারের প্রতিবাদে গত ১৩ই মে জামালপুর টাউনে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে সভাপতিত্ব করেন জামালপুর মহকুমা আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব আবদুল হাকিম। জনসভার প্রস্তাবে নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা করিয়া

অবিলম্বে তাহাদের মুক্তি দাবী করা হয়। প্রস্তাবে ৬-দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান হয়। খাদদ্রব্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উচ্চমূল্যে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া ইহার প্রতিকারের জন্য সভা দাবী জানায়। সভা জরুরী আইন ও টেঙুপাতা অভিন্যাস প্রত্যাহারের জন্য দাবী করে। —সংবাদদাতা

চাঁপাইনবাবগঞ্জ

গত ১৩ই মে এখানে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষে চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব রইসুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বলা হয় যে, বর্তমান অগণতান্ত্রিক সরকার দেশরক্ষা আইনে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করিয়া এই আইনের অপব্যবহার করিতেছেন। সভায় অবিলম্বে শেখ মুজিবসহ সকল আটক নেতার শর্তহীন মুক্তি দাবী করা হয়। —নিঃ সং

মাদারীপুর

১৪ই মে— সাবেক এম, এন, এ জনাব গোলাম মওলার সভাপতিত্বে গতকাল মহকুমা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীদের এক সভায় শেখ মুজিব এবং অন্যান্য নেতার গ্রেফতারের নিন্দা করা হয়।

গতকাল এই উপলক্ষে জনসভা এবং বিক্ষোভ মিছিল বিশেষ কারণে অনুষ্ঠিত হইতে পারে নাই। কর্মীসভার প্রস্তাবে বলা হয় যে, দেশরক্ষা আইনের অপব্যবহার করিয়া নেতৃবৃন্দের উপর যে কোন অত্যাচার চালান হউক না কেন, ৬-দফার সংকল্প হইতে কাহাকেও বিচ্যুত করা যাইবে না। সভার বক্তারা বলেন যে, নেতৃবৃন্দকে অবিলম্বে মুক্তি দিয়া ৬-দফা মানিয়া নেওয়াই সরকারের পক্ষে বুদ্ধির কাজ হইবে। —নিঃ সং

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

১৪ই মে— প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে স্থানীয় আওয়ামী লীগ অফিসে জনাব আবদুর রহমান খানের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতার গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা এবং অবিলম্বে তাহাদের মুক্তি, শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আনীত সকল মামলা প্রত্যাহার, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, মৌলিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, খাদদ্রব্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া পূর্ণ রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী জানাইয়া কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়। —সংবাদদাতা

রংপুর

১২ই মে— রংপুর জেলা, সদর মহকুমা এবং শহর আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ এক যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করিয়া শেখ মুজিবসহ অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতার গ্রেফতারের তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা জ্ঞাপন করেন।

বিবৃতিতে আটক নেতৃবৃন্দের আশু ও শর্তহীন মুক্তি দাবী করা হয়।

গতকাল পাকিস্তান টোবাকো কোম্পানীর রংপুর শাখার শ্রমিক ইউনিয়ন শেখ মুজিব ও জনাব জহুর আহমদসহ অন্যান্য নেতার আটকের প্রতিবাদে এক জরুরী সভায় মিলিত হয়। সভায় নেতৃবর্গের আশু মুক্তি দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। -নিঃ সঃ

Morning News

17th May 1966

Mujib Not Transferred To Jail Hospital

Sk. Mujibur Rahman, who is now in the Dacca Central Jail under the D.P.R., has not been transferred to the Jail hospital it is authoritatively learnt here last night reports APP.

The source reports that it appears from a section of Press that Sheikh Mujibur Rahman President of the East Pakistan Awami League, now under detention under the D.P.R. in the Dacca Central Jail, is seriously ill and has been transferred to the Jail hospital. It is not at all correct.

SK. Mujibur Rahman complained of pain in the abdomen on May 11. He was immediately attended by the Jail doctor and Civil Surgeon. It is learnt from their reports that his ailment was very minor and he was treated in his ward. There was no need of his transfer to the Jail hospital at any stage. He is now quite well.

It is further learnt that Begum Mujibur Rahman had an interview with her husband on Sunday afternoon in the jail office.

সংবাদ

১৭ই মে ১৯৬৬

শেখ মুজিব হাসপাতালে স্থানান্তরিত হন নাই

ঢাকা, ১৬ই মে (এপিপি)।- পাকিস্তান রক্ষা আইনে আটক শেখ মুজিবর রহমানকে জেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় নাই বলিয়া অদ্য এখানে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়াছে। উক্ত খবরে বলা হয় যে, পাকিস্তান রক্ষা আইনে আটক পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমান মারাত্মকভাবে অসুস্থ এবং তাহাকে বর্তমানে জেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে বলিয়া কতিপয় সংবাদপত্রে যে খবর প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আদৌ সত্য নহে।

নির্ভরযোগ্য সূত্রের উক্ত খবরে বলা হয় যে, গত ১১ই মে তারিখে শেখ মুজিবর রহমান তাঁহার পেট ব্যথার কথা জানাইলে, জেলের ডাক্তার সিভিল

সার্জন অবিলম্বে তাঁহার চিকিৎসা করেন। তাঁহাদের রিপোর্টে জানা যায় যে, তাঁহার উক্ত ব্যথা সামান্য ধরনের এবং তাঁহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার কোন প্রয়োজন নাই। তিনি বর্তমানে সুস্থ আছেন। আরও জানা গিয়াছে যে, গত রবিবার অপরাহ্নে বেগম মুজিবর রহমান তাঁহার সহিত জেলগেটে সাক্ষাৎ করেন।

দৈনিক পয়গাম

১৭ই মে ১৯৬৬

শেখ মুজিবকে

জেল হাসপাতালে স্থানান্তরের খবর ভিত্তিহীন

ঢাকা, ১৬ই মে।- পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনে আটক শেখ মুজিবর রহমানকে অসুস্থতার জন্য জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার সংবাদটি ভিত্তিহীন বলিয়া অদ্য রাত্রে এখানে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে।

উক্ত সূত্রে বলা হয় যে, সম্প্রতি দেশরক্ষা আইনে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে আটক নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানকে অসুস্থতার জন্য জেল হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে বলিয়া কতিপয় সংবাদপত্রে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আদৌ সত্য নহে।

গত ১১ই মে শেখ মুজিবর রহমান পাকস্থলীতে বেদনার কথা প্রকাশ করিলে সঙ্গে সঙ্গে জেলখানার ডাক্তার ও সিভিল সার্জন তাঁহার চিকিৎসা গ্রহণ করেন। তাহাদের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, শেখ মুজিবরের অসুখ অত্যন্ত সাধারণ ধরনের ছিল এবং ওয়ার্ডেই তাঁহাকে চিকিৎসা করা হয়। কোন অবস্থায়ই তাহাকে হাসপাতালে প্রেরণের অবস্থা সৃষ্টি হয় নাই। বর্তমানে তিনি সম্পূর্ণভাবে সুস্থ আছেন।

গত রবিবার বিকালে বেগম মুজিবর রহমান জেলখানা অফিসে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

দৈনিক পয়গাম

১৭ই মে ১৯৬৬

বরিশালে আওয়ামী লীগ সভাপণ্ড

মুজিবের বক্তৃতার নামে জনসাধারণকে প্রতারণা

বরিশাল, ১৫ই মে।- গত বৃহস্পতিবার স্থানীয় আইয়ুব হলে ৬ দফার দাবীতে এক সভার আয়োজন করা হয়। বিগত কয়েকদিন ধরিয়া শহর ও শহরতলীর সর্বত্র এবং মফস্বল হাট বন্দরসমূহে এই সভার বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। প্রচার করা হয় যে, জনাব শেখ মুজিবর রহমান এবং অন্যান্য

আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এই সভায় বক্তৃতা করিবেন। জনাব শেখ মুজিবর সাহেব এবং তাঁহার দলীয় নেতারা যে গ্রেফতার হইয়াছিল এবং তাহাদের সভায় যোগদানের সম্ভাবনা নাই, এ কথা গোপন রাখা হয়। সভায় পূর্বের দিন সন্ধ্যায় দেখা গেল যে, খুলনাগামী রকেট স্ট্রীমার হইতে একমাত্র প্রাক্তন এম পি এ জনাব রফিক হোসেন ব্যতীত কেহই অবতরণ করলেন না ফলে উদ্যোক্তাদের মনে দারুণ হতাশার সৃষ্টি হয়। অবশ্য বে-গতিক বুঝিয়া তাহারা পূর্বেই সভার স্থান হেমায়েত উদ্দিন ময়দান হইতে আইয়ুব হলে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। আইয়ুব হলে মাত্র হাজার খানেক লোকের স্থান সংকুলান হইতে পারে। জনাব শেখ মুজিব ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া অনেকেই চলিয়া যায় এবং সভাপতির আসন শূন্য রাখিয়া সভা পরিচালনা করা হয়।

বহিরাগত জনাব রফিক হোসেন ৬ দফার ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা করেন এবং সভা শেষ না হইতেই সভা ত্যাগ করিয়া বৈকাল ৬টায় ঢাকার পথে রওয়ানা হয়। রাত্রি ৮টা ৩০ মিঃ-এর সময় মাত্র তিনটি মশাল নিয়া ক্ষুদ্রতর একটি মশাল-শোভাযাত্রা শহর প্রদক্ষিণ করে। এই শোভাযাত্রার শ্লোগান ছিল ‘বাংগালীর জয় হউক’ জনসভা ও শোভাযাত্রায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কতিপয় বিশেষ সম্প্রদায় লোকও প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। হলের বাহিরে সর্বসাকুল্যে দেড় হাজারের মত লোক এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিল। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল বৈকাল বেলার ভ্রমণ প্রয়াসী কৌতূহলী দর্শক। সভা চলাকালীন কোন কোন লোকের মুখে তিন পয়সার পোষ্ট কার্ড-এর কথাও শুনা গিয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৮ই মে ১৯৬৬

আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির জরুরী সভা

(স্টাফ রিপোর্টার)

আগামী ২০শে মে (শুক্রবার) সকাল দশটায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সদর দফতরে (১৫ নং পুরানা পল্টন) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক জরুরী বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে। দলের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী গতকাল (মঙ্গলবার) উপরোক্ত মর্মে ঘোষণা করেন। সভায় দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, গুরুতর খাদ্য পরিস্থিতি এবং অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করা হইবে। সকল সদস্যকে সভায় যোগ দিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। সময়ের স্বল্পতার জন্য সদস্যদের নিকট

ব্যক্তিগত নোটিস পাঠানো সম্ভব হইবে না বিধায় সদস্যগণকে সংবাদপত্রের এই বিজ্ঞপ্তিকে নোটিস বিবেচনা করিয়া সভায় যোগ দিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সম্পাদকগণ এবং আওয়ামী লীগ দলীয় জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যগণকে সভায়...

দৈনিক ইত্তেফাক

১৮ই মে ১৯৬৬

শেখ মুজিবের জেল হাসপাতালে ভর্তির খবর অস্বীকার

গত সোমবার এ, পি, পি পরিবেশিত খবরে বলা হয় যে, দেশরক্ষা আইনে আটক আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানকে জেল হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় নাই বলিয়া কর্তৃপক্ষীয় সূত্রে জানা গিয়াছে।

এই সূত্রের বরাত দিয়া এ, পি, পি বলেনঃ ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে আটক শেখ মুজিবকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় জেল হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদপত্রে যে খবর প্রকাশিত হইয়াছে উহা সত্য নহে। গত ১১ই মে শেখ মুজিব তাঁহার তলপেটে ব্যথা অনুভব করিতেছেন বলিয়া জানাইলে জেলের ডাক্তার এবং সিভিল সার্জন তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখেন। ডাক্তারী রিপোর্টে বলা হয় যে, তাঁহার এই অসুস্থতা তেমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নহে। তাঁহাকে হাসপাতালে ভর্তি করার কোন প্রয়োজনও দেখা দেয় নাই। শেখ মুজিবর রহমান বর্তমানে সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন।

এই খবরে আরও বলা হয় যে, গত রবিবার বিকালে বেগম মুজিবর রহমান জেল অফিসে তাঁহার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৮ই মে ১৯৬৬

জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার কর : শেখ মুজিবসহ সকল বন্দীর মুক্তি চাই

প্রতিবাদ দিবসে সর্বত্র বলিষ্ঠ আওয়াজ

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

চাঁদপুর, ১৪ই মে- পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য নেতার গ্রেফতারের প্রতিবাদে গতকাল স্থানীয় পৌর পার্কে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন চাঁদপুর মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব চান্দ বক্স পাটোয়ারী।

কোটি কোটি মানুষের ন্যায্য দাবী ৬-দফা দাবাইয়া রাখার জন্য দেশরক্ষা আইনে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করিয়া আটক রাখার

তীব্র নিন্দা এবং তাঁহাদের আশু মুক্তির দাবী জানাইয়া সভায় বক্তৃতা করেন চাঁদপুর মহকুমা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বিশিষ্ট আইনজীবী জনাব সিরাজুল ইসলাম (উকিল), জনাব আবদুল করিম, জনাব আবদুল লতিফ ও রুহুল আমিন প্রমুখ।

সভাপতির ভাষণে জনাব চান্দ বক্স দমন নীতির তীব্র নিন্দা করেন এবং শেখ মুজিব ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতার আশু মুক্তির জন্য প্রদেশের সর্বত্র নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংগ্রাম চালাইয়া যাইবার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতার গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা এবং আশু মুক্তি দাবী, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার ও দেশরক্ষা আইন রাজনীতিবিদদের প্রতি প্রয়োগ করার তীব্র নিন্দা, টেঙাপাতা অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার ও লক্ষ লক্ষ বিড়ি শ্রমিকের কর্মসংস্থান, ৬-দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন, লেভীপ্রথা প্রত্যাহার ও প্রচুর পরিমাণে খাদ্য সরবরাহের দাবী এবং প্রদেশের সর্বত্র পূর্ণ রেশনিং প্রথা চালু করার দাবী জানাইয়া কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

জামালপুর

জামালপুর, ১৪ই মে- পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানসহ সাতজন আওয়ামী লীগ নেতাকে দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতারের প্রতিবাদে অদ্য জামালপুর মহকুমা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে স্থানীয় পুনাই পার্কে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় স্থানীয় আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব সৈয়দ আবদুস সোবহান (উকিল), আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী জনাব মাকসুদ আলী খান বক্তৃতা করেন। সভায় শেখ মুজিবসহ সমস্ত রাজবন্দীর আশু মুক্তি দাবী, দেশরক্ষা আইনের যথেষ্ট প্রয়োগের তীব্র নিন্দা এবং বর্তমান খাদ্যসহ নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য হ্রাসের সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানাইয়া কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

লক্ষ্মীপুর

লক্ষ্মীপুর (নোয়াখালী), ১৬ই মে- শেখ মুজিব ও অন্যান্য ধৃত আওয়ামী লীগ নেতার মুক্তির দাবীতে গত ১৩ই মে এখানে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে শেখ মুজিব ও অপরাপর আওয়ামী লীগ নেতার আটকের তীব্র নিন্দা করিয়া তাঁহাদের আশু মুক্তি দাবী করা হয়। সভায় ৬-দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় বক্তৃতা করেন জনাব আখতারুজ্জামান (উকিল), ডাঃ আবুল বশর ও ডাঃ আবদুল হক।

রায়পুর

রায়পুর (নোয়াখালী), ১৪ই মে- রায়পুরে অনুষ্ঠিত অপর এক জনসভায় শেখ সাহেব ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতার মুক্তি দাবী করা হয়। জনাব বিসমিল্লাহ মিয়া উকিলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তৃতা করেন মেসার্স সাইফুদ্দীন ইত্তেহাদ, আবদুর রশীদ ও নূরুল আলম।

রামগঞ্জ

রামগঞ্জ (নোয়াখালী), ১৬ই মে- গত ১৩ই মে প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে এখানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা এবং অবিলম্বে তাঁহাদের মুক্তি দাবী, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ এবং অবিলম্বে খাদ্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য হ্রাস করার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানাইয়া কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব বিসমিল্লাহ মিয়া। বক্তৃতা করেন জনাব সাইফুদ্দিন, জনাব আবদুর রশিদ ও জনাব নূরুল ইসলাম। -সংবাদদাতা

চট্টগ্রাম

(ইত্তেফাকের চট্টগ্রাম অফিস হইতে) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ মোতাবেক ১৩ই মে'র প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগ এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে। এতদুপলক্ষে ১৩ই মে সকাল সাটটায় আওয়ামী লীগ অফিসে কালো পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং শহরের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সড়কে নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবী সম্বলিত পোস্টার লাগানো হয়। শ্রমিক, ছাত্র ও জনসাধারণের মধ্যে “রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি চাই” লিখিত কালো ব্যাজ বিতরণ করা হয়।

বিকাল ৩ টায় ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকার জন্য স্থানীয় জে, এম, সেন হলে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শহর আওয়ামী লীগের কার্যকরী সভাপতি ডাঃ সৈয়দুর রহমান চৌধুরী। নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া ও তাঁহাদের মুক্তি দাবী করিয়া বক্তৃতা করেন, বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা ডাঃ আনোয়ার হোসেন, জেলা আওয়ামী লীগ কোষাধ্যক্ষ বাবু মানিক চৌধুরী ও পূর্ব পাকিস্তান টোবাকো কর্মচারী ইউনিয়নের সম্পাদক ও শ্রমিক নেতা জনাব নূর আহমদ, যুবনেতা সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, শহর আওয়ামী লীগ দফতর সম্পাদক জনাব ইদ্রিস আলম, যুবনেতা জনাব নাজিমউদ্দিন, শহর আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক সম্পাদক ও ইপারেল শ্রমিক নেতা জনাব রহমত উল্লা চৌধুরী, বিশিষ্ট আইনজীবী জনাব

এস, এন, তৌফিক, চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংস্থার সম্পাদক ও বার্মা ইন্টার্ন লেবার ইউনিয়নের সম্পাদক জনাব জামশেদ আহমদ চৌধুরী ও চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগের কার্যকরী সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নান। সভাপতির ভাষণে ডাঃ সৈয়দুর রহমান অবিলম্বে দেশের জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার ও নেতৃবৃন্দের আশু মুক্তি দাবী করেন। তিনি বলেন, নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করিলেই গণ-আন্দোলন স্তব্ধ হইয়া যাইবে না, বরং জনমত তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিবে।

গৌরীপুর

গৌরীপুর শহর (ময়মনসিংহ), ১৪ই মে- গতকাল বিকাল ৫ টায় গৌরীপুর থানা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের আহ্বানে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানসহ ৭ জন নেতাকে দেশরক্ষা আইনে আটক করার প্রতিবাদে স্থানীয় বাজার ময়দানে থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি প্রবীণ নেতা জনাব জামশেদ আলীর সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সদর মহকুমা (উত্তর) আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক, গৌরীপুর শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব হাতেম আলী মিয়া, গৌরীপুর থানা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও মহকুমা আওয়ামী লীগের সহ-সম্পাদক জনাব আবদুস সামাদ, থানা আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক জনাব শফিরউদ্দিন, মহকুমা আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ ও গৌরীপুর শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ আবদুস সোবহান, শহর আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক জনাব তালেব হোসেন, আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব মোর্তাজ আলী ফকির সরকারের দমন নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। প্রত্যেক বক্তাই সাম্প্রতিক পূর্ব পাক আওয়ামী লীগের সভাপতি বিপ্লবী নেতা শেখ মুজিবসহ ৭ জন নেতাকে দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা করেন। সভায় শেখ মুজিবসহ সকল আটক বন্দীর আশু মুক্তি, দেশরক্ষা আইন প্রত্যাহার, ৬-দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন, সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে পূর্ণ রেশনিং প্রথা চালু এবং দ্রব্যমূল্য হ্রাসের দাবী জানাইয়া কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পটিয়া

(ইত্তেফাকের চট্টগ্রাম অফিস হইতে) প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের ঘোষণা মোতাবেক ১৩ই মে পটিয়া থানা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে পটিয়া টাউনে বিকাল ৪ ঘটিকায় এক বিরাট প্রতিবাদ জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জনাব বদিউল আলম এল, এল, বি। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া বক্তৃতা করেন জেলা আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক জনাব এম, এ, মান্নান, আওয়ামী লীগ নেতা

মেসার্স এ, কে, এম আবদুল মান্নান, জনাব সুলতান আহমেদ ও জনাব শফিউল আলম এল, এল, বি। সভাশেষে এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিল ‘শেখ মুজিবের মুক্তি চাই’, ‘এম, এ, আজিজের মুক্তি চাই’, ‘প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দের মুক্তি চাই’, ‘দমননীতি চলবে না’, ‘হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহার কর’, ‘ছয়দফা কায়েম কর’, ‘আওয়ামী লীগ জিন্দাবাদ’, ‘শহীদ সোহরাওয়ার্দী জিন্দাবাদ’ প্রভৃতি ধ্বনি সহকারে পটিয়া শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে। সভায় শেখ মুজিবর রহমান এবং অন্যান্য প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করিয়া অবিলম্বে নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবী, গ্রামাঞ্চলে পূর্ণ রেশনিং ব্যবস্থার প্রবর্তন ও বিড়ি শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়।

সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে শেখ মুজিবর রহমানের উপর হইতে সকল প্রকার হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানান হয়। সর্বশেষ প্রস্তাবে ছয়-দফা আদায়ের সংগ্রাম আরও জোরদার করার দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করা হয়।

সাতকানিয়া

সাতকানিয়া, ১৪ই মে- গতকাল শুক্রবার স্থানীয় বার লাইব্রেরী ময়দানে শেখ মুজিবর রহমানসহ প্রদেশের অন্যান্য নেতার গ্রেফতারের প্রতিবাদে এক “প্রতিবাদ সভা” অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব সিদ্দিক আহমদ। প্রতিবাদ সভায় নেতাদের গ্রেফতারের নিন্দা করিয়া বক্তৃতা করেন থানা আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক জনাব শামসুদ্দিন আহমদ, মেসার্স ওসমানুল হক, সিরাজুল ইসলাম, পরিমল কান্তি দত্ত ও আমিনুল ইসলাম।

সভায় শেখ মুজিবসহ সকল রাজনৈতিক বন্দীর আশু মুক্তি, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, খাদ্যমূল্য হ্রাসের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানাইয়া কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়। -সংবাদদাতা

মুন্সীগঞ্জ আওয়ামী লীগের সভা

গত রবিবার মুন্সীগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগের এক বর্ধিত সভা মুন্সীগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শামসুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে মুন্সীগঞ্জ মহকুমার সকল ইউনিয়নে পূর্ণাঙ্গ রেশনিং চালু করার দাবী জানান হয়। এক প্রস্তাবে শেখ মুজিবর রহমানসহ দেশরক্ষা আইন ও নিরাপত্তা আইনে আটক নেতৃবৃন্দের অনতিবিলম্বে মুক্তিদানের দাবী জানান হয়। ৬-দফা দাবী আদায়ের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারের সংকল্প ঘোষণা করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৮ই মে ১৯৬৬

মুন্সীগঞ্জ আওয়ামী লীগের সভা

গত রবিবার মুন্সীগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগের এক বর্ধিত সভা মুন্সীগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শামসুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে মুন্সীগঞ্জ মহকুমার সকল ইউনিয়নে পূর্ণাঙ্গ রেশনিং চালু করার দাবী জানান হয়। এক প্রস্তাবে শেখ মুজিবর রহমানসহ দেশরক্ষা আইন ও নিরাপত্তা আইনে আটক নেতৃবৃন্দের অনতিবিলম্বে মুক্তি দানের দাবী জানান হয়। ৬-দফা দাবী আদায়ের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারের সংকল্প ঘোষণা করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৮ই মে ১৯৬৬

লাহোর কাউন্সিল মুসলিম লীগ সভায় শেখ মুজিবের মুক্তি দাবী

লাহোর, ১৭ই মে- গতকাল লাহোর কাউন্সিল মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক সভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ৬-দফার প্রণেতা শেখ মুজিবর রহমানের আশু মুক্তি দাবী করা হয়। ওয়ার্কিং কমিটির এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন জনাব চৌধুরী এনায়েত উল্লাহ। কমিটির বৈঠকে এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, শেখ মুজিবের আটক সকল প্রকার ন্যায়-নীতির পরিপন্থী। কাজেই ওয়ার্কিং কমিটি পূর্ব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক বিনাবিচারে শেখ মুজিবকে আটক করার নিন্দা করিতেছে। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে দেশ হইতে জরুরী অবস্থার প্রত্যাহার ও সকল রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দানের দাবী জানান হয়। - এ.পি.পি

দৈনিক ইত্তেফাক

১৮ই মে ১৯৬৬

নিউমার্কেট দোকান কর্মচারীদের সভায় শেখ মুজিবের মুক্তি দাবী

গত সোমবার নিউ মার্কেট দোকান কর্মচারীদের বার্ষিক সাধারণ সভায় পূর্ব পাকিস্তানের বীর সন্তান শেখ মুজিবের হয়রানির তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়। সভায় শেখ সাহেবকে এদেশের লোকের একমাত্র মুখপাত্র বলিয়া অভিহিত করা হয়। সভায় শেখ মুজিব ও অন্যান্য রাজবন্দীর মুক্তি দাবীও করা হয়। নিউ মার্কেট দোকান কর্মচারী সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাবে নিউ মার্কেট দোকান কর্মচারীদের ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে বলিয়া অভিযোগ করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয় যে, কর্মচারীদের রাষ্ট্র

১০/১১টা পর্যন্ত পরিশ্রম করিতে বাধ্য করা হইতেছে। দোকান কর্মচারীদের এই সভায় খাদ্যদ্রব্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। খাদ্য পরিস্থিতির সমালোচনা করিয়া বর্তমান সংকটজনক পরিস্থিতিতে কর্মচারীদের অন্তর্বর্তীকালীন ভাতা মঞ্জুরের দাবী জানান হয়। সভায় ২২শে মে 'খাদ্য দাবী দিবস' উদযাপন করার সিদ্ধান্তের প্রতি অভিনন্দন জানান হয়।

Morning News

18 May 1966

Release of Mujib Urged

(By our staff Report)

The immediate release of Sheikh Mujibur Rahman and other Awami league leaders detained under the D. P. R. was demanded at a meeting Munshiganj sub-division Awami League held on Sunday at a Munshiganj.

The meeting which was presided over by the President of the sub-divisional Awami League, also urged the Government, to introduce full rationing in each union council of the sub-division.

সংবাদ

১৮ই মে ১৯৬৬

গৌরীপুরের জনসভায় শেখ মুজিবের মুক্তি দাবী

গৌরীপুর (ময়মনসিংহ), ১৭ই মে (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- সম্প্রতি গৌরীপুর থানা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বাজার ময়দানে আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব জামশেদ আলীর সভাপতিত্বে এক বিরাট প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সদর মহকুমা (উত্তর) আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও গৌরীপুর শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব সাহেব আলী মিয়া, থানা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব এম, এ, সামাদ, থানার সম্পাদক জনাব জমির উদ্দিন বক্তৃতা করেন।

উক্ত সভায় শেখ মুজিবসহ সকল আটক বন্দীর অবিলম্বে মুক্তি, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে পূর্ণ রেশনিং প্রথা চালুকরণ দাবী করা হয়। চাউলের মূল্য ৪০/৪২ টাকা হওয়ায় সভায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য হ্রাস সার্টিফিকেট যোগে খাজনা আদায় বন্ধকরণ, লেভি প্রথা প্রত্যাহার করার দাবী জানাইয়াও প্রস্তাব গৃহীত হয়। অপর প্রস্তাবে গোলকপুরের ভাঙ্গা পুল ও ভালুকায়.... মেরামত করার জন্য জোর দাবী জানাইয়া অন্য একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

দৈনিক পাকিস্তান
১৮ই মে ১৯৬৬
শেখ মুজিবের মুক্তি দাবী

মুসীগঞ্জ, ১৫ই মে।- সম্প্রতি এখানে মুসীগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহক কমিটির এক বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুসীগঞ্জ আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শামসুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় বিভিন্ন বক্তা শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করা হয়।

উক্ত সভায় দেশের বৃহত্তর ঐক্যের স্বার্থে ৬-দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান হয়।

পাবনা

পাবনা, ১৫ই মে (নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)।- সম্প্রতি পাবনা জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে স্থানীয় টাউন হল ময়দানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সাবেক প্রাদেশিক মন্ত্রী জনাব মনসুর আলী, বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আমিন উদ্দীন উকিল ও পাবনা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আমজাদ হোসেন শেখ মুজিব ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতার প্রেফতারের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন এবং অবিলম্বে সকল রাজবন্দীসহ তাহাদের মুক্তি দাবী করা হয়।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে প্রদেশের খাদ্য পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

দৈনিক ইণ্ডেফাক
১৯শে মে ১৯৬৬

শেখ মুজিবসহ আটক নেতৃবৃন্দের বিনাশর্তে আশু মুক্তি দাবী
(নিজস্ব সংবাদদাতা)

নেত্রকোণা, ১৭ই মে- শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের প্রেফতারের প্রতিবাদে গত ১৩ তারিখ নেত্রকোণা আওয়ামী লীগ স্থানীয় মোক্তার পাড়ার মাঠে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। বিশিষ্ট মহকুমা আওয়ামী লীগ নেতা জনাব সাদির উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ সভায় আওয়ামী নেতাদের প্রেফতারের প্রতিবাদ করিয়া বক্তৃতা করেন। শেখ মুজিবের ৬-দফা ব্যাখ্যা করিয়া বক্তাগণ ইহার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন দান করেন। শেখ মুজিব ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতার

প্রেফতারের জন্য বক্তাগণ তীব্র নিন্দা করিয়া অবিলম্বে নেতৃবৃন্দকে বিনাশর্তে মুক্তিদানের জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানান।

মাগুরা

গত ১৩ তারিখ বিকাল ৫টায় মাগুরা নোমানী ময়দানে শেখ মুজিবর রহমান ও অপরাপর আওয়ামী লীগ নেতাকে প্রেফতারের প্রতিবাদে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জনাব সৈয়দ আতর আলী সভাপতিত্ব করেন। সভায় প্রাক্তন এম, এন, এ, জনাব সোহরাব হোসেন, বিশিষ্ট আইনজীবী মেসার্স টি, হক, আসাদুজ্জামান, আবদুল আজিজ ও স্থানীয় যুবনেতারা বক্তৃতা করেন। সভায় দেশরক্ষা আইনে শেখ মুজিবর রহমান ও অপরাপর নেতাকে প্রেফতারের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং বিনা শর্তে অবিলম্বে তাহাদের মুক্তি দাবী করা হয়। অপর এক প্রস্তাবে আওয়ামী লীগের ৬-দফার উপর পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করা হয়।

দেশের খাদ্য সংকটের কথা বিবেচনা করিয়া সভায় সর্বসম্মতিক্রমে দেশে পূর্ণ রেশনিং প্রথা চালু এবং আদায়কৃত লেভীর ধান্য ক্রয়মূল্যে বিক্রয়ের দাবী জানান হয়।

নারায়ণগঞ্জ মোক্তার সমিতি

গোটা পাকিস্তানের ১০ কোটি মানুষের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক দিক বিবেচনা করিয়াই পাক-ভারতের শ্রেষ্ঠ মুসলিম নেতৃবৃন্দ লাহোর সম্মেলনে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেন শেখ মুজিবর রহমানের ৬-দফা তাহারই পুনরাবৃত্তি মাত্র। ৬-দফা দাবী ১০ কোটি মানুষের প্রাণের দাবী। এই দাবী দেশের সর্ব মহলের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। দেশবাসী মনে করেন যে, ৬-দফা কার্যকরী হইলে শক্তিশালী পাকিস্তান ও দেশের সংহতি সুদৃঢ় হইবে। সেজন্যই তাহারা জননেতাদের প্রেফতারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছে। আমরাও জনতার সুরে সুর মিলাইয়া শেখ মুজিব ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতার আশু মুক্তি দাবী করিতেছি।

হাটহাজারী

গত ১৩ই মে হাটহাজারীতে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব শফিকুল ইসলাম চৌধুরী। হাটহাজারী থানার বিভিন্ন এলাকা হইতে বহু লোক এই সভায় যোগদান করেন।

সভায় হাটহাজারী থানা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব আবদুল ওহাব সরকারের কার্যকলাপের সমালোচনা করিয়া বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, সরকার যদি মনে করিয়া থাকেন যে, ৬-দফার প্রবক্তা, জনাব শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতাকে জেলে আটক রাখিয়া ৬-দফার

নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমাইয়া রাখা সম্ভব হইবে, তাহা হইলে সরকার নিশ্চয়ই ভুল করিতেছেন। কেননা, ৬-দফা কেবল আওয়ামী লীগের দাবী নয়, ইহা এদেশের মানুষের প্রাণের দাবী, ইহার বাস্তবায়নের মধ্যস্থি পাকিস্তানের সাড়ে দশ কোটি মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি নিহিত। তিনি প্রতি ইউনিয়নে আওয়ামী লীগ সংগঠনকে আরও মজবুত করিয়া তোলার জন্য কর্মীদের আহ্বান জানান।

Morning News

19th May 1966

Sk. Mujib's Release Demanded

LAHORE, May 18 (APP): The working Committee of the Lahore City Muslim League (Council) on Monday Demanded immediate release of Sheikh Mujibur Rahman, President of the East Pakistan Awami League and the author of the Six-Point Programme.

The demand was made at a meeting of the Committee held here with Ch. Inayatullah in the Chair.

The Committee observed that the detention of Sheikh Mujibur Rahman under the Defence of Pakistan Rules (DPR) was against all principles of justice and as such, it condemned the action of the East Pakistan Government in detaining him without any trial.

The Committee, in another resolution, also demanded the lifting of emergency from the country and immediate release of all political detenus.

Morning News

19th May 1966

Mujib's Six-point Initiated

At Behest Of Govt

—CH. MD. ALI

BAHAWALPUR, May 18 (APP) : Chaudhri Md. Ali, Convenor of the Nizam-e-Islam Party said here yesterday that the National High command of the opposition parties stood for the restoration of complete democracy in the country.

He told a press conference here that only the parliamentary form of Government could you chsafe the interests and rights of the people and ensure solidarity and unity of the country.

He thought the presidential system of Government was not suited to the conditions and situation in Pakistan.

Chaudhri Md. Ali was on a day's visit to Bahawalpur in connection with organisational work of his party.

About the six-point programme of Mujibur Rahman, Ch. Md. Ali said, this programme was in fact “initiated at the behest of the Government with a view to diverting the attention of the public from the Tashkent Declaration and Kashmir problems.

It was the Government, he said, that published the programme”.

He said, he favoured provincial autonomy as was granted in the 1956 Constitution and as was consistent with the integrity and unity of the country.

When his attention was drawn to a statement of the East Pakistan Governor, Mr. Abdul Monem Khan, stating that the existing economic disparity between East and West Pakistan was the creation of Ch. Md. Ali, he said this allegation is entirely baseless.

He said although it was well over ten years when he left the Government, almost all big projects in East Pakistan, whether they pertained to sugar industry, jute industry, newsprint. fertilisers of shipyards, were initiated of sanctioned by him.

To another question Ch. Mohammad Ali replied that there had been no increase in the rate of growth of industrial production during the last seven and a half years over the pre-Martial Law period, despite all claims by the Government. He said the Western countries were now willing to advance loans after the reconstruction of their war-shattered economies and despite these loans and increase of home resources there had been no increase in the industrial production index.

Addressing the Bahawalpur Bar Association Ch. Md. Ali said, the Government had throttled the Press through the creation of Press Trust, Advertisement Board, and by posing threats to newspapers.

Now, he said the Government was trying to subdue the lawyers because it did not want to establish the rule of law which was so dear to the lawyers.

He said unless the people or East Pakistan were given an equal share and equal participation in the political power of the country they would not satisfied. The people of East Pakistan felt that they were not given equal political right in the governance of the country he said.

He said, the Leader of the Opposition, Mr. Nurul Amin had told him that the people there felt that East Pakistan was a colony of West Pakistan. The Assemblies had no power. The Governors were agents of the President and as such, it was the President alone and not the people that rules the country, he said.

দৈনিক ইত্তেফাক

২০শে মে ১৯৬৬

৬-দফা আদায়ে দেশবাসীর অনড় সঙ্কল্প

আটক নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবীতে কাওরাইদে স্মরণকালের বৃহত্তম জনসভা
(নিজস্ব সংবাদদাতা)

গফরগাঁও (ময়মনসিংহ), ১৯শে মে। - শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতার ঘেঁফতারের প্রতিবাদে সম্প্রতি গফরগাঁও থানার কাওরাইদে স্মরণকালের বৃহত্তম জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বল্পকালীন প্রচারে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় যে অভূতপূর্ব জনসমাবেশ হয়, তাহা ভবিষ্যৎ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের শুভ সংকেতবাহী। ইহার মধ্য দিয়া ৬-দফার প্রতি জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থনেরই পরিচয় ফুটিয়া উঠে। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা ও স্থানীয় এলাকার মৌলিক গণতন্ত্রী জনাব সাইদুর রহমান।

সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ৬-দফার ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, ৬-দফা মুজিবরের নয়, আওয়ামী লীগের নয়, ৬-দফা জনসাধারণের প্রাণের দাবী, ন্যায্য দাবী।

ঢাকার বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা জনাব শামসুল হক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, দেশে খাদ্য পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করিতেছে। লেভীর মাধ্যমে কৃষকের গোলার ধান সরকারী গুদামে উঠাই ইহার কারণ বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন। ৬-দফার বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বলেন যে, জনসাধারণের প্রাণের দাবী ৬-দফা জনসমক্ষে তুলিয়া ধরার অপরাধেই সরকার শেখ মুজিবর রহমানকে ঘেঁফতার করিয়াছেন। শেখ সাহেবের হয়রানির বিবরণ দান করিলে জনসাধারণ ‘শেম শেম’ ধ্বনিতে ফাটিয়া পড়ে।

ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট নেতা জনাব রফিক উদ্দিন ভূঁইয়া তুমুল করতালির মধ্যে ঘোষণা করেন যে, কোন নির্যাতনই আমাদের টলাইতে পারিবে না। তিনি বলেন, ৬-দফার সহিত জনসাধারণের বাঁচা-মরার প্রশ্ন জড়িত।

তিনি আরও বলেন যে, ধান-চাউলসহ নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিতে দেশে অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি জনসাধারণের ৬-দফা আদায়ের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন অব্যাহত রাখার আবেদন জানান।

এতদ্ব্যতীত সভায় যাহারা বক্তৃতা করেন তাঁহাদের মধ্যে স্থানীয় বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ কর্মী রহুল আমীন ভূঁইয়া, মেজবাহ উদ্দিন, মনিরুদ্দিন ফকির, আবদুল মান্নান ও আজিজুল হকের নাম উল্লেখযোগ্য।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবে দেশরক্ষা আইনে ও নিরাপত্তা আইনে আটক সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করা হয়। দ্রব্যাদির ক্রমবর্ধমান

মূল্যে সভায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। প্রদেশে টেঙুপাতার ব্যবহার পুনঃপ্রবর্তনের দাবী জানান হয়। সংবাদপত্রের উপর হইতে সকল বাধা-নিষেধ প্রত্যাহার করিবার দাবী জানাইয়াও সভায় একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। অবিলম্বে জরুরী পরিস্থিতি প্রত্যাহার করিয়া জরুরী পরিস্থিতির সঙ্গে আরোপিত সকল বিধিবিধানের অবসান ঘটাইবার দাবী জানাইয়া আর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

বাগেরহাট

সম্প্রতি বাগেরহাট মিউনিসিপ্যাল পার্কে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতার ঘেঁফতারের নিন্দা করিয়া অবিলম্বে বিনাশর্তে তাঁহাদের আশু মুক্তি দাবী করা হয়। সভায় খাদ্যসমস্যা সমাধানের জন্যও সরকারের প্রতি জোর তাগিদ দেওয়া হয়। সভায় গৃহীত অপর প্রস্তাবে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের দাবী জানানো হয়।

রাজবাড়ী

রাজবাড়ী, ১৪ই মে- গতকল্য স্থানীয় রেলওয়ে ক্লাবের পার্শ্বস্থ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানের ঘেঁফতারের প্রতিবাদে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। নির্ধারিত সময়ের বহুপূর্ব হইতেই বহু দূর-দূরান্ত হইতে জনসাধারণ সভাস্থলে উপস্থিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজবাড়ী মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি ডাক্তার এস,এম, ইয়াহিয়া। সভায় বক্তৃতা করেন মকসুদ আহমদ, নাজিবর রহমান, আবদুল লতিফ বিশ্বাস, ডাঃ জলিলুর রহমান, বাবু চিত্তরঞ্জন গুহ ও আমজাদ হোসেন। সভা প্রারম্ভে শেখ মুজিবর রহমান প্রণীত ৬-দফা পাঠ করা হয়। সভার শুরু হইতেই রাত্রি ৮টা পর্যন্ত বিপুল করতালির মধ্যে শ্রোতাগণ বক্তাদের বক্তৃতা শ্রবণ করেন এবং ৬-দফা আদায় ও শেখ মুজিবর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক গণআন্দোলন চালাইয়া যাওয়ার শপথ গ্রহণ করা হয়।

সভায় শেখ মুজিবর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর আশু মুক্তি, জরুরী অবস্থার অবসান, দেশরক্ষা আইনের যথেষ্ট ব্যবহারের তীব্র নিন্দা, দেশের খাদ্য পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্যহ্রাস করার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানাইয়া কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

চুয়াডাঙ্গা

প্রতিবাদ দিবসে স্থানীয় টাউন ফুটবল মাঠে মহকুমা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের ঘেঁফতারের প্রতিবাদে এক বিরাট

জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শহর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব আবুল হাশেম মোক্তার উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় বিভিন্ন বক্তা আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানসহ সকলের মুক্তি দাবী করেন। তাহারা বলেন, দশ কোটি পাকিস্তানীর সামগ্রিক মঙ্গলের জন্য সরকার সমীপে একটা নূতন ‘ফর্মুলা’ পেশ করাই শেখ সাহেবের অপরাধ। কিন্তু শেখ মুজিবের ৬-দফা এদেশের মানুষের বাঁচা-মরার ফর্মুলা। এ দাবী শেখ মুজিবের একার নয়, ইহা দেশের আপামর জনসাধারণের প্রাণের দাবী।

ডাঃ আসাবুল হক বলেনঃ নেতাদের কারাগারে নিষ্কেপ করিয়া জনগণের এই প্রাণের দাবী কখনই নস্যাৎ করা যাইবে না। তিনি আরো বলেন যে, আমরা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী। কাজেই সরকারকে আমাদের এই নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের যৌক্তিকতা অনুধাবনের আহ্বান জানাইতেছি।

পূর্বাহ্নে চুয়াডাঙ্গা মহকুমা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব ইউনুস আলি উকিল আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা করিয়া বলেন যে, জনগণের দাবীকে বানচাল করার জন্যই নেতৃবৃন্দকে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে আটকাইয়া রাখা হইতেছে। কিন্তু দমন নীতির মাধ্যমে জনগণের দাবীকে কেহ কোনদিন দাবাইয়া রাখিতে পারে নাই। ৬-দফা দাবী সম্পর্কে তিনি বলেন, দেশের কল্যাণার্থে ৬-দফা দাবীর মাধ্যমে সরকারকে একটা পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে মাত্র— ইহাতে অন্য কোনকিছুই বলা হয় না। পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের মঙ্গলের জন্যই এই দাবী উত্থাপন করা হইয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। পরিশেষে উক্ত সভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শেখ মুজিবর রহমানসহ অন্যান্য নেতা এবং পাকিস্তানের উভয় অংশের যে সমস্ত নেতাকে রাজনৈতিক কারণে আটক রাখা হইয়াছে তাহাদিগকে অনতিবিলম্বে বিনাশর্তে মুক্তিদানের জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

২০শে মে ১৯৬৬

শেখ মুজিবসহ নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবী

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল (বৃহস্পতিবার) আওয়ামী লীগ অফিসে অনুষ্ঠিত ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের কর্মীসভায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান, জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, খন্দকার মোশতাক আহমদ, জনাব মুজিবর

রহমান (রাজশাহী), জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী এবং জনাব এম, এ, আজিজের গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং অবিলম্বে নেতৃবৃন্দের সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করা হয়।

সভায় দেশের খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং অবিলম্বে প্রতি জেলায় পূর্ণাঙ্গ রেশন ব্যবস্থা চালু ও ন্যায্যমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করার জন্য সরকারের নিকট দাবী জানান হয়।

সভায় শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী মানিয়া লওয়ার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানান হয়।

দেশ হইতে অনতিবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের দাবীতে সভায় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

পাবনা বার সমিতির দাবী

(নিজস্ব সংবাদদাতা) পাবনা, ১৯শে মে— পাবনা বার সমিতির এক সভায় আজ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানসহ পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইন ও নিরাপত্তা আইনে ধৃত সকল বন্দীদের আশু মুক্তি দাবী করা হয়। পাবনা বার সমিতির সভাপতি এডভোকেট মনসুর আলীর সভাপতিত্বে আজ বার লাইব্রেরীতে পাবনা উকিল সমিতির এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অবিলম্বে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইন ও জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারেরও দাবী জানান হয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, স্বাধীনতার পরে পাবনা বারে এইরূপ রাজনৈতিক প্রস্তাব গ্রহণের নজীর ইহাই প্রথম। আরও উল্লেখযোগ্য, পাবনা বারের বর্তমান সম্পাদক জনাব তালুকদার মোসলেহ উদ্দিন জেলা কনভেনশন মুসলিম লীগেরও সম্পাদক।

সংবাদ

২০শে মে ১৯৬৬

শেখ মুজিবের মুক্তি দাবী

সিরাজগঞ্জ, ১৯ শে মে (পিপিএ)।— সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সিরাজগঞ্জ শাখার উদ্যোগে আয়োজিত এক জনসভায় দেশরক্ষা আইনে আটক শেখ মুজিবর রহমানসহ আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে অবিলম্বে মুক্তি দানের দাবী জানান হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব মোতাহার হোসেন তালুকদার।

অন্যান্যের মধ্যে জনাব দবির উদ্দীন, জনাব আবদুর রউফ খান এবং জনাব আবদুল মোমেন তালুকদার প্রমুখ নেতৃবৃন্দও সভায় বক্তৃতাদান করেন।

সভায় জনসাধারণের প্রতি ৬-দফা দাবী সম্পর্কে প্রচারের আবেদন জানান হয়।

আজাদ
২১শে মে ১৯৬৬
প্রদেশের বিভিন্ন স্থানের জনসভায়
শেখ মুজিবসহ অন্যান্য নেতাদের আশু মুক্তি দাবী
(সংবাদদাতা প্রেরিত)

সিরাজগঞ্জ, ১৯শে মে।- পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সিরাজগঞ্জ শাখার উদ্যোগে সম্প্রতি এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতারকৃত শেখ মুজিবর রহমানসহ অন্যান্য আওয়ামী নেতাদের অবিলম্বে মুক্তি দাবী করা হয়।

জনসভায় মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব মোতাহের হোসেন তালুকদার সভাপতিত্ব করেন। স্থানীয় আওয়ামী নেতা জনাব দবিরউদ্দিন, জনাব আবদুর রউফ খান ও জনাব আবদুল মোমেন তালুকদার সভায় বক্তৃতা করেন।

ছয় দফা দাবীর প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন প্রদান করার জন্য জনগণের নিকট আহ্বান জানানো হয়। -পি পি এ

সিলেটে জনসভা

সিলেট হইতে তারযোগে প্রাপ্ত খবরে জানা যায় যে, জালালপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ কমিটির অন্যান্য সদস্য ও এ্যাডভোকেট জনাব জালাল উদ্দিন খানের সভাপতিত্বে সম্প্রতি এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভাপতি তাঁহার ভাষণে দেশরক্ষা আইনবলে শেখ মুজিবরসহ ও অন্যান্য আওয়ামী নেতাদের গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা করেন। তিনি উপস্থিত জনগণের নিকট ছয়দফা কর্মসূচীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি দৃষ্টকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, ছয় দফা দাবী বাস্তবায়িত না হওয়া অবধি আওয়ামী লীগ দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও এই দাবী গ্রহণের জন্য দেশভিত্তিক আন্দোলন চালাইয়া যাইবে।

ইহা ব্যতীত সিলেট সদর মহকুমা আওয়ামী লীগের সম্পাদক জনাব জমির উদ্দিন আহমদ, জেলা কমিটির সদস্য জনাব জমির আহমদ সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন।

সভায় শেখ মুজিবসহ অন্যান্য আওয়ামী নেতার মুক্তি, দেশ হইতে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, পূর্ণ রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন প্রভৃতি দাবী জানানো হয়। সভায় জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব ফরিদ গাজী উপস্থিত ছিলেন।

আজাদ

২১শে মে ১৯৬৬

আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ৭ই জুন হরতাল
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য শুক্রবার জনাব শেখ মুজিবর রহমানের বাসভবনে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির এক সভায় গৃহীত প্রস্তাবে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, জনাব শেখ মুজিবর রহমানসহ সকল রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের মুক্তি, সংবাদপত্রের উপর জারীকৃত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার, টেঙুপাতা অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার এবং অন্যান্য দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে আগামী ৭ই জুন প্রদেশব্যাপী “হরতাল” পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া গতকল্য আওয়ামী লীগের এক প্রেস রিলিজে প্রকাশ।

আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির সভায় গৃহীত অপর প্রস্তাবে অবিলম্বে লেভী প্রথার অবসান ও প্রদেশে পূর্ণ রেশনিং প্রথা প্রবর্তন এবং শ্রমিক সংস্থার উপর প্রদত্ত বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের দাবী করা হইয়াছে।

আগামী ৭ই জুন প্রদেশব্যাপী হরতাল পালনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান হইয়াছে।

৬-দফা বাস্তবায়ন, রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তি ও অন্যান্য দাবী প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আওয়ামী লীগ আন্দোলন করিয়া যাইবে বলিয়া উক্ত সভায় দৃঢ় শপথ গ্রহণ করা হয়।

সভায় বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, খাদ্য পরিস্থিতি, ছাত্র সমস্যাসহ বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা করা হয়।

সভায় অনতিবিলম্বে গ্রেফতারকৃত শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবী করা হইয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

২১শে মে ১৯৬৬

সুদূর সিন্ধু অঞ্চলে ৬-দফার সমর্থনে অকুণ্ঠ সাড়া
নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনমত গড়িয়া তোলার জন্য কর্মী সম্মেলনে
গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ

হায়দরাবাদ, ১৫ই মে।- সাবেক সিন্ধু প্রদেশের আওয়ামী লীগ কর্মীদের এক সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে সিন্ধু আওয়ামী লীগ গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান প্রণীত ৬-দফার

প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করে। পশ্চিম পাক আওয়ামী লীগ নেতা জনাব খলিল আহমদ তিরিমিজি এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। বিগত সেপ্টেম্বরের যুদ্ধের ফলে দেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার যেসব নূতনতর দিক উদঘাটিত হইয়াছে, সিদ্ধি আওয়ামী কর্মীদের সম্মেলনে তা বিবেচনা করা হয়। সেপ্টেম্বরের যুদ্ধের অভিজ্ঞতার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে দেশের শাসনতান্ত্রিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাাদি সমাধানের জন্য যেসব পরিকল্পনা ও প্রস্তাব পেশ করা হইয়াছে, সেইসব এই সম্মেলনে বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সম্মেলনে শেখ মুজিবর রহমানের ৬-দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন স্থাপন করে। সম্মেলনে উপস্থিত আওয়ামী লীগ কর্মীরা মনে করে যে, বর্তমানে দেশ যেসব সমস্যার সম্মুখীন রহিয়াছে, সেই সব সমস্যা সমাধানের জন্য ৬-দফা একটি আদর্শ সমাধান। ৬-দফা শুধু দেশের শাসনতান্ত্রিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রয়োজনই মিটায় না কোটি কোটি মানুষের আশা-আকাংক্ষা বাস্তবায়নের পথেও সহায়ক হইবে।

পূর্ব পাকিস্তানীদের দেশপ্রেম, দেশের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রশংসিত বলিয়া সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়। রাজনৈতিক দিক দিয়া দেশের উন্নয়ন ও সকল অঞ্চলের মানুষের প্রতি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যে কোন ত্যাগ স্বীকার করার জন্য কর্মীরা প্রস্তুত আছেন বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ৬-দফার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে সম্মেলনের পক্ষ হইতে সাংগঠনিক কমিটিকে নির্দেশ দান করা হয়। কায়েমী স্বার্থবাদের ক্ষমতা আঁকড়াইয়া রাখার এবং কায়েমী স্বার্থকে জোরদার করার প্রয়াসকে জনসমক্ষে তুলিয়া ধরার জন্যও সম্মেলন সাংগঠনিক কমিটিকে নির্দেশ দেয়।

সম্মেলনে গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে সিদ্ধুর আওয়ামী লীগ কর্মীদের এই সম্মেলন এক ইউনিট প্রথা লোপ করিয়া সাবেক প্রদেশসমূহকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবী জানান হয়। স্বাভাবিক রাজনৈতিক পদ্ধতিতে পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশটি বাতিল করার জন্য সরকারের চাপ সৃষ্টি করার জন্য কর্মীরা সাংগঠনিক কমিটিকে নির্দেশ দেয়। সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, এক ইউনিট ব্যবস্থা, ব্যর্থ হইয়াছে। এতে সমস্যা সমাধানে সাফল্য অর্জন হয় নাই, নূতনতর সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। সাবেক সিদ্ধু, বেলুচিস্তান, সীমান্ত প্রদেশের ক্ষুদ্রাঞ্চলসমূহে আমলাতান্ত্রিক ও তার স্বাভাবিক দোষত্রুটি দেখা দিয়া সাধারণ মানুষের জন্য অসীম দুর্ভোগের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রস্তাবে বলা হয় যে, ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক পাকিস্তান প্রস্তাবে এবং ১৯৪৬ সালের দিল্লী লেজিসলেটর কনভেনশনে গৃহীত প্রস্তাবে পাকিস্তানের বিভিন্ন ইউনিটের

জন্য সুস্পষ্টভাবে স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। কায়েদে আজম নিজেও বিভিন্ন প্রদেশকে তাদের নিজ নিজ সত্তা বজায় রাখিতে দিয়াছিলেন। ক্ষুদ্রতার অঞ্চলসমূহের স্বার্থে রাষ্ট্রীয় ঐক্যের খাতিরে, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলবাসীদের দুর্ভোগ মোচনের জন্য এবং সর্বোপরি সৃষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠাকল্পে এক ইউনিট ব্যবস্থা আশু বাতিল করা প্রয়োজন।

সম্মেলনের তরফ হইতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান হয়। সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে স্বাভাবিকভাবে রাজনীতি চর্চা এবং সংবাদ পরিবেশনে সংবাদপত্রের চিরন্তন স্বাধীনতার নানাবিধ প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হইতেছে বলিয়া অভিযোগ করা হয়। জরুরী অবস্থার দোহাই দিয়া রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সংবাদপত্র বিশেষকে হয়রানি করা হইতেছে বলিয়াও অভিযোগ করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকটি সংবাদপত্রকেই সঠিক সংবাদ দানের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে।

শেখ মুজিবর রহমানসহ অপরাপর যেসব নেতাকে অনাহৃত হয়রানির শিকারে পরিণত করা হইয়াছে, তাঁহাদের প্রতি সম্মেলনের তরফ হইতে গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করা হইয়াছে। অবিলম্বে মহান নেতা শেখ মুজিবর রহমানের উপর হইতে সকল হয়রানির অবসান ঘটাইয়া সকল রাজবন্দীর আশু মুক্তি দাবী করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

সাবেক সিদ্ধু আওয়ামী লীগ গঠনের জন্য সৈয়দ জি, এ, খান আহমদ বোখারীকে আহ্বায়ক করিয়া ৯-সদস্যবিশিষ্ট একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হইয়াছে। কমিটির অন্যান্য সদস্য হইতেছেনঃ মেসার্স সৈয়দ শাকীর বোখারী, ডক্টর মজিদ নিজামী, শফি মোহাম্মদ মেনন (এডভোকেট, সাধারণ সম্পাদক), মুরিদ হোসেন খান কামরানী, সালাহউদ্দিন আব্বাসী, রাইস তাজিয়া খান, মীর মোহাম্মদ মর্তুজা এবং রাজা আকবর আলী।

—সংবাদদাতা প্রেরিত

দৈনিক ইত্তেফাক

২১শে মে ১৯৬৬

৫ জন ন্যাপ সদস্যের আওয়ামী লীগে যোগদান

(স্টাফ রিপোর্টার)

খুলনার ৫জন ন্যাপ সদস্য সম্প্রতি সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দান করিয়া আওয়ামী লীগে যোগদানের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। এই ৫জন ন্যাপ সদস্য হইলেনঃ মেসার্স প্রভাস চন্দ্র মণ্ডল, অধীর কুমার সরদার, দুলাল চন্দ্র সরদার, গোপাল রাম রাজভড় এবং মন্টু কুমার মণ্ডল।

আওয়ামী লীগে যোগদান প্রসঙ্গে সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতিতে তাঁহারা বলেনঃ ৬-দফাভিত্তিক শাসনতন্ত্রই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানবাসীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি দিতে, পাকিস্তানকে সুখী-সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্ররূপে গড়িয়া তুলিতে ও পাকিস্তানের বুনিয়াদকে শক্তিশালী করিতে সক্ষম। বিবৃতিতে তাঁহারা দেশের এই দুর্দিনে দেশবাসীকে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা রাখিয়া আওয়ামী লীগের পতাকাতলে সমবেত হইয়া কাজ করিয়া যাইবার আহ্বান জানান।

দৈনিক ইত্তেফাক

২১শে মে ১৯৬৬

৬-দফার পক্ষে ব্যাপক গণসমর্থনে সরকারের আতঙ্ক
গণদাবী নস্যাৎ করার জন্য দেশরক্ষা আইনের অপপ্রয়োগের নিন্দা
করাচী আওয়ামী লীগের সভায় নেতৃবৃন্দের আশুমুক্তি
ও জরুরী অবস্থার অবসান দাবী
(সংবাদদাতা প্রেরিত)

করাচী, ১৮ই মে- গতকাল রাত আটটায় করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ কার্যকরী সংসদের এক সভা লীগের স্থানীয় অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব এস, পি লোধী।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক প্রস্তাবে পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনবলে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান, সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, শ্রম সম্পাদক জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, কার্যকরী সংসদের সদস্য জনাব মোশতাক আহমদ, চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব এম, এ, আজীজ এবং রাজশাহী আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব মুজিবর রহমানকে গ্রেফতার করায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া শেখ মুজিবের উপর বিভিন্ন প্রকার হয়রানির তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়। সভায় অবিলম্বে জরুরী অবস্থার প্রত্যাহার দাবী করা হয়। সভায় এই মর্মে অভিমত জ্ঞাপন করা হয় যে, ৬-দফার পক্ষে ব্যাপক গণসমর্থন দৃষ্টে সরকার আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া শেখ মুজিবের ন্যায় জনপ্রিয় নেতার বিরুদ্ধে হীনপন্থা গ্রহণ করিতেছেন। সভায় এইমর্মে দৃঢ় অভিমত জ্ঞাপন করা হয় যে, শেখ মুজিব ও অন্যান্য জননেতার বিরুদ্ধে দেশরক্ষা আইন প্রয়োগ উক্ত আইনের অপব্যবহার ছাড়া আর কিছুই নহে এবং গণদাবী নস্যাৎ করার জন্য উক্ত আইন নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে ব্যবহার

করা হইতেছে। সভায় অভিমত জ্ঞাপন করা হয় যে, পূর্ণ শান্তি বিরাজ করা সত্ত্বেও দেশে জরুরী অবস্থা বহাল রাখার জন্য বর্তমান শাসন কর্তৃপক্ষই দায়ী।

অভাব দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ হইতে সরকারকে বিরত থাকার জন্যও দাবী জানানো হয়। প্রস্তাবে শেখ মুজিবর রহমান, নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান, খাজা মোহাম্মদ রফীক, জনাব সিদ্দিকুল হাসান ও জনাব তাজুদ্দিনসহ সকল রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে অবিলম্বে মুক্তিদান করিয়া দেশে শান্তি ও শৃংখলা ফিরাইয়া আনার দাবী জানানো হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

২১শে মে ১৯৬৬

আটক নেতৃবৃন্দের মুক্তিসহ
কতিপয় সুস্পষ্ট দাবীর ভিত্তিতে ৭ই জুন হরতাল আহ্বান
আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত
(স্টাফ রিপোর্টার)

দেশবাসীর আশা-আকাংক্ষার ভিত্তিতে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনারত নেতৃবৃন্দকে দেশরক্ষা বিধিবলে কারাগারে আটক করার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনার জন্য আহূত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি গতকাল (শুক্রবার) দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী আলাপ-আলোচনার পর ৬-দফার সমর্থনে ও কতিপয় সুস্পষ্ট দাবীর ভিত্তিতে আগামী ৭ই জুন প্রদেশব্যাপী সাধারণ হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত করে এবং এই হরতাল সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তোলার জন্য আওয়ামী লীগের শাখা কমিটিসমূহের প্রতি আহ্বান জানায়।

শেখ মুজিবর রহমান প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতার আটকের পর প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের এই প্রথম জরুরী বৈঠকে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর দেশবাসীর অভিপ্রেত ৬-দফার সমর্থনে ও (ক) শেখ মুজিবসহ অবিলম্বে সকল আটক নেতার মুক্তিদান, (খ) দেশের বুক হইতে অবিলম্বে জরুরী অবস্থার অবসান ঘোষণা করতঃ দেশরক্ষা বিধি বাতিল, (গ) লেভী প্রথা প্রত্যাহার করিয়া সমগ্র প্রদেশে পূর্ণাঙ্গ রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন, (ঘ) টেঙুপাতা অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার, (ঙ) শ্রমিক আন্দোলন সংক্রান্ত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করিয়া আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার স্বীকৃত বিধানমতে শ্রমিক সংগঠনের স্বাধীনতা দান এবং (চ) সংবাদপত্রের উপর হইতে বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের দাবীতে ৭ই জুন সমগ্র প্রদেশব্যাপী হরতালের আহ্বান জানান হয়।

নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন পরিচালনার তেজস্বীকে দেশরক্ষা বিধানবলে আটকের নীতির তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা করিয়া ধৃত নেতৃবৃন্দসহ সকল রাজবন্দীর আশু মুক্তি দাবী করিয়া ওয়ার্কিং কমিটি বলেন যে, পাকিস্তানের দুই দেশের মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাদি সমাধানের একমাত্র ফর্মুলা মনে করিয়া ৬-দফার পিছনে আজ যখন দেশবাসী কাতারবন্দী হইয়াছে, ঠিক তখনই সরকার জনসাধারণের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে স্তব্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে আটক করিয়াছেন।

আলোচনাকালে কমিটির সদস্যবৃন্দ এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, নেতৃবৃন্দের আটকের এ রহস্য আজ দেশবাসীর নিকট দিবালোকের মত স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাই দেশের গণতান্ত্রিক শিবির আজ প্রতিবাদমুখর।

শেখ মুজিবর রহমানের ধানমন্ডাইস্থ বাসভবনে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে দলের অস্থায়ী সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম সভাপতিত্ব করেন। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছাড়াও বিভিন্ন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকেরা বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে বৈঠকে যোগদান করেন। জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যরা ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, প্রদেশের খাদ্যসঙ্কট, শ্রমিক অসন্তোষ, বেকার সমস্যা, দ্রব্য মূল্যের অগ্নিমূল্য প্রভৃতি প্রশ্নে ওয়ার্কিং কমিটিতে পাঁচঘণ্টা কাল আলোচনা চলে।

দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর ওয়ার্কিং কমিটি ৬-দফা দাবী আদায়ের জন্য আপোষহীন আন্দোলন চালাইয়া যাওয়ার সঙ্কল্প ঘোষণা করে। দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত ৬-দফা দাবীর সপক্ষে এবং রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে পথসভা, শান্তিপূর্ণ মিছিল ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠানের জন্য ওয়ার্কিং কমিটি জেলা, মহকুমা ও থানা আওয়ামী লীগের প্রতি নির্দেশ দেন। ওয়ার্কিং কমিটি ঘোষণা করেন যে, ৬-দফা দাবী আদায়ের পথে সকল বাধা-বিপত্তির মোকাবিলা করার জন্য আওয়ামী লীগ সর্বদা প্রস্তুত আছে ও থাকিবে। ফলে তাঁহাদের আঁতে ঘা লাগিয়াছে। তিনি বলেন যে, নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলন আমাদের একমাত্র অস্ত্র-সুতরাং আন্দোলন চলিবে। আর তাহাতে নির্যাতনও আসিবে। কারণ, “নির্যাতনই স্বৈচ্ছাচারী সরকারের হাতের একমাত্র সম্বল।” তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে তিনি ঘোষণা করেন যে, আমাদের উপর জরুরী আইন ও পাকিস্তান রক্ষা বিধির খড়গ নিপতিত হইতে পারে, এ ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন। তাই নির্যাতনের মুখে বুক পাতিয়া দাঁড়ানোর পূর্ণ প্রস্তুতি লইয়াই আমরা আজ কার্যক্ষেত্রে আগাইয়া আসিয়াছি। আমরা বিশ্বাস করি, এই নির্যাতনেই জাতিকে যথাযোগ্য পুরস্কারে ভূষিত

করিবে— এই নির্যাতনের কষাঘাতেই জাতিকে সাফল্যের স্বর্ণদ্বারে পৌছাইয়া দিবে। আওয়ামী লীগ নেতা জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ, খন্দকার মোশতাক আহমেদ, জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, জনাব আবদুল মোমেন, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, জনাব ওবায়দুর রহমান প্রমুখ অনেকেই সভায় বক্তৃতা করেন। জনাব বি, এম, ইলিয়াস সভায় সভাপতিত্ব করেন। প্রারম্ভে সন্দীপ হইতে আগত বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী মোহাম্মদ সাদী সভায় গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন।

আজাদ

২২শে মে ১৯৬৬

কোরাঙ্গী আওয়ামী লীগের সভা

শেখ মুজিবসহ আটক নেতাদের আশু মুক্তি দাবী

করাচী, ২১শে মে।— গত ১৮ই মে কোরাঙ্গী ও লোন্ধি আওয়ামী লীগ কর্মীদের এক সভায় ৬-দফা আদায়ের পক্ষে প্রবল জনমত গড়িয়া তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কোরাঙ্গী আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক জনাব আবদুল লতিফ উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন।

উক্ত সভায় বক্তৃতা দানকালে করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব খলিল আহমদ তিরমিজি পৃথানুপৃথকরূপে ৬-দফা প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করেন। ৬-দফা বাস্তবায়নের জন্য অবিলম্বে আন্দোলন বাঁপাইয়া পড়ার জন্য তিনি আওয়ামী লীগ কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে জনাব শেখ মুজিবর রহমানসহ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা করিয়া অবিলম্বে ধৃত নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবী করা হয়।

৬-দফা প্রস্তাবকে নিজ নিজ এলাকায় জনপ্রিয় করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে সভায় মুন্সী এস, এম, খানকে চেয়ারম্যান করিয়া একটি কমিটি গঠন করা হয়। -সংবাদদাতা

দৈনিক ইত্তেফাক

২২শে মে ১৯৬৬

শেখ মুজিবসহ নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবী

রাওয়ালপিণ্ডি, ২১শে মে।— পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য সৈয়দ রিয়াজ পীরজাদা গতকাল শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতার গ্রেফতারের প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। এই ধড়পাকড়কে “নিন্দনীয়” বলিয়া অভিহিত করিয়া এক বিবৃতিতে তিনি

দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, দেশরক্ষা আইনবলে নেতৃবৃন্দকে আটক করিয়া রাখিয়া পার্লামেন্টারি গণতান্ত্রিক পুনঃপ্রতিষ্ঠার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ হইতে দলকে বিচ্যুত করা যাইবে না। তিনি আরও বলেন, গণতন্ত্র ও পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠাই বিরোধী দলসমূহের প্রধান লক্ষ্য এবং সরকার তাহাদের বিরুদ্ধে যে ক্ষমতালিপ্সার অভিযোগ করেন, উহা সত্য নহে। - পি,পি, এ

দৈনিক ইত্তেফাক

২২শে মে ১৯৬৬

৬-দফার প্রণেতার মুক্তি ও জরুরী অবস্থা অবসানের দাবীতে

বিভিন্ন স্থানে সভা ও মিছিল

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

লালমনিরহাট, ২০শে মে।- পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের প্রতিবাদে সমগ্র লালমনিরহাটে ব্যাপক অসন্তোষ ও বিক্ষোভের বাড়ি বহিতেছে। এক সপ্তাহ ধরিয়া এখানে বিরোধী আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা করিয়া বিভিন্ন সভায় প্রস্তাব গৃহীত হইতেছে এবং তাহাদের আশু মুক্তি দাবী করা হইতেছে। প্রায় দিনই বিকাল ৫ টায় স্থানীয় মডেল হাইস্কুল প্রাঙ্গণে বিরাট জনসভার আয়োজন করা হইতেছে। এই সভাগুলিতে হাজার হাজার লোক প্রিয় নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবী জানাইয়া প্রায় প্রত্যেক দিনই লালমনিরহাটে বিক্ষোভ মিছিল বাহির করিতেছে। বিক্ষোভকারী জনতা “শেখ মুজিব জিন্দাবাদ”, “রাজবন্দীদের মুক্তি চাই”, “অত্যাচার ও নির্যাতন দ্বারা মানুষের বাঁচার দাবী রাখা যায় না”, “৬-দফা জিন্দাবাদ”, “দেশপ্রেমিকদের স্তব্ধ করা পছন্দা টিকবে না” প্রভৃতি ধ্বনি প্রদান করে।

সন্দ্বীপ

(ইত্তেফাকের চট্টগ্রাম অফিস হইতে) সন্দ্বীপ (চট্টগ্রাম), ১৯শে মে- পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ঘোষণা মোতাবেক গত ১৩ই মে ‘প্রতিবাদ দিবস’ উপলক্ষে সন্দ্বীপ থানা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে শেখ মুজিবর রহমান ও চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এম, এ, আজিজসহ অন্যান্য প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ নেতার আটকের প্রতিবাদে সন্দ্বীপে এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিল শেখ মুজিবের মুক্তি চাই; এম, এ, আজিজের মুক্তি চাই; আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের মুক্তি চাই; দমন নীতি চলবে না; হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহার কর; পূর্ণ রেশনিং চালু কর; দ্রব্যমূল্য কমাও; শহীদ সোহরাওয়ার্দী-জিন্দাবাদ; আওয়ামী লীগ-জিন্দাবাদ প্রভৃতি

ধ্বনি দিতে দিতে সন্দ্বীপ টাউন প্রদক্ষিণ করে। বিকাল ৪টায় সন্দ্বীপ পাঁচদীঘির ময়দানে জনাব শফিকুল আলমের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা হয়।

সভায় অবিলম্বে শেখ মুজিব ও অন্যান্য প্রাদেশিক নেতা এবং চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব এম, এ, আজিজসহ সকল রাজবন্দীর আশু মুক্তি, শেখ সাহেবের উপর হইতে সকল মামলা প্রত্যাহার, চাউল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অগ্নিমূল্যের পরিশ্রেক্ষিতে অবিলম্বে গ্রামাঞ্চলে পূর্ণ রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন ও সরকারী উদ্যোগে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য নির্ধারণের জোর দাবী জানান হয়। দেশ হইতে অবিলম্বে জরুরী আইন প্রত্যাহারের দাবী জানান হয়। এই প্রতিবাদ সভায় ৬-দফা দাবী আদায়ের জন্য আমৃত্যু সংগ্রামের দৃঢ়সংকল্প ঘোষণা করা হয়।

মুন্সিরহাট

মুন্সিরহাট (নোয়াখালী), ১৯শে মে- আজ এখানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় শেখ মুজিবর রহমানসহ আটক সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করা হয়। দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাদির স্থায়ী সমাধানকল্পে ৬-দফার আশু বাস্তবায়নের দাবী জানাইয়া সভায় একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সভায় নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব নূরুল হক এম,পি, এ ফেনী মহকুমা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব এস, এম, হুদা নেতৃবৃন্দের আশু মুক্তি, জরুরী অবস্থার অবসান, ও দেশরক্ষা আইনের অপব্যবহারের তীব্র নিন্দা করিয়া বক্তৃতা করেন। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে শেখ মুজিবর রহমানসহ সকল নেতার আশু মুক্তি, জরুরী অবস্থার অবসান, দেশরক্ষা আইনের অপপ্রয়োগের তীব্র নিন্দা, নোয়াখালী জেলার দুঃখ মুহুরী ও সিলোনিয়া নদীর সংস্কার সাধন, সমগ্র দেশে পূর্ণ রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন ও সীমান্তবাসীদের উপর অযথা হয়রানির অবসান দাবী করিয়া সভায় কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

২২শে মে ১৯৬৬

রাজনৈতিক কারণে দেশরক্ষা আইন প্রয়োগ : ক্ষোভ

বিভিন্ন দলের নেতা কর্তৃক সরকারী দমন নীতির নিন্দা

আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের নিন্দা ও তাহাদের বিনাশর্তে মুক্তি দাবী করিয়া গতকালও (বুধবার) বিরোধী দলীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়াছেন। পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিবলে শেখ

মুজিবর রহমান ও অন্যান্য নেতার গ্রেফতারের নিন্দা করিয়া পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের (কাউন্সিলে) সহ-সভাপতি সৈয়দ খাজা খয়ের উদ্দিন, এম, এন, এবং সাধারণ সম্পাদক জনাব এ, কিউ, এম, শফিকুল ইসলাম ও যুগ্ম-সম্পাদক জনাব আতাউল হক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন যে, রাজনৈতিক পদ্ধতিতেই রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবিলা করা এবং জনগণকে কোন রাজনৈতিক দলের কার্যসূচীর পক্ষে বা বিপক্ষে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া উচিত।

তঁাহারা বলেন যে, জনগণের অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যানের জন্য যে কোন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী ঘোষণার অধিকার রহিয়াছে। যদি কোন কর্মসূচী সত্য সত্যই জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী বিবেচিত হয় তাহা হইলে জনগণকেই সেই কর্মসূচীর বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। বিবৃতিতে তঁাহারা বলেন যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য দেশরক্ষা আইনের প্রয়োগ দেখিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখ বোধ করিতেছি। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের দাবাইয়া দেওয়ার জন্য দেশরক্ষা আইনের প্রয়োগকে আমরা নিন্দা করি। আইন বিরোধী কোন কাজ তঁাহারা করিয়া থাকিলে দেশের স্বাভাবিক আইন দ্বারাই তঁাহাদের বিচার করা যাইত। কাউন্সিল লীগ নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দসহ দেশরক্ষা আইনে আটক সকল বন্দীর মুক্তি দাবী করেন।

আবদুল মালেক উকিল

পি, পি, এ পরিবেশিত সংবাদে বলা হইয়াছে যে, পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে বিরোধী দলীয় নেতা জনাব আবদুল মালেক উকিল গতকাল (বুধবার) মাইজদী কোর্ট হইতে এক তারবার্তায় পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দসহ দেশের উভয় অংশে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দকে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে নিক্ষেপ করিয়া গণ-অন্তরালে নিক্ষেপ করিয়া গণ-আন্দোলন দাবাইয়া রাখা যাইবে না।

তিনি শেখ মুজিবসহ গ্রেফতারকৃত সকল রাজনৈতিক নেতাকে মুক্তি দানের জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানান।

মওলানা আবদুর রহিম

পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর আমির মওলানা আবদুর রহিম পাকিস্তান দেশরক্ষা বিধিবলে শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতার গ্রেফতারের নিন্দা করিয়াছেন।

তিনি বলেন, সরকারের এই কর্মপন্থা কেবল ব্যাপক অসন্তোষই সৃষ্টি করে নাই, আওয়ামী লীগের ৬-দফার প্রতি অহেতুক গুরুত্বও আরোপ করিয়াছে।

তিনি বলেন, প্রদেশের জনগণকে ৬-দফা কর্মসূচী ধীরস্থিরভাবে পর্যালোচনা করিয়া দেখার সুযোগ দেওয়া হইলে তাহারা হয়ত উহা প্রত্যাখ্যানই করিত। কিন্তু সরকারের “নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা ৬-দফার প্রবক্তাদের সাফল্যলাভেই সাহায্য করিবে। তিনি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দেশরক্ষা আইনের প্রয়োগের তীব্র সমালোচনা করেন।

ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের বিবৃতি

ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব বজলুর রহমান, নারায়ণগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগের সম্পাদক জনাব মহিউদ্দিন, নারায়ণগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আফতাব উদ্দিন ভূঁইয়া এবং নারায়ণগঞ্জ মহকুমা লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আনসার আলী সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারে তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। বিবৃতিতে তঁাহারা নেতৃবৃন্দকে অনতিবিলম্বে মুক্তিদানের দাবী জানান। তঁাহারা দেশের সকল গণতান্ত্রিক শক্তিকে রাজনৈতিক বিরোধীদের উপর দেশরক্ষা আইনের প্রয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর আহ্বান জানান। তঁাহারা আওয়ামী লীগ কর্মিগণকে আগামীকালের প্রতিবাদ দিবসকে সফল করিয়া তোলার আহ্বান জানান।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৩শে মে ১৯৬৬

ন্যায্যমূল্যে খাদ্য চাই

নারায়ণগঞ্জে বিরাট শ্রমিক-জনসভার প্রস্তাব

(স্টাফ রিপোর্টার)

নরসিংদি, ২২শে মে-ছয়দফা দাবীর সমর্থনে এবং শেখ মুজিবর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবীতে আজ স্থানীয় ঈদগাহ ময়দানে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায় প্রায় সব কয়জন বক্তাই দেশবাসীর অধিকার অর্জনের মধ্য দিয়া পাকিস্তানকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে আপোষহীন সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। সভা শুরু হওয়ার পূর্ব হইতেই আকাশ কিছুটা মেঘাচ্ছন্ন ছিল এবং সভা চলাকালীন এক পশলা বৃষ্টি হয়। এতদসত্ত্বেও শ্রোতাদের একই জায়গায় বসিয়া নিবিষ্ট মনে বক্তৃতা শ্রবণ করিতে দেখা যায়। এই সভায় যোগদান করার জন্য ৭/৮ মাইল দূর হইতে দলে দলে লোক নরসিংদী আগমন করে। সভার কার্য শেষ হইবার পূর্ব মূহূর্ত পর্যন্ত চারিদিক হইতে আত্মহী শ্রোতাদের সভায় আগমন করিতে দেখা যায়। আকাশের অবস্থা খুব ভাল না থাকায় সভার কার্য যথানীচ শেষ করিতে হয়। শেখ মুজিবর রহমানের অবর্তমানে জনসভায় যে বিপুল জনসমাগম হয় তা অভূতপূর্ব।

মীজানুর রহমান চৌধুরী

জনসভায় জাতীয় পরিষদ সদস্য ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী ঘোষণা করেন যে, বহু ত্যাগ ও সংগ্রামের মাধ্যমে এই দেশের জনগণ তাহাদের স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে। সুতরাং আজও তাহারা তাহাদের সেই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সদাপ্রস্তুত রহিয়াছে। তিনি বলেন, শোষণের চির অবসান ঘটাইবার জন্য আওয়ামী লীগ তথা এদেশের প্রতিটি মানুষ শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে কুণ্ঠাবোধ করিবে না।

রাজধানী হইতে প্রায় ৩২ মাইল দূরে অবস্থিত নরসিংদির জনসভায় জনাব চৌধুরী তাঁহার দীর্ঘ বক্তৃতার মাধ্যমে ৬-দফার কর্মসূচীকে এক এক করিয়া ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, সরকার কিংবা অন্য কোন মহল যদি ৬-দফাকে কোন নির্দিষ্ট দলের প্রয়োজনে প্রণীত রাজনৈতিক কর্মসূচী বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে ভুল করিবেন। যাঁহারা এইরূপ মনে করেন তিনি তাহাদের ৬-দফার কর্মসূচীকে ভালভাবে বুঝিয়া লইতে অনুরোধ জানান।

জনাব চৌধুরী বলেন, আজ এ দেশের মানুষ ৬-দফা দাবী আদায়ের জন্য দিকে দিকে সংগ্রাম শুরু করিয়াছে। পূর্ব বাংলার প্রতিটি ঘরে আজ ৬-দফার বাণী পৌঁছিয়াছে—এদেশের কৃষক, মজুর, শ্রমিক প্রভৃতি সকল পর্যায়ে লোক বুঝিতে পারিয়াছে যে, ৬-দফার মধ্য দিয়াই তাদের অধিকার স্থায়ীভাবে অর্জিত হইতে পারে।

রফিকুল হোসেন

আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট নেতা জনাব রফিকুল হোসেন দৃষ্টকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানের জনতাকে সার্বজনীন ভোটাধিকারের অযোগ্য ঘোষণা করিয়া ক্ষমতাসীন দল পাকিস্তানের বুনিয়াদকেই আঘাত করিয়াছেন। যাদের ভোটে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তারাই যদি আজ ভোটের অযোগ্য হয় তবে পাকিস্তান দাঁড়ায় কোথায়? আর সেই জনতার পক্ষে কাশ্মীরীদের গণভোটের মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী করা কি হাস্যাস্পদ শুনায় না?

ওবায়দুর রহমান

দলের সমাজসেবা সম্পাদক জনাব ওবায়দুর রহমান বলেন যে, ৬-দফার মধ্যদিয়া দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষাই প্রতিফলিত হইয়াছে। তাই ৬-দফাকে বাস্তবায়িত করার দায়িত্বও আজ দেশবাসীকেই গ্রহণ করিতে হইবে। ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব সামসুল হক সভায় সভাপতিত্ব করেন।

নরসিংদী শ্রমিক ইউনিয়নের তরফ হইতে ৬-দফার প্রতীকরূপে ৬-এর ফুল দিয়া সহিত একটি ফুলদানী আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরীকে উপহার দেওয়া হয়। সভাশেষে প্রস্তাব পাঠ করেন ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব বজলুর রহমান। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে ৬-দফা দাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। অপর এক প্রস্তাবে শেখ মজিবরসহ অন্যান্য রাজবন্দীর মুক্তির দাবী জানানো হয়। সভায় অবিলম্বে খাদ্য পরিস্থিতি ও দ্রব্যমূল্য হ্রাস করার জন্য দাবী জানান হয়। বিডি শ্রমিকদের জীবিকা নির্বাহের জন্য টেঙুপাতা আমদানীর উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার দাবী জানাইয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৩শে মে ১৯৬৬

দেশরক্ষা আইনের অপব্যবহারের নিন্দা

আটক নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে কুমিল্লা বার সমিতির ৩৫ জন সদস্যের যুক্ত বিবৃতি কুমিল্লা জেলা বার সমিতির ৩৫ জন বিশিষ্ট আইনজীবী এক যুক্ত বিবৃতিতে দেশরক্ষা আইনে আটক সকল রাজনৈতিক নেতার আশু মুক্তি দাবী করিয়াছেন। দেশরক্ষা আইন প্রয়োগ করিয়া রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের শায়েস্তা করার নীতিকে তাঁহারা অতীব দুঃখজনক বলিয়া বর্ণনা করেন। আইনজীবীগণ বলেন যে, নিজ কর্মসূচী সাধারণ্যে পেশ করার গণতান্ত্রিক অধিকার সব কয়টি রাজনৈতিক দলেরই আছে। শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর অন্যান্য সহকর্মীকে দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার করায় তাঁহারা বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, তাসখেন্দ ঘোষণার পর দেশে জরুরী অবস্থা অব্যাহত রাখার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে দেশরক্ষা আইনের ব্যবহার বিধানের অপব্যবহার ছাড়া আর কিছুই নয়। দেশে শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখার খাতিরে সরকারকে তাঁহারা আইনের অপব্যবহার বন্ধ করার আহ্বান জানাইয়াছেন। নিম্নোক্ত আইনজীবীরা যুক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর করিয়াছেনঃ

মেসার্স সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ সভাপতি, জেলা বার সমিতি; আহমদ আলী, বজলুর রহমান চৌধুরী, হাবিবুর রহমান, আবদুল গনী মুন্সি, আমীর হোসেন, আজিজুর রহমান ভূঁইয়া, ইব্রাহীম মজুমদার, মফিজুল ইসলাম, দলিলুর রহমান, গোলাম হায়দার, সুলতান আহমদ মজুমদার, এ, জেড, এন, মোর্শেদ, কাজী হাবিবুর রহমান, ইফতেখার রসুল, ফখরুল ইসলাম, আবদুল খালেক, এফ রহমান, মুজিবুর রহমান, আব্দুল খালেক, জাকির হোসেন

ভূঁইয়া, নিয়ামৎ উল্লাহ দেওয়ান, গোলাম হাসান, সৈয়দ মোস্তফা আলী, বদরোদ্দোজা চৌধুরী, বি, আলম, জালাল আহমদ, আবদুল ওয়াসেক, মুজাফর আলী ভূঁইয়া, মহব্বত আলী, আবদুস সামাদ ভূঁইয়া, এম, হোসেন, এস, আহমেদ এবং আবদুর রহমান খান।

মুক্তাগাছা

মুক্তাগাছা, ১৫ই মে- প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে গত ১৩ই মে এখানে অনুষ্ঠিত বিরাট জনসভা ও বিক্ষোভ মিছিলে অংশ গ্রহণকারী দৃঢ়প্রত্যয়ী প্রতিটি মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে ‘শেখ মুজিবের মুক্তি চাই।’

মুক্তাগাছা থানা আওয়ামী লীগ সম্পাদক ও প্রভাবশালী মৌলিক গণতন্ত্রী খোন্দকার আবদুল মালেক। শহীদুল্লা-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিরাট জনসমাবেশে বক্তৃতা করেন থানা ন্যাপ আহ্বায়ক ও বিশিষ্ট মৌলিক গণতন্ত্রী জনাব আবদুর রশীদ, আওয়ামী লীগ কর্মী আবু তাহের ও আশরাফ উদ্দিন প্রমুখ।

সভায় শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী, জরুরী আইন প্রত্যাহার, গ্রামে গ্রামে পূর্ণাঙ্গ রেশনিং প্রবর্তন, টেঙাপাতার উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং ৬-দফা মানিয়া লওয়ার দাবীসহ কতিপয় প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সভাশেষে হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ মানুষ কালো পতাকাসহ এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির করে।

শোভাযাত্রীরা ‘শেখ মুজিবের মুক্তি চাই,’ ‘শেখ মুজিব জিন্দাবাদ,’ ‘৬-দফা মানতে হবে,’ ‘৭ লক্ষ বিড়ি শ্রমিককে ভাতে মারা চলবে না,’ ‘দমননীতি বন্ধ কর,’ ‘গ্রামে গ্রামে পূর্ণাঙ্গ রেশনিং প্রথা চালুকর,’ ‘ট্যাক্স ও খাজনার বোঝা কমাতে হবে’ ও ‘আওয়ামী লীগ জিন্দাবাদ’ ইত্যাদি শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া শহর মুক্তাগাছার বিভিন্ন রাস্তায় প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। -সংবাদদাতা

দৈনিক ইত্তেফাক

২৩শে মে ১৯৬৬

করাচীতে ৬-দফার পক্ষে প্রচার অভিযান

করাচী, ২১শে মে।- করাচীর কোরাঙ্গী ও লাক্সী কলোনির আওয়ামী লীগ কর্মীরা গত ১৮ই মে এক বৈঠকে মিলিত হইয়া ৬-দফাকে জনপ্রিয় করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে ৬-দফা প্রচারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই প্রচারকার্য চালনার জন্য বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব এস, এম, খানকে চেয়ারম্যান করিয়া একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়।

আওয়ামী লীগ কর্মীদের সভায় শেখ মুজিবসহ আটক অপরাপর নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবী করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সম্পাদক জনাব খলিল আহমদ তিরমিজি কর্মীদের মধ্যে ৬-দফার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। ৬-দফার পক্ষে জনমত গড়িয়া তোলার জন্য তিনি কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। -সংবাদদাতা

দৈনিক ইত্তেফাক

২৪শে মে ১৯৬৬

লীগ নেতা বলেন :

‘জন সমর্থনের অভাবে ৬-দফা ব্যর্থ হইয়াছে’

পাকিস্তান মুসলিম লীগের (কনভেনশন) সেক্রেটারী জেনারেল সরদার মোহাম্মদ আসলাম গত রবিবার জনগণকে এই মর্মে হুঁশিয়ার করিয়া দেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারকে দুর্বল ও দেশকে বিচ্ছিন্ন করাই আওয়ামী লীগের ৬-দফা দাবীর লক্ষ্য।

সরদার আসলাম জাতীয় পরিষদেরও সদস্য। তিনি এ,পি,পি’র সহিত এক সাক্ষাৎকারে ৬-দফার প্রবক্তাদের বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, তাঁহারা পাকিস্তানের জনগণের সামগ্রিক স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করিতেছেন। তিনি বলেন, পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তান ছাড়া এবং পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান ছাড়া টিকিয়া থাকিতে পারে না। জাতীয় ঐক্য ও সংহতিই আজিকার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন।

লীগ নেতা বলেন যে, বৃহত্তর জনসাধারণের সমর্থন ও সহানুভূতি লাভ করিতে না পারায় ৬-দফা কর্মসূচী বস্তুতঃ ব্যর্থ হইয়াছে। দেশের উভয় অংশের জনগণ বুঝিতে পারিয়াছে যে, এই কর্মসূচী দেশকে বিচ্ছিন্ন করিবে। তিনি আরও বলেন, একবার জাতীয় সংহতিতে ফাটল ধরিলে উহা দেশের জনগণের জন্য বিপর্যয় ডাকিয়া আনিবে। সরদার আসলাম বলেন, আগামী ১৫ই জুন হইতে দেশব্যাপী সর্বনিম্ন স্তর হইতে নূতন করিয়া মুসলিম লীগ সদস্য সংগ্রহ শুরু করা হইবে। -এ ,পি,পি

দৈনিক ইত্তেফাক

২৬শে মে ১৯৬৬

শেখ মুজিবর রহমানকে আদালতে হাজির করা হয় নাই

(স্টাফ রিপোর্টার)

দেশরক্ষা আইনে আটক পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানসহ অন্যান্য কয়েকজনের বিরুদ্ধে আনীত প্রচারপত্র নিষ্পেক্ষ মামলার

তারিখ গতকাল (বুধবার) ছিল। ঢাকার মুন্সেফ ও প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আবদুল হকের আদালতে কাল তাঁর হাজির হওয়ার কথা ছিল। তাঁর পক্ষের আইনজীবীরা আদালতে উপস্থিতও ছিলেন। কিন্তু শেখ মুজিবকে কাল আদালতে হাজির করা হয় নাই বলিয়া আওয়ামী লীগ সদর দফতর কর্তৃক প্রচারিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা আইনের ৭(৩) ধারায় আনীত আর একটি মামলায় গত ২৩শে মে শেখ মুজিবর রহমানের ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এম, এ, মালেকের আদালতে হাজির হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেদিনও তাঁহাকে আদালতে হাজির করা হয় নাই, সেদিনও শেখ সাহেবের কৌসুলীরা সংশ্লিষ্ট আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৬শে মে ১৯৬৬

নেতৃবৃন্দের আশু মুক্তি দাবীতে বিভিন্ন স্থানে সভা

দেশরক্ষা আইনের অপপ্রয়োগ হইতে বিরত থাকার আহ্বান

২৪শে মে— হাটহাজারী থানা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এবং বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা ও চট্টগ্রাম মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক জনাব শফিকুল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে গত সোমবার এক কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পাকিস্তান রক্ষাবিধির অপপ্রয়োগের প্রতিবাদ করিয়া ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে উক্ত আইনবলে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা করিয়া বক্তৃতা করেন জনাব নূরুল আলম চৌধুরী, এস, এম, ইউনুস মিয়া, বখতিয়ার উদ্দীন চৌধুরী প্রমুখ বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ কর্মী। সভাপতি জনাব শফিকুল ইসলাম চৌধুরী সরকারের এই ধরপাকড়ের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া শেখ মুজিবর রহমানসহ সকল নেতার আশু মুক্তি দাবী করেন। ইহা ছাড়া তিনি জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার ও গ্রামাঞ্চলে পূর্ণ রেশনিং প্রথা প্রবর্তনের দাবী জানান। সভায় আগামী ৭ই জুনের হরতাল দিবসকে সাফল্যমণ্ডিত করার আহ্বান জানাইয়া কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সর্বদলীয় শ্রমিক সভা

গত ২০শে মে চট্টগ্রাম বিদ্যুৎ শ্রমিকদের ধর্মঘটের সমর্থনে এবং পূর্ব পাকিস্তানের বিশিষ্ট শ্রমিক ও জননেতা আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক জনাব জহুর আহমদ চৌধুরীসহ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের প্রতিবাদে ও খাদদ্রব্যের মূল্য হ্রাসের দাবীতে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংস্থার সকল শাখার এক বর্ধিত কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব এস, এম, রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই

সভায় চট্টগ্রাম বিদ্যুৎ শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী-দাওয়ার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইয়া অবিলম্বে বিদ্যুৎ শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া মানিয়া লওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। অন্যথায় চট্টগ্রাম শ্রমিক সমাজ বিদ্যুৎ শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী-দাওয়ার সমর্থনে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন গড়িয়া তুলিবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

পটিয়া

সম্প্রতি পটিয়া থানা আওয়ামী লীগ কার্যকরী সংসদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান ও চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব এম, এ, আজিজ এবং অন্যান্য প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ নেতাসহ সকল রাজবন্দীর আশু মুক্তি এবং হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানানো হয়। অপর এক প্রস্তাবে খাদ্যমূল্য স্বাভাবিক পর্যায়ে রাখার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানানো হয়।

হয়রানি বন্ধ করার দাবী

নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের প্রতিবাদে ও তাহাদের আশু মুক্তি দাবীতে চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ডাঃ সৈয়দুর রহমান চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব রহমত উল্লাহ চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক মিঃ বিধান সেন এবং কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ শফী এক যুক্ত বিবৃতি দিয়াছেন। বিবৃতিতে তাহারা বলেনঃ “গত ২০শে মে চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা জনাব মুহাম্মদ ইদ্রিস ও জেলা আওয়ামী লীগ কোষাধ্যক্ষ বাবু মানিক চৌধুরীকে পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার করায় আমরা বিস্মিত হইয়াছি। তাহা ছাড়াও শহর আওয়ামী লীগ কার্যকরী সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নানের গৃহে ঐ রাত্রে পুলিশ তল্লাশী চালায়। এইভাবে নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার ও হয়রানির নিন্দা করার ভাষা আমাদের জানা নাই।” ইতিপূর্বেও সরকার দেশরক্ষা আইনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানসহ প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করিয়াছেন। বিবৃতিতে তাহারা বলেন, “সরকার দাবী করেন যে, জনগণ তাহাদের শাসন ও নীতিকে সমর্থন করে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজেদের মতবাদ বাধামুক্তভাবে প্রকাশ করিতে পারিতেছে। অথচ সেই সরকারই আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার ও হয়রানি করিতেছে।” তাহারা অবিলম্বে সরকারের এই নীতির পরিবর্তন ও নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবী জানাইয়াছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৭শে মে ১৯৬৬

শেখ মুজিবসহ রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী

গতকাল (বৃহস্পতিবার) রাজারবাগ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের এক সভায় শেখ মুজিবর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করা হয়। সভায় আওয়ামী লীগ কর্তৃক আহূত ৭ই মে হরতালের বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং এই দিনের হরতালকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সর্বপ্রকার সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেওয়া হয়। সভায় খাদ্যমূল্যের জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং দ্রব্যমূল্য হ্রাসের দাবী জানান হয়। ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সম্পাদক জনাব আলী হোসেন সভায় ৬-দফার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করিয়া উহা আদায়ের জন্য দেশবাসীকে আগাইয়া আসার আহ্বান জানান।

সভায় আগামী ২৯শে মে মালীবাগ চৌরাস্তা সংলগ্ন মাঠে শেখ মুজিবর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবীতে এক জনসভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত করা হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৮শে মে ১৯৬৬

৭ই জুনের হরতালের সমর্থনে গণতান্ত্রিক শিবিরে অভূতপূর্ব সাড়া
(স্টাফ রিপোর্টার)

দেশ ও দেশের স্বার্থে ‘শক্তিশালী কেন্দ্রের’ পরিবর্তে ‘শক্তিশালী পাকিস্তান’ গঠনের কর্মসূচী ৬-দফার প্রবক্তাদের দেশরক্ষা আইনে আটকের প্রতিবাদে এবং দেশের বুক হইতে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, রাজনৈতিক কারণে নির্যাতন বন্ধ, রাজবন্দীদের মুক্তি, খাদ্য ও দ্রব্যমূল্য হ্রাস, কর্মচ্যুৎ বিড়ি শ্রমিক ও বেকারদের কর্মসংস্থান, কৃষক-শ্রমিক নির্বিশেষে সকল মানুষের সত্যিকার মুক্তিসাধন, সংবাদপত্রের ও বাকস্বাধীনতা কায়ম প্রভৃতির দাবীতে আওয়ামী লীগ আগামী ৭ই জুন প্রদেশব্যাপী যে সাধারণ হরতাল পালনের আহ্বান জানাইয়াছেন তাহাকে সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য প্রদেশের গণতান্ত্রিক শিবিরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়াছে। অবশ্য মহল বিশেষ হইতে এই দিনের হরতাল বানচাল করিবার জন্য যে চেষ্টা চলিতেছে না, তাহা নহে। কিন্তু তাহাদের জারিজুরি ইতিমধ্যেই প্রকাশ হইয়া পড়ায় গণতান্ত্রিক শিবিরে এই দিনটিকে সাফল্যমণ্ডিত করার সংকল্প দৃঢ়তর হইয়াছে। গত কয়েক দিনে শত শত পোষ্টার ঢাকার রাস্তাঘাট ও যানবাহন অঙ্ককারে এক বিশেষ শ্রেণীর বেনতনভুক্ত ‘কর্মীদের’ যখন তাহা ছিড়িয়া

ফেলিবার ‘ব্রত’ গ্রহণ করে তখনই উক্ত মহলবিশেষের কারসাজি ধরা পড়িয়া যায় এবং তখন হইতেই গণতান্ত্রিক শিবিরের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীগণ প্রতিপক্ষের সকল জারিজুরি বানচাল করিয়া ৭ই জুনের সাধারণ হরতালকে সাফল্যমণ্ডিত করাকে মহান কর্তব্য জ্ঞান করিয়া সহযোগিতার হস্ত লইয়া আগাইয়া আসেন। এই সত্যোপলব্ধির ভিত্তিতেই প্রদেশের দূর-দূরান্তের শ্রমিক-কৃষক হইতে শুরু করিয়া সকল মহলই ৭ই জুনের হরতালের মধ্য দিয়া দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার প্রশ্নে প্রদেশবাসীর সুস্পষ্ট রায় জানাইয়া দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার মুখপাত্রগণ ইতিমধ্যেই আওয়ামী লীগের সহিত সহযোগিতাক্রমে ৭ই জুনের হরতাল সাফল্যমণ্ডিত করার ব্যাপারে আগাইয়া আসিয়াছেন। অনেকে আবার বিবৃতির মাধ্যমেও এই দিনটিকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য দলমত নির্বিশেষে সকল মহলের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

কর্ণফুলী কাগজ কল শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ও পূর্ব পাকিস্তান লেবার ফেডারেশনের সহ-সভাপতি আগামী ৭ই জুনের হরতালের প্রতি পূর্ণ সমর্থন দিয়াছেন। সকল প্রকার নির্যাতনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হইয়া স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে এই হরতালকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য তিনি প্রদেশের শ্রমিক সমাজের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

জনাব মকবুল হোসেন সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে গতকাল বলেন যে, ৬-দফার মধ্য দিয়াই জনসাধারণ যাবতীয় শোষণের হাত হইতে অব্যাহতি কামনা করিতেছে; কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান না করিয়া সরকার আবার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে জেলে পুরিয়া দেওয়ার ও অন্যান্যভাবে নির্যাতনের পথ বাছিয়া নিয়াছেন। এই পটভূমিকায় আগামী ৭ই জুন প্রদেশব্যাপী যে সাধারণ হরতাল আহ্বান করা হইয়াছে সকল স্তরের মানুষ তাকে স্বাগতম জানাইয়াছে।

পূর্ব পাক বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন

আওয়ামী লীগ কর্তৃক আহূত ৭ই জুনের হরতালকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তোলার জন্য সকল শ্রেণীর শ্রমিক ও জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাইয়া পূর্ব পাকিস্তান বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি জনাব নূরুল ইসলাম গতকাল (শুক্রবার) সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিয়াছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, ঐতিহাসিক ৬-দফা যখন সকল শ্রেণীর মানুষের সমর্থন লাভ করিতেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে ৬-দফার প্রবক্তা শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে এবং অন্যান্য বহুবিধ দাবীতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ আগামী ৭ই জুন

প্রদেশব্যাপী সাধারণ হরতাল পালনের যে আহ্বান জানাইয়াছেন তার প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন রহিয়াছে।

পরিশেষে তিনি আওয়ামী লীগ কর্তৃক আহূত ৭ই জুনের হরতাল দিবসকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তোলার জন্য সকল স্তরের মানুষকে বিশেষ করিয়া শ্রমিকদের এই হরতালকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য দলমত নির্বিশেষে প্রদেশের সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

বিস্তীর্ণতা তাঁহারা বলেনঃ “পূর্ণ গণতন্ত্র কায়েম, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে আঞ্চলিক শাসন অর্জন, রাজনৈতিক কারণে নির্যাতন বন্ধ করা, কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত নির্বিশেষে শোষিত জনগণের মুক্তিসাধন, খাদ্য ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সমস্যার সমাধান, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, সংবাদপত্রের ও বাক-স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার এবং রাজবন্দীদের মুক্তি প্রভৃতি দাবীতে উক্ত হরতাল আহ্বান করা হইয়াছে। এই দাবীগুলি কোন দলবিশেষের নয়, বরং দেশের শোষিত ও নির্যাতিত কোটি কোটি মানুষের বাঁচা-মরার প্রশ্নের সঙ্গে উহা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং যেসব দাবী-দায়ের সঙ্গে সকল সাধারণ মানুষের স্বার্থ জড়িত তাহার বাস্তবায়নের জন্য যে কোন গণ-আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার দায়িত্ব কোন দেশপ্রেমিক নাগরিক অস্বীকার করিতে পারে না।” এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সোস্যালিস্ট পার্টি আশা করে যে, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির নীতিতে বিশ্বাসী সকল দল ও সকল শ্রেণীর জনগণ আগামী ৭ই জুনের হরতালকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আগাইয়া আসিবেন।

কমলাপুর আওয়ামী লীগ

গতকাল কমলাপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ কর্মীরা ৭ই জুনের হরতালের সমর্থনে আগামী ১লা জুন হইতে পথসভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত করে। জনাব এম, এ, জলিলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আজাদ

২৯শে মে ১৯৬৬

৭ই জুন প্রদেশব্যাপী হরতাল পালনের প্রস্তুতি গ্রহণ

(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শেখ মুজিবর রহমানসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মুক্তি ও বিভিন্ন দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আগামী ৭ই জুন প্রদেশব্যাপী হরতাল পালন করা হইবে।

এই উপলক্ষে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন শাখা ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছে এবং এই হরতালকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে জনসাধারণের নিকট আহ্বান জানান হইয়াছে।

আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবীতে সভা

জনাব শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে অদ্য রবিবার রাজারবাগ আওয়ামী লীগের উদ্যোগে মালিবাগে চৌরাস্তাসংলগ্ন মাঠে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে। বিভিন্ন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এই সভায় বক্তৃতা করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

Morning News

29th May 1966

Mujib's Release Urged

(By Our Staff Reports)

A meeting of the workers of the East Pakistan Awami League Tejgaon East and West unit was held yesterday under the chairmanship of Mr. M. Razzaque.

The meeting, which was addressed by a number of speakers demanded the release of Sheikh Mujibur Rahman and other political prisoners. The meeting also demanded the lifting of state of emergency and introduction of statutory rationing throughout the province. The meeting also lent full support to the party's call for hartal on June 7.

Meanwhile in another meeting at Keraniganj under the auspices of the local Awami League unit similar demands were made.

আজাদ

৩০শে মে ১৯৬৬

নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবী

মালিবাগের চৌরাস্তায় জনসভা

(স্টাফ রিপোর্টার)

রাজারবাগ আওয়ামী লীগের উদ্যোগে মালিবাগ চৌরাস্তার ময়দানে গতকাল রবিবার বিকালে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় গৃহীত প্রস্তাবে জনাব শেখ মুজিবর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করা হয়।

সভায় গৃহীত অপর প্রস্তাবে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কর্তৃক আহূত আগামী ৭ই জুন হরতালের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয় এবং হরতালকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য সকল মহলের নিকট আহ্বান জানান হইয়াছে।

উক্ত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব সিদ্দিকুর রহমান হাজরা। সভায় বিভিন্ন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন।

সভায় গৃহীত অপর প্রস্তাবে অবিলম্বে পূর্ণ রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা ও জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের দাবী করা হয়।

রোকনপুরে জনসভা

শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের প্রেফতারের প্রতিবাদে এবং আগামী ৭ই জুন হরতাল পালনের পরিপ্রেক্ষিতে গতকল্য রবিবার বিকালে রোকনপুরে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব সিরাজ উদ্দিন (এম,পি, এ, ঢাকা শহর) উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বলিয়া গতকল্য আওয়ামী লীগের এক প্রেস রিলিজে প্রকাশ।

দৈনিক ইত্তেফাক

৩০শে মে ১৯৬৬

শেখ মুজিবসহ আটক নেতাদের মুক্তি দাবী

তাসখেন্দ ঘোষণার পর দেশরক্ষা বিধি প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় নহে

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

কিশোরগঞ্জ, ২৮শে মে। - সম্প্রতি জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব আবদুল কুদ্দুসের সভাপতিত্বে কিশোরগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, দলীয় সংগঠন, খাদ্য ও অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক উর্ধগতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। আওয়ামী লীগের বর্তমান নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সুবিধার্থ দলীয় তহবিল গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। সভায় পূর্ব পাক আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য নেতার আশু মুক্তি দাবী ও ৬-দফা বাস্তবায়নের খাতিরে বৃহত্তর ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। ইহাছাড়া সভায় দেশরক্ষা বিধি ও টেঙুপাতা অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার, খাদ্য ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতি রোধ এবং প্রদেশে পূর্ণ রেশনিং প্রবর্তনের দাবী জানাইয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

সম্মেলনের অপর এক প্রস্তাবে কায়রো বিমান দুর্ঘটনায় নিহত দৈনিক ইত্তেফাকের প্রধান সহকারী সম্পাদক মরহুম আহমেদুর রহমানসহ অন্যান্য সাংবাদিকদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

৩১শে মে ১৯৬৬

জেলে শেখ মুজিবের সঙ্গে দুইজন আইনজীবীর সাক্ষাৎ

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল (সোমবার) ঢাকা হাইকোর্টের এডভোকেট জনাব এম, এ, রব এবং এডভোকেট জনাব আমিনুল হক ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে দেশরক্ষা আইনে আটক পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত সাক্ষাৎ করেন। শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ হইতে আনীত হেবিয়াস কর্পাস মামলা সম্পর্কে আইনজীবীরা তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করেন।

শেখ মুজিবুর রহমান মামলার পূর্ণ শুনানীকালে প্রয়োজনীয়তাবোধে নিজ আইনজীবীগণকে পরামর্শ দিবার জন্য আদালতে উপস্থিত থাকার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন।

আজাদ

১লা জুন ১৯৬৬

ন্যাপ নেতার বিবৃতি

শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী

(সংবাদদাতার তার)

সৈয়দপুর, ৩০শে মে। - স্থানীয় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সেক্রেটারী জনাব মজিবুর রহমান সম্প্রতি এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের প্রেফতারের তীব্র প্রতিবাদ জানান। তিনি অবিলম্বে শেখ মুজিবসহ দেশরক্ষা আইনে বন্দী সকল রাজবন্দী, সাংবাদিক, শ্রমিক ও সংখ্যালঘু নেতাদের আশু মুক্তির দাবী জানান। তিনি অবিলম্বে জরুরী আইন প্রত্যাহার এবং নিরপেক্ষ সাংবাদিকতাকে কোণঠাসা না করার জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ করেন।

Morning News

2nd June 1966

Mujib's 6-Point Plan Will Ultimately Lead To Secessionist Trend

RAWALPINDI, June 1 (PPA) : Mr. Masihur Rahman, MNA and a Leader of the National Awami Party yesterday said the six-point programme of Sheikh Mujibur Rahman if implemented would ultimately lead to secessionist trend in the whole country.

“Even if I were the President would never allow the six-points to be implemented”, he added.

He was speaking at a meeting of the NAP workers here last evening, the meeting was also addressed by the newly-elected MNA of the party, Mir Ghouse Bakhsh Bezeno and Mian Arif Iftikhar, MNA.

Mr. Masihur Rahman discussed at length the implications of the six-points and said such a demand could only crop up as a result of “dissatisfaction” in the country. It was basically a quarrel against exploitation only “positive approach” against the six-points, he felt could be that the country should have a Socialist society, Socialism alone, he said was the guarantee against any secessionist trends.

Explaining the NAP programme, Mr. Rehman said a “struggle for democracy” necessarily implied an untiring struggle against imperialism. The type of democracy for which the NAP was fighting, he said, was democracy for socialism. “A democracy by the people for the total good of the total people”.

U. S. AID

Talking of the economic policies of the Government. He bitterly attacked American aid and called it “haram” for Pakistan. Previously, he said, America.

MASIHUR RAHMAN

Used to give economic aid as a measure of political strategy. Now the situation had changed. The aid was today being used as a lever for American global military strategy.

The aid-giving capacity of America having been reduced substantially, he said, the new policy was to extend aid to suit the pentagon strategy.

America was giving substantial food grains to India to gain favour of the 450 million people against China. The American Government was certain that it could not fight China militarily and as such, feels that one maund of wheat for every Indian would serve as the best imperialist weapon against China, he said.

সংবাদ

৭ই জুন ১৯৬৬

গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবীতে

আওয়ামী লীগের আহ্বানে অদ্য প্রদেশব্যাপী হরতাল

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

রাজবন্দীদের মুক্তি ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে আজ প্রদেশ ব্যাপী হরতাল পালনের জন্য পূর্ব পাকিস্তান-আওয়ামী লীগ জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছে।

গতকাল গভীর রাত্রি পর্যন্ত একদিকে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে হরতালের সাফল্যের জন্য আওয়ামী লীগ কর্মীরা তৎপর থাকে, মশাল শোভাযাত্রা, খাদ্য মিছিল, পোস্টারিং করিতে থাকে। অপর পক্ষে সরকারী লীগের কর্মীরা মাইকযোগে ও প্রচারপত্র মারফত হরতাল পালন না করার জন্য জনসাধারণের প্রতি উপদেশ প্রদান করিতে থাকে।

জানা গিয়াছে যে, স্বার্থান্বেষী মহল আদমজী মিল ও প্রদেশের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে হরতালকে কেন্দ্র করিয়া শ্রমিকদের মধ্যে গোলযোগ বাধাইবার প্ররোচনা দিতেছে। হরতাল বানচাল করার জন্য শহরের বিভিন্নস্থানে টাকা-পয়সা ছিটাইবার গুজব শুনা গিয়াছে।

সরকারের পুলিশ বাহিনীকে গত কয়েকদিন ধরিয়া অত্যন্ত তৎপর হইতে দেখা যায়। গতকাল লরী ভর্তি সশস্ত্র পুলিশকে শহরের বিভিন্ন স্থানে টহল দিতে দেখা যায়। গত কয়েকদিন ধরিয়া ব্যাপক সংখ্যক হরতালের প্রচারকার্যেরত রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়।

গতকাল্য নারায়ণগঞ্জে ই পি আর বাহিনী মোতায়েন করা হয়। সরকার বিরোধী চেতনা হইতে জনসাধারণের বিপুল অংশ হরতালের সাফল্য কামনা করিতেছে।

অনেককে আক্ষেপ করিতে শোনা গিয়াছে যে, সরকার বিরোধী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলসমূহ একযোগে হরতাল আহ্বান করিলে ও শ্রমিককৃষক প্রভৃতি বুদ্ধিজীবীগণ সংগঠনসমূহের সহায়তা গ্রহণ করা হইলে হরতালের সাফল্যের ব্যাপকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাইত।

হরতালের সমর্থনে

আজিকার হরতালকে পূর্ণভাবে সফল করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাইয়া প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য ডঃ আজাহার উদ্দিন আহমদ একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন।

সংবাদ

৯ই জুন ১৯৬৬

হরতাল প্রসঙ্গে সরকারী প্রেসনোট : ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে

পুলিশের গুলীতে ১০ ব্যক্তি নিহত

ঢাকা, ৭ই জুন- আওয়ামী লীগ কর্তৃক আহূত হরতাল ৭-৬-৬৬ তারিখে অতি প্রতুষ হইতে পথচারী ও যানবাহনে ব্যাপক বাধা সৃষ্টির মাধ্যমে সংগঠিত করা হয়। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় ছোকরা ও গুণ্ডাদের লেলাইয়া দেওয়া হয়। ই পি আর টি সি বাসগুলিতে ইট-পাটকেল ছোঁড়া হয় এবং টায়ারের পাম্প ছাড়িয়া দিয়া সর্বপ্রকার যানবাহনে অচলাবস্থা সৃষ্টি করা

হয়। নিরিহ জনসাধারণ ও অফিস যাত্রীদের অপমান ও হয়রান করা হয়। হাইকোর্টের সম্মুখে তিনটি গাড়ী পোড়াইয়া দেওয়া হয়। পুলিশ কার্জন হল, বাহাদুর শাহ পার্ক ও কাওরান বাজারের নিকট গুণ্ডাদের বাধা দান করে এবং টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয় দেয়।

তেজগাঁওয়ে ২-ডাউন চট্টগ্রাম মেইল তেজগাঁও রেল স্টেশনের আউটার সিগন্যালে আটক করিয়া লাইনচ্যুত করা হয়। ট্রেনখানা প্রহরা দানের জন্য একদল পুলিশ দ্রুত তথায় গমন করে। জনতা তাহাদের ঘিরিয়া ফেলে এবং তুমুলভাবে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। ফলে বহু পুলিশ কর্মচারী আহত হয়। যখন পুলিশ জনতার কবলে পড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হয় তখন আত্মরক্ষার জন্য তাহারা গুলীবর্ষণ করে। ফলে ৪ ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

পূর্বাং ১০ ঘটিকায় প্রায় ৩শত উচ্ছৃঙ্খল জনতা কর্তৃক তেজগাঁওস্থ ল্যাণ্ড রেকর্ড ও সার্ভে ডিরেক্টরের অফিস আক্রান্ত হয়। জনতা তুমুলভাবে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে। ফলে অফিসের যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়।

জনতা অতঃপর সেটেলমেন্ট প্রেসের দিকে অগ্রসর হইয়া প্রিন্টিং মেশিনসমূহের দারুণ ক্ষতি সাধন করে। আক্রমণের সময় প্রেসের তিনজন কর্মচারী আহত হয়।

নারায়ণগঞ্জে এক উচ্ছৃঙ্খল জনতা সকাল ৬-৩০ মিনিটের সময় গলাচিপা রেলওয়ে ক্রসিং-এর নিকট ঢাকাগামী ট্রেন আটক করে। পরে জনতা নারায়ণগঞ্জগামী ৩৪ নং ডাউন ট্রেন আটকাইয়া উহার বিপুল ক্ষতিসাধন ও ড্রাইভারকে প্রহার করে। জনতা জোর করিয়া যাত্রীদের নামাইয়া দেয়। যাত্রীদের উদ্ধারের জন্য আগত একটি পুলিশ দল আক্রান্ত এবং বহুসংখ্যক পুলিশ কর্মচারী আহত হয়। পুলিশ দল লাঠিচার্জের সাহায্যে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। অতঃপর বন্দুক সহ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এক জনতা নারায়ণগঞ্জ থানা আক্রমণ করিয়া দারুণ ক্ষতি সাধন এবং বন্দুকের গুলীতে পুলিশ অফিসারদের জখম করে উচ্ছৃঙ্খল জনতা থানা ভবনে প্রবেশ করার পর পুলিশ আত্মরক্ষার্থ গুলীবর্ষণ করার ফলে ছয় ব্যক্তি নিহত ও আরও ১৩ ব্যক্তি আহত হয়। ৪৫ জন পুলিশ আহত হন এবং তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের আঘাত গুরুতর।

পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী জনাব এম এ জাহেরের মোটরগাড়ী ভস্মীভূত ও তাঁহার বাড়ী লুণ্ঠিত হয়। নারায়ণগঞ্জ ও চাষাড়ার মধ্যে রেলওয়ে সিগন্যালিং লাইন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা হয়। টঙ্গীতে বিভিন্ন মিলের শ্রমিকেরা ধর্মঘট পালন করে এবং একটি শোভাযাত্রা বাহির করে। কাওরান বাজারের এক উচ্ছৃঙ্খল জনতা একজন সার্জেন্টকে প্রহার ও তাঁহার স্কুটারের ক্ষতিসাধন করে এবং রেলওয়ে ক্রসিং-এর নিকট একটি মালবাহী ট্রেন থামাইয়া দেয়।

“ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক শ্রেণীর ছাত্ররা পিকেটিং করে এবং সেখানে আংশিক ধর্মঘট পালিত হয়। ঢাকা হলও বাহিরের লোকদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। পুলিশ ও ই পি আর দ্রুত ঘটনা স্থলে উপনীত হইয়া পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে।

দুপুরে আদমজী, সিদ্দিকগঞ্জ ও ডেমরা এলাকার শ্রমিকগণ ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন করিয়া শোভাযাত্রা সহকারে ঢাকা অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। ঢাকা নগরীর দুই মাইল দূরে ইপি আর বাহিনীর একটি দল শোভাযাত্রার গতি রোধ করে। অপরাহ্নে এক জনতা গেঞ্জারিয়ার নিকট একখানি ট্রেন আটক করে। চট্টগ্রামগামী গ্রীন এ্যারো ও ঢাকা অভিমুখী ৩৩-আপ ট্রেন খানিকে অপরাহ্নের দিকে তেজগাঁও স্টেশনে আটক করা হয়। যাহা হউক, ট্রেন যোগাযোগ অল্পক্ষণ পরেই পুনরায় চালু করা হয়।

সন্ধ্যার পর একটি উচ্ছৃঙ্খল জনতা কালেক্টরেট ও পরে স্টেটব্যাঙ্ক আক্রমণ করে। রক্ষিণ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য গুলীবর্ষণ করে।

বেলা ১১ টায় ৫ বা ততোধিক ব্যক্তির একত্র সমাবেশ ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া ১৪৪ ধারা জারী করা হয়।

শহরের অন্যান্য স্থানে পরিস্থিতি শান্ত ও স্বাভাবিক ছিল।

আরও ১ ব্যক্তির মৃত্যু

ঢাকা, ৮ই জুন (এ,পি,পি)।— অদ্য ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে বলিয়া এক সরকারী প্রেসনোটে প্রকাশ।

পূর্ব পাকিস্তান সরকারের এই প্রেসনোটে বলা হয় যে, “কোনস্থানে কোন প্রকার উত্তেজনা, শান্তি ভঙ্গ হইতে পারে এ ধরনের কিংবা দুর্ভাগ্যজনক কোন ঘটনা সংঘটিত হয় নাই।” ইহাতে উল্লেখ করা হয় যে, “সকল দোকানপাট খোলা ছিল এবং যানবাহন সাধারণভাবে চলাচল করিতেছিল।”

আরও বলা হয় যে, “গতকাল পুলিশের গুলীবর্ষণের ফলে আহত ব্যক্তিদের মধ্যে আরও একজন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। প্রদেশের অন্যান্য অঞ্চলের অবস্থা স্বাভাবিক ও শান্ত রহিয়াছে।”

Morning News

15th June 1966

Mujib's Ailing Mother

Removed To Khulna

Mother of Mr. Sheikh Mujibur Rahman, President, East Pakistan Awami League (now detained in Dacca Central Jail), who was seriously ill so long has been removed from Gopalganj to Khulna for better treatment, according to an East Pakistan Awami League Press release issued yesterday.

আজাদ

১৬ই জুন ১৯৬৬

শেখ মুজিব ও অন্যান্য নেতার হেবিয়াস কর্পাসের শুনানী শুরু

(হাইকোর্ট রিপোর্টার)

গতকল্য বুধবার ঢাকা হাইকোর্টের এক ডিভিশন বেঞ্চ সমীপে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শেখ মুজিবুর রহমান, সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী ও বিশিষ্ট সদস্য জনাব মোশতাক আহমদ (এডভোকেট) এবং আরও ৭ ব্যক্তির পক্ষ হইতে পেশকৃত হেবিয়াস কর্পাস আবেদনের শুনানী আরম্ভ হইয়াছে।

প্রসংগতঃ উল্লেখযোগ্য যে, উপরোক্ত ব্যক্তিদের বিভিন্ন তারিখে প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনের ৩২ দফা মোতাবেক গ্রেফতার করিয়া কারাগারে আটক রাখা হইয়াছে।

আবেদনকারীদের পক্ষে সওয়াল জওয়াব করা হয় যে, আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত আটকাদেশ অনিশ্চিত এখতয়ার বহির্ভূত এবং অবৈধ। তাছাড়া যেহেতু আবেদনকারীরা ক্ষমতাসীন সরকারের সমর্থক নহে সেহেতু অযথা হয়রানী করার উদ্দেশ্যে তাহাদের আটক রাখা হইয়াছে। সর্বোপরি আবেদনকারীদের পক্ষ হইতে অভিযোগ করা হয় যে, দেশে জরুরী অবস্থা না থাকা সত্ত্বেও প্রতিরক্ষা আইন কার্যকরী রাখা এবং উক্ত আইনের ভিত্তিতে আবেদনকারীদের আটক সরকারের অসৎ উদ্দেশ্য ও অসৎ নীতির পরিচায়ক।

দিনের শেষে আবেদনকারীদের সওয়াল জবাব অসমাপ্ত থাকে। উপরোক্ত মামলার অসমাপ্ত শুনানী আবার আগামীকল্য বৃহস্পতিবার বিচারপতি জনাব এম আর খান ও বিচারপতি জনাব আবদুল্লাহ সমীপে সকাল ১০-৩০ মিঃ ঘটিকার সময় আরম্ভ হইবে।

আবেদনকারীদের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন জনাব আবদুস সালাম খান ও জনাব এম এ রব। তাহাদের সাহায্য করেন জনাব আমিনুল হক ও জনাব কামরুল ইসলাম।

সরকারপক্ষে ছিলেন এডভোকেট জেনারেল জনাব মকসুমুল হাকিম ও তাহাকে সাহায্য করেন জনাব এস এম আব্বাস ও জনাব আবদুল মালেক।

Pakistan Observer

17th June 1966

Sk. Mujib not ill

Sk. Mujibur Rahman who is now in Dacca Central Jail under DPA has not been transferred in jail hospital, it is authoritatively learnt in Dacca on Monday night, reports APP.

The source reports that “it appears from a section of Press that Sk. Mujibur Rahman, the President of East Pakistan Awami League, now under detention under DPR in the Dacca Central jail, is seriously ill and has been transferred to jail hospital is not at all correct”.

Sk. Mujibur Rahman complained of pain in the abdomen on May 11. He was immediately attended by the jail doctor and the Civil Surgeon. It is learnt from their reports that his ailment was very minor and he was treated in his ward. There was no need of his transfer to jail hospital at any stage. He is now quite well.

সংবাদ

১৭ই জুন ১৯৬৬

হাইকোর্টে রীট

শেখ মুজিবরসহ ১১ ব্যক্তির আটকাদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ

ঢাকা, ১৫ই জুন।- গত বুধবার ঢাকা হাইকোর্টের এক ডিভিশন বেঞ্চ সমীপে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শেখ মুজিবুর রহমান, সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী ও বিশিষ্ট সদস্য জনাব মোশতাক আহমেদ (এডভোকেট) এবং অপর ৭ ব্যক্তির পক্ষ হইতে পেশকৃত হেবিয়াস কর্পাস শুনানী আরম্ভ হইয়াছে।

আবেদনকারীদের পক্ষে সওয়াল জওয়াবক্রমে বলা হয় যে, আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ নির্দিষ্ট নয়, অবৈধ ও আইনের এখতিয়ার বহির্ভূত। আবেদনকারীগণ সরকারের সমর্থক নয় বিধায় অযথা হয়রানির জন্য তাহাদের আটক রাখা হইয়াছে। সর্বোপরি আবেদনকারীর পক্ষ হইতে অভিযোগ করা হয় যে, দেশে জরুরী অবস্থা না থাকা সত্ত্বেও প্রতিরক্ষা আইন কার্যকরী রাখা এবং উক্ত আইনের ভিত্তিতে আবেদনকারীদের আটক রাখা সরকারের অসৎ উদ্দেশ্য ও অসৎ নীতির পরিচায়ক। দিনের শেষে আবেদনকারীদের সওয়াল জবাব এবং উপরোক্ত মামলার শুনানী অসমাপ্ত থাকে।

আবেদনকারীদের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন জনাব আবদুস সালাম খান ও জনাব আবদুর রব, জনাব আমিনুল হক ও জনাব কামরুল ইসলাম তাহাদের সাহায্য করেন।

সরকারপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন এডভোকেট জেনারেল জনাব মকসুদুল হাকিম। তাহাকে সাহায্য করেন জনাব এস, এম, আব্বাস ও জনাব আবদুল মালেক।

প্রসংগতঃ উল্লেখযোগ্য যে, উপরোক্ত ব্যক্তিদের বিভিন্ন তারিখে প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার করা হইয়াছে।

আজাদ
১৮ই জুন ১৯৬৬
শেখ মুজিবের মাতা গুরুতর অসুস্থ

ঢাকা, ১৭ই জুন।— খুলনা হইতে প্রাপ্ত এক তারবার্তায় জানা গিয়াছে যে, আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব শেখ মুজিবর রহমানের বৃদ্ধা মাতা তথায় মারাত্মকভাবে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। মৃত্যু শয্যায় শায়িত আওয়ামী নেতার বৃদ্ধা মা প্রতি মুহূর্তেই তাঁহার প্রাণপ্রতিম পুত্র শেখ মুজিবকে এক নজর দেখার আশায় ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছেন। খুলনা হইতে শেখ ছাহেবের ছোটভাই কর্তৃক প্রেরিত উক্ত তারবার্তায় মানবতার খাতিরে অবিলম্বে শেখ মুজিবের মুক্তি দাবী করা হয়।

আজাদ
১৮ই জুন ১৯৬৬
আওয়ামী নেতাদের হেবিয়াস কর্পাস
(হাইকোর্ট রিপোর্টার)

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শেখ মুজিবর রহমান, সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন, কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, বিশিষ্ট সদস্য ও কর্মী জনাব মোশতাক আহমদ প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতাদের পক্ষ হইতে পেশকৃত হেবিয়াস কর্পাস আবেদনের শুনানী গত বৃহস্পতিবার ঢাকা হাইকোর্টের এক ডিভিশন বেঞ্চ সমীপে দ্বিতীয় দিনের মত সমাপ্ত হইয়াছে।

সংশ্লিষ্ট বেঞ্চ বিচারপতি জনাব এম, আর, খান, ও বিচারপতি জনাব আবদুল্লাহ সমবায় গঠিত।

আবেদনকারীদের পক্ষ হইতে প্রতিরক্ষা বিধি মোতাবেক তাহাদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত আটকাদেশ এবং উহার ভিত্তিতে সরকার কর্তৃক তাহাদের কারান্তরালে নিষ্ক্ষেপকরণ উদ্দেশ্যমূলক বলিয়া গভীরভাবে আক্রমণ করা হয়। সর্বোপরি আটকের আদেশসমূহকে অনিশ্চিত, এখতয়ার বহির্ভূত ও অবৈধ বলিয়া অভিযোগ করা হয়।

উপরোক্ত মামলার অসমাপ্ত শুনানী আগামী সোমবার খুলনায় আরম্ভ হইবে।

Morning News
23rd June 1966
Mujib's Arrest Criticised
(By our staff Reporter)

The Dacca District Awami League Working Committee at its meeting held here yesterday criticised the arrests of Sheikh Mujibur Rahman and other Awami League leaders.

The meeting presided over by Mr. Maizuddin, Advocate, expressed its grave concern over the flood situation and urged the Government to provide sufficient relief to the affected people.

The meeting also expressed its concern at the rise in the prices of commodities. It called upon the Awami League workers to speed up the organisational work for the realisation of six-point programme.

সংবাদ
২৮শে জুন ১৯৬৬
সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকল্য (সোমবার) বৈকালে রাজারবাগ আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির এক সভা সিদ্ধেশ্বরীতে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ডাঃ রফিকউজ্জামান চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন।

দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার পর কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সভার প্রস্তাবে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, শেখ মুজিবর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি, নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেসের উপর হইতে বাজেয়াপ্তের আদেশ প্রত্যাহার, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

আজাদ
২৯শে জুন ১৯৬৬
রাজারবাগ আওয়ামী লীগ কর্তৃক নেতৃবৃন্দের মুক্তি
ও সংবাদপত্রের উপর হইতে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার দাবী
(স্টাফ রিপোর্টার)

গত সোমবার পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেস রিলিজে প্রকাশ যে, গতকল্য রাজারবাগ আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক সভায় গৃহীত প্রস্তাব জনাব শেখ মুজিবর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করা হইয়াছে।

সভায় গৃহীত অপর প্রস্তাবে জরুরী আইন এবং সংবাদপত্রের উপর আরোপিত বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের দাবী জানান হয়।

অপর একটি প্রস্তাবে গণদাবীর জন্য সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

সংবাদ
২৯ শে জুন ১৯৬৬
আওয়ামী লীগের যুক্তসভা
শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গত ২৬শে জুন ধানমণ্ডিতে আজিমপুর ও ধানমণ্ডি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের এক যুক্তসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব কামাল বখত উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে শেখ মুজিবর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করা হয়।

যুক্ত সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে প্রদেশের বন্যা পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং বন্যা দুর্গতদের জন্য দ্রুত পর্যাপ্ত সাহায্য দান ও পুনর্বাসনের দাবী জানান হয়।

অপর এক প্রস্তাবে প্রদেশের সর্বত্র চাউল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দ্রুত মূল্যবৃদ্ধি জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার উর্দ্ধে চলিয়া যাওয়ায় সভায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং অতিসত্বর প্রদেশের সর্বত্র পূর্ণ রেশনিং ব্যবস্থা চালু করার দাবী করা হয়।

সভায় ইন্ডোফাক সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেনের ধ্রুেফতার ও নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেসের বিরুদ্ধে গৃহীত সরকারী কর্মপন্থার তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয় এবং এই মূহুর্তে জনাব তফাজ্জল হোসেনের মুক্তি ও নিউ নেশন প্রেসের উপর আরোপিত বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের দাবী করা হয়। সভায় ঢাকাসহ প্রদেশের সকল স্থান হইতে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার ও পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইন প্রত্যাহারের দাবী করা হয়।

যুক্ত সভায় ৭ই জুনের শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয় এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান হয়। ইহা ব্যতীত ১৭ই, ১৮ই ও ১৯শে জুন জুলুমবিরোধী দিবসে প্রকৃতকার্যতার জন্য জনসাধারণকে অভিনন্দন জানান হয়।

সভায় ৬-দফা দাবী আদায়ের সংগ্রামে আরও অধিক নির্যাতনের মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকার জন্য কর্মী ও জনগণের প্রতি অনুরোধ জানান হয়।

আজাদ
৮ই জুলাই ১৯৬৬
মুজিবের ছয় দফা বনাম ভারত

রাওয়ালপিণ্ডি, ৭ই জুলাই।— আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান প্রতিরক্ষা, মুদ্রা ব্যবস্থা এবং পররাষ্ট্রনীতি ব্যতীত সকল ক্ষেত্রে প্রাদেশিক

স্বায়ত্তশাসন দাবী করিয়া যে ছয় দফা পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন সেই সম্পর্কে ‘জনসেবক’ পত্রিকায় প্রকাশিত মিঃ শকুন্তল সেনের এক নিবন্ধ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত ছয় দফা পরিকল্পনার সহিত ভারতের যোগাযোগ রহিয়াছে।

পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসন শীর্ষক প্রবন্ধে ভারতীয় লেখক শেখ মুজিবর রহমানকে পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয়তাবাদী নেতা হিসাবে আখ্যায়িত করেন। ইহা হইতে স্পষ্টতঃই ধারণা করা যায় যে, ভারত উক্ত ছয় দফা আন্দোলনের সহিত জড়িত রহিয়াছে।

উক্ত প্রবন্ধে আরও বলা হয় যে, ভারতে এমন কিছু সংখ্যক ব্যক্তি রহিয়াছেন যাহারা ধারণা করেন যে, স্বায়ত্তশাসন পাওয়ার পরে পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টা চলিবে।

পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসন দাবীর আন্দোলনের সহিত ভারত জড়িত থাকার প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়া বলা হয় যে, পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পূর্ব পাকিস্তান দাবীর আন্দোলনের সহিত ভারত জড়িত থাকার প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়া বলা হয় যে, পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হইবে অথবা ভারতের সহিত যোগদান করিবে। ভারতের অতি আশাবাদীদের মধ্যে অনেকে পুরাপুরি বিশ্বাস করেন যে, স্বাধীন হইলে পূর্ব পাকিস্তান ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সহিত যোগদান করিবে।

ভারতীয় লেখক বলেন, বিশ্বে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মুক্তি সংগ্রামকে আমরা যেভাবে সমর্থন দিয়া আসিয়াছি পূর্ব পাকিস্তানের এই ছয় দফা আন্দোলনকেও আমাদের একইভাবে সমর্থন করা উচিত। পূর্ব পাকিস্তানের এই আন্দোলনকে আমাদের ততোধিক সহানুভূতির সহিত সমর্থন করিতে হইবে, কেননা প্রতিবেশী পূর্ব পাকিস্তানের সহিত আমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঐক্য রহিয়াছে।

দৈনিক পাকিস্তান

৮ই জুলাই ১৯৬৬

ছয় দফা সম্পর্কে ভারতীয় পত্রিকা

রাওয়ালপিণ্ডি, ৭ই জুলাই (এপিপি)।— শেখ মুজিবর রহমানের ছয়দফা দাবীর সাথে যুক্তিসঙ্গত কারণেই ভারতের সম্পর্ক আছে। মুজিবর রহমান প্রতিরক্ষা, মুদ্রা, পররাষ্ট্র বিষয় ব্যতীত সকল বিষয়ে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দাবী করিয়াছেন।

ভারতের জনসেবক পত্রিকার শকুন্তল সেন লিখিত এক প্রবন্ধে এই মন্তব্য করা হয়।

“পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন” শীর্ষক এই নিবন্ধে মিঃ সেন শেখ মুজিবর রহমানকে “পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদী নেতা” আখ্যা দিয়াছেন।

তিনি লিখিয়াছেন, “পূর্ব পাকিস্তানের এই আন্দোলনের সাথে ভারতের যুক্তিসঙ্গত যোগাযোগ রহিয়াছে।”

প্রবন্ধে বলা হয়, “ভারতে এমন সব লোক আছেন, যাহারা মনে করেন, স্বায়ত্তশাসন অর্জনের পর পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিবে।”

“আরও একদল অতি উৎসাহী লোকের ধারণা, পূর্ব পাকিস্তান ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে যোগদানই পছন্দ করিবে।”

পরিশেষে মিঃ সেন লিখিয়াছেন, “পৃথিবীর অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে আমরা যে দৃষ্টিতে বিচার করি তেমন সহানুভূতির সাথেই পূর্ব পাকিস্তানের এই আন্দোলনকে বিচার করিতে হইবে। একটু বেশী সহানুভূতিশীল হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ প্রতিবেশী পূর্ব পাকিস্তানের সহিত অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের মিল আছে।”

সংবাদ

১১ই জুলাই ১৯৬৬

মাইজদীকোর্টে আওয়ামী লীগের সভা

মাইজদী কোর্ট (নোয়াখালী), ১০ই জুলাই।— সম্প্রতি মৃধার হাটে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সদর মহকুমা আওয়ামী লীগের সহকারী সম্পাদক জনাব মকবুল আহমদ। বক্তৃতা করেন সদর থানা আওয়ামী লীগের সম্পাদক জনাব গোলাম হালীম সভাপতি তাহার ভাষণে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সংকটময় খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভায় নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়ঃ

- ১। এই সভা শেখ মুজিবর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করিতেছে।
- ২। এই সভা অনতিবিলম্বে নোয়াখালী জেলাকে দুর্ভিক্ষ এলাকা ঘোষণা করতঃ পূর্ণ রেশনিং ব্যবস্থার দাবী জানাইতেছে।
- ৩। এই সভা ১৯৫৮ সালের নোয়াখালী বন্যা বিধ্বস্ত লোকদের খাজনা ও ঋণ মওকুফ করিয়া দেওয়ার দাবী জানাইতেছে।
- ৪। এই সভা কেরোসিন তৈল, লবণ ও কাপড়ের উপর নূতন কর ধার্যের তীব্র নিন্দা করিতেছে, এবং নূতন কর উঠাইয়া দেওয়ার দাবী করিতেছে।
- ৫। এই সভা দৈনিক ইন্তেফাকের মূদ্রণালয় নিউনেশান প্রেস বন্ধ করিয়া দেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছে এবং উক্ত আদেশ প্রত্যাহার করার জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানাইতেছে।

সংবাদ

১১ই জুলাই ১৯৬৬

রায়দান স্থগিত

শেখ মুজিব ও অপর তিন ব্যক্তির হেবিয়াস কর্পাসের শুনানী সমাপ্ত

(আদালত বার্তা পরিবেশক)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমান এবং অপর তিন ব্যক্তির আটকাদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিয়া হেবিয়াস কর্পাস আবেদনের শুনানী গতকাল (বুধবার) ঢাকা হাইকোর্টের স্পেশাল বেঞ্চের সমীপে সমাপ্ত হইয়াছে।

উহার রায়দান স্থগিত রাখা হইয়াছে। জনাব বিচারপতি বি,এ, সিদ্দিকী, জনাব বিচারপতি এম, আর, খান, জনাব বিচারপতি সালাহউদ্দিন আহমদ, জনাব বিচারপতি এ, এম, সায়েম এবং জনাব বিচারপতি এ, এম, আবদুল্লাহকে লইয়া এই স্পেশাল বেঞ্চ গঠিত হয়।

শেখ মুজিবর রহমান ব্যতীত হেবিয়াস কর্পাসের আদেশকারী অপর তিনব্যক্তি হইতেছেন আওয়ামী লীগের জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, জনাব নূরুল ইসলাম ও জনাব মোস্তাক আহমদ। তাঁহারা সকলেই পৃথক পৃথক হেবিয়াস কর্পাস করেন।

সরকারপক্ষের কৌসুলী জনাব টি, এইচ, খান বলেন যে, আটক ব্যক্তিদের কার্যকলাপ আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার পক্ষে ও জননিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। সূতরাং তাহাদের গ্রেফতার করা হইয়াছে বলিয়া সরকারপক্ষের কৌসুলী উল্লেখ করেন।

তিনি আদালতে স্বীয় বক্তব্য পেশ প্রসঙ্গে বলেন যে, ছয়দফা কর্মসূচীর সহিত আটকাদেশের কোন সম্পর্ক নাই কিন্তু উক্ত কর্মসূচীর নামে যেভাবে আন্দোলন শুরু করা হইয়াছিল উহা মারাত্মক ক্ষতিজনক এবং এই সংক্রান্ত কার্যকলাপ সম্পর্কে আটককারী কর্তৃপক্ষ “সম্ভ্রষ্ট” হইলেই আটকাদেশ দিয়াছেন বলিয়া সরকারী কৌসুলী যুক্তি প্রদর্শন করেন। তিনি যুক্তি দেখান যে, ছয় দফা কর্মসূচী প্রচারের জন্য যে আন্দোলন অথবা পদ্ধতি গ্রহণ করা হইয়াছে, উহা দেশের স্বার্থের পরিপন্থী। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন যে, ইহার ফলে দেশে আইন ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সমস্যার উদ্ভব হয়। রাজনৈতিক কারণেই গ্রেফতার করা হয়েছে।

আজাদ

২১শে জুলাই ১৯৬৬

আওয়ামী লীগের নেতাদের রীট আবেদনের শুনানী সমাপ্ত

(হাইকোর্ট রিপোর্টার)

বিচারপতি জনাব বি,এ, সিদ্দিকীর নেতৃত্বে গঠিত ঢাকা হাইকোর্টের এক বিশেষ বেঞ্চ সমীপে বিচারাধীন আওয়ামী লীগ নেতা জনাব শেখ মুজিবুর রহমান, জনাব তাজুদ্দিন, জনাব মোশতাক আহমেদ ও জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরীর হেবিয়াস কর্পাস মামলার শুনানী গতকল্য বুধবার সমাপ্ত হইয়াছে। বিচারপতিরা উপরোক্ত মামলাসমূহের রায়দান স্থগিত রাখিয়াছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, সরকার উপরোক্ত আওয়ামী লীগ নেতাদের পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিবলে গ্রেফতার করিয়া বিভিন্ন জেলে আটক রাখিয়াছেন।

গতকাল জনাব আবদুস সালাম খান ধৃত আওয়ামী লীগ নেতাদের পক্ষ হইতে বলেন যে, প্রতিরক্ষার নামে এবং আপত্তিকর তথ্য সরকারের হাতে রহিয়াছে বলিয়া মিথ্যা অজুহাতে অন্যায়ভাবে সরকার উপরোক্ত ব্যক্তিদের আটক রাখিয়াছেন। উপরোক্ত ব্যক্তিরা দেশের সার্বভৌমত্ব এবং সংহতি বিনষ্ট হইতে পারে এমন কার্য করিয়াছেন বলিয়া সুস্পষ্ট কোন নজীর সরকারের হাতে নাই। যেহেতু উপরোক্ত ব্যক্তিরা আওয়ামী লীগের কর্মকর্তা ও ক্ষমতাসীন দলের সমালোচক এবং যেহেতু আওয়ামী লীগ ৬-দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের এক শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট সেহেতু উক্ত দলকে এবং উক্ত দলের পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট ৬-দফা আন্দোলনকে সমূলে বিনাশ করিবার জন্যই প্রতিরক্ষা বিধিবলে সরকার ধরপাকড়ের আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছেন। সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা কোনক্রমেই দেশের প্রতিরক্ষার সহিত সংযুক্ত নহে।

উপরোক্ত নেতাদের পক্ষ হইতে পেশকৃত অভিযোগসমূহের জবাবে সরকারের পক্ষ হইতে জনাব টি, এইচ, খান ও জনাব আহমদ সোবহান বলেন যে, সরকারের হাতে উপরোক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট পরিমাণে আপত্তিকর তথ্য রহিয়াছে এবং সেই তথ্যের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট হইয়া প্রতিরক্ষা বিধিবলে উপরোক্ত ব্যক্তিদের আটক রাখিয়াছেন। উল্লিখিত ব্যক্তিদের পক্ষ হইতে সরকারের উদ্দেশ্যমূলক মনোভাব সম্বন্ধে যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা সর্বৈব মিথ্যা।

সংশ্লিষ্ট বিশেষ বেঞ্চ বিচারপতি জনাব বি, এ, সিদ্দিকী, বিচারপতি জনাব এম আর খান, বিচারপতি জনাব সালাহউদ্দিন, বিচারপতি জনাব সায়েম ও বিচারপতি জনাব আবদুল্লাহ সমবায়ে গঠিত হয়।

আওয়ামী লীগ নেতাদের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন জনাব আবদুস সালাম খান ও তাঁহাকে সাহায্য করেন জনাব আমিনুল হক।

সরকারপক্ষে ছিলেন জনাব টি, এইচ, খান ও জনাব আহমদ সোবহান ও তাঁহাদের সাহায্য করেন জনাব এস, এম, আব্বাস, জনাব কাজী হারুনুর রশীদ ও জনাব আহমদ গিয়াসউদ্দিন।

আজাদ

২৩শে জুলাই ১৯৬৬

চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের জনসভা

শেখ মুজিবুর ও অন্যান্যের আশু মুক্তি দাবী

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

চট্টগ্রাম, ২২শে জুলাই।— অদ্য শুক্রবার চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে লালদীঘির ময়দানে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় গৃহীত প্রস্তাবে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মজিবুর রহমান ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দসহ সকল রাজনৈতিক বন্দীর অবিলম্বে মুক্তি দাবী করা হয়।

অপর এক প্রস্তাবে ৬-দফা দাবীকে বাস্তবায়নের জন্য নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালাইয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১৯৬৫ সালে যে সমস্ত রেল কর্মচারীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছিল অনতিবিলম্বে তাহাদের চাকুরীতে পুনর্বহালের দাবী জানাইয়া আর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন ডাক্তার সাইদুর রহমান এবং বক্তৃতা করেন ইদ্রিস আলম, আবদুস মান্নান, আবদুল্লাহ আল হারুণ প্রমুখ।

বিভিন্ন বক্তৃতাশ্রমকালে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিক উন্নতির দিক দিয়া পশ্চাতে রহিয়া যাইতেছে। তাঁহারা খাদ্য পরিস্থিতির সমালোচনা করিয়া পূর্ব রেশনিং প্রথার দাবী করেন। বক্তাগণ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রদানের দাবী জানান।

সংবাদ

২৫শে জুলাই ১৯৬৬

আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির সভায় প্রস্তাব

৬-দফা আন্দোলন অব্যাহত রাখার সঙ্কল্প

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকল্য রবিবার পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক কার্যকরী কমিটির বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৭ই জুন হইতে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক

পরিস্থিতি ও বিভিন্ন সমস্যাবলী লইয়া আলোচনা করা হয়। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীদের পাইকারী গ্রেফতার, দৈনিক ইণ্ডেফাকের ছাপাখানা বাজেয়াফতকরণ, সরকারী দমনমূলক ব্যবস্থার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয় এবং ৬-দফার ভিত্তিতে আন্দোলন অব্যাহত রাখার সঙ্কল্প ঘোষণা করা হয়। অপর এক প্রস্তাবে আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমেদসহ আটক সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির দাবী জানান হয়। ইহাছাড়া প্রদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক, খাদ্য ও বন্যা পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

Pakistan Observer

6th August 1966

Sk. Mujib to be tried in jail

(By A Staff Correspondent)

Sheikh Mujibur Rahman, President of East Pakistan Awami League will be tried in the Dacca Central Jail on and from August 8, 1966 for an alleged offence under the Defence of Pakistan Rules.

Ramna Police started the case against him for alleged prejudicial speech delivered at Paltan Maidan March 1966 after the Awami League Council conference.

Messrs Zahiruddin and Abul Husain advocates for Sheikh Mujibur Rahman went to the Central jail on August 3. for consultation with and instruction from Sheikh Mujibur Rahman in connection with the case. But they reportedly could not discuss anything with their client, for some police officers belonging to the Special Branch were deputed for watching the interview.

The Advocates then filed on August 5 a petition before Mr. Afsar uddin, the Magistrate, who will try the case, bringing the above fact to his notice and praying for orders for an exclusive interview for preparation of their case.

The Magistrate was pleased to pass orders directing that the accused should be allowed all facilities to defend himself and that no police should be allowed to be present during the interview of the lawyers with the accused in connection with the case.

আজাদ

৯ই আগস্ট ১৯৬৬

ঢাকা সেনট্রাল জেলের অভ্যন্তরে শেখ মুজিবের মামলার শুনানী শুরু

ঢাকা, ৮ই আগস্ট।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে ২০শে মার্চ তারিখে আউটার স্টেডিয়ামে প্রদত্ত বক্তৃতার জন্য পাকিস্তানের রক্ষা বিধিবলে যে মামলা আনয়ন করা হইয়াছে, অদ্য ঢাকা সেনট্রাল জেলের অভ্যন্তরে ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আফসার উদ্দিনের কোর্টে উহার শুনানী শুরু হইয়াছে। মার্চ মাসে আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের বার্ষিক সম্মেলনের শেষ দিকে শেখ মুজিবুর রহমান উক্ত বক্তৃতাটি প্রদান করিয়াছিলেন।

১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে পুনরায় শুনানীর তারিখ ধার্য করা হইয়াছে। সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু করার পূর্বের বিবাদীপক্ষের আইনজীবী দুইটি দরখাস্ত পেশ করেন। একটি দরখাস্তে ঢাকা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের যে কোন কক্ষে বিচারকার্য অনুষ্ঠানের আবেদন জানান হয়।

আবেদনটি কোর্ট বাতিল করিয়া দেন। দ্বিতীয় আবেদনটিতে অভিযুক্তের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের কোর্টে উপস্থিত থাকার অনুমতি প্রার্থনা করা হয়। এই আবেদনটি কোর্ট কর্তৃক মঞ্জুর করা হয়। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মহামান্য হাইকোর্টে যে মামলাটির জন্য আবেদন পেশ করা হইয়াছে, উহাসহ শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে বর্তমানে ১টি মামলা দায়ের করা হইয়াছে।

অদ্যকার শুনানীতে অভিযুক্তের পক্ষে ১১ জন আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন :

জনাব আবদুস সালাম খান, জনাব জহীরউদ্দীন, জনাব এম,এ,রব, মোহাম্মদ আবুল হোসেন, জনাব ফরমান উল্লাহ খান, জনাব এফ, জোহা চৌধুরী, জনাব খন্দকার মাহবুব হোসেন, জনাব ছিদ্দিকুর রহমান হাজরা ও জনাব এ, খালেক সরদার।

বাদীপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর জনাব সোহরাব বখত। জনাব এ, এস, খালেক, ডি,এস,পি তাঁহাকে মামলা পরিচালনায় সহায়তা করেন।—পি,পি,এ

Dawn

9th August 1966

Case against Mujib: hearing starts

DACCA, Aug 8: Hearing of the case against Sheikh Mujibur Rahman, President of the East Pakistan Awami League, under the

Defence of Pakistan Rules (DPR) for alleged prejudicial speech delivered at the Outer Stadium here on March 20, started today inside the Dacca Central Jail in the court of Mr Afsaruddin Ahmed, Magistrate.

The speech was delivered at the annual conference of the party. As many as five prosecution witnesses — two police officers and three Government reporters — were examined today till the court adjourned for Sept 10.

Before the examination of the witnesses started the defence lawyers submitted two petitions to the court, one praying for holding the trial in any court room of the Dacca Magistracy was rejected. The other petition for allowing the relations and friends of the accused to attend the court was, however, allowed.

It may be mentioned here that these are at the moment as many as nine cases against him.

Eleven lawyers defended the accused today. They are Mr Abdus Salam Khan, Mr Zahiruddin, Mr M. A. Rab, Mr Md Abul Hossain, Mr. Formanullah Khan, Mr F. Zoha Chowdhury, Mr Khandkar Mahbub Husain, Mr Siddiqur Rahman Hazra and Mr A. Khaleque Sardar, Mr Sohrab Bakht. Assistant Public Prosecutor, assisted by Mr A. L. Khaleque, appeared for the prosecution. —PPA

Morning News

9th August 1966

Mujib's Trial Inside Jail Starts

The hearing of the case against Sheikh Mujibur Rahman, President of the East Pakistan Awami League, under the Defence of Pakistan Rules (DPR) for alleged Prejudicial speech at the Outer Stadium in Dacca on March 20 started yesterday inside the Dacca Central Jail, in the Court of Mr. Afsaruddin Ahmed, Magistrate First Class, Dacca, reports PPA.

As many as five prosecution witnesses two police officers and three Government reporters—were examined yesterday when the Court adjourned. The next date of the hearing is September 10.

Before the examination of the witnesses started the Defence lawyers submitted two petitions to the court one praying for holding the trial in any court room of the Dacca magistracy. This petition was rejected. The other petition for allowing the relations and friends of the accused to attend the court was, however, allowed.

It may be mentioned here that there are at the moment as many as 9 cases against Sheikh Mujibur Rahman, including one appealed before the High Court. Eleven lawyers defended the accused.

They are Mr. Abdus Salam Khan, Mr. Zahiruddin, Mr. M. A. Rab, Md. Abul Hossain, Mr. Forman Ullah Khan, Mr. F. Zoha Chowdhury, Mr. Khandaker Mahbub Hussain, Siddiquer Rahman Hazra and A. Khaleque Sardar.

Mr. Sohrab Bakht Assistant Public Prosecutor assisted by Mr. A. L. Khaleque DSP (Court) appeared for the prosecution.

সংবাদ

৯ই আগস্ট ১৯৬৬

সেন্ট্রাল জেলের অভ্যন্তরে শেখ মুজিবের মামলার শুনানী শুরু (আদালত বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (সোমবার) ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে শেখ মুজিবের রহমানের বিরুদ্ধে আনীত মামলার শুনানী শুরু হয়। কারাগারের অভ্যন্তরে ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আফসারউদ্দিন আহমদের বিশেষভাবে আয়োজিত এক এজলাসে পাকিস্তান দেশরক্ষা বিধির ৪৭(৫) ধারাবলে আনীত মামলায় ৫ জন সাক্ষীর-৩ জন সরকারী রিপোর্টার ও দুইজন পুলিশ কর্মচারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। বিগত ২০শে মার্চ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন উপলক্ষ্যে পল্টন ময়দানে আয়োজিত এক জনসভায় আপত্তিকর বক্তৃতা প্রদানের অভিযোগে মামলাটি দায়ের করা হয়।

শুনানী শুরু হওয়ার পূর্বে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী এক আবেদনে ঢাকা বিচারালয়ের (ম্যাজিস্ট্রেট) যে কোন কক্ষে বিচার অনুষ্ঠানের অনুরোধ জানান। আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করা হয়।

অভিযুক্ত ব্যক্তির বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের কোর্টে উপস্থিত থাকার অনুমতি চাহিয়া অপর একটি আবেদন করা হইলে উহা মঞ্জুর করা হয়।

উল্লেখযোগ্য, জেল কর্তৃপক্ষ বিবাদীর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকে আবেদন জানানোর জন্য আদালত কক্ষে প্রবেশ করিতে দেন নাই। তাহার সন্ধ্যা ৯-৩০ হইতে জেলখানার সদর দরজায় অপেক্ষা করেন। বিবাদীর কৌসুলী আবেদনপত্রে উল্লেখ করেন যে, জেল কর্তৃপক্ষ পাকিস্তান ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৫২ ধারা রীতিমত অমান্য করিয়াছেন। উক্ত ধারায় উল্লেখ রহিয়াছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আদালতের কার্যের বিঘ্ন না ঘটে, ততক্ষণ

সকলেরই আদালত কক্ষে প্রবেশাধিকার রহিয়াছে। প্রতিউত্তরে সহকারী সরকারী উকিল জনাব এম এস বখ্ত বলেন যে, স্থানাভাবে জেল কর্তৃপক্ষ আদালত কক্ষে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেন নাই।

অবশেষে মাননীয় হাকিম আদালতের বাহিরে অপেক্ষমাণ ব্যক্তিবর্গকে আদালত কক্ষে উপস্থিত হইতে অনুমতি দেন। আগামী ১০ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মামলার শুনানী মুলতবী রাখা হয়।

আজাদ

১০ই আগষ্ট ১৯৬৬

শেখ মুজিব ও তফাজ্জল হোসেনের আবেদন নাকচ (হাইকোর্ট রিপোর্টার)

ঢাকা হাইকোর্টের এক বিশেষ বেঞ্চ সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধির ৩২ দফাবলে জনাব তফাজ্জল হোসেন ও আওয়ামী লীগ নেতা জনাব শেখ মুজিবুর রহমান, জনাব তাজুদ্দিন আহমদ ও জনাব খন্দকার মোশতাকের আটক আইনসঙ্গত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া উক্ত ব্যক্তিদের পক্ষ হইতে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত আটকাদেশ চ্যালেঞ্জ করিয়া পেশকৃত আবেদনপত্রসমূহ নাকচ করিয়া দিয়াছেন।

সংশ্লিষ্ট বেঞ্চ উক্ত বিধিবলে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরীর আটক অবৈধ বলিয়া ধারণা করিয়া তাহার পক্ষ হইতে আটককৃত হেবিয়াস কর্পাস আবেদনটি মঞ্জুর করিয়াছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, জনাব তফাজ্জল হোসেন, জনাব শেখ মুজিবুর রহমান, জনাব তাজুদ্দিন, জনাব মোশতাক ও জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরীকে প্রতিরক্ষা বিধির ৩৫ ধারা মোতাবেক গ্রেফতার করা হয় এবং বিভিন্ন জেলে আটক রাখা হয়।

উপরোক্ত ব্যক্তিদের পক্ষ হইতে হাইকোর্টে পৃথক পৃথক রীট ও হেবিয়াস কর্পাস আবেদন পেশ করিয়া সংশ্লিষ্ট আটকাদেশ ও উহার ভিত্তিতে উপরোক্ত নেতৃবৃন্দের আটকের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা হয়।

আবেদনকারীরা উপরোক্ত ব্যক্তিদের আটকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, তাহাদের আটক অবৈধ ও উদ্দেশ্যমূলক। কেননা উপরোক্ত ব্যক্তিরা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল পাকিস্তান মুসলিম লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের কর্মকর্তা ও সমর্থক বিধায় তাহাদের অযথা হয়রানি করার উদ্দেশ্যে প্রতিরক্ষা বিষয়ক কোন কারণ ব্যতিরেকেই তাহাদের আটক করা হইয়াছে।

তাছাড়া তাহাদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত আটকাদেশ অনিশ্চিত ও প্রাদেশিক সরকার তথা ঢাকার ডেপুটি কমিশনারের এখতয়ার বহির্ভূত।

আবেদনকারীদের পক্ষ হইতে অভিযোগ করা হয় যে, প্রতিরক্ষা বিধি মোতাবেক শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার উপরোক্ত বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করার অধিকারী। প্রতিরক্ষা বিধি সম্বন্ধীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারের হস্তে অর্পণ করার অধিকারী নহেন। এবং অপরপক্ষে প্রাদেশিক সরকার ইহার কর্মচারীদের হস্তে উপরোক্ত ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে আইনত অপারগ, সেহেতু ডেপুটি কমিশনারের আদেশের ভিত্তিতে আবেদনকারীদের আটক অবৈধ। তাছাড়া বিষয়গত সন্তুষ্টির উপর আবেদনকারীদের আটকের বৈধতা নির্ভরশীল এবং উক্ত সন্তুষ্টির প্রশ্ন আদালতের বিচার্য বিষয়।

সরকারের পক্ষ হইতে উপরোক্ত অভিযোগসমূহের বিরুদ্ধে বলা হয় যে, আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে সংগৃহীত আপত্তিকর বিষয়সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে আটকের আদেশসমূহ প্রদত্ত হওয়ায় সরকারের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যমূলক মনোভাব সম্পর্কে যে অভিযোগ করা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন।

উপরোক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জারিকৃত আদেশসমূহ অনিশ্চিত যা এখতয়ার বহির্ভূত নহে।

বিচারপতি জনাব সিদ্দিকী, বিচারপতি জনাব এম, আর, খান, বিচারপতি জনাব সালাউদ্দিন ও বিচারপতি জনাব সায়েম সন্তুষ্টি সম্পর্কে বলেন যে, উহা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মানসিক সন্তুষ্টির উপর নির্ভরশীল এবং সেই সন্তুষ্টির প্রশ্নটি সংশ্লিষ্ট আইনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালতের বিচার্য বিষয় নহে। তাছাড়া উপরোক্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে হাইকোর্টে যে সমস্ত প্রমাণ পেশ করা হইয়াছে উহার ভিত্তিতে আটক কোনক্রমেই অবৈধ নহে। আবেদনকারীদের অন্যান্য অভিযোগ যুক্তিহীন বলিয়া উপরোক্ত চারিজন বিচারপতি মত প্রকাশ করেন।

Dawn

10th August 1966

Mujibur Rahman's case hearing

DACCA, Aug 9: Five witnesses were examined yesterday in the case against Sheikh Mujibur Rahman, President of the East Pakistan Awami League who is being tried in the Dacca Central Jail.

Mr Afsaruddin Ahmed, Magistrate First Class is holding the trial.

Sheikh Mujibur Rahman has been charged under Section 47 of the Defence of Pakistan Rules for allegedly delivering a speech prejudicial to the State.

The hearing has been adjourned till September 10. —APP.

Morning News
10th August 1966
Detention Of Mujib, Tofazzal, Others Upheld
(Our High Court Correspondent)

The Special Bench consisting of Mr. Justice Siddiky, Mr. Justice M. R. Khan. Mr. Justice Sayem and Mr. Justice Abdullah delivered their judgement on the writ petition challenging the detention of Mr. Tofazzal Hossain, under Rule 32 of the Defence of Pakistan Rules and the habeas corpus application concerning the detention of Sheikh Mujibur Rahman, K. Moshtaque Ahmed, Rezaul Karim, all Awami Leaguers, under Rule 32 of the Defence of Pakistan Rules.

Their Lordships in their majority judgement (Mr. Justice Abdullah dissenting) discharged the Rules in all these cases.

As stated in the petitions these detenus are stated to have been apprehended from their respective residences by police under orders passed by Mr. P. A. Nazir the Deputy Commissioner, Dacca, passed under Rule 32 of the Defence of Pakistan Rules for activities prejudicial to public safety, security etc.

(‘VICTIMISATION’)

The order was challenged inter alia on the ground that it was malafied, it aimed at political victimisation for the six-point programme, that there was no material before the authority upon which satisfaction was obtained and that satisfaction of the Deputy Commissioner was not the satisfaction of the Central Government, that they never acted against the State, did nothing prejudicial and that the delegation was bad, that they were apprehended under D.P.R for definite purpose and reasons as no opportunity for representation was provided for though action could easily be taken under other preventive laws which provided for representation.

The Deputy Commissioner in his affidavit in opposition denied all the allegation and made a positive assertion that the order was made after full application of mind and after being fully satisfied on materials as to reasons for order, that there was no malafide, no political victimisation, nothing to do with the six-point programme as alleged. Their actions were found to be detrimental and prejudicial to public safety, order security etc. and detentions were found to be desirable under law.

Their Lordships (in majority) dealing with T. Hossain’s detention (which was delivered first) discussed all the legal points

that was contended and held inter alia that the Deputy Commissioner had been validly authorised to exercise power and that he asserted in his affidavit that on being satisfied he passed the order. In case of preventive detention the law was subjective satisfaction of the detaining authority. The materials upon which order was made was placed before the court and on examination it could not be said that there was nothing before the authority upon which satisfaction was obtained prior to detention order. It was not a case where power had been delegated without delegation of satisfaction, the power to act brought with it the satisfaction of the person passing the order. There would be no questioning the order it made with lawful authority and no going behind the order unless there was proof of malafide intention. The petitioner failed to make out a case for interference. There was no reason to interfere with the order. The Rule was discharged.

Their Lordships in dealing with the habeas corpus case again held in majority that the points of law were the same in these three habeas corpus cases as those of Mr. Tofazzal Hossain’s detention and the decision as to point of law in Mr. T. Hossain’s case fully applied in these cases. In all these cases the Deputy Commissioner denied all the allegation as to malafide intention and positively asserted that there were materials, reasons and satisfaction. materials as to these cases upon which order was made were placed before the Court and their Lordships in majority held that on examination it could not be said that there was nothing before the detaining authority as to satisfaction.

Their Lordships found no reason to interfere as the petitioners failed to make out a case for interference. The Rules were discharged with no order as to cost.

Mr. T. H. Khan along with Mr. A. W. Mallick, Mr. S. M. Abbas, Mr. Nurullah, Mr. K. H. Rashid and Mr. Abdur Rasheed, appeared for the State.

Mr. Abdus Salam Khan, Mr. Kamal Hossain, Mr. A Islam, Mr. A. Rab and others appeared for Mr. T. Hossain and other detenus.

APP adds: on a prayer on behalf of Mr. T. Hossain, it was certified by the Court that it was a fit case for appeal to the Supreme Court.

In the case of Mr. Nurul Islam Choudhury, the Court said that the affidavit filed by the Deputy Commissioner stated that he was exciting public against the policy of the present Government and held that the materials produced before the Court did not suggest what the D.C had stated in the affidavit.

সংবাদ
১০ই আগস্ট ১৯৬৬
রায় কার্যকরীকরণ দুই সপ্তাহ স্থগিত
(আদালত বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (মঙ্গলবার) ঢাকা হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চ দৈনিক ‘ইত্তেফাক’-এর ছাপাখানা দি নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস বাজেয়াপ্তকরণকে অবৈধ ঘোষণা করিয়াছেন এবং পাকিস্তান দেশরক্ষা বিধির যে ধারাবলে উক্ত ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করা হয়, সেই ডি, পি, আর ৫২(২) রুলকে বিধি বহির্ভূত বলিয়া রায় প্রদান করিয়াছেন।

ইত্তেফাক সম্পাদক সহ শেখ মুজিব, তাজুদ্দিন ও
মোশতাকের আটকাদেশ বৈধ ঘোষণা

(আদালত বার্তা পরিবেশক) ঢাকা হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চ গতকাল (মঙ্গলবার) পাকিস্তান দেশরক্ষা বিধিবলে জনাব শেখ মুজিবুর রহমান, জনাব তফাজ্জল হোসেন, খন্দকার মোশতাক আহমদ ও জনাব তাজুদ্দিন আহমদের আটকাদেশ বৈধ ঘোষণা করিয়াছেন।

বেঞ্চের অন্যতম সদস্য মাননীয় বিচারপতি জনাব আবদুল্লাহ বেঞ্চের রায়ের সহিত একমত হন নাই।

বেঞ্চ অবশ্য সর্বসম্মতভাবে জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরীর গ্রেফতারকে অবৈধ ঘোষণা করিয়াছেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, গতকাল জনাব নূরুল ইসলামের নামে নূতন একটি আটকাদেশ জারী করা হয়। বিচারপতি জনাব বি, এ, সিদ্দিকী, বিচারপতি জনাব এম, আর, খান, বিচারপতি জনাব সালাহ উদ্দিন, বিচারপতি জনাব সায়েম ও বিচারপতি জনাব আবদুল্লাহ সমবয়ে বিশেষ বেঞ্চ গঠিত হয়।

জনাব নূরুল ইসলামের আটকাদেশ অবৈধ ঘোষণা করিয়া মাননীয় আদালত মত প্রকাশ করেন যে, সরকার কর্তৃক পেশকৃত আটকের কারণসমূহ অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট। দেশরক্ষা বিধিবলে জনাব তফাজ্জল হোসেনের আটকাদেশ সম্পর্কে মাননীয় হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল পেশের অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে।

ভিন্নমত

বেঞ্চের রায়ের সহিত (৫জনের মধ্যে ৪ জনের) ভিন্নমত পোষণ করিয়া বিচারপতি জনাব আবদুল্লাহ বলেন যে, সংশ্লিষ্ট বন্দীদের মোকাবেলা করার জন্য নিরাপত্তা আইনের মত ‘স্বাভাবিক’ আইনসমূহই যথেষ্ট ছিল।

দেশরক্ষা বিধিসমূহ হইতেছে বিশেষ ব্যবস্থা। দেশরক্ষা ব্যবস্থার হানিকর কার্যকলাপের ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র এই বিধিসমূহ প্রয়োগ করা উচিত।

তিনি বলেন যে, বন্দীদের সম্পর্কে ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক পেশকৃত নথিপত্র প্রমাণ করে না যে, তাহারা উক্ত রূপ কার্যকলাপে লিপ্ত ছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, দেশরক্ষা বিধিবলে আরও কতিপয় রাজবন্দীর আটকাদেশ মাননীয় আদালতের বিচারাধীন রহিয়াছে।

জনাব নূরুল ইসলামের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে বলা হইয়াছিল যে, তিনি বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বক্তৃতাকালে সরকার ও সরকারের নীতির সমালোচনা করিয়াছেন।

মাননীয় আদালতের মতে সরকারের সমালোচনা দেশরক্ষা বিধির আওতায় পড়ে না।

দৈনিক পয়গাম

১০ই আগস্ট ১৯৬৬

ঢাকা হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চের রায়
মুজিব, তোফাজ্জল হোসেন ও অপর দুই ব্যক্তির
আটক কার্যক্রম বহাল

ঢাকা, ৯ই আগস্ট।— সরকার পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিবলে শেখ মুজিবুর রহমান, ইত্তেফাক সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন এবং অপর দুই ব্যক্তিকে আটক করিয়া যে কার্যক্রম গ্রহণ করেন, ঢাকা হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চ অদ্য তাহা বহাল রাখেন।

বিশেষ বেঞ্চ সর্বসম্মতিক্রমে নূরুল ইসলাম চৌধুরীর আটককে অবৈধ ঘোষণা করিয়াছেন এবং উহা বাতিল করিয়া দেন।

মাননীয় আদালত এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন যে, শেখ মুজিব, জনাব টি হোসেন, জনাব তাজুদ্দিন এবং জনাব খন্দকার মুস্তাককে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রেফতারের বৈধ কারণ রহিয়াছে। মাননীয় আদালত এই মর্মে আরও অভিমত প্রকাশ করেন যে, ইহা বলা ঠিক হইবে না যে, আটক নির্দেশের পক্ষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোন তথ্য প্রমাণ নাই।

মাননীয় আদালত বলেন যে, তথ্যপ্রমাণাদি সংক্রান্ত দলিলসমূহও আদালতে পেশ করা হইয়াছে।

বিচারপতি জনাব বি, এ, সিদ্দিকী, বিচারপতি জনাব এম, আর, খান, বিচারপতি জনাব সালাউদ্দিন, বিচারপতি জনাব সায়েম এ-সম্পর্কে সরকারী কার্যক্রম বহাল রাখেন। পক্ষান্তরে, বিচারপতি জনাব আব্দুল্লাহ তাঁহাদের সঙ্গে একমত হইতে পারেন নাই।

জননিরাপত্তা ও জনশৃঙ্খলা, জরুরী সরবরাহ ও সার্ভিস অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষে ক্ষতিকারক কোন কার্যক্রম হইতে বিরত রাখার উদ্দেশ্যেই তাহাদের গ্রেফতার করা হয়।

জনাব টি, হোসেনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় আদালত তাঁহাকে সুপ্রীম কোর্টে আপিলের অনুমতি দান করেন। -এ, পি, পি

দৈনিক পূর্বদেশ

১৪ই আগস্ট ১৯৬৬

শেখ মুজিবের আটকাদেশ বৈধ ঘোষণা

ঢাকা হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চ গত মঙ্গলবার পাকিস্তান দেশরক্ষা বিধিবলে জনাব শেখ মুজিবর রহমান, জনাব তফাজ্জল হোসেন, খন্দকার মোশতাক আহমদ ও জনাব তাজুদ্দিন আহমদের আটকাদেশ বৈধ ঘোষণা করেছেন। বেঞ্চের অন্যতম সদস্য মাননীয় বিচারপতি জনাব আবদুল্লাহ বেঞ্চের রায়ের সাথে একমত হননি। বেঞ্চ অবশ্য সর্বসম্মতভাবে জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরীর গ্রেফতারকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, গত মঙ্গলবার জনাব নূরুল ইসলামের নামে নতুন একটি আটকাদেশ জারী করা হয়।

বিচারপতি জনাব বি, এ, সিদ্দিকী, বিচারপতি জনাব এম, আর, খান, বিচারপতি জনাব সালাহউদ্দিন, বিচারপতি জনাব সায়েম ও বিচারপতি জনাব আবদুল্লাহ সমবায়ে বিশেষ বেঞ্চ গঠিত হয়।

জনাব নূরুল ইসলামের আটকাদেশ অবৈধ ঘোষণা করে মাননীয় আদালত মত প্রকাশ করেন যে, সরকার কর্তৃক পেশকৃত আটকের কারণসমূহ অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট। দেশরক্ষা বিধিবলে জনাব তফাজ্জল হোসেনের আটকাদেশ সম্পর্কে মাননীয় হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল পেশের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

সংবাদ

১৭ই আগস্ট ১৯৬৬

জিঞ্জিরা আওয়ামী লীগ কর্মীসভা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গত সোমবার সন্ধ্যায় নবাবগঞ্জে জিঞ্জিরা আওয়ামী লীগ কর্মীদের এক সভায় ৬-দফা দাবীর দ্বিতীয় পর্যায়ে আন্দোলনে যে কোন ত্যাগ স্বীকারের সংকল্প প্রকাশ করা হয়। সভায় শেখ মুজিব সহ সকল আওয়ামী লীগ কর্মীর মুক্তি

দাবী করা হয়। অপরাপর প্রস্তাবে প্রদেশের সর্বত্র পূর্ণ রেশনিং ব্যবস্থা চালু, বন্যা নিয়ন্ত্রণের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ, জিঞ্জিরা ও কালীগঞ্জ নদীর তীরে বাঁধ নির্মাণ ও জিঞ্জিরা এলাকায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের দাবী জানান হয়।

Dawn

21st August 1966

Awami League Demands Day appeal

(From Our Staff Correspondent)

DACCA, Aug 20: The East Pakistan Awami League's much publicised second phase of movement for the realisation of the 6-point demand, which was to have been launched on Aug 16, has failed.

Even three days after the date fixed for launching the movement, there is no indication from anywhere in the province to show that the day has actually been "observed". The people kept, themselves aloof from the Awami League's so-called movement and refused to associate themselves with its programme which has already gained sufficient notoriety.

According to reports received from different parts of the province, the Awami League's appeal to the people to launch the second phase went completely unheeded. with the result that everywhere it ended in a fiasco.

In Dacca itself the day went unnoticed.

At Chittagong the Awami Leaguers were, however, able to hold a public meeting and nothing more. Reports from Chittagong said, apart from the meeting, there was no other activity although the top leaders of the Provincial party had assembled there.

In sharp contrast to its earlier movement (the first phase) the Awami League did not spell out its programme for the second phase, but merely issued an appeal for "launching" the same on Aug 16. Political circles think that this deliberate omission is due to sharp difference of opinion within the party leadership over the six-point programme, and secondly the feeling, shared by many in the party, that the "day" was doomed to failure.

The rift in the Provincial Awami League on the issue of the 6-point programme, despite Sheikh Mujib and his followers' apparent determination to go ahead with it, has already alienated sober and saner elements of the party. In the recent past there have been some registrations from the party, the important of which was

that of its Vice President. Although he had said that he was resigning for personal reason — a patent excuse on such occasions — the real cause was stated to be differences of opinion over Awami League activities.

According to competent political circles, the recent Pakistan protest against Indian leaders support for Awami League's 6-point programme, has opened the eyes of those who were still prepared to give the organisation the benefit of doubt. It may be mentioned that Indian leaders have been openly lending support to the 6-point programme and demanding reunion of India and Pakistan.

Morning News

29th August 1966

Mujib's Release Demanded On Health Grounds

Mrs. Amina Begum, Acting General Secretary of the East Pakistan Awami League, yesterday demanded the immediate release of Sheikh Mujibur Rahman from detention on health ground, reports PPA.

In a statement issued in Dacca yesterday she said that sheik Saheb was reported to have been attacked with piles, gastric and abdominal troubles and fever, in the Jail.

আজাদ

৩০ শে আগস্ট ১৯৬৬

শেখ মুজিবের অসুস্থতার সংবাদে আমেনা বেগমের উদ্বেগ

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম গতকাল্য সোমবার সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন যে, তিনি জানিতে পারিয়াছেন, বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটককৃত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শেখ মুজিবর রহমান অর্শ, গ্যাস্ট্রিক, এ্যাবডোমেনাল ব্যথা এবং জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছেন। তিনি জানান যে, উপরোক্ত সংবাদে আমরা মর্মান্তিকভাবে শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছি। কারাগারের অভ্যন্তরে এই কঠিন রোগের চিকিৎসার সুব্যবস্থা নাই বলিয়া যে কোন বিপদের আশঙ্কা রহিয়াছে বলিয়া তিনি বিবৃতিতে উল্লেখ করেন।

মিসেস আমেনা বেগম এই সমস্ত রোগের আশু চিকিৎসার জন্য অবিলম্বে জনাব শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তি দাবী করেন এবং আশা করেন যে, এই

মুহূর্তে জনাব শেখ মুজিবর রহমানকে মুক্তিদান করিয়া সরকার সহনশীলতার পরিচয় দিবেন।

বিবৃতিতে তিনি জনাব শেখ মুজিবর রহমানকে হয়রানির জন্য নিন্দাবাদ জ্ঞাপন করেন।

সংবাদ

৩০শে আগস্ট ১৯৬৬

মিসেস আমেনা বেগমের বিবৃতি

স্বাস্থ্যগত কারণে শেখ মুজিবের মুক্তি দাবী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম স্বাস্থ্যগত কারণে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানের আশু মুক্তি দাবী করিয়াছেন। গতকাল (সোমবার) নির্ভরযোগ্য মহলের উদ্ধৃতি দিয়া সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে মিসেস আমেনা বেগম বলেন যে, কারারুদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান অর্শ, গ্যাস্ট্রিক, পেটের ব্যথা ও জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহার উপর শেখ সাহেবকে নির্জন কারাকক্ষে আবদ্ধ রাখায় তাঁহার মানসিক ভারসাম্য বিলুপ্ত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। কারাগারে উপরোক্ত জটিল রোগসমূহের চিকিৎসা অসম্ভব বিধায় অবিলম্বে তিনি (মিসেস আমেনা বেগম) তাহাকে মুক্তিদানের দাবী জানাইয়াছেন। মিসেস আমেনা বেগম বলেন যে, অবিলম্বে শেখ মুজিবর রহমানকে মুক্তিদান না করিলে খোদা না খাস্তা যদি কোন অপ্রীতিকর ও অবাঞ্ছিত ঘটনার উদ্ভব হয়, তজ্জন্য সরকারকেই দায়ী হইতে হইবে।

সংবাদ

২রা সেপ্টেম্বর ১৯৬৬

মুক্তাগাছা নেতৃবৃন্দ কর্তৃক শেখ মুজিবের মুক্তি দাবী

মুক্তাগাছা, ৩১শে আগস্ট (নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)।— দেশরক্ষা আইনে আটক পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শেখ মুজিবর রহমানের স্বাস্থ্যের আশংকাজনক অবনতি ঘটায় এখানে গভীর উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে।

মুক্তাগাছা থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি মৌলভী ইয়াকুব আলী, সম্পাদক জনাব খন্দকার মালেক (মৌলিক গণতন্ত্রী), সহ-সম্পাদক শ্রী সুভাষ চন্দ্র রক্ষিত, থানা ন্যাপের আহবায়ক জনাব আবদুর রশীদ (মৌলিক গণতন্ত্রী), শ্রী পরেশ চন্দ্র সাহা সম্পাদক, জনাব খোদা বক্স এবং কাউন্সিল

মুসলীম লীগ সহ-সভাপতি ডাঃ এ সামাদ অনতিবিলম্বে অসুস্থ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবী জানান।

পরিশেষে তাঁহারা দেশরক্ষা আইনে আটক সকল রাজবন্দীরও আশু এবং বিনাশর্তে মুক্তিদানের আবেদন জানান।

Pakistan Observer
4th September 1966
EPSL demands Mujib's release
(By A Staff Correspondent)

A general meeting of the East Pakistan Students League was held at 1-30 p.m. on Saturday in the auditorium of Jagannath College, Dacca.

The meeting was addressed by a number of leaders of the League. In a resolution the meeting demanded immediate release of Sheikh Mujibur Rahman and other political prisoners in the province. The meeting also expressed sympathy for the flood victims.

সংবাদ

৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৬

পটুয়াখালী আওয়ামী লীগ সভায়

মুজিবুর রহমানের অসুস্থতার খবরে উদ্বেগ প্রকাশ

পটুয়াখালী, ৪ঠা সেপ্টেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতার তার)।— পটুয়াখালী মহকুমা আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কারাগারে আটক আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের অসুস্থতার সংবাদে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং তাহাকে অবিলম্বে মুক্তিদানের আহ্বান জানানো হয়। সভায় মহকুমা খাদ্য পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। পটুয়াখালী মহকুমার বর্তমানে ৬০ হইতে ৬৫ টাকা মণদরে চাউল বিক্রয় হইতেছে বলিয়া প্রকাশ। ইহা ছাড়া, সভায় গৃহীত প্রস্তাবে ছয় দফা দাবী আন্দোলনের প্রতি অবিচল আস্থা প্রকাশ করা।

আজাদ

১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৬

শেখ মুজিবুর মামলা

ঢাকা, ১০ই সেপ্টেম্বর।— গত মার্চ মাসে এক জনসভায় বিধিবিহীন বক্তৃতা দানের জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনয়ন

করা হয়, আজ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে উক্ত মামলার ২ জন সাক্ষীকে জেরা করা হয়। জনাব মহিউদ্দিন ও জনাব আবদুস সালাম খান কর্তৃক সাক্ষীদের জেরা করা হয়।

আগামী ১লা অক্টোবর পর্যন্ত মামলার শুনানী স্থগিত রাখা হইয়াছে। উল্লেখযোগ্য যে, উপরোক্ত মামলার শুনানীর আজ দ্বিতীয় দিন। সহ পাবলিক প্রসিকিউটর জনাব এস, বখত সরকারপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন।
—এ, পি, পি

সংবাদ

১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৬

আদালতের খবর

শেখ মুজিবুর মামলা : শুনানীর দ্বিতীয় দিবস অতিবাহিত

(আদালত বার্তা পরিবেশক)

গতকল্য (শনিবার) ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আফসার উদ্দিনের এজলাসে আওয়ামী লীগ নেতা জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের বিচারের দ্বিতীয় দিবস অতিবাহিত হয়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, ২০শে মার্চ, ১৯৬৬ পল্টন ময়দানে হালে আউটার স্টেডিয়ামে আওয়ামী লীগ কর্তৃক আহূত এক জনসভায় জনাব শেখ মুজিবুর রহমান বক্তৃতা দেন। সরকারী মতে উক্ত বক্তৃতা আপত্তিকর, জনসাধারণের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টিকারক, দেশরক্ষার পক্ষে বিঘ্নজনক হওয়ায় তাঁহার বিরুদ্ধে দেশরক্ষা বিধির ৪৭ ধারাবলে উক্ত মামলা দায়ের করা হয়।

গতকল্য সরকারপক্ষের আরও দুইজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব হাসান আলীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। তিনি বলেন যে, উক্ত সভায় তিনি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। সরকারী রিপোর্টার সহ তিনি একই টেবিলে উপবিষ্ট ছিলেন। তাহার সম্মুখেই সরকারী রিপোর্ট লিখা হয়, পড়িয়া তাঁহাকে শুনানো হয় এবং তিনি এসব রিপোর্টে দস্তখত করেন। তিনি সরকারপক্ষীয় কৌশলীর এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, উক্ত সভায় বড়জোর ১৫ হাজার লোকের সমাগত হইয়াছিল।

ইহার পর রমনা থানার সাব-ইন্সপেক্টর জনাব আঃ সামাদ সাক্ষ্য দেন। তিনি বলেন যে, তিনি অনুসন্ধান অফিসার হিসাবে একদিন কাজ করেন এবং উক্ত সভায় কয়েকদিন পরে ঘটনার স্থান পরিদর্শন করেন এবং তিনি জেরার উত্তরে বলেন যে, ঘটনাস্থলে কোন আলামতের নিদর্শন তিনি পান নাই। জনাব হাসান আলীকে জেরা করা হয়।

সরকারপক্ষের সাক্ষ্য নেওয়া এখনো শেষ হয় নাই। আগামী ১লা অক্টোবর উক্ত মামলার দিন পুনঃধার্য করা হইয়াছে।

সরকারপক্ষের মামলা পরিচালনা করেন সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটার জনাব সোরাব ও ডি, এস, পি, জনাব এ খালেক। অপরপক্ষে উপস্থিত ছিলেন জনাব এ, সালাম খান, জনাব জহিরউদ্দিন, জনাব এম, এ, রব, এম, এস, জোহা চৌধুরী এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট আইনজীবী।

দৈনিক পাকিস্তান

১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৬

শেখ মুজিবের মামলায় দুইজনের সাক্ষ্য গ্রহণ

গত মার্চ মাসে ঢাকায় এক জনসভায় রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর বক্তৃতা দেওয়ার অভিযোগে শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে যে মামলা দায়ের করা হয়, গতকল্য শনিবার সে সম্পর্কে দুইজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

সাক্ষ্যদানের পর বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব জহিরুদ্দীন ও জনাব আবদুস সালাম খান সাক্ষীদ্বয়কে জেরা করেন।

আগামী ১লা অক্টোবর পর্যন্ত মামলার শুনানী মুলতবী রাখা হইয়াছে।

Dawn

13th September 1966

Witnesses examined in Mujib's case

DACCA, Sept 12: Two prosecution witnesses were on Saturday examined by the magistrate's court, trying Sheikh Mujibur Rahman on a charge of making "prejudicial" speech at a public meeting here in March last.

After their depositions at the resumed hearing of the case here, the witnesses were cross-examined by Mr Zahiruddin and Mr Abdus Salam Khan, the lawyers appearing for the accused.

The hearing was adjourned till Oct 1 next.

Saturday was the second day of the hearing which opened early last month in the court and is being held inside the Dacca Central Jail, where Sheikh Mujib is under detention.

The court comprised Mr. Afsaruddin, magistrate first class.

The prosecution was conducted by Mr S. Bakht, Assistant Public Prosecutor. —APP.

সংবাদ

১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৬

গৌরীপুর থানা আওয়ামী লীগের বৈঠক

গৌরীপুর, ১২ই সেপ্টেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।— সম্প্রতি গৌরীপুর থানা আওয়ামী লীগের কার্যকরী সংসদের এক বৈঠক সুনিয়া থানা আওয়ামী লীগ অফিসে থানা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব হাতেম আলী মিয়া'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে সাংগঠনিক বিষয়াদির উপর আলোচনা করা হয়। বৈঠকে আটক নেতা শেখ মুজিবর রহমানের অসুস্থতার খবরে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং অবিলম্বে শেখ মুজিবর রহমান সহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী জানাইয়া কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

জনসভার প্রস্তুতি

গৌরীপুর থানা আওয়ামী লীগের ও গৌরীপুর শহর আওয়ামী লীগের যৌথ উদ্যোগে আগামী ২১শে সেপ্টেম্বর বুধবার বিকাল ৪টায় স্থানীয় বাজার ময়দানে ৬-দফা ও খাদ্য পরিস্থিতি এবং বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া আওয়ামী লীগ মহল হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়াছে। উক্ত জনসভায় জিলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ যোগদান করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

সংবাদ

১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৬

সিলেট আওয়ামী লীগ

শেখ মুজিবের অসুস্থতায় উদ্বেগ প্রকাশ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গত ১০ই আগষ্ট অনুষ্ঠিত সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের এক জনসভায় শেখ মুজিবের অসুস্থতার খবরে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করা হয়।

আজাদ

২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৬

প্রদেশের খাদ্য পরিস্থিতি

আওয়ামী লীগের উদ্বেগ প্রকাশ

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তানকে অবিলম্বে দুর্গত অঞ্চল ঘোষণা করিয়া সর্বত্র পূর্ণ রেশনিং প্রথা চালুসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ন্যায্যমূল্যের বিক্রয় কেন্দ্র খোলার

দাবীতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যকরী পরিষদের এক বর্ধিত সভায় প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে।

গত ১৭ ও ১৮ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব নজরুল ইসলাম সভাপতিত্ব করেন। উক্ত সভায় আওয়ামী লীগের জেলা ও মহকুমা কমিটির প্রতিনিধিসহ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

সাম্প্রতিক বন্যায় প্রদেশের খাদ্য পরিস্থিতি গুরুতর অবনতিতে সভা উদ্বেগ এবং বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকারের ব্যর্থতায় দুঃখ প্রকাশ করা হয়।

সভায় গৃহীত অপর প্রস্তাবে খাজনা, ট্যাক্স ও বকেয়া ঋণ আদায় স্থগিত এবং সার্টিফিকেট জারী বন্ধ রাখার দাবী জানান হয়।

ঢাকা শহরের পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য আওয়ামী লীগ অবিলম্বে দুর্গতদের মধ্যে বিনামূল্যে পর্যাপ্ত সাহায্য দ্রব্য বিতরণ, বন্যা আক্রান্ত মহল্লায় লঙ্গরখানা চালুর দাবী জানান হয়।

রাজনৈতিক বন্দী শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাস্থ্যের অবনতিতে সভায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ এবং তাঁহার আশু মুক্তি দাবী করা হয়।

অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার এবং সকল রাজবন্দীকে মুক্তিদানের জন্য সভায় জোর দাবী জানান হয়। ৬-দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের কার্যকরী পরিষদ শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালাইয়া যাইবার সঙ্কল্পের কথা পুনরুল্লেখ করে।

শেখ ফজলুল হক আটক

ছাত্রনেতা জনাব শেখ ফজলুল হক (মনি) কে গত রবিবার সকালবেলা শাহবাগ হোটেলের সম্মুখ হইতে দেশরক্ষা আইনে আটক করা হয়।

টাঙ্গাইলে জনসভা

আগামী ২৪শে সেপ্টেম্বর টাঙ্গাইলে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক কর্মী সম্মেলন ও জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত সভায় প্রাদেশিক কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব নজরুল ইসলাম ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা আমেনা বেগম উপস্থিত থাকিবেন।

Pakistan Observer
20th September 1966
A. L. executives' demand
Declare province a distressed area
(By A Staff Reporter)

East Pakistan Awami League Working Committee in its extended meeting, which concluded in Dacca on Sunday, has urged the

Government to declare East Pakistan a distressed area and to take all-out measures to bring the “distressing food situation in the Province” under control.

The two-day meeting suggested immediate introduction of full rationing and fair price shops for the supply of foodstuff and other essential commodities throughout the province.

Presidents and secretaries of the district and sub-divisional Awami League committees, MNAs, MPAs and other leading members of the party also attended the meeting.

During its deliberations the meeting expressed its dissatisfaction at the “inadequate measures taken by the Government in the face of grave food situation in the province.

The Awami Leaguers have also called upon the Government to suspend realisation of taxes, loans, rents and other Government dues to relieve the affected people.

They demanded implementation of Krugg Mission report for effective and permanent flood control measures to save the province from the onslaught of flood every year.

In a resolution the meeting expressed concern over the situation in Dacca city following the recent deluge of rain and demanded immediate medical relief for the victims.

The meeting also demanded sufficient aid for the construction of homes of the affected people.

The meeting discussed the prevailing political situation in the province and demanded immediate release of Sheikh Mujibur Rahman.

The meeting also demanded

- immediate withdrawal of Emergency and release of leaders and workers detained under the provisions of DPR.
- withdrawal of restrictive laws curtailing the freedom of Press.
- immediate withdrawal of the order of forfeiture of New Nation Printing Press and immediate restoration of declaration of the “The Wave” and Desher Dak weeklies of Khulna.
- immediate release of Ittefaq Editor Mr. Tufazzal Hussain and other journalists throughout the province and urged the Government to give sufficient help to the jobless staff of Ittefaq.

The Working Committee reiterated its determination to go on with the peaceful and constitutional movement for the realisation of six-point programme, which is the “only means of bringing real and effective national unity.”

সংবাদ
২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৬
প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভার প্রস্তাব
পূর্ব পাকিস্তানকে দুর্গত এলাকা ঘোষণার আহ্বান
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গত ১৭ই ও ১৮ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যকরী সংসদদের এক বর্ধিত সভায় পূর্ব পাকিস্তানকে ‘দুর্গত এলাকা’ ঘোষণা করা এবং ‘সংকটজনক খাদ্য পরিস্থিতি’ আয়ত্তে আনিতে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

সভায় গ্রহীত এক প্রস্তাবে প্রদেশের সর্বত্র পূর্ণ রেশনিং প্রথা চালু ও ন্যায্যমূল্যের দোকান খুলিয়া নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের দাবী জানানো হয়। আওয়ামী লীগের দুই দিবসব্যাপী এই বর্ধিত সভায় বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যগণ যোগদান করেন।

সদস্যগণ আলোচনাকালে প্রদেশের সংকটজনক খাদ্য পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং এহেন পরিস্থিতিতে দুর্গত এলাকার জনসাধারণের নিকট হইতে ট্যাক্স খাজনা, ঋণের টাকা আদায় স্থগিত রাখার জন্য সরকারের নিকট আহ্বান জানান।

সভায় গ্রহীত প্রস্তাবে বৃষ্টিপাতের দরুন ঢাকা শহরে যে প্লাবন সৃষ্টি হইয়াছিল উহাতে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়, অবিলম্বে দুর্গতদের মধ্যে রিলিফ সাহায্যদান এবং বিধ্বস্ত গৃহের পুনর্নির্মাণের জন্য ঋণদানের আহ্বান জানান।

সভায় শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবী জানানো হয়। ইহা ছাড়া ইত্তেফাকের ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যাহার, সাপ্তাহিক দেশের ডাক ও ‘ওয়েভ’ পত্রিকার পুনরায় অনুমোদন দান, ইত্তেফাকের সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেন সহ আটক সকল সাংবাদিকদের মুক্তির দাবী জানাইয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। অপর এক প্রস্তাবে ছয় দফা দাবী আদায়ের জন্য শান্তিপূর্ণ আন্দোলন অব্যাহত রাখার সংকল্প প্রকাশ করা হয়।

Pakistan Observer
28th September 1966
Around the Courts
Mujib's trial inside jail
Arguments in Sept.'64 speech case
(By Our Court Correspondent)

‘In deciding a question concerning the freedom between the subject and the Government the line of decision should be drawn

in favour of the subject and not the Government said Advocate Mr. Abdus Salam Khan on Tuesday before the Court of Mr. M. A. Malik, Magistrate, 1st Class, Dacca.

Mr. Khan said this while arguing in defence of Sheikh Mujibur Rahman in a case where the latter has been charged under section 7(3) of the East Pakistan Public Safety Ordinance for delivering an alleged prejudicial speech on September 29, 1964 at the Outer Stadium, Dacca.

The trial was held inside Dacca Central Jail, Judgement will be delivered on October 24.

Quoting excerpts from the speech, the prosecution alleged that the speech intended to bring into hatred or contempt the Government established by Law.

Arguing that Sheikh Mujibur Rahman's speech was an usual criticism of the Government as done by a political leader, Mr. Abdus Salam Khan extensively referred to the Court the numerous decisions of the High Courts and the Supreme Courts of Pakistan and India where the people's right to criticise the Government was upheld.

Dawn
28th September 1966
Mujib's case: hearing concludes

DACCA, Sep 27: The hearing of the trial of Sheikh Mujibur Rahman by a Magistrate's court on a charge of making “prejudicial” speech at a public meeting two years back, concluded today.

Judgment was reserved by the court, which sat inside the Dacca Central Jail.

The prosecution said that Sheikh Mujib, President of the East Pakistan Awami League, delivered the speech at the Paltan Maidan meeting on Sept 29, 1964, to, among other things “encourage or incite the public in general to refuse payment of taxes payable to the Government”.

The Assistant Public Prosecutor, Mr S. M. Bakht, told the court that the object of the speech was to “stir up” the people to “disobey” the lawfully established Government in Violation of Section 7 (3) of the East Pakistan Public Safety Ordinance.

Mr Bakht said the Constitution guaranteed the freedom of expression to criticise the Government for its policies, but the accused, he added, abused the privilege by making personal attacks on the Head of the State and the head of the province.

He submitted that the speech was intended to bring into hatred and contempt and create disaffection towards the Government established by law and to interfere with the maintenance of law and order.

Mr Abdus Salam Khan, appearing for the accused, told the court that the public meeting was also addressed by other COP leaders who made “similar” speeches but not action was taken against them. This, he argued, showed that it was a case of a victimisation.

Mr Zahiruddin, another lawyer, appearing for Sheikh Mujib submitted that the case was started with the intention of harassing the accused. —APP.

সংবাদ

২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৬

কারাগারের অভ্যন্তরে শেখ মুজিবের মামলার শুনানী
(আদালত বার্তা পরিবেশক)

ঢাকা, ২৭শে সেপ্টেম্বর।— অদ্য ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আবদুল মালেকের কোর্টে জননিরাপত্তা আইনের ৭(৩) ধারামতে অভিযুক্ত জনাব শেখ মুজিবর রহমানের মামলার শুনানী হয়।

বিগত ১৯৬৪ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর জুলুম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে ঢাকা আউটার স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় জনাব শেখ মুজিব বক্তৃতা করেন।

তঁাহার উক্ত বক্তৃতার পরিপ্রেক্ষিতে রমনা পুলিশ তঁাহার বিরুদ্ধে উক্ত ধারায় একটি মামলা (রমনা কেস নং ৯৮ (১১) ৬৪ ইং) দায়ের করেন।

আসামীপক্ষের এডভোকেট জনাব আবদুস সালাম খান, জনাব জহিরুদ্দীন ও জনাব আবুল হোসেন আসামীপক্ষ সমর্থন করিয়া সুতীক্ষ্ম যুক্তি প্রদর্শন করেন।

আসামীপক্ষের কৌশলীগণ (১) তফাজ্জল হোসেন বনাম পূর্ব পাকিস্তান, (২) আই এল আর ২২ বোম্বে ১১২, (৩) এ আই আর ১৯৪২ এফ, সি, ২২ (নিহারেন্দু দত্ত মজুমদারের মামলা), (৪) এ, আই, আর ১৯৪৮ লাহোর ৬, (৫) এ, আই, আর ৫৯ এলাহাবাদ ১০১, এইসব মামলার নজীর হইতে উদ্ধৃতি দিয়া বিবাদীর পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন।

আগামী ২৪শে অক্টোবর এই মামলার রায়দানের জন্য তারিখ ধার্য করা হইয়াছে।

সংবাদ

২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৬

গৌরীপুরে আওয়ামী লীগের সভা

গৌরীপুর (ময়মনসিংহ), ২৭শে সেপ্টেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।— গৌরীপুর থানা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জনাব হাতেম আলী বক্তৃতা করেন।

সভায় গত ৭ই জুন পুলিশের গুলীতে নিহত ব্যক্তিদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয় ও নিহত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ দানের দাবী জানানো হয়।

সভায় এক প্রস্তাবে সরকারের ভ্রান্ত খাদ্য নীতির তীব্র সমালোচনা করা হয়। অপর এক প্রস্তাবে শেখ মুজিবর রহমানসহ সমস্ত রাজবন্দীর আশু মুক্তি, ‘ইন্ডোফাকে’র উপর হইতে সমস্ত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার প্রভৃতি দাবী জানানো হয়।

দৈনিক পাকিস্তান

২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৬

শেখ মুজিবের মামলার শুনানী সমাপ্ত
(কোর্ট রিপোর্টার)

গতকল্য মঙ্গলবার ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের অভ্যন্তরে ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এ মালেকের এজলাসে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত শেখ মুজিবর রহমানের মামলার শুনানী সমাপ্ত হয়। শেখ মুজিবরের বিরুদ্ধে অভিযোগে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ১৯৬৪ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে পল্টন ময়দানে এক জনসভায় প্রদত্ত বক্তৃতায় তিনি আইন মোতাবেক প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা শাসন ও আইন অমান্য ও জনসাধারণকে খাজনা বন্ধের প্ররোচনা দেন। পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সের ৭(এ) ধারা মোতাবেক দেশদ্রোহিতামূলক অপরাধে রমনা থানার ওসি জনাব এস ইসমাইল শেখ মুজিবরের বিরুদ্ধে ১৯৬৪ সালের ২২ শে নবেম্বর একটি এজাহার দেন।

শেখ মুজিবরের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন এডভোকেট জনাব আবদুস সালাম, জহিরুদ্দীন ও আবুল হোসেন। সরকারপক্ষে ছিলেন মির্জা সোহরাব বখত ও কোর্ট ডি, এস, পি, জনাব আবদুল খালেক।

হাকিম রায়দান স্থগিত রাখেন।

Pakistan Observer

29th September 1966

Around the Courts

Mujib's case arguments

Lawyer says, they are false and procured witnesses

(By Our Court Correspondent)

Following is the defence arguments on the facts of the case against Sheikh Mujibur Rahman for alleged prejudicial speech on September 29, 1964. Part of the arguments was published in this paper on Wednesday. The argument in the case which started and ended on Tuesday was heard by Mr. M. A. Malik, the trying Magistrate, inside the Dacca Central Jail.

Defence lawyer Mr. Zahiruddin, arguing on the facts of the case, directed tirades against the prosecution witnesses. He sought to prove them all, save Mr. Afsaruddin Ahmad, as liars and procured witnesses.

Arguing on the evidence of the first prosecution witness, Mr. Mohammad Israil o/c, Ramna Thana and the complainant in the case, the defence lawyer said that he got it from this witness through cross-examination that the latter had seen the transcription, on which the accused was charged, on September 21 or 22. On the other hand the accused delivered the alleged prejudicial speech on September 29. Did not this show up a malicious plan to prosecute the accused long before the alleged cause of action, lawyer questioned.

Pointing to the witness's deposition that he did neither meet any witnesses at the place of occurrence nor had anybody to complain of a prejudicial speech but that he became the complainant "at the instance of my superior officer", lawyer said the case was a sheer conspiracy against the accused.

"The o/c is the complainant in the case and the same person deposes, 'I have no personal opinion about the speech', what a fun the prosecution seeks to do with a political leader in a court of law", the lawyer ruefully added.

Then the lawyer argued on the deposition of Mr. Mozammel Huq, a short-hand Government reporter on whose coverage the accused was prosecuted. Citing his evidence, "I did not produce the transcription before any Magistrate" for attestation no one can transcribe, the transcription (exhibit 6) "is neither in my hand nor I did the transcription nor can I say on what date it was transcribed and by whom", the lawyer claimed that the accused was

prosecuted on a false and forged transcription, case of theft on the part of this witness. Hence his evidence was worth for nothing, he submitted.

Then lawyer turned to the evidence of Mr. Md. Ismail of 60/2, Bonogram, Dacca a witness whom the prosecution claimed to have been from among the audience of the meeting concerned.

Lawyer submitted this witness deposed "I am a businessman. I heard the speech of Sheikh Mujibur Rahman" that enraged his mind and that of many others in the meeting.

Don't understand chaste Bengali

But curiously enough, lawyer submitted, the speech enraging his minds was delivered in chaste Bengali but in answer to a question, in Bengali, he replied, "I do not understand this chaste Bengali." Questioned if he knew how to read and write Bengali he replied in the negative and added that he knew how to read Urdu.

The colour of this Bengali knowing man, who understand Mr. Mujib's Bengali speech and got enraged, lawyer said, would be clear from his this deposition: "I come from Calcutta. Before that I was at Manikganj. I cannot name the village of Manikganj from where I came. I do not come from Manikganj but my ancestors came from Manikganj. My father was born in Calcutta".

And further this man who gave out to be a businessman "pay no income tax, no sales tax. I have no municipal licence or any trade licence, no bank account in my name."

Such a tout and out and out tutored man has been brought before the Court of law as a witness. God save this country! the lawyer added and exclaimed.

Then came under fire of arguments the prosecution's next witness from among the audience Sayed Hayat Aziz of 88/1 Tanti Bazar, Dacca, who did not "remember the year of my arrival in Pakistan. I come from Reraoli Sharif which is near Lucknow."

He deposed "I deal in catechu. On the day of a Hartal in September last (1964) a meeting was held at the Outer Stadium which I attended."

He remembered cited in Bengali some portion of the speech. The degree of oppression on the students exceeded the degree of oppression once done by Namrud and feraun. Hearing this speech he felt, members of the public got excited, And at this he felt sorry."

But this very person, lawyer contended, did not understand his question of cross-examination in Bengali, "did you ever go to a

laboratory? Did you ever hear the name of some Weavers Association?” The latter question was posed, lawyer said because the witness resided at Tanti Bazar.

Then the lawyer made an attack on the witness’s memory. The witness could reproduce from his memory the speech of the accused after about one year but he could not remember lawyer submitted “the date of that meeting”. And he heard, lawyer added, “a few lines of the speech made by our President over the Radio Pakistan last night but I cannot remember them now.” So this witness, lawyer vehemently said, was worth not a pie. The prosecution simply procured and purchased them.

Referring next to the evidence of Mr. Afsaruddin Ahmad, the Magistrate who attended the meeting for attesting the reports of the Government reportes: “No transcription was placed before me for my attentaion”, the lawyer bitterly accused the prosecution of bringing the case against Sheikh Mujibur Rahman on false and baseless documents.

Turning finally to the deposition of Mr. Sekander Ali the Investigation Office of the case, the lawyer wanted to know why the case was started about two months after the date of occurrence and why the investigating Officer could not say to whom the reporters submitted their long hand notes.

Quoting the witness’s deposition: “I did not ascertain if those two witnesses (Syed Hayat Aziz and Ismail) could read or write Bengali. May be there were several thousand people present in the meeting who knew reading and writing of Bengali.” The lawyer questioned why the prosecution made a mockery of justice in a Court of law.

In fine, the lawyer appealed to the court to rise in coming to a decision about the present case up its usual deal to criminal justice, because it was a case involving people’s basic rights to criticise a government in this democratic world.

আজাদ

১লা অক্টোবর ১৯৬৬

যশোরে ৬-দফার দাবীতে আওয়ামী লীগের বিরাট জনসভা

নোয়াপাড়া, (যশোর) ৩০শে সেপ্টেম্বর।- গতকল্য বিকালে যশোর টাউন হল ময়দানে প্রাক্তন এম এন এ জনাব আবদুর রশিদের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভায় প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস

আমেনা বেগম দেশের দশ কোটি জনগণের ‘মুক্তি সনদ ছয় দফা’ দাবী পূরণ করিয়া দেশের উভয় অংশকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানান। ছয় দফার দাবীকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য আওয়ামী লীগকে ‘বিচ্ছিন্নতাবাদের’ যে অপবাদ দেওয়া হয় তিনি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন।

তিনি দৃঢ় আশা পোষণ করেন যে, দেশকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করিয়া পাকিস্তানের জনসাধারণের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করিবার জন্য আওয়ামী লীগ যে সংগ্রামের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে তাহা একদিন কামিয়াব হইবেই। তিনি শেখ মুজিবর রহমানসহ সকল রাজবন্দীদের আটক, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ ও মোহাজের ভাইদের প্রতি সরকারের উপেক্ষার নিন্দা জ্ঞাপন করেন। তিনি বিরোধী দলসমূহকে ছয়দফা বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ জানান।

উক্ত সভায় মেসার্স আবদুস ছত্তার, সৈয়দ আতর আলী, আলী তারেক, সোহরাব হোসেন, মওলানা আঃ রজ্জাক চিশতী ও খুলনার এডভোকেট মনছুর আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা দান করেন।

প্রস্তাবাবলী

(১) ছয়দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া উহা বাস্তবায়নের দাবী, (২) শেখ মুজিবরসহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তির দাবী, (৩) জরুরী অবস্থার আশু অবসান দাবী, (৪) প্রদেশের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পর্যাপ্ত সাহায্যদানের দাবী ও ক্রুগ মিশনের রিপোর্ট কার্যকরীকরণের দাবী, (৫) প্রদেশে ধান-চাউলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র প্রদেশে পূর্ণাঙ্গ রেশনিং প্রথা প্রচলনের দাবী ও (৬) পশ্চিমবঙ্গ হইতে আগত মোহাজেরদের বিষয় সম্পত্তির সর্বপ্রকার বিনিময়কে বৈধ ঘোষণার দাবী।

কর্মী সম্মেলন

মিসেস আমিনা বেগম সকাল ১০-৩০ মিঃ ঘটিকায় স্থানীয় টাউন হলে যশোর জেলা আওয়ামী লীগের এক বিরাট কর্মী সম্মেলনে বক্তৃতায় জেলার প্রতি ইউনিয়নে এক মাসের মধ্যে আওয়ামী লীগের শাখা গঠন করিবার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, ছয় দফার দাবীকে বাস্তবায়নের রূপ দিতে হইলে আওয়ামী লীগের সংগঠনকে জোরদার করিয়া তুলিতে হইবে। ইহার পূর্বে সকাল ৮ঃ৩০ ঘটিকায় তিনি আলী মঞ্জিলে যশোর জেলা আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ভাষণ দেন।

সংবাদ

৬ই অক্টোবর ১৯৬৬

করাচী আওয়ামী লীগ কর্তৃক শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী (নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

সম্প্রতি করাচী আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভায় শেখ মুজিবসহ আটক সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করা হইয়াছে এবং ৬-দফা কর্মসূচীকে জাতীয় সংহতি ও সমৃদ্ধির জন্য আবশ্যিক বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে। সভায় করাচী পুলিশ ও সিআইডি বিভাগের নির্যাতনমূলক কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করিয়া উক্ত রূপ কার্যকলাপ হইতে বিরত হওয়ার জন্য দাবী জানান হইয়াছে।

দৈনিক পাকিস্তান

১০ই অক্টোবর ১৯৬৬

চার জনের সাক্ষ্যগ্রহণ

শেখ মুজিবের মামলা

(কোর্ট রিপোর্টার)

গত শনিবার সেন্ট্রাল জেলের ভিতরে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আনীত মামলার শুনানীকালে সরকার পক্ষের চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্য নেয়া হয়। এই মামলা চলছে ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আফসার উদ্দীন আহমদের এজলাসে।

শেখ মুজিবের রহমান গত ২০ শে মার্চ পল্টন ময়দানের জনসভায় যে বক্তৃতা করেন উহার অংশ বশেষ আপত্তিকর বিধায় সরকারপক্ষ থেকে রমনা থানায় ডিফেন্স অব পাকিস্তান রুলের ৪৭(৫) ধারা মোতাবেক শেখ মুজিবের রহমানের বিরুদ্ধে এই মামলা দায়ের করা হয়।

গতকাল আবদুল মজিদ, আবদুর রব, মিয়া আবুল হাশিম ও আবদুস সোবহান নামক ৪ ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

প্রথম সাক্ষী আবদুল মজিদ আদালতে বলেন যে, তিনি সদরঘাট হকার মার্কেটে অবস্থিত একটি দর্জির দোকানের মালিক। ২০ শে মার্চ শেখ মুজিবের রহমানের বক্তৃতা তিনি শুনেছেন। তিনি বলেন, এই মামলার একজন সাক্ষী আবদুর রব তার সাথে ছিলেন। শেখ মুজিব সরকারের বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলেন। সাক্ষী বলেন, শেখ মুজিব বলেছিলেন, আমরা সাড়ে চার কোটি লোক বাঁচার দাবীতে নেমেছি। আমরা শতকরা ৭৫ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করি। আর পশ্চিম পাকিস্তান তা ভোগ করে। অথচ আমরা জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ ও পশ্চিম পাকিস্তান শতকরা ৪৪ ভাগ। বিগত ১৭ দিনের

যুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কোন সাহায্য আসেনি। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করেছেন। আমাদের এখানে শুধু কয়েকটি ভাঙ্গা বিমান ও ১ ডিভিশন সৈন্য ছিল। নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর সদর দপ্তর করাচীতে অবস্থিত। চট্টগ্রামে নৌবাহিনীর সদর দপ্তর স্থাপিত হলে দেশের অর্থ দেশে থাকত। পূর্ব পাকিস্তান একটি বাজারে পরিণত হয়েছে। টেঙাপাতা আমদানী পশ্চিম পাকিস্তানে বন্ধ হয়নি অথচ পূর্ব পাকিস্তানে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

বিবাদীপক্ষের জেরার জবাবে আবদুল মজিদ বলেন যে, তিনি কখনও পশ্চিম পাকিস্তানে যাননি। প্রেসিডেন্টের মাস পহেলা বক্তৃতা তিনি শুনে থাকেন। আর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমি শেখ মুজিবের বক্তৃতা দু'বার শুনেছি। আমার খুব রাগ হল।

দ্বিতীয় সাক্ষী আবদুর রব সাক্ষ্যদানকালে উল্লেখ করেন যে, তিনি রিক্সা চালান ও রিক্সার মালিক। ২০ শে মার্চ তিনি শেখ মুজিবের বক্তৃতা শুনে। শেখ মুজিব, সরকারের বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলেন এবং সেই বক্তৃতা শুনে “আমার খুব রাগ হলো।”

বিবাদীপক্ষের জেরার জবাবে আবদুর রব বলেন যে, তার রিক্সা চালানোর ও মালিকানা স্বত্বের লাইসেন্স আছে।

ঘৃণার সঞ্চয় হলো

তৃতীয় সাক্ষী মিয়া আবুল হাশিম নবাব কাটরার নিমতলিতে অবস্থিত একটি হোটেলের ম্যানেজার। সাক্ষ্যদানকালে তিনি বলেন যে, অপর সাক্ষী আবদুস সোবহান প্রায়ই তার হোটেলে খেতে আসে এই সূত্রে তার সাথে আলাপ। তিনি বলেন, ৬ই চৈত্র তিনি পল্টন ময়দানে শেখ মুজিবের রহমানের বক্তৃতা শুনেছেন। শেখ মুজিবের রহমানের বক্তৃতা শুনে তার মনে ঘৃণার সঞ্চয় হয়। বিবাদীপক্ষের জেরার জবাবে সাক্ষী মিয়া আবুল হাশিম বলেন যে, প্রেসিডেন্টের বক্তৃতা তিনি দুই তিন বার ও গবর্নরের বক্তৃতা কয়েকবার শুনেছেন। কিন্তু বিষয়বস্তু স্মরণ নাই।

সোবহান

সরকার পক্ষের চতুর্থ সাক্ষী ঢাকা জুটমিলের বয়ন বিভাগের মিস্ত্রি আবদুস সোবহান আদালতকে জানান যে, তিনি পল্টন ময়দানে শেখ মুজিবের রহমানের বক্তৃতা শুনেছেন। শেখ মুজিব তাঁর বক্তৃতায় সরকারের বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলেন।

বিবাদীপক্ষের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, তিনি মুসলিম লীগের নেতাদের বক্তৃতাও শুনেছেন। আর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, তিনি জনাব সবুর খান ও জনাব মোনেম খানকে চেনেন না।

গতকাল সরকারপক্ষে মামলা পরিচালনা করে মির্জা সোহরাব বকত এবং বিবাদীপক্ষে ছিলেন এ্যাডভোকেট জনাব আবদুস ছালাম, জনাব জহিরুদ্দীন, আবুল হোসেন ও আবদুল খালেক সরকার

সংবাদ

১২ই অক্টোবর ১৯৬৬

সিলেটে আওয়ামী লীগের সভা

৬-দফা আদায়কল্পে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আবেদন

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গত সোমবার সিলেটে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আবদুল হাই-এর সভাপতিত্বে সিলেট রেজিস্ট্রেশন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বিভিন্ন বক্তা ৬-দফা কর্মসূচীকে দেশবাসীর ‘মুক্তি সনদ’ হিসাবে আখ্যায়িত করিয়া ৬-দফা আদায়কল্পে জনসাধারণকে আরও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

সভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম, ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সম্পাদক জনাব রফিক উদ্দিন ভূঞা, এডভোকেট জনাব এম, এ, রব ও জনাব আবদুর রশিদ প্রমুখ নেতা বক্তৃতা করেন।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে অস্থায়ী আওয়ামী লীগ সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন যে, ৬-দফা বাস্তবায়নের মাধ্যমেই দেশের সংহতি দৃঢ়তর করা হয়।

তিনি পারস্পরিক মতবৈষম্য হইয়া সকল রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ৬-দফার আন্দোলনে আওয়ামী লীগের সহিত সহযোগিতা করার আহ্বান জানান। জনাব ইসলাম দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন যে, নির্যাতন-নিপীড়ন ৬-দফার দাবী বানচাল করা যাইবে না। দাবী স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত গণতান্ত্রিক সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। খাদ্য সংকট প্রসঙ্গে তিনি সরকারের ভ্রান্তনীতিই এই অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে।

মিসেস আমেনা বেগম দমননীতির নিন্দা করিয়া আন্দোলনে শরীক হওয়ার জন্য সাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

সভায় পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মজিবুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ সহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি, বিরোধী দলীয় কর্মীদের অযথা হয়রানি বন্ধকরণ, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, প্রদেশের সর্বত্র ২০ টাকা মণদরে রেশন চাউল ও স্বল্পমূল্যে গম বিতরণ, ক্রুগ মিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়ন, নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও বন্যাদুর্গতদের পর্যাপ্ত পরিমাণ রিলিফ দানের দাবী জানাইয়া কতিপয় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

সংবাদ

১৬ই অক্টোবর ১৯৬৬

ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ সভা

আটক নেতৃবৃন্দের অসুস্থতার খবরে উদ্বেগ প্রকাশ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল শনিবার দেওয়ান শফিকুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহক পরিষদের জরুরী সভায় জেলা আওয়ামী লীগ ৬-দফার প্রতি তাহাদের দৃঢ় সমর্থন ও আপোষহীন মনোভাবের পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন। ৬-দফা কর্মসূচীকে ‘ম্যাগনাকার্টা’ হিসাবে আখ্যায়িত করিয়া তাঁহারা বলেন যে, ৬-দফার সংগ্রামের সাফল্যের পশ্চাতে কেবল পূর্ব পাকিস্তানের নয়, গোটা পাকিস্তানের জনগণের সমৃদ্ধি ও সংহতি নিহিত।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে সরকারের জনস্বার্থবিরোধী কার্যকলাপ ও দমননীতির নিন্দা করিয়া পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মজিবুর রহমান মহাশূন্যযান নিক্ষেপ দর্শন করিবেন।

মনে হয়, আগামী সপ্তাহে পোলিশ নেতৃবৃন্দও পূর্ব ইউরোপীয় নেতৃবৃন্দের সহিত সোভিয়েটের আলোচনা চীনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পূর্ব ইউরোপের সম্মতি লাভের নিমিত্ত রুশ প্রচেষ্টার অঙ্গবিশেষ।

বুদাপেস্ট হইতে পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, হাঙ্গেরী কমিউনিষ্ট পার্টির প্রধান জনোস কাদারের নেতৃত্বে একদল শক্তিশালী প্রতিনিধি অদ্য মস্কো যাত্রা করেন।

প্রতিনিধিদলে হাঙ্গেরীর প্রধানমন্ত্রী গিয়ুৎসা কালাই ও দেশরক্ষামন্ত্রী জেনারেল লাজোস জিনেজ রহিয়াছেন।

সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টি ও সরকারের আমন্ত্রণক্রমে তাহারা এই মৈত্রী সফরে যাইতেছেন।

সংবাদ

১৭ই অক্টোবর ১৯৬৬

দিনাজপুরে আওয়ামী লীগের জনসভা

৬-দফার প্রণেতারা বিচ্ছিন্নতাবাদী নয়

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (রবিবার) দিনাজপুর গোড়াশহীদ ময়দানের এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা

মিসেস আমেনা বেগম বলেন যে, ৬-দফার প্রণেতা ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অভিযোগ একটি রাজনৈতিক চালমাত্র। ইহা জনসাধারণের চিন্তাধারাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করিয়া স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রয়াস বলিয়া তিনি অভিহিত করেন।

মিসেস আমেনা বেগম বলেন যে, ৬-দফার প্রণেতারা বিচ্ছিন্নতাবাদী নয় জাতীয়তাবাদী তিনি আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীন মহলের অপপ্রচারের প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, জনসাধারণের মৌলিক মানবিক অধিকার পুনরুদ্ধার এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনসহ আওয়ামী লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তিনি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে সকল বিরোধী দলের প্রতি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

আওয়ামী লীগ দলীয় জাতীয় পরিষদ সদস্য অধ্যাপক ইউসুফ আলী ৬-দফা কর্মসূচীকে ‘ম্যাগনাকার্টা’ বলিয়া উল্লেখ করেন।

সভায় শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি ও দমননীতি পরিহারের দাবী জানানো হয়।

Pakistan Observer
24th October 1966
Six-point defended
Paltan demands autonomy
(By A Staff Correspondent)

A public meeting at Paltan Maidan on Sunday declared that the six-point demand was a means to realise provincial autonomy and not aimed at weakening the national unity. The meeting said autonomy has today become the demand of the people.

The meeting demanded withdrawal of emergency and release of all political detenus including Shaikh Mujibur Rahman to restore healthy situation in the national politics.

The meeting also demanded release of all journalists including Mr. Tofazzal Hossain, Editor, the Ittefaq, and Aga Shoreshe Qureshi of West Pakistan.

Expressing concern over the measures adopted to curb the freedom of expression the meeting demanded withdrawal of restrictions on the Press and restoration of the New Nation Press from which the Ittefaq and two other weeklies used to come out.

Organised by East Pakistan Awami League the meeting was presided over by Syed Nazrul Islam, acting President of the party. Mr. Jahiruddin General Secretary, Pakistan Awami League, Mrs.

Amena Begum, acting General Secretary, East Pakistan Awami League, Mr. Abdul Malek Ukil, Leader of the Opposition in East Pakistan Assembly, Advocate M. A. Rob, Mr. Nurul Huq MPA and Rafiquddin Bhuiya were among those who addressed the meeting.

The meeting urged the Government to withdraw all warrants of arrest against political workers and all cases brought against them in connection with the June 7 incidents. Another resolution demanded compensation to the families of the victims of the June 7 firing.

দৈনিক পাকিস্তান
২৪ শে অক্টোবর ১৯৬৬
পল্টনে আওয়ামী লীগের জনসভা
(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম গতকাল রোববার পল্টন ময়দানে ঘোষণা করেন যে, শত নির্যাতনের মুখেও তাঁদের আন্দোলন দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত দূরীকরণে চলতে থাকিবে।

আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদিকা হওয়ার পর মিসেস আমেনা বেগমের পল্টন ময়দানের জনসভায় এই প্রথম বক্তৃতা। তিনি বলেন যে, সকল প্রকার নির্যাতনের ভয় উপেক্ষা করেই তিনি এই দায়িত্ব নিয়েছেন। তাছাড়া সমাজের অর্ধেকসংখ্যক নারী সমাজকেও দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনের শরীক করার ব্রত নিয়েই তিনি এ দায়িত্ব নিয়েছেন।

সম্প্রতি প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় ১৫টি জনসভায় তাঁর বক্তৃতা দানের অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে তিনি দাবী করেন যে, আপামর জনসাধারণ দেশে আইনের শাসন, ভোটের অধিকার, খাওয়া-পরা পরিশ্রমতা বিধানের জন্যে আন্দোলনমুখী হয়ে উঠেছে। দেশের অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, সর্বত্র বর্তমানে খাদ্যাভাব রয়েছে; আগে যাদের দুটি লুঙ্গি কেনার সামর্থ ছিল আজ তাদের গামছা কেনারও সামর্থ নেই। তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগের দাবীই দেশের সর্ব মঙ্গলের দিশারী। তিনি মনে করেন যে, তাঁদের দাবীর পেছনে বিচ্ছিন্নবাদীতার কোন অবকাশ নেই। বরং এর দ্বারা দুই পাকিস্তানকে একসূত্রে গাঁথা হবে।

আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম গত ৭ই জুনের ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত, মৃত ব্যক্তিদের নাম ঘোষণা ও তাদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণ দানের দাবী জানান। এছাড়া তিনি দেশের বর্তমান

খাদ্যাভাব, বন্যা, দোলাই খাল ভরাটের কুফলের জন্যে সরকারকে দায়ী করেন। সভায় জনাব জহীরাউদ্দীন, জনাব আবদুল মালেক উকিল, এম পি এ, জনাব নূরুল হক, এম পি এ, জনাব রফিক উদ্দীন ভুঁইয়া, জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখ বক্তৃতা করেন। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি, খেফতারী পরোয়ানা ও মামলা প্রত্যাহার, ইত্তেফাক পত্রিকা পুনরায় চালু করার ব্যবস্থা, ইত্তেফাকের বেকার সাংবাদিক ও প্রেস কর্মচারীদের চাকুরীতে বহাল, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ইত্তেফাক সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেন ও পশ্চিম পাকিস্তানের কবি আগা শোরেস কাশ্মীরীর মুক্তি দাবী করা হয়।

এছাড়া স্বল্পমূল্যে গরীব, চাষী, শ্রমিক ও নিম্ন বেতনভোগী কর্মচারীদের জন্যে পূর্ণ রেশনিং ব্যবস্থা, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাস, তথা মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, বন্যা রোধের জন্যে ড্রুগমিশনের রিপোর্ট কার্যকরীকরণ, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় প্রচুর পরিমাণে রিলিফ, শ্রমিক স্বার্থবিরোধী আইনসমূহ প্রত্যাহার, গুলশানের বদলে রোববার কল-কারখানা বন্ধ রাখার দাবী জানান হয়।

Pakistan Observer

25th October 1966

AROUND THE COURTS

Witnesses tutored to speak Bengali

Sheikh Mujib acquitted

(By or court Correspondent)

Sheikh Mujibur Rahman the President of East Pakistan Awami League was acquitted on Monday of the charge of delivering a prejudicial speech, on September 29, 1964 at Paltan Maidan, Dacca.

The judgment was pronounced by Mr. M. A. Malik Magistrate, inside Dacca Central jail where the trial was held.

Quoting excerpts from the alleged prejudicial speech, the prosecution charged Sheikh Mujibur Rahman under Section 7(3) of the East Public Safety Ordinance No. LXXVIII of 1958 which called for punishment of the accused with imprisonment for a term extending to five years, or with fine, or with both.

The defence case was that the speech was made in protest against the repression of students. It contended that the speech was not prejudicial. It questioned the prosecution if it could deny the contents of the speech.

Long hand note

The Magistrate, however, found no legs for the prosecution case to stand on, because the long-hand notes of the speech of the accused presumably attested by a Magistrate were not available in the evidence on record.

His judgment said a handful of non-Bengali witnesses were brought in to whom Bengali is Greek.' The prosecution witness Md. Ismail was admittedly a non-Bengali person. He had no elementary knowledge of Bengali language and he was obviously tutored to speak some Bengali words alleged to have been uttered by the accused in the alleged meeting.

"Although this witness was tutored, he failed to state the alleged speech as cited by the prosecution. The selection of this witness also most amusing when thousands of Bengali people attended the meeting the judgment added.

A liar

Continuing on this point the judgment said, the witness Sayed Hayat Aziz was yet another non-Bengali person. He appeared to have been tutored to state some portion of the alleged speech in Bengali but he proved himself to be a liar when he could not understand any question put by the Defence lawyer in Bengali language. The judgment concluded it was rather difficult to understand why the prosecution rather deliberately pushed aside thousands of Bengali-knowing people attending the meeting to prove the alleged occurrence.

The judgment also found the oral evidence of the first prosecution witness and complainant in the case and the FIR lodged by him as quite contradictory. The witness did not appear to have seized the alleged transcription of the short-hand notes of the Government reporters covering the alleged prejudicial speech but he deposed to have examined the transcription. So the Magistrate failed to understand how the transcription went to his hand unless it was seized by him so he concludes the prosecution case 'missed strong footing.'

FIR

In his deposition the shorthand reporter, the judgment said, gave a story of the speech which was different from the one of the FIR, although the complainant to have prepared the FIR by going through the transcription made by this short-hand reporter. Further, the examination-in-chief of this witness (the reporter) was quite contradictory to his own cross-examination, the judgment added. It

was further admitted by this witness that his transcription was not authenticated by any responsible officer. As a result the transcription lost its evidentiary value.

Coming to the evidence of the investigation officer in the case, the judgment stated that he had examined the witness after long three months on the date of occurrence. He admitted in cross-examination that two police officers were deputed to take long-hand notes of the speech but he had not seen any such notes of the speech during his investigation. He appeared to have been satisfied after examination of two non-Bengali witnesses to a serious case like this.

Attestation

Prosecution witness Mr. Afsar-ud-Din Ahmad, a Magistrate, the judgment went on did not remember any portion of the speech nor did he attest the so-called transcription. Undoubtedly he was an educated Bengali person. When a man like him could not remember any portion of the alleged speech which was quite probable after a long lapse of time, the judgment questioned how the other witnesses admittedly non-Berngalees could remember such a long story as alleged.

A host of Lawyers defended the accused. They are, among others, Messrs Abdus Salam Khan, Zahiruddin, Abdul Husain, M. A. Rob, Khondkar Mahub Husain, Assistant Public Prosecutor, Mirza Shohrab Bukht and Mr. Abdul Khaleq, DSP. conducted the prosecution case.

সংবাদ

২৫শে অক্টোবর ১৯৬৬

সেন্ট্রাল জেলের অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত বিচারের রায়

রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ হইতে শেখ মুজিব বেকসুর খালাস

ঢাকা, ২৪শে অক্টোবর (পি পি এ)।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানকে অদ্য জননিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত থাকার অভিযোগ হইতে বেকসুর খালাস করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সের ৭/৩ ধারাবলে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয় এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এম, এ মালেকের সম্মুখে তাঁহার বিচার অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইন (ডি পি আর) বলে শেখ মুজিবকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক রাখা হইয়াছে।

ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার রায় প্রদান করিয়া বলেন, শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের সত্যতা প্রমাণিত হয় নাই। সম্মিলিত বিরোধী দলের উদ্যোগে জুলুম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে ১৯৬৪ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় শেখ মুজিব যে বক্তৃতা দান করেন, উহা হইতেই তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়।

পুনরায় রমনা থানার পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর অভিযোগকারী জনাব ইসমাইল, একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট (যিনি উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন) তদন্তকারী অফিসার এবং জনসাধারণের মধ্যে হইতে ৩ জনসহ মোট ৭ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

উল্লেখযোগ্য যে, এই মামলায় শেখ মুজিবের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন এডভোকেট জনাব আবদুস সালাম, জহিরউদ্দিন প্রমুখ।

দৈনিক পাকিস্তান

২৫ শে অক্টোবর ১৯৬৬

বেকসুর খালাস

শেখ মুজিবের মামলার রায়

(কোর্ট রিপোর্টার)

ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এম এ মালেক গতকাল সোমবার পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান আপত্তিকর বক্তৃতা করার অভিযোগ আনীত মামলা থেকে বেকসুর খালাস দেন।

বর্তমান দেশরক্ষা আইনে আটক শেখ মুজিবর রহমানের মামলার শুনানী ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের ভেতরে এতদিন চলার পর গতকাল ম্যাজিস্ট্রেট জেলের ভেতরে আদালতে রায় দেন।

ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর রায়ে বলেন যে, বাদীপক্ষ অভিযোগ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়নি।

মামলার অভিযোগে বলা হয়েছিল যে, ১৯৬৪ সালের ২৯ শে সেপ্টেম্বর ঢাকার পল্টন ময়দানে শেখ মুজিবর রহমান এক জনসভায় বক্তৃতা করেন। উক্ত বক্তৃতায় অংশবিশেষ আইন-শৃঙ্খলার পরিপন্থী ও সরকার বিরোধী। সরকার পক্ষ হতে রমনা থানার সাব-ইন্সপেক্টর জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সের ৭(৩) ধারা মোতাবেক শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন।

ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের ভেতরে মামলার শুনানী হয়। সরকারপক্ষ থেকে মামলা পরিচালনা করেন মির্জা সোহরাব বকত ও তারেক সাহায্য করেন কোর্ট ডিএসপি জনাব আবদুল খালেক। বিবাদীপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন এডভোকেট জনাব আবদুল সালাম খান, জনাব বজহিরুদ্দীন, জনাব আবদুল হোসেন, খন্দকার মাহবুব হোসেন প্রমুখ।

সরকারপক্ষ এই মামলায় মোট ৬ জন সাক্ষী উপস্থিত করেন। তারা হচ্ছেন রমনা থানার অফিসার ইনচার্জ, জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল, সরকারী বার্তা লেখক জনাব মোজাম্মেল হক, ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আফসার উদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ ইসমাইল নামক একজন ব্যবসায়ী, তাঁতি বাজারের বাশিন্দা সৈয়দ হায়াত ও মামলার তদন্তকারী পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর জনাব মোহাম্মদ সেকেন্দার আলী। সরকারপক্ষ থেকে এই মামলায় মোট ৭টি এক্সিবিটও দাখিল করা হয়।

হাকিম তার রায়ে উল্লেখ করেন যে, এই মামলার প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে মূলতঃ দু'টি। প্রথমতঃ শেখ মুজিবুর রহমান পল্টন ময়দানে সরকারকে শোষণ ও জালেম বলে সাধারণের মনে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বক্তৃতা করেছেন কিনা এবং দ্বিতীয়তঃ সে বক্তৃতা কতখানি আইন বিরোধী।

জনাব এম এ মালেক তার রায়ে উল্লেখ করেন যে, ১ নং সাক্ষী সাব-ইন্সপেক্টর জনাব মোহাম্মদ ইসমাইলের সাক্ষ্য পরস্পর বিরোধী। তার মৌখিক সাক্ষ্য ও লিখিত অভিযোগের মধ্যে স্ব-বিরোধীতা রয়েছে। বক্তার অনুলিপি তিনি আটক করেন নাই, অথচ তা তার কাছে কিভাবে এল তা বোঝা মুশকিল।

২ নং সাক্ষীর সাক্ষ্যও পরস্পর বিরোধীতা রয়েছে। ১ নং সাক্ষীর লিখিত অভিযোগ ও তার মৌখিক সাক্ষ্যের মধ্যে মিল নাই। বিবাদীপক্ষের কৌশলীর জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি বহু জনসভায় উপস্থিত থেকেছেন কিন্তু কোন বক্তৃতার অংশ স্মরণ নাই। অথচ শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতার অংশবিশেষ স্মরণ আছে, ইহা সত্যিই অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। এই সাক্ষী আরও বলেন যে, বক্তৃতার অনুলিপি তিনি লেখেন নাই, দাখিল করেন নাই এবং এক্সিবিট করেন নাই। বাদীপক্ষ থেকে সাক্ষ্যের এই বক্তব্যের বিরোধীতা করা হয়। এটা খুবই কৌতুককর বাদীপক্ষ থেকে তিনি যে সাক্ষ্য দেন বিবাদীর জেরার সময় তার বিরোধী উক্তি করেন। তার সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য নয়।

বাংলা ভাষায় প্রাথমিক জ্ঞান নাই।

হাকিম রায়ে বলেন, ৩নং সাক্ষী একজন অবাস্তব। তদন্তকারী অফিসার তার কোন জবাববন্দী নিয়েছেন কিনা সে ব্যাপারে বিবাদীপক্ষের কৌশলীর এক জেরার জবাবে তিনি বলেন যে, বাংলা ভাষায় কোন প্রশ্নই তিনি বুঝতে পারেন না। তিনি শুধু উর্দু পড়িতে পারেন। তিন নম্বর সাক্ষীর বাংলা ভাষায় প্রাথমিক জ্ঞান পর্যন্ত নেই। বাদীপক্ষ থেকে কি বলতে হবে সাক্ষীকে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে। ৪নং সাক্ষীও একজন অবাস্তব ও শেখান সাক্ষী। এরা

বাদীপক্ষের ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচন। সরকার পক্ষের ৪ নং ও ৫ নং সাক্ষী হচ্ছেন যথাক্রমে জনাব আফসারউদ্দীন (ম্যাজিস্ট্রেট ফাস্ট ক্লাস) ও তদন্তকারী অফিসার মোহাম্মদ সেকেন্দার আলী (সাব-ইন্সপেক্টর)। জনাব আফসারউদ্দীন জনসভায় উপস্থিত ছিলেন কিন্তু বক্তৃতার কোন অংশ তার স্মরণ নাই বলে সাক্ষ্য দেন। বিবাদীপক্ষের এক জেরার জবাবে তিনি বলেন যে, কোন অনুলিপিতে তিনি স্বাক্ষর করেন নাই।

বাদীপক্ষ মামলা প্রমাণে ব্যর্থ

রায়ে উপসংহারে হাকিম উল্লেখ করেন যে, বাদীপক্ষ অভিযোগ প্রমাণে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রমাণ হয়নি বলে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৫৮ (১) ধারা মোতাবেক অভিযোগ থেকে খালাস দেন।

Morning News

26th October 1966

Mujib Acquitted: Outer Stadium Speech

Sheikh Mujibur Rahman was on Monday acquitted by Mr. A. Malek, Magistrate First Class, of the charge of making a “prejudicial” speech at the Outer Stadium here on September 29, 1964, reports APP.

Delivering his judgment, the Magistrate observed that the prosecution failed to prove the case and that some of the prosecution witnesses’ depositions before the court were contradictory.

He also observed that the transcription of the alleged speech produced before the court, was not duly authenticated and said that some of the prosecution witnesses’ statements ran counter to it.

Sheikh Mujib President of the East Pakistan Awami League, was charged under Section 7(3) of the East Pakistan public Safety Ordinance for delivering the speech calculated to bring into hatred the lawfully established Government and to stir up bad feeling among the people.

Mr. S. H. Bukht, Assistant public Prosecutor, appeared for the Government while Mr. Abdus Salam Khan, Mr. Zaheeruddin and Mr. Abul Hussain appeared for the accused.

Morning News
26th October 1966
Mujib's Petition Allowed
(From our H.C. correspondent)

The Supreme Court which began its four-week Dacca session allowed special leave in a petition filed on behalf of Sheikh Mujibur Rahman, challenging his detention under the Defence of Pakistan Rules.

This petition is to be heard by the Supreme Court along with the petition of Mr. Tofazzal Hossain, Editor, Daily 'Ittefaq', also under the Defence of Pakistan Rules. Leave to that petition has been granted earlier.

The First Bench of the Supreme Court consisting of the Chief Justice Mr. Justice A. R. Cornelius, Mr. Justice Hamoodur Rahman and Mr. Justice Yakub Ali disposed of three appeals of which two were civil and one criminal.

The second Bench of the Supreme Court consisting of Mr. Justice Fazle Akbar disposed of 14 petitions.

সংবাদ
২৬শে অক্টোবর ১৯৬৬
শেখ মুজিবের মামলার রায়ের বিশদ বিবরণ

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে পরিচালিত আদালতে ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এম, এ, মালেক পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানকে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ হইতে বে-কসুর খালাস দিয়াছেন। ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার রায়ে এই মন্তব্য করেন যে, সভায় হাজার হাজার বাংলা ভাষাভাষী লোক যোগদান করা সত্ত্বেও বাদীপক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে সমস্ত বাংলা জানা লোককে এড়াইয়া কেন গুটি কয়েক অবাস্তালীকে অভিযোগ প্রমাণের জন্য সাক্ষী হিসাবে হাজির করিয়াছেন, তাহা তাহার বোধগম্য হয় না। ম্যাজিস্ট্রেট বাদীপক্ষের সাক্ষী বাছাই-এর কাজটাকে হাস্যকর বলিয়া অভিহিত করেন।

ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার রায়ে বলেন, বাংলা ভাষা যাহাদের নিকট গ্রীক ভাষার সমতুল্য এমন কতিপয় অবাস্তালীকে বাদীপক্ষ সাক্ষী হিসাবে দাঁড় করিয়াছেন। মোহাম্মদ ইসমাইল অনুরূপ একজন সাক্ষী। বাংলা ভাষায় তাহার সাধারণ জ্ঞানও নাই। আলোচ্য জনসভায় আসামী বলিয়া কথিত কতিপয় বাংলা শব্দ বলার জন্য তাঁহাকে শিখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। শেখানো হইলেও সাক্ষী বাদীপক্ষের ভাষ্য মত বক্তৃতাটা উদ্ধৃত করতে সমর্থ হয় নাই।

ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মালেক বলেন, সৈয়দ হায়াত আজিজ আর একজন অবাস্তালী সাক্ষী। তাহাকেও কথিত বক্তৃতার কতিপয় অংশ বিবৃত করার বিষয় শিখান হয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়; কিন্তু এই সাক্ষীও মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হইয়াছে। কারণ সে আসামীপক্ষের উকিলের বাংলায় জিজ্ঞাসিত কোন প্রশ্ন বুঝিতে পারেন নাই। ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মালেক বলেন, সরকারপক্ষের অন্যতম সাক্ষী ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আফসার উদ্দিন আহমদ নিঃসন্দেহে একজন শিক্ষিত বাঙ্গালী। তিনি আলোচ্য বক্তৃতার কোন অংশই স্মরণ করিতে পারেন নাই। দীর্ঘদিন পর আলোচ্য বক্তৃতার কোন অংশ স্মরণ না থাকাই সম্ভব। কিন্তু প্রশ্ন হইল তাহার মত শিক্ষিত বাঙ্গালীর পক্ষে বক্তৃতার কোন অংশ স্মরণ রাখা যেখানে সম্ভব হয় নাই, সেক্ষেত্রে অন্যান্য অবাস্তালী সাক্ষীর পক্ষে এত দীর্ঘদিন পরও দীর্ঘ বক্তৃতা স্মরণ রাখা কি করিয়া সম্ভব।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬৪ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর সকল বিরোধী দলের উদ্যোগে প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে পল্টন ময়দানে আয়োজিত এক জনসভায় রাষ্ট্রদ্রোহমূলক বক্তৃতাদানের জন্য শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে রমনা পুলিশ গত ১৯৬৪ সালের ১১ই নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা আইনের ৭(৩) ধারা অনুযায়ী এক মামলা দায়ের করেন।

উক্ত মামলায় বাদীপক্ষে দুইজন তদন্তকারী পুলিশ অফিসার ও একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটসহ মোট ৭ জন সরকারী সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। তাঁহারা প্রত্যেকেই ২৯শে সেপ্টেম্বর পল্টনের জনসভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট সভায় সরকারী শর্টহ্যান্ড রিপোর্ট এটাষ্ট করেন। হাকিম তাঁহার রায়ে শেখ মুজিবের বক্তৃতার সরকারী শর্টহ্যান্ড নোটের অনুলিপি (ট্রান্সক্রিপশন) সহ সরকারী সাক্ষীদের সাক্ষ্যের বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন।

সাক্ষীদের সাক্ষ্য বিস্তারিত পর্যালোচনা করিয়া বিজ্ঞ হাকিম এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মামলার সাক্ষ্য প্রমাণগুলি শুধু পরস্পর বিরোধীই নয়, সম্পূর্ণ মামলার একমাত্র ভিত্তি সরকারী শর্টলিপির অনুলিপিরও পরস্পরবিরোধী।

কোর্টের নিকট দাখিলকৃত যেসব প্রমাণটি (এক্সিবিট) বক্তৃতার অনুলিপি হিসাবে পেশ করা হয়, তাহা যেমন সরকারী রিপোর্টার জনাব মোজাম্মেল হকের রিপোর্ট বলিয়া অস্বীকৃত হয়, তেমনি ইহা তাঁহার অনুলিপি বলিয়াও অস্বীকার করা হয়। সরকারী রিপোর্টারের ৬ষ্ঠ প্রমাণের যে ১নং উপপ্রমাণটি আদালতে দাখিল করা হয় উহাতেও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সম্মতি গ্রহণ করা হয় নাই বা সরকারী রিপোর্টার তাঁহার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার অনুমতি ছাড়া সে

প্রমাণপত্রটি অফিস হইতে পাইতে পারেন না বলিয়া নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। সেই দলিল বা কাগজপত্র কিভাবে তিনি পাইলেন, তাহারও কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই। বিজ্ঞ হাকিম আরও লক্ষ্য করেন যে, যদিও ঘটনার দুই মাস পর অভিযোগকারী এজহার দান করেন, তথাপি নিজস্ব পুলিশ অফিসার কর্তৃক লং হ্যাণ্ডে গৃহীত রিপোর্ট তদন্তকার্যের সময় কেন পাঠ করিয়া দেখেন নাই, তাহার কোন কারণ দর্শাইতে পারেন নাই। ম্যাজিস্ট্রেট রায়ে বলেন যে, উহা যদি বক্তৃতার প্রকৃত দলিল বলিয়াই যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইয়া থাকে তবে সরকারী রিপোর্টারের এই অনুলিপিতে এজহারের ভিত্তি রহিয়াছে কিনা তাহাও কেন পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল না, অভিযোগকারী ইহারও কারণ দর্শাইতে পারেন নাই। তদুপরি সরকারী রিপোর্টার কর্তৃক বক্তৃতার অনুলিপিও তাহার নিজস্ব অনুলিপি বলিয়া অস্বীকৃত হইয়াছেন।

অতএব, সম্পূর্ণ অভিযোগটি প্রমাণ করিতে বাদী শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইয়াছেন বলিয়া হাকিম অভিমত প্রকাশ করেন। তদন্তকারী অফিসারগণ মামলা দায়ের করার পর সাক্ষীদের পরীক্ষা করিয়াছেন বলিয়া দাবী করিলেও কতিপয় সাক্ষী উহা অস্বীকার করায় ম্যাজিস্ট্রেট অনুরূপভাবে তদন্তকার্যের নিন্দা করেন।

ম্যাজিস্ট্রেট আরও বলেন যে, পরস্পরবিরোধী সাক্ষ্য ও ইহাদের ধরন দেখিয়া মনে হয় যে, অভিযোগ প্রমাণের জন্য বেশকিছু সংখ্যক অবাস্তব ব্যক্তিকে ধরিয়া আনা হইয়াছে এবং তাহারা সাজানো ও শিখানো বুলি আওড়াইয়াছেন, এমনকি তাহারা আপত্তিকর বলিয়া কথিত বক্তৃতাও উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন।

বিজ্ঞ হাকিম তাহার রায়ে বলেন যে, ঘটনার দীর্ঘদিন পর প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আফসার উদ্দিন আহমদও একজন বাঙ্গালী শ্রোতা যেখানে শেখ মুজিবের বক্তৃতা স্মরণ রাখিতে পারেন নাই, সেখানে কয়েকজন অবাস্তব (ননবেঙ্গলী) শ্রোতা কেমন করিয়া ইহা মনে রাখিতে ও দীর্ঘদিন পর উপস্থাপন করিতে পারিলেন, তাহা তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন না।

অতএব, ম্যাজিস্ট্রেট মনে করেন যে, বাদীপক্ষ শুধু যেন-তেন প্রকারেই মামলাটি খাড়া করেন নাই, তদুপরি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার অভিযোগসমূহ প্রমাণ করিতেও ব্যর্থ হইয়াছেন। সুতরাং তিনি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত সমুদয় অভিযোগ বাতিল করিয়া দেন।

শেখ মুজিবের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন মেসার্স আবদুস সালাম খান, জহিরউদ্দিন, আবুল হোসেন, এম, এ, রব প্রমুখ এডভোকেট।

সরকারপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর মেসার্স সোহরাব বখত ও এম, এ, খালেক খান।

গতকাল আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আনীত মামলার রায়দান অনুষ্ঠানে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগমসহ বহুসংখ্যক আওয়ামী লীগ কর্মী উপস্থিত থাকেন।

পূর্বদেশ

৩০শে অক্টোবর ১৯৬৬

রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ থেকে শেখ মুজিবের বেকসুর খালাস

ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এম এ মালেক গত সোমবার পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানকে আপত্তিকর বক্তৃতা করার অভিযোগে আনীত মামলা থেকে বেকসুর খালাস দেন। বর্তমান দেশরক্ষা আইনে আটক শেখ মুজিবর রহমানের মামলার শুনানি ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের ভেতরে এতদিন চলার পর ম্যাজিস্ট্রেট জেলের ভেতরের আদালতে রায় দেন।

ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর রায়ে বলেন যে, বাদীপক্ষ অভিযোগ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়নি।

মামলার অভিযোগে বলা হয়েছিল যে, ১৯৬৪ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর ঢাকার পল্টন ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমান এক জনসভায় বক্তৃতা করেন। উক্ত বক্তৃতার অংশবিশেষ আনাই শৃঙ্খলার পরিপন্থি ও সরকার বিদ্বেষী।

সরকারপক্ষ থেকে রমনা থানার সাব-ইন্সপেক্টর জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সের ৭(৩) ধারা মোতাবেক শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন।

ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের ভেতরে মামলার শুনানি হয়। সরকারপক্ষ থেকে মামলা পরিচালনা করেন মির্জা সোহরাব বখত ও তাকে সাহায্য করেন কোর্ট ডিএসপি জনাব আবদুল খালেক। বিবাদীপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন এডভোকেট জনাব আবদুল খান, জনাব জহিরুদ্দীন, জনাব আবুল হোসেন প্রমুখ।

সরকারপক্ষ এই মামলায় মোট ৬ জন সাক্ষী উপস্থিত করেন। তারা হচ্ছেন রমনা থানার অফিসার ইনচার্জ, জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল, সরকারী বার্তা লেখক জনাব মোজাম্মেল হক, ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আফসার উদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ ইসমাইল নামক একজন ব্যবসায়ী তাঁতী বাজারের বাশিন্দা সৈয়দ হায়াত ও মামলার তদন্তকারী পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর

জনাব মোহাম্মদ সেকেন্দার আলী সরকারপক্ষ থেকে এই মামলার মোট ৭টি এক্সিবিটও দাখিল করা হয়।

হাকিম তাঁর রায়ে উল্লেখ করেন যে, এই মামলার প্রতিবাদ্য বিষয় হচ্ছে মূলতঃ দু'টি। প্রথমতঃ শেখ মুজিবর রহমান পল্টন ময়দানে সরকারকে শোষণ ও জালেম বলে সাধারণের মনে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বক্তৃতা করেছেন কিনা এবং দ্বিতীয়তঃ সে বক্তৃতা কতখানি আইন বিরোধী।

পরস্পর বিরোধী

জনাব এ মালেক তার রায়ে উল্লেখ করেন যে, ১নং সাক্ষী সাব-ইন্সপেক্টর জনাব মোহাম্মদ ইসমাইলের সাক্ষ্য পরস্পর বিরোধী। তার মৌখিক সাক্ষ্য ও লিখিত অভিযোগের মধ্যে স্ববিরোধীতা রয়েছে। বক্তৃতার অনুলিপি তিনি আটক করেননি অথচ তা তার কাছে কিভাবে এলো তা বোঝা মুশকিল।

২নং সাক্ষীর সাথেও পরস্পর বিরোধীতা রয়েছে। ১নং সাক্ষীর লিখিত অভিযোগ ও তার মৌখিক সাক্ষ্যের মধ্যে মিল নেই। বিবাদীপক্ষের কৌশলীর জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি বহু জনসভায় উপস্থিত থেকেছেন কিন্তু কোন বক্তৃতার অংশ স্মরণ নেই। অথচ শেখ মুজিবর রহমানের বক্তৃতার অংশবিশেষ স্মরণ আছে এ সত্যিই অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। এই সাক্ষী আরও বলেন যে, বক্তৃতার অনুলিপি তিনি লেখেননি, দাখিল করেননি এবং এক্সিবিট করেননি। বাদীপক্ষ থেকে সাক্ষ্যের এই বক্তব্যের বিরোধীতা করা হয়। এটা খুবই কৌতুককর। বাদীপক্ষ থেকে তিনি সাক্ষ্য দেন বিবাদীর জেরার সময় তার বিরোধী উক্তি করেন তার সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য নয়।

বাংলাভাষায় প্রাথমিক জ্ঞান নেই

হাকিম রায়ে বলেন, ৩নং সাক্ষী একজন অবাস্তব। তদন্তকারী অফিসার তার কোন জবানবন্দী নিয়েছেন কিনা সে ব্যাপারে বিবাদীপক্ষের কৌশলীর এক জেরার জবাবে তিনি বলেন যে, বাংলাভাষায় কোন প্রশ্নই তিনি বুঝতে পারেন না। তিনি শুধু উর্দু পড়তে পারেন। তিন নম্বর সাক্ষীর বাংলাভাষায় প্রাথমিক জ্ঞান পর্যন্ত নেই। বাদীপক্ষ থেকে কি করতে হবে সাক্ষীকে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে। ৪নং সাক্ষীও একজন অবাস্তব ও শেখানো সাক্ষী। এরা বাদীপক্ষের ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচন। সরকারপক্ষের ৪নং ও ৫নং সাক্ষী হচ্ছেন যথাক্রমে জনাব আফসারউদ্দীন (ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্টক্লাস) ও তদন্তকারী অফিসার মোহাম্মদ সেকেন্দার আলী (সাব-ইন্সপেক্টর)। জনাব আফসারউদ্দীন জনসভায় উপস্থিত ছিলেন কিন্তু বক্তৃতার কোন অংশ তার স্মরণ নেই বলে সাক্ষ্য দেন। বিবাদীপক্ষের এক জেরার জবাবে তিনি বলেন যে, কোন অনুলিপিতে তিনি স্বাক্ষর করেননি। সাক্ষীকে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে।

অভিযোগ প্রমাণে ব্যর্থ

রায়ের উপসংহারে হাকিম উল্লেখ করেন যে, বাদীপক্ষ অভিযোগ প্রমাণে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রমাণ হয়নি বলে ম্যাজিস্ট্রেট তাতে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৫৮(১) ধারা মোতাবেক অভিযোগ থেকে খালাস দেন।

সংবাদ

৩১শে অক্টোবর ১৯৬৬

শেখ মুজিব সহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

নারায়ণগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান, সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ ও ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শামসুল হকসহ অবিলম্বে সকল রাজবন্দীর মুক্তি ও ইত্তেফাকের ছাপাখানা নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস বাজেয়াপ্তি আদেশ প্রত্যাহারের দাবী জানাইয়াছেন।

গত শনিবার নারায়ণগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আফতাব উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মহকুমা লীগ কার্যনির্বাহক পরিষদের সভায় গৃহীত প্রস্তাবে উপরোক্ত দাবী জানানো হয়।

সভায় দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

সভায় গৃহীত অন্যান্য প্রস্তাবে অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, রাজবন্দীদের পরিবারবর্গকে পর্যাপ্ত পরিমাণ আর্থিক সাহায্যদান ও খাদ্য সংকট দূর করার অনকূল কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানানো হয়।

সংবাদ

৩রা নভেম্বর ১৯৬৬

আওয়ামী লীগের উদ্যোগে রামগঞ্জে জনসভা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

৬-দফার বাস্তবায়ন, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবীতে সম্প্রতি নোয়াখালী জেলার রামগঞ্জে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

জনাব আবদুর রশিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় বক্তৃতা করেন প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী দলের নেতা জনাব আবদুল মালেক উকিল, প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য জনাব নূরুল হক প্রমুখ।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে ৬-দফা বাস্তবায়ন, শেখ মুজিবর রহমান ও ‘ইত্তেফাক’ সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেনসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি, ‘ইত্তেফাক’ ছাপাখানা বাজেয়াপ্তি আদেশ প্রত্যাহার ও প্রদেশের সর্বত্র পূর্ণ রেশনিং ব্যবস্থা চালু করিয়া ২০ টাকা মণদরে চাউল সরবরাহের দাবী জানানো হয়।

সভায় গৃহীত অন্য এক প্রস্তাবে সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়ে নিহতদের জন্য গভীর শোক প্রকাশ করিয়া উপদ্রুত অঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণ সাহায্যদানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান হয়।

অদ্য মুক্তাগাছায় জনসভা

অদ্য (বৃহস্পতিবার) মুক্তাগাছায় আওয়ামী লীগের উদ্যোগে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে। সভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম, জনাব রফিকউদ্দিন ভূইঞা, জনাব আবদুল মান্নান প্রমুখ বক্তৃতা করিবেন।

সংবাদ

৮ই নভেম্বর ১৯৬৬

কোন ব্যক্তিই ৬-দফার আন্দোলনকে রোধ করিতে পারিবে না

মুক্তাগাছা, ৪ঠা নভেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- গতকল্য মুক্তাগাছায় আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জনসভায় বক্তৃতা করেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব রফিক উদ্দিন ভূইয়া, খোন্দকার আবদুল মালেক, জনাব আবদুল মান্নান, জনাব নজিব উদ্দিন উকিল, জনাব কমরউদ্দিন।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম ঘোষণা করেন : জনগণের সমর্থন ও সহযোগিতাক্রমে ৬-দফার আন্দোলন অব্যাহত থাকিবে। কোন শক্তি উহা প্রতিহত করিতে পারিবে না।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাহার স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ৬-দফার বিস্তারিত ব্যাখ্যাদান করেন।

তিনি পূর্ব পাকিস্তানকে দুর্ভিক্ষ এলাকা বলিয়া ঘোষণার জন্য জোর দাবী জানান। ৬-দফা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ, আওয়ামী লীগ সম্পাদিকা বলেন,

যে ৬-দফা দাবী আদায়ের জন্য শেখ মুজিবর রহমানসহ আওয়ামী লীগের শত শত কর্মী কারাবরণ করিয়াছেন, সাধারণ যে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইয়াছেন ইহা বৃথা যাইবে না। সৈয়দ নজরুল ৬-দফাকে পাকিস্তানের উভয় অংশের মিলনের সেতু বলিয়া অভিহিত করেন।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম জিজ্ঞাসা করেন, বড় বড় ব্যবসায়ী শিল্পপতিরা যদি ট্যাক্স স্থগিতের মাধ্যমে ট্যাক্স মওকুফ পান তাহা হইলে ৯৩ কোটি টাকার ঋণগ্রস্ত দরিদ্র কৃষক সমাজ কেন খাজনা মওকুফ পাইবে না?

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম তাহার বক্তৃতা শ্রবণের উদ্দেশ্যে দূরদূরান্ত হইতে কষ্ট করিয়া সভায় আসার জন্য শ্রোতৃবর্গকে অভিনন্দন জানান এবং ৬-দফার সংগ্রামে তাহাদের সহযোগিতা কামনা করেন।

তিনি বলেন, যেদিন আমাকে আওয়ামী লীগের সম্পাদকের দায়িত্বভার নিতে বলা হইয়াছিল নিজের শত অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতার কথা জানিয়াও দেশের স্বার্থে আমি মাথা পাতিয়া সেদিন সেই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছি। তিনি কেন এই দুর্যোগমুহূর্তে এই দায়িত্ব স্বীকৃতি নিয়েছেন তাহার কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মিসেস আমেনা বেগম বলেন, পাকিস্তানের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। সুতরাং জাতির যে কোন বিরাট কাজে নারীসমাজের সমর্থন ও সাহায্য ব্যতীত সফলতা আসিতে পারে না।

তিনি বলেন, আজ আমার ভাইয়েরা আমাকে যেভাবে সাহায্য করিতেছেন বোনেরাও যেন সেভাবে আগাইয়া আসেন।

মিসেস আমেনা বেগম দৃষ্টকণ্ঠে ঘোষণা করেন, নারীসমাজ যদি সর্বপ্রকারে সমান অধিকার পাইতে চায় তাহা হইলে তাহাদিগকেও পুরুষের সংগে সমান দায়িত্ব বহন করিতে হইবে। নারী পুরুষ উভয় সমাজের সমর্থন লইয়া তিনি আন্দোলন চালাইয়া যাইবেন।

আওয়ামী লীগ সম্পাদিকা বলেন, প্রথমদিকে খাদ্য সমস্যার কথা বলা হইলে কোন কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি ঘোষণা করিয়াছিলেন, এদেশে খাদ্যের বন্যা বহাইয়া দিবেন; কিন্তু আমরা সেই খাদ্যের বন্যা দেখি নাই। দেখিয়াছি পানির বন্যা। তিনি লেভী প্রথাকেই খাদ্য সমস্যার কারণ বলিয়া মন্তব্য করেন।

সংবাদ

৯ই নভেম্বর ১৯৬৬

গাইবান্ধায় আওয়ামী লীগের সভা

গাইবান্ধা, ৭ই নভেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- সম্প্রতি বামনডাঙ্গায় আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব

করেন স্থানীয় বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব আশরাফ আলী। সভায় মহকুমা আওয়ামী লীগ সভাপতি ছয় দফা কর্মসূচী বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। উপস্থিত জনতা হাত তুলিয়া ছয় দফা কর্মসূচীর প্রতি সমর্থন জানান। মহকুমা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব খান আলী ভৈরব সরকারের খাদ্য নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি খাজনা ও ট্যাক্স আদায়ের জুলুমের ফলে নিকৃষ্ট কৃষককূলের এক করুণ চিত্র তুলিয়া ধরেন।

সভায় মহকুমা আওয়ামী লীগ কোষাধ্যক্ষ জনাব ওয়ালিউর রহমান, সহ-সম্পাদক জনাব আবু তাহের ও সদস্য জনাব আবু মুসা সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যর্থতার সমালোচনা করিয়া বক্তৃতা করেন।

সভায় সর্বসম্মত ক্রমে ছয় দফা কর্মসূচী সমর্থন, দেশরক্ষা আইন প্রত্যাহার, শেখ মুজিবুর রহমান সহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি, ইত্তেফাক সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেনসহ ধৃত সকল সাংবাদিকের মুক্তি, ইত্তেফাক পত্রিকা প্রকাশে সকল বাধা নিষেধ প্রত্যাহার, পূর্ণ রেশনিং প্রথা চালু, ক্রুগ মিশন রিপোর্ট বাস্তবায়ন, পাটের ন্যায্যমূল্য প্রদান, জুলুম করিয়া সার্টিফিকেট যোগে খাজনা ও ট্যাক্স আদায় বন্ধ করুন, বামনডাঙ্গায় একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল স্থান ও গাইবান্ধা টাউন কমিটি কর্তৃক আমদানী কর রহিতের দাবী জানাইয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

সংবাদ

১২ই নভেম্বর ১৯৬৬

অদ্য শেখ মুজিব ও তফাজ্জল হোসেনের মামলার শুনানী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

অদ্য শনিবার সেন্ট্রাল জেলের অভ্যন্তরে ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আফসার উদ্দিন আহমদের কোর্টে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ও ইত্তেফাক সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেনের বিচারের শুনানী অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

Pakistan Observer

13th November 1966

Paltan speech case

Sheikh Mujib pleads not guilty

(By Our Court Correspondent)

On Saturday, the fourth day of his trial inside Dacca Central Jail for an alleged prejudicial speech on March 20, 1966, at Paltan Maidan, charges were framed against Sheikh Mujibur Rahman that

the speech contained incitement of ill-feeling among members of the public against the Government established by law and between the two Wings of Pakistan.

Asked for his reply to the charged by the trying Magistrate Mr. Afsaruddin Ahmad, Sheikh Mujibur Rahman pleaded not guilty.

The court adjourned the hearing till December 3.

Dawn

14th November 1966

Awami League demands

DACCA, Nov. 13: The Dacca City Awami League Working Committee has demanded that the “alarming” food situation in the province be tackled on “emergency basis”.

According to a party Press release here today, the Committee, which met yesterday at its office, also demanded the introduction of full rationing throughout the province for the supply of food and essential commodities at “fair rate”.

The Committee discussed, besides food and economic conditions, the political situation in the province and reformed its determination to continue a peaceful and constitutional movement for the realisation of the six-point programme.

It did not find any reason for further continuation of emergency in the country and adopted & resolution demanding its withdrawal.

It also resolved to make proper arrangements for the observance of the death anniversary of Mr H. S. Suhrawardy on Dec 5.

The Committee adopted a number of other resolutions condemning various measures taken by the Government and demanding the release of all political detenus, including Sheikh Mujibur Rahman. —PPA

সংবাদ

২৭শে নভেম্বর ১৯৬৬

জামালপুরে আওয়ামী লীগের জনসভা

জামালপুর, ২৫শে নভেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।— “শত জোর-জুলুম নির্যাতন চলুক না কেন, আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশু ৬-দফা দাবী প্রতিষ্ঠিত হইবেই।” “গত ১৯শে নভেম্বর শেরপুর শহরে আওয়ামী লীগের

উদ্যোগে মিউনিসিপ্যাল ময়দানে আয়োজিত জনসভায় ভাষণদানকালে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম উপরোক্ত ঘোষণা করেন। তিনি ইহাকে পূর্ব পাকিস্তানের শোষিত-লাঞ্ছিত ও অবহেলিত মানুষের প্রাণের দাবী বলিয়া উল্লেখ করেন। তাঁহার ভাষণে আরও বলেন যে, বিদেশী শোষণের পর নির্যাতিত জনগণ যে পাকিস্তান কামনা করিয়াছিল সে পাকিস্তান তাহারা পায় নাই।

নারীর দায়িত্ব সম্পর্কে বক্তৃতাকালে মিসেস আমেনা বেগম বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থাকে দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি বলিয়া অভিহিত করেন। এই দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি হইতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য নারীসমাজের সক্রিয় সমর্থন একান্ত প্রয়োজন। সরকারের খাদ্য নীতির তীব্র সমালোচনা করিয়া সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম বলেন যে, ক্রমাগত শোষণের ফলে ফসলের দেশ এই পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্যের অভাব দেখা দিয়াছে। তিনি বর্তমানে খাদ্য পরিস্থিতির জন্য সরকারের লেভী প্রথাকে দায়ী করেন।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ৬-দফা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জনসাধারণকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। তিনি ৬-দফা দাবী পূর্ব পাকিস্তানের নির্যাতিত জনগণের একমাত্র মুক্তির সনদ বলিয়া উল্লেখ করেন এবং এই ৬ দফা দাবী আদায়ের জন্য জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ সহযোগিতা কামনা করেন।

ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সম্পাদক জনাব রফিক উদ্দীন ভূইয়া বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কঠোর ভাষায় সমালোচনা করিয়া পূর্ব পাকিস্তানে পুনঃ পুনঃ বন্যার ধ্বংসলীলা হইতে রক্ষা করার জন্য ক্রুগ মিশন পরিকল্পনা অবিলম্বে কার্যকরী করিবার দাবী জানান। মফঃস্বল শহরের এই বিরাট জনসভায় জামালপুর মহকুমা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব আব্দুল হাকিম, (উকিল) সৈয়দ আবদুস সোবহান, (উকিল) সামাদ, (উকিল) আনিসুর রহমান মোজার, খোন্দকার মজিবর রহমান ও মহকুমা ছাত্রলীগের সভাপতি জনাব ওসমান গনি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন।

শেরপুর আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব নুর মোহাম্মদ উকিল সভায় সভাপতিত্ব করেন।

জনসভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলী

শেরপুর টাউনের এই বিরাট জনসভায় গৃহীত প্রস্তাবে ৬-দফা দাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া ৬-দফা আদায়ের জন্য দুবার গণ-আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার জন্য শপথ গ্রহণ করা হয়। এই সভা কারগারে আটক শেখ

মুজিবর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর আশু মুক্তি দাবী করা হয়। অদ্যকার এই সভা আরও প্রস্তাব করিতেছে যে, সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার প্রদান, ফেডারেল ধরনের শাসনব্যবস্থা কায়েম, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, সংবাদপত্রের উপর হইতে দমনমূলক নীতি প্রত্যাহার দাবী করিয়া দেশে সৃষ্ট পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আহ্বান জানানো হয়। সভা শেষে আগত অতিথি ও সাংবাদিকদের প্রতি আওয়ামী লীগ কর্মীদের ভোজসভায় আপ্যায়িত করা হয়।

সংবাদ

২৯শে নভেম্বর ১৯৬৬

বগুড়া জেলা আওয়ামী লীগের সভা

বগুড়া, ২১শে নভেম্বর (সংবাদদাতা)।— গতকাল বগুড়া জেলা আওয়ামী লীগ কার্যকরী সংসদের এক জরুরী সভা সমিতির সেক্রেটারী জনাব এ, কে, মজিবর রহমানের বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কবিরাজ শেখ আবদুল আজিজ। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনার পর দৈনন্দিন জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর আশু মুক্তির দাবী করা হয়। অতঃপর আগামী ৫ই ডিসেম্বর তারিখে মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু দিবস পালন উপলক্ষে এক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়।

সংবাদ

২রা ডিসেম্বর ১৯৬৬

আইচগাতি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ কর্মীসভা

ঢাকা, ৩০শে নভেম্বর।— অদ্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, গত ১৯শে নভেম্বর খুলনা জেলার আইচগাতি বাজারে আইচগাতি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের এক কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জনাব শেখ আবদুল লতিফ সভাপতিত্ব করেন।

সভায় খুলনা জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি এডভোকেট শেখ আবদুল আজিজ, সম্পাদক খান হাবিবুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে ছয়দফার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা হয় এবং শেখ মুজিবর রহমান ও ইত্তেফাক সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন সহ সকল রাজবন্দী ও দেশরক্ষা আইনে আটক কর্মীদের মুক্তি দাবী করা হয়।

সভায় শেখ আবদুল লতিফকে সভাপতি ও ডাঃ শেখ মহিউদ্দীনকে সম্পাদক করিয়া আইচগাতি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ কমিটি গঠন করা হয়।

Dawn
5th December 1966
Sheikh Mujib's trial

DACCA, Dec 4: Five prosecution witnesses were cross-examined when the hearing of the trial of Sheikh Mujibur Rahman for alleged prejudicial speech in march last, was resumed yesterday in the court of Mr Afsaruddin, Magistrate, First Class.

The hearing was adjourned till Dec. 24.

Mr Zaheeruddin, Mr Abul Hossain and Mr Abdur Rab appeared for the accused, Mr S. H Bukht, Assistant Public Prosecutor, appeared for the prosecution. — AFP.

সংবাদ
৬ই ডিসেম্বর ১৯৬৬
চাঁদপুরে আওয়ামী লীগের বিরাট জনসভা

চাঁদপুর, ৪ঠা ডিসেম্বর (সংবাদদাতা)।— চাঁদপুর মহকুমা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে চাঁদপুর মিউনিসিপ্যাল পার্কে গত ২রা ডিসেম্বর এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মহকুমা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব চাঁদবল্ল পাটওয়ারী। সভায় বক্তৃতা করেন আওয়ামী লীগ সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম, ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব রফিকুদ্দিন ভূঞা, অধ্যাপক ইউসুফ আলী এম এন এ, জনাব নুরুল হক এম পি এ। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমেদ, জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী, খোন্দকার মোশতাক আহমেদসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি, জরুরী আইন প্রত্যাহার, ইত্তেফাকের ছাপাখানা হইতে বাজেয়াপ্তি আদেশ প্রত্যাহার ও সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেনের মুক্তি, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য হ্রাস ও আওয়ামী লীগের ছয়দফা পূরণের দাবী জানানো হয়।

সংবাদ
১৬ই ডিসেম্বর ১৯৬৬
কারাগারে শেখ মুজিব চক্ষুপীড়া ও জ্বরে আক্রান্ত
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান কারান্তরালে চক্ষুর পীড়া ও জ্বরে ভুগিতেছেন বলিয়া আওয়ামী লীগ সূত্রে জানা গিয়াছে। প্রকাশ, তাঁহার উভয় চক্ষে রক্ত জমায় তিনি দারুন যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। একজন চক্ষু

বিশেষজ্ঞের নিকট চিকিৎসার্থ প্রেরণ অত্যাৱশ্যক হওয়া সত্ত্বেও অদ্যাপি অনুরূপ কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নাই বলিয়া আওয়ামী লীগ সূত্রে বলা হইয়াছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, চক্ষুর পীড়া এবং জ্বর ছাড়াও শেখ মুজিবুর রহমান বহুদিন যাবৎ নানা রোগে ভুগিতেছেন।

সংবাদ
১৬ই ডিসেম্বর ১৯৬৬
মুক্তাগাছায় আওয়ামী লীগের জনসভা

মুক্তাগাছা, ১৩ই ডিসেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।— এখান হইতে চার মাইল দূরবর্তী লক্ষ্মীপুরে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শেখ মুজিবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমেদ, ‘ইত্তেফাক’ সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেন, অসুস্থ আওয়ামী লীগ নেতা জনাব খোন্দকার মোশতাক আহমেদ, জনাব জহুর আহমেদ চৌধুরী, পূর্ব পাক আওয়ামী লীগ প্রচার সম্পাদক এ্যাডভোকেট আবদুল মোমেন, প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শ্রীমনোরঞ্জন ধর, শ্রী নগেন সরকার, শ্রী রবি নিয়োগী, শ্রী অজয় রায়, শ্রী জ্যোতিষ বসু, জনাব আবদুর রহমান সিদ্দীক ও জনাব মোহাম্মদ আলী মোক্তার সহ সকল রাজবন্দীর আশু ও বিনাশর্তে মুক্তির জোর দাবী জানান হয়। অপর এক প্রস্তাবে রেশনের চাউলের মূল্য বৃদ্ধির তীব্র নিন্দা করিয়া অনতিবিলম্বে রেশনের চাউল মণপ্রতি বিশ টাকা ও আটা মণপ্রতি দশ টাকা ধার্য করার জোর দাবী জানান হয়। সভায় গৃহীত অপরাপর প্রস্তাবে ৬-দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন, নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেসের বাজেয়াপ্তি প্রত্যাহার দাবী, ইত্তেফাকের পুনঃপ্রকাশের অনুমতি দানের দাবী, জরুরী আইন প্রত্যাহার, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাসের দাবী ও মুক্তাগাছা থানার কেন্দ্রস্থলে অনতিবিলম্বে একটি হেলথ সেন্টার স্থাপনের জোর দাবী জানান হয়।

দৈনিক পাকিস্তান
১৬ই ডিসেম্বর ১৯৬৬
মুজিব অসুস্থ

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান চোখের অসুখ ও জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন বলে পিপিএ পরিবেশিত খবরে প্রকাশ।

শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান রক্ষাবিধি অনুসারে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে আটক আছেন। গতরাতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের এক বিজ্ঞপ্তিতে তাঁর অসুস্থতার কথা জানান হয়।

সংবাদ

২০ শে ডিসেম্বর ১৯৬৬

শেখ মুজিবের অসুস্থতার খবরে উদ্বেগ প্রকাশ

চট্টগ্রাম, ১৬ই ডিসেম্বর (সংবাদদাতার তার)।- চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ডাঃ সাইদুর রহমান এক বিবৃতিতে কারাগারে আটক আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শেখ মুজিবর রহমানের অসুস্থতার সংবাদে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম অগ্রসেনা শেখ মুজিবর রহমানকে দেশরক্ষা আইনে আটক করা হইয়াছে এবং তাহার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীতার অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে। আজ তিনি রোগে গুরুতররূপে অসুস্থ। বিবৃতিতে ডাঃ সাইদুর রহমান বলেন, পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক জনসাধারণ যখনই ন্যায্য দাবী-দাওয়া লইয়া আন্দোলন করিয়াছে তখনই তাহাদিগকে দেশদ্রোহী বলিয়া আখ্যায়িত করার চেষ্টা চলিয়াছে, কিন্তু দেশের আপামর জনসাধারণকে ইহার দ্বারা বিভ্রান্ত করা সম্ভব হয় নাই। তিনি বলেন যে, কোন প্রকার নির্যাতনেই দেশের জনগণকে স্বায়ত্তশাসন ও ছয়দফার দাবীর আন্দোলন হইতে বিরত করা সম্ভব হইবে না। পরিশেষে অবিলম্বে অসুস্থ নেতা শেখ মুজিবর রহমানকে মুক্তিদানের আহ্বান জানান।

সংবাদ

২৪শে ডিসেম্বর ১৯৬৬

জাতীয় পরিষদে ৯ জন বিশিষ্ট সদস্যের বিবৃতি দেশরক্ষা আইনে আটক সকল রাজবন্দীর আশু মুক্তি দিন (নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

দেশরক্ষা আইনে আটক সকল রাজনৈতিক শ্রমিক ও ছাত্র নেতৃবৃন্দের আশু মুক্তির ও ডি, পি, আর প্রত্যাহারের দাবী জানাইয়া এবং শেখ মুজিবুর রহমান, জনাব তফাজ্জল হোসেন ও মিজানুর রহমান চৌধুরীর স্বাস্থ্যের অবনতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া গতকাল ৯ জন জাতীয় পরিষদ সদস্য এক যুক্ত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। বিবৃতিতে স্বাক্ষর প্রদান করেন বিরোধী দলের নেতা জনাব আমীর আলী সহকারী জনাব বকশ বেজেঞ্জো পার্লামেন্টারী পার্টির সাধারণ সম্পাদক জনাব কামরুজ্জামান, সদস্য অধ্যাপক ইউসুফ আলী, জনাব হাসান শেখ, জনাব গাউস বকশ বেজেঞ্জো, জনাব মুজিবর রহমান চৌধুরী, জনাব এ, বি, এম নূরুল ইসলাম ও জনাব খাজা খয়েরুদ্দিন।

বিবৃতিতে তাঁহারা বলেন, “আমরা জানিতে পারিলাম যে, শেখ মুজিবকে নির্জন কারাকক্ষে রাখা হইয়াছে। সেখানে বাহিরের আলো বাতাস প্রবেশ করিতে পারে না। সেলটির ২০ গজের মধ্যে প্রায় শতাধিক পাগলকে রাখা হইয়াছে। এই অবস্থায় মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখা কঠিন। কারাগারে তাঁহার চিকিৎসা সম্ভব নয়।

জনাব তফাজ্জল হোসেনের রাজ্যের এত দূর অবনতি ঘটিয়াছে যে, তাঁহাকে পুলিশ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

বন্দীদের চরম দুর্দশা

উপরোক্ত ২জন ছাড়া বহুসংখ্যক রাজবন্দী দুরারোগ্য রোগে ভুগিতেছেন। সেলটির মধ্যে প্রায় শতাধিক বন্দী রাখা হইয়াছে। এই মানসিক ও শারীরিক অসুস্থতা হইয়া পড়িয়াছে। কারাগারে বন্দীকেই তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। তাহাদিগকে দৈনিক মাত্র দেড় টাকা খোরাকি ও মাসে পকেট খরচা বাবদ সর্বমোট ৫ টাকা প্রদান করা হইতেছে। পূর্ব বন্দীদের আত্মীয়-স্বজনরা তাহাদের নামে জেলগেটে টাকা জমা দিতে পারিতেন। বর্তমানে তাহাও বন্ধ করা হইয়াছে। ফলে কোন দেশরক্ষা বন্দী একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করিতে পারিতেছেন না। বিষয়টির সর্বাপেক্ষা নিন্দনীয় দিক হইতেছে যে, বন্দীদিগকে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করা হইতেছে না।

Morning News

25th December 1966

Mujib's Case: Hearing Adjourned

The hearing of the case against Sheikh Mujibur Rahman, President of the East Pakistan Awami League for an alleged prejudicial speech made at Paltan Maidan on March 23 this year, has been adjourned till January 6, reports PPA.

According to a press release of the Awami League here last night, the hearing for the case which was fixed for yesterday at the Dacca Central Jail Gate, could not be held as the Awami League leader was unable to attend the Court due to illness.

Mr. Abul Hussain, advocate appeared for the defence.

সংবাদ

২৫ শে ডিসেম্বর ১৯৬৬

শেখ মুজিবরের অসুস্থতার জন্য মামলার শুনানী স্থগিত (নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গুরুতর অসুস্থতার দরশন গতকল্য (শনিবার) আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত মামলার সাক্ষীদের জেরা হয় নাই। আগামী ৬ই ও ৭ই জানুয়ারী জেরার তারিখ ধার্য করা হইয়াছে।

১৯৬৭

৬৭৯

সংবাদ
১লা জানুয়ারী ১৯৬৭
আওয়ামী লীগ নেতা কর্তৃক
সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী

লাহোর, ৩০শে ডিসেম্বর (পি,পি,এ)।- আওয়ামী লীগ নেতা মালিক গোলাম জিলানী পূর্ব পাকিস্তানের সকল রাজনৈতিক বন্দীর অতিসত্বর মুক্তিদানের আবেদন জানান।

সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে গতকল্য তিনি বলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমানের ন্যায় একজন রাজনৈতিক নেতা ও জনাব তফাজ্জল হোসেনের ন্যায় একজন সাংবাদিক দেশের সংহতিবিরোধী কার্যের সহিত সংযুক্ত আছেন, এই অভিযোগ অতিশয় ন্যাকারজনক। দুই অঞ্চলের মধ্যকার সংহতি কোন শক্তিই বিনষ্ট করিতে পারিবে না বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

সম্প্রতি তিনি জেল হইতে মুক্তিলাভ করেন এবং এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রহিয়াছেন। তিনি বলেন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে মুক্তি না দিলে দুই অঞ্চলের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টির সম্ভাবনা রহিয়াছে।

আজাদ
৩রা জানুয়ারী ১৯৬৭
৬ দফা ও শেখ মুজিবের মুক্তি দাবীতে
নারায়ণগঞ্জে ছাত্রলীগের মিছিল
(নিজস্ব সংবাদদাতা)

নারায়ণগঞ্জ, ১লা জানুয়ারী।- আজ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ নারায়ণগঞ্জ শাখার উদ্যোগে ৬-দফা দাবীর সমর্থনে এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির করা হয় ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

স্থানীয় ছাত্রলীগ নেতা খাজা মহিউদ্দীন ও মনির হোসেনের নেতৃত্বে পরিচালিত উক্ত শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী শত শত ছাত্রকর্মী ও জনসাধারণের কণ্ঠে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও শেখ মুজিবের মুক্তির দাবী সোচ্চার হইয়া উঠে এবং শোভাযাত্রাকারীরা ‘৬ দফা দাবী মানতে হবে’, ‘পূর্ব পাকিস্তান শোষণ করা চলবে না’ প্রভৃতি শ্লোগান প্রদান করে।

৬৮০

সংবাদ

৩রা জানুয়ারী ১৯৬৭

ঢাকার মালিবাগে ন্যাপের জনসভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলী
স্বায়ত্তশাসনের দাবী প্রতিটি ভাষাভাষী অঞ্চলে বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তানের
মানুষের প্রাণের দাবী

- (১) অদ্যকার এই মহতী জনসভা জাতীয় পরিষদের আইনমন্ত্রী জাফরের ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির তীব্র নিন্দা ও কঠোর প্রতিবাদ করিয়া অবিলম্বে তাঁহার উক্তি প্রত্যাহার করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের নিকট শর্তহীন ক্ষমা-প্রার্থনার দাবী জানাইতেছে। প্রেসিডেন্টের সাম্প্রতিক বক্তৃতা-বিবৃতিতেও একইরূপ মনোভাব প্রকাশিত হওয়ায় এই সভা উহার বিরুদ্ধেও তীব্র নিন্দা করিতেছে। এই সভা সকল মহলকে দ্ব্যর্থহীনভাবে জানাইয়া দিতে চায় যে, স্বায়ত্তশাসনের দাবীটি পাকিস্তানের প্রতিটি ভাষাভাষী জাতি-গোষ্ঠী বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি মানুষের প্রাণের দাবী। শাসক মহল এই দাবীর বিরুদ্ধে যতই 'কুৎসা' রটনা করুক না কেন, জনসাধারণ এই দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত কোনক্রমেই স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনে বিরতি দিবে না। এই সভা পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও পশ্চিম পাকিস্তানে অগণতান্ত্রিক এক ইউনিট বাতিল করিয়া ভাষাভিত্তিক আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের দাবী জানাইতেছে।
- (২) এই সভা রেশনে চাউলের মূল্য বৃদ্ধির তীব্র বিরোধিতা করিয়া ২০ টাকা মণদরে চাউল ও ১০ টাকা মণদরে গম সরবরাহ এবং সারা প্রদেশে পূর্ণাঙ্গ রেশনিং ব্যবস্থা চালু করার জন্য জোর দাবী জানাইতেছে। এ সভা খাদ্য সমস্যা মোকাবিলায় সরকারের চরম ব্যর্থতা এবং সরকারী মহলের দু'মুখো নীতির নিন্দা করিতেছে। খোলা বাজারে যাহাতে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাইতে না পারে সেজন্য অবিলম্বে বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানীর ব্যবস্থা করিয়া সরবরাহ পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক করার জন্য সরকারের নিকট দাবী জানাইতেছে।
- (৩) এই সভা দেশরক্ষা ও নিরাপত্তা আইনে আটক ন্যাপের যুগ্ম-সম্পাদক জনাব আবদুল হালিম, আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মজিবুর রহমান, কৃষক সমিতির সহ-সভাপতি শ্রী অমূল্য লাহিড়ীসহ সকল রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীর অবিলম্বে মুক্তি দাবী করিতেছে। দেশরক্ষা বন্দীদিগকে কারাগারে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের পংক্তিভুক্ত করিয়া কারাজীবনকে

যেভাবে দুর্বিসহ করিয়া তোলা হইয়াছে উহাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া এই সভা অবিলম্বে উহার অবসান ও দেশরক্ষা বন্দীদিগকে প্রথম শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা দানের জন্য দাবী জানাইতেছে। এই সভা সকল রাজনৈতিক কর্মীর উপর হইতে হুলিয়া প্রত্যাহারের দাবী জানাইতেছে।

- (৪) এই সভা অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার ও দেশরক্ষা আইন বাতিল করিয়া দেশে স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের নিকট দাবী জানাইতেছে। এই সভা তাসখন্দ ঘোষণাকে পুরাপুরিরূপে কার্যকরী করিয়া শান্তিপূর্ণভাবে কাশ্মীরসহ সকল বিরোধীয় বিষয়ের মীমাংসা এবং পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক গড়িয়া তোলার জন্য পাকিস্তান ও ভারত উভয় সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইতেছে।
- (৫) এই সভা সার্বজনীন ভোটাধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচন চালু, পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, বাকস্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ জনগণের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের নিকট দাবী জানাইতেছে। এই সভা দেশরক্ষা আইনে জনপ্রিয় ইত্তেফাক পত্রিকার নিষিদ্ধকরণের নিন্দা করিয়া অবিলম্বে ইত্তেফাক পুনঃপ্রকাশের ব্যবস্থা করার দাবী জানাইতেছে। এই সভা জনসাধারণ জরুরী দাবী-দাওয়া অনুযায়ী সকল বিরোধী দলকে ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান জানাইতেছে।
- (৬) এই সভা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভিয়েতনামে বর্বর হামলার তীব্র নিন্দা করিয়া অবিলম্বে ভিয়েতনাম হইতে সৈন্য প্রত্যাহার ও জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের ৫-দফা ও উত্তর ভিয়েতনামের ৪-দফা অনুযায়ী শান্তিপূর্ণভাবে ভিয়েতনাম প্রশ্নের সমাধান দাবী করিতেছে। এই সভা ভিয়েতনামে মার্কিন হামলার নিন্দা করিতে ব্যর্থ হওয়ায় পাকিস্তান সরকারের কঠোর সমালোচনা করিতেছে এবং ভিয়েতনামী জনগণের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানাইতেছে।
- (৭) এই সভা খাদ্য ও অর্থনৈতিক সাহায্যের জন্য সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ বিশেষতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীলতার নিন্দা করিয়া দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তোলা এবং দেশে স্বনির্ভর স্বাধীন জাতীয় অর্থনীতি গড়িয়া তোলার জন্য সরকারের নিকট দাবী জানাইতেছে।

- (৮) এই সভা খাদ্যশস্যসহ সর্বপ্রকার নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ক্রমাগত মূল্য বৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া অবিলম্বে দ্রব্যমূল্য হ্রাসের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা, অবলম্বনের দাবী জানাইতেছে।
- (৯) ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জসহ শহর ও শহরতলী এলাকায় কলেরা-বসন্তের যে ব্যাপক প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছে উহাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া এই সভা অবিলম্বে কলেরা-বসন্ত মহামারী প্রতিরোধের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানাইতেছে।
- (১০) এই সভা ইন্দোনেশিয়া পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে এবং প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ সুবান্দিও, বিমান বাহিনীর প্রধান মার্শাল ওমর দানী, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা নজনোসহ রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য যাঁহাদিগকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইয়াছে তাঁহাদের দণ্ড বাতিলের দাবী জানাইতেছে।
- (১১) এই সভা পাটকল শ্রমিকদের ন্যায় দাবী-দাওয়ার প্রতি সমর্থন জানাইতেছে এবং ধর্মঘটের পূর্বেই তাহাদের দাবী মানিয়া লওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি দাবী জানাইতেছে।

সংবাদ

৬ই জানুয়ারী ১৯৬৭

অদ্য শেখ মুজিবের মামলার শুনানী শুরু

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

অদ্য (শুক্রবার) সকাল ১০টায় ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত মামলার সরকারী সাক্ষীদের জেরা পুনরায় শুরু হইবে। স্মরণ থাকিতে পারে যে, গত ২৪শে ডিসেম্বর সেন্ট্রাল জেলে এই জেরা শুরু হওয়ার তারিখ ধার্য করা হইয়াছিল। কিন্তু কারাগারে আটক আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবের গুরুতর অসুস্থতার দরুন উক্ত তারিখ পরিবর্তন করা হয়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, গত ১৯৬৬ সালের ২০শে মার্চ পল্টন ময়দানে এক জনসভায় আপত্তিকর বক্তৃতা দানের অভিযোগে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনে ৭ ধারার ৫ উপধারা অনুযায়ী উক্ত মামলা দায়ের করা হয়।

আজাদ

৭ই জানুয়ারী ১৯৬৭

আওয়ামী লীগের সভায় রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব শেখ মুজিবর রহমান ও ইত্তেফাক সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেনসহ সকল রাজবন্দীর আশু মুক্তি দাবী করিয়া গতকাল শুক্রবার অনুষ্ঠিত ঢাকা সদর উত্তর মহকুমা আওয়ামী লীগের এক সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সভায় অপর এক প্রস্তাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যের আসক্তি রোধে সরকারের ব্যর্থতা ও রেশন চাউলের মূল্য বৃদ্ধির নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের সমর্থকদের প্রতি কেন্দ্রীয় আইন উজীর সম্প্রতি যে বিরূপ মন্তব্য করিয়াছেন উহার তীব্র নিন্দা করিয়া সভায় অপর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

সভায় গৃহীত অপর একটি প্রস্তাবে ছয় দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের সংগ্রাম অব্যাহত রাখিবার জন্য মুক্তি দাবীর প্রতি আহ্বান জ্ঞাপন করা হয়।

সংবাদ

৭ই জানুয়ারী ১৯৬৭

ইত্তেফাক সম্পাদকসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ঢাকা সদর (উত্তর) মহকুমা আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহক পরিষদ কারারুদ্ধ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান ও ইত্তেফাক সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেনের অসুস্থতার সংবাদে গভীর উদ্বেগ করিয়া অবিলম্বে উপরোক্ত নেতৃবৃন্দসহ সকল রাজবন্দীর আশু মুক্তি দাবী জানাইয়াছেন।

কার্যনির্বাহক পরিষদ খাদ্যশস্যসহ নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রীর অগ্নিমূল্যে গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া অবিলম্বে রেশনের চাউলের বর্ধিত মূল্য হ্রাস এবং খোলা বাজারে খাদ্যশস্যসহ সকল দ্রব্যের মূল্য স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরাইয়া আনার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান।

গতকাল্য (শুক্রবার) মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ সাবির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঢাকা সদর (উত্তর) মহকুমা লীগের কার্যনির্বাহক পরিষদের সভায় উপরোক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে স্বায়ত্তশাসনকামীদের প্রতি কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রীর উক্তিকে ‘দায়িত্বহীন’ হিসাবে উল্লেখ করিয়া উহার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন এবং অবিলম্বে তাহা প্রত্যাহার ও ক্ষমা প্রার্থনার দাবী জানানো হয়।

সভায় গৃহীত অন্যান্য প্রস্তাবে ৬-দফার সংগ্রামে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এবং মহকুমা থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক তৎপরতা আরও জোরদার করার আহ্বান জানানো হয়।

সংবাদ

৯ই জানুয়ারী ১৯৬৭

ফরিদপুর আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের বিবৃতি শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী

ফরিদপুর, ৭ই জানুয়ারী (নিজস্ব প্রতিনিধি)।— গত বুধবার ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা যুক্তভাবে এই সাংবাদিকের নিকট নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করেনঃ “আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব শেখ মুজিবর রহমান, ইত্তেফাক সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেন, আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী জনাব তাজউদ্দিন আহম্মদ, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী এম,এন,এ, ভাইস প্রেসিডেন্ট মজিবর রহমান (রাজশাহী), অস্থায়ী সম্পাদক জনাব মোল্লা জালাল উদ্দিন আহম্মদ এবং জনাব মোশতাক আহম্মদ এ্যাডভোকেট সহ সকল রাজবন্দী, ছাত্র, শ্রমিক ও অন্যান্য রাজবন্দীকে মুক্তি প্রদান করিয়া দেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করা বর্তমান সরকারের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি।

জনাব শেখ মুজিবর রহমানের চিকিৎসা এবং সেবা গুণগ্রাহ্য যাহা করা প্রয়োজন তাহা জেলখানায় সম্ভবপর নহে এবং আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, তিনি চক্ষুরোগে এবং অন্যান্য রোগে শয্যাশায়ী রহিয়াছেন। জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, জনাব তফাজ্জল হোসেন এবং অন্যান্য রাজবন্দীও নানাবিধ রোগে ভুগিতেছেন। আরও জানা গিয়াছে যে, শেখ মুজিবর রহমানকে একটি আলো-বাতাসহীন জীর্ণ কামরায় একাকী আটক করিয়া রাখা হইয়াছে এবং তাঁহার মানসিক অশান্তি সৃষ্টির জন্যে শতাব্দিক উন্মাদ তাঁহার কামরার অনতিদূরে আটক রাখা হইয়াছে। এ সমস্ত দেশপ্রেমিক আটক রাজবন্দীদের উপর এই ধরনের নির্যাতনের আমরা তীব্র নিন্দা করিতেছি এবং আশু মুক্তিদানের জোর দাবী জানাইতেছি। রাজবন্দীদের যেভাবে শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে তাহারও আমরা জোর প্রতিবাদ করিতেছি। এবং বিভাগ শ্রেণী তুলিয়া দিয়া সকল রাজবন্দীদের প্রতি সমব্যবহার দাবী করি।

বিবৃতিটিতে স্বাক্ষরদান করেনঃ—

(১) আদেল উদ্দীন আহমদ-সভাপতি, জেলা আওয়ামী লীগ। (২) বাবু গৌর চন্দ্র বালা-সহ-সভাপতি, জেলা আওয়ামী লীগ। (৩) শামসুদ্দীন মোল্লা, জেলা আওয়ামী লীগ। (৪) সৈয়দ হায়দার হোসেন-সভাপতি, সদর

মহকুমা আওয়ামী লীগ। (৫) আনিসুজ্জামান চৌধুরী-সহ-সভাপতি, সদর মহকুমা আওয়ামী লীগ। (৬) গাজী আবদুল হালিম (এডভোকেট)। (৭) কাজী খলিলুর রহমান (এডভোকেট)। (৮) তোফাজ্জল হোসেন (এডভোকেট)। (৯) মজিবর রহমান খান (এডভোকেট)। (১০) কাজী হায়দার হোসেন, সম্পাদক, গোয়ালন্দ মহকুমা আওয়ামী লীগ।

Morning News

12 th January 1967

Mujib's Release Demanded

MADARIPUR, Jan. 11 (PPA): Four Awami League leader of Madaripur today demanded the release of Sheikh Mujibur Rahman and lifting of emergency from the country.

In a joint Press statement here today the leaders expressed grave concern over the reported illness of Sheikh Mujib and Mr. Tofazzal Hosain, now detained under DPR and said that “it was simply unfortunate that a patriotic leader like Sheikh Mujibur Rahman and a journalist like Mr. Tofazzal Hossain have been detained under DPR and deprived of having been attended by their relations at the time of illness”.

The signatories to the statement are Dr. Golam Mowla, a former MNA and President Madaripur Sub-divisional Awami League, Mr. Asmat Ali Khan a former MPA and ex-President, Faridpur District Awami League, Mr. Abdul Mannan Mia Secretary, Sub-divisional Awami League, and Mr. Abdul Mannan Sikdar, Awami League and member District Council.

দৈনিক পূর্বদেশ

১৫ই জানুয়ারী ১৯৬৭

বিরোধী দলের সেমিনারে নূরুল আমিন বলেন
জনগণের ম্যাগেট নিয়ে নিম্নতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে
ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চালাতে হবে
(পূর্বদেশের প্রতিনিধি)

দলীয়, ব্যক্তিগত ও ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিতে না পারলে বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করা সম্ভবপর হবে না বলে জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের নেতা জনাব নূরুল আমীন গত রবিবার ঢাকা জেলা বার লাইব্রেরী হলে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ন্যূনতম কর্মসূচী “গণতন্ত্র” আদায়ের দাবীতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া সম্ভব।

পাকিস্তান ষ্টাডি সার্কেলের উদ্যোগে উক্ত সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারের আলোচ্য বিষয় ছিল “বিরোধী দলের ঐক্য সমস্যা।” জনাব নূরুল আমীন এতে সভাপতিত্ব করেন।

সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন জনাব আতাউর রহমান খান, জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের ডেপুটি লিডার জনাব শাহ আজিজুর রহমান, জনাব ফরিদ আহমদ, ব্যারিস্টার আবদুল হক, জনাব শফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক গোলাম আজম এবং মাহমুদ আলী।

সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে

সার্বজনীন ভোটাধিকার আদায়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন বিরোধী দলসমূহকে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে জনাব নূরুল আমীন বলেন যে, গণশক্তির উপর আমরা নির্ভর করি, তাদের হাতে যদি ভোটের অস্ত্র এবং তার সদ্যবহার করবার অধিকার প্রদান করতে পার তবে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময়। তিনি বলেন, গণতন্ত্রের অধিকারই সর্বাপেক্ষা বড় অধিকার। এই গণতন্ত্রের ভিত্তিতে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে কি বাধা রয়েছে? গণতন্ত্রের অর্থ হল পরম সহিষ্ণুতা। তাই আজ আমাদের বিরূপ ভাবধারা বর্জন করতে হবে।

প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক-দলগুলির মধ্যে ঐক্য আনয়নের যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তা অবশ্যই ফলপ্রসূ হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এ মহৎ প্রচেষ্টার জন্য আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি।

জনগণের হাতে ক্ষমতা থাকলে

বর্তমান শাসনতন্ত্রের সমালোচনা করে জনাব আমীন বলেন যে, বর্তমান অবস্থায় ক্ষমতাসীন সরকারকে পরিবর্তন করার পক্ষে অসুবিধা রয়েছে। যদি জনগণের হাতে ক্ষমতা থাকত তবে একমাত্র তখনই প্রমাণিত হত যে, জনগণের সমর্থন কাদের পিছনে রয়েছে।

জনাব আতাউর রহমান

বর্তমান শাসনব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করে জনাব আতাউর রহমান খান বলেন যে, সামরিক আইন প্রবর্তনের পর থেকেই এদেশের জাতীয় জীবনে এক চরম বিপর্যয় নেমে এসেছে।

জনাব আতাউর রহমান খান অভিযোগ করেন, আজ পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা এবং সব বিষয়েই পঙ্গু করে ফেলা হচ্ছে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় কতিপয় পরিবার ছাড়া জনসাধারণের কোন প্রকার উন্নতি সাধন করতে পারেননি।

বিভিন্ন দলের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বলেন যে, জাতীয় জীবন নির্ভর করে জাতীয় ঐক্যের উপর। গণতান্ত্রিক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি বিরোধী দলসমূহের প্রতি আহ্বান জানান।

জনাব ফরিদ আহমদ

গণতন্ত্র আদায়ের জন্য বিরোধী দলসমূহের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে নেজামে এছলাম পার্টির নেতা জনাব ফরিদ আহমদ বলেন যে, আমরা পূর্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করেছি এবং সেই প্রচেষ্টা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

তিনি বলেন, জনসাধারণের কোন দোষ নেই। যদি বিরোধী দলসমূহের মধ্যে ঐক্য বজায় থাকত তবে জনগণের দাবী আদায় করার জন্য কোন প্রকার কষ্টসাধ্য হত না। তিনি বলেন, ঐক্য স্থাপনের জন্য জনসাধারণেরও উচিত বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের উপর চাপ সৃষ্টি করা।

তিনি বলেন, বর্তমান সরকার জনগণ ধিকৃত সরকার, তাই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জন্য জনগণও আজ উদগ্রীব হয়ে রয়েছে।

শাহ আজিজুর রহমান

শাহ আজিজুর রহমান বলেন যে, ঐক্যের প্রশ্নই আজ বিরোধী দলসমূহের নিকট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কেননা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ছাড়া দেশের কোন সমস্যাই সমাধান হবে না।

তিনি বলেন, ঐক্য আনতে হলে প্রথমেই আমাদের প্রধান কর্তব্য হবে শেখ মুজিবুর রহমানসহ যে সমস্ত রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী কারাগারে আবদ্ধ আছেন তাদের মুক্তি দাবী করে কারামুক্ত করা এবং এরপর সকলে মিলে ঐক্যের আলোচনায় মিলিত হওয়া অবশ্যই সম্ভব হবে।

জনাব আজিজ বলেন, আলোচনা, জনসভা এবং সংবাদপত্রের বিবৃতির মাধ্যমে ঐক্য আসতে পারে না, ঐক্যের জন্য প্রয়োজন ঘরোয়া বৈঠক এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের বুঝান।

জনাব আবদুল হক

প্রাক্তন এম এন এ এবং ন্যাপ সদস্য ব্যারিস্টার আবদুল হক বলেন যে, যে কোন বৃহত্তর জাতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা অন্য সব দলের সহিত একযোগে কাজ করতে প্রস্তুত রয়েছি। ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে আমরা যুক্ত শিবির করতে চাই—তবে সেখানে শুধু গণতন্ত্রের শ্লোগান থাকলে চলবে না, সেখানে সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী ভূমিকা এবং কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের দাবীর কথাও উল্লেখ থাকতে হবে।

বিরোধী দলের মধ্যে ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্য আনয়নের জন্য ইহা প্রকাশ করে বক্তৃতা করেন মুসলিম লীগ (কাউন্সিল) নেতা জনাব শফিকুল ইসলাম, জামাতে ইছলামী নেতা অধ্যাপক গোলাম আজম এবং এন, ডি, এফ, নেতা জনাব মাহমুদ আলী।

প্রচারপত্র মামলা মূলতবী

ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আফসারউদ্দিন আহমদের কোর্টে কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা ও সাংবাদিকের বিরুদ্ধে যে প্রচারপত্র মামলা চলছে, গত বৃহস্পতিবার ২৫ মার্চ পর্যন্ত তার শুনানী মূলতুবী রাখা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় কতিপয় প্রচারপত্র বিলির অভিযোগে রমনা পুলিশ উক্ত মামলায় ১২ জনকে অভিযুক্ত করেছে।

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ৩জন শেখ মুজিব, জনাব তফাজ্জল হোসেন ও জনাব এ, কে, ওবায়দুর রহমান বর্তমানে বন্দী রয়েছেন।

সংবাদ

১৮ই জানুয়ারী ১৯৬৭

শেখ মুজিব ও তফাজ্জল হোসেনের মুক্তি দাবী

(নিজস্ব বার্তা পরিশেক)

সিরাজগঞ্জের ছয়জন আওয়ামী লীগ নেতা অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান ও ইন্ডেফাক সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেনসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার ও দমননীতি বর্জনের দাবী জানাইয়াছেন। আমাদের সিরাজগঞ্জস্থ নিজস্ব সংবাদদাতা তারযোগে এই বিবৃতি প্রেরণ করেন।

বিবৃতিতে সিরাজগঞ্জের স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত দমননীতির কঠোর সমালোচনা করিয়া বলেন যে, আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচী আজ আর কোন দল বিশেষের নয়-পাকিস্তানের দশ কোটি জনসাধারণের দাবী। সময় সাপেক্ষ হইলেও এই দাবী প্রতিষ্ঠালাভ করিবে বলিয়া তাঁহারা মন্তব্য করেন।

নেতৃবৃন্দ স্বায়ত্তশাসনকারীদের প্রতি কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী জনাব জাফরের মন্তব্যকে ‘দায়িত্বহীন’ উস্কানিমূলক এবং জাতীয়তাবোধের উপর প্রচণ্ড আঘাত হিসাবে উল্লেখ করিয়া অবিলম্বে উক্ত মন্তব্য প্রত্যাহার ও ক্ষমা প্রার্থনার দাবী জানান।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর প্রদান করেন আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য জনাব আবদুল মমিন তালুকদার, প্রাক্তন এম পি এ ও জেলা লীগের সহ-

সভাপতি জনাব জসিমদ্দিন সভাপতি, জনাব মোতাহার হোসেন তালুকদার, সহ-সভাপতি জনাব দবির উদ্দিন আহমদ, মহকুমা আওয়ামী লীগের সম্পাদক সৈয়দ হায়দার আলী ও শহর আওয়ামী লীগের সম্পাদক জনাব আবদুর রউফ খান।

সংবাদ

১৮ই জানুয়ারী ১৯৬৭

আওয়ামী লীগ নেতা কর্তৃক সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

সিরাজগঞ্জের ছয়জন আওয়ামী লীগ নেতা অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান ও ইন্ডেফাক সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেনসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার ও দমননীতি বর্জনের দাবী জানাইয়াছেন। আমাদের সিরাজগঞ্জস্থ নিজস্ব সংবাদদাতা তারযোগে এই বিবৃতি প্রেরণ করেন।

বিবৃতিতে সিরাজগঞ্জের স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত দমননীতির কঠোর সমালোচনা করিয়া বলেন যে, আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচী আজ আর কোন দল বিশেষের নয়-পাকিস্তানের দশ কোটি জনসাধারণের দাবী। সময় সাপেক্ষ হইলেও এই দাবী প্রতিষ্ঠালাভ করিবে বলিয়া তাঁহারা মন্তব্য করেন।

নেতৃবৃন্দ স্বায়ত্তশাসনকারীদের প্রতি কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী জনাব জাফরের মন্তব্যকে ‘দায়িত্বহীন’ উস্কানিমূলক এবং জাতীয়তাবোধের উপর প্রচণ্ড আঘাত হিসাবে উল্লেখ করিয়া অবিলম্বে উক্ত মন্তব্য প্রত্যাহার ও ক্ষমা প্রার্থনার দাবী জানান। বিবৃতিতে স্বাক্ষর প্রদান করেন আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য জনাব আবদুস মমিন তালুকদার, প্রাক্তন এমপিএ ও জেলা লীগের সহ-সভাপতি জনাব জসিম উদ্দিন, সভাপতি জনাব মোতাহার হোসেন তালুকদার, সহ-সভাপতি জনাব দবির উদ্দিন আহমদ, মহকুমা আওয়ামী লীগের সম্পাদক সৈয়দ হায়দার আলী ও শহর আওয়ামী লীগের সম্পাদক জনাব আবদুর রউফখান।

সংবাদ

২৪শে জানুয়ারী ১৯৬৭

পোস্তগোলায় অনুষ্ঠিত ন্যাপের জনসভার প্রস্তাবাবলী

২২শে জানুয়ারী, '৬৭, রবিবার, বেলা ৩টায় পোস্তগোলা আই, জি, গেট প্রাঙ্গণে সরাফতগঞ্জ ইউনিয়ন ন্যাপের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রস্তাবাবলী :-

- (১) অদ্যকার এই মহতী জনসভা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে যে, পাকিস্তানের প্রতিটি ভাষাভাষী জাতিগোষ্ঠী বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি মানুষের প্রাণের দাবী, স্বায়ত্তশাসনের দাবীর বিরুদ্ধে শাসক মহল যতই কুৎসা রটনা করুক না কেন, জনসাধারণ এই দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত কোনক্রমেই স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনে বিরতি দিবে না। এই সভা পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও পশ্চিম পাকিস্তানে অগণতান্ত্রিক এক ইউনিট বাতিল করিয়া ভাষাভিত্তিক আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের দাবী জানাইতেছে।
- (২) এই সভা রেশনে চাউলের মূল্য বৃদ্ধির তীব্র বিরোধিতা করিয়া ২০ টাকা মণদরে চাউল ও ১০ টাকা মণদরে গম সরবরাহ এবং সারা প্রদেশে পূর্ণাঙ্গ রেশনিং ব্যবস্থা চালু করার জন্য জোর দাবী জানাইতেছে। এই সভা খাদ্য সমস্যা মোকাবিলায় সরকারের চরম ব্যর্থতা এবং সরকারী মহলের দুঃমুখে নীতির নিন্দা করিতেছে। খোলা বাজারে যাহাতে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাইতে না পারে সেজন্য অবিলম্বে বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানীর ব্যবস্থা করিয়া সরবরাহ পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করার জন্য সরকারের নিকট দাবী জানাইতেছে।
- (৩) এই সভা দেশরক্ষা আইনে আটক ন্যাপের যুগ্ম-সম্পাদক জনাব আবদুল হালিম, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শ্রী মনিকম্ব সেন, আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান, কৃষক সমিতির সহ-সভাপতি শ্রী অমূল্য লাহিড়ী, সাংবাদিক জনাব তফাজ্জল হোসেন, শ্রী রণেশ দাশগুপ্ত, শ্রী সত্যেন সেন ও জনাব হানিফ খানসহ সকল দেশপ্রেমিক নেতা ও কর্মীর অবিলম্বে মুক্তি দাবী করিতেছে। দেশরক্ষা বন্দীদিগকে কারাগারে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের পুংজিভুক্ত করিয়া কারাজীবনকে যেভাবে দুর্বিষহ করিয়া তোলা হইয়াছে উহাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া এই সভা অবিলম্বে উহার অবসান ও দেশরক্ষা বন্দীদিগকে প্রথম শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা দানের জন্য দাবী জানাইতেছে। এই সভা সকল রাজনৈতিক কর্মীর উপর হইতে হুঁলিয়া প্রত্যাহারের দাবী জানাইতেছে।
- (৪) এই সভা অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার ও দেশরক্ষা আইন বাতিল করিয়া দেশে স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের নিকট দাবী জানাইতেছে। এই সভা তাসখন্দ ঘোষণাকে পুরাপুরিরূপে কার্যকরী করিয়া শান্তিপূর্ণভাবে কাশ্মীরসহ সকল বিরোধীয় বিষয়ের মীমাংসা এবং পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক গড়িয়া তোলার জন্য পাকিস্তান ও ভারত উভয় সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইতেছে।

- (৫) এই সভা সার্বজনীন ভোটাধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচন চালু, পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, বাকস্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ জনগণের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের নিকট দাবী জানাইতেছে। এই সভা দেশরক্ষা আইনে জনপ্রিয় ইন্ডেক্সাক পত্রিকার নিষিদ্ধকরণের নিন্দা করিয়া অবিলম্বে ইন্ডেক্সাক পুনঃপ্রকাশের ব্যবস্থা করার দাবী জানাইতেছে। এই সভা জনসাধারণের জরুরী দাবী-দাওয়া অনুযায়ী সকল বিরোধী দলকে ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান জানাইতেছে।
- (৬) এই সভা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভিয়েতনামে বর্বর হামলার তীব্র নিন্দা করিয়া অবিলম্বে ভিয়েতনাম হইতে সৈন্য প্রত্যাহার ও জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের ৫-দফা ও উত্তর ভিয়েতনামের ৪-দফা অনুযায়ী শান্তিপূর্ণভাবে ভিয়েতনাম প্রশ্নের সমাধান দাবী করিতেছে। এই সভা ভিয়েতনামে মার্কিন হামলার নিন্দা করিতে ব্যর্থ হওয়ায় পাকিস্তান সরকারের কঠোর সমালোচনা করিতেছে এবং ভিয়েতনামী জনগণের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানাইতেছে।
- (৭) এই সভা খাদ্য ও অর্থনৈতিক সাহায্যের জন্য সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ বিশেষতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীলতার নিন্দা করিয়া দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তোলা এবং দেশে স্বনির্ভর স্বাধীন জাতীয় অর্থনীতি গড়িয়া তোলার জন্য সরকারের নিকট দাবী জানাইতেছে।
- (৮) এই সভা খাদ্যশস্যসহ সর্বপ্রকার নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া অবিলম্বে দ্রব্যমূল্য হ্রাসের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী জানাইতেছে।
- (৯) প্রদেশে কলেরার যে ব্যাপক প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছে উহাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া এই সভা অবিলম্বে কলেরা-বসন্ত মহামারী প্রতিরোধের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানাইতেছে। গুটিকয়েক পুঁজিপতির স্বার্থে ও কতিপয় সরকারী উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে পূর্ববঙ্গ জরুরী সম্পত্তি হুকুম দখল (সংশোধনী) অর্ডিন্যান্সটি সরকারী দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে পাস করা হইয়া লওয়া হইয়াছে। এই অর্ডিন্যান্সের খসড়া সাধারণ মানুষকে বাস্তবচ্যুত করিয়া তাহাদের যে সর্বনাশ সাধন করিবে উহাতে এই সভা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ না করিয়া পারিতেছে না। এই সভা অবিলম্বে উহা বাতিলের দাবী জানাইতেছে।

Pakistan Observer
5th February 1967
Paltan speech case
Charges framed against Mujib
(By Our Court Correspondent)

Charges were drawn inside Dacca Central Jail on Saturday against Sheikh Mujibur Rahman, the President of East Pakistan Awami League in the case for alleged prejudicial speech on March 20, 1966 at Paltan Maidan.

Examination of witnesses in the case was over earlier inside the same jail. Mr. Afsar-ud-Din Ahmed, Magistrate 1st Class, Dacca, was holding the trial.

The accused was prosecuted under Rule 47 of the Defence of Pakistan Rules. His speech was allegedly prejudicial as under :

It intended or was likely to bring into hatred or to excite disaffection towards the Government established by law.

To promote feelings of enmity and hatred between the people of East and West Pakistan.

To influence the conduct or attitude of the public or of any section of the public in a manner likely to be prejudicial to the defence of Pakistan.

The charges were based on alleged excerpts of his speech. A few of the excerpts were as under:

For eighteen years the Government has looted everything.

None but Allah saved East Pakistan, although the Central Government had all the power.

Gold is priced at Rs. 150 in East Pakistan but Rs. 120 in West Pakistan.

The Central administration, the capital assets are all in the hands of West Pakistanis. You are all converted into a 'bazar'. We do not to be treated as 'bazar'. We want to be the citizens of Pakistan.

Although you have concentrated all the powers, you have failed to stand by us in time of our distress.

My brethren! Be prepared for sacrifice, for struggle!

Asked if he was guilty of the charges, Sheikh Mujibur Rahman pleaded innocence.

Sheikh Mujibur Rahman also said he had done or said nothing which was intended to bring into hatred the Government established by law but criticised its measures and policies with a view to bringing about real and genuine consolidation of the

people of the two Wings and for the proper and adequate arrangement for the defence of East Pakistan.

He said his speech had not been noted in full. In many places it was incorrectly noted seeking to give a totally wrong impression.

The court will hear argument on February 25.

সংবাদ
৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭
শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

সম্প্রতি যশোর সদর মহকুমা কোতালী থানা আওয়ামী লীগের কার্যকরী সমিতির এক বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন এবং পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, শেখ মুজিবুর রহমান ও জনাব তফাজ্জল হোসেনসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি, সার্বজনীন ভোটাধিকার, প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দাবী জানানো হয়।

সংবাদ
৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭
কারাগার অভ্যন্তরে শেখ মুজিবের মামলার শুনানী
(আদালত বার্তা পরিবেশক)

গতকাল ঢাকা জেলের অভ্যন্তরে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আফসার উদ্দিনের কোর্টে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৩৪২ ধারা মোতাবেক আনীত মামলার শুনানী শুরু হইয়াছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, গত বৎসরের ২০শে মার্চ পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় রাষ্ট্রের পক্ষে হানিকর বক্তৃতা প্রদানের অভিযোগে রমনা পুলিশ উক্ত মামলা দায়ের করে।

গতকাল্য শেখ মুজিবুর রহমান সবিনয়ে নিবেদন করেন যে, রাষ্ট্রের পক্ষে হানিকর কিংবা জনসাধারণের মধ্যে সরকার বিরোধী উত্তেজনা বা অসন্তোষ সৃষ্টি করিতে পারে কখনো তিনি অনুরূপ কোন উক্তি করেন নাই। তিনি সর্বদাই সরকারী নীতির সুষ্ঠু, সমালোচনা এবং দেশের সংহতি জোরদার করার পরামর্শ দিয়াছেন। দেশের উভয়াংশে জনসাধারণের মধ্যে ঘৃণা ও অসন্তোষ সৃষ্টির অভিযোগ তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অস্বীকার করিয়া বলেন যে, সর্বদাই তিনি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়িয়া তোলার অনুকূলে কাজ রহিয়াছেন।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, তাঁহার বক্তৃতার সম্পূর্ণ অংশ লেখা হয় নাই এবং অনেক স্থলে ভুল লেখা হইয়াছে। এবং এজন্য ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হইয়াছে।

তিনি নিবেদন করেন যে, যদি ভালভাবে লেখা হইত তাহা হইলে দেখা যাইত যে, সরকারকে একটি বাস্তবপন্থা অবলম্বন করিবার জন্য পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে সত্যিকারের জাতীয় সংহতি ও দেশের উভয় অংশের রক্ষাব্যবস্থা সুদৃঢ় হয়। তিনি আরও বলেন যে, যখন তিনি ‘সংগ্রামের’ কথা বলেন তখন নিয়মতান্ত্রিক ও শাসনতান্ত্রিক ‘সংগ্রাম’ বুঝান। সর্বশেষে তিনি নিজেকে নির্দোষ বলিয়া দাবী করেন।

বিবাদীপক্ষে মামলায় উপস্থিত ছিলেন এডভোকেট জনাব এ, সালাম খান, জনাব এফ, এ, রব, জনাব আবুল হোসেন ও এম, এস, জোহা চৌধুরী এবং বাদীপক্ষে উপস্থিত ছিলেন, ডি,এস,পি জনাব আবদুল খালেক। শেখ মজিবের বিরুদ্ধে দেশরক্ষা বিধির ৪৭ নং ধারাবলে প্রণীত চার্জশীটে ২০শে মার্চ তারিখের (১৯৬৬) জনসভায় প্রদত্ত বক্তৃতার ‘নিম্নোক্ত অংশসমূহকে’ আপত্তিকর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

- ১। ... আঠার বৎসর মানুষকে শোষণ করেছে সেই শোষণের দল বেড়িয়ে পড়ছে।
- ২। ... আঠার বৎসর পর্যন্ত সরকার সর্বস্ব লুট করছে...
- ৩। ... কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানকে একমাত্র আত্মা রক্ষা করেছেন।
- ৪। ... পূর্ব বাংলায় কয়খানা ভাঙ্গা প্লেন ছিল। আমি জানি। যাহা ছিল তাহা শুনলে দিশেহারা হবেন। বাংলাদেশে এক ডিভিশন সৈন্য ছিল। আমি বলি সামান্য কয়খানা প্লেন ছিল।
- ৫। ... আপনাদের কাছে আঠার বৎসর পর্যন্ত হিসাব-নিকাশের পাতা দেওয়া হইয়াছে, আপনারা আমাদের দিকে দেখেন নাই ...।
- ৬। ... পূর্ব পাকিস্তানে সোনা ১৫০ টাকা, পশ্চিম পাকিস্তানে সোনা ১২০ টাকা। এতে আবার কাস্টমস হয়।
পূর্ব পাকিস্তানে যে জিনিসের দাম ৫ টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে ২ টাকা।
পূর্ব পাকিস্তানে বড় বড় শিল্প-কারখানার মালিক হয়েছেন যাঁরা তাঁর আয় করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যান।
- ৭। ... রাজধানী কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা, মূলধন পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে সেটা পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে ... আপনারা সব বাজার। আমরা বাজার হতে চাই না, পাকিস্তানের নাগরিক হইতে চাই। ... জারী করে একটা ... দিয়াছেন। বাংলা কোথায় আছে?

- ৮। ... তুমি সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়েও আমাদের ... দুর্দিনে আমাদের পাশে দাঁড়াতে পার নাই....।
- ৯। ... আপনাদের কাছে আবেদন করব-আমাদের উপর অত্যাচার হচ্ছে। পূর্ব বাংলায় বিড়ির পাতা আনতে পারবে না, পশ্চিম পাকিস্তানে আনতে পারবে। আমরা নাকি... সেইখান থেকে সোনা আনতে পারব না; কিন্তু যুদ্ধের সময়... এ ৪০ হাজার বস্তা গম পাওয়া গেল। আরব সাগরে সোনা পাওয়া গেল।
- ১০। ... বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
- ১১। আমি জানি আইয়ুব খান সাহেব বলেছেন, আমাদের সমূলে ধ্বংস করে দিবেন, আমাদের উপর অত্যাচার করবেন... ..।
- ১২। ... তাই ভাইয়েরা- আপনারা ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান এবং সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান।
- ১৩। ... মিথ্যাচারের অবসান করতে হবে। মানুষকে মুক্তি দিতে হবে...।

সংবাদ

৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭

ছয়দফা দিবস পালনে আওয়ামী লীগ শাখার উদ্যোগ

নোয়াখালী, ৫ই ফেব্রুয়ারী।- গত ৩রা ফেব্রুয়ারী মাইজদী কোর্টে নোয়াখালী সদর মহকুমা আওয়ামী লীগের এক বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া আওয়ামী লীগের দফতর হইতে পরিবেশিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন মহকুমা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব সাকাওতুল্লা এল এল বি। উক্ত সভায় আওয়ামী লীগ কর্তৃক আগামী ১৩ই ফেব্রুয়ারী; আহূত “ছয় দফা দিবস” কে যথার্থ মর্যাদার সহিত পালনের কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়। মহকুমা ব্যাপী পোস্টারিং, প্রচারপত্র বিলি, সভা, বিক্ষোভ, শোভাযাত্রা এই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। এই দিবসকে পালন করার জন্য সভা সকল থানা ইউনিটকে নির্দেশ প্রদান করা হয়। ছয়দফা দিবসে নিম্নলিখিত দাবীসমূহ উত্থাপনের জন্য সভার তরফ হইতে আহ্বান জানান হয়।

- ১। ছয়দফা পূরণ, ২। শেখ মুজিবর রহমান ও জনাব তফাজ্জল হোসেনসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি, ৩। পূর্ণ রেশনিং প্রথা চালু করিয়া ২০ টাকা মণদরে চাউল সরবরাহ, ৪। জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, ৫। ইন্ডেক্সের ছাপাখানার উপর হইতে বাজেয়াপ্তি আদেশ প্রত্যাহার প্রভৃতি।

সংবাদ

৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭

সিলেট জেলা আওয়ামী লীগ কার্যকরী সংসদের সভা

সিলেট, ৭ই ফেব্রুয়ারী (সংবাদদাতা)।— গতকল্য সিলেট জেলা আওয়ামী লীগ কার্যকরী সংসদের এক বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আগামী ১৩ই ফেব্রুয়ারী জেলাব্যাপী সভা, বিক্ষোভ ও শোভাযাত্রার অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং এই মর্মে সকল মহকুমা ও থানা আওয়ামী লীগ শাখাকে নির্দেশ দান করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। সভায় কারাগারে আটক ইত্তেফাক সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেনের স্বাস্থ্যের অবনতির সংবাদে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। এবং জনাব তফাজ্জল হোসেন, আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী জানানো হয়।

সংবাদ

৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭

করাচী আওয়ামী লীগ এডহক কমিটির সভায় দেশীয় ও বিশ্ব পরিস্থিতি আলোচনা মতাক্ষতা ও কমিউনিজম উভয়ই মানব সমাজকে ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছে

করাচী, ৫ই ফেব্রুয়ারী।— অদ্য করাচী আওয়ামী লীগ এডহক কমিটির এক সভা, জনাব আবু আসিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া আওয়ামী দফতর হইতে পরিবেশিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ।

সভায় দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া গৃহীত প্রস্তাবে এই অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, বর্তমান বিশ্ব মতাক্ষতা ও কমিউনিজম এই দুই শক্তি জোটের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং উভয় মানবসমাজকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছে। ইহার মাঝে অযুত জনগণের স্বাধীনতা ও মুক্ত সংগ্রামের মধ্যদিয়া গণতন্ত্রের আশার আলোকরশ্মি প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। পরিতাপের বিষয় এই যে, এমনকি গণতন্ত্রের যাহারা ধারক ও বাহক বলিয়া কথিত তাঁহারাও যাহা প্রচার করিয়া থাকেন, কাজে উহা করেন না। এক্ষণে দেশের জনগণকে শোষণ ও নির্যাতন হইতে পরিত্রাণের জন্য প্রয়োজন সত্যিকার গণতন্ত্রকামীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া। পাকিস্তানের বিরোধী দলগুলির প্রথমতঃ উহাই করা উচিত, যাহা তাহারা অপরের নিকট হইতে প্রত্যাশা করিয়া থাকেন। তাহাদিগকে অন্য বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের অকৃত্রিমতা ও আন্তরিকতা সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হইতে হইবে, এইভাবে পারস্পরিক বিশ্বাসের

মনোভাব গড়িয়া তুলিতে হইবে। শ্লোগান ও মিথ্যা আশ্বাস প্রদানের দিন চলিয়া গিয়াছে। বর্তমানে বাস্তব রাজনীতির যুগ। এক্ষণে একমাত্র সঠিক পথ হইল সকলে একত্রে এক বৈঠকে মিলিত হইয়া দেশে সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বার্থে যাহা প্রয়োজনীয় উহা গ্রহণ করিয়া বাস্তব রাজনীতির নীতি নির্ধারণ করা। গণতন্ত্রের অর্থ হইল ‘বাঁচ ও বাঁচতে দাও’ এই নীতিতে বিশ্বাস করা; ভিন্নতার মাঝে ঐক্য সাধন, পৃথক মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার নীতিকে বিশ্বাস করা। নেতৃবৃন্দকে কোনরূপ দ্বিধা না রাখিয়া খোলা মন লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার ন্যায্য সমাধানের জন্য তাহাদিগকে শেখ মুজিবর রহমানের ছয়-দফা কর্মসূচীকে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক কাঠামো সম্পর্কিত আলোচনা-আলোচনার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

ইহাছাড়া এড-হক কমিটি আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান, ইত্তেফাক সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেনের মুক্তির দাবী জানাইয়া কতিপয় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

সংবাদ

১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭

সিরাজগঞ্জ জেলে দেশরক্ষা বন্দীদের দুরাবস্থা সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রসঙ্গ (নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

সিরাজগঞ্জ সাব-জেলে দেশরক্ষা আইনে আটক রাজবন্দীদের বসন্ত রোগীদের সঙ্গে রাখা হইয়াছে এই অভিযোগ সম্পর্কিত মূলতবী প্রস্তাবটি উত্থাপনের অনুমতি চাহিয়া গতকাল প্রাদেশিক পরিষদে বরিশালের ন্যাপ সদস্য জনাব সৈয়দ আশরাফ হোসেন বলেন যে, সংবাদপত্রের খবরে প্রকাশ, কারা-প্রাচীরের অন্তরাল আজ রাজবন্দীদের বসন্ত রোগীদের সঙ্গে রাখা হইতেছে। তাহাদিগকে ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে।

জনাব শেখ মুজিবর রহমান, জনাব তফাজ্জল হোসেন, জনাব আবদুল হালিম, বাবু সত্যেন সেন, বাবু রণেশ দাশগুপ্তের মত রাজনৈতিক নেতা ও সাংবাদিক-সাহিত্যিকদের আজ দুঃসহ অবস্থায় কারা জীবনযাপন করিতে হইতেছে। দেশবাসী আজ রাজবন্দীদের ব্যাপারে উদ্ভিন্ন। পরিষদে বিরোধী দলীয় সদস্যগণ বারবার বন্দীদের অবস্থা জানিতে ও আলোচনা করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু তাহাদিগকে সুযোগ দেওয়া হয় নাই। তাহাদিগকে ও দেশবাসীকে বন্দীদের সম্পর্কে জানিতে দেওয়া হয় নাই। এই অবস্থা দুঃখজনক।

মন্ত্রী বক্তব্য

স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডঃ এম, হুদা সৈয়দ আশরাফের বক্তব্যকে আপত্তিজনক বলিয়া অভিহিত করিয়া বলেন যে, সরকার রাজবন্দীদের সম্পর্কে কোন খবর গোপন করেন নাই।

তিনি জানান যে, সিরাজগঞ্জ সাব-জেলে দেশরক্ষা আইনে আটক ১৫ জন বন্দী ছিলেন। সংশ্লিষ্ট মামলা উঠিয়া যাওয়ায় তাহাদের মধ্যে ১৩ জনকে পাবনা জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। বাকী দুইজন স্থানান্তরিত হইতে চাহেন নাই। তাঁহারা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। এবং তাঁহাদিগকে জেল হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। সুস্থ বন্দীদের রোগাক্রান্তদের সাথে রাখা হয় নাই।

পূর্বাঙ্কে স্পীকার মূলতবী প্রস্তাবটি গ্রহণে আপত্তি জ্ঞাপন করেন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে বিবৃতি প্রদান করিতে বলেন। প্রস্তাবটির গুরুত্ব স্বীকার করিয়াও উহা গ্রহণের অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া মাননীয় স্পীকার বলেন যে, অদ্য পরিষদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মূলতবী ঘোষিত হইবে এই পরিপ্রেক্ষিতে সমাপ্তি দিবসে মূলতবী প্রস্তাবটি গ্রহণ করা অসুবিধাজনক হইবে।

সংবাদ

১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭

৬-দফা দিবস উপলক্ষে

নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে সোমবার জনসভা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আগামী ১৩ই ফেব্রুয়ারী ৬-দফা দিবস পালন উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ডি আই টি মার্কেটের সন্নিহিত একটি জনসভার আয়োজন করা হইয়াছে। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের কার্যকরী সম্পাদক মিসেস আমেনা বেগম, পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব জহিরুদ্দিন ও অন্যান্য নেতা সভায় বক্তৃতা করিবেন।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ১৬ই ফেব্রুয়ারীকে ৬-দফা দিবস হিসাবে ঘোষণা করিয়াছে। গত বৎসর এই তারিখে শেখ মুজিবর রহমান লাহোরে ৬-দফা দাবী প্রকাশ করেন।

সংবাদ

১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭

ভাট মসজিদে ন্যাপের উদ্যোগে জনসভা

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও সকল রাজবন্দীর আশু মুক্তি দাবী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকল্য রবিবার অপরাহ্নে স্বায়ত্তশাসন, খাদ্য ও বন্দীমুক্তির দাবীতে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির হাজারীবাগ ও লালবাগ এলাকার কর্মীবৃন্দের উদ্যোগে ভাট-মসজিদ ক্রিসেন্ট ক্লাব প্রাঙ্গণে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উক্ত এলাকার বহুসংখ্যক লোকের সমাবেশ ঘটে। ঢাকা শহর ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক জনাব ওসমান গণি সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় বক্তৃতা করেন প্রাদেশিক ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক জনাব আলতাফ হোসেন, কেন্দ্রীয় ন্যাপের যুগ্ম-সম্পাদক জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ, ন্যাপ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য দেওয়ান মাহবুব আলী, ঢাকা জেলা ন্যাপের সহ-সভাপতি জনাব জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, জনাব ওয়াহিদুল হক, জনাব আবু হামেদ শাহাবুদ্দিন ও জনাব আবদুস সবুর। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও পশ্চিম পাকিস্তানে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন, রেশনে চাউলের মূল্য ২০ টাকা ও গমের মূল্য ১০ টাকা ধার্য করিয়া সারা প্রদেশে পূর্ণ রেশনিং প্রথা চালু, বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানীর ব্যবস্থা করিয়া সরবরাহ পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক করার ন্যাপের যুগ্ম-সম্পাদক জনাব আবদুল হালিম, আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান, কৃষক সমিতির সহ-সভাপতি শ্রী অমূল্য লাহিড়ী, সাংবাদিক শ্রী সত্যেন সেন, শ্রী রণেশ দাশগুপ্ত এবং ইত্তেফাক সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেনসহ দেশরক্ষা ও নিরাপত্তা আইনে আটক সকল রাজবন্দীর অবিলম্বে মুক্তির দাবী জানানো হয়। ইহা ছাড়া জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, সার্বজনীন ভোটাধিকার, প্রত্যক্ষ নির্বাচন চালু, পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, বাকস্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ জনগণের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবী জানাইয়া কতিপয় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। অপর এক প্রস্তাবে শহরে নালা-নর্দমা পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কার রাখার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানানো হয়। সভায় পশ্চিম পাকিস্তান ন্যাপ নেতা ও কর্মী শ্রেফতারের নিন্দা জানানো হয়।

সংবাদ

১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭

অদ্য ৬-দফা দিবস উপলক্ষে ঢাকা-খুলনা-ময়মনসিংহে

জনসভা অনুষ্ঠানের অনুমতি মিলিল না

(নিজস্ব বার্তা পরিশেক)

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আউটার স্টেডিয়ামে জনসভা অনুষ্ঠানের অনুমতি প্রদান না করা। অদ্য (সোমবার) ৬-দফা দিবস উপলক্ষে আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে না বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, জনসভা অনুষ্ঠানের অনুমতি চাহিয়া আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে স্টেডিয়াম কমিটির নিকট যে আবেদনপত্র পেশ করা হইয়াছিল রহস্যজনক কারণে স্টেডিয়াম কমিটি অদ্যপি তাহার কোন জবাবই দেন নাই। ফলে নিতান্ত বাধ্য হইয়াই আওয়ামী লীগকে পল্টন ময়দানে জনসভা বাতিল করিতে হইয়াছে বলিয়া আওয়ামী লীগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, গত বৎসরের ১৩ই ফেব্রুয়ারী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে ‘৬-দফা’ পেশ করেন। এই দিবসটিকে স্মরণীয় করিয়া রাখার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ দেশব্যাপী বিশেষ করিয়া প্রদেশব্যাপী ‘১৩ই ফেব্রুয়ারী’ উদযাপনের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

আওয়ামী লীগের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, ‘৬-দফা দিবস’ সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তোলার জন্য প্রদেশের সর্বত্র ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হইয়াছে। সভা ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে এই দিবসটি পালন করা হইবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয় যে, ময়মনসিংহ এবং খুলনায়ও জনসভা ও মাইক ব্যবহারের অনুমতি পাওয়া যায় নাই বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। জনসভা অনুষ্ঠান সম্ভব না হইলেও তথায় আওয়ামী লীগ বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া জানা যায়।

বগুড়ায় জনসভা

অদ্য ‘৬-দফা দিবস’ উপলক্ষে বগুড়া জেলা আওয়ামী লীগ হালিদাবাগ হাইস্কুল মাঠে একটি জনসভার আয়োজন করিয়াছে বলিয়া আওয়ামী লীগ সূত্রে জানা গিয়াছে। জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব বি, এম, ইলিয়াসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত জনসভায় কবিরাজ শেখ আবদুল আজিজ ও এ, কে, এম, মজিবুর রহমান প্রমুখসহ জেলা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করিবেন।

Pakistan Observer

14th February 1967

Six-point day today

Permission to use Paltan not yet obtained

(By a Staff Correspondent)

East Pakistan Awami League will observe Six-point Day throughout the province on Monday.

The programme, drawn up for the day, includes public meetings, processions and peaceful demonstrations in support of the demands. But in some places, including Dacca, the day will be observed without public meetings for lack of necessary permissions from the authorities concerned.

According to an Awami League press release issued on Sunday, no intimation of permission to use the Outer Stadium as venue of the proposed meeting had reached the Awami League office till Sunday.

The Awami Leaguers had earlier approached the Stadium Committee for permission to use the Outer Stadium field for holding a public meeting on Sunday.

The press release also said that East Pakistan Awami League office had received reports from Khulna and Mymensingh stating that holding of public meetings would not be possible in these places as permission to use mikes and fields had not been received.

সংবাদ

১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭

মুক্তাগাছার গ্রামাঞ্চলে আওয়ামী লীগের সভা

মুক্তাগাছা, ১২ই ফেব্রুয়ারী (নিজস্ব সংবাদদাতা)।— মুক্তাগাছা, কোতওয়ালী, ফুলবাড়িয়া থানার সীমান্তবর্তী গ্রাম বাশনা ঈদগাহ মাঠে অনুষ্ঠিত বিরাট জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান ও অসুস্থ ‘ইত্তেফাক’ সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেনসহ বিনাবিচারে আটক সকল রাজবন্দীর আশু ও বিনাশর্তে মুক্তির জোর দাবী জানানো হয়।

অপর এক প্রস্তাবে অনতিবিলম্বে নিউনেশন প্রিন্টিং প্রেসের উপর হইতে বাজেয়াপ্তি নির্দেশ প্রত্যাহারের জোর দাবী জানান হয়।

অশীতিপর বৃদ্ধ কৃষক নেতা মৌঃ নেওয়াজেশ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন খান্দকার

আবদুল মালেক, মুক্তাগাছা থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি ইয়াকুব আলী ও সহ-সম্পাদক শ্রী সুভাষ চন্দ্র রক্ষিত।

সভায় গৃহীত অপরাপর প্রস্তাবে ৬-দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন, গ্রামে গ্রামে পূর্ণাঙ্গ রেশনিং প্রথা প্রবর্তন, ২০ টাকা মণদরে চাউল ও ১০ টাকা মণদরে আটা সরবরাহের দাবী জানাইয়া কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সংবাদ

১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭

আওয়ামী লীগের উদ্যোগে নারায়ণগঞ্জে ৬-দফা দিবস উদযাপিত

নারায়ণগঞ্জ, ১৩ই ফেব্রুয়ারী (এ, পি, পি)। -আওয়ামী লীগ অদ্য পুনরায় উহার ৬-দফা দাবীর সমর্থন জানাইয়াছেন। পার্টির ৬-দফা দিবস উদযাপন উপলক্ষে এখানে আয়োজিত এক জনসভায় উক্ত সমর্থনের কথা ঘোষণা করা হয়। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব জহিরুদ্দীন, প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম এবং আরও অনেকে উক্ত সভায় বক্তৃতা করেন। জনাব জহিরুদ্দীন এবং মিসেস আমেনা বেগম বলেন যে, ৬-দফা দাবী গ্রহণ করিলে পাকিস্তান শক্তিশালী হইবে।

জনাব জহিরুদ্দীন তাঁহার ভাষণে বলেন যে, আওয়ামী লীগের ৬-দফা দাবীর পশ্চাতে ব্যাপক জনসমর্থন রহিয়াছে। পৃথিবীর কোন শক্তি উক্ত দাবীকে দাবাইয়া রাখিতে পারিবে না। তিনি সরকারের বর্তমান নীতির সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, বর্তমান সরকারই ক্রমবর্ধমান আন্তঃপ্রাদেশিক বৈষম্যের জন্য দায়ী।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান এবং ‘ইত্তেফাক’ সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেনের আশু মুক্তি দাবী করা হয়। প্রস্তাবে এ দেশের সর্বত্র রেশনিং প্রবর্তন এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান হয়।

সংবাদ

১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭

‘ছয় দফা দিবসে’ চট্টগ্রামে বিরাট জনসভা

ছয়দফা পাকিস্তানকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করিবে

চট্টগ্রাম, ১৩ই ফেব্রুয়ারী (নিজস্ব সংবাদদাতা)। - ছয় দফায় যে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী জানানো হইয়াছে, উহা জনগণেরই দাবী। পাকিস্তানকে সুসংহত ও শক্তিশালী করার জন্যই ছয়দফা দাবী উত্থাপন করা হইয়াছে।

আওয়ামী লীগ কর্তৃক আহূত ‘ছয়দফা দিবস’ পালনে অদ্য চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন।

চট্টগ্রাম লালদীঘি ময়দানে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় সভাপতিত্ব করেন সদ্য কারামুক্ত আওয়ামী লীগ নেতা জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী। সভায় বক্তৃতা করেন জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব এ, আজিজ, জনাব আবদুল্লা আল হারুন, জনাব আবদুল ওহাব, দোস্ত মোহাম্মদ, ডাঃ সৈয়দুর রহমান চৌধুরী, জনাব ইদ্রিস আলম, জনাব গোলাম কিবরিয়া, জনাব নাজিম উদ্দিন প্রমুখ।

জনাব আজিজ তাঁহার বক্তৃতায় আওয়ামী লীগের ছয়দফা দাবীর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, ছয়-দফা দাবী পাকিস্তানকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করিবে। জনাব আজিজ গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে আরও জোরদার করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে বিরোধী দলসমূহকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী বলেন যে, ছয়-দফা দেশের উন্নত ধরনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক মহান পথের সন্ধান দিবে। জনাব আবদুল্লা আল হারুন বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে একতার বন্ধন আরও শক্তিশালী করার দৃঢ়ভিত্তি হইতেছে ছয়দফা। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে ছয়দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জোর দাবী জানানো হয়। অন্যান্য প্রস্তাবে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দির মুক্তি, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, পূর্ব পাকিস্তানকে দুর্ভিক্ষ এলাকা ঘোষণা করিয়া সর্বত্র পূর্ণ রেশনিং প্রথা চালু, ২০ টাকা মণদরে চাউল সরবরাহ, সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান হয়।

সংবাদ

১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭

ফরিদপুরে ৬-দফা দাবী দিবস পালিত

ফরিদপুর, ১৪ই ফেব্রুয়ারী (সংবাদদাতার তার)। - ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে গতকল্য ফরিদপুরে ৬-দফা দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষে এক জনসভায় আয়োজন করা হয়। জনসভায় বিপুল জনসমাগম হয়। প্রাক্তন প্রাদেশিক মন্ত্রী ও জেলা আওয়ামী লীগের অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রী গৌর চন্দ্র বালা সভায় সভাপতিত্ব করেন।

জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুদ্দীন মোল্লা ৬-দফা কর্মসূচী ব্যাখ্যা করেন। তিনি ৬-দফা পাকিস্তান ও বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ন্যায়সঙ্গত দাবী বলিয়া মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ৬-দফাকে গ্রহণ করিয়াছে। তিনি আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানসহ সকল রাজবন্দী এবং ইত্তেফাক সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেনসহ সকল বন্দী সাংবাদিকের আশু মুক্তি দাবী করেন।

জনাব মোল্লা সরকারী খাদ্য নীতির সমালোচনা করেন ও পূর্ণ রেশনিং প্রবর্তনের দাবী জানান। তিনি সার্বজনীন ভোটাধিকার ও সকল প্রকার গণতান্ত্রিক অধিকার কায়েমের দাবী জানান। জনাব মোল্লা ২০ টাকা মণদরে চাউল ও ১০ টাকা মণদরে গম সরবরাহের দাবী জানান। জেলা আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক জনাব গাজী আবদুল হাকিম ও সদর মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব সৈয়দ হায়দার হোসেনও সভায় বক্তৃতা করেন। সভায় রাজবন্দীদের মুক্তি ও ৬-দফা কায়েমের দাবীসহ কতিপয় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

সংবাদ

১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭

প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ৬-দফা দিবস পালিত

টাংগাইল, ১৪ই ফেব্রুয়ারী।— ৬-দফার প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে টাংগাইল মহকুমা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে গতকাল স্থানীয় পার্ক ময়দানে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। মহকুমা শাখার সহ-সভাপতি জনাব এম, কে, বকশের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় বক্তৃতা করেন মেসার্স নওশের আলী, মীর্জা তোফাজ্জল হোসেন, শামসুর রহমান খান, মোহাম্মদ আলী মোক্তার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। ৬-দফা কর্মসূচীর সমর্থনে কতিপয় প্রস্তাবে শেখ মুজিবর রহমান, তফাজ্জল আহমেদ প্রমুখ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং ইত্তেফাক সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেনের মুক্তি দাবী করা হয়। প্রস্তাবে জরুরী ও দেশরক্ষা আইন প্রত্যাহার ও ২০ টাকা মণদরে চাউল সরবরাহের দাবী করা হয়। এবং ওয়াপদা কর্মচারীদের দাবী-দাওয়া সমর্থন করা হয়।

সংবাদ

১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭

টাঙ্গাইলে সদ্যমুক্ত আওয়ামী লীগ নেতার সম্বর্ধনা

টাঙ্গাইল, ১৫ই ফেব্রুয়ারী।— দেশরক্ষা আইনে আটক টাঙ্গাইল মহকুমা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ আলী মোক্তারের

ময়মনসিংহ কারাগার হইতে মুক্তিলাভ উপলক্ষে স্থানীয় আওয়ামী লীগ অফিসে গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৭টায় এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। সম্বর্ধনা সভায় বিরোধী দলসমূহের স্থানীয় শাখাগুলোর প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন। সভার এক প্রস্তাবে শেখ মুজিবর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করা হয়।

সংবাদ

১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭

নোয়াখালী ও সিলেটে ৬-দফা দিবস পালন

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

নোয়াখালী ও সিলেটে গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী যথাযোগ্য মর্যাদায় ‘৬-দফা দিবস’ প্রতিপালিত হইয়াছে বলিয়া আওয়ামী লীগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি হইতে জানা গিয়াছে।

প্রকাশ, ৬-দফা দিবস উপলক্ষে নোয়াখালী সদর মহকুমা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে কোর্টের ময়দানে ও সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে সাব রেজিষ্টার অফিস ময়দানে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন বক্তা আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচীর এবং বর্তমান খাদ্য ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। উভয় সভায় প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি, ২০ টাকা মণদরে চাউল সরবরাহ, ইত্তেফাকের ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যাহার ও জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের দাবী জানাইয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

সংবাদ

১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭

সামী মুল্লীর হাটে জনসভা

৬-দফা দাবী দিবস উপলক্ষে গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী সেনবাগ থানা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে সামী মুনসীর হাটে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ডঃ নওয়াব আলী উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। ডঃ মফিজুর রহমান, কাজী দেলওয়ার হোসেন, সৈয়দ আনোয়ার আজীজ, জনাব শামসুল হক, জনাব আবদুস সোবহান ও এ্যাডভোকেট জনাব নূরুল হক এম পি এ উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে শেখ মুজিবুর রহমান, ইত্তেফাক সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেনসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, ২০ টাকা মণদরে চাউল সরবরাহ ও নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেসের উপর হইতে বাজেয়াপ্তিকরণ আদেশ প্রত্যাহার করার দাবী জানান হয়।

সংবাদ
১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭
৬-দফা দিবসে জিজিরায় কর্মীসভা

ঢাকা, ১৭ই ফেব্রুয়ারী।- গতকাল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের এক প্রেস রিলিজে বলা হয় যে, ৬-দফা দাবী দিবস উপলক্ষে গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী জিজিরা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ কর্মীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় পৌরোহিত্য করেন জনাব শহীদুল হক। ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকা হইতে বহু সংখ্যক আওয়ামী লীগ কর্মী ও সমর্থক উক্ত সভায় যোগদান করেন।

জনাব রমিজুদ্দিন, জনাব দেলওয়ার হোসেন ও জনাব হায়দর আলী প্রমুখ আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট কর্মীসভায় বক্তৃতা করেন। ছয়দফা দাবী কার্যকরী না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার জন্য সভায় পুনরায় সংকল্প গ্রহণ করা হয়। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে শেখ মজিবুর রহমান ও ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেনসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি ও অবিলম্বে দেশ হইতে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের দাবী জানান হয়। সভায় অপর এক প্রস্তাবে নিউ নেশন প্রেসের উপর হইতে বাজেয়াপ্তিকরণ আদেশ প্রত্যাহারের দাবী জানান হয় এবং দেশের বর্তমান খাদ্য সংকটের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

সংবাদ
১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭
শহীদ দিবস উদযাপন কক্ষে মুক্তাগাছায় আহূত
সর্বদলীয় বৈঠকে রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী

মুক্তাগাছা, ১৬ই ফেব্রুয়ারী (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- মুক্তাগাছা থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি মৌলভী ইয়াকুব আলীর সভাপতিত্বে আসন্ন শহীদ দিবস উদযাপনকক্ষে আহূত সর্বদলীয় বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ও ‘ইত্তেফাক’ সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেনসহ সকল রাজবন্দীর আশু ও বিনাশর্তে মুক্তির দাবী জানান হইয়াছে।

সভায় আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, বিভিন্ন শ্রমিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন। মুক্তাগাছা থানা ন্যাপ আহ্বায়ক জনাব মোঃ আবদুর রশীদকে (কালা মিঞাকে) সভাপতি, জনাব তালেব আলীকে সম্পাদক এবং থানা আওয়ামী লীগ সহকারী সম্পাদক শ্রী সুভাষ চন্দ্র রক্ষিতকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করিয়া ‘সর্বদলীয় শহীদ দিবস উদযাপন কমিটি’ নামে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়। নবগঠিত কমিটি আসন্ন শহীদ দিবসে সারাদিনের এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছে।

সংবাদ
১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭
করাচীতে আওয়ামী লীগ কর্মী সভার প্রস্তাব
লাহোর প্রস্তাবই ৬-দফার উৎস

করাচী, (১৭ই ফেব্রুয়ারী)।- পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের আহ্বানে ৬-দফা দাবী দিবস পালনের উদ্দেশ্যে গত সোমবার করাচীর কোরঙ্গী কলোনীতে করাচী আওয়ামী লীগ কর্মীদের এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন এড হক কমিটির সভাপতি এডভোকেট জনাব আবু আসিম।

সাধারণ সম্পাদক জনাব খলিল আহমদ তিরমিজী এবং এডভোকেট জনাব আবু আসিম অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দান করেন। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে ৬-দফা সংগ্রাই দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার একমাত্র সমাধান বলিয়া দাবী করা হয়। প্রস্তাবে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবকেই ইহার মূল উৎস বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

করাচী আওয়ামী লীগ কর্মীগণ শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়া সর্বপ্রকার সমর্থনের আশ্বাস দান করেন।

অপর এক প্রস্তাবে ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসে করাচীতে ৬-দফার সমর্থক গণতন্ত্রীমণ্ডল জনসাধারণের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবে সম্মেলনের উদ্বোধনের জন্য নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জহির উদ্দীনের প্রতি ও বক্তৃতা দানের জন্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অধ্যাপক হাফিজ হাবিবুর রহমান এবং পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের বিরোধী দলীয় নেতা জনাব আবদুল মালিক উকিলের নিকট অনুরোধ প্রেরণেরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংবাদ
১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭
মুক্তাগাছায় ‘৬-দফা দাবী’ দিবস

মুক্তাগাছা, ১৪ই ফেব্রুয়ারী (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কর্তৃক গতকাল সারা প্রদেশব্যাপী আহূত ‘৬-দফা দাবী দিবস’ পালন উপলক্ষে ঢাকা, ময়মনসিংহ ও খুলনায় জনসভা অনুষ্ঠানের অনুমতি না দেওয়ায় মুক্তাগাছার সর্বশ্রেণীর মানুষ প্রতিবাদ জানায়।

জনসভা ও গণমিছিলে যোগদানকারী হাজার হাজার মানুষ কর্তৃপক্ষের অগণতান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল ময়দানে অনুষ্ঠিত বিরাট জনসভায় মুহূর্মুহু করতালির

মধ্যে ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব রফিক উদ্দিন ভূঁইয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে বর্তমান সরকারের অগণতান্ত্রিক মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করেন।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে ৬-দফার আন্দোলন অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত, শেখ মুজিব, ইত্তেফাক সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেনসহ সকল রাজবন্দীর আশ্র ও বিনাশর্তে মুক্তি, নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস পুনঃ বাজেয়াপ্তির তীব্র নিন্দা, ইত্তেফাকের পুনঃপ্রকাশের অনুমতি দান—পূর্ব পাকিস্তানকে দুর্ভিক্ষ এলাকা ঘোষণা করিয়া অনতিবিলম্বে সারা প্রদেশে পূর্ণ রেশনিং প্রথা প্রবর্তন, ২০ টাকা মণদরে চাউল এবং ১০ টাকা মণদরে আটা সরবরাহ, ৭ই জুনের গুলীবর্ষণের বিচার বিভাগীয় তদানুষ্ঠান এবং দেশব্যাপী ঘৃষ, দুর্নীতি, জুয়া বন্ধ করার জোর দাবী জানাইয়া কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সংবাদ

২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭

পল্টনের জনসভার প্রস্তাবাবলী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল শহীদ দিবস উপলক্ষে আহূত পল্টনের জনসভায় গৃহীত প্রথম প্রস্তাবে ২১শে ফেব্রুয়ারীকে সরকারী ছুটি ঘোষণার দাবী জানান হয় এবং উহা সাপেক্ষে জনসাধারণের প্রতি আগামী বৎসর হইতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালনের আহ্বান জানান হয়।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে জনাব শেখ মুজিবর রহমান, জনাব তফাজ্জল হোসেন, শ্রী সত্যেন সেন ও শ্রী রণেশ দাশ গুপ্তসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করা হয় এবং সকল শ্রেফতারী পরোয়ানা (রাজনৈতিক কারণে) প্রত্যাহারের দাবী জানান হয়।

তৃতীয় প্রস্তাবে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবী করা হয়। দেশরক্ষা, মুদ্রা ও পররাষ্ট্র দফতর (রাজনৈতিক) কেন্দ্রের হাতে রাখিয়া বাকী সকল বিষয়ের এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব পূর্ব পাকিস্তান সরকারের হাতে অর্পণ করার, দুইটি অঞ্চলে দুইটি স্বতন্ত্র আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংক গঠন ও পূর্ব পাকিস্তান হইতে পুঁজির পাচার বন্ধের দাবী জানান হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের সাবেক প্রদেশসমূহের পুনরুজ্জীবনেরও দাবী জানান হয়। অপরাপর প্রস্তাবে প্রাণুবয়স্কের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার, পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থা কায়েম, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, সংবাদপত্রের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা ও ইত্তেফাকের উপর হইতে

বাজেয়াপ্তি নির্দেশ প্রত্যাহার, শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কালাকানুনসমূহ বাতিল, সকল দেশী ও বিদেশী পুঁজি, ব্যাঙ্ক ও বীমা ব্যবসায় জাতীয়করণ ও হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলপূর্বক ছাত্রদের প্রখ্যাত ২২ দফা দাবীর ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থা গড়িয়া তোলার দাবী জানান হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের ছাত্রবিরোধী কার্যকলাপের অবসান, ইডেন কলেজের শহীদ বেদী ভাঙ্গার ও মীরপুরে ছাত্রদের উপর দুর্বৃত্তদের গুলিমির ও সিদ্ধেশ্বরীতে ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জের নিন্দা করিয়াও প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। গাইবান্ধার ছাত্রদের উপর গুলীবর্ষণ সম্পর্কে উচ্চ পর্যায়ের বিচার বিভাগীয় তদন্ত অনুষ্ঠানের দাবীতেও একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

সংবাদ

২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭

নেত্রকোণায় আওয়ামী লীগের জনসভা

নেত্রকোণা, ২০শে ফেব্রুয়ারী (নিজস্ব সংবাদদাতা)।— মহকুমা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে স্থানীয় মোক্তার পাড়ার মাঠে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। মহকুমা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল খালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায়, ছয় দফা আন্দোলনের অগ্রগতি, অধিক খাদ্যশস্য ফলাও আন্দোলনের প্রধান অন্তরায়—ক্রুগ মিশনের রিপোর্ট কার্যকরী না করার, সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তি, নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি, দেশব্যাপী পূর্ণ রেশনিং ব্যবস্থা চালু, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার সম্পর্কে আলোচনা করিয়া বক্তৃতা করেন জনাব আবদুল কুদ্দুস, জনাব সেকান্দর আলী নূরী, জনাব হাবিবুর রহমান প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতা।

সভায় শেখ মুজিবর রহমান, নেত্রকোণা মহকুমা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব আবদুল মমিন এডভোকেট ও শহর কমিটির সদস্যসহ সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তি, ইত্তেফাক সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেনের অসুস্থতার উদ্বেগ প্রকাশ এবং তাঁহার আশুমুক্তি, সমস্ত সাংবাদিক বন্দীর মুক্তি, ইত্তেফাক পত্রিকার বাজেয়াপ্তিকরণ আদেশ প্রত্যাহার, ২৫ বিঘা জমির কর মওকুফ, সার্টিফিকেট যোগে বিভিন্ন প্রকার খাজনা ও ট্যাক্স আদায় বন্ধ, দেশরক্ষা ও জরুরী আইন প্রত্যাহার, শ্রমিক স্বার্থবিরোধী আইন বাতিলের দাবী জানাইয়া কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

Pakistan Observer

23rd February 1967

Sedition charge

Mujib ordered to be produced before court

(By Our Court Correspondent)

The Additional District Magistrate Dacca, issued orders on the lawyer sureties of Sheikh Mujibur Rahman to produce him before the Court on February 27 in connection with a sedition charge under Section 124A of the Pakistan Penal Code.

The charge against Sheikh Mujibur Rahman is that he had delivered a speech at Outer Stadium on March 29, 1964 and it came under the purview of sedition. Syed Mannan Baksh, S. P., Dacca, is the complainant in the case.

Advocate Mr. Mohammadullah, who received the order has replied that the accused is now in detention under DPR and as such is not within his power for production before the Court.

Pakistan Observer

28th February 1967

Mujib's trial

(By Our Court Correspondent)

On a petition filed by Mr. Abdul Khaleq, DSP, the Additional District Magistrate, Dacca on Monday allowed the prosecution to hold the trial of Sheikh Mujibur Rahman inside Dacca Central Jail in yet another case of alleged prejudicial speech.

In this case charges have been brought under section 124-A PPC (Sedition) for an alleged speech delivered by the accused at, Outer Stadium on March, S.P. Dacca complained against him.

The sureties of the accused in this case were earlier notified to produce him before the court on Monday. The sureties replied that the accused was in detention under DPR and as such it was within the court's power to order his production. He was, however, not brought to the court.

Advocate Mr. Abul Husain disputed the prosecution prayer for trial inside the jail and submitted that the trial should be held in an open court. The court rejected his submissions and fixed the case for hearing on March 27.

সংবাদ

২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭

২৭শে মার্চ শুনানীর তারিখ ধার্য

রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে কারাগারে শেখ মুজিবর রহমানের বিচার শুরু

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকল্য ঢাকার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এম, এস, খানের কোর্ট পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান ও বর্তমানে দেশরক্ষা আইনে আটক শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে পাকিস্তান ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১২৪-ক ধারা মোতাবেক আনীত রাষ্ট্রদ্রোহী মামলার বিচার শুরু হইয়াছে। ১৯৬৪ সালের ২৯শে মার্চ আউটার স্টেডিয়ামের জনসভায় শেখ মুজিবর রহমান রাষ্ট্রদ্রোহমূলক উক্তি করেন বলিয়া অভিযোগ আনা হয়।

ঢাকার তদানীন্তন পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট সৈয়দ মান্নান বকসের অভিযোগক্রমে এই মামলা দায়ের করা হয়। গতকল্য কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধানকে কোর্টে হাজির করা হয় নাই।

গতকল্য ডিপুটি পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট (কোর্ট) কারাগারের অভ্যন্তরে বিচার অনুষ্ঠানের আবেদন পেশ করেন। বিবাদীপক্ষের কৌশলী জনাব আবুল হোসেন উহার বিরোধিতা করিয়া কোর্টে মামলা পরিচালনায় অনুকূলে যুক্তি প্রদর্শন করেন। মাননীয় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণের পর কারাগারের অভ্যন্তরে মামলা পরিচালনার আবেদন অনুমোদন করেন। আগামী মাসের ২৭শে মামলার পরবর্তী তারিখ ধার্য করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। মামলা পরিচালনায় এডভোকেট জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ, এডভোকেট জনাব আবুল হোসেনকে সাহায্য করেন।

সংবাদ

২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭

নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ আওয়ামী লীগের সভা

ঢাকা, ২৬শে ফেব্রুয়ারী।— পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের এক প্রেস রিলিজে বলা হয় যে, আজ ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটি ও বিশিষ্ট সদস্যদের এক যুক্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব শামসুল হক উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান জনাব আবদুস সালাম খান ছয়দফার ভিত্তিতে ও আওয়ামী লীগের ইশতাহারে ঘোষিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের লক্ষ্যের ভিত্তিতে পার্টির সাংগঠনিক ও অন্যান্য কার্যতৎপরতা আরও ব্যাপকভাবে পরিচালনার আহ্বান জানান। আমেনা

বেগম, দেওয়ান সাইফুল আলম, জনাব আহমেদুল হক চৌধুরী, জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, জনাব বজলুর রহমান প্রমুখ বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা সভায় বক্তৃতা করেন। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়ঃ

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমেদ, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক জনাব সিরাজুদ্দিন আহমেদ, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট সদস্য শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, এম, এন, এ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুস মোমেন, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সমাজ ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক জনাব ওবায়দুর রহমান, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির সদস্য খন্দকার মুস্তফা আহমেদ। আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির সদস্য মোল্লা জালালুদ্দিন আহমেদ, নারায়ণগঞ্জ শহর আওয়ামী লীগের সম্পাদক জনাব মহিউদ্দিন, ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক জনাব মোঃ সুলতান এবং অন্যান্য সকল রাজনৈতিক নেতার মুক্তির দাবী জানানো হয়।

- (১) ইত্তেফাক সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেনসহ সকল আটক সাংবাদিকদের অবিলম্বে মুক্তি দানের দাবী জানান হয়।
- (২) আটক সকল রাজবন্দীকে প্রথম শ্রেণীর রাজবন্দীর মর্যাদা দেওয়ার জন্য দাবী জানানো হয়।
- (৩) জেলে আটক থাকাকালে সকল রাজবন্দী ও অন্যান্য সাজাপ্রাপ্ত ও বিচারার্থী ব্যক্তিগণ তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য জেল কর্তৃপক্ষের নিকট কিছু অর্থ জমা রাখাও এবং এই ব্যবস্থা দেশের কারাগারগুলিতে বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছিল; কিন্তু খুবই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ডি,পি, আর, বন্দীদের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সরকারের এক নির্দেশেই ইহা বন্ধ করা হইয়াছে। এই সভা সরকারের এ ধরনের নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা প্রকাশ করিতেছে।
- (৪) অপর এক আদেশবলে ডি, পি, আর বন্দীদের বাহির হইতে রান্না করা কোন খাবার কিংবা রুটি, কেক, বিস্কুট প্রভৃতি দেওয়া সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে এই নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।
- (৫) জনাব মুস্তাক আহমদ ও জনাব তাজুদ্দিনকে রাজশাহী ও ময়মনসিংহ জেল হইতে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

- (৬) আগামী অক্টোবর মাসের মধ্যেই প্রদেশের সমস্ত থানা ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কমিটি গঠনের আহ্বান জানানো হয়।
- (৭) সভায় সিদ্ধান্ত করা হয় যে, যে কোন মূল্যের বিনিময়েও ছয়দফা দাবীকে বাস্তবায়িত করিতে হইবে।
- (৮) সভায় সকল ছাত্র ও শ্রমিক নেতার মুক্তি এবং শ্রমিক ও ছাত্রনেতাদের বিরুদ্ধে সকল খ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহারের দাবী জানানো হয়।
- (৯) খাদ্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর মূল্য হ্রাসের জন্য সরকারকে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়।

দৈনিক পূর্বদেশ

৫ই মার্চ ১৯৬৭

শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আর একটি মামলা

গত সোমবার ঢাকার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আরো একটি মামলার শুনানী শুরু হয়েছে।

পিপিএ পরিবেশিত খবরে আওয়ামী লীগের এক প্রেস রিলিজের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয় যে, ১৯৬৪ সালের ২৯ শে মার্চ আউটার স্টেডিয়ামে রাষ্ট্রবিরোধী বক্তৃতা দেয়ায় ঢাকার তদানীন্তন পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট তাঁর বিরুদ্ধে এই মামলা দায়ের করেন।

সরকারপক্ষ থেকে সেন্ট্রাল জেলের মধ্যে এই মামলা পরিচালনার আবেদন জানান। পাকিস্তান রক্ষা আইনবলে শেখ মুজিবকে এই জেলে আটক রাখা হয়েছে।

ম্যাজিস্ট্রেটের এই আবেদন মেনে নিয়ে ২৭শে মার্চ থেকে সেন্ট্রাল জেলের ভিতরে এই মামলার শুনানী অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেন।

শেখ মুজিবের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন এডভোকেট জনাব আবুল হোসেন ও এডভোকেট জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ।

সংবাদ

৮ই মার্চ ১৯৬৭

ভুট্টোর উক্তি দায়িত্ব জ্ঞানবর্জিত : গবর্নর

ঢাকা, ৭ই মার্চ (এপিপি)।- পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর জনাব আবদুল মোনায়েম খান আজ রাতে প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর সরকারবিরোধী উক্তির নিন্দা করেন। বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে

জনাব ভুট্টো সম্প্রতি যে সকল উক্তি করিয়াছেন, তিনি উহাকে দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি বলিয়া বর্ণনা করেন।

আজ রাতে এখানে কনভেনশন মুসলিম লীগ নেতা ও কর্মীদের এক সমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে গভর্ণর জনাব ভুট্টো পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালে ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ হইতে সরিয়া আসার পর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ও সরকারের পক্ষে-বিপক্ষে যে সকল উক্তি করিয়াছিলেন উহার উদ্ধৃতি দিয়া বলেন যে, এই সকল বিরোধী উক্তিই তাহার অপরিপক্বতা ও বাগাড়ম্বরতা প্রমাণ করে। গভর্ণর বলেন, যে ব্যক্তি প্রথম হইতে এই সরকারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন সেই ব্যক্তিই পদচ্যুত হওয়ার পর মুহূর্তে যদি সরকারের নিন্দা করে তবে তাঁহাকে নীতি, আদর্শ ও বিশ্বাসহীনই বলা যায়।

গভর্ণর বলেন, পাকিস্তানের জনগণের স্মৃতির অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করা জনাব ভুট্টোর উচিত হইবে না। কারণ পাকিস্তানের জনগণের স্মৃতিতে সকল ঘটনা ও বিষয়ই তাজা রহিয়াছে।

তিনি বলেন, জনাব ভুট্টোই একজন সাধারণ নাগরিক হইতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের একজন নির্ভীক সৈনিক হইয়া ছিলেন এবং জনাব ভুট্টোই গত বছর ২০শে মার্চ তারিখে ঢাকায় পাকিস্তান মুসলিম লীগের এক সভায় শেখ মুজিবুর রহমানকে চ্যালেঞ্জ দিয়াছিলেন। জনাব ভুট্টোই সেই ব্যক্তি যিনি মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে একদলীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা ও অন্যান্য সকল বিরোধী দলের বিলোপ এবং সকল সরকারী কর্মচারীকে মুসলিম লীগের দলভুক্ত করার পক্ষে সুপারিশ করিয়াছিলেন। গভর্ণর বলেন, বর্তমানে ইহা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, সরকার হইতে সরিয়া আসার পরই তিনি গণতন্ত্রের চালক হইয়া বসিলেন।

গভর্ণর মহোদয় বলেন, জনাব ভুট্টো পাক-চীন নীতির তথাকথিত উগদাতা বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন। সরকারে থাকাকালীন বক্তব্যের সহিত তাঁহার বর্তমান দাবীর কোন সামঞ্জস্য নাই। কারণ তিনি বলিয়াছিলেন, প্রেসিডেন্ট চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অধিকারী। ঐতিহাসিক অগ্রগতি ও চীনের সহিত পাকিস্তানের সম্পর্ক বিশ্ববিদিত। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব চীনের প্রতি পাকিস্তানের এই নীতির ভিত্তি স্থাপনকারী জনাব ভুট্টো নহেন।

তিনি বলেন যে, পাক-চীন সীমানা চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতেই পাকিস্তান ও চীনের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের সৃষ্টি হয়।

মুসলিম লীগের সদস্য ও সমর্থকদের উদ্দেশ্যে গভর্ণর বলেন, ইহা অতিশয় পরিতাপজনক যে, বর্তমান সরকারের সহিত যিনি সংশ্লিষ্ট থাকিয়া এবং প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের প্রীতি ও শুভেচ্ছার সৌজন্য লাভ করিয়াছেন, আজ তিনিই তাঁহার সমালোচকদের কাতারে शामिल হইয়াছেন। জাতীয়

পরিষদে জনাব ভুট্টোই একদিন বিরোধী দলকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন।

তিনি বলেন যে, জনাব ভুট্টো মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদকও ছিলেন অতএব, মুসলিম লীগ সরকারের সমালোচনা করা তাঁহার উচিত নহে।

সংবাদ

৯ই মার্চ ১৯৬৭

হাটহাজারীর গ্রামাঞ্চলে আওয়ামী লীগের জনসভা

চট্টগ্রাম, ৮ই মার্চ (সংবাদদাতা)।- সম্প্রতি হাটহাজারী থানার সমিতির হাটে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সদ্য কারামুক্ত চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব আঃ আজিজ বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান ও জনাব তফাজ্জল হোসেনসহ বিনাবিচারে আটক রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে বিরোধী দলগুলি কর্তৃক সম্মিলিতভাবে একটি বন্দীমুক্তি দিবস পালনের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলেন যে, বহু দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক নেতা, কর্মী ও সাংবাদিক আজ কারাশ্রাচীরের অন্তরালে দুর্বিষহ জীবনযাপন করিতেছেন। তিনি দলীয় গণ্ডীর সীমারেখা পরিহার করিয়া মানবতার খাতিরে এইসব দেশপ্রেমিকের বন্দীজীবন অবসানের দাবীতে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় গণ-আন্দোলন গুরু করার জন্য সুস্পষ্ট ও শক্তিশালী কর্মসূচী গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান।

জনাব আজিজ বন্যা ও দুর্ভিক্ষবলিত উপকূলবর্তী এলাকাসমূহের সর্বহারা মানুষকে বাঁচবার প্রশ্নে লবণের উপর হইতে সমুদয় ট্যাক্স প্রত্যাহারের দাবী জানান। তিনি দুস্থমার কৃষকদের উপর হইতে কাটি ট্যাক্স প্রত্যাহারেরও দাবী জানান।

সংবাদ

১১ই মার্চ ১৯৬৭

মুক্তাগাছায় সর্বদলীয় জনসভায়

সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী

মুক্তাগাছা, ৮ই মার্চ (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- ইত্তেফাক সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেন, ময়মনসিংহ কারাগারে আটক প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী শ্রী নগেন সরকার, শ্রী জ্যোতিষ বসু এবং শ্রী সুকুমার ভাওয়াল-এর চিকিৎসায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ওদাসীনে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া উপরোক্ত প্রখ্যাত সাংবাদিক, নেতৃবৃন্দ এবং পূর্ব পাক আওয়ামী লীগ প্রধান

শেখ মুজিবর রহমান ও সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদসহ সকল রাজবন্দীর আশু ও বিনাশর্তে মুক্তি দাবী জানানো হয়। স্থানীয় টাউন কমিটির অব্যবস্থা ও দুর্নীতি প্রতিরোধকল্পে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন এবং প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদের সমন্বয় অনুষ্ঠিত সভায় উপরোক্ত প্রভাব গৃহীত হয়।

মুক্তাগাছা শহর আওয়ামী লীগ সভাপতি ও বিশিষ্ট মৌলিক গণতন্ত্রী খোন্দকার আবদুল মালেক শহীদুল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় সুস্পষ্ট কার্যসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান জানানো হয়। জরুরী আইন প্রত্যাহারের দাবী জানাইয়া অপর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। স্থানীয় টাউন কমিটির চেয়ারম্যানের অযোগ্যতা, পক্ষপাতিত্ব, অব্যবস্থা ও দুর্নীতি সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতা করেন।

অতঃপর আওয়ামী লীগ নেতা খোন্দকার আবদুল মালেককে আহ্বায়ক, স্থানীয় ন্যাপনেতা জনাব মোঃ আবদুর রশীদ (কালামিঞা) ও শহর আওয়ামী লীগ সম্পাদক শ্রী সুভাষ চন্দ্র রক্ষিত (চালান)কে যুগ্ম আহ্বায়ক নির্বাচিত করিয়া ‘সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ’ নামে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়। জানা গিয়াছে, নবগঠিত সংগ্রাম পরিষদ প্রথমে জনসভা ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাউন কমিটিকে দাবী-দাওয়া পূরণের আহ্বান জানাইবেন। যথাসময়ের মধ্যে দাবী পূরণ না হইলে হরতাল, গণসমাবেশ ও মিছিলের মাধ্যমে প্রচণ্ড আন্দোলন গড়িয়া তোলা হইবে।

সংবাদ

১৩ই মার্চ ১৯৬৭

পল্টনে কাউন্সিল মুসলিম লীগের জনসভা

উভয় প্রদেশ হইতে পর্যায়ক্রমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দাবী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকল্য পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম (কাউন্সিল) লীগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত পল্টন ময়দানের জনসভায় এবড়োযুক্ত কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতা জনাব খান আবদুল কাইয়ুম খান দেশের উভয়াঞ্চল হইতে পর্যায়ক্রমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব ভার প্রদেশবাসীর হস্তে অর্পণ, মৌলিক মানবিক অধিকার প্রদান, বিনাবিচারে আটক সকল রাজবন্দীর মুক্তি ও সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার প্রদানের দাবী জানান।

প্রাদেশিক মুসলিম (কাউন্সিল) লীগের সহ-সভাপতি জনাব আবদুস সালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় কাউন্সিল মুসলিম লীগ দলীয় জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব মুখলেছুজ্জামান, প্রাদেশিক লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শফিকুল ইসলাম, চট্টগ্রামের জনাব মঈদুর রহমান চৌধুরী, জনাব জয়নাল আবেদীন, জনাব সিরাজউদ্দীন আহমদ, জনাব মজিদুল হক এবং আরও অনেকে বক্তৃতা করেন।

দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ‘খানে আজম’ পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠার অনুকূলে মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, তবে একান্তই যদি প্রেসিডেন্টশিয়াল পদ্ধতি অব্যাহত রাখিতে হয় তাহা হইলে শাসনতন্ত্র সংশোধন করিয়া পর্যায়ক্রমে দেশের উভয়াঞ্চল হইতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বিধান প্রচলন অপরিহার্য। এই পথেই সংহতি দৃঢ়তর ও পরিস্থিতির সত্যিকার উন্নতি হইবে বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

কাউন্সিল লীগ নেতা সরকারের কার্যাবলীর কঠোর সমালোচনা করিয়া জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার ও দেশরক্ষা আইনের যথেষ্ট ব্যবহার বন্ধ করার দাবী জানান। ‘খানে আজম’ বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে বসিয়া আমরা বিশ্বের খবর পাই কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে কি ঘটিতেছে বা পূর্ব পাকিস্তানবাসীরা কি ভাবিতেছেন, তাহার কোন সংবাদ সেখানকার সংবাদপত্রগুলিতে পাওয়া যায় না। তিনি বিরোধী দলীয় ঐক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে উহা কষ্টকর বলিয়া মন্তব্য করেন। তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগ ও জামাতে ইসলামীর যে সকল নেতার সঙ্গে অর্থপূর্ণ আলোচনা সম্ভব তাহাদের সকলেই কারান্তরালে। জনাব কাইয়ুম খান তাহার ভাষণে পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষাব্যবস্থার দায়িত্ব এতদঞ্চলের উপর ছাড়িয়া দেওয়ার এবং সেনাবাহিনীতে অধিক সংখ্যায় পূর্ব পাকিস্তানী নিয়োগের আহ্বান জানান। তিনি জাতীয় ঐক্য ও সংহতির উপর গুরুত্ব প্রদান করেন।

জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব মুখলেছুজ্জামান সরকারের ভ্রান্ত খাদ্যনীতির সমালোচনা করিয়া বর্তমান সংকটাপন্ন অবস্থা ও জনসাধারণের দুঃখ-দৈন্যের জন্য সরকারকে দায়ী করেন। তিনি বলেন যে, কর্তৃপক্ষীয় মহলের আশ্বাসবাণী অনুযায়ী খাদ্য পরিস্থিতি সন্তোষজনক হইলে রেশনে চাউলের পরিমাণ হ্রাস করিয়া ভুট্টা সরবরাহ করা হইতেছে কেন? জাতীয় পরিষদের ক্ষমতা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, জাতীয় পরিষদের প্রত্যেকটি অধিবেশনকালে বিপুল অর্থব্যয় হয়-অথচ পরিষদ সদস্যদের সেখানে

করণীয় কিছু নাই। অন্যান্য বক্তাও খাদ্য পরিস্থিতির জন্য সরকারকে দায়ী করিয়া অবিলম্বে সমস্যা সমাধানের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান। চট্টগ্রামের জনাব মাইদুর রহমান চৌধুরী, আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ও ‘এত্তেফাক’ সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেনসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি ও ইত্তেফাকের ছাপাখানা বাজেয়াপ্তি আদেশ প্রত্যাহারের দাবী জানান।

আজাদ
১৪ই মার্চ ১৯৬৭
শেখ মুজিবের জন্মবার্ষিকী
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গত রবিবারে অনুষ্ঠিত ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের কার্যকরী পরিষদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী ১৭ই মার্চ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের (যিনি বর্তমানে কারাগারে বন্দী) সাতচল্লিশতম জন্মবার্ষিকী পালন করা হইবে।

সংবাদ
১৫ই মার্চ ১৯৬৭
সিটি আঃ লীগের কার্যনির্বাহক পরিষদের সভায় রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গত সোমবার জনাব হাফেজ মোহাম্মদ মুসার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঢাকা সিটি আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহক পরিষদের সভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের শেখ মুজিবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ ও ইত্তেফাক সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেনসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি, আটক নেতৃবৃন্দের পরিবারবর্গের সাক্ষাৎ এর সুবিধার্থে নিজ নিজ জেলায় স্থানান্তর ইত্তেফাকের ছাপাখানা বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রত্যাহারের দাবী জানানো হয়। ইহাছাড়া সভায় বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া রেশনে চাউলের পরিমাণ হ্রাসের নিন্দা এবং ২০ টাকা মণদরে চাউল ও ১০ টাকা মণদরে গম সরবরাহের দাবী জানানো হয়। সভায় আগামী ১৭ই মার্চ আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুরের জন্ম দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সভায় বিভিন্ন বক্তা ৬-দফা কর্মসূচী সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন এবং উহাকে ‘মুক্তি সনদ’ হিসাবে উল্লেখ করেন। বক্তাগণ বলেন যে, ৬-দফা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৫ই মার্চ ১৯৬৭
আওয়ামী লীগ কর্তৃক শেখ মুজিবরের জন্মবার্ষিকী পালনের উদ্যোগ
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, আগামী ১৭ই মার্চ ঢাকা শহর আওয়ামী লীগ জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম জন্মবার্ষিকী পালন উপলক্ষে পুরানা পল্টনস্থ দলীয় অফিসে বিকাল ৫ টায় একটি মিলাদ মহফিলের আয়োজন করিয়াছে। সকলকে উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদানের আমন্ত্রণ জানান হইয়াছে।

Morning News
18 th March 1967
Mujib's Birthday Observed

The forty-seventh birth anniversary of Sheikh Mujibar Rahman, President, East Pakistan Awami League now under detention was observed here yesterday in a befitting manner, reports PPA. A milad-e-mahfil was held at the Awami League office at Purana Paltan under the auspices of the City Awami League on the occasion.

Shah Azizur Rahman MNA and Deputy Leader of the Opposition in the National Assembly and Mr. A. Zahiruddin, General Secretary, Pakistan Awami League were among those who attended the milad.

The leaders offered ‘munajat’ for a long life of Sheikh Saheb.

সংবাদ
১৮ই মার্চ ১৯৬৭
শেখ মুজিবের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে মিলাদ মহফিল
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (শুক্রবার) ঢাকা শহর আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম জন্মবার্ষিকী পালন করিয়াছে। এই উপলক্ষে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে একটি মিলাদ মহফিলের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে শেখ মুজিবের দীর্ঘায়ু ও মুক্তি কামনা করা হয়। অনুষ্ঠানে জনাব শাহ আজিজুর রহমান ও জনাব জহিরুদ্দিনসহ বহুসংখ্যক আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক পাকিস্তান
১৮ই মার্চ ১৯৬৭
শেখ মুজিবের জন্মদিন পালন
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল শুক্রবার পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ অফিসে শেখ মুজিবর রহমানের ৪৭তম জন্মদিন পালন করা হয়। ঢাকা শহর আওয়ামী লীগ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এ উপলক্ষে আওয়ামী লীগ অফিসে মিলাদ অনুষ্ঠিত হয় এবং শেখ মুজিবর রহমানের দীর্ঘজীবন কামনা করে মোনাজাত করা হয়।

এই অনুষ্ঠানে পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব জহিরউদ্দিন, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি শাহ আজিজুর রহমান এম এন এ উপস্থিত ছিলেন। জনাব জহিরউদ্দিন শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনের কেক কাটেন।

Pakistan Observer
19th March 1967
Sheikh Mujib case
Date for argument adjourned to April 8
(By Our Court Correspondent)

The date for argument in the case against Sheikh Mujibur Rahman for alleged prejudicial speech on March 20, 1966 at Paltan Maidan has been adjourned again to April 8, for Mr. Mesbahuddin Ahmad. The prosecutor could not be present owing to illness. The trial was held inside Dacca Central Jail by Mr. Afsar-ud-Din Ahmad, Magistrate, 1st class, Dacca.

সংবাদ
২০শে মার্চ ১৯৬৭
চট্টগ্রামে শেখ মুজিবের জন্মদিন পালন

চট্টগ্রাম, ১৮ই মার্চ (সংবাদদাতা)।- গতকাল এখানে চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে শেখ মুজিবর রহমানের ৪৭তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হয়। এই উপলক্ষে আওয়ামী লীগের স্টেশন রোডস্থ অফিসে এক সভার আয়োজন করা হয়। জনাব জহুর আহমেদ চৌধুরী এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। শহর আওয়ামী লীগের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ডাঃ সাঈদুর

রহমান চৌধুরী, জেলা আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ জনাব মানিক চৌধুরী, শহর আওয়ামী লীগের কার্যকরী সাধারণ সম্পাদক শ্রী বিধান কৃষ্ণ সেন এই সভায় বক্তৃতা করেন। সভার প্রারম্ভে মিলাদ মহফিল ও শেখ মুজিবর রহমানের দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া মোনাজাত করা হয়।

সংবাদ
২০শে মার্চ ১৯৬৭
বগুড়ায় জনসভা

বগুড়া, ১৯শে মার্চ (ইউ, পি, পি)।- সম্প্রতি এখানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় শেখ মুজিবর রহমান এবং জনাব তোফাজ্জল হোসেনসহ অবিলম্বে সকল রাজবন্দীদের মুক্তিদান এবং দেশের জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানান হয়। সভায় প্রদেশের বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কেও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। সভায় প্রদত্ত ভাষণে বিভিন্ন বক্তা অবিলম্বে খাদ্য পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। সাবেক এম, এন, এ এবং জামাতে ইসলামীর রাজশাহী বিভাগের সভাপতি মওলানা আব্বাস আলী খান সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সংবাদ
২০শে মার্চ ১৯৬৭
৮ই এপ্রিল পুনরায় শেখ মুজিবের মামলার শুনানী শুরু
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

দেশরক্ষা আইনের ৪৭ ধারা অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আনীত মামলার সওয়াল জওয়াব আগামী ৮ই এপ্রিল পর্যন্ত মূলতবী রাখা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। গত শনিবার উক্ত মামলার দিন ছিল। কিন্তু সরকারপক্ষের কৌসুলীর অনুপস্থিতির জন্য মামলা স্থগিত রাখা হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, গত বৎসরের ২০শে মার্চ পুরানা পল্টনে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় আপত্তিকর বক্তৃতাদানের অভিযোগে শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে উক্ত মামলা দায়ের করা হয়। গত শনিবার ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আফসার উদ্দিনের কোর্টে শেখ মুজিবের পক্ষে তাঁহার কৌসুলী জনাব জহিরউদ্দিন, জনাব এম, এ, রব, জনাব আবুল হোসেন, জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ ও জনাব এম, এস, দোহা প্রমুখ আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন। সরকারপক্ষে উপস্থিত ছিলেন ডি,এস, পি জনাব খালেক।

সংবাদ

২৫শে মার্চ ১৯৬৭

নোয়াখালী আওয়ামী লীগের সভায় শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী নোয়াখালী, ২০শে মার্চ (সংবাদদাতা)।- গত ১৪ই মার্চ নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের এক সভা জনাব আবদুল মালেক উকিলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভার গৃহীত প্রস্তাবে শেখ মুজিবর রহমান, জনাব তফাজ্জল হোসেনসহ অবিলম্বে বিনা শর্তে সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করা হয়।

বর্তমান খাদ্য সঙ্কটে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া গৃহীত এক প্রস্তাবে ২০ টাকা মণদরে চাউল ও ১০ টাকা মণদরে গম সরবরাহের দাবী জানান হয়। অপর এক প্রস্তাবে ৬-দফার সংগ্রাম অব্যাহত রাখার সঙ্কল্প ঘোষণা করা হয়।

সংবাদ

২৮শে মার্চ ১৯৬৭

ধানমণ্ডী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ কর্তৃক
পাবনার ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ধানমণ্ডী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ পাবনার ঘটনাবলীর তীব্র নিন্দা করিয়া ‘ভুট্টা পরিস্থিতি’র বিচার বিভাগীয় তদন্ত, খেফতারকৃত সকলের আশু মুক্তি ও মামলা প্রত্যাহার এবং প্রদেশব্যাপী পূর্ণাঙ্গ রেশনিং ব্যবস্থা চালু ও রেশনে ভুট্টা সরবরাহ বন্ধ করার দাবী জানাইয়াছেন। জনাব মকবুল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহক পরিষদের এক বর্ধিত সভায় উপরোক্ত দাবী জানানো হয়।

সভায় বিভিন্ন বক্তা দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

সভায় গৃহীত অন্যান্য প্রস্তাবে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি, যেনতেন কারণে জরুরী আইন প্রয়োগ বন্ধকরণ এবং ধর্মঘাটী চটকল শ্রমিকদের তিনদফা দাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানানো হয়। সভায় অবিলম্বে শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া মানিয়া লওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহলের প্রতি দাবী জানানো হয়।

দৈনিক পাকিস্তান

২৮শে মার্চ ১৯৬৭

পাবনায় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ

পাবনায় কি ঘটেছে সে সম্পর্কে সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহের জন্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব মুজিবুর রহমান, জনাব কামরুজ্জামান, এমএনএ এবং সাবেক এমএনএ জনাব হোসেন মনসুরসহ কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতা পাবনা পৌঁছেছেন।

এডভোকেট জনাব আব্দুস সালাম ও জনাব এম এ রব আগামীকাল পাবনা যাত্রা করবেন।

সংবাদ

২৯শে মার্চ ১৯৬৭

শেখ মুজিবের পিতা গুরুতর অসুস্থ
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের অশীতিপর বৃদ্ধ পিতা জনাব শেখ লুৎফর রহমান মৃত্যুশয্যায় শায়িত বলিয়া আওয়ামী লীগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি হইতে জানা গিয়াছে। প্রকাশ, তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন এবং তাঁহাকে দেখিবার জন্য পরিবারের সকলেই গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়া গমন করিয়াছেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি হইতে জানা যায় যে, মুমূর্ষ পিতা তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দেশরক্ষা আইনে আটক জনাব শেখ মুজিবর রহমানকে একবার দেখিতে চান। প্রকাশ, প্যারালে শেখ মুজিবরের মুক্তির চেষ্টা করা হইতেছে এবং প্রেসিডেন্ট সমীপে প্যারোলে মুক্তিদানের আবেদন জানাইয়া টেলিগ্রাম করা হইয়াছে।

আজাদ

৫ই এপ্রিল ১৯৬৭

পাটুয়াখালীতে আওয়ামী লীগ কর্মী সভায়
রাজবন্দীদের আশু মুক্তি দাবী
(সংবাদদাতার তার)

পাটুয়াখালী, ৩রা এপ্রিল।- গত ২৮শে মার্চ পাটুয়াখালী মহকুমা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি জয়নুল আবেদীন সিকদারের সভাপতিত্বে গলাচিপায় আওয়ামী লীগ কর্মী ও সমর্থকদের এক সভা হইয়া গিয়াছে।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানসহ অন্যান্য রাজবন্দীর আশু মুক্তি, বয়ঃপ্রাপ্তদের মৌলিক ভোটাধিকার প্রদান ও লেভী মামলাসমূহের জন্য জারিকৃত পরওয়ানা প্রত্যাহারের দাবী করা হয়।

বিগত ঘূর্ণিঝড়ে বিপুল পরিমাণে শস্যহানি ঘটায় গলাচিপায় দুর্দশাপ্রাপ্ত জনসাধারণ বর্তমানে সরকারী কর প্রদানে সমর্থ নহে। সুতরাং তাহাদের উপর কর আদায়ের সার্টিফিকেট জারি বন্ধ করার দাবী জানাইয়া অপর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় বলা হয় যে, এলাকার শতকরা ৮০ ভাগ জনসাধারণ বর্তমানে অনাহারে-অর্দ্ধাহারে কালাতিপাত করিতেছে, জমি চাষের জন্য পশু ও বীজ সংগ্রহের সমর্থ তাহাদের নাই। সুতরাং অভাবগ্রস্ত জনসাধারণের জন্য পশু ক্রয়ের নিমিত্ত সরকারী ঋণদানের ও বীজ সরবরাহের জন্য সরকারের নিকট অনুরোধ করা হয়।

অপর প্রস্তাবে এই এলাকায় পূর্ণ রেশন ব্যবস্থা প্রবর্তন করার দাবী জানান হয়। অধিকন্তু এই সভায় অত্র এলাকায় পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি করার সংযোগ ব্যবস্থার আধুনিকী করার উদ্দেশ্যে স্পীড বোট চালু করার এবং প্রয়োজনীয় টেলিগ্রাফ অফিস স্থাপনেরও দাবী জানাইয়া আরও কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয় বলিয়া তারযোগে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ।

সংবাদ

৭ই এপ্রিল ১৯৬৭

পটুয়াখালী মহকুমা

আঃ লীগ সভায় শেখ মুজিবসহ রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী

পটুয়াখালী, ৩রা এপ্রিল (সংবাদদাতার তার)।- গত ২৮শে মার্চ গলাচিপাতে পটুয়াখালী মহকুমা আওয়ামী লীগের সভায় অন্যান্য রাজবন্দীসহ শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তি দাবী করা হয়। মহকুমা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জয়নুল আবেদীন শিকদার সভায় সভাপতিত্ব করেন।

আওয়ামী লীগ কর্মী ও সমর্থকদের এই সভায় প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার, মৌলিক অধিকার কয়েমের দাবী করা হয়। গলাচিপার অধিবাসীদের উপর যে সকল লেভী মামলা নির্বিচারে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে উহা প্রত্যাহারের দাবী করা হয়। উপর্যুপরি, ঝড় ও ফসল নষ্ট

হওয়ার ফলে এখানকার জনজীবন গভীর অর্থ সংকট দেখা দিয়াছে। তদুপরি ট্যাক্স, খাজনা ও ঋণ আদায়ের সার্টিফিকেট জারী তাহাদের এই সংকট ভয়াবহ আকার ধারণ করে। এই প্রেক্ষিতে সভায় এই সমস্ত প্রাপ্য আদায় স্থগিত রাখার দাবী জানান হয়। উপরন্তু শতকরা ৮০ ভাগ কৃষকের ঘরে খাবার নাই। এই অবস্থার মোকাবিলার জন্য, হালের গরু কেনার জন্য ঋণদান, বীজধান সরবরাহ করার দাবীও সভায় জানান হয়। পূর্ণ রেশনিং প্রবর্তন ও বিনামূল্যে দুগ্ধ কৃষকদের রেশন সরবরাহের প্রয়োজন বলিয়া উক্ত সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয় এবং তদনুযায়ী প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। দারুণ অর্থ সংকটের মুখে চুরি-রাহাজানি বাড়িয়া গিয়াছে, অপরদিকে আধুনিক যানবাহন ও অনুন্নত রাস্তাঘাটের দরুন এই সকল অপরাধ দমনের জন্য সময়মত পুলিশের সাহায্য পাওয়া দুরূহ। তাই দ্রুতগামী লঞ্চ ও জল পুলিশের ব্যবস্থার জন্যও সভায় দাবী জানান হয়।

সংবাদ

৮ই এপ্রিল ১৯৬৭

শেখ মুজিবরের মুক্তি দাবী

বসুরহাট (নোয়াখালী), ৪ঠা এপ্রিল (সংবাদদাতা)।- আওয়ামী লীগের উদ্যোগে অদ্য এখানে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব আবদুস সোবহান এডভোকেট। আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম ও ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সম্পাদক জনাব রফিক আহমেদ ভূঁইয়া, আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী প্রমুখ প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের নোয়াখালী সফর উপলক্ষে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য এই জনসভার আয়োজন করা হয়। প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব নূরুল হক উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় বক্তৃতা দানকালে বিভিন্ন বক্তা দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে রেশনে সস্তাদরে চাউল সরবরাহ, জরুরী আইন প্রত্যাহার এবং আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সহ-সভাপতি হাজী দানেশসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করা হয়।

Morning News

9th April 1967

Hearing in Sheikh Mujib's case concludes

(By Our Court Correspondent)

Hearing concluded in the Court of Mr. Afsaruddin, Magistrate 1st Class, Dacca in the case in which Sheikh Mujib is accused of making a prejudicial speech. The trial was held inside the Central Jail. Charges were framed earlier against the Awami League leader in connection with his speech delivered on March 20, 1966 at Paltan Maidan.

According to charges, the said speech, inter alia, created hatred and enmity between the different sections of the people of East and West Pakistan, created disaffection towards the Government established by law and created fear and alarm in the public about the very safety and defence of Pakistan.

Mr. Mesbauddi, Public Prosecutor argued that the criticism of the Government itself was an offence punishable under law.

He argued that 15,000 people were present in meeting. Where Sheikh Mujibur Rahman delivered his allegedly prejudicial speech. Most of them were common people. The call of Sheikh Mujib "to prepare for struggle" definitely aimed at the Government. The learned prosecutor cited the ruling of the Privy Council in Bal Gangadhar Tilak Case and asserted that the Sheikh Mujib's said speech had come to the purview of the Tilak Case and as such he (Sheikh Mujib) should be convicted to delivering prejudicial speech.

The defence lawyer Mr. Abdus Salam Khan and Mr. Zahiruddin argued next. Mr. Khan cited ruling of Mr. Justice Cornelius (now Chief Justice Supreme Court) and Mr. Justice M. R. Khan and argued that mere enmity was not sufficient. The enmity and disaffection which create violence or leads to violence should be taken into account.

Mr. Khan thanked the learned Prosecutor for the troubles he had taken to read out the whole speech. "we must take into consideration the whole of it", he added.

Mr. Khan further argued that in the whole speech Mujibur Rahman never asked anyone to struggle for violence or disorder on the contrary he invited his party men to prepare for movement peacefully. Moreover learned defence lawyer argued that said speech was delivered after seven months of the September War.

Mr. Zahiruddin the other defence lawyer criticised the prosecution for submitting the witness who allegedly told a lie before the Court. He also discussed the F.I.R. and argued that the F.I.R. was lodged by one Yunus who was not examined or cross examined Mr. Zahiruddin contended that the F.I.R. was lodged at the direction of higher authorities only to harass Sheikh Mujibur Rahman. No witness went to police and stated anything and there was no name of witnesses in the F.I.R. he contended. The Judgement will be delivered on April 24.

Mr. Mesbauddin App, and Mr. A. Khaleque Khan conducted the case for the prosecution. Mr. Abdus Salam Khan, Mr. Zahiruddin, Mr. Abdur Rob and Mr. Abul Hossain appeared for Sheikh Mujib.

আজাদ

১১ই এপ্রিল ১৯৬৭

আওয়ামী লীগের সভায় মালেক উকিলের ঘোষণা

দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে

নোয়াখালী, ৯ই এপ্রিল।— প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধী দলীয় নেতা জনাব আবদুস মালেক উকিল দেশের বর্তমান সরকারের প্রতি চ্যালেঞ্জ প্রদান করিয়া গণভোটের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের ৬-দফা প্রস্তাবে জনসাধারণের রায়কে গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানান।

গত শুক্রবার আওয়ামী লীগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় সভাপতির ভাষণদান প্রসঙ্গে জনাব মালেক উকিল বলেন যে, জনসাধারণ ৬-দফার দাবীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে ওয়াকফহাল রহিয়াছে। দেশের ঐক্য সমৃদ্ধি ৬-দফা দাবীর উদ্দেশ্য বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। ৬-দফা দাবীকে যাহারা দেশকে বিভক্তকরণের প্রচেষ্টা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন জনাব মালেক উকিল তাহাদের তীব্র সমালোচনা করেন।

তিনি এই মর্মে ঘোষণা করেন যে, আওয়ামী লীগ দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের সংগ্রাম অব্যাহত রাখিবে।

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে সরকারকে রাজনৈতিক প্রশ্ন রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করার আহ্বান জানান।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে শেখ মুজিবসহ অন্যান্য রাজবন্দীদের মুক্তি ও অবিলম্বে দেশ হইতে জরুরী আইন প্রত্যাহার করিয়া লওয়ার দাবী জানানো হয়। -পিপিএ

Pakistan Observer

14th April 1967

Mujib's trial adjourned to April 22

(By Our Court Correspondent)

The case against Sheikh Mujibur Rahman under Section 124A PPC (Section) for an alleged prejudicial speech on March 29, 1964, at Paltan Maidan has been adjourned to April 22 for examination of witnesses.

The adjournment was ordered by Mr. M. S. Khan, the Additional District Magistrate, Dacca, on Thursday. The trial was due to start on the day inside Dacca Central jail.

সংবাদ

১৪ই এপ্রিল ১৯৬৭

জেল গেটে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে মামলার সাক্ষ্য গৃহীত

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকল্য ঢাকা সেন্ট্রাল জেল গেটে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এম, এস, খানের কোর্টে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত একটি মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। ১৯৬৪ সালের ২৯শে মার্চ আউটার স্টেডিয়ামের একটি জনসভায় আপত্তিকর বক্তৃতা দানের অভিযোগে এই মামলা দায়ের করা হয়। আগামী ২২শে এপ্রিল পর্যন্ত মামলার গুনানী স্থগিত রাখা হইয়াছে।

আজাদ

১৭ই এপ্রিল ১৯৬৭

আওয়ামী লীগের উদ্যোগে লাকসামে জনসভা

৬ দফার কাফেলায় শরিক হওয়ার জন্য আমেনা বেগমের আহ্বান

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

লাকসাম, ১৫ই এপ্রিল।- গত বৃহস্পতিবার লাকসাম পাবলিক হল প্রাঙ্গণে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা আমেনা বেগম, শ্রম সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী, জনাব আবদুর রব এডভোকেট, নুরুল হক এম, পি,এ, প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধী দলের নেতা জনাব আবদুল মালেক, ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি রফিকউদ্দিন ভূইয়া, কুমিল্লা জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব আমীর হোসেন সভায় বক্তৃতা করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন কুমিল্লা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আমীর হোসেন।

সভায় জনাব নুরুল হক এম, পি, এ, পুংখানুপুংখরূপে ৬ দফা বিশ্লেষণ করেন। জনাব হক সমবেত জনতার উদ্দেশে ৬ দফা সমর্থন করেন কিনা জানিতে চাহিলে হাজার হাজার ক্রীড়া লেখক সমিতির কার্য্যকরী কমিটির নির্বাচন জনতা হাত তুলিয়া সমর্থন করেন।

আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক জনাব জহুর হোসেন বর্তমান চটকল শ্রমিকদের ৩ দফা দাবী মানিয়া নেওয়ার জন্য সরকার ও মালিকপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি শ্রমিকদের পাইকারী হারে শ্রেফতার ও হত্যার তীব্র নিন্দা করেন। জনাব রফিক উদ্দিন ভূইয়া রাজবন্দীদের মুক্তি প্রদানের দাবী জানান।

সভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদিকা জনতার মুহূর্ত করতালির মধ্যে বলেন, ছয় দফা আমার প্রাণ, ছয় দফার জন্য আমি জীবন দিতে প্রস্তুত। ছয় দফার জন্য যে কাফেলা হইবে তাহাতে শরিক হওয়ার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি দেশের বর্তমান খাদ্য সমস্যার জন্য সরকারের ভ্রান্ত খাদ্যনীতির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বিভেদ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করিয়া বলেন, যদি জনতা আমাদের সঙ্গে থাকে তবে পৃথিবীর কোন শক্তি আমাদের আন্দোলনকে দাবীয়ে রাখতে পারিবে না। তিনি বলেন, আমরা বাঙ্গালী, আমরা ভাত খাই, আমরা ভুট্টা

খাই না, খাইতে পারি না। তিনি দেশের সর্বত্র দুর্নীতি, স্বজন পোষণ নীতি ও পুঁজিপতি গোষ্ঠী সৃষ্টির জন্য বর্তমান শাসন ব্যবস্থাকে দায়ী করেন। আওয়ামী লীগ নেত্রী দুর্নীতিপূর্ণ শাসনব্যবস্থা সমাজদেহকে কলুষিত করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ করেন। সভায় গৃহীত বিভিন্ন প্রস্তাবে ৬ দফা বাস্তবায়ন, শেখ মুজিবরসহ সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির দাবী, ২০ টাকা মণদরে চাউল ও ১০ টাকা মণদরে আটা, চটকল শ্রমিকদের দাবী পূরণের জন্য সরকারী হস্তক্ষেপ, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, ইত্তেফাক পুনঃপ্রকাশ ও বাজেয়াপ্তি প্রত্যাহার করার দাবী জানান হয়। অপর প্রস্তাবে পাবনায় পুলিশের গুলীবর্ষণের নিন্দা ও চটকল শ্রমিকদের গ্রেফতার, হয়রানী ও হত্যার নিন্দা করা হয়।-সংবাদদাতা।

দৈনিক পয়গাম

২৫শে এপ্রিল ১৯৬৭

গদি দখলের জন্য আবার পরস্পর আদর্শ বিরোধী

ধিকৃত রাজনীতিকদের জোট গঠনের প্রয়াস

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

এবডোর শৃংখল মুক্তির পর দেশের নানান মতের ও আদর্শের বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অপরিচয়ের অন্ধকার হইতে পুনরায় বাহির হইয়া আসিয়া বর্তমানে মনিহারী সাপের মত ক্ষিপ্ত হইয়া ক্ষমতার সিংহাসন দখল করিবার দুঃস্বপ্নে মতিয়া উঠিয়াছে।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসকে কলঙ্কিত এবং দেশকে অনিশ্চয়তার অন্ধকারে নিক্ষেপের কৃতিত্বের দাবীদার পার্লামেন্টারী যুগের এই পাহলোয়ান রাজনীতিবিদদের শলাপরামর্শ গোপন আঁতাত এবং ষড়যন্ত্র “সাহেদ আলী হত্যার স্থান” ঢাকাকে পুনরায় ক্ষত-বিক্ষত করিতে চাহিতেছে।

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক খেলোয়াড়দের সহিত ক্ষমতার দড়ির খেলায় অংশগ্রহণের জন্য চেষ্টা চালাইতেছেন এমন সব চরিত্রের পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ যাহাদের জীবনের থলি পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বিশ্বাসধাতকতার তথ্যে পরিপূর্ণ।

পাঞ্জবের ভূস্বামী মিয়া মমতাজ দৌলতাজ এবং সাবেক আই সি এস ও পাকিস্তানের সাবেক উজিরে আজম চৌধুরী মোহাম্মদ আলী পূর্ব পাকিস্তানের

রাজনৈতিক মঞ্চের উল্লি চিহ্নিত মুখোসধারী বিরোধী নেতৃবৃন্দের সহিত যেনতেনভাবে গৌজামিল দিয়া হইলেও সম্মিলিত বিরোধী দল গঠনের জন্য রাজ্যের বিশ্রাম এবং দিনের আহার পরিত্যাগ করিয়া কঠোর প্রচেষ্টা চালাইতেছেন। কাউন্সিল লীগ জামাতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী, ন্যাপ এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করিয়া একটি ঐক্যবদ্ধ বিরোধী দল গঠনের প্রচেষ্টাকে স্থানীয় রাজনৈতিক ওয়াকিবহাল মহল “বালির বাঁধের” সহিত তুলনা করিতেছেন।

প্রথমতঃ বিভিন্ন ধর্মী স্বার্থ এবং আদর্শের দংশনে ক্ষতবিক্ষত এইসব রাজনৈতিক দলের গোস্বামীর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ভান করিলেও এই ঐক্যজোট যে টিকিয়া থাকিতে পারে না পাকিস্তানের পার্লামেন্টারী রাজনীতির কলঙ্কিত অধ্যায় তাহার প্রমাণ বহন করিতেছে।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ছয়দফা প্রশ্নে “সুচাখ” মেদিনী ছাড়িয়া দিতেও রাজী নয়। অন্যদিকে ছয় দফার কঠোর সমালোচক নেজামে ইসলামী, জামাতে ইসলামী, কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রভৃতি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের সহিত সর্বনিম্ন কর্মসূচীর ভিত্তিতে সম্মিলিত বিরোধী ফ্রন্ট গঠনের প্রচেষ্টা চালাইতেছেন।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির তিন দিনব্যাপী অধিবেশন সমাপ্তির পর যে ইশতেহার প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহাতে আর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ঐক্যের নামগন্ধ নাই। অপরদিকে নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান এবং মালিক গোলাম জিলানী প্রমুখ পশ্চিম পাকিস্তানী আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ছয়দফা প্রশ্নে একটি রফা করিয়া পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগকে বাগে আনয়নের চেষ্টা করিতেছে।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগকে সম্মিলিত বিরোধী জোট গঠনের প্রশ্নে তাহাদের ছয় দফা কর্মসূচীর প্রাধান্য দেওয়ার সুপারিশ করিয়াছে। অর্থাৎ ছয় দফার স্বীকৃতি ছাড়া সম্মিলিত বিরোধী জোট গঠন করা যাইবে না। গঠিত হইলেও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ তাহার সহিত হাত মিলাইবে না।

ছয়দফার অন্যতম “ট্যাক্স প্রস্তাব” বাদ দিয়া অপর পাঁচটি দল গ্রহণের ব্যাপারে অন্যান্য বিরোধী দল একমত হইলেও হইতে পারেন। কিন্তু ট্যাক্স

প্রস্তাব বাদ দিলে ছয়দফা একটি অন্তঃসারশূন্য প্রস্তাবে পরিণত হইবে এই আশঙ্কায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ এখন পর্যন্ত ঐক্যের ব্যাপারে চূড়ান্ত কোন প্রস্তাব দিতে পারিতেছে না।

অন্যদিকে আওয়ামী লীগ ব্যতীত অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দল মনে করিতেছেন যে, শেখ মুজিবের মতামত না লইয়া ঐক্যজোট গঠন করিলে শেষ পর্যন্ত হয়ত তাহা টিকিয়া থাকিবে না। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করণ না কেন, তাহা হয়ত পার্টির ডিস্টেক্টরের (শেখ মুজিব) এক হুমকিতে বানচাল হইয়া যাইবে।

তাই বিরোধী দলের ঐক্যজোট গঠনের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা তাহাদের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে পরিচিত জনসাধারণ ঔৎসুক্যের সহিত লক্ষ্য করিয়া যাইতেছে।

Pakistan Observer

26 th April 1967

AL reiterates faith in six-points

The three-day meeting of the East Pakistan Awami League Working Committee has reiterated its faith in the six-point programme as the ‘only solution of country’s problems and basis for removal of economic disparity between the two wings of the country’, reports PPA.

The meeting which concluded Monday night, in a resolution directed its members to continue campaign for the realisation of the six-point demands by way of public meetings, processions, demonstrations, leaflets, posters and workers’ conferences until success.

In another resolution, the meeting urged the Government to immediately release all political prisoners detained without trial including Sheikh Mujibur Rahman, Mr. Tajuddin Ahmed and other Awami Leaguers.

Morning News

27th April 1967

Judgment in Mujib’s case today

(By Our Court Correspondent)

The Judgement in the case against Sheikh Mujibur Rahman for alleged prejudicial speech at Paltan Maidan will be delivered today (Thursday) in the court of Mr. Afsaruddin, Magistrate, 1st class, Dacca.

The trial was held inside the central Jail.

The prosecution case was that Sheikh Mujib made a speech on March 20, 1966 at Paltan Maidan which was allegedly prejudicial under the Defence of Pakistan Rules.

আজাদ

২৮শে এপ্রিল ১৯৬৭

শেখ মুজিবের ১৫ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড

ঢাকা, ২৭শে এপ্রিল।— গত বৎসর পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় আপত্তিকর বক্তৃতা প্রদানের অপরাধে জনাব শেখ মুজিবর রহমানকে ১৫ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হইয়াছে। জামিনের জন্য আবেদন করা হইলে তাহা নামঞ্জুর করা হয়।

আজ অপরাহ্নে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত প্রথম শ্রেণীর মেজিস্ট্রেটের আদালতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতিকে পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনের ৪৭ ধারাবলে এই কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, জনাব শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনবলে প্রায় ১ বৎসর যাবৎ কারাগারে আটক রহিয়াছেন। গত বৎসর ২০শে মার্চ পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগ কর্তৃক আয়োজিত এক জনসভায় আপত্তিকর বক্তৃতা প্রদানের অভিযোগেই তাহাকে এই কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। কারাগারে শেখ ছাহেবকে প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা প্রদান করা হইয়াছে।

আপীল করা হইবে

পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগ সূত্রে প্রাপ্ত এক খবরে বলা হইয়াছে যে, এই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপীল করা হইবে। —এ পি পি

Pakistan Observer
28th April 1967
AROUND THE COURTS
MARCH 20 PALTAN SPEECH CASE
SHEIKH MUJIB CONVICTED
(By Our Court Correspondent)

Margistrate Mr. Afsar-ud-Din Ahmad convicted Sheikh Mujibur Rahman, President of East Pakistan Awami League of prejudicial speech, and sentenced him to simple imprisonment for 15 months under Rule 47(5) of the Defence of Pakistan Rules.

The Magistrate pronounced the judgment on Thursday afternoon inside Dacca Central Jail. He later rejected a petition moved by the defence for the bail of the accused in the case.

According to the prosecution, the East Pakistan Awami League on March 20, 1966, held a public meeting at Paltan Maidan which was attended by about 15,000 people. The accused presided over the meeting and delivered a forceful speech in Bengali which was recorded by three Government reporters.

Quoting the speech the prosecution said that the speech was likely to bring the Government into cution said that the speech was likely to bring the Government of the country established by law into hatred and contempt and to excite dissatisfaction towards the same Government and to promote feelings of enmity and hatred between the people of the two wings of Pakistan and to cause fear and alarm to the public. The speech, it added came under the mischief of Rule 41 of the Defence of Pakistan Rules.

Mujib's plea

Sheikh Mujibur Rahman pleaded not guilty. He submitted that he had not delivered any speech which was intended to bring the Government into hatred or contempt. He said he had criticised the measures and policies of the Government in an objective manner and had suggested remedial measures so that lasting feelings of brotherliness might grow up among people of the two wings. He added that this was possible only through the removal of economic disparity.

Sheikh Mujib added that he had not said or done anything which might prejudice the defence of Pakistan. He had suggested adequate measures for the defence of Pakistan. It was added.

He further submitted that his speech was not noted in full and in many places it was incorrectly noted.

He contended that his speech taken as a whole would go a long way towards national integration and better defence of the two wings of the country. He said when he had spoken of "Sangram" (struggle), he clearly uttered that it must be a constitutional and peaceful struggle. He never meant violence, Sheikh Mujib added.

Circumstances he added, a public speech of prejudicial nature by a political leader could certainly have an effective repercussions upon the minds of the public for the worst result.

The Magistrate ruled out of consideration the defence contention that the speech read and considered as a whole was not offensive and quoted, in justification, the following excerpt from the speech.

"We are being oppressed. We have reached the climax of oppression. The Government is doing nothing for East Pakistan".

Quoting another excerpt "During the last September war, God had saved us. No soldier could come from West Pakistan. Here there were only a broken plane and one Division of soldiers". The Magistrate held that this expression was quite likely to cause fear and alarm in the minds of common men.

The judgment quoted the speech further : "You will be amazed to hear about the defence of Bengal. I know Ayub Khan Saheb will destroy us at the roots. He will oppress upon us. He will send us to jail. You be prepared for struggle, you be prepared for sacrifice. We earn foreign exchange, but it is spent in West Pakistan. You are a "bazar". We do not want to be a "bazar". The headquarters of Army, Navy and Air Force are all in West Pakistan. Capital is in the hands of West Pakistan. All the big Industries are in West Pakistan. East Pakistan has been looted for 18 years. Gold sells at Rs. 150 in East Pakistan but Rs. 120 in West Pakistan. The Capital, the Central administration and Capital formation are in the hand of West Pakistan."

By these utterances, the Magistrate observed, the accused made a direct imputation towards the Government established by law. It was not a criticism of the Government in a constructive way, he added.

Continuing the Magistrate stated that the defence tried to discredit prosecution witness who said in his cross-examination that he had attended other meetings before and after the present one. But he could not remember who spoke and what they spoke about in those meetings.

Referring to the above evidence. The Magistrate said that he could not accept the defence contention not to rely upon such a witness.

In throwing the contention off. The Magistrate stated that the statement of the witness rather showed that the expressions made by Sheikh Mujibur Rahman “were so effective, meaningful and prejudicial that they made permanent impression upon the mind of the witness and he could not forget those expressions.”

“And because other speeches of other people,” the judgment went on, “were not so effective and volcanic as those made by the accused, the witness reasonably could not recollect them in the witness-box.”

He concluded that there was nothing to discredit the witness and there was no reason to disbelieve him.

The court at first only delivered its order of conviction and sentence on the accused. Not content, the accused wanted the court to pronounce the full judgment which was fairly lengthy.

As the court finished its pronouncement. The 47 year old Awami League Leader smiled and said: “there will be a big feast in the Governor House this night, I suppose.”

Advocates Messrs Abdus Salam Khan, Zahiruddin, M. A. Rob, Abul Husain & others appeared in defence of Sheikh Mujibur Rahman, Mr. Mesbahuddin Ahmad, Assistant Public Prosecutor and Mr. M. A. Khaleq, DSP, conducted the prosecution case.

Morning News

28 th April 1967

Prejudicial speech case

Sk. Mujib sentences to 15 months’ S.I.

(By Our Court Correspondent)

Sheikh Mujibur Rahman, President, East Pakistan Awami League, was convicted under section 47(5) of DPR by Mr. Afsaruddin, Magistrate, 1st class Dacca who sentenced him to suffer one year and three months’ simple imprisonment for delivering a prejudicial speech. A petition was moved on behalf of Sheikh Mujib to release him on bail till the outcome of an appeal. It was rejected. The judgement was delivered by learned Magistrate inside the Central Jail yesterday at 4 p.m.

The prosecution case was that on March 20, 1966 a public meeting was held at the Outer Stadium presided over by Sheikh Mujib. The meeting was attended by 15,000 people from all walks

of life. In that meeting Sheikh Mujib delivered a forceful speech in Bengali which according to the prosecution was prejudicial as it was intended or was likely to bring into hatred the Government and to excite disaffection towards it and to promote feelings of enmity and hatred between different classes of citizens of Pakistan.

The accused pleaded not guilty. The defence case was that Sheikh Mujib criticised the measures and policies of the Government in an objective manner and had suggested remedial measures so that a sense of brotherhood might grow amongst the people of two wings of the country through the removal of economic disparity.

The prosecution examined 13 witnesses. The learned Magistrate discussed in detail the evidence of the witnesses. He gave much reliance on the witness of P.W. 12 a Labour leader and Secretary of several trade unions at Narayanganj and Chandpur. This witness stated that he attended the meeting addressed by the accused. The accused according to this witness, had said in course of his speech :

“For the last 18 years the West Pakistanis are lording over the people of East Pakistan. Foreign exchange is earned by exports made by East Pakistan but it is spent in West Pakistan. All industries are located in West Pakistan. The Headquarters of Army, Navy and Air Force are situated in West Pakistan. In September War defence arrangement was very weak. There were only some broken planes in East Pakistan. Moreover there was no arrangement for defending East Pakistan.”

The witness added that this speech of the accused created hatred in his mind.

The Magistrate did not agree with the defence contention that this witness, who remembered to quote the expressions of Sheikh Mujib only and not other people who spoke before and after the Sheikh in the meeting should not be relied upon. He observed that the speech made by Sheikh Mujib was so effective, meaningful and prejudicial, that it made a permanent impression on the mind of the witness and he could not forget these expressions and the speeches of other people not being as effective and volcanic the witness reasonably could not recollect them in the witness ...

Discussing the grave emergency existing in the country since the September War, the Magistrate observed that the said prejudicial speech was delivered at a time when the horrors of the war were still fresh in the minds of the common people. In these

circumstances a public speech of prejudicial nature as the one delivered by Sheikh Mujibar Rahman, a prominent leader of a political party, would certainly have an effective influence upon the mind of the public who were not capable enough to judge things in their proper perspective.

In awarding the sentence, the learned Magistrate remarked: It has already been stated that emergency was still in force and the country had just passed through the ordeal of September War. So it was the duty of every citizen to refrain from unnecessary and loose talk which might incite or lead others to hate and hold in disaffection the Government or to do any act subversive of the state. Speech like the one in question about the vital points of defence of the country may even help the enemy. Any citizen of a democratic country like ours has the right to criticise the Government activities and has the right to mobilise public opinion in his favour to replace the Government with better people according to Constitutional methods. But this does not give him the right to do any act or say anything which was likely to disrupt the stability and integrity of the country or to create hatred and disaffection towards the Government established by law. The accused by this speech had attempted to incite the people of East Pakistan against the people of West Pakistan and thereby he had created hatred between citizens of Pakistan. This kind of parochial and provocative speech is not at all conducive in establishing harmonious relationship between the people of two wings of Pakistan leading to greater national integration which was the crying need of the day.

Mr. Mesbahuddin APP and Mr. A. Khaleque Khan, Court Deputy S.P. conducted the case for the prosecution Mr. A Salam Khan, Mr. Zahiruddin and Mr. Abul Hosain appeared on behalf of the accused.

সংবাদ

২৮শে এপ্রিল ১৯৬৭

৬-দফা লাহোর প্রস্তাবের অনুসরণে প্রণীত
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকল্য সন্ধ্যায় জনসাধারণের মনোমন্দিরে সদাজাত লোকান্তরিত জননায়ক শেরে বাংলার পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সিম্পোজিয়ামে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ৬-দফা

ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের অনুসরণে প্রণীত। তিনি ঘোষণা করেন যে, ৬-দফা তথা ন্যায়নীতির প্রশ্নে কোন আপোষ নাই এবং ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে আওয়ামী লীগ সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব হোসেন মনসুর। বক্তৃতা করেন মিসেস আমেনা বেগম, ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব রফিক উদ্দিন ভূঁইয়া ও ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শামসুল হক প্রমুখ।

মিসেস আমেনা বেগম ‘দেশমাতৃকার শ্রেষ্ঠতম সন্তান’ শেরে বাংলার জীবনাদর্শ হইতে শিক্ষাগ্রহণের জন্য আওয়ামী লীগ কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানাইয়া বলেন যে, দূরদৃষ্টা শেরে বাংলা পূর্ব পাকিস্তানবাসীর মস্তক উন্নত রাখার মহান উদ্দেশ্যে উজ্জীবিত হইয়াই ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। সেই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই স্বাধীন পাকিস্তান অর্জিত হইয়াছে এবং উহার প্রতি সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বিধান করিয়াই রচিত হইয়াছে আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচী। এই ৬-দফার মধ্যদিয়া শেরে বাংলার স্বপ্নসাধই প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন। নীতির প্রশ্নে তিনি আওয়ামী লীগের আপোষহীন মনোভাবের কথা উল্লেখ করেন। জনাব রফিক উদ্দিন ভূঁইয়া শেরে বাংলার জীবন হইতে তরুণদের শিক্ষাগ্রহণের আহ্বান জানান।

জনাব শামসুল হক ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ‘স্টেটস’ শব্দের ‘এস’ অক্ষরটি তুলিয়া দেওয়ার সমালোচনা করিয়া উহাকেই দেশের সকল অংশের মূল বলিয়া অভিহিত করেন।

সভাপতির ভাষণে জনাব হোসেন মনসুর মহান নেতার মহান আদর্শ সমুন্নত রাখার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি জাতীয় নেতাদের প্রতি অবজ্ঞাসূচক মনোভাবের সমালোচনা করেন।

দৈনিক পয়গাম

২৮শে এপ্রিল ১৯৬৭

শেখ মুজিবের পনের মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড
(কোর্ট রিপোর্টার)

বিগত ১৯৬৬ সালের ২০শে মার্চ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ঢাকার আউটার স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত প্রায় ১৫ (পনের) হাজার লোকের এক সমাবেশে আপত্তিকর বক্তৃতাদানের অভিযোগে পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনের ৪৭(৫) ধারা মোতাবেক শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৫ (পনের) মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আফসারউদ্দিন আহমদ গতকল্য (বৃহস্পতিবার) ঢাকা সেন্ট্রাল জেল অভ্যন্তরে উক্ত দণ্ডদেশ ঘোষণা করেন।

বাদীপক্ষ হইতে অভিযোগ করা হয় যে, আপত্তিকর বক্তৃতা দান করিয়া শেখ মুজিব বর্তমান সরকারের প্রতি সরাসরি নিন্দা জ্ঞাপন করিয়াছেন ও দেশের দুই অংশের জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা ও ঘৃণার সৃষ্টি করার চেষ্টা করিয়াছেন।

অপরদিকে বিবাদীপক্ষ হইতে বলা হয় যে, শেখ মুজিব আপত্তিকর বক্তৃতা দানের জন্য দোষী নহেন। তিনি দেশের দুই অংশের মধ্যে কোন উত্তেজনা ও ঘৃণা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন নাই। শেখ মুজিবের বক্তৃতা ঠিকমত ও নির্ভুলভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় নাই বলিয়াও বাদীপক্ষ হইতে বলা হয়।

মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার রায়ে সাক্ষ্য, ঘটনা ও আইনের ধারা বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে, বাদীপক্ষ সন্দেহাতীতভাবে আপত্তিকর বক্তৃতাদানের মামলা প্রমাণ করিয়াছেন। এই মামলায় বাদীপক্ষে তেরজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

বাদীপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন এডভোকেট জনাব মেসবাহ উদ্দিন আহমদ ও ডি, এস, পি, (কোর্ট) জনাব এ, খালেক।

শেখ মুজিবের পক্ষে বক্তব্য পেশ করেন এডভোকেট জনাব আবদুস সালাম খান, জনাব জহির উদ্দিন, জনাব আবুল হোসেন ও আরও অনেক।

দৈনিক পাকিস্তান

২৮ শে এপ্রিল ১৯৬৭

মুজিব পনেরো মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত

প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আফসারউদ্দিন আহমদ গত বছরের ২০শে মার্চ ঢাকার পল্টন ময়দানে ক্ষতিকর বক্তৃতা প্রদানের দায়ে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে পনের মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দান করেছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে তিনি এই রায় প্রদান করেন।

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব প্রায় এক বছর ধরে পাকিস্তান রক্ষা আইনে আটক রয়েছেন। দীর্ঘ শুনানীর পর পাকিস্তান রক্ষা আইনের ৪৭ ধারাবলে তাকে এই দণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

তাকে ‘ক’ শ্রেণীতে রাখার কথাও রায়ে বলা হয়েছে। একই আদালতে তাঁর জামিনের আবেদন নাকচ করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগ সূত্রে বলা হয়, এই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে আপীল করা হবে।

সংবাদ

২৯শে এপ্রিল ১৯৬৭

শেখ মুজিবের পনেরো মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড

ঢাকা, ২৭শে এপ্রিল (এ, পি, পি)। – গত বৎসর পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় আপত্তিকর বক্তৃতাদানের অপরাধে জনাব মুজিবুর রহমানকে ১০ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হইয়াছে। জামিনের আবেদন করা হইলে নামঞ্জুর করা হয়। আজ অপরাহ্নে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতিকে পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনের ৪৭ ধারাবলে এই কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, জনাব শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনবলে প্রায় এক বৎসর যাবত কারাগারে আটক রহিয়াছেন।

গত বৎসর ২০শে মার্চ পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগ কর্তৃক আয়োজিত এক জনসভায় আপত্তিকর বক্তৃতাদানের অভিযোগেই তাঁহাকে এই কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। কারাগারে শেখ সাহেবকে প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা প্রদান করা হইয়াছে।

আপীল করা হইবে

পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগ সূত্রে প্রাপ্ত এক খবরে বলা হয় যে, এই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপীল করা হইবে।

দৈনিক পূর্বদেশ

৩০শে এপ্রিল ১৯৬৭

শেখ মুজিব দণ্ডিত

প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আফসার উদ্দিন আহমদ গত বছরের ২০ শে মার্চ ঢাকার পল্টন ময়দানে ক্ষতিকর বক্তৃতা প্রদানের দায়ে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে পনের মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দান করেছেন। গত বৃহস্পতিবার বিকালে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে তিনি এই রায় প্রদান করেন। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব প্রায় এক বছর ধরে পাকিস্তান রক্ষা আইনে আটক রয়েছেন।

সংবাদ

৩রা মে ১৯৬৭

বন্দীমুক্তি ও ৬-দফার সপক্ষে

চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ কর্মীদের বিক্ষোভ

চট্টগ্রাম, ১লা মে (আওয়ামী লীগ দফতর সম্পাদকের তার)। – চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের অফিস সম্পাদক জনাব এস, এ হান্নান এক তারবার্তায়

জানাইয়াছেন, আওয়ামী লীগের ছয় দফার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট কর্তৃক আটদফা দাবী উত্থাপনে চট্টগ্রামে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে অদ্য এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিল বাহির হয়। বিক্ষোভকারিগণ “৬-দফা জিন্দাবাদ,” “শেখ মুজিবরসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি চাই” প্রভৃতি দাবী তুলিয়া শহরের প্রধান প্রধান পথ প্রদক্ষিণ করেন। বিক্ষোভকারিগণ এক পথসভা করেন। এই সভায় বক্তৃতা করেন চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব এম, এ, আজিজ। জনাব আজিজ আওয়ামী লীগের ছয় দফা দাবীর কথা পুনরায় ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কোনদিন এই তথাকথিত আট-দফাকে গ্রহণ করিবে না। তিনি জনগণ ও আওয়ামী লীগ কর্মিগণকে ছয়-দফার শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যা ৫টায় আওয়ামী লীগ অফিস হইতে এই ধরনের মিছিল বাহির হইবে।

সংবাদ

৭ই মে ১৯৬৭

প্রত্নিকাবিশেষের অপপ্রচারের জবাবে ৪ জন আওয়ামী লীগ নেতার বিবৃতি
পি ডি এম নির্বাচনী জোট নহে ও দলীয় কার্যক্রম চালানোর পরিপন্থী নহে
(নিজস্ব বার্তা পরিশেক)

পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টের ৮-দফা কর্মসূচীর বিশদ বিশ্লেষণ করিয়া এবং ইহার বিরুদ্ধে সরকার সমর্থক প্রেস ট্রাস্ট পরিচালিত প্রতিকাসমূহের মিথ্যা অপপ্রচারের জবাবে গতকাল আওয়ামী লীগের ৪ জন নেতা একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব মুজিবুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ জনাব নুরুল ইসলাম চৌধুরী, নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব জহিরুদ্দিন ও যশোর জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব এ, রশীদ। বিবৃতিতে তাঁহারা বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে ৮-দফা কর্মসূচী আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কমিটিরই মানসপুত্র। গত ২২ শে হইতে ২৪ শে এপ্রিল পর্যন্ত ৩ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত সভায় উক্ত কমিটিদ্বয় ৬-দফা কর্মসূচীর অনুসরণে উক্ত ৮-দফা দাবী প্রণয়ন করে এবং ঐক্যের আলোচনায় অংশগ্রহণকারী অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সহিত আলোচনার উদ্দেশ্যে উহাকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণের জন্য দলের আলোচনা কমিটির প্রতি নির্দেশ প্রদান করেন।

পরবর্তীকালে অন্যান্য দলীয় নেতৃবৃন্দ উহা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে। ফলে উহার ভিত্তিতে পি ডি এম গঠন করা সম্ভব হয়।

বিবৃতিতে তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত অস্বীকার করেন যে, পি, ডি, এম গঠনের দ্বারা বিভিন্ন দলীয় কার্যকলাপ বন্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে অথবা উহার দ্বারা একটি নির্বাচনী জোট গঠন করা হইয়াছে।

তাঁহারা বলেন যে, ৮-দফা কর্মসূচী কোন কোন ক্ষেত্রে ৬-দফা অপেক্ষা অধিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতিবহ।

তুলনামূলক চিত্র তুলিয়া ধরিয়া তাঁহারা বলেন যে, ৮-দফা ও ৬-দফা উভয় কর্মসূচীরই ১নং দাবীতে হইতেছে শাসনব্যবস্থার ধরন সম্বন্ধীয় এবং উভয় দাবীই একইরূপ।

৬-দফার দ্বিতীয় দফায় কেন্দ্রের হাতে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র বিষয় ও মুদ্রা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ৮-দফার ২ নং দফায় উহাদের সাথে আন্তঃ আঞ্চলিক যোগাযোগ ও বাণিজ্য এবং ফেডারেল ফাইন্যান্স যোগ করা হইয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঐগুলির পরিচালন ভার কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত করার পরিবর্তে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চল হইতে অসমসংখ্যক প্রতিনিধি লইয়া গঠিত কতিপয় বোর্ডের নিকট প্রদানের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

৩ নং দাবী

৬-দফা কর্মসূচীর ৩নং দাবীতে পূর্ব পাকিস্তান হইতে পুঁজির পাচার বন্ধের জন্য দুইটি সতন্ত্র কারেন্সী (সহজ বিনিময়যোগ্য) প্রবর্তন প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কিন্তু ৮-দফা কর্মসূচীতে একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যাংক ডিপোজিত প্রফিট ইনস্যুরেন্স প্রিমিয়াম শিল্প মুনাফা প্রভৃতির পাচার বন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের কথা বলা হইয়াছে।

৪ নং

৬-দফার ৪ নং দফায় কেন্দ্রের ট্যাক্স গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার কথা বলা হইয়াছে। ৮-দফার কর্মসূচীতে কেন্দ্রীয় সরকার শুধুমাত্র নিজস্ব বিষয়গুলি পরিচালনার জন্য সীমিত পরিমাণে ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে।

৫ নং

৬-দফার ৫নং দফায় বৈদেশিক মুদ্রার ব্যাপারে দুইটি অঞ্চলের জন্য স্বতন্ত্র হিসাব রাখার কথা বলা হইয়াছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন উভয় অঞ্চল কর্তৃক সমভাবে অথবা নির্দিষ্ট অনুপাতে পরিপূরণের কথা বলা হইয়াছে।

কিন্তু ৮-দফা কর্মসূচীতে প্রদেশসমূহের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রদেশগুলির হাতে রাখার এবং আগামী ১০ বৎসর পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান কর্তৃক অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার পূর্ণ অংশ পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় করার কথা বলা হইয়াছে।

অধিকন্তু ৮-দফা কর্মসূচীতে কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন মিটাইবার ক্ষেত্রে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রীয় বিষয়ক প্রভৃতি বাবদ খরচের এবং বৈদেশিক সাহায্য প্রভৃতি ব্যয়ের যে পরিমাণ সংশ্লিষ্ট প্রদেশগুলিতে ব্যয়িত হইয়াছে, শুধু সেই পরিমাণই সংশ্লিষ্ট প্রদেশগুলির নিকট হইতে আদায় করার কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং ৬-দফা কর্মসূচী অনুযায়ী যেখানে দেশরক্ষা খরচ বাবদ পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণকে ১১২ কোটি টাকা (কেন্দ্রের দেশরক্ষা বাজেট ২২৪ কোটি টাকার অর্ধেক প্রদান করিতে হইত)। সেখানে ৮-দফা কর্মসূচী অনুযায়ী মাত্র ১২ কোটি টাকা প্রদান করিতে হইবে। কারণ, এই প্রদেশে গত বছরের দেশরক্ষা ব্যয় (বাজেট অনুযায়ী) ১২ কোটি টাকার অধিক নয়।

৬ নং

৬-দফার ৬নং দফায় পূর্ব পাকিস্তানের আধা সামরিক বাহিনী গঠনের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু ৮-দফা কর্মসূচীতে সকল দেশরক্ষা বিভাগের চাকুরীতে সংখ্যাসাম্যের নীতি প্রয়োগ ও উভয় অঞ্চলের দেশরক্ষা প্রস্তুতি সমপর্যায়ে উন্নীত করার কথা বলা হইয়াছে। বিবৃতিদাতাগণ বলেন যে, ৮-দফা কর্মসূচী শুধু ৬-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতেই রচিত হয় নাই, বরং উহাকে বহুলাংশে ৬-দফা অপেক্ষা উন্নত করা হইয়াছে এবং উহা গ্রহণ করিয়া পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ পূর্ব পাকিস্তানের দাবী-দাওয়ার প্রতি মর্যাদা এবং পাকিস্তানের সংহতির স্বার্থে সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের নীতির প্রতি ঐকান্তিক সমর্থন এবং রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন।

আজাদ

১০ই মে ১৯৬৭

মোমেনশাহী আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা

৬ দফার সংগ্রাম অক্ষুণ্ণ রাখার সঙ্কল্প গ্রহণ

ঢাকা, ৮ই মে। -গতকাল মোমেনশাহীতে জেলা আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহক কমিটির এক বর্ধিত সভায় পার্টির ৬-দফা দাবী আদায়ের জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ব্যাপারে পুনরায় সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয় বলিয়া এক প্রেস রিলিজে জানা গিয়াছে।

জেলা আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত সভা ৬ ঘণ্টাকাল স্থায়ী হয়। সভায় দেশের বর্তমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও খাদ্য পরিস্থিতি আলোচিত হয়।

সভায় গৃহীত বিভিন্ন প্রস্তাবে শেখ মজিবুর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি, ইণ্ডেক্স প্রেস বাজেয়াফতির আদেশ প্রত্যাহারের দাবী জানান হয়।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের (পিডিএম) ব্যাপারে আওয়ামী লীগের ভূমিকা সম্পর্কে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিলেরই এখতয়ারাধীন।

অপর এক প্রস্তাবে প্রদেশব্যাপী হ্রাসকৃত মূল্যে রেশন সরবরাহ এবং বিভিন্ন স্থানে ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতিতে সমবেদনা প্রকাশ করা হয়।

-পি পি এ

Pakistan Observer

13 th May 1967

Sk.Mujib's acquittal challenged

(By Our High Court Correspondent)

The Dacca High Court admitted for hearing an appeal filed by the Government of East Pakistan against the acquittal of Sheikh Mujibur Rahman of the charge of delivering prejudicial speech.

Mr. M. A. Malek, Magistrate First Class, Dacca, on October 24, 1966 acquitted Sheikh Mujib of the charge.

Mr. Justice Baquer and Mr. Justice Abdul Hakim of Dacca High Court also called for the records of the case.

It was alleged by the Government that Sheikh Mujibur Rahman, the then General Secretary of the Provincial Awami League (now the President of the Provincial Awami League) while delivering speech in the Paltan Maidan on September 29, 1964 uttered some expressions which were prejudicial in nature, causing hatred or contempt or dissatisfaction against the Government established by law or interfering with the administration of law or persuading people in refuse to pay tax etc.

On these allegations Sheikh Mujib was charged under Section 7(3) of the East Pakistan Public Safety Ordinance.

Sheikh Mujib denied the allegations. According to him, the meeting was convened to protest against the repression of the students. He said that he uttered nothing prejudicial in his speech. It was also alleged on behalf of Sheikh that most of the witnesses

were non-Bengali speaking men who either did not understand the speech of Sheikh Mujib or have forgotten what they have heard. It was further alleged that the witnesses were deposing falsely.

The Magistrate held that the prosecution has hopelessly failed to prove the case beyond reasonable doubt against Sheikh Mujib. So the Magistrate acquitted him.

This appeal was filed by the Provincial Judicial Secretary and was moved by Mr. Masud, the Deputy Legal Remembrancer.

It was argued that the Magistrate misread the evidence in the case and came to an erroneous conclusion. It was also argued that the balanced evidence in the case was against Sheikh Mujib.

Pakistan Observer

21st May 1967

Mujib appeals against conviction

(By Our Court Correspondent)

Sheikh Mujibur Rahman, the East Pakistan Awami League Chief on Saturday appealed on the Sessions Judge, Dacca against the order of his conviction by Magistrate Mr. Afser-ud-din Ahmad for alleged Prejudicial speech at Paltan Maidan on March 20, 1966.

Admitting the appeal. The Sessions judge Mr. M. H. Rahman CSP set the case to June 19 for hearing. A petition was also moved for bail in this case, for the accused who has been detained under DPR for over one year. The petition comes up for hearing on May 29.

Holding his court inside Dacca Central Jail the trying Magistrate pronounced his judgment there on April 27 and awarded the accused 15 months' jail term.

Prosecuted under rule 41 of the DPR, the allegations against the Sheikh were that his speech was likely to bring the Government of Pakistan established by law into hatred and contempt and to excite disaffection towards it.

Further the speech was likely to promote feelings of enmity and hatred between the people of the two wings of Pakistan and to cause fear and alarm to the public.

Sheikh Mujib pleaded not guilty and submitted that his speech was a criticism of the measures and policies of the Government in an objective manner. He said in it he suggested remedial measures to the problems of the country so that lasting feelings of brotherliness might grow up among people of the two wings.

He also contended Inter alia that the Government reporters noted down his speech not in full and that in many places they noted it incorrectly.

Praying for quashing the Magistrate order the appellant submitted that the magistrate in convicting Sheikh Mujibur Rahman had erred both in law and facts. The accused said evidence in the case did not substantiate the allegations against him.

The appellant submitted that he was prosecuted by the D.C. Ramna Thana who neither heard the speech, nor read its transcriptions by Government reporters. The O.C. Filed the case not on his own motion but at the behest of another his superior of the City Special Branch, it was added.

Sheikh Mujib submitted that the alleged transcription of his speech produced before the court was a carbon copy and that the prosecution had failed to satisfy as to why the original copy was not produced.

It was further added that the alleged transcription was done in three pieces by three separate reporters but they did not ... the signatures of the respective reporters.

The appellant said the evidence of the Magistrate who had attested the transcription should not be relied upon, for he has been prosecuted in a criminal case.

Morning News

21st May 1967

Mujib's appeal admitted

(By Our Court Correspondent)

Shaikh Mujib's appeal was admitted yesterday by the Sessions Judge, Dacca.

The appeal was preferred against the order and sentence passed by Mr. Aftaruddin Magistrate, 1st Class, Dacca, who convicted Shaikh Mujib under a prejudicial speech and sentenced him to suffer 15 months simple imprisonment.

Mr. Zahiruddin Advocate, who moved for Shaikh Mujib, contended that considering the evidence on record and circumstances of the case the order and sentence passed by the learned magistrate, was bad in law. He further argued that the transcription should not be relied upon, as these were carbon copy and did not disclose the alleged speech into it. The learned lawyer also questioned the character of witnesses who deposed in that case.

The appeal will be heard on June 19, 1967. Bail petition also moved to allow Shaikh Mujib to be released on bail. The learned Sessions Judge fixed May 29 for hearing.

আজাদ

২২শে মে ১৯৬৭

প্রাঃ আওয়ামী লীগ কমিটির সিদ্ধান্ত

৬ দফার প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপনঃ

৮ দফা কাউন্সিল অধিবেশনে প্রেরণের প্রস্তাব

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গত শনিবার গভীর রাত্রে সমাপ্ত দুই দিনব্যাপী দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পরেও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহক কমিটি পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের আট দফা কর্মসূচী সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে না পারিয়া বিষয়টিকে চূড়ান্ত বিবেচনার জন্য পার্টির আগামী প্রাদেশিক কাউন্সিল অধিবেশনের জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তবে পূর্বেরকার ঘোষণা সত্ত্বেও কমিটি প্রাদেশিক কাউন্সিল অধিবেশনের তারিখ সম্পর্কেও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহক কমিটির সভায় গ্রহীত প্রস্তাবে ৬-দফার প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করিয়া ছয়দফা দাবী বাস্তবায়নের সংগ্রাম অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পর্কে একটি প্রস্তাবে পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ৮ দফা গ্রহণের চূড়ান্ত মতামতের জন্য এই বিষয়টি প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভায় প্রেরণের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। একই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, ৮ দফা সম্পর্কে কাউন্সিল সভায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য পি,ডি, এম এর যে কোনো আন্দোলনের সহিত আহবান সাপেক্ষে সহযোগিতা করিবে। আগামী ৭ই জুন উদযাপনের উদ্দেশ্যে জনসভা, প্রচারপত্র বিলি, মিছিল এবং ছয় দফা বাস্তবায়ন করিতে যাইয়া যাহারা শহীদ হইয়াছেন তাহাদের রুহের মাগফেরাতের জন্য শোকসভা করার আর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। অপর একটি প্রস্তাবে জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাস্থ্যের অবনতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর আশু মুক্তি দাবী করা হইয়াছে।

Daily Dawn

22th May 1967

Mujib appeals against conviction

DACCA, May 21: Sheikh Mujibur Rahman has appealed in the court of Sessions Judge, Dacca, against his conviction late last month by a Magistrate First Class for an alleged prejudicial speech at Paltan Maidan in March last year.

Admitting the appeal yesterday the Judge fixed June 19 for the hearing. A bail petition was also moved of behalf of Sheikh Mujib, now under detention. The petition comes up for hearing on May 29.

Sheikh Mujib, President of the East Pakistan Awami League, was awarded 15 months jail term for the prejudicial speech which was “likely to promote feeling of enmity and hatred between the people of two wings.” —APP.

Daily Dawn

22th May 1967

Release of Mujib demanded

DACCA, May 21: The extended Working Committee meeting of the East Pakistan Awami League has demanded the immediate release of Sheikh Mujibur Rahman, the party chief now detention under DPR.

In a resolution passed by the Working Committee at its two day session, it also expressed grave concern over the deteriorating health of Sheikh Mujibur Rahman.

The meeting through a separate resolution decided to observe June 7 as Six-point Day and to recall the martyrs who gave their lives on that day last year.—PPA.

Pakistan Observer

29th May 1967

AROUND THE COURTS

Another case of prejudicial speech

Trial of Sk. Mujib opens

(By Our Court Correspondent)

Trial of Sheikh Mujibur Rahman opened on Saturday in yet another case of alleged prejudicial speech at Paltan Maidan on March 29, 1964.

Mr. M. S. Khan, Additional District Magistrate, Dacca, hears the case, inside Dacca Central Jail.

In this case, Sheikh Mujibur Rahman has been prosecuted for alleged sedition under section 124-A of the Penal Code.

On the opening day the court examined three witnesses—Syed Mannan Bukhsh the Superintendent of Police, Dacca, Mr. E. A. Chowdhury, the then City S. P. Dacca and Mr. Mohammad Husain, a Government Reporter.

Syed Mannan Bukhsh testified that he had lodged the complaint in the case on getting orders from the Government and a transcription of the speech of the accused.

Mr. E. A. Chowdhury gave evidence on the then prevailing condition in the city in respect of student movements, particularly in the context of mass arrests from Iqbal Hall.

The Government Reporter deposed that he took short-hand notes of the speech, took it home and did the transcription there.

Hearing adjourned till June 17. Public Prosecutor Mr. Abdul Aleem appeared for the prosecution, M/S. A. Salam Khan, Zahiruddin, Mashiur Rahman and Abul Husain for Sheikh Mujibur Rahman.

Pakistan Observer

30th May 1967

Sk. Mujib gets bail in Paltan speech case

(By Our Court Correspondent)

Mr. M. H. Rahman, CSP, Sessions Judge, Dacca on Monday granted bail to Sheikh Mujibur Rahman in the case against him for alleged prejudicial speech on March 20, 1966 at Paltan Maidan.

In this case Sheikh Mujibur Rahman was convicted and awarded on April 27 a 15-month jail term under Rule 47(5) of the DPR by a Magistrate who held the trial inside Dacca Central Jail.

Sheikh Mujib appealed against this order of conviction on May 20 to the Sessions Judge.

The Session Judge admitted the appeal and fixed June 19 as the date of hearing.

Sheikh Mujib however, could not get release after the bail, for, his detention under Rule 32 of the DPR still continues.

আজাদ

১৮ ই জুন ১৯৬৭

শেখ মুজিবের মামলা

(সুপ্রীম কোর্টের প্রেস রিলিজ)

ঢাকা, ১৭ই জুন।— পাকিস্তান দেশরক্ষা বিধিবলে শেখ মুজিবর রহমানকে আটক রাখার বৈধতা সংক্রান্ত মামলাটি সুপ্রীম কোর্ট পুনর্বিবেচনার জন্য পূর্ব

পাকিস্তান হাইকোর্টের নিকট প্রত্যাৰ্পণ করিয়াছেন এবং এই মর্মে নির্দেশ দান করিয়াছেন যে, জননিরাপত্তা ও জনশৃঙ্খলার পক্ষে ক্ষতিকর যে কোন কার্যকলাপ হইতে শেখ মুজিবর রহমানকে বিরত করার জন্য তাহাকে আটক রাখা দরকার বলিয়া ঢাকায় ডেপুটি কমিশনারের মনে যে প্রতীতি জন্মিয়াছে উহা সেখানকার সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে সঙ্গত কিনা তাহা বিবেচনা করিতে হইবে এবং সে সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে।

আজ সুপ্রীম কোর্টের এক প্রেস রিলিজে উপরোক্ত তথ্য জানান হইয়াছে।

গত বৎসর মে মাসে পাকিস্তান দেশরক্ষা বিধিবলে শেখ মুজিবর রহমানকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাঁহার আটকাদেশ চ্যালেঞ্জ করিয়া পেশকৃত একটি রীট আবেদন হাইকোর্টের পাঁচজন বিচারপতির সমবায়ে গঠিত একটি পূর্ণ বেঞ্চ নাকচ করিয়া দেয়। কারণ স্বরূপ বলা হয় যে, যেহেতু গ্রেফতারী কর্তৃপক্ষের সম্ভ্রুতি তাঁহার আত্মিক (সাবজেকটিভ) সম্ভ্রুতি, অতএব কোন বিশেষ নাগরিকের বিশেষ কোন কার্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে কোনভাবে দেশের নিরাপত্তা বা প্রতিরক্ষার ব্যাপারে ক্ষতি সাধন করিয়াছে কিনা সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের একমাত্র বিচারক তিনি।

হাইকোর্টের পূর্ণ বেঞ্চের অধিকাংশ বিচারপতি এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, আদালত আটকের কারণসমূহ পরীক্ষা করিতে পারে না।

পশ্চিম পাকিস্তানের রাজবন্দীদের একটি সাম্প্রতিক মামলায় সুপ্রীম কোর্ট বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন। সুপ্রীম কোর্ট এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, পাকিস্তান দেশরক্ষা বিধিবলে জারীকৃত আটকাদেশ বিচার বিভাগের এখতিয়ার বহির্ভূত নয়, এবং যে কারণে গ্রেফতার করা হইয়াছে উহা যুক্তিসঙ্গত কিনা এবং যে বিধিবলে আটকাদেশ জারী করা হইয়াছে কারণগুলি উহার আওতাভুক্ত কিনা আদালত তাহা পরীক্ষা করিতে পারিবে।

উক্ত রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রীম কোর্ট জানাইয়াছে যে, এই আইন মোতাবেক শেখ মুজিবর রহমানের মামলার বিচার হয় নাই। অতএব মালিক গোলাম জিলানী ও পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের মামলার আলোকে তাহার আটকাদেশের বৈধতা বিচারের জন্য হাইকোর্টের নিকট তাহার মামলা প্রত্যাৰ্পণ করা হইয়াছে।—এপিপি

Daily Dawn

18 th June 1967

Mujibur Rahman's case remanded to E. Wing High Court

DACCA, June 17: The Supreme Court has remanded the case of Sheikh Mujibur Rahman to the East Pakistan High Court for re-

examination of the validity of his detention under the Defence of Pakistan Rules and has directed that the High Court should consider and reach a conclusion whether upon the evidence there existed a justification for the satisfaction of the Deputy Commissioner of Dacca that it was necessary to detain Sheikh Mujibur Rahman in order to prevent him from acting in any manner prejudicial to the public safety and the maintenance of public order, according to a Supreme Court Press release issued here today.

Sheikh Mujibur Rahman was detained under the defence of Pakistan Rules in May last year and a writ petition filed in the High Court to challenge his detention, was dismissed by a full bench of five judges on the ground that since the satisfaction of the detaining authority was subjective satisfaction, it was the sole judge to decide “whether a particular activity of a particular citizen will, in any way, directly or indirectly affect the security or defence of the State or not.”

The majority of the judges of the full bench of the High Court expressed the view that the Court could not examine the grounds of detention.

In a recent case of political detenus of West Pakistan the Supreme Court expressed a contrary view and held that the orders of detention made under the Defence of Pakistan Rules were not immune from judicial review and the courts could examine the grounds of detention in order to be satisfied that such grounds were reasonable and within the ambit of the law authorising the detention.

In view of this verdict, the Supreme Court has observed that the case of Sheikh Mujibur Rahman was not decided in accordance with the law and has therefore remanded the case to the High Court for determining the validity of the order of detention in the light of the observations of the court in the case of Malik Ghulam Jilani and other political detenus of West Pakistan.—APP.

দৈনিক পূর্বদেশ

১৮ই জুন ১৯৬৭

শেখ মুজিবুরের মামলা

গতকাল (শনিবার) এ-পি-পি/পি-পি-এ পরিবেশিত খবরে বলা হয় যে, শেখ মুজিবুরকে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিতে আটক সংক্রান্ত মামলা সুপ্রিম কোর্ট পুনর্বিবেচনার জন্যে হাইকোর্টে ফেরত পাঠিয়েছেন।

Daily Dawn

19th June 1967

Sheikh Mujib's trial resumed

DACCA, June 18: The trial of Sheikh Mujibur Rahman for allegedly making a seditious speech at a public meeting here three years ago, was resumed here yesterday, in the court of the Additional Deputy Commissioner.

The fourth prosecution witness—a Police official—yesterday made his deposition in the court. The three prosecution witnesses have already given evidence.

The Awami League leader, who is now under detention in the Dacca Central Jail, was brought to the court during the hearing which was adjourned till Tuesday next.

Mr Zaheeruddin, Mr Abul Hossain and others appeared for the defence while the Public Prosecutor, Mr Alim appeared for the Government.—APP.

আজাদ

২৭ শে জুন ১৯৬৭

শেখ মুজিবকে আটক রাখার বৈধতা চ্যালেঞ্জ :

হাইকোর্ট কর্তৃক প্রাদেশিক সরকারের উপর রুল জারী

(হাইকোর্ট রিপোর্টার)

গতকাল সোমবার ঢাকা হাইকোর্টের এক ডিভিশন বেঞ্চ সমীপে দেশরক্ষা আইনে জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের আটককে চ্যালেঞ্জ করিয়া একটি হেবিয়াস কর্পাস আবেদন পেশ করা হয়। হেবিয়াস কর্পাস আবেদনটি পেশ করেন জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মীয় জনাব শেখ আকরাম হোসেন। বিচারপতি জনাব বাকের ও বিচারপতি জনাব আবদুল হাকিম উপরোক্ত আবেদনের ভিত্তিতে প্রাদেশিক সরকার, ঢাকার ডেপুটি কমিশনার এবং অদ্য এক ব্যক্তিকে এই মর্মে কারণ দর্শাইতে বলিয়াছেন যে, কেন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক জনাব শেখ মুজিবুর রহমানকে হাইকোর্টে হাজির এবং মুক্তি প্রদান করা হইবে না। সংশ্লিষ্ট বেঞ্চ প্রতিবাদীদের চারি সপ্তাহের মধ্যে উপরোক্ত আটক সম্পর্কে কারণ দর্শাইবার নির্দেশ দিয়াছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শেখ মুজিবুর রহমানকে আপত্তিকর কর্মে লিপ্ত থাকার অভিযোগে গত বছর ৮ই মে তারিখে দেশরক্ষা আইনের ৩২ (১) (খ) বিধিবলে আটক করা

হয়। উপরোক্ত আটকাদেশটি এক হেবিয়াস কর্পাস আবেদনের মাধ্যমে গত বছর চ্যালেঞ্জ করা হয়। পাঁচজন বিচারপতি সমবায়ে গঠিত ঢাকা হাইকোর্টের এক বিশেষ বেঞ্চ সংশ্লিষ্ট আটকাদেশকে বৈধ বলিয়া ঘোষণা করেন। অতঃপর ঢাকা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে একটি আপীল দায়ের করা হয়। সুপ্রীম কোর্ট উক্ত আপীলটি গ্রহণ করিয়া জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের মামলাটি পুনর্বিচারের জন্য ঢাকা হাইকোর্টে প্রেরণ করেন।

জনাব শেখ মুজিবুর রহমানকে সময়ে সময়ে প্রদত্ত আটকাদেশের ভিত্তিতে গত বছরের মে মাস হইতে আটক রাখা হয় এবং সর্বশেষে গত জানুয়ারী মাসের ২৫ তারিখে প্রদত্ত এক আদেশের ভিত্তিতে আটকের মেয়াদ আরও তিন মাসের জন্য বর্দ্ধিত করা হয়।

ইতিমধ্যে ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আফসার উদ্দিন দেশরক্ষা আইনের ৪৭(৫) বিধি মোতাবেক জনাব শেখ মুজিবুরের বিরুদ্ধে আনীত এক মামলায় তাহাকে এক বৎসর তিন মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

উপরোক্ত আদেশের বিরুদ্ধে ঢাকার দায়রা জজ সমীপে এক আপীল পেশ করা হয় এবং জামিনে জনাব মুজিবুরকে মুক্তি প্রদান করার প্রার্থনা জানান হয়। ঢাকার দায়রা জজ গত ২৯ শে মে তারিখে জনাব মুজিবুরকে জামিনে মুক্তি প্রদানের আদেশ দেন, অতঃপর উক্ত জামিনের আদেশ জেল কর্তৃপক্ষকে ১লা জুন তারিখে প্রেরণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট জামিনের আদেশ প্রাপ্তির পর জেল কর্তৃপক্ষ জনাব শেখ মুজিবুরকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সদর দরজায় মুক্তি দানের জন্য লইয়া আসেন। কিন্তু সেই সময় দেশরক্ষা আইনের ৩২ বিধিবলে প্রদত্ত ঢাকা ডেপুটি কমিশনারের এক আদেশ তাঁহার উপর জারী করা হয় এবং মুক্তি প্রদান না করিয়া পুনরায় তাঁহাকে আটক রাখা হয়। উপরোক্ত আদেশে জনাব শেখ মুজিবুরকে আদেশ জারির দিন হইতে নব্বই দিন আটক রাখা হইবে বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

আবেদনকারী আলোচ্য হেবিয়াস কর্পাস আবেদনে উপরোক্ত আটকাদেশকে অবৈধ, এখতয়ার বহির্ভূত ও উদ্দেশ্যমূলক বলিয়া চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন।

উপরোক্ত বেঞ্চ আবেদনকারীর অভিযোগ পরীক্ষাযোগ্য মনে করিয়া সংশ্লিষ্ট কারণ দর্শাইবার রুলটি জারি করেন।

আবেদনকারীর পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন জনাব আবদুস সালাম খান ও তাঁহাকে সাহায্য করেন জনাব এম, এ, রব, জনাব আমিনুল হক ও জনাব জোহা চৌধুরী।

দৈনিক পূর্বদেশ

১৬ই জুলাই ১৯৬৭

বিভিন্ন স্থানে পি, ডি, এম-এর জনসভা
গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার বলিষ্ঠ সংকল্প ঘোষণা
(স্টাফ রিপোর্টার)

জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দ্বারা একটি জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী সামনে রেখে পি, ডি, এম-এর নেতৃবর্গ প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে জনসভা ও কর্মসমাবেশে যোগদান করছেন। ইতিপূর্বে খুলনা, যশোর, সিলেট ও কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত কর্মসমাবেশ ও জনসভায় নেতৃবর্গ বর্তমান অগণতান্ত্রিক সরকারের স্থলে একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংঘবদ্ধ আন্দোলন তীব্রতর করার আহ্বান জানান। গত ৮ই জুলাই দিনাজপুরে ও গত ১১ই জুলাই রংপুরে পি, ডি, এম-এর উদ্যোগে দু'টি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রদেশ সফরের সময় পিডিএম নেতৃবৃন্দ যে সকল জনসভায় বক্তৃতাদান করেন, সেসব জনসভায় নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়ঃ

পিডিএম অভিনন্দিত

পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উদ্যোগে আয়োজিত এই জনসভা জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আদায়ের উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করার জন্য গঠিত “পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের” প্রতি সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে।

পাকিস্তানের ১২ কোটি মানুষ বর্তমান শাসনব্যবস্থার ফলে যাবতীয় মৌলিক অধিকার থেকে চরমভাবে বঞ্চিত রয়েছে অথচ ভোটাধিকারসহ যাবতীয় মৌলিক অধিকার ছাড়া স্বাধীন দেশের নাগরিকের মর্যাদা লাভ করাও সম্ভব নয়।

এই জনসভা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, দলমত নির্বিশেষে দেশের গণতন্ত্রকামী সকল দলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যতীত এ চরম দুরবস্থা থেকে মুক্তির কোন উপায় নেই। পি ডি এম ঐ অপরিহার্য ঐক্যের ব্যবস্থা করায় এই সভা গভীর স্বস্তিবোধ করছে।

গণতন্ত্রকামী ও জনগণের হিতাকাংখী সকল রাজনৈতিক, শ্রমিক, সামাজিক ও ধর্মীয় দলকে এ ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করার জন্য এই জনসভা উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে।

৮-দফা পরিস্থিতি

পি ডি এম এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই জনসভা সন্তোষ প্রকাশ করছে যে, পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ৮-দফা সূচীতে দেশে পূর্ণাঙ্গ গণতন্ত্র

কায়েমের সাথে সাথে পূর্ব পাকিস্তানের সার্বজনীন স্বাৰ্জনীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার বাস্তব কর্মপন্থারও গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের দীর্ঘ বন্ধনার প্রতিকারকল্পে ৮-দফা কর্মসূচী বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করবে বলে এই সভার বিশ্বাস।

এ ৮-দফা কর্মসূচীর মাধ্যমে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কায়েম করার জন্য একযোগে আন্দোলন করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হওয়ায় এই জনসভা তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

জরুরী অবস্থা

পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উদ্যোগে আয়োজিত এই জনসভা গভীর ক্ষোভের সাথে লক্ষ্য করেছে যে, দেশে যুদ্ধ পরিস্থিতি না থাকা সত্ত্বেও সরকার এখনও জরুরী অবস্থা অন্যায়ভাবে বহাল রেখেছে। গত পাক-ভারত যুদ্ধের সময় রাষ্ট্রের দুশমনদেরকে দমন করার জন্য যে প্রতিরক্ষাবিধি জারী করা হয়েছিল, আজ সে আইন বলেই দেশপ্রেমিকদের উপর জুলুম করা হচ্ছে এবং জনগণের ন্যায্য অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে দমন করার জন্য ঐ আইনকেই অন্যায়ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এই সভা এইরূপ কর্মনীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করছে এবং অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করার জোর দাবী জানাচ্ছে। এই সভা আরও দাবী জানাচ্ছে যে, প্রতিরক্ষা আইনবলে রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে এবং পত্রিকা ও প্রেসের বিরুদ্ধে যত প্রকার নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে তা অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হোক।

রাজবন্দীদের মুক্তি

পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই জনসভা রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদেরকে বিনাবিচারে বা প্রতিরক্ষা বিধির অপপ্রয়োগ করে কারাগারে আবদ্ধ রাখাকে অমানুষিক কাজ বলে ঘোষণা করেছে। জনগণের আদায়ের নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামকে দমন করার এই নীতিকে সরকারের কাপুরুষতারই পরিচায়ক বলে এই সভার ধারণা।

এই সভা আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান, ন্যাপ নেতা হাজী দানেশ ও পাকিস্তান বার কাউন্সিল সদস্য এডভোকেট মুশতাক আহমদসহ সকল রাজবন্দীকে অবিলম্বে মুক্তিদানের জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানাচ্ছে।

এই সভা সরকারকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চায় যে, এই ধরনের দমননীতি দ্বারা গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমন করা সম্ভব হবে না।

খাদ্যমূল্য

পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উদ্যোগে আয়োজিত এই জনসভা দেশের বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ করছে। খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের মূল্য ক্রয়ক্ষমতার উর্দ্ধে থাকায় গত দেড় বছর থেকে জনগণকে যে চরম দুর্গতি ভোগ করতে হচ্ছে এই সভা সেজন্য গভীর বেদনা অনুভব করছে।

এই সভা অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করছে যে, বিভিন্ন মহল থেকে এ ব্যাপারে সরকারকে যেসব গঠনমূলক পরামর্শ দেয়া হয়েছে সরকার সেসবের প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করেছেন। কার্যকরীভাবে খাদ্য পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তান সরকার খাদ্য সমস্যার অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকার না করায় এই সভা বিক্ষোভ প্রকাশ করছে।

এই জনসভা সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, গত পাক-ভারত যুদ্ধের সময় আমন ফসলের মওসুম শুরু না হওয়া সত্ত্বেও খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বাড়েনি। সুতরাং যুদ্ধের কিছুদিন পর অস্বাভাবিকভাবে মূল্য বৃদ্ধির জন্য সরকারের ভ্রান্তনীতি ও অযোগ্যতাই দায়ী বলে এই সভা মনে করে। খাদ্যদ্রব্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় যাবতীয় বস্তুর মূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আনয়নের জন্য এই জনসভা সরকারের নিকট জোর দাবী জানাচ্ছে।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

সংবাদপত্রের কঠরোধ করার উদ্দেশ্যে সরকারের হীন কার্যকলাপের বিরুদ্ধে এই জনসভা প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রকাশ করছে। সরকারের অন্যায় নীতি ও কার্যাবলীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা এবং জনগণের দাবী-দাওয়ার পক্ষ সমর্থন করা সংবাদপত্রের পবিত্র দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনকেই সরকার চরম শাস্তির যোগ্য অপরাধ বলে মনে করেন। এই জনসভা সরকারের এই মনোবৃত্তির তীব্র নিন্দা করছে এবং সংবাদপত্রের উপর আরোপিত যাবতীয় জনস্বার্থ বিরোধী নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার জন্য জোর দাবী জানাচ্ছে।

এই জনসভা দৈনিক ইত্তেফাকের মুদ্রণালয় নিউ নেশন প্রেসকে প্রতিরক্ষা বিধিবলে বাজেয়াপ্ত করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করছে এবং অবিলম্বে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার জন্য জোর দাবী জানাচ্ছে।

শ্রমিক অধিকার

এই জনসভা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে শ্রমিকদের অবদানকে অত্যন্ত গুরুত্বদান করছে। কিন্তু সরকার ও শিল্পপতিগণ শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী-দাওয়া পূরণ করে তাদেরকে দেশের উন্নতির উপযুক্তভাবে খেদমত করার সুযোগ দিচ্ছে না বলে এই সভা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করছে।

এই সভা সরকারের নিকট জোর দাবী জানাচ্ছে যে, আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার সুপারিশসমূহ মেনে নিয়ে মানবিক অধিকারসমূহ ভোগ করার আইনগত সুযোগ দিতে হবে। এই সভা আরও দাবী জানাচ্ছে যে, শ্রমিকদের বেতন, ভাতা, ছুটি, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি ন্যায্য পরিমাণ দেবার জন্য সরকারকে ব্যবস্থা করতে হবে।

ভূমি রাজস্ব নীতি

পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উদ্যোগে আয়োজিত এই জনসভা সরকারের ভূমি রাজস্ব নীতির তীব্র নিন্দা করছে। পুঁজিপতি শিল্পপতিদেরকে খাজনা থেকে বিভিন্নভাবে রেহাই দিয়ে গরীব কৃষকদের উপর পর্যন্ত খাজনা চাপিয়ে দেবার বিরুদ্ধে এই সভা তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করছে। খাজনা আদায় করার জন্য জনসাধারণের উপর যে নির্যাতন ও জুলুম করা হচ্ছে তাতে এই জনসভা বিক্ষোভ প্রকাশ করছে।

কৃষকদের উপর একর নতুন করে একর প্রতি পঞ্চাশ পয়সা কর ধার্য করাকে এই সভা চরম জুলুম বলে ঘোষণা করছে এবং এ কর প্রত্যাহার করার জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানাচ্ছে।

ইসরাইলী বর্বরতা

বৃহৎ শক্তিবর্গের কারসাজিতে সৃষ্ট তথাকথিত ইসরাইল রাষ্ট্রের আরব দেশগুলোর উপর জঘন্য হামলা একটা মর্মভেদ ঘটনা বলে এই সভা মনে করে।

পবিত্র শহর জেরুজালেমের পতন এবং মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় পবিত্রতম স্থান বায়তুল মুকাদ্দাস অভিশপ্ত ইহুদীদের হস্তগত হওয়ায় এই সভা গভীর বেদনা অনুভব করছে। পবিত্র বায়তুল মুকাদ্দাস ও ফিলিস্তিনের সম্পূর্ণ এলাকা পুনরুদ্ধারের জন্য মুসলিম দেশসমূহের ঐক্য জোট গঠনের উপর এই সভা অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করছে। এই সভা আরব দেশপুঞ্জকে আশ্বাস দিচ্ছে যে, তারা যদি ঐক্যবদ্ধভাবে বায়তুল মুকাদ্দাসকে উদ্ধার জন্য সর্বাঙ্গিক অভিযান চালান তাহলে পাকিস্তানের জনগণ পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা দান করবে।

এই সভা আরব ইসরাইল সংঘর্ষের ব্যাপারে জাতিসংঘের পক্ষপাতমূলক ভূমিকার তীব্র নিন্দা করছে এবং বৃহৎ শক্তিবর্গকে সাবধান করে দিচ্ছে যে, ন্যায়বিচারের পরিবর্তে জুলুমের সহায়ক হিসাবে এ বিশ্ব সংস্থাকে ব্যবহার করে তার মানব জাতির সাথে দুশমনি করছেন।

এই সভা ইসরাইল কর্তৃক দখলকৃত আরব এলাকা থেকে ইসরাইলকে অপসারিত করার জন্য এবং ইসরাইলকে জঘন্য হামলাকারী বলে ঘোষণা করার জন্য জাতিসংঘের নিকট জোর দাবী জানাচ্ছে।

আইয়ুব নগর প্রসঙ্গ

এই সভা ঢাকাস্থ দ্বিতীয় রাজধানী শহরের নামকরণের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের জনমন-বিরোধী মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করছে। কিছুদিন পূর্বে ঢাকা ইমপ্রোভমেন্ট ট্রাস্ট কর্তৃক দ্বিতীয় রাজধানীর নাম “আইউব নগর” রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণার বিরুদ্ধে পত্রপত্রিকায় তীব্র প্রতিবাদ হওয়া সত্ত্বেও জনৈক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কর্তৃক সে নাম রাখার খবর প্রকাশ করায় এই সভা বিস্ময় প্রকাশ করছে। পূর্ব পাকিস্তানের দাবী অনুযায়ীই এ নামকরণ করা হয়েছে বলে প্রচার করে মন্ত্রীমহোদয় প্রদেশবাসীকে যে বিদ্রূপ করেছেন, এই সভা তার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছে।

এই সভা প্রেসিডেন্ট আইয়ুবকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যারা তাঁর নামকে ব্যবহার করছেন, তারাই তাঁর দুর্নাম বৃদ্ধি করে চলেছেন।

এই সভা কর্তৃপক্ষকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, পাকিস্তানে যখন কায়েদে আযমের নামেও কোন শহরের নামকরণ করা হয়নি তখন প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের নামে এইরূপ নামকরণ ধৃষ্টতারই পরিচায়ক।

পোষ্টার ও শ্লোগান

পি ডি এম নেতৃবৃন্দের সফরকালে বিভিন্ন স্থানে নিম্নলিখিত পোষ্টার শ্লোগান দেয়া হয় :

১। আটদফা মানতে হবে, ২। গণতন্ত্র-কায়েম কর, ৩। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন-দিতে হবে, ৪। মৌলিক অধিকার-বহাল কর, ৫। সার্বজনীন ভোটাধিকার-ফিরিয়ে দাও, ৬। এক নায়কত্ব-মানব না, ৭। একশ চুয়াল্লিশ ধারা-তুলতে হবে, ৮। আঞ্চলিক বৈষম্য-দূর কর, ৯। রাজবন্দীদের-মুক্তি চাই, ১০। সংবাদ-স্বাধীনতা বহাল কর, ১১। জরুরী আইন-প্রত্যাহার কর, ১২। খাদ্যমূল্য-কমাতে হবে, ১৩। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উচ্চমূল্য রোধ কর, ১৪। শ্রমিকদের দাবী মানতে হবে, ১৫। পাটের দাম-বাড়াতে হবে। জাতীয় পরিষদের সদস্য জনাব মশিহুর রহমান মাদারো মিল্লাতের ইন্তেকালে গভীর মর্মান্বিত হয়েছেন।

জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলীয় ডেপুটি নেতা শাহ আজিজুর রহমান বলেন যে, অদৃষ্টের অদৃশ্য হাত আমাদের মধ্য থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন ও মানবিক অধিকারের মহান আলোকবর্তিকাবাহীকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

সংবাদ
১৭ই জুলাই ১৯৬৭
শেখ মুজিবের আপীলের শুনানী মূলতবী

ঢাকার জেলা ও সেশন জজ অদ্য শেখ মুজিবর রহমানের আপীলের শুনানী মূলতবী ঘোষণা করিয়াছেন বলিয়া পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬৬ সালের কোন এক মাসে আউটার স্টেডিয়ামে আপত্তিকর বক্তৃতার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আফসার উদ্দিন আহমেদ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানকে ১৫ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের যে নির্দেশ দিয়াছিলেন, উক্ত নির্দেশের বিরুদ্ধেই আপীল করা হইয়াছে। অদ্য উক্ত আপীলের শুনানীর দিন ধার্য করা হইয়াছিল।

সংবাদ
২২শে জুলাই ১৯৬৭
শেখ মুজিবের মুক্তি দাবী
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকল্য ঢাকা জেলা ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কার্যকরী সংসদের এক সভা জনাব আহমদুল কবীরের সভাপতিত্বে মতিঝিল ‘মালেক ম্যানশন’ এ অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ঢাকা জেলা ন্যাপ প্রেস রিলিজে জানা যায়।

সভায় দৈনিক ‘সংবাদ’ পুনঃপ্রকাশে আনন্দ প্রকাশসহ কতিপয় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

- (১) এই সভায় অবিলম্বে ন্যাপ সহ-সভাপতি হাজী মোঃ দানেশ, পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপ সম্পাদক জনাব সৈয়দ আলতাফ হোসেন, সহ-সম্পাদক আবদুল হাসিম, আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শেখ মুজিবুর রহমান, বেগম মতিয়া চৌধুরী, পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতির সহ-সভাপতি জনাব হাতেম আলী খানসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী জানাইতেছে।
- (২) এই সভা রাজবন্দীদের দৈনিক বরাদ্দ ন্যূনপক্ষে পাঁচ টাকা করিবার জোর দাবী জানাইতেছে।
- (৩) সভায় সরকার কর্তৃক চলতি বৎসরে পাটের দর যথাক্রমে ২৬, ২৭ ও ২৮ টাকা ধার্য করার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করিতেছে এবং অবিলম্বে উক্ত সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া বর্তমান মওসুমেই পাটের নিম্নতমমূল্য ধার্য করার জোর দাবী জানাইতেছে।

- (৪) এই সভা অবিলম্বে ঢাকা জেলাকে পূর্ণ রেশনিং এলাকা ঘোষণা, ঢাকা জেলার বন্যা প্রাণিত অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রিলিফের ব্যবস্থা এবং সরকার কর্তৃক নূতনভাবে একর প্রতি ৫০ পয়সা করে ধার্যের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়।
- (৫) ঢাকা জেলা ন্যাপ কার্যকরী সংসদের এই সভা মনে করে যে, উপদ্রুত পুনর্বাসন আইন করিয়া এই দেশের সংখ্যালঘুদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করা হইয়াছে। তাহাদের কোনরূপ অতি প্রয়োজনেও জমি হস্তান্তর করিবার সুযোগটুকুও কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে।
- (৬) এই সভা অবিলম্বে উপদ্রুত পুনর্বাসন আইন বাতিল ঘোষণা করিবার দাবী জানাইতেছে।
- (৭) সভায় অবিলম্বে নূতন জমিকর বৃদ্ধির প্রতিবাদে, পাটের মূল্য হ্রাস করার বিরুদ্ধে, জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য ব্যাপক গণ-আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার এবং ন্যাপ প্রাদেশিক কমিটির সভা আহ্বান করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছে।

Pakistan Observer
26th July 1967
Sk. Mujib's detention case
Special Bench starts rehearing
(By Our High Court Correspondent)

The hearing of the habeas corpus petition filed by a Rahman challenging the validity of the latter's detention started on Tuesday in the Dacca High Court.

A Special Bench of the Court consisting of Mr. Justice Baquer, Mr. Justice Abdulla and Mr. Justice Abdul Hakim heard Mr. A. Salam Khan on Tuesday who mostly read the documents and connected Judgments on behalf of the petitioner. This is the re-hearing of the habeas corpus petition filed by Rezaul Mallik after the Supreme Court has remanded the case.

A Full bench of five judges of the High Court earlier heard the petition and by a majority held the detention of the Sheikh as valid. The majority view was that the high Court could not question the subjective satisfaction of the detaining authority as to the grounds of detention.

On appeal the Supreme Court held that the High Court had right to verify the justification of a detention.

The relevant portion of the Supreme Court's order which is the foundation of the present re-hearing of the case and which would govern the future habeas corpus (detention under DPR) cases is as follows:

“The Majority (4 to 1 Judges of the High Court) decision has upheld the validity of the detention of SK. Mujibur Rahman. The detention was under Rule 32 of the Defence of Pakistan rules and although the order of detention itself disclosed no grounds, the High Court relying upon the affidavit filed on behalf of the Government of East Pakistan took the view that since the satisfaction of the detaining authority is a subjective satisfaction, it was the sole judge of the facts namely as to whether a particular activity of a particular citizen will in any way directly or immediately affect the society or the defence of the state or not.

“The learned judge in Majority were of the opinion that for a court to go beyond this question, would amount to satisfying its mind for that of the executive without being in possession of facts and also not being authorised to do so.

“This conclusion is contrary to the view taken by this court in its recent decision in the case of Malik Golam Jilani wherein it has been held that even the orders of the executive passed under the Defence of Pakistan Rules are not immune from judicial review. It is for the courts to be satisfied that reasonable grounds existed upon which the satisfaction of the detaining authority could be grounded and that such grounds were reasonable and within the ambit of the law authorising the detention.

“The High Court can and should consider and reach a conclusion as to whether upon the evidence placed before it, justification existed for the satisfaction expressed by the Deputy Commissioner.”

The case started when Rezaul Malik a friend of Sheikh Mujibur Rahman, petitioned in the Dacca High Court to bring the latter to the Court and set him at liberty. According to the petitioner the detention of the Sheikh was void as there were no material whatsoever before the detaining authority against the Sheikh. He said that under the circumstances the detaining authority (the Deputy Commissioner of Dacca who passed the impugned order of detention of the Sheikh) was not validly satisfied as to the alleged prejudicial activities of the Sheikh.

He said that Sheikh Mujibur Rahman was a constitutional agitator and contributed largely towards the achievement of Pakistan.

The petitioner said that the detenu was now the President of East Pakistan Awami League. According to him the Awami

League was fighting to ventilate the grievances of the people constitutionally. He said that the constitution Provided for the removal of disparity so that Pakistan could be founded on a strong footing. The Sheikh has recently launched a constitutional ‘six-point’ movement to ventilate the grievances of the people and to remove disparity between the two wings. While propagating the ‘six-point’ the Sheikh had to criticise some actions of the Government which was “Convention Muslim League Government.” The President of the Convention Muslim League Field Marshal Md. Ayub Khan who is also the head of the state openly declared, “movements must be crushed,” the petitioner said in paragraph 12 of his petition.

The petitioner said that his friend was arrested on May 8, 1966 from his Dhanmandi residence under the provisions of the Defence of Pakistan Rules, on the charge of prejudicial activities. The detention was a clear act of grudge and vengeance against the Sheikh, the petitioner added. He said that specific cases had already been started against the Sheikh on various allegations. Therefore detention of the Sheikh on any other allegations was not at all called for he added. He said that the detention order was vague and indefinite and did not disclose as to what were the Sheikh’s prejudicial activities.

The petitioner also said that the Defence of Pakistan Rules was ultra vires. He also said that detention under the DPR was bad in the presence of the East Pakistan Public Safety Ordinance which provided for detentions.

Mr. Salam Khan was still arguing when the court rose for the day.

Mr. Khan was assisted by Messrs. Serajul Huq, M. A. Rab and Aminul Huq.

Mr. Asrarul Husain, Advocat General with S. M. Abbas appeared for the State.

Pakistan Observer

26th July 1967

AROUND THE COURTS

Allegation of harassment by Police

(By Our Court Correspondent)

The bail petition of Abdul Kader Chowdhury, his wife and teenage sons came up for hearing in the court of the Sessions Judge on Tuesday who adjourned it till Friday next.

Abdul Kader Chowdhury of 112, H. K. Das Road, Dacca, his wife Badrunnessa, aged about 45, teenage sons Jinnah Chowdhury and Panna Chowdhury were on Tuesday last granted bail in a criminal case brought by the Police on complaint by a servant of his neighbour residing at 111, H.K. Das Road.

The alleged offenders were arrested by the Sutrapur Police on July 18 early morning from their residence.

Due to the police detention Panna Chowdhury a student of Class x in Government Muslim High School Dacca could not appear at his examination on July 18.

On Tuesday the defence lawyer moving the bail in the Magistrates' Court had said that a police officer was constantly harassing Kader Chowdhury and the entire members of his family by instituting cases through others like servant and driver and by exerting influence over the thana police.

On July 16 the neighbour Police Officer's servant Nurul Amin complained to the police that Abdul Kader Chowdhury, his wife and two sons abused the servant and threatened him in various ways. The complaint was by way of a "telephone message".

Receiving the servant's "telephone message" a Sutrapur Police went to the spot and reported that he had found it correct that the accused abused the servant in "filthy language and threatened him with assault and even with murder."

The police stated that the accused were "very dangerous and desperate in nature and prayed to the court to issue warrants for their arrest and to ask them to furnish bonds for keeping peace.

The SDO, South, Dacca on July 17 ordered for issuance of such warrants against the four accused and notices for bond under Sections 117(3) and 107 of the Cr. P.C.

Pakistan Observer
27th July 1967
AROUND THE COURTS
Hearing of DPI's case
Govt. accused of blocking prospects
(By Our Court Correspondent)

The Government of East Pakistan was accused of having blocked the bright prospects of Khan Bahadur Abdul Hakim, formerly Director of Public Instructions and cast a stigma on his position and prestige in society by ordering his compulsory retirement illegally.

This was stated on Monday by the Khan Bahadur's lawyer before sub-Judge A. K. Faizuddin who was giving hearing to the DPI's suit challenging the retirement during the Martial law regime.

The defence imputed misconduct to the DPI and argued that the retirement was justified. Hearing over, the judgment was reserved.

Kazi Serajul Islam who argued the plaintiff's case submitted that prior to his compulsory retirement with effect from June 30, 1959 by an order of the Governor of East Pakistan, the latter was asked to show cause to certain charges by the Government's Screening Committee Chairman D. K. Power on March 29, 1959.

Pakistan Observer
27th July 1967
AROUND THE COURTS
Sk. Mujib's detention case Hearing continue
(By Our Court Correspondent)

A Special Bench of the Dacca High Court continued the hearing of the habeas corpus application which challenged the validity of the detention of Provincial Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman.

Mr. Justice Baquer, Mr. Justice Abdulla and Mr. Justice Abdul Hakim comprised the Special Bench.

Mr. A. Salam Khan resuming his argument said that detaining a person for political victimisation by only quoting a section of the Defence of Pakistan Rules which catalogued the prejudicial activities would not do. Those catalogued activities must have some reference to the detenu's activities, he said.

Mr. Salam Khan discussed before the Bench the case of Golan Jilani in which the activities of the detenu related to the criticism of Tashkent Declaration. In consideration, of the fact that criticism of Tashkent Declaration after its conclusion was to bring the Government established by law into hatred, the Court held that the detenu's activities came under the mischief of Defence of Pakistan Rules, he said.

In the present case the duty of the Court shall be to see if the activities of the Sheikh had any bearing on any such urgent and important issue such as the Tashkent Declaration etc., Mr. Khan argued Mr. Khan told the court that already specific cases were started against the detenu on allegations.

“What more was left now in the matter so as to warrant the Sheikh’s arrest under a stringent law such as the DPR”, he added.

Mr. Salam Khan was still arguing when the court rose for the day. Hearing resumes today (Thursday).

This was the re-hearing of the habeas corpus application filed by one Rezaul Mallik, a friend of the Sheikh on remand by the Supreme Court of Pakistan.

The petitioner challenged the detention in the High Court. According to him the detenu never indulged in prejudicial activities. The detenu was a constitutional agitator for the ventilation of people’s rights, he said.

The petitioner submitted that the Deputy Commissioner of Dacca had no material whatsoever before him to pass the detention order of the Sheikh.

“However a full bench of the High Court, by a majority of 4 to 1 judges earlier rejected Rezaul Mallik’s contention in the ground that the subjective satisfaction of the detaining authority as to the activities of a citizen could not be substituted by the satisfaction of a court which was not in possession of facts.

On appeal by Rezaul Mallik, the Supreme Court remanded the case to the High Court for its disposal in the light of Golam Jilani’s case which was recently disposed of by the Supreme Court.

In that case the Supreme Court held that the High Court should consider the materials placed before it by the detaining authority about a detenu and must satisfy itself that valid grounds of detention existed.

আজাদ

২৮শে জুলাই ১৯৬৭

শেখ মুজিবের মামলা

সওয়াল-জবাবের তৃতীয় দিবস অতিক্রান্ত

(হাইকোর্ট রিপোর্টার)

গতকাল বৃহস্পতিবার তিনজন বিচারপতি সমবায়ে গঠিত ঢাকা হাইকোর্টের এক বিশেষ বেঞ্চ সমীপে দেশরক্ষা আইনে জনাব শেখ মুজিবর রহমানের আটকের বিরুদ্ধে পেশকৃত হেবিয়াস কর্পাস আবেদনের শুনানীর তৃতীয় দিবস অতিক্রান্ত হয়।

গতকাল আবেদনকারীর পক্ষে জনাব আবদুস সালাম খান তাঁহার বক্তব্য শেষ করিলে সরকারপক্ষে এডভোকেট জেনারেল জনাব আসরাফুল হোসেন তাঁহার বক্তব্য পেশ শুরু করেন।

সংশ্লিষ্ট বিশেষ বেঞ্চ বিচারপতি জনাব বাকের, বিচারপতি জনাব আবদুল্লা ও বিচারপতি জনাব আবদুল হাকিম সমবায়ে গঠিত।

অদ্য পুনরায় উক্ত মামলা অসমাপ্ত শুনানী শুরু হইবে।

আজাদ

২৮শে জুলাই ১৯৬৭

আইন আদালত

শেখ মুজিবের মামলা

সরকার পক্ষের বক্তব্য পেশ

(হাইকোর্ট রিপোর্টার)

দেশরক্ষা আইনে জনাব শেখ মুজিবর রহমানের আটককে চ্যালেঞ্জ করিয়া পেশকৃত হেবিয়াস কর্পাস আবেদনের শুনানীর চতুর্থ দিবস গতকল্য শুক্রবার অতিবাহিত হয়। ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব বাকের, বিচারপতি জনাব আবদুল্লা ও বিচারপতি জনাব আবদুল হাকিম সমবায়ে গঠিত এক বিশেষ বেঞ্চ উক্ত মামলা শ্রবণ করেন।

গতকাল সরকারপক্ষে এডভোকেট জেনারেল জনাব আসরাফুল হোসেন তাঁহার অসমাপ্ত বক্তব্য পেশ করেন।

এডভোকেট জেনারেল বলেন যে, সংশ্লিষ্ট মামলায় আটক জনাব শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে সংগৃহীত তথ্য আপত্তিকর কিনা সে ব্যাপারে বিচারের এখতেয়ার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। বর্তমান ক্ষেত্রে সরকার কতিপয় কাগজ ও দলিল প্রদর্শন সম্পর্কে বিশেষ অধিকার দাবী করিতে পারেন।

এডভোকেট জেনারেল আরও বলেন যে, দেশরক্ষা অর্ডিন্যান্সের ১৫ ধারা জনাব শেখ মুজিবের মামলায় প্রযোজ্য নহে। কেননা উক্ত ধারায় কোন ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনযাত্রা যথাসম্ভব ক্ষুণ্ণ না করার বিধান অনুপস্থিত। উক্ত ধারায় কোন ব্যক্তির অনু সংস্থানের পথ ক্ষুণ্ণ না করার নির্দেশ রহিয়াছে। উক্ত মামলার অসমাপ্ত শুনানী পুনরায় আগামী সোমবার অনুষ্ঠিত হইবে।

সংবাদ

২৮শে জুলাই ১৯৬৭

শেখ মুজিবের হেবিয়াস কর্পাস মামলার দ্বিতীয় দিনের শুনানী

(আদালত বার্তা পরিবেশক)

গত বুধবার মহামান্য ঢাকা হাইকোর্টে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব শেখ মুজিবর রহমানের হেবিয়াস কর্পাস মামলার শুনানীর দ্বিতীয় দিন অতিবাহিত হইয়াছে।

আবেদনকারীর কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান গত মঙ্গলবারের বক্তব্যের জের টানিয়া পাকিস্তানের জরুরী আইন তথা দেশরক্ষা বিধি ও পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের ৩০ নং ধারা প্রাদেশিক আইনসমূহের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিয়া বলেন যে, জরুরী আইনসমূহের প্রয়োগ, আইনের যথাযথ উদ্দেশ্যের প্রতি খেয়াল রাখিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে এবং প্রতি ক্ষেত্রে ইহার সরল ব্যাখ্যা দিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে তিনি কয়েকটি উদাহরণ মহামান্য আদালতের নিকট উল্লেখ করেন। আবেদনকারীর কৌসুলী শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে যেসব তথ্যাদি সরকার সংগ্রহ করিয়াছেন— যার ফলে কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হইয়া শেখ সাহেবকে বন্দী করিয়াছেন তাহা জানিতে চাহিলে সরকার পক্ষীর কৌসুলী এডভোকেট জেনারেল মাননীয় আদালতের নিকট উল্লেখ করেন যে, উক্ত তথ্যাদি গোপনীয়, সুতরাং প্রকাশ্য আদালতে আইনগত দিক দিয়া বিরাট অসুবিধা রহিয়াছে। এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী পহেলা আগষ্ট উভয়পক্ষের কৌসুলীদেরকে রুদ্ধ আদালতে দেখান হইবে এবং ইহা সর্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করা হইবে না বলিয়া হলফ করিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আবেদনকারীর কৌসুলীগণ ইহাতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছেন।

আগামী পহেলা আগষ্ট মামলার শুনানী পুনরায় শুরু হইবে।

Pakistan Observer
29 th July 1967
AROUND THE COURTS
Mujib's case
Advocate-General continues arguments
(By Our High Court Correspondent)

The Advocate-General Mr. Asrarul Husain continued his arguments on Friday in the Sheikh Mujib's habeas corpus application. Mr. Hussain started his submissions on ...

before a special bench of the Dacca High Court constituted by Mr. Justice Abdulla and Mr. Justice Baqur, Mr. Justice Abdulla and Mr. Justice Abdul Hakim.

Mr. Husain sought to justify the action of the Government to detaining the Sheikh.

Mr. Asrarul Husain submitted that breach in continuity in passing the detention order would not invalidate a detention Mr. Husain was trying to Justify the gap of 27 days between the latest and "last but one" order of detention of the Sheikh.

Mr. Husain also argued that the authority was legally entitled to pass the detention order under Rule 32 of the Defence of

Pakistan Rules. The question of passing a less harsh order under another Rule did not arise under the circumstances, he said. He also said that when emergency was still in existence and the DPR was the law, any order could validly be passed by the authority under the DPR to prevent a citizen from acting in a prejudicial manner.

Mr. Husain also argued that the High Court could verify the justification of a detention order but that is in a very limited sense. He said that a habeas corpus petition was not an appeal and therefore the Court would only see if there was any prima facie justification in detaining a man to stop him acting in a prejudicial manner.

সংবাদ
২৯শে জুলাই ১৯৬৭
শেখ মুজিবের হেবিয়াস কর্পাস মামলা
(আদালত বার্তা পরিবেশক)

গতকল্য (শুক্রবার) মহামান্য ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব বাকের, বিচারপতি জনাব আবদুল্লাহ ও বিচারপতি জনাব আবদুল হাকিম সমবায়ে গঠিত এক বিশেষ বেঞ্চে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের হেবিয়াস কর্পাস মামলায় সরকার পক্ষীয় কৌসুলীর আবেদন প্রাথমিক পর্যায়ে শেষ হইয়াছে। এডভোকেট জেনারেল জনাব আসরাফুল হোসেন সরকারপক্ষে আবেদন পেশ করেন। তিনি শাসনতন্ত্র, পাকিস্তান দেশরক্ষা বিধি ও ফৌজদারী কার্যবিধির প্রাসঙ্গিক ধারাসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা আদালতের নিকট পেশ করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, আগামী পহেলা আগষ্ট সরকারপক্ষ গোপন তথ্যাদি আদালতে পেশ করিবেন এবং সেই দিন উক্ত পেশকৃত তথ্যাদির উপর শুনানী হইবে।

সংবাদ
২৯শে জুলাই ১৯৬৭
শেখ মুজিবের হেবিয়াস কর্পাস মামলা
(আদালত বার্তা পরিবেশক)

গতকল্য (শুক্রবার) মহামান্য ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব বাকের, বিচারপতি জনাব আবদুল্লাহ ও বিচারপতি জনাব আবদুল হাকিম সমবায়ে গঠিত এক বিশেষ বেঞ্চে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর

রহমানের হেবিয়াস কর্পাস মামলায় সরকার পক্ষীয় কৌসুলীর আবেদন প্রাথমিক পর্যায়ে শেষ হইয়াছে। এডভোকেট জেনারেল জনাব আসরাফুল হোসেন সরকারপক্ষে আবেদন পেশ করেন। তিনি শাসনতন্ত্র, পাকিস্তান দেশরক্ষা বিধি ও ফৌজদারী কার্যবিধির প্রাসঙ্গিক ধারাসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা আদালতের নিকট পেশ করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, আগামী পহেলা আগষ্ট সরকারপক্ষ গোপন তথ্যাদি আদালতে পেশ করিবেন এবং সেই দিন উক্ত পেশকৃত তথ্যাদির উপর শুনানী হইবে।

Pakistan Observer

2nd August 1967

AROUND THE COURTS

MUJIB'S CASE HEARING IN CAMERA CONCLUDED

(By Our High Court Correspondent)

The hearing of Sheikh Mujibur Rahman's Habeas Corpus petition concluded on Tuesday in camera before a Special Bench of the Dacca High Court.

The Special Bench consisted of Mr. Justice Baquer, Mr. Justice Abdulla and Mr. Justice Abdul Hakim.

The hearing of the case started on Tuesday Bench and as usual it was open to public. But when the necessity to place the materials (against the Sheikh) before the Court arose the Advocate-General pleaded that these materials could not be placed in public. He desired that the proceedings be confidential and be held in camera. Then on Monday the hearing started in camera.

This is the re-hearing of Mr. Rezaul Mallik's application in which he sought the release of his friend, Sheikh Mujib President of the East Pakistan Awami League. He was arrested on May 8, 1966 under the provisions of the Defence of Pakistan Rules. A Full Bench earlier by a majority dismissed his application on the ground that the satisfaction as to the prejudicial activities of the Sheikh lay with the Executive. The Executive was in possession of the facts, the Full Bench held. The Executive's subjective satisfaction could not be substituted by the satisfaction of the Court, the Full Bench observed.

On appeal the Supreme Court remanded the case to the High Court to hear and verify the facts, if the detention was warranted under the circumstances. The Supreme Court also asked the High Court to seek guidance from Golam Jilani's case which was recently disposed of by the Supreme Court, in this respect.

Morning News

3rd August 1967

Hearing in Mujib case concludes

(By Our High Court Correspondent)

The Special Bench of the Dacca High Court consisting of Mr. Justice Salahuddin Ahmed, Mr. Justice Abdullah and Mr. Justice Abdul Hakim concluded hearing of Sheikh Mujibur Rahman's detention case.

Their lordships reserved their judgment in the case. The judgement will be delivered at a later date.

The case arising out of Sheikh Mujibur Rahman's detention under Defence of Pakistan Rules was remanded by the Supreme Court to the Dacca High Court to rehear the case in the light of its recent judgment in the retention case of Malik Ghulam Jilani. In that case the Supreme Court had held that even executive orders in such cases were subject to judicial review.

The hearing of the remand case lasted for six days.

দৈনিক পূর্বদেশ

৬ই আগষ্ট ১৯৬৭

দেশরক্ষা বিধি ও নিরাপত্তা আইনে যাঁরা আটক আছেন

পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন কারাগারে বর্তমানে প্রায় ষাটজন রাজনৈতিক নেতাকর্মী, শ্রমিক নেতা, কৃষকনেতা ও ছাত্রনেতা দেশরক্ষা আইন ও নিরাপত্তা আইনে আটক রয়েছেন। তাদের মধ্যে কয়েকজনের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট মামলা দায়ের করেছেন। অধিকাংশ রাজবন্দীর নাম নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

শেখ মুজিবুর রহমান (সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ), হাজী মোহাম্মদ দানেশ (সহ-সভাপতি, ন্যাপ), সৈয়দ আলতাফ হোসেন (সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপ), তাজুদ্দিন আহমদ (সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাক আঃ লীগ), হাতেম আলী খান (সহ-সভাপতি, কৃষক সমিতি), রণেশ দাশগুপ্ত (সাংবাদিক), সত্যেন সেন (সাংবাদিক), রণেশ মৈত্রী (সাংবাদিক), আনোয়ারুল হক (সাংবাদিক), মিজানুর রহমান চৌধুরী (এম, এন, এ), খন্দকার মোস্তাক আহমদ (প্রাঃ আঃ লীগ সদস্য), ক্যাপটেন মনসুর আলী (সাবেক প্রাঃ উজীর), আশুতোষ ভরদ্বাজ, আবদুল মোমেন, অমল সেন, রফিকুল হোসেন, আবদুল হালিম, সন্তোষ ব্যানার্জী, মোহাম্মদ হানিফ, আবদুল হাই, ব্রজেন সাহা, শামসুল হক ভূঁইয়া, আমিনুল ইসলাম, অজয়

রায়, মোল্লা জালাল উদ্দীন, জোতিষ বসু, কে, এম, ওবায়দুর রহমান, আমজাদ হোসেন, আমিনুদ্দীন, রফিক আহসান, আমজাদ হোসেন, গোলাম হাসনায়ন, মেসের আলি, শেখ ফজলুল হক (মনি), আবদুল মান্নান, নুরুল ইসলাম, সিরাজুল ইসলাম, মহিউদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক আবদুল হাই, অধ্যাপক আবু তাহের, অধ্যাপক তৈয়বুর রহমান, অধ্যাপক গাজী, মিসেস মতিয়া চৌধুরী (ছাত্র ইউনিয়নের একটি গ্রুপের সাবেক সভানেত্রী), ফেরদৌস আহমদ কোরেশী (পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সভাপতি), রাশেদ খান মেনন (ছাত্র ইউনিয়ন অপর গ্রুপের সভাপতি), নূরে আলম সিদ্দিকী, মনিরুল ইসলাম, শাহ আজিজ, শফি আহমদ, আবদুস সামাদ চৌধুরী, অচিন্ত কুমার সেন, মানবেন্দ্র বটব্যাল, এস এম ওসমান, নাসিম আহমদ, সিরাজুল হোসেন খান (পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশনের সম্পাদক), আবদুল মান্নান (পূর্ব পাক চটকল শ্রমিক ফেডারেশনের সম্পাদক)।

Pakistan Observer

10th August 1967

AROUND THE COURTS

Majority of Special Bench uphold Mujib's detention

(By Our High Court Correspondent)

A Special Bench of the Dacca High Court by a majority of two to one Judges upheld the detention of Sheikh Mujibur Rahman, the Provincial Awami League chief, under the provisions of the Defence of Pakistan Rules on the charge of indulging in prejudicial activities.

Mr. Justice Baquer and Mr. Justice Abdul Hakim of the Bench held that the activities of Sheikh Mujib as placed by the State if considered as a whole, would show the subjective satisfaction of the detaining authority in passing the impugned order of detention of Sheikh Mujib.

Mr. Justice A.M. Abdulla of the Bench did not agree with the above view. According to him the impugned order of Sheikh Mujib's detention was unwarranted under the fact and circumstances.

Mr. Justice Baquer while delivering the judgment (with whom Mr. Justice Abdul Hakim concurred) said that he has gone through the affidavit filed by the State in which the prejudicial activities of Sheikh Mujib were catalogued. The Judge also said that he has considered the reply of the detenu. The allegations of the State against Sheikh Mujib ranged from delivering prejudicial

speeches in different meetings and creating hatred between the two Wings of Pakistan.

The detenu however, denied all the allegations. According to him, he was working for a stronger Pakistan on the basis of justice to all. He therefore, demanded complete provincial autonomy for both the Wings of Pakistan on the basis of Lahore Resolution of 1940 moved by the great leader of Bengal the Sher-e-Bangla A. K. Fazlul Huq. He denied having indulged in any prejudicial activity.

Mr. Justice Baquer held that reading as a whole the catalogued allegations against Sheikh Mujib, "We are not convinced of the innocence" of it.

Mr. Justice Abdulla in his separate judgment said that admittedly (which was not denied by the State) Mujib was a political leader and was first a member of Muslim League and fought for Pakistan. Now he was the President of the Provincial Awami League and in that capacity he formulated a 'six-point' programme mainly to remove disparity between the two Wings of Pakistan and to achieve complete provincial autonomy for both the Wings as he thought Pakistan could thereby be founded on a strong footing. The Judge said that a Bench of this High Court (consisting of Mr. Justice Baquer and Mr. Justice Abdul Hakim) earlier held that 'six-point' programme by itself was not prejudicial. On the basis of these facts the Judge said that it was obvious that when occasion arose. Sheikh Mujib in his capacity as the President of the East Pakistan Awami League would criticise the actions of the Government in the light of the "six-points". But "we are to see if the criticisms were violent and exciting and if any unwanted incident occurred due to that", the Judge observed.

Mr. Justice Abdulla further observed that the State could not place any material whatsoever to show that the activities of Sheikh Mujib were exciting. The expression 'exciting' used by the State in the files was only their presumptions.

Mr. Justice Baquer said that in considering a detention case it should not be lost sight of the fact that the law was not only retrospective but also prospective. So, the detaining authority could also consider the likelihood of the detenu's indulging in prejudicial activities after his release.

His Lordship was referring to the contention made on behalf of the detenu that the last order of his detention was passed on May 29, 1967 though the last but one order of his detention expired on May 3, 1967 and, in between, he was detained without any authority.

It was also contended on behalf of the detenu in this connection that since he could not indulge in prejudicial activities during the interregnum (from May 3 to May 29), the last order had no basis. In this connection Mr. Justice Baquer considered the statement made on behalf of the State that since Sheikh Mujib was detained due to a conviction, the necessity of passing any detention order did not arise.

Mr. Justice Baquer held that the detention order might be passed prospectively to stop a person from acting in a prejudicial manner in future.

Mr. Justice Abdulla said that the detaining authority was the Deputy Commissioner of Dacca, and he must be satisfied personally as to the prejudicial activities of the detenu. In the present case a Section Officer of the Provincial Government came to depose. Neither he nor the Provincial Government was the detaining authority and the Deputy Commissioner of Dacca did not come before the Court to justify his actions, the Judge observed.

In the files produced before the Court the allegations against Sheikh Mujib of prejudicial activities located at different parts of the Province (and beyond Dacca). If these were also considered by the Deputy Commissioner, Dacca, before whom legitimately these facts could not come, the detenu at once deserved a release order he said.

The satisfaction must be subjective of the detaining authority and for this reason his Lordship dissented with the majority Judges of the Full Bench (that earlier held the detention of Sheikh Mujib as valid) to hold that the High Court had right to scrutinise the veracity of an order of detention, the Judge said. His Lordship said that the Supreme Court upheld his view and referred this case for re-hearing (as stated below).

Mr. Justice Abdulla said that while considering the prejudicial activities of the detenu, the facts that supported his innocence should also be considered together. His Lordship then referred to the speech first delivered by Sheikh Mujib condemning the Indian aggression which was broadcast from all stations of Radio Pakistan and in which he called upon all concerned to unite and fight.

His Lordship also said that while applying the Defence of Pakistan Rules to detain a man, it must be shown that his activities were related to the defence of Pakistan or the state of war.

To deal with other kinds of prejudicial activities, the Public Safety Act was inexistence and the Provincial Government was

powerful to apply that law. In the present case the application of the Defence of Pakistan Rules was bad, the Judge said.

On a prayer made on behalf of the petitioner, the Court was pleased to certify that this was a fit case for appeal to the Supreme Court.

This judgement was delivered after the re-hearing of the habeas corpus petition filed by Rezaul Mallik.

A Full Bench of five judges of the High Court earlier heard the petition and by a majority held the detention of Sheikh Mujib as valid. The majority view was that the High Court could not question the subjective satisfaction of the detaining authority as to the grounds of detention.

On appeal the Supreme Court held that the High Court had right to verify the justification of a detention.

The relevant portion of the Supreme Court's order which is the foundation of the re-hearing of the case is as follows:

"The majority (4 to 1 Judges of the High Court) decision has upheld the validity of the detention of Sk. Mujibur Rahman. The detention was under Rule 32 of the Defence of Pakistan Rules and although the order of detention itself disclosed no grounds, the High Court relying upon the affidavit filed on behalf of the Government of East Pakistan took the view that since the satisfaction of the detaining authority is a subjective satisfaction. It was the sole judge of the facts, namely as to whether a particular activity of a particular citizen will in any way directly or immediately affect the society or the defence of the State or not.

"The learned judges in majority were of the opinion that for a court to go beyond this question, would amount to satisfying its mind for that of the executive without being in possession of facts and also not being authorised to do so.

"This conclusion is contrary to the view taken by this court in its recent decision in the case of Malik Golam Jilani wherein it has been held that even the orders of the executive passed under the Defence of Pakistan Rules are not immune from judicial review. It is for the courts to be satisfied that reasonable grounds existed upon which the satisfaction of the detaining authority could be grounded and that such grounds were reasonable and within the ambit of the law authorising the detention.

"The High Court can and should consider and reach a conclusion as to whether, upon the evidence placed before it, justification existed for the satisfaction expressed by the Deputy Commissioner".

সংবাদ
১০ই আগস্ট ১৯৬৭
ঢাকা হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাসের রায়
শেখ মুজিবরের আটক বৈধ ঘোষণা
(আদালত বার্তা পরিবেশক)

গতকাল্য (বুধবার) মহামান্য ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব আবদুল্লাহ ও বিচারপতি জনাব আবদুল হাকিমকে লইয়া গঠিত এক বিশেষ এজলাস ছয়-দফার উদ্যোক্তা পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব শেখ মুজিবর রহমানের হেবিয়াস কর্পাস মামলার রায় ঘোষণা করেন।

দেশরক্ষা বিধিবলে গত ৮ই মে ১৯৬৬ তারিখে জনাব শেখ সাহেবকে আটক করা হয় এবং অদ্যাবধি বিভিন্ন সময়ে আটক মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। উক্ত আটকাদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিয়া উক্ত আদালতে হেবিয়াস কর্পাস মামলা গত ১২/৫/৬৬ তারিখে দায়ের করা হয়। উক্ত আদালতের বিচারপতি জনাব সিদ্দিকী, বিচারপতি জনাব এম, আর, খান, বিচারপতি জনাব এ, এম, সায়েম ও বিচারপতি জনাব আবদুল্লাহ সমবায় গঠিত বেঞ্চে উক্ত মামলার পূর্ণ শুনানীর পর মাননীয় আদালত উক্ত আটকাদেশকে বৈধ বলিয়া ঘোষণা করেন।

অতঃপর সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করিলে মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট পুনর্বিবেচনার জন্য উক্ত আদালতকে নির্দেশ দান করেন।

উক্ত বিশেষ বেঞ্চে এই মামলার বিষয়বস্তু ও আবেদনকারীর আবেদন বিবেচনা কল্পে, মাননীয় বিচারপতি এর দ্বিমতে বিভক্ত হইয়া পড়েন। মাননীয় বিচারপতি জনাব বাকের ও মাননীয় বিচারপতি জনাব আবদুল হাকিম আটকাদেশটি বৈধ বলিয়া ঘোষণা করেন এবং মাননীয় বিচারপতি জনাব আবদুল্লাহ উক্ত আটকাদেশকে অবৈধ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। এহেন পরিস্থিতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতই আদালতের রায় বলিয়া গণ্য হইবে।

আবেদনকারীর পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন জনাব আবদুস সালাম খান, জনাব এম, এ, রব, জনাব সিরাজুল হক ও এম, এস, জোহা চৌধুরী। পক্ষান্তরে সরকারপক্ষে উপস্থিত ছিলেন এডভোকেট জেনারেল জনাব আসরাফুল হোসেন ও জনাব এস, এম, আব্বাস।

দৈনিক পাকিস্তান
১০ই আগস্ট ১৯৬৭
মুজিবের আটকাদেশ বৈধ ঘোষণা
(হাইকোর্ট রিপোর্টার)

গতকাল বুধবার ঢাকা হাইকোর্টে সেখ মুজিবর রহমানের হেবিয়াস কর্পাস মামলার পুনর্বিচারের রায় প্রদান করা হয়। বিশেষ বেঞ্চার অধিকাংশ

বিচারপতি হেবিয়াস কর্পাস আবেদন খারিজ করে দিয়ে দেশরক্ষাবিধি বলে প্রদত্ত আটকাদেশকে বৈধ বলে ঘোষণা করেন। কেবলমাত্র বিচারপতি জনাব আবদুল্লাহ পৃথক রায় প্রদান করেন এবং আটকাদেশ আইনের দৃষ্টিতে অচল বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল দায়ের করার জন্য হাইকোর্ট সার্টিফিকেট প্রদান করে।

উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬৬ সালের ৬ই মে শেখ মুজিবকে দেশরক্ষাবিধি বলে আটক করা হয় এবং এরপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আদেশবলে আটকের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। উক্ত আটকাদেশ চ্যালেঞ্জ করে ঢাকা হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাস আবেদন পেশ করা হলে হাইকোর্টের পাঁচজন বিচারপতি সমন্বয়ে গঠিত এক বিশেষ বেঞ্চার চারজন বিচারপতি আটকাদেশকে বৈধ ঘোষণা করেন। একমাত্র বিচারপতি জনাব আবদুল্লাহ আটকাদেশকে অবৈধ বলে রায় প্রদান করেন। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল দায়ের করলে সুপ্রীম কোর্ট হাইকোর্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতিদের রায় বাতিল করে দেন এবং পুনর্বিচারের জন্য মামলাটি হাইকোর্টে ফেরৎ পাঠান। বিচারপতি জনাব বাকের, বিচারপতি জনাব আবদুল্লাহ ও বিচারপতি জনাব এ হাকিম সমবয়ে গঠিত বিশেষ বেঞ্চে মামলাটির শুনানী অনুষ্ঠিত হয় এবং গতকাল উক্ত বিশেষ বেঞ্চে রায় প্রদান করেন।

গত মে মাসে দেশরক্ষা বিধিবলে আটকাদেশের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর উক্ত আদেশকে আর বর্ধিত করা হয়নি। কিন্তু উক্ত সময়ে বিশেষ মামলায় তিনি জেলে ছিলেন। ঐ মামলায় ঢাকা দায়রা জজ কর্তৃক জামীন প্রদান করায় কর্তৃপক্ষ আবার নূতন করে দেশরক্ষাবিধি বলে আটকাদেশ প্রদান করেন। উক্ত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে অপর একটি হেবিয়াস কর্পাস আবেদন পেশ করা হলে হাইকোর্ট রুল জারী করেন। দুটো রুলের শুনানী একই সঙ্গে উক্ত বিশেষ বেঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। শুনানীকালে রুদ্ধদ্বার কোর্টে সরকার সেখ মুজিবের বিরুদ্ধে যাবতীয় গোপন নথিপত্র কোর্টে পেশ করেন। বিচারপতি জনাব বাকের ও বিচারপতি জনাব এ, হাকিম অভিমত প্রকাশ করেন যে, শেখ মুজিবকে আটক রাখার যথেষ্ট কারণ কর্তৃপক্ষের নিকটে আছে। বিচারপতি জনাব আবদুল্লাহ অভিমত প্রকাশ করেন যে, রাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থী এমন কোন কারণ সেখ মুজিবের আটকের পেছনে নেই। সুতরাং দেশরক্ষা বিধিবলে তাকে আটক রাখা আইনের দৃষ্টিতে অচল। বিচারপতি জনাব বাকের ও বিচারপতি জনাব হাকিম আটকাদেশ বৈধ ঘোষণা করে দুটো রুলই খারিজ করে দেন। কিন্তু বিচারপতি জনাব আবদুল্লাহ দুটো রুলেই আটকাদেশ অবৈধ বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

শেখ মুজিবের পক্ষে জনাব আবদুস সালাম খান, জনাব সিরাজুল হক, জনাব এম, রব ও জনাব আমিনুল হক এবং সরকারপক্ষে এডভোকেট জেনারেল জনাব আশরাফুল হোসেন, জনাব এস এম, আব্বাস ও জনাব নূরুল্লা মামলা পরিচালনা করেন।

সংবাদ

১২ই আগস্ট ১৯৬৭

আওয়ামী লীগ নেতার বিবৃতি

রাজবন্দীদের মুক্তিদান অথবা বিচার করুন

পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য মালিক হামিদ সরফরাজ সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন, শেখ মুজিবর রহমানসহ বহু প্রখ্যাত আওয়ামী লীগ নেতাকে দেশরক্ষা আইনে বৎসরাধিককাল যাবৎ আটক রাখা হইয়াছে। বিশিষ্ট জেলা হাইকোর্ট বার সমিতিগুলি ছাড়াও পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলসমূহ শেখ মুজিবর রহমান ও অপরাপর নেতাদের হয় মুক্তি দান অথবা সাধারণ আদালতে বিচারের জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানান।

অবশেষে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রগণ প্রদেশব্যাপী রাজবন্দীদের মুক্তি দাবীর অভিযান পরিচালনা করে। কিন্তু সরকার ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ কঠোর হস্তে দমন করেন।

শেখ মুজিবর রহমানের ‘৬-দফা কর্মসূচী’র সহিত কেহ ভিন্নমত পোষণ করিতে পারেন। কিন্তু মালিক সরফরাজ সরকারকে সতর্ক করিয়া দেন যে, সরকার ৬-দফার বিরুদ্ধে জনমত গড়িয়া তুলিতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছেন।

Pakistan Observer

20 August 1967

Six-point group meets

Awami League splits apart

(an OBSERVER report)

The break in the Awami League is now fait accompli after “Council” meeting by the Amena Begum group on Saturday.

The Six-point group of the East Pakistan Awami League has finally decided to go-it-alone and not to join the Pakistan Democratic Movement.

They also took a move “to expel” those who had decided to join the PDM.

In a meeting of the EPAL, earlier declared illegal and cancelled by a requisitioned Working Committee meeting held on August 13 and 14 this group decided to immediately suspend from primary membership and all other posts 14 of the party’s leading members. The meeting also decided to serve a 15-day notice on these 14 leaders to show cause why they should not be expelled from the party.

The leaders against whom this Council meeting decided to take action are: Mr. Abdus Salam Khan, Mr. Zahiruddin, Mr. Abdur Rashid Tarkabagish, Mr. Mujibur Rahman (Rajshahi), Mr. Nurul Islam Chowdhury, Mr. Matiur Rahman, Mr. Abdur Rahman Khan, Mr. M. A. Rashid of Jessore, Mr. Raushan Ali, Mr. Mominuddin Ahmed, Mr. Laqiatullah, Mr. Rahimuddin Ahmed, Mr. Saad Ahmed and Mr. Jalaluddin Khan.

The charge against them is breaking party discipline and indulging in activities prejudicial to the party. The basis of the charge is the decision of the leaders to work with PDM and to hold the requisitioned Working Committee meeting.

Mujib’s view

He then pointed out that the intention of the pro PDM leaders was to avoid the Council meeting and it was upto the Council meeting to take final decisions. Syed Nazrul Islam also said that he had met Sheikh Mujibur Rahman in jail on Thursday. Sheikh Mujibur Rahman had told him that if the Council accepted the Eight-Point Programme of the PDM he would accept it but if the councillors decided to uphold the six-point programme he would be grateful. Syed Nazrul Islam claimed. His speech was followed by the report of the acting General Secretary Mrs. Amena Begum which also narrated the same details.

An informed Awami League source, however, told me that the last rapprochement broke off because the Six-Point group insisted on the point that no Awami League member would be able to work with the PDM as long as the Council meeting had not taken any firm decision in this respect. While bickering went on about this point the appointed time of a meeting with the pro PDM group was over and it was only then that the decisions of the requisitioned Working Committee were released to the press. Even so the pro PDM leaders had agreed to withdraw the release. But as there was no agreement on the disabling clause insisted on by the pro Six-Point group it could not be done he told me.

After Mrs. Amena Begum's speech Mr. Qamruzzaman, MNA, moved the resolution to carry on with the six-points and not to join the PDM.

Then there was the resolution demanding suspension of the 14 leaders. But this proceeding was marked by raising and counter raising of hands. Workers also admitted that the issue had been rendered more difficult that the eyes could meet because there was also a realisation among the saner elements. The 'Council meeting' also set up a 3 member committee comprising Syed Nazrul Islam, Mrs. Amena Begum and Mr. M. A. Aziz of Chittagong to take necessary actions about the 14 leaders. The meeting adopted two resolutions, one on united action and another blanket resolution on burning issues of the day in 10 minutes time and called it a day. Resolutions were also passed condoling the death of Miss Fatema Jinnah and the victims of June 7 firing.

The meeting was also addressed by Mr. Farid Ahmed Tirmizi, Mr. Abu Asim and Mr. Abdul Malek of Karachi Awami League who pledged their support for the Six-Point programme and levelled charges of high-handedness against Nawab Zada Nasrullah Khan and Mr. Ghulam Jilani Malik of Pakistan Awami League.

Pakistan Observer
20 th August 1967
Six-point group meets
Awami League splits apart
(An Observer Report)

The break in the Awami League is now fait accompli after "Council" meeting by the Amena Begum group on Saturday.

The Six-point group of the East Pakistan Awami League has finally decided to go it alone and not to join the Pakistan Democratic Movement.

They also took a move "to expel" those who had decided to join the PDM.

In a meeting of the EPAL, earlier declared illegal and cancelled by a requisitioned Working Committee meeting held on August 13 and 14 this group decided to immediately suspend from primary membership and all other posts 14 of the party's leading members. The meeting also decided to serve a 15 day notice on these 14 leaders to show cause why they should not be expelled from the party.

The leaders against whom this Council meeting decided to take action are: Mr. Abdus Salam Khan, Mr. Zahiruddin, Mr. Abdur Rashid Tarkabagish, Mr. Mujibur Rahman (Rajshahi), Mr. Nurul Islam Chowdhury, Mr. Matiur Rahman, Mr. Abdur Rahman Khan, Mr. M. A. Rashid of Jessore, Mr. Raushan Ali, Mr. Mominuddin Ahmed, Mr. Laqiatullah, Mr. Rahimuddin Ahmed, Mr. Saad Ahmed and Mr. Jalauddin Khan.

The charge against them is breaking party discipline and indulging in activities prejudicial to the party. The basis of the charge is the decision of the leaders to work with PDM and to hold the requisitioned Working Committee meeting.

Resolutions

The organisers of the meeting seemed determined from the very beginning to make a break in the party and the participants of the meeting devoted five hours of the eight-hour meeting in taking the decision of disciplinary action—which finally breaks up the party. On the other hand the main political resolution of the meeting in which it reiterated its faith on the Six-Point programme and decided not to join PDM, took only about 10 minutes to adopt.

A blanket resolution touching all outstanding issues of the country, including release of political prisoners, withdrawal of state of emergency food prices repeal of anti-labour laws took only five minutes to adopt.

The meeting of the Six-Point Awami League Councillors also adopted a resolution deciding to go for Joint action on specific issues as and when necessary but it also categorically stated that such a course of joint action will be adopted by keeping the party programme intact and only when the action does not contradict the Six-Point programme. This resolution was also accepted without going in for any kind of discussion.

The organisers of the meeting claimed that eight hundred out of 950 councillors of the East Pakistan Awami League were present at the meeting. An official of the party claimed that the Councillors were elected in 1966 and that the party office had a proper list of all duly elected councillors by the district units of the EPAL. Yet there seemed to be some discrepancy in inviting the Councillors. The Councillors cards were distributed through the District Presidents and Secretaries and at least one Councillor from Noakhali demanded expulsion of an official of the Noakhali District Awami League for passing him over while distributing the Councillors cards.

সংবাদ

২০শে আগস্ট ১৯৬৭

আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে ‘বিভেদপন্থী’ ১৪ নেতা সাসপেণ্ড
পিডিএমে যোগদান না করার সিদ্ধান্তঃ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পক্ষে প্রস্তাব পাশ
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (শনিবার) হোটেল ইডেনে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে পি, ডি, এম-এ যোগদানের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

অধিবেশনে ৬-দফা কর্মসূচীর প্রতি নিষ্ঠার পুনরুজ্জীবিত ও পি, ডি, এম-এর ৮-দফা কর্মসূচীকে ৬-দফার মর্ম-বিরোধী আখ্যায়িত করা হয়। পি, ডি, এম প্রক্ষে আওয়ামী লীগ সংগঠনের মধ্যে ফাটল ধরাইবার অভিযোগে কাউন্সিল সভা ১৪ জন পি, ডি, এম পন্থী নেতাকে সাসপেণ্ড করিয়াছে।

তাহাদিগকে ১৫ দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য নোটিশ প্রদানের ক্ষমতা সম্পাদককে প্রদান করা হইয়াছে এবং তাহাদের সম্পর্কে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের চূড়ান্ত ক্ষমতা একটি ৩ সদস্য বিশিষ্ট সাব-কমিটির উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, সম্পাদিকা ও চট্টগ্রামের জনাব এম, এ, আজিজ এই সাব-কমিটির সদস্য। যাহাদিগকে সাসপেণ্ড করা হইয়াছে তাহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

- ১। জনাব জহিরুদ্দিন
- ২। জনাব আবদুস সালাম
- ৩। জনাব নুরুল ইসলাম চৌধুরী
- ৪। জনাব মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ
- ৫। জনাব আবদুর রহমান খান (কুমিল্লা)
- ৬। জনাব মতিউর রহমান (রংপুর)
- ৭। জনাব রহিমুদ্দিন (দিনাজপুর)
- ৮। জনাব মুজিবুর রহমান, রাজশাহী
- ৯। জনাব সাদ আহমদ (কুষ্টিয়া)
- ১০। জনাব রওশন আলী (যশোর)
- ১১। জনাব আবদুর রশীদ (যশোর)
- ১২। জনাব মোমেনউদ্দিন আহমদ (খুলনা)
- ১৩। জনাব জালালউদ্দিন (সিলেট)
- ১৪। জনাব লকিতুল্লাহ (বরিশাল)।

অধিবেশনে পি,ডি,এম এর সহিত কোন প্রকার সহযোগিতা না করার জন্য এবং ‘বিভেদপন্থীদের’ ৩০শে সেপ্টেম্বরের তথাকথিত কাউন্সিল অধিবেশনে যোগদান না করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান হইয়াছে।

ইস্যুভিক্টিক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন অধিবেশনে বিভিন্ন ইস্যুতে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সহিত একযোগে গণ-আন্দোলন গড়িয়া তোলার সপক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। উক্ত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, রাজবন্দীদের মুক্তি, জরুরী অবস্থার প্রত্যাহার, মৌলিক অধিকারের প্রতিষ্ঠান সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, খাদ্য, দ্রব্যমূল্য হ্রাস, প্রাপ্তবয়স্কের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার, পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থা, কৃষক-শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া, পাটের ন্যায্যমূল্য প্রভৃতি প্রক্ষে সর্বদলীয় আন্দোলন গড়িয়া তোলার বাস্তব অবস্থা বিরাজ করিতেছে।

উক্ত দাবীগুলি ৬-দফা কর্মসূচীর পরিপন্থী নয় বলিয়া প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়।

এই বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশনে মোট ৮৮৬ জন কাউন্সিলার যোগদান করিয়াছেন বলিয়া আওয়ামী লীগ কর্তৃক দাবী করা হয়। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের মোট কাউন্সিল সদস্য সংখ্যা হইতেছে ৯৫০। প্রায় প্রতিটি জেলা ও মহকুমা সভাপতি ও সম্পাদক অধিবেশনে শরীক হন। করাচী আওয়ামী লীগের সভাপতি এডভোকেট আসিফ আহমেদ ও সম্পাদক জনাব কে, এ, তিরমিজী বিশেষ অতিথি হিসাবে কাউন্সিলে যোগদান করেন। পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের সম্মিলিত বিরোধী দলের নেতা জনাব আবদুল মালেক উকিল, প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য জনাব আবদুল মান্নান, জনাব আবদুল হেকিম চৌধুরী, শেখ মোশাররফ হোসেন, নুরুল হক, মোশাররফ হোসেন, আজিজুর রহমান সরকার, মোসলেম উদ্দিন খান এবং জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব কামরুজ্জামান, এ,বি,এম, নুরুল ইসলাম, অধ্যাপক ইউসুফ আলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অসুস্থতাবশতঃ প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য জনাব এ, করীম, ডঃ আজহার উদ্দিন ও জাকেরুল হক চৌধুরী যোগদান করিতে পারেন নাই। কাউন্সিল অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম।

সম্পাদিকার রিপোর্ট

ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টে পি,ডি,এম পন্থী কতিপয় সদস্যের পার্টি বিরোধী ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করা হয়।

অধিবেশনে কারারুদ্ধ আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের একটি বাণীও পাঠ করিয়া শোনান হয়। সভাপতি, সম্পাদক ছাড়াও বহুসংখ্যক কাউন্সিলার আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

করাচী আওয়ামী লীগের নেতা জনাব আসিফ ও তিরমিজী, নবাবজাদা নসরুল্লা খান প্রমুখের বিভেদপন্থী কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করেন।

তঁাহারা ৬-দফা কর্মসূচীর প্রতি তঁাহাদের আস্থা পুনরুজ্জীবিত করিয়া বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানীদের স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে বিপথগামী করার উদ্দেশ্যে ৮-দফা কর্মসূচী প্রণয়ন করা হইয়াছে। তঁাহারা শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবী জানান।

আলোচনায় অংশগ্রহণকারী কাউন্সিলরগণ প্রায় সকলেই পি,ডি,এম পন্থী নেতৃত্বের পার্টি হইতে আশু বহিষ্কারের দাবী করেন। তঁাহারা বলেন যে, দলের কর্মসূচীর প্রতি নিষ্ঠা ও কর্মসূচীর ভিত্তিতে পরিচালিত আন্দোলনে ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সততাই নেতৃত্বের জন্ম দেয়। যাঁহাদের পার্টির কর্মসূচীর প্রতি আস্থা নাই পার্টির জন্য তঁাহারা বোঝাস্বরূপ। তঁাহারা ৬-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে আন্দোলন চালাইয়া যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করেন।

সভাপতির ভাষণে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ৬-দফার আন্দোলনকে সফল পরিণতির দিকে আগাইয়া লওয়ার উদ্দেশ্যে কর্মীবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের কতিপয় একচেটিয়া শিল্পপতির পণ্যের বাজারে এবং উপনিবেশে পরিণত হইয়াছে।

প্রস্তাবাবলী

অধিবেশনে রাজবন্দীদের মুক্তি, সন্তায় খাদ্য সরবরাহ, ইত্তেফাকের পুনঃপ্রকাশ, সংবাদপত্রের উপর আরোপিত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার, বিভিন্ন স্থান হইতে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার, বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক খাদ্য বিক্ষিপ্তায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ ও ইহার আশু তদন্তের ব্যবস্থা, ভোটারলিষ্টে নাম উঠাইবার নামে জনসাধারণের নিকট হইতে ৫ টাকা ফি লওয়ার নির্দেশ প্রত্যাহার প্রভৃতি দাবীতে বহুসংখ্যক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বর্বরতার অবসান ও সৈন্য অপসারণ এবং দখলীকৃত আরবভূমি হইতে ইসরাইলী সৈন্য অপসারণের দাবীতেও অধিবেশনে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

সংবাদ ২২শে আগস্ট ১৯৬৭ ৬-দফার সিদ্ধান্তের প্রতি করাচী আওয়ামী লীগের সমর্থন ঘোষণা (নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আওয়ামী লীগের জরুরী কাউন্সিল অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করিয়া করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আসিম ও সাধারণ সম্পাদক জনাব খলিল আহমেদ তিরমিজি এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। নিম্নে উক্ত বিবৃতিটি প্রকাশ করা হইলঃ

“৬-দফার প্রতি পুনরায় সমর্থন ঘোষণা করিয়া ও ৮-দফা কর্মসূচী প্রত্যাখ্যান করিয়া পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে যে সাহসীক ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে, আমরা উহার প্রতি অভিনন্দন জানাই। করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে আমরাও পুনরায় ৬-দফা কর্মসূচী এবং উহা বাস্তবায়নের সংগ্রামের প্রতি আমাদের সমর্থন ঘোষণা করিতেছি।”

“পার্টি গঠনতন্ত্র ও সিদ্ধান্ত অমান্য করিয়া যে ১৪ জন সদস্য পি ডি এম-এ যোগদান করিয়াছেন, আমরা তাহাদেরকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্তের প্রতিও সমর্থন জানাইতেছি। গত ১৯শে আগস্ট হোটেল ইডেনে পার্টির গঠনতন্ত্র অনুসারে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে যোগদানকারী সদস্যদের মধ্যে যে সাহস ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গিয়াছে, উহা আমাদেরকে উৎসাহিত করিয়াছে। আমাদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, ১৯শে আগস্ট অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে শতকরা ৯০ জনেরও অধিক কাউন্সিলর যোগদান করেন। ৩০শে সেপ্টেম্বর যে তথাকথিত কাউন্সিল সভা আহ্বান করা হইয়াছে, উহা গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী। এই তথাকথিত কাউন্সিল অধিবেশন যদি কোনদিন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে যদি কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাহা হইলে উহার প্রতি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কোন অংশের সমর্থন থাকিবে না।

“এখানে স্মরণ করা যাইতে পারে যে, করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ ইতিপূর্বেই শেখ মুজিবুর ৬-দফা কর্মসূচীকে নিজের কর্মসূচী হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে এবং এই কর্মসূচীর সপক্ষে করাচী ও পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য অংশে জনমত সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। ফলে ৬-দফা বিরোধী ব্যাপক অপপ্রচারের দরুন পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়, ক্রমেই উহার অবসান ঘটিতেছে। এক্ষণে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ ক্রমেই ইহা অনুধাবন করিতেছেন যে, ৬-দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের মধ্যেই দেশের দুই অংশের জনগণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি নিহিত রহিয়াছে। এই কর্মসূচী পাকিস্তানের অত্যাবশ্যকীয় ঐক্য ও সংহতির চাবিকাঠি স্বরূপ।”

লুন্দখোরের চ্যালেঞ্জ

রাওয়ালপিণ্ডি, ২১শে আগস্ট (এ পি পি)।—পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী ও পি ডি এম সদস্য জনাব গোলাম মোহাম্মদ লুন্দখোর এক বিবৃতিতে পি-ডি-এম-এ যোগদানের বিরোধিতা করিয়া পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে, উহার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করেন। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করার কোন অধিকার মিসেস আমেনা বেগম ও জনাব নজরুল ইসলামের ‘নকল গ্রুপ’এর নাই।

তিনি বলেন, বস্তুতঃ আগামী ২৯শে সেপ্টেম্বর আইনসঙ্গতভাবে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে।

“যেসব আওয়ামী লীগ সদস্য এখনও পার্টি ম্যাগেট অমান্য করিয়া পিডিএম-এ যোগদান ও পিডিএম-এর সহিত সহযোগিতা করিতেছেন তাঁহাদেরকে পার্টি হইতে বহিস্কার করা হইবে” বলিয়া পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে, জনাব লুন্দখোর উহা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, ৬-দফার প্রচারকেরা সকলেই বিচ্ছিন্নতাবাদী।

তিনি বলেন, পিডিএম-এর ৮-দফায় পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের সকল দাবীই রহিয়াছে। কেবলমাত্র ৬-দফা কর্মসূচীর বিচ্ছিন্নতাবাদী লক্ষ্যসমূহ এই কর্মসূচীতে নাই। তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদকেই ৬-দফা কর্মসূচীর প্রধান লক্ষ্য বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন।

রাজশাহীর মুজিবর রহমানের বিবৃতি

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব মুজিবর রহমান (রাজশাহী) এক বিবৃতিতে বলেন যে, ১৯শে আগস্ট ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের যে ‘তথাকথিত’ কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, ১৪ই আগস্ট অনুষ্ঠিত পার্টির ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে উহাকে পার্টির গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। কাজেই ঐ কাউন্সিলে গৃহীত সিদ্ধান্ত কোন পার্টি সদস্যের প্রতি প্রযোজ্য নহে। জনাব মুজিবর রহমান বলেন, ঐ কাউন্সিলে ৮ শত কাউন্সিলর যোগদান করিয়াছে বলিয়া যে দাবী করা হইয়াছেন, উহা ঠিক নহে। তাহার মতে ১শত ৩৫ জনের বেশী খাঁটি কাউন্সিলর ঐ কাউন্সিলে যোগদান করেন নাই। এই সংখ্যা কাউন্সিল অধিবেশনের কোরামের জন্য যথেষ্ট নহে। তিনি উল্লেখ করেন যে, ওয়ার্কিং কমিটির ১৪ই আগস্টের তথাকথিত কাউন্সিল অধিবেশনকে গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী আখ্যা দেওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল এই যে, তখনও পর্যন্ত অনেক জেলারই কাউন্সিল লিষ্ট পার্টির প্রাদেশিক কার্যালয়ে খুঁজিয়া পাওয়া

যায় নাই। বস্তুতঃ দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, পাবনা, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, কুমিল্লা, বরিশাল ও সিলেট জেলা হইতে কাউন্সিলররা ঐ কাউন্সিলে যোগদানের সুযোগ পান নাই।

যেসব কাউন্সিলর, জেলা প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী ঐ কাউন্সিলে যোগদান করেন, জনাব মুজিবর রহমান তাহাদের নাম প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ জানান।

পার্টি বিরোধী কার্যকলাপের জন্য পার্টির যে ১৫ জন নেতৃস্থানীয় সদস্যকে প্রাথমিক সদস্যপদ ও অন্যান্য পদ হইতে সাসপেন্ড ঘোষণা করিয়া যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে তৎসম্পর্কে জনাব রহমান বলেন, পার্টির ভারপ্রাপ্ত সভাপতির নিকট আমি কি জানিতে পারি যে, গঠনতন্ত্রের কোন ধারাবলে ঐসব কাউন্সিলরকে সাসপেন্ড করার অধিকার পাইলেন?

জনাব রহমান গঠনতান্ত্রিক বিধান ও পি ডি এম-এ যোগদান সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনার বিবরণ দান করিয়া বলেন যে, সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্তটি উদ্দেশ্যমূলক ও বেআইনী।

জনাব রহমান তাঁহার বিবৃতিতে বলেন, তথাকথিত কাউন্সিলের নেতারা শেখ মুজিবুর রহমানের নাম ভাঙাইয়াছেন। বিবৃতির একাংশে তিনি বলেন যে, তিনিও শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁহাকে বলেন, যদি কাউন্সিল পি ডি এম-এর কর্মসূচী গ্রহণ করে তাহা হইলে তিনিও উহা গ্রহণ করিবেন। তবে ৬-দফা কর্মসূচী গৃহীত হইলে তিনি কৃতজ্ঞ থাকিবেন।

পরিশেষে জনাব রহমান তাঁহার বিবৃতিতে বলেন, “যে মুহূর্তে সকল গণতান্ত্রিক শক্তি ও দলের অভ্যন্তরে ঐক্যের একান্ত প্রয়োজন, সে মুহূর্তে প্রতিক্রিয়াশীল মহলকে আরও শক্তিশালী করে এমন কোন কাজ না করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাইতেছি।”

সংবাদ

২৪শে আগস্ট ১৯৬৭

আওয়ামী লীগের প্রেস বিজ্ঞপ্তি

কাউন্সিল সভায় শেখ মুজিব বাণী প্রেরণ করেন নাই

ঢাকা, ২২শে আগস্ট (পি পি এ)।—সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে দেশরক্ষা আইনে আটক পার্টির সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানের একটি বাণী পাঠ করা হয় বলিয়া যে খবর প্রকাশিত হইয়াছে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে অদ্য উহা অস্বীকার করা হয়।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উক্ত খবরকে মিথ্যা ও দুর্ভাগ্যজনক বলিয়া বর্ণনা করা হয়। বলা হয় যে, শেখ মুজিবর রহমান কারাগার হইতে কাউন্সিলরদের উদ্দেশ্যে কোন বাণী প্রেরণ করেন নাই। তাহাছাড়া, এই ধরনের বাণী প্রেরণ করা বেআইনী ও অসম্ভব তবে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই কথা স্বীকার করা হয় যে, পার্টির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম কাউন্সিল অধিবেশনে তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, তিনি কারাগারে শেখ মুজিবর রহমানের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং শেখ সাহেব তাহাকে কাউন্সিলরদের নিকট তাঁহার ধন্যবাদ জ্ঞাপনের অনুরোধ করেন।

আজাদ

২৫ শে আগস্ট ১৯৬৭

আওয়ামী লীগের অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্পর্কে নসরুল্লাহ খান

লাহোর, ২৫শে আগস্ট।— নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান আজ এখানে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগে ভাঙ্গন সৃষ্টির ফলে দল অথবা গণতান্ত্রিক আন্দোলন দুর্বল হইয়া পড়িবে না।

এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে জনাব নসরুল্লাহ খান উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগে যাহারা গোলমাল সৃষ্টি করিতেছে তাহারা সংখ্যায় অত্যন্ত নগণ্য।

যদি উক্ত নগণ্য দলের পক্ষে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানের সমর্থন থাকে, এই মর্মে জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি বলেন যে, সে বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না।

তিনি বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তিলাভের পর দলে কোন সমস্যার সৃষ্টি হইবে না বলিয়া আওয়ামী লীগের উচ্চ পর্যায়ের মহল মনে করেন। -এপিপি

দৈনিক পয়গাম

২৫শে আগস্ট ১৯৬৭

আওয়ামী লীগ খণ্ডবিখণ্ড

ঢাকা, ২৪শে আগস্ট।— আওয়ামী লীগের উপদলীয় কোন্দল চরম পর্যায়ে উপনীত হইয়া বর্তমানে আওয়ামী লীগকে বস্তুতঃ দুইটি পৃথক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়াছে। এই দ্বিধাবিভক্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের একদিকে পিডিএমপন্থীরা, অন্যদিকে ছয়দফা ধ্বজাধারীবৃন্দ।

ছয়দফা পন্থীদের পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল বৈঠকের বিরুদ্ধে পাণ্টা ব্যবস্থা হিসাবে গতকল্য বুধবার পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহক কমিটি বাতিল করিয়া দিয়াছে।

গত বুধবার পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহক কমিটি আওয়ামী লীগ গঠনতন্ত্রের ৯ ধারার ২ নং ও ৩নং উপ-ধারাবলে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহক কমিটি বাতিল করিয়া দিয়াছেন এবং মওলানা আবদুর রসিদ তর্কবাগীশকে চেয়ারম্যান ও রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব মুজিবর রহমানকে সেক্রেটারী করিয়া ২৪ সদস্যবিশিষ্ট পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ এডহক কমিটি গঠন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া, কমিটি কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহক কমিটির সিদ্ধান্ত ভঙ্গ ও গঠনতন্ত্রবিরোধী কার্যকলাপের জন্য প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগমকে কেন আওয়ামী লীগের প্রাথমিক সদস্যপদ হইতে বহিষ্কার করা হইবে না, তাহার কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

গত বুধবার পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব জহিরুদ্দীনের স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, গত ২৪শে এপ্রিল প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের এক সভায় ৬-দফা ও ৮-দফার সমন্বয়ে সাধারণ কর্মসূচী গ্রহণের জন্য একটা আলোচনা কমিটি গঠন করা হয়। ইহা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহক কমিটির ২০শে মে'র সভায় পি-ডি-এম এর আহ্বানে সক্রিয় সাড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদিকা উপরোক্ত সিদ্ধান্ত ভঙ্গ করিয়াছেন এবং পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতির অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহক কমিটির সভা আহ্বান করেন নাই। ইহা ছাড়া তাহারা পিডিএম-এর সভা বানচাল করার চেষ্টা করিয়াছেন। তদুপরি এ সকল কর্মকর্তা আওয়ামী লীগের বিধি লঙ্ঘন করিয়া ১৯শে আগস্ট প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের একটি ভুয়া কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করিয়া আওয়ামী লীগের ১৪ জন প্রবীণ ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্যকে দল হইতে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয় যে, পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহক কমিটির তথাকথিত কাউন্সিল অধিবেশনে গৃহীত ১৪জন সদস্যের সাসপেনশন সম্পর্কিত প্রস্তাব বাতিল ঘোষণা করিয়া সংশ্লিষ্ট সদস্যদের আওয়ামী লীগের সদস্যপদে বহাল রাখিয়াছেন।

দৈনিক পাকিস্তান

২৮শে আগস্ট ১৯৬৭

ছ-দফাপন্থীদের নিখিল পাকিস্তান সংগঠন
আওয়ামী লীগ কোন্ডল নতুন পর্যায়ে উপনীত
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগের ছ-দফা পন্থী ও পিডিএম পন্থীদের কোন্ডল এক নতুন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। ছ-দফা পন্থীরা বর্তমানে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট এবং বর্তমানে পিডিএম প্রধান নওয়াজজাদা নসরুল্লাহ ও তাঁর সমর্থকদের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করে ছ-দফার ভিত্তিতে দলের নয়া শাসনতন্ত্র ও মেনিফেস্টো প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

গতকাল রোববার পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহক কমিটির সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে, নওয়াজজাদা নসরুল্লাহ খানের নেতৃত্বাধীন বর্তমান নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক কমিটির উপর পূর্ব পাকিস্তান কমিটির উপর পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সদস্যরই আস্থা না থাকায় উক্ত কমিটির ‘প্রয়োজনীয়তা’ শেষ হয়ে গেছে।

প্রস্তাবে বলা হয় যে, এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক কমিটি পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। প্রস্তাবে আরো বলা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বিরুদ্ধে তথাকথিত নিখিল পাকিস্তান কমিটির কোন ব্যবস্থা গ্রহণেরও ‘আইনসঙ্গত’ অধিকার নেই।

প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয় যে, গত ২৩শে আগস্ট ‘তথাকথিত’ নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক কমিটি এক সভায় বৈধভাবে নির্বাচিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ভেঙ্গে দেওয়ার যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে তা অবৈধ এবং বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

গতকাল রোববার সকাল ন’টায় শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এই জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ‘সর্বসম্মতিক্রমে’ গৃহীত প্রস্তাবে ‘জাতীয় ভিত্তিতে’ আওয়ামী লীগকে গড়ে তোলার জন্য অবিলম্বে উভয় প্রদেশ থেকে ২৪ জন করে মোট ৪৮ জন সদস্যের সমন্বয়ে নয়া নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক কমিটি গঠন এবং নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের আওয়ামী লীগের সকল শাখার সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করার জন্য জনাব এ এইচ কামরুজ্জামানকে ক্ষমতা প্রদান করে ওয়ার্কিং কমিটির সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আজাদ

২৯শে আগস্ট ১৯৬৭

পিণ্ডিতে গবর্ণর মোনায়েম খানের স্পষ্টোক্তি
রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হইবে না

রাওয়ালপিণ্ডি, ২৭শে আগস্ট।— প্রাদেশিক গবর্ণর জনাব আবদুল মোনায়েম খান এখানকার পূর্ব পাকিস্তান হাউসে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে আটক রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হইবে না। জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের বৈঠকে যোগদানের জন্য তিনি এখানে আগমন করেন।

তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে এখন মাত্র ৪ শত রাজবন্দী রহিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে নিরাপত্তা আইনে আটক রহিয়াছেন ১২ জন।

গবর্ণর বলেন, তথাকথিত ‘গণতন্ত্রীদেব’ শাসনামলে নিরাপত্তা আইনে আটক ব্যক্তিদের সংখ্যা অনেক বেশী ছিল। জনাব নুরুল আমিনের সময় উপরোক্ত আইনে আটক ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ১ হাজার ২ শত ১৪ জন। জনাব আবু হোসেন সরকারের সময় এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৫৬ জনে।

তিনি বলেন, রাজবন্দীদের মামলা আদালতে বিচারাধীন বিধায় সরকার তাহাদের মুক্তির বিষয় চিন্তা করিতেছেন না।

নিবর্তনমূলক বিধি ও স্বাভাবিক আইন থাকা সত্ত্বেও কেন পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে গ্রেফতার করা হইতেছে প্রশ্ন করা হইলে গবর্ণর বলেন যে, যে সকল ব্যক্তি রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত ছিলেন তাহাদিগকেই পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে গ্রেফতার করা হইয়াছে।

শেখ মুজিবুর রহমানের আটক সম্পর্কে তিনি বলেন যে, আদালত এই সম্পর্কিত ব্যবস্থাকে ন্যায়সঙ্গত বলিয়া রায় প্রদান করিয়াছেন।

জনসাধারণকে মৌলিক অধিকার বঞ্চিত করিয়া রাজনৈতিক কার্যকলাপ দমন করার জন্য জরুরী অবস্থা বলবৎ রাখা হইয়াছে বলিয়া বিরোধী দলসমূহ যে অভিযোগ করিয়াছে, গবর্ণর তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। গবর্ণর ইহাকে ‘ডাছা মিথ্যা’ বলিয়া অভিহিত করেন। —পাকিস্তান টাইমস

সংবাদ

২রা সেপ্টেম্বর ১৯৬৭

আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটি
পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত অভিনন্দিত

মুক্তাগাছা, ৩০শে আগস্ট (নিজস্ব সংবাদদাতা)।— স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্তৃক আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটি পুনর্গঠনের জন্য

প্রাদেশিক ওয়ার্কিং কমিটির সাম্প্রতিক সভায় গৃহীত বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানান হয়।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত মুক্তাগাছা শহর আওয়ামী লীগের কর্মীসভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, প্রচার সম্পাদক এডভোকেট আবদুল মোমেন, ছাত্র ইউনিয়নের প্রাক্তন সভানেত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, ছাত্রলীগ সভাপতি জনাব ফেরদৌস কোরেশী, পূর্ব পাক চটকল শ্রমিক ফেডারেশনের সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নান ও জেলা আওয়ামী লীগ সহ-সম্পাদক জনাব আবদুর রহমান সিদ্দীকসহ সকল রাজবন্দীর আশু ও বিনাশর্তে মুক্তির দাবী জানান হয়।

অপর এক প্রস্তাবে ঢাকা ও মুক্তাগাছাসহ প্রদেশের বিভিন্নস্থানে জারীকৃত ১৪৪ ধারা অনতিবিলম্বে প্রত্যাহারের জোর দাবী জানান হয়। অপরাপর প্রস্তাবে মুক্তাগাছা থানাকে দুর্ভিক্ষ এলাকা ঘোষণা করিয়া পূর্ণাঙ্গ রেশনিং প্রথা প্রবর্তন এবং দরিদ্র শ্রেণীর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ সরকারী সাহায্য প্রদানের দাবী, ২০ টাকা মণদরে চাউল ও ১০ টাকা মণদরে আটা সরবরাহের দাবী, পাটের ন্যূনতম মূল্য ৪০ টাকা ধার্যের দাবী, ৬-দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন, ইণ্ডেফাকের পুনঃপ্রকাশ দাবী এবং জনগণের বিবিধ সমস্যা লইয়া ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তোলার আহ্বান জানান হয়।

সভায় শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি খোন্দকার আবদুস মালেক সভাপতিত্ব করেন।

আজাদ

৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৭

মুক্তাগাছা আওয়ামী লীগের সভায় রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী

মুক্তাগাছা, ২রা সেপ্টেম্বর।— সম্প্রতি মুক্তাগাছা শহর আওয়ামী লীগ কর্মীদের অনুষ্ঠিত এক সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমেন, ছাত্র ইউনিয়নের প্রাক্তন সভানেত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, ছাত্রলীগ সভাপতি জনাব ফেরদৌস কোরেশী, চটকল শ্রমিক ফেডারেশনের সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নান ও জেলা আওয়ামী লীগ সহ-সম্পাদক জনাব আবদুর রহমান সিদ্দীকসহ সকল রাজবন্দীদের আশু ও বিনাশর্তে মুক্তির দাবী জানান হয়।

অপর এক প্রস্তাবে ঢাকা ও মুক্তাগাছাসহ প্রদেশের বিভিন্নস্থানে জারীকৃত ১৪৪ ধারা অনতিবিলম্বে প্রত্যাহারের জোর দাবী জানান হয়।

অপরাপর প্রস্তাবে মুক্তাগাছা থানায় পূর্ণাঙ্গ রেশনিং প্রথা প্রবর্তন এবং দরিদ্র শ্রেণীর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ সরকারী সাহায্য প্রদানের দাবী, ২০ টাকা মণদরে চাউল ও ১০ টাকা মণদরে আটা সরবরাহের দাবী, পাটের নিম্নতম মূল্য ৪০ টাকা ধার্যের দাবী, ৬-দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন, ইণ্ডেফাক এর পুনঃপ্রকাশ দাবী, জরুরী আইন প্রত্যাহার এবং জনগণের বিবিধ সমস্যা লইয়া ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তোলার আহ্বান জানান হয়।

সভায় শহর আওয়ামী লীগ সভাপতি খোন্দকার আবদুল মালেক শহীদুল্লা সভাপতিত্ব করেন।—সংবাদদাতা

সংবাদ

১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৭

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সংসদের সভায় ‘শিক্ষা দিবস’ সফল করার আহ্বান

ঢাকা, ১১ই সেপ্টেম্বর (পিপিএ)।— গতকল্য এখানে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সংসদের বর্ধিত সভায় আহূত ১৭ই সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবসকে যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত পালনের আহ্বান জানানো হয়।

১৭ই সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবসে প্রদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস বর্জন, সভা ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠানের জন্য ছাত্রসমাজের পক্ষ হইতে আহ্বান জানানো হইয়াছে। ইকবাল হল ক্যাফেটারিয়ায় অনুষ্ঠিত এই বর্ধিত সভায় বিভিন্ন অধিবেশনে মুজিবুর রহমান, আবদুর রউফ খান ও মোদাস্‌সের আলী সভাপতিত্ব করেন। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ব্যতীত বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা সংসদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণ যোগদান করেন।

এই সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে অবিলম্বে সকল ছাত্র বন্দীদের মুক্তিদানের আহ্বান জানানো হয়।

Daily Dawn

20 th September 1967

‘Six-Point meant to divide Pakistan’

LAHORE, Sept 19: The Six-point programme of Sheikh Mujibur Rahman, on the basis of Which the dissident group of the Pakistan Awami League is being reorganised, is “against the ideology and solidarity of Pakistan,” declared Khan Ghulam Mohammad Khan Lundkhwar here yesterday.

The Khan, who is a member of the national executive of the Pakistan Democratic Movement, was informally talking to

newsmen. He had no hesitation in saying that the programme was meant to “Divide Pakistan into parts.”

The non-recognition of Nawabzada Nasrullah Khan as the president of Pakistan Awami League by the new Awami League would not affect the position of Nawabzada Nasrullah Khan in the PDM, he added.—PPA.

দৈনিক পাকিস্তান

২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৭

আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহক কমিটি

গত সোমবার ছ’দফাপন্থী নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নয়া সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটিতে দেশের দু’ অংশ থেকে ২৪ জন করে সদস্য নেওয়া হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তানের সদস্য হলেন শেখ মুজিবুর রহমান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম এডভোকেট, জনাব তাজুদ্দিন আহমদ এডভোকেট, খোন্দকার মুশতাক আহমদ এডভোকেট, জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী এম এনএ, জনাব আমজাদ হোসেন, মিসেস আমেনা বেগম, জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ, জনাব এ এইচ কামরুজ্জামান এমএনএ, জনাব সোহরাব হোসেন এডভোকেট, জনাব হোসেন মনসুর, জনাব মহিবুস সামাদ, অধ্যাপক ইউসুফ আলী এমএনএ, জনাব এ বি এম নূরুল ইসলাম এমএনএ, জনাব আবদুল মালেক উকিল এডভোকেট, এমপিএ, জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী, শেখ আবদুল আজিজ এডভোকেট, জনাব এস আই বাহাউদ্দিন চৌধুরী, জনাব নূরুল হক এমপিএ, জনাব হাফেজ মোহাম্মদ মুসা, জনাব আফজাল হোসেন, জনাব এম, এ আজিজ, জনাব এ, মান্নান, ও জনাব রফিক উদ্দিন ভূঁইয়া।

আর পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্য হলেন— মালিক হামিদ সরফরাজ এডভোকেট, চৌধুরী নাসিরুদ্দিন এডভোকেট, খলিফা ইমাম উদ্দিন বাকা, জনাব মেহের মোহাম্মদ আফজাল এডভোকেট, মিয়া মোহাম্মদ আসলাম, মিয়া হালিম রাজা, সৈয়দ আবু আসিম এডভোকেট, সৈয়দ খলিল আহমদ তিরমিজী, জনাব এ এম খাজা, জনাব নূরুস সালাম এডভোকেট, জনাব রিয়াসত আলী খান, মিসেস নিয়াজ পারভিন, সৈয়দ আনিসুল হক, জনাব জহুরুল ইসলাম, সৈয়দ শান বোখারী, মীর মোহাম্মদ মূর্তাজা এডভোকেট, জনাব মোহাম্মদ শফি এডভোকেট, জনাব সালাহ উদ্দিন আব্বাসী, জনাব শফিউল আলম, জনাব আবদুল খালেক খান জামালী, জনাব ইকবাল দুররানী, জনাব ইউসুফ ব্রোহী, জনাব মজিদ নিজামী ও জনাব শোয়েব হামিদী।

গত সোমবার পিপিএ পরিবেশিত খবরে এসব সদস্যদের নাম জানানো হয়।

ঐক্যের আহ্বান

করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ হাসান আসকারী গতকাল তাঁর দলের সব নেতা ও কর্মীদের বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানী নেতাদের আসন্ন ঐক্য মিশনের সাথে সহযোগিতা এবং দলীয় ঐক্য রক্ষা করার আহ্বান জানান।

গত সোমবার করাচী থেকে এপিপি এ খবর পরিবেশন করে।

সোমবার এক বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ আন্তরিক প্রচেষ্টার পর পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে আলোচনা করতে রাজী করিয়েছেন।

তিনি আরো বলেন যে, খাজা মোহাম্মদ রফিক ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ দু’-একদিনের মধ্যেই করাচী এসে পৌঁছবেন এবং দলীয় ঐক্য সম্পর্কে আলোচনার জন্যে তারা শেখ মঞ্জুরুল হক-সহ এখান থেকে ঢাকা যাবেন।

সৈয়দ হাসান আসকারী আরো বলেন যে, জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব কামরুজ্জামান যখন করাচী এসেছিলেন তখন তার সাথে করাচীর প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। করাচীর আওয়ামী লীগ নেতারা দলীয় ঐক্য বজায় রাখা সম্পর্কে আশাবাদী।

আজাদ

২১ শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৭

আওয়ামী লীগের ৬-দফা সম্পর্কে লুন্দখোর

লাহোর, ২০শে সেপ্টেম্বর।— খান গোলাম মোহাম্মদ খান লুন্দখোর গত সোমবার এখানে বলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফা যে ৬-দফার ভিত্তিতে পাকিস্তান আওয়ামী লীগের একটি অংশ দল পুনর্গঠিত করিতেছে। উহা পাকিস্তানের আদর্শ ও সংহতির বিরোধী। পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের (পিডিএম) কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য জনাব লুন্দখোর সাংবাদিকদের সহিত ঘরোয়াভাবে আলোচনাকালে এই মন্তব্য করেন। তিনি কোনরূপ ইতস্ততঃ না করিয়া বলেন যে, পাকিস্তানকে দ্বিধা বিভক্ত করাই এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য। তিনি বলেন যে, নয়া আওয়ামী লীগ কর্তৃক নওয়াবজাদা নছরুল্লাহ খানকে পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতিরূপে স্বীকার না করার দরুন পি-ডিএমে নবাবজাদা নছরুল্লাহ খানের অবস্থার কোন ব্যাঘাত হইবে না।—পিপিএ

দৈনিক পয়গাম
২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৭
শেখ মুজিবরের ৬-দফা পাকিস্তানের সংহতি বিরোধী
—লুন্দখোর

লাহোর, ২০শে সেপ্টেম্বর।— খান গোলাম মোহাম্মদ লুন্দখোর গত সোমবার এখানে বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমানের ছয় দফা কার্যক্রম পাকিস্তানের সংহতি ও আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী।

সাংবাদিকদের সহিত এক ঘরোয়া আলোচনাকালে জনাব লুন্দখোর উক্ত মন্তব্য করেন। তিনি বলেন যে, উক্ত কার্যক্রম পাকিস্তানের দুই অংশকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিবে।—পিপিএ

আজাদ
২৩ শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৭
১৭ই ও ১৮ই অক্টোবর
শেখ মুজিবের মামলার সওয়াল জওয়াব

ঢাকা, ২১শে সেপ্টেম্বর।— আগামী ১৬ই এবং ১৭ই অক্টোবর ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে ঢাকার অতিরিক্ত কমিশনার জনাব এম, এস, খানের আদালতে শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত রাষ্ট্রদ্রোহিতা মামলাসমূহের একটির সরকারপক্ষীয় সাক্ষীদের জেরা অনুষ্ঠিত হইবে।

অদ্য রাত্রে আওয়ামী লীগের এক প্রেস রিলিজে উপরোক্ত তথ্য প্রকাশ করা হয়। গত সালের ২৯শে মার্চ পল্টন ময়দানে জনসভায় আপত্তিকর বক্তৃতা দানের জন্য তাহার বিরুদ্ধে এই মামলাটি দায়ের করা হয়।—পিপিএ

আজাদ
২৫ শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৭
আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহক কমিটির বৈঠকে
এক ইউনিট বিলোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নবগঠিত কার্যনির্বাহক কমিটি গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় শেখ মুজিবর রহমানের বাসভবনে অনুষ্ঠিত প্রথম বৈঠকে পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বিলোপের পক্ষে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। বিষয়টির উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর সর্ব-সম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবে দাবী করা হইয়াছে যে, এক ইউনিট গঠনের পূর্বকালীন স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদায় সাবেক প্রদেশগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা হউক।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নবগঠিত কার্যনির্বাহক কমিটির বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তানের ১৭ জন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ৭ জন সদস্য যোগদান করিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তানের ২৪ জন সদস্যের মধ্যে ২ জন অসুস্থ এবং পাঁচজন জেলে রহিয়াছেন।

গতকাল অনুষ্ঠিত বৈঠকে পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নবগঠিত কার্যনির্বাহক কমিটিতে উভয় প্রদেশ হইতে আর আটজন সদস্য কো-অপট করা হইয়াছে। এই আটজন লইয়া নবগঠিত কমিটির সদস্যসংখ্যা দাঁড়াইল ৫৬ জন। কমিটিতে উভয় প্রদেশ হইতে আরও কয়েকজন সদস্য গ্রহণ করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

পশ্চিম পাকিস্তান হইতে কো-অপটকৃত সদস্যের মধ্যে প্রাক্তন সিদ্ধু প্রদেশের প্রবীণ রাজনীতিবিদ কাজী ফয়েজ মোহাম্মদ রহিয়াছেন। জনাব ফয়েজ মোহাম্মদ দীর্ঘদিন যাবৎ সিদ্ধুর হারি (কৃষক) কমিটির সভাপতি ছিলেন।

গতকাল একটি বিবৃতিতে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে আওয়ামী লীগে যোগদানের কথা ঘোষণা করেন। বিবৃতিতে তিনি ৬-দফা আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন এবং এক ইউনিট বিলোপের দাবী জ্ঞাপন করেন। তিনি এক ইউনিটকে ‘অস্বাভাবিক’ ও ‘অগণতান্ত্রিক’ বলিয়া অভিহিত করেন।

কাঠামো
বৈঠকে নবগঠিত কার্যনির্বাহক কমিটির কাঠামো বিষয়ে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বর্তমান অবস্থাই বহাল থাকিবে। বৈঠকে জনাব কামরুজ্জামানকে কমিটির স্থায়ী আহ্বায়ক নির্বাচিত করা হইয়াছে।

গঠনতন্ত্র
গতকাল বৈঠকে পাকিস্তান আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্র প্রণয়নের জন্য দশ সদস্যের একটি সাব-কমিটি নির্বাচিত করা হইয়াছে। এই সাব-কমিটিকে ৬-দফা, এক ইউনিট বিলোপ এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে দলীয় গঠনতন্ত্র এবং ঘোষণাপত্র প্রণয়নের নির্দেশদান করা হইয়াছে।

কমিটির প্রথম বৈঠক গভীর রাত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

আজাদ
২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৭
নয়া সাংগঠনিক সমিতি গঠনে পিডি এম পন্থী
আওয়ামী লীগের দুঃখ প্রকাশ

ঢাকা, ২৪শে সেপ্টেম্বর।— পিডিএমপন্থী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ এডহক কমিটি অদ্য অপরাহ্নে এখানে অনুষ্ঠিত এক সভায় ছয়দফা পন্থী

আওয়ামী লীগের নয়া পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক কমিটি নিয়োগে দুঃখ প্রকাশ করেন।

নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানের নেতৃত্বাধীন (পিডিএমপছী) পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব জহীরুদ্দিন জানান যে, এডহক কমিটির সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে আওয়ামী লীগে ভাঙ্গন সৃষ্টির জন্য প্রাদেশিক অথবা কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের নিকট হইতে কোনরূপ অনুমতি ব্যতীত পাকিস্তান আওয়ামী লীগের একটি পাল্টা সাংগঠনিক কমিটি গঠনের জন্য একশ্রেণীর ব্যক্তির প্রচেষ্টা নিন্দনীয়।

সিলেটের জনাব আবদুল হাই এডহক কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় আগামী ১৫ই অক্টোবর পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত করা হয়। সভায় গৃহীত অপরাপর প্রস্তাবে মুজিবর রহমানসহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী, দেশ হইতে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার ও নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস বাজেয়াফত আদেশ বাতেল করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। -পিপিএ

দৈনিক পাকিস্তান

২৫ শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৭

আমেনা বেগমের বিবৃতি

রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম মারাত্মক অসুস্থতার দরুণ শেখ মুজিবর রহমান, হাজি দানেশ, জনাব তাজউদ্দীন আহমদ ও জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরীসহ রাজবন্দীদের মুক্তি দেবার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

পিপিএ'র খবরে প্রকাশ, গত শনিবার রাতে এক বিবৃতিতে মিসেস আমেনা বেগম রাজনৈতিক বন্দীদের নাম ও তাদের অবস্থা সম্পর্কে বিশদ তথ্য প্রদান এবং তাদের উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করার আবেদন জানিয়েছেন।

দৈনিক পাকিস্তান

২৭ শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৭

আওয়ামী লীগ কমিটির সিদ্ধান্ত

(স্টাফ রিপোর্টার)

নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কমিটি গত রোববার ঢাকায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবে বলা হয় যে, দেশের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে সকল দেশের প্রতি বন্ধুসুলভ মনোভাব গ্রহণই আওয়ামী লীগের পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য।

এই প্রস্তাবে বিশ্বশান্তি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলা হয় যে, আওয়ামী লীগ সবসময়ই সাম্রাজ্যবাদ ও একনায়কত্ববাদের বিরুদ্ধে সমর্থন জানাবে। পাকিস্তানের স্বাধীন জোট নিরপেক্ষ উপনিবেশবাদ বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণের পক্ষে প্রস্তাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

কারাগারে আটক শেখ মুজিবর রহমানকে অবিলম্বে মুক্তিদান এবং মুক্তিদান সাপেক্ষে চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরের দাবী জানিয়েও একটি প্রস্তাব নেয়া হয়। এছাড়া বিভিন্ন আওয়ামী লীগ নেতাসহ আটক সকল রাজনৈতিক বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দানের দাবী জানানো হয়।

নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের একটি ম্যানিফেস্টো ও গঠনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য এই বৈঠকে ১০ জন সদস্যের একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়। ছয় দফা কর্মসূচী, পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বাতিল, এবং সমাজতান্ত্রিক ছাঁচে সমাজ গঠনের আদর্শকে সামনে রেখে সাব-কমিটিকে ম্যানিফেস্টো প্রণয়নের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আগামী ৩০শে নবেম্বরের মধ্যে মেনিফেস্টো ও খসড়া গঠনতন্ত্র পেশ করতে বলা হয়েছে। এই বৈঠকে আরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, আগামী সালের মার্চ মাসে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে।

স্বাধীন ও নিরপেক্ষ গণভোটের মাধ্যমে কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের দাবী জানিয়ে কাশ্মীরী জনগণের আজাদী সংগ্রামের প্রতি এক প্রভাবে সমর্থন জানানো হয়।

দেশ হতে অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, আরব ভূমির ওপর সাম্রাজ্যবাদের উস্কানীতে ইসরাইলী হামলার নিন্দা এবং উত্তর ভিয়েতনামের উপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বোমাবর্ষণের নিন্দা করেও প্রস্তাব নেয়া হয়। অপর এক প্রস্তাবে সংবাদপত্রের কঠরোধের নিন্দা করে এক প্রস্তাবে নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেসের বাজেয়াফত আদেশ প্রত্যাহারের দাবী জানানো হয়।

দেশের বিভিন্ন শ্রমিক সমস্যা সম্পর্কেও সভায় কতকগুলো প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। দেশের খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যের উর্ধ্বগতি রোধের দাবী জানিয়েও একটি প্রস্তাব নেওয়া হয়।

আজাদ

২৮ শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৭

“আঃ লীগের অভিমত যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েতনাম নীতি অমানুষিক বর্বরতা”

(স্টাফ রিপোর্টার)

নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নবগঠিত সাংগঠনিক কমিটি ভিয়েতনামে মার্কিন ভূমিকাকে “অমানুষিক বর্বরতা” হিসাবে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

গতকাল মঙ্গলবার প্রকাশিত সাংগঠনিক কমিটির ভিয়েতনাম পরিস্থিতি সম্পর্কে গৃহীত প্রস্তাবে আরও বলা হইয়াছে যে, সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন শাসকগোষ্ঠী উত্তর ভিয়েতনামে অবিরাম বোমা বর্ষণ দ্বারা ভিয়েতনামের মাটিকে ভস্মীভূত করিয়াছে এবং নিরীহ নাগরিকগণ কামানের গোলায় শিকারে পরিণত হইতে যাইতেছে। প্রস্তাবে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির প্রতি সম্মিলিতভাবে ভিয়েতনামে হুমকী প্রতিরোধ করিবার আবেদন জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

বিগত রবিবার অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে গৃহীত অপর একটি প্রস্তাবে খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যের উর্দ্ধগতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া মূল্যের উর্দ্ধগতি রোধ ও জনসাধারণের স্বার্থে দেশের অর্থনৈতিক নীতি প্রবর্তনের জন্য সরকারের দাবী জানান হয়।

শেখ মুজিবর রহমানের বর্তমান শারীরিক অবস্থা ও জেলের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কথা উল্লেখ করিয়া একটি প্রস্তাবে অবিলম্বে শেখ মুজিবর রহমানকে মুক্তি দানের দাবী জানান হইয়াছে। অপর একটি প্রস্তাবে সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করা হইয়াছে।

ইহাছাড়া বৈঠকে কাশ্মীরে গণভোট দাবী, আরব জাহানের উপর এছরাইলের আক্রমণের নিন্দা, শ্রমিক নির্যাতন প্রভৃতির উপর আরও কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে।

দৈনিক পয়গাম

২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৭

খণ্ডিত আওয়ামী লীগে ভানুমতির খেল অব্যাহত

ঢাকা, ২৬শে সেপ্টেম্বর।— অদ্য ছয়দফা পন্থী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে, ইতিপূর্বে যে ১৪ জন আওয়ামী লীগ সদস্যকে দল হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হইয়াছে, তাহারা আগামী ১০ই অক্টোবরের মধ্যে বহিষ্কার নির্দেশের বিপক্ষে যুক্তিপূর্ণ গ্রহণযোগ্য কারণ দর্শাইতে ব্যর্থ হইলে বহিষ্কার আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে। গত দুই দিনব্যাপী ঢাকায় অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক শেষে অদ্য এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

উক্ত ১৪জন সদস্যের মধ্যে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের এবং বর্তমানে পি ডি এম পন্থী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ এডহক কমিটির সভাপতি মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ ও এডহক কমিটির সম্পাদক জনাব মুজিবুর রহমানও রহিয়াছেন। পি ডি এম-এর সহিত সংশ্লিষ্ট থাকার জন্য গত ১৯শে আগস্ট ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে তাহাদের সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হইয়াছে। এবং তাহাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটিকে পরামর্শ প্রদানের উদ্দেশ্যে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মিসেস আমেনা বেগম এবং জনাব আবদুল আজিজের সমন্বয়ে এই অধিবেশনেই একটি কমিটি গঠিত হয়।

ওয়ার্কিং কমিটির নিকট প্রদত্ত উক্ত কমিটির রিপোর্ট জনাব নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে বিবেচনা করা হয়। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, তিন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত উক্ত কমিটি এই সদস্যদের বহিষ্কার করার পরামর্শ দেন।

তবে আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠ মহল অদ্যকার বৈঠক সম্পর্কে ডি, পি, এর জনৈক প্রতিনিধিকে জানান যে, ওয়ার্কিং কমিটি উক্ত কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনা করিয়াছেন এবং সাময়িকভাবে বরখাস্ত সদস্যদের ১০ই অক্টোবরের মধ্যে পুনরায় দলে যোগদান করার জন্য সময় দান করিয়াছে।

এই সম্মেলনের এক প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কমিটির এক ইউনিট বাতিল প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানান হয়।

পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের ৬-দফাকে দলীয় কর্মসূচী হিসাবে গ্রহণ করায় এক প্রস্তাবে পাকিস্তান আওয়ামী লীগকে অভিনন্দন জানান হয়। অপর এক প্রস্তাবে পাকিস্তান আওয়ামী লীগকে সমাজতন্ত্রবাদকে ইহার অন্যতম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার আহ্বান জানান হয়।

ইহাছাড়া পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের দুইজন নেতার বিরুদ্ধে মালিক গোলাম জিলানী ও মোহাম্মদ লুন্ডখোর যে উদ্দেশ্যমূলক বিবৃতি দান করেন এক প্রস্তাবে তাহার নিন্দা করা হয়। — পিপিএ

দৈনিক পাকিস্তান

২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৭

আওয়ামী লীগ কমিটির প্রস্তাব

(স্টাফ রিপোর্টার)

নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক কমিটি পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বাতিলের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে কার্যনির্বাহক কমিটি সর্বসম্মতভাবে তার প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। গত ২৫শে সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহক কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এই সভায় শেখ মুজিবর রহমানসহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তির দাবী জানিয়েও একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। পাকিস্তানে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক কমিটি যে প্রস্তাব নিয়েছে এই বৈঠকে তার প্রতি অভিনন্দন জানানো হয়।

সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, পাটের সর্বনিম্ন মূল্য খোলা বাজারে খাদ্যশস্যের গড়পড়তা মূল্যের কম ধার্য করা উচিত নয়। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য ৫০ টাকা ধার্যের জন্য সভায় দাবী জানানো হয়।

আজাদ
৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৭
পি ডি এম পন্থী আঃ লীগ
কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠানের দাবী
(স্টাফ রিপোর্টার)

পি ডি এম পন্থী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের এডহক কমিটি গত বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে আগামী পনেরই অক্টোবর পার্টির প্রাদেশিক কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠানের প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

বৈঠকে গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে শেখ মুজিবর রহমানসহ সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি দাবী করা হয়।

খাদ্য ও অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির উচ্চমূল্যে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বৈঠকে গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে উহাদের আশ্রয় মূল্য হ্রাস ও গ্রামাঞ্চলে রেশন ব্যবস্থা চালুর দাবী জ্ঞাপন করা হয়। বৈঠকে গৃহীত অপর কয়টি প্রস্তাবে সভা ও সংবাদপত্রের উপর আরোপিত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার, প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে দাবীকৃত ১৪৪ ধারা এবং জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের দাবী করা হয়।

আজাদ
৪ঠা অক্টোবর ১৯৬৭
হবিগঞ্জ আওয়ামী লীগের সভা
মুজিবর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী
(সংবাদদাতা প্রেরিত)

হবিগঞ্জ (সিলেট), ২রা অক্টোবর।- সম্প্রতি এখানে মহকুমা আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন জনাব মোস্তফা আলী এডভোকেট। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে আওয়ামী লীগের ৬-দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া পূর্ব পাক আওয়ামী লীগ কউন্সিল সভায় গৃহীত

পি,ডি, এম এ যোগ না দেওয়ায় সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানানো হয়। যাহারা আওয়ামী লীগ পার্টির সিদ্ধান্ত অমান্য করিয়া পি,ডি, এম এ যোগদান করিয়াছেন, তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জোর দাবী জানান হয়।

সভায় নবগঠিত নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করা হয়। বিনাবিচারে আটক পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শেখ মুজিবর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবী করা হয়। ‘দৈনিক ইত্তেফাক’ উহার মুদ্রণালয়ের উপর আরোপিত বিধিনিষেধ অবিলম্বে প্রত্যাহার করার এবং দেশ হইতে জরুরী পরিস্থিতির বিধিনিষেধ দূর করার জন্যও জোর দাবী জানানো হয়।

সংবাদ
৭ই অক্টোবর ১৯৬৭
রংপুরে ন্যাপ কর্মীসভা

বন্দী মুক্তি ও শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার দাবী

রংপুর, ৪ঠা অক্টোবর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- রংপুর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাধারণ সম্পাদক জনাব আজিজুল হকের বাসভবনে ন্যাপ ও কৃষক সমিতির কর্মীদের সম্প্রতি এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মী সভায় পাকিস্তান ন্যাপের যুগ্ম-সম্পাদক জনাব মহিউদ্দিন এবং কেন্দ্রীয় ন্যাপ নেতা জনাব পীর হাবিবুর রহমান বক্তৃতা করেন।

কর্মীদেরকে উদ্দেশ্য করিয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে জনাব মহিউদ্দিন দেশের ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশদভাবে আলোচনা করেন এবং এই অবস্থায় ন্যাপ ও কৃষক সমিতির কর্মীদের কি করণীয় সে সম্পর্কে আলোচনা করেন।

জনাব পীর হাবিবুর রহমান তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, দেশে স্বাধীনতার পর কোনদিনই গণতান্ত্রিক সরকার ছিল না। সমগ্র দেশে কোনদিন প্রান্তব্যয়স্কদের ভোটে কোন সরকার নির্বাচিত হয় নাই। গণতন্ত্র এদেশে ব্যর্থ হইয়াছে-এই কথা সম্পূর্ণ ভুল। এদেশে গণ-সরকার প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে শোষণ-নির্যাতন বন্ধ করিতে হইবে, জনসাধারণকেই নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে।

সভায় এক প্রস্তাবে হাজী দানেশ, হাতেম আলী খান, সিরাজুল হোসেন খান, মনিকৃষ্ণ সেন, শেখ মুজিব, তাজউদ্দিন, মতিয়া চৌধুরীসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবী জানান হয়।

আজাদ
৯ই অক্টোবর ১৯৬৭
নারায়ণগঞ্জে ছাত্রলীগের মিছিল ও সভা
(নিজস্ব সংবাদদাতা)

নারায়ণগঞ্জ, ৮ই অক্টোবর।— অদ্য স্থানীয় মহকুমা ছাত্রলীগের উদ্যোগে এক বিরাট ছাত্র শোভাযাত্রা শহরের সড়কসমূহ প্রদক্ষিণ করে। তাহারা আওয়ামী লীগের ৬ দফা দাবীর সমর্থন ও শেখ মুজিবসহ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তির দাবীতে বিভিন্ন শ্লোগান প্রদান করে। শোভাযাত্রার পর তোলারাম কলেজের সম্মুখে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ছাত্রলীগ নেতা কাজী বোরহান উদ্দিন, আবদুর রহমান ও রহমতুল্লাহ প্রমুখ বক্তৃতা করেন। ছাত্র সভায় ৬-দফার বাস্তবায়ন ও বিশ টাকা মণদরে চাউল সরবরাহের দাবী জানাইয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

আজাদ
৯ই অক্টোবর ১৯৬৭
চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সভায়
শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী

চট্টগ্রাম, ৭ই অক্টোবর।— গত ২রা অক্টোবর সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের কার্য্যকরী সংসদের এক বর্ধিত সভা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে জনাব বদিউল আলম এডভোকেট সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এম, এ, আজীজ, জনাব আবদুল্লাহ আল হারুণ, জনাব এম, এ হান্নান, জনাব মহাঃ নাসিরুদ্দিন ও জনাব মুজাফফর মাহমুদ প্রমুখ বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সাংগঠনিক বিষয়াদির উপর আলোকপাত করিয়া বক্তৃতা করেন।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক কমিটির প্রথম অধিবেশনে গৃহীত ঐতিহাসিক ৬ দফা, সমাজতন্ত্র, এক ইউনিট বাতিল ও জোট নিরপেক্ষ স্বাধীন এবং উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী পররাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি বিষয় পাকিস্তান আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টো ভুক্ত করার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে উহাতে পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক কমিটির প্রতি অভিনন্দন এবং উক্ত সিদ্ধান্তসমূহকে কার্য্যকরী করার জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা হয়।

সভায় গৃহীত অপর প্রস্তাবে চট্টগ্রামে পিডি, এমপস্টী আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক কমিটি গঠনের সংবাদে গভীর বিস্ময় প্রকাশ করা হয়। চট্টগ্রাম

আওয়ামী লীগ এ ভাঙ্গন ধরাইবার চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া অন্যান্য সুযোগ সন্ধানী দলের কর্মকর্তাদের আত্মীয়-স্বজন দিয়া গঠিত এই তথাকথিত ভূয়া আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক কমিটি আওয়ামী লীগ কর্মীদের মনে ও গণমনে কোন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিতে পারিবে না বলিয়া প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়।

শহর ও শহরতলীর বিভিন্ন এলাকায় যখন তখন যে কোন অজুহাতে রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে ১৪৪ ধারা জারীর করায় সভায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয় এবং অবিলম্বে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করার জোর দাবী জানাইয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ইহা ছাড়া সভায় শেখ মুজিবর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি, জরুরী আইন প্রত্যাহার, নিউনেশন প্রিন্টিং প্রেসের উপর হইতে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করিয়া অবিলম্বে ইন্ডেফাক পুনঃপ্রকাশের বন্দোবস্ত করা, শ্রমিক স্বার্থবিরোধী আইন বাতিল ও চটকল শ্রমিকদের তিনদফা দাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন, সস্তাদরে খাদ্য সরবরাহ, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় বাজেট হইতে লবণকর ও জমির বর্ধিত খাজনা প্রত্যাহারের দাবী জানাইয়া কতিপয় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

আজাদ
৯ই অক্টোবর ১৯৬৭

ঢাকা জেলা ছাত্রলীগ কর্তৃক অবিলম্বে ছাত্র নেতৃবৃন্দের মুক্তিদাবী

ঢাকা জেলা ছাত্রলীগের পক্ষ হইতে ছাত্র ও রাজনৈতিক কর্মীদের ব্যাপক ধরপাকড়ের নিন্দা করিয়া এক বিবৃতি দান করা হইয়াছে।

বিবৃতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আবদুল হাই, সহ-সভাপতি মোজাম্মেল হক ও অন্যান্য নেতা বলেন, ইদানীং সরকার ছাত্রলীগ সম্পাদক আবদুর রাজ্জাক ও ছাত্র ইউনিয়ন নেতা আলী হায়দার খানকে দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার করিয়াছেন। আমরা অবিলম্বে বিনাসর্তে তাহাদের মুক্তি দাবী করিতেছি। ইহাছাড়া ছাত্রলীগ সভাপতি ফেরদৌস কোরেশী, সাংগঠনিক সম্পাদক নুরে আলম সিদ্দিকী, ছাত্রলীগ নেতা মনিরুল ইসলাম, আবুল কালাম আজাদ, প্রাক্তন ছাত্র ইউনিয়ন নেত্রী মতিয়া চৌধুরী অসুস্থ অবস্থায় বিনাচিকিৎসায় দুর্ভোগ জীবনযাপন করিতেছেন। ইহা ছাড়া শেখ মুজিব, তাজউদ্দিন, মিজান চৌধুরী, হাজী দানেশ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ দীর্ঘদিন যাবৎ কারাগারে আটক আছেন। আমরা অবিলম্বে এই সকল নেতৃবৃন্দসহ সকল ছাত্র ও রাজবন্দীদের আশু মুক্তি দাবী করিতেছি। যদি অবিলম্বে তাহাদের মুক্তি না দেওয়া হয় তাহা হইলে দেশব্যাপী তাহাদের মুক্তির দাবীতে দুর্ব্বার গণআন্দোলন গড়িয়া তোলা হইবে।

আজাদ
১০ই অক্টোবর ১৯৬৭
দিনাজপুর আওয়ামী লীগ সম্মেলনে
শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী
(সংবাদদাতার তার)

রংপুর, ৯ই অক্টোবর।- গতকাল দিনাজপুর জেলা আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া এখানে প্রাপ্ত সংবাদদাতার তারবার্তায় জানা গিয়াছে। জাতীয় পরিষদ সদস্য অধ্যাপক ইউসুফ আলী চৌধুরীসহ সম্মেলনে বহু নেতৃস্থানীয় সদস্য ও বিভিন্ন মহকুমার কর্মীবৃন্দ যোগদান করেন।

জেলা আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি জনাব আজিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বক্তৃতাদান কালে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক জনাব কামরুজ্জামান এম এন এ, ৬-দফার গুরুত্ব ও এই ব্যাপারে আওয়ামী লীগের ভূমিকা বিশ্লেষণ করেন।

সম্মেলনে বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতাদান কালে ঘোষণা করেন যে, ৬ দফা এখন আর শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তানের কর্মসূচীই নহে বরং উহা জাতীয় কর্মসূচীতে পরিণত হইয়াছে। ৬-দফা বাস্তবায়িত হইলে পাকিস্তান একটি সুখী ও শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইবে।

সম্মেলনে অধ্যাপক ইউসুফ আলী, জনাব আজিজুর রহমান ও জনাব হাবিবুর রহমান সমন্বয়ে একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

সম্মেলনে গৃহীত বিভিন্ন প্রস্তাবের মধ্যে ৬-দফার প্রতি পুনরায় সমর্থন জ্ঞাপন, সমাজতান্ত্রিক নীতির প্রতি সমর্থন দান, পশ্চিম পাকিস্তানের সাবেক প্রদেশসমূহের পুনরুজ্জীবিত করার দাবী জানানো হয়। সম্মেলনে গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে শেখ মুজিবর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর অবিলম্বে মুক্তি দাবী করা হয়।

পি,ডি,এম, এর সহিত সম্পর্কচ্ছেদ

সম্মেলন শেষে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে জনাব ইউসুফ আলী, সরদার মোশাররফ হোসেন, জনাব মোশাররফ চৌধুরী ও জনাব হেসাবুদ্দিন পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন (পিডিএম) এর সহিত সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করেন।

গত ১৯শে আগষ্ট আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে গৃহীত সর্বসম্মত প্রস্তাবে পি ডি এম এ যোগদান না করিয়া ৬-দফার আন্দোলন অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতেই তাহারা সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করেন।

ব্যাপক ভিত্তিতে সভানুষ্ঠান

আগামী ২০শে অক্টোবরের মধ্যে ব্যাপকভিত্তিতে সভানুষ্ঠানের জন্যও দিনাজপুরের আওয়ামী লীগ কর্মীগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

আজাদ
১১ই অক্টোবর ১৯৬৭
জামালপুরে আওয়ামী লীগের সভায় রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী
(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

জামালপুর, ৮ই অক্টোবর।- মহকুমা আওয়ামী লীগের এক প্রেস রিলিজে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, সম্প্রতি মোমেনশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব আখতারুজ্জামান এডভোকেট-এর সভাপতিত্বে জামালপুর মহকুমা আওয়ামী লীগ কার্যকরী সংসদের এক সভায় গৃহীত প্রস্তাবে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর আশু মুক্তি দাবী করা হয়।

অপর প্রস্তাবে দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। প্রস্তাবে পাট উৎপাদনকারী চাষিগণ যাহাতে পাটের ন্যায্যমূল্য পায় তাহার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ এবং “খ” শ্রেণী ও দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ রেশনিং প্রথা প্রবর্তনের জন্যও দাবী জানানো হয়।

আজাদ
১১ই অক্টোবর ১৯৬৭
আঃ লীগ নেতৃবর্গ বলেন, ৬-দফা কর্মসূচী
জাতীয় দাবীতে পরিণত হইয়াছে

দিনাজপুর, ৯ই অক্টোবর।- পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ গতকাল এখানে ঘোষণা করেন যে, ৬-দফা কর্মসূচী এখন আর শুধুমাত্র প্রাদেশিক ইউনিটের দাবী নহে, বরং ইহা জাতীয় দাবীতে পরিণত হইয়াছে। কারণ নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ মেনিফেস্টোতে উহা অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

এখানে এক কর্মী সম্মেলনে জনাব কামরুজ্জামান ও জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব ইউসুফ আলী উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

সভায় শেখ মুজিবর রহমানসহ সকল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবী করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

জনাব কামরুজ্জামান সভায় ঘোষণা করেন যে, দিনাজপুরের চারজন এডভোকেট জনাব ইউসুফ আলী, মোশাররফ হোসেন সর্দার, মোশাররফ চৌধুরী এবং হেসাবুদ্দিন পিডিএম-এর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ৬-দফা কর্মসূচীর প্রতি তাহাদের বিশ্বাস ও সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

কর্মী সম্মেলনে অপর এক প্রস্তাবে পার্টির ছয়দফা কর্মসূচীর প্রতি ইহার পুনরায় আস্থা প্রকাশ করা হয় এবং পার্টির মেনিফেস্টোতে সমাজতন্ত্রের আদর্শ, এক ইউনিট বিলোপ এবং স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির সিদ্ধান্তের অন্তর্ভুক্তিকরণ অভিনন্দিত করা হয়। -পিপিএ

সংবাদ

১২ই অক্টোবর ১৯৬৭

কুমিল্লা জেলা ছাত্র ইউনিয়নের নয়া সংসদ গঠন

কুমিল্লা, ৯ই অক্টোবর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।— পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, কুমিল্লা জেলা শাখার সম্প্রতি এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে নয়া জেলা কার্যকরী সংসদ গঠন করা হয়।

জনাব মোঃ আবদুস সালাম উইয়া ও জনাব মোঃ জাকির হোসেন যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

মুক্তাগাছা থানা ছাত্রলীগ সম্মেলন

মুক্তাগাছা, ৯ই অক্টোবর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।— সম্প্রতি মুক্তাগাছা থানা ছাত্রলীগ সম্মেলনে ছাত্রলীগ সভাপতি জনাব ফেরদৌস কোরেশী, জনাব আবদুর রাজ্জাক, জনাব নুরে আলম সিদ্দিকী ও জনাব শফি আহমদসহ সকল ছাত্রবন্দী এবং আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর আশু ও বিনাশর্তে মুক্তি দাবী জানানো হয়। শ্রী অমৃত চন্দ্র দে কে সভাপতি ও জনাব খবির উদ্দীনকে সম্পাদক নির্বাচিত করিয়া একটি শক্তিশালী কার্যকরী সংসদ গঠন করা হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বিদায়ী সভাপতি শ্রী পরেশ চন্দ্র সাহা। সভায় গৃহীত অন্যান্য প্রস্তাবে ২২-দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন, ৬-দফার বাস্তবায়ন, সস্তা দরে খাদ্য সরবরাহের দাবী, জরুরী আইন প্রত্যাহার, ইন্ডেফাক-এর পুনঃপ্রকাশ দাবী ও নেত্রকোনায় নিরীহ ও নিরস্ত্র ছাত্রদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ এবং শহীদ মিনারের পবিত্রতা বিনষ্ট করার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়।

দৈনিক পাকিস্তান

১৬ই অক্টোবর ১৯৬৭

আজ শেখ মুজিবের মামলার জেরা

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে আপত্তিকর বক্তৃতা দানের অভিযোগে আনীত একটি মামলার জেরা ১৬ই ও ১৭ই অক্টোবর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ঢাকার এ ডি এম জনাব এম এস খানের আদালতে ধার্য করা হয়েছে। ১৯৬৪ সালের ২৯শে মার্চ ঢাকার আউটার স্টেডিয়ামে শেখ মুজিবুর রহমান আপত্তিকর ভাষণ দিয়েছেন বলে এই অভিযোগে বলা হয়েছে।

আজাদ

১৭ই অক্টোবর ১৯৬৭

“বহিষ্কার” প্রসঙ্গে আবদুস সালাম খানের মন্তব্য

আটদফা মানিয়া আমরা শেখ মুজিবের নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ দিই নাই

পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের আটদফা মানিয়া লইয়াছি বলিয়া তারা বলেন, আমরা আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব চ্যালেঞ্জ করিয়াছি স্থায়ী অর্ব্বাচীন মত কথা বলেন। “আওয়ামী লীগের সদস্যদের প্রকার বিভক্তি দ্বিধাবিভক্তি ন্যাপ সদস্যদের মত কোন আদর্শগত রোধ নহে।”

পি ডি-এম পন্থী আওয়ামী লীগ নেতা ও পূর্ব পাকিস্তান পিডি-এম-এর সভাপতি জনাব আবদুস সালাম খান ১৪ জন আওয়ামী লীগ নেতাকে ৬-দফা সমর্থক আওয়ামী লীগ হইতে বহিষ্কারের আলোচনা প্রসঙ্গে উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

এই সংক্রান্ত সংবাদের প্রথমংশ গতকল্যকার আজাদে প্রকাশিত হইয়াছে।

আবদুস সালাম খান

পি ডি এম পন্থী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের বিশেষ অধিবেশন উদ্বোধন প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান পি ডি এম-এর সভাপতি জনাব আবদুস সালাম খান বলেন যে, কতিপয় আওয়ামী লীগ (ছয় দফাপন্থী) সদস্য সম্প্রতি এমন কতিপয় আওয়ামী লীগ সদস্যকে (পিডিএম পন্থী) বিভিন্ন সময় মেয়াদের জন্য বহিষ্কার করিয়াছেন যাহারা বয়সে প্রবীণ, তাহাদের আওয়ামী লীগ প্রীতি বিভিন্ন অগ্নি পরীক্ষায় পরীক্ষিত এবং যাদের দেশপ্রেম সন্দেহাতীত। ওসব “বহিষ্কৃত” নেতা আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব দান করিতে গিয়া বারবার কারাবরণ করিয়াছেন, নির্যাতিত হইয়াছেন। তাহারা বয়সে বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠতর।

এই প্রসঙ্গে জনাব সালাম খান ৬-দফাপন্থী আওয়ামী লীগ কর্তৃক বহিষ্কৃত আওয়ামী নেতাদের সংগ্রামী জীবনের পরিচিতি প্রদান করেন।

জনাব আবদুস সালাম খান আওয়ামী লীগের বর্তমান ভিত্তির কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, ন্যাপ দলীয় সদস্য- আদর্শগত দ্বন্দ্ব যেরূপ নিজেদের মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে আওয়ামী লীগের সদস্যদের মধ্যকার বিভক্তি তেমন কোন আদর্শগত বিরোধ নহে। তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে, আদর্শবাদের দ্বন্দ্ব ন্যাপ দলীয় সদস্যগণ পিকিং ও মস্কো এই দুই দলে বিভক্ত। আওয়ামী লীগের সদস্যগণ বিদেশী প্রভাবমুক্ত, তাহাদের স্থীমান দ্বন্দ্ব ও বিভক্তি ছয়দফার ব্যাখ্যা কেন্দ্র করিয়া সৃষ্ট বলিয়া জনাব সালাম খান ইঙ্গিত প্রদান করেন।

তিনি বলেন, পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের আটদফা বলিয়া লইয়াছি বলিয়া যাহারা বলেন, আমরা আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্ব চ্যালেঞ্জ করিয়াছি তাহারা অর্ধাচীন মতো কথা বলিয়াছেন। কেননা নেতৃত্ব কখনো চ্যালেঞ্জ করা যায় না, নেতৃত্ব অবিনশ্বর—বিবৃতি প্রদান উহার ক্ষতি সাধন করা যায় ইহা বরং যাহারা আজ আমাদের আওয়ামী লীগ হইতে বহিষ্কার করিয়াছেন তাহারা ই শেখ মুজিবরের দায় ভাঙাইয়া ছয়দফার ভুল ব্যাখ্যা করিয়া নেতৃত্ব টিকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন।

তিনি বলেন, কোন রাজনৈতিক দলের কোন কর্মসূচী বা প্রোগ্রামই অপরিবর্তনীয় বা অলংঘনীয় নহে— এই কথা মিথ্যা। শেখ মুজিবর রহমানও ছয় দফাকে চূড়ান্ত সমাধান বলিয়া জাহির করেন নাই। এই খানে অনুষ্ঠিত ১৯৬৬ সালের কাউন্সিল অধিবেশনে তিনি বলিয়াছিলেন ছয় দফা অপেক্ষা কোন সুষ্ঠুতর বিকল্প প্রস্তাব কেউ দিতে পারিলে তিনি তাহা মানিয়া লইবেন।

তিনি বলেন যে, একসময় আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, আওয়ামী লীগের চূড়ান্ত সংগ্রামের পর্যায় শেষ হইয়া গিয়াছে, নেতৃত্ব শিথিল হইয়া পড়িয়াছে এবং উহার একার পক্ষে সমগ্র জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে। সেই হেতু আমরা পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের সহিত মিলিত হইয়া বহু সংগ্রামের পর তাহাদের দ্বারা ছয়দফাকে প্রকারান্তরে স্বীকার করাইয়া আট-দফা কর্মসূচী প্রণয়ন করাইয়াছি। ইহা আওয়ামী লীগের জন্য পরম বিজয় ও আওয়ামী লীগ দৃঢ়তর হইয়াছে।

আট-দফাকে একটি গৌরবময় দলিল হিসাবে উল্লেখ করিয়া জনাব সালাম খান নিজের আইনজ্ঞ জ্ঞানের প্রেক্ষিতে বলেন যে, আট-দফা দাবী কার্যকরী করা হইলে পূর্ব পাকিস্তান নিজেই নিজের দাবী বুঝিয়া লইতে পারিবে।

তিনি বলেন, “পিডিএম-এ যোগদান করিয়া আওয়ামী লীগকে বিক্রয় করা হয় নাই। বন্ধুরা (ছয় দফা, পন্থী) ভুল বুঝিলে কি করিতে পারি। জানি না প্রথমদিকে কার্যকরী পরিষদের পঁচিশ জন সদস্যের মধ্যে ২৩ জন মত দিয়াও কেন কাহার নেপথ্য নির্দেশ অমত করিয়াছেন। আমাদের মধ্যে যাহারা সংগ্রাম করিতে চান না তাহারা হাত উঠাইয়া বলেন, “আমরা পিছাইয়া যাইব না।”

জনাব সালাম খান পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার অর্থনৈতিক ও অপরাপর বৈষম্যের সৃষ্টির তীব্র সমালোচনা করিয়া ১৯৫৮ সালের পর এ পর্যন্ত জাতীয় অর্থ ও বৈদেশিক মুদ্রা এ যাবৎ পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানে কত

ব্যয় করা হইয়াছে উহার একটি হিসাব বর্তমান সরকারের নিকট দাবী করেন। তিনি এই মর্মে ইঙ্গিত প্রদান করেন যে, বর্তমান সরকারের শাসনকালেই দুই প্রদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মওলানা তর্কবাগিশ

অধিবেশনের সভাপতি মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগিশ বলেন যে, মতানৈক্য হইলেও তিনি আওয়ামী লীগের দুই বিভক্ত দলের মধ্যে একটি সমঝোতা ও আপোষ রক্ষা হইবে বলিয়া আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু একদল আওয়ামী লীগ সদস্য “ঔদ্ধত্য” সহকারে আমাদেরকে “বহিষ্কার” করিয়াছে। “মনে হয় ক্ষমতা থাকিলে ফাঁসিকাঠে ঝুলাইত।”

তিনি বলেন, “কিন্তু আমাদের দুয়ার সকলের জন্য খোলা।”

তিনি বলেন যে, পিডিএম গঠন করা হইলেও, উহার কোন অমঙ্গল নিজের নীতি বিসর্জন দেয় নাই যেমন আওয়ামী লীগও দেয় নাই।

মুজিবুর রহমান

পিডিএম-পন্থী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের এডহক কমিটির সাধারণ সম্পাদক, যশোরের জনাব মুজিবুর রহমান স্বীয় রিপোর্টে পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আওয়ামী লীগের যোগদানের বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং ছয়দফা ও আট-দফার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, “পিডি এম-এর আট দফার মধ্যে ছয়-দফার সব দফাসহ অতিরিক্ত এমন কয়টি দফা আছে যাহা পূর্ব পাকিস্তানীদের স্বার্থের পরিপূরক। রিপোর্টদান শেষে তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগের মধ্যে আমরা ভাঙন সৃষ্টি করি নাই।”

তিনি অভিযোগ করেন যে, রাওয়ালপিণ্ডির কোন একজন উজীরের (বর্তমান সরকারের) সাহায্যপুষ্ট ব্যক্তিদের সহায়তায় একটি পাল্টা “পাকিস্তান আওয়ামী লীগ গঠনের ষড়যন্ত্র” চলিতেছে।

জহীরুদ্দীন

অধিবেশনে, পিডিএম-পন্থী পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব জহীরুদ্দীন বলেন, তিনি মনে করেন না যে, পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের (পিডিএম) আট দফার মধ্যে আওয়ামী লীগের ছয় দফা দাবী সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান। কেননা কোন রাজনৈতিক দলই নিজেদের কর্মসূচী বিসর্জন দিয়া ছয়দফা সর্বোৎকৃষ্ট গ্রহণ করিতে পারে না।

তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, পিডি এম সম্পর্কে কিছু সংখ্যক আওয়ামী লীগ সদস্যদের মধ্যে যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দূর হইয়া যাইবে।

ইহা ছাড়া অধিবেশনে বরিশালের জনাব লকিতুল্লাহ, কুষ্টিয়ার জনাব সাদ আহমদ, মোমেনশাহীর জুলমত আলী প্রমুখও বক্তৃতা করেন।

আজাদ
১৭ই অক্টোবর ১৯৬৭
শেখ মুজিবের মামলার সাক্ষীদের জেরা শুরু
(কোর্ট রিপোর্টার)

গতকাল (সোমবার) ঢাকা সেন্ট্রাল জেল কোর্টে অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার জনাব এম, এস, খানের কোর্টে পল্টন ময়দানে “আপত্তিকর” ও দেশদ্রোহিতামূলক বক্তৃতা দানের অভিযোগে বর্তমানে দেশরক্ষা আইনে আটক পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত মামলার সাক্ষীদের জেরা শুরু হইয়াছে।

১৯৬৪ সালের ২৯শে মার্চ ঢাকার পল্টন ময়দানে উক্ত আপত্তিকর বক্তৃতা দানের অভিযোগে আওয়ামী লীগ প্রধানের বিরুদ্ধে পাকিস্তান ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১২৪(ক) ধারা ও জননিরাপত্তা আইনের ৭(৩) ধারা অনুযায়ী এই মামলা আনয়ন করা হইয়াছে।

এইদিন সরকারী স্টেনোগ্রাফার মোহাম্মদ হোসেন ও সরকারী রিপোর্টার আবদুল হাকিমকে জেরা করা হয়। প্রথমোক্ত সাক্ষী “শর্টহ্যান্ডে” ও শেষোক্ত সাক্ষী সাধারণভাবে পল্টন ময়দানে প্রদত্ত শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। আওয়ামী লীগ প্রধানের পক্ষে এডভোকেট জনাব জহিরুদ্দিন, জনাব এম, এ, রব, সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রমুখ এবং সরকার পক্ষে জনাব আবদুল আলীম মামলা পরিচালনা করেন।

মামলার শুনানী আজ (মঙ্গলবার) সকাল সাড়ে ৯টা পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হইয়াছে।

শাহ মোয়াজ্জেমের মামলা

গতকাল (সোমবার) প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব সুলতান আলীর কোর্টে গত বৎসর ১৩ই মে পল্টন ময়দানের জনসভায় ‘আপত্তিকর’ ভাষণদান করিয়া পাকিস্তান সরকারের প্রতি জনগণের ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি এবং উত্তেজিত করার অভিযোগে এডভোকেট শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনের বিরুদ্ধে আনীত মামলার ৩ জন সরকারী সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হয়। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আবদুর রহমান, স্পেশাল ব্রাঞ্চার স্টেনোগ্রাফার শামসুল হক ও এস আই কাওসার আলী এইদিন সাক্ষ্যদান করেন।

Morning News

17 th October 1967

Sedition case against Mujib: Hearing begins

A case of sedition started against Sheikh Mujibur Rahman now in detenion under the DPR came up for hearing in the court of Mr. M. S. Khan, ADM, at the Central Jail gate here yesterday, reports PPA.

According to an Awami League Press release, the case was instituted against the Awami League, chief under Sections 24 (A) (PPC) and Section 7(3) of the East Pakistan Public Safety Ordinance for an alleged prejudicial speech delivered by Sheikh Mujib at the Outer Stadium here on March 29, in 1964.

Two prosecution witnesses Mohammed Hossain, the Government stenographer and Mr. Abul Hashim, the Government longhand writer-were cross examined on behalf of the defence yesterday. The case comes up for hearing again today.

Advocates, Messrs. Zahiruddin, M. A. Rab, Kamruzzaman, Mohammadullah, Aminul Huq, Choudhury Abdul Hakim, Abdul Jalil and Syed Nazrul Islam appeared for the defence, while Mr. Abdul Alim conducted the prosecution.

সংবাদ

১৭ই অক্টোবর ১৯৬৭

সেন্ট্রাল জেল গেটে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা

গতকাল ২ জন সরকারী সাক্ষীর জেরা সমাপ্ত

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (সোমবার) ঢাকা সেন্ট্রাল জেলগেটে শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে আনীত আর একটি মামলার শুনানী হয়। ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এম, এস, খানের কোর্টে এই মামলার শুনানী চলিতেছে। এই দিন বিবাদীপক্ষের কৌশলিগণ ২ জন সরকারী সাক্ষীকে জেরা করেন। এই দুইজন সাক্ষী হইলেন গভর্নমেন্ট স্টেনোগ্রাফার মোহাম্মদ হোসেন ও ‘লং হ্যান্ড’ রিপোর্টার মোহাম্মদ মোমিন।

তাহারা উভয়ে বিগত ১৯৬৪ সনের ২৯শে মার্চ পল্টন ময়দানে প্রদত্ত শেখ মুজিবের বক্তৃতার নোট গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া সাক্ষ্যদান করেন।

আজ (মঙ্গলবার) পুনরায় সরকার পক্ষের আরো কতিপয় সাক্ষীর জেরা হইবে।

পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২৪(ক) পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সের ৭(৩) ধারা মোতাবেক আপত্তিকর বক্তৃতা দানের অভিযোগে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে উক্ত মামলা দায়ের করা হয়।

বিবাদীপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন মেসার্স জহির উদ্দিন, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এম,এ, রব, মোহাম্মদ উল্লাহ, কামরুজ্জামান, আমিনুল হক চৌধুরী, আবদুল হাকিম, আবদুল জলিল প্রমুখ আইনজীবী। পক্ষান্তরে সরকারপক্ষে এ্যাডভোকেট আবদুল আলিম উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক পাকিস্তান

১৭ই অক্টোবর ১৯৬৭

শেখ মুজিবের মামলার শুনানী

শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে একটি রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা গতকাল সোমবার ঢাকা কেন্দ্রীয় সেন্ট্রাল জেলগেটে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এম এস খানের আদালতে শুরু হয়।

আওয়ামী লীগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির বরাত দিয়ে পিপিএ পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সের ৭(৩) ধারা ও ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২৪ (ক) ধারা অনুযায়ী এই মামলা দায়ের করা হয়েছে। শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে ১৯৬৪ সালে ঢাকার আউটার স্টেডিয়ামে রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর বক্তৃতা দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে।

গতকাল বিবাদীপক্ষের কৌসুলী বাদীপক্ষের দু'জন সাক্ষীকে জেরা করেন। সাক্ষী দু'জন হচ্ছেন সরকারের স্টেনোগ্রাফার জনাব মোহাম্মদ হোসেন ও সরকারী লং হ্যান্ড রাইটার জনাব আবুল হাশিম।

বিবাদীর পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন, এডভোকেট জনাব জহীরুদ্দীন, এডভোকেট জনাব এম এ রব, এডভোকেট জনাব কামরুজ্জামান, এডভোকেট জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ, এডভোকেট জনাব আমিনুল হক চৌধুরী, এডভোকেট জনাব আবদুল হাকিম ও এডভোকেট জনাব আবদুল জলিল। সরকারপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন জনাব আবদুল আলিম।

আজাদ

১৮ই অক্টোবর ১৯৬৭

শেখ মুজিবের মামলায় আরও ৩ জন সরকারী সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ (কোর্ট রিপোর্টার)

দেশরক্ষা আইনে আটক পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত দেশদ্রোহিতা মামলার আরও ৩জন সরকারী সাক্ষীর জেরা গতকাল মঙ্গলবার করা হয়। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলগেটে অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার জনাব এম, এস, খানের কোর্টে এই মামলার বিচার কার্য চলিতেছে।

১৯৬৪ সালের ২৯শে মার্চ পল্টন ময়দানে “আপত্তিকর” বক্তৃতা দানের অভিযোগে পাকিস্তান ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারা ও জননিরাপত্তা আইনের ৭ (৩) ধারা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি ও জনগণকে উত্তেজিত করার অভিযোগে আওয়ামী লীগ প্রধানের বিরুদ্ধে এই রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা আনয়ন করা হইয়াছে। ঘটনার

প্রায় দেড় বৎসর পরে ঢাকার তৎকালীন এস, পি, সৈয়দ মান্নান বক্স আওয়ামী লীগ সভাপতির বিরুদ্ধে উপরোক্ত অভিযোগ পেশ করেন।

১৬৬ নং ওয়াটার ওয়ার্কস রোডের অধিবাসী শাহ আলম জেরার জবাবে নিজেকে কনভেনশন মুসলিম লীগ সমর্থক এবং স্থানীয় ইউনিয়ন কমিটির চেয়ারম্যান ও তাহার মামাকে মুসলিম লীগ পন্থী বলিয়া জানান। তিনি বলেন, ২৯শে মার্চ পল্টনের জনসভায় তিনি শুধু শেখ মুজিবর রহমানেরই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। কোর্টে সাক্ষী দেওয়ার এক মাস পূর্বের পুলিশ অফিসার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল। পুলিশের কাছে তিনি কখনও কিছু বলেন নাই এবং পুলিশও তাহার কোন জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করে নাই বলিয়া শাহ আলম কোর্টে জানায়। পুলিশ তাহার ঠিকানা জানিত কিনা তাহা তিনি জানিতেন না।

৪৩ নং এন, কে দত্ত রোডের নিবাসী আবদুর রাজ্জাক জেরার জবাবে বলেন, পল্টনের জনসভায় প্রদত্ত শেখ মুজিবর রহমানের বক্তৃতা ব্যতীত অন্য কাহারো বক্তৃতার বিষয়বস্তু তাহার স্মরণ নাই। সাম্প্রতিক কালে প্রদত্ত প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান ও অন্য কোন রাজনৈতিক নেতার বক্তৃতা তাহার স্মরণ নাই। আবদুর রাজ্জাক আরও জানান, পুলিশের সহিত তাঁহার কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই।

নোয়াখালীর অধিবাসী ও বর্তমানে ৩৮ নং টিপু সুলতান রোডে বসবাসকারী আবদুস সাত্তার জানান যে, আমীর হোসেন তাহার বন্ধু। জেরার জবাবে আবদুস সাত্তার বলেন, পল্টন ময়দানে শেখ মুজিবর রহমানের বক্তৃতা শ্রবণের পরে ও কোর্টে সাক্ষ্যদানের পূর্বের কোন পুলিশ অফিসারের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছে কিনা, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। পুলিশের নিকট তিনি কোন জবানবন্দী দেন নাই বলিয়া কোর্টে প্রকাশ করেন।

মামলার শুনানী আগামী ৯ই নভেম্বর পর্যন্ত মুলতুবী রাখা হইয়াছে। এডভোকেট জনাব জহিরুদ্দীন, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব কামরুজ্জামান এম, এন, এ, জনাব জুলমত আলী প্রমুখ আওয়ামী লীগ সভাপতির এবং জনাব আবদুল আলীম সরকার পক্ষ সমর্থন করেন।

Pakistan Observer

18th October 1967

AROUND THE COURTS

Deposition in Mujib's case

(By Our Court Correspondent)

A prosecution witness in the case against Sheikh Mujibur on Tuesday in reply to a question of cross-examination by the defence

declared that he supported Convention League. The witness, a young man residing at 166, Waterworks Road, Dacca earlier deposed that he was a businessman.

Mr. M. S. Khan Additional District Magistrate, Dacca is trying the accused, a detenu, inside Dacca Central Jail.

Questioned by Mr. Zahiruddin if he had ever met his maternal uncle (another prosecution witness) after his last deposition, the witness said he had met him once. On a further query he admitted that he stayed with his uncle in the same house. On questioning if his Convention League was the one to which President Ayub Khan belonged and for which Governor Monem Khan canvassed during the last National Assembly bye-election at Faridpur the witness said he did not know.

To the next question he said he had heard only Skeikh Mujib's speech and then left the meeting. He said he met a police officer one month before he deposed in the case. He was asked by the police officer to see him sometime, the witness added. These statements were made when the defence lawyer wanted to know if the witness was ever examined by any police officer.

Abdur Razzaq, another businessman of 43, N. K. Dutta Road, Dacca who earlier deposed to have heard the speech of the accused and quoted from it out of memory said that he had attended other meetings including that of President Ayub Khan but did not remember none of the speeches.

He said the police came to him after the meeting and asked him to see them in the thana. Abdus Satter of 38, Madan Mohan Basak Road who said he was a contractor quoted from the speech of the accused. He said that he did not remember any other speech. The case was adjourned to November 9 for cross-examination of further witnesses.

সংবাদ

১৮ই অক্টোবর ১৯৬৭

শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা

আরও ৩ জন সরকারী সাক্ষীর জেরা : ৯ই নভেম্বর পরবর্তী শুনানী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (মঙ্গলবার) ঢাকা সেন্ট্রাল জেলগেটে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবের রহমানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে আনীত মামলায় সরকারপক্ষের আরও ৩ জন সাক্ষীর জেরা সম্পন্ন হয়। ঢাকার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এম,এস, খান জেল গেটের অভ্যন্তরে

এজলাস খুলিয়া এই মামলার শুনানী গ্রহণ করিতেছেন। উল্লেখযোগ্য যে, বিগত ১৯৬৪ সনের ২৯ শে মার্চ পল্টন ময়দানে এক আপত্তিকর বক্তৃতার অভিযোগে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ও পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সের ৭(৩) ধারা মোতাবেক এই মামলা দায়ের করা হয়। শেখ মুজিবের রহমান বর্তমানে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিবলে বিনাবিচারে জেলে আটক আছেন। ইতিপূর্বে আপত্তিকর বক্তৃতার অভিযোগে অপর এক মামলায় তাঁহার সাজা হয়। উক্ত দণ্ডদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হয় এবং উহার শুনানী পেণ্ডিং রহিয়াছে।

গতকাল সরকারপক্ষের তিনজন সাক্ষী আবদুস সাভার, শাহ আলম ও আবদুর রেজ্জাকের জেরা করা হয়। অতঃপর ৯ই নভেম্বর পরবর্তী শুনানীর তারিখ ধার্য করা হয়।

বিবাদীপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন মেসার্স জহিরউদ্দিন, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এম এ রব, মোহাম্মদ উল্লাহ, কামরুজ্জামান, আমিনুল হক চৌধুরী, আবদুল হাকিম, আবদুল জলিল প্রমুখ আইনজীবী, পক্ষান্তরে সরকারপক্ষে এডভোকেট আবদুল আলীম উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ

১৮ই অক্টোবর ১৯৬৭

খুলনা জেলা আওয়ামী লীগ সভার রায়

কেবলমাত্র সমাজতন্ত্র ও ৬-দফাই দেশকে শক্তিশালী করিতে সক্ষম

খুলনা, ১৭ই অক্টোবর (সংবাদদাতার তার)।- গত ১৫ই অক্টোবর বিকাল ৪ ঘটিকায় খুলনায় জনাব আলী হাফিজ এডভোকেটের সভাপতিত্বে খুলনা জেলা ও শহর আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির এক বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক কমিটির সদস্য শেখ আবদুল আজিজ সভায় বক্তৃতা করেন এবং ৬-দফার বিভিন্ন দিক, সমাজতন্ত্র, নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি এবং ৬-দফার আলোকে এক ইউনিট বাতিলের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। শেখ আজিজ বলেন, পাকিস্তানের নির্বাচিত জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য আওয়ামী লীগ বলিষ্ঠ ও সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে। তিনি বলেন, একমাত্র সমাজতন্ত্র ও ৬-দফাই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া পাকিস্তানকে শক্তিশালী করিতে পারে।

৬-দফার প্রতি সমর্থন, সমাজতন্ত্র, জোট নিরপেক্ষ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী পররাষ্ট্র নীতির প্রবর্তন, শেখ মুজিবের রহমানসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি, জরুরী অবস্থা, প্রেস অর্ডিন্যান্স ও ইন্ডেক্সের ছাপাখানা নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেসের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, আওয়ামী লীগের জনসভায়

মাইক ব্যবহারের অনুমতি দানে অস্বীকৃতির জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এবং সমগ্র জেলায় মাঝে মাঝে ১৪৪ ধারা জারীর নিন্দা, আরব দেশসমূহের উপর ইসরাইলী হামলা ও ভিয়েতনামে মার্কিন বোমাবর্ষণ বন্ধ এবং আরব ভূমি ও ভিয়েতনাম হইতে যথাক্রমে ইসরাইলী ও মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহার, লবণ কর বাতিল, কৃষিজীবীদের উপর ধার্য খাজনা ও কর হ্রাস, পাট, চাউল ও আটার মূল্য যথাক্রমে ৫০, ২০ ও ১০ টাকা নির্ধারণের দাবী জানাইয়া সভায় কতিপয় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

জনাব সালাউদ্দিন ইউসুফ, জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এডভোকেট এনায়েত আলী, সদর মহকুমা আওয়ামী লীগের সম্পাদক হাবিবুর রহমান, শহর আওয়ামী লীগের ইমাম সরদার এবং এম, এস ঢালী সভায় বক্তৃতা করেন।

দৈনিক পয়গাম
১৮ই অক্টোবর ১৯৬৭
শেখ মুজিবের মামলা
গতকাল্য তিনজন সাক্ষীর জেরা
(কোর্ট রিপোর্টার)

আপত্তিকর ও দেশদ্রোহিতামূলক বক্তৃতাদানের অভিযোগে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত মামলায় গতকাল্য (মঙ্গলবার) আরও তিনজন সাক্ষীকে জেরা করা হয়। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের অভ্যন্তরে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এম, এস, খানের এজলাশে এই মামলার গুনানী চলিতেছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, গত সোমবারও দুইজন সাক্ষীর জেরা করা হয়।

১৯৬৪ সালের ২৯ শে মার্চ পল্টন ময়দানে দেশদ্রোহিতামূলক বক্তৃতা দানের অভিযোগে শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে এই মামলা দায়ের করা হইয়াছে।

বাদীপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন এডভোকেট জনাব আবদুল আলীম। বিবাদীপক্ষে ছিলেন এডভোকেট জনাব জহির উদ্দিন।

সংবাদ
১৯শে অক্টোবর ১৯৬৭
করাচীতে আওয়ামী লীগ কর্মী সভায় শেখ মুজিব, হাজী দানেশসহ
রাজবন্দীদের মুক্তি ও ডি, পি, আর রদের দাবী

করাচী, ১৭ই অক্টোবর।- গত ১৫ই অক্টোবর অপরাহ্নে কোরাঙ্গী কলোনীর মুন্সী এস, এম, খানের বাসভবনে করাচীর বিভিন্ন কলোনী ও এলাকার

আওয়ামী লীগ কর্মীদের এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব আবদুল লতিফ উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় সর্বসম্মতভাবে গৃহীত এক প্রস্তাবে শেখ মুজিব ও হাজী দানেশসহ বিনাবিচারে আটক পূর্ব পাকিস্তানের অপরাপর রাজবন্দী ও ছাত্র বন্দীকে মুক্তিদানের অথবা প্রকাশ্যে বিচার অনুষ্ঠানের দাবী জানান হয়। উক্ত সভা দেশ হইতে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের এবং দেশরক্ষা আইন (ডি, পি, আর) তুলিয়া লওয়ার দাবী জানান।

সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে সমাজতন্ত্র, জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি এবং এক ইউনিট বাতিলের কর্মসূচী গ্রহণের জন্য পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক কমিটির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। এই দৃঢ় বিপ্লবী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উক্ত সভা সাংগঠনিক কমিটিকে ধন্যবাদ জানায়।

ইহাছাড়া, এই সভা বিভিন্ন দরিদ্র মোহাজের কলোনীর গরীব বাসিন্দাদের নিকট হইতে ১৯৬২ সাল হইতে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত বাকী ভাড়া আদায় না করার জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানায়। উক্ত সভায় সর্বসম্মতভাবে গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে তথাকথিত পি, ডি, এম নেতৃত্বের বিদ্রোহমূলক বিবৃতির তীব্র নিন্দা করা হয়। উক্ত প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, তথাকথিত পি, ডি, এম নেতৃত্ব শুধু ক্ষমতা দখলের জন্য বর্তমান সরকারের নিকট তাহাদের নীতিকে বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন।

সৈয়দ আবু আসিম, খলিল আহমেদ, খাজা আবদুল মালিক প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতা উক্ত সভায় বক্তৃতা করেন।

সংবাদ
১৯ শে অক্টোবর ১৯৬৭
করাচীতে আওয়ামী লীগ কর্মী সভায়

শেখ মুজিব, হাজী দানেশসহ রাজবন্দীদের মুক্তি ও ডি, পি, আর রদের দাবী
করাচী, ১৭ই অক্টোবর।- গত ১৫ই অক্টোবর অপরাহ্নে কোরাঙ্গী কলোনীর মুন্সী এস, এম, খানের বাসভবনে করাচীর বিভিন্ন কলোনী ও এলাকার আওয়ামী লীগ কর্মীদের এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব আবদুল লতিফ, উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় সর্বসম্মতভাবে গৃহীত এক প্রস্তাবে শেখ মুজিব ও হাজী দানেশসহ বিনাবিচারে আটক পূর্ব পাকিস্তানের অপরাপর রাজবন্দী ও ছাত্র বন্দীকে মুক্তিদানের অথবা প্রকাশ্যে বিচার অনুষ্ঠানের দাবী জানান হয়। উক্ত সভা দেশ হইতেই জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের এবং দেশরক্ষা আইন (ডি,পি,আর) তুলিয়া লওয়ার দাবী জানান।

সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে সমাজতন্ত্র, জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি এবং এক ইউনিট বাতিলের কর্মসূচী গ্রহণের জন্য পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক কমিটির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। এই দৃঢ় বিপ্লবী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উক্ত সভা সাংগঠনিক কমিটিকে ধন্যবাদ জানায়।

ইহাছাড়া এই সভা বিভিন্ন দরিদ্র মোহাজের কলোনীর গরীব বাশিন্দাদের নিকট হইতে ১৯৬২ সাল হইতে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত বাকী ভাড়া আদায় না করার জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানায়।

উক্ত সভায় সর্বসম্মতভাবে গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে তথাকথিত পি,ডি,এম, নেতৃত্বের বিদ্রোহমূলক বিবৃতির তীব্র নিন্দা করা হয়। উক্ত প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, তথাকথিত পি ডি এম নেতৃবৃন্দ শুধু ক্ষমতা দখলের জন্য বর্তমান সরকারের নিকট তাহাদের নীতিকে বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন।

সৈয়দ আবু আসিম, খলিল আহমেদ, খাজা আবদুল মালিক প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতা উক্ত সভায় বক্তৃতা করেন।

Morning News

21st October 1967

Bhutto seeks permission to meet Mujib

Mr. Z A Bhutto, former Foreign Minister of Pakistan, predicted last night “a wide area of understanding and co-operation between his proposed political party and other opposition forces, reports PPA.

He said that he would contact leaders of different political parties to ascertain as to how best this could be achieved during his stay in the province.

Mr. Bhutto disclosed that he had also sought permission of the Governor of East Pakistan to meet Sheikh Mujibur Rahman, President of the East Pakistan Awami League, in the Central Jail, and hoped that the Government would permit him to do so.

সংবাদ

২২শে অক্টোবর ১৯৬৭

ভুট্টো গতকাল কোন জবাব পান নাই

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো কারাগারে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত সাক্ষাৎ লাভের অনুমতির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট যে আবেদন করিয়াছেন, গতকাল পর্যন্ত উহার কোন উত্তর প্রদান করা হয় নাই বলিয়া জানা গিয়াছে।

জনাব ভুট্টো অদ্য মোহাম্মদপুরে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করিবেন। তিনি আজকালের মধ্যেই ন্যাপ প্রধান মওলানা ভাসানীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

আজাদ

২৩ শে অক্টোবর ১৯৬৭

টাঙ্গাইল মহকুমা আওয়ামী লীগের সভা

ছয় দফা কর্মসূচীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন

টাঙ্গাইল, ২০শে অক্টোবর।- ১৫ই অক্টোবর টাঙ্গাইল মহকুমা আওয়ামী লীগের কার্যকরী পরিষদের এক বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন মহকুমা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব আবদুল মান্নান। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অর্থনীতি ও সাংগঠনিক বিষয় সম্পর্কে বক্তৃতা করেন মোমেনশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রফিক উদ্দিন ভূইয়া, টাঙ্গাইল মহকুমা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মির্জা তোফাজ্জল হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক সামছুর রহমান খান প্রমুখ সভা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বিগত ১৯শে আগষ্ট তারিখে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ কাউন্সিল সভায় সিদ্ধান্তসমূহ অনুমোদন ও সমর্থন করিয়া ৬-দফা কর্মসূচীর প্রতি দৃঢ় আস্থা জ্ঞাপন এবং প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলাভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানানো হয়।

এই সভায় নওয়াবজাদা নাসরুন্নাহ খানের নেতৃত্বে গঠিত ও পরিচালিত তথাকথিত কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের স্থলে কামরুজ্জামান এম, এন, এ'র নেতৃত্বে গঠিত কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের যে নতুন সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হইয়াছে উহার প্রতি পূর্ণ সমর্থন দান করিতেছে এবং ৬-দফা এক ইউনিট ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রভৃতি প্রশ্নে নবগঠিত কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ মোবারকবাদ জানাইয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করে।

সভায় এক প্রস্তাবে দেশ হইতে জরুরী পরিস্থিতির অবসান ঘটাইয়া দেশে মৌলিক নাগরিক অধিকারসমূহের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী এবং দেশরক্ষা আইনের নামে নির্বিচারে গ্রেফতার সম্পর্কে ক্ষমতাসীন সরকারকে হুঁশিয়ারী প্রদান করা হয়।

সভায় দেশরক্ষা আইনে আটক টাঙ্গাইলের ছাত্রনেতা আবদুল লতিফ সিদ্দিকী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করা হয়।

সভা সরকার কর্তৃক পাটের মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া সত্ত্বেও পাটের বাজারে যে মন্দাভাব বিদ্যমান রহিয়াছে উহার বাস্তব স্বীকৃতি দিয়া কৃষকরা যাহাতে পাটের উপযুক্ত মূল্য পাইতে পারে সেই মর্মে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানাইয়া অপর এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। টাঙ্গাইলকে জেলা করার বিরুদ্ধে মোমেনশাহীর কতিপয় নেতা গবর্ণরের নিকট যে স্মারকলিপি পেশ করিয়াছেন উহাতে গভীর ক্ষোভ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া টাঙ্গাইলকে জেলা করার কার্য্যকে ত্বরান্বিত করার জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানানো হয়।

করটিয়া সাদত কলেজ অনির্দিষ্ট কাল বন্ধ করার দরুণ শিক্ষার্থী ছাত্রদের লেখাপড়ার যে ক্ষতি হইতেছে তাহাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া অবিলম্বে উক্ত কলেজ খোলার জন্য জোর দাবী জানান হয়।

দৈনিক পাকিস্তান

২৩ শে অক্টোবর ১৯৬৭

৪ জন পিডিএম পন্থী আওয়ামী লীগ সদস্য সাসপেন্ড

(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ (৬-দফাপন্থী) কার্যনির্বাহক কমিটির এক বর্ধিত সভায় কমিটির পিডিএম পন্থী ৪ জন সদস্যকে প্রাথমিক সদস্য পদ ও অন্যান্য যে সমস্ত পদে তারা অধিষ্ঠিত ছিলেন সে সমস্ত পদ হতে সাসপেন্ড করা হয়েছে। পিডিএম এ অংশগ্রহণ, মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশের নেতৃত্বে গঠিত বে-আইনী এডহক কমিটিতে যোগদান ও সংগঠন বিরোধী কার্যকলাপের জন্য উক্ত সদস্যদের বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

গত শুক্রবার ১৫ নং পুরানা পল্টনে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শামসুল হকের সভাপতিত্বে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সদস্যদের কেন দল হতে বহিষ্কার করা হবে না ১৫ দিনের মধ্যে তার কারণ দর্শাইবার উদ্দেশ্যে তাদেরকে নোটিশ দানের জন্য কমিটি জেলা আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সম্পাদককে নির্দেশ দান করেছে।

যাদের সাসপেন্ড করা হয়েছে তারা হচ্ছেন, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব বজলুর রহমান, সহসভাপতি দেওয়ান শফিউল আলম ও জেলা কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য জনাব ফজলুর রহমান ও জনাব আহমেদুল হক চৌধুরী।

এই সভায় সাংগঠনিক বিষয়ে এবং দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এই সকল প্রস্তাবে শেখ মুজিবুর রহমানসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীর মুক্তি দাবী, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যের উর্ধ্বগতি রোধের ব্যবস্থা, প্রদেশব্যাপী রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি দিবস পালনের জন্য প্রাদেশিক কমিটির প্রতি আহ্বান জানান হয়।

Morning News

25 th October 1967

Bhutto urges Govt. to release Sk. Mujib

Former Foreign Minister, Mr. Zulfikar Ali Bhutto yesterday urged upon the Government to release Sheikh Mujibur Rahman President of the East Pakistan Awami League, reports PPA.

Addressing a gathering of students at the Institute of Engineers here last evening Mr. Bhutto regretted, “a national leader like Sheikh Mujib who sacrificed a lot for the achievement of independence and did much for the people, has been levelled as disruptionist and put behind the bar.

He disagreed with those who thought that in the garb of six-point demand Sheikh Mujib had been working for the secession of East Pakistan, and said, “I do not think six-point demand was a secessionist move and that Sheikh Mujibur Rahman, who has been undergoing untold sufferings for reflecting the people’s opinion can work for disintegrating the country.

Mr. Bhutto deplored detention of political leaders in general and that of Sheikh Mujib in particular and urged the Government either set them free or to let them face the people and be tried in the peoples court.

আজাদ

২৬শে অক্টোবর ১৯৬৭

ভুট্টো কর্তৃক শেখ মুজিবের মুক্তি দাবী

ঢাকা, ২৪শে অক্টোবর।— শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তিদানের জন্য সাবেক পররাষ্ট্র উজির জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো আজ সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

আজ সন্ধ্যায় স্থানীয় কারিগরি মিলনায়তনে এক ছাত্র সমাবেশে বক্তৃতা দানকালে জনাব ভুট্টো দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, স্বাধীনতা অর্জন ও জনগণের স্বার্থরক্ষার সংগ্রামে আত্মোৎসর্গকারী শেখ মুজিবুর রহমানের মত একজন জাতীয় নেতাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা দিয়া আজ কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে।

জনাব ভুট্টো আরো বলেন যে, দেশরক্ষা কর্মসূচীকে বিচ্ছিন্নতাবাদের দাবী মনে করেন না। কেননা জনগণের ইচ্ছার বাস্তবায়ন করিতে যাইয়া যিনি অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করিতেছেন, তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদের দাবী উত্থাপন করিতে পারেন না বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি শেখ মুজিবসহ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আটকে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং অবিলম্বে তাহাদের মুক্তিদানের আহ্বান জানান। –পিপিএ

Pakistan Observer

26th October 1967

Bhutto demands Sheikh Mujib's release

Former Foreign Minister Mr. Zulfiqar All Bhutto on Tuesday urged upon the Government to release Sheikh Mujibur Rahman, President of the East Pakistan Awami League or try him in a court of law, reports PPA.

Addressing a gathering of students at the Institute of Engineers, Mr. Bhutto regretted, “a national leader like Sheikh Mujib who sacrificed a lot for the achievement of independence and did much for the people, has been levelled as disruptionist and put behind the bar.”

He disagreed with those who bought that in the garb of six-point demand Sheikh Mujib had been working for the secession of East Pakistan and said, “I do not think that six-point demand was a secessionist move and that Sheikh Mujibur Rahman who has been undergoing untold sufferings for reflecting the peoples opinion can work for disintegrating the country”.

Mr. Bhutto deplored detention of political leaders in general and that of Sheikh Mujib in particular and urged the Government set them free or to let them face the people.

সংবাদ

২৬শে অক্টোবর ১৯৬৭

আওয়ামী লীগ নেতা সহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (বুধবার) প্রাদেশিক কার্যালয়ে ঢাকা সদর দক্ষিণ মহকুমা আওয়ামী লীগের এক সভায় শেখ মুজিবুর রহমান ও তাজুদ্দিন আহমদসহ সকল রাজবন্দীর আশু মুক্তি দাবী করা হয়। সভায় ৬-দফা কর্মসূচীর প্রতি আস্থার পুনরুজ্জীবি করা হয় এবং স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি ও এক ইউনিট বাতিলের সপক্ষে দলের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের প্রতি অভিনন্দন জানান হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব এম, এ শহিদুদ্দিন ইস্কান্দার (গফুর)। সভায় জনাব ইস্কান্দারকে এবং মাহফুজুল হককে সদর কমিটির নূতন সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত করা হয় এবং আগামী ১২ই নভেম্বর তেজগাঁও থানা, ১৯ নভেম্বর কেরানীগঞ্জ থানা, ২৬ শে নভেম্বর দোহার থানা ও ৩রা ডিসেম্বর নওয়াবগঞ্জ থানা কমিটির নির্বাচনের তারিখ ধার্য করা হয়।

দৈনিক পাকিস্তান

২৬ শে অক্টোবর ১৯৬৭

শেখ মুজিবকে মুক্তিদানের জন্য ভুট্টোর আহ্বান

সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো গত মঙ্গলবার ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে বক্তৃতাকালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেওয়ার অথবা তাকে আদালতে বিচার করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

শেখ মুজিবকে আটক রাখার জন্য জনাব ভুট্টো দুঃখ প্রকাশ করেন বলে পিপিএ পরিবেশিত খবরে প্রকাশ।

ভুট্টো বলেন যে, শেখ মুজিব স্বাধীনতার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন, জনসাধারণের কল্যাণের জন্য তিনি অনেক কিছু করেছেন কিন্তু তাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা দিয়ে আটক রাখা হয়েছে।

শেখ মুজিব ৬-দফা দাবীর ছদ্মবেশে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য কাজ করছেন বলে অনেকে যা ভেবে থাকেন ভুট্টো তাদের সাথে দ্বিমত প্রকাশ করেন।

ভুট্টো বলেন, ৬-দফা আন্দোলন যে একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন তা তিনি মনে করেন না এবং জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরার জন্য যে শেখ মুজিব অশেষ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে তিনি দেশকে বিচ্ছিন্ন করার কাজে লিপ্ত হবেন একথা ভাবা যায় না।

ভুট্টো রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিশেষ করে শেখ মুজিবের আটকে দুঃখ প্রকাশ করেন।

প্রতিটি জাতীয় ক্ষেত্রে জনসাধারণের মুক্ত চিন্তার ও বাকস্বাধীনতা দেওয়ার জন্য এবং জনসাধারণকে দমন ও শোষণ বন্ধ করার জন্য তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

সরকারের অর্থনৈতিক নীতির তীব্র সমালোচনা করে জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন যে, জাতীয় অর্থনীতি সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে। তিনি বলেন যে, জনসাধারণকে বঞ্চিত করে মুষ্টিমেয় পরিবার সব সম্পদ হস্তগত করছে এবং দিনের পর দিন ধনী হয়ে উঠছে।

আজাদ

২৭শে অক্টোবর ১৯৬৭

শেখ মুজিব ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ভুট্টোর মন্তব্য

শেখ মুজিব

ঢাকা, ২৬শে অক্টোবর।—সাবেক পররাষ্ট্র উজির জনাব জেড, এ, ভুট্টো আজ বলেন যে, তিনি শেখ মুজিবর রহমানকে জাতীয় নেতা বলিয়া মনে করেন। তিনি অবিলম্বে শেখ মুজিবের মুক্তি দাবী করেন।

এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে জনাব ভুট্টো উপরোক্ত মন্তব্য করেন। জনাব ভুট্টো ৬-দফার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, উক্ত কর্মসূচী আলোচনার উপযুক্ত। তিনি বলেন যে, শেখ মুজিবকে তাঁহার নিজস্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারার জন্য বিচ্ছিন্নতাবাদী বলিয়া আখ্যা প্রদান করা কঠিন নহে। শেখ মুজিব দেশের জন্য বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া জনাব ভুট্টো মন্তব্য করেন।—পিপিএ

রবীন্দ্রনাথ

ঢাকা, ২৬শে অক্টোবর।—সাবেক পররাষ্ট্র উজির জনাব জেড, এ, ভুট্টো আজ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত বিতর্কের ব্যাপারে তাঁহার মূখ্যমুখি হওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় যোগাযোগ উজির খান আবদুস সবুর খানের প্রতি চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন।

আজ সকালে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে জনাব ভুট্টো উপরোক্ত চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন।

তিনি বলেন যে, তিনি রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি হিসাবে শ্রদ্ধা করেন। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলেন যে, রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠ করিলে সাংস্কৃতিক বিপর্যয় সাধিত হইবে বলিয়া যাহারা মনে করেন, উহার পিছনে কোন সত্যতা নাই।

তিনি বলেন যে, উক্ত মনোভাবে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির ব্যাপারে নিজেদের উপর আস্থা নাই এবং আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে অন্য যে সকল শক্তির প্রভাব রহিয়াছে সে সম্পর্কেও আমরা সচেতন নই।

তিনি বলেন যে, সংস্কৃতি সম্পর্কিত বিতর্কের ব্যাপারে তিনি খান সবুরের সম্মুখীন হইতে পারিলে আনন্দিত হইবেন। কোন মহান কবির রচনা পাঠ করিলে বিশেষ কোন জাতির সংস্কৃতি ধ্বংস হয় বলিয়া তিনি মনে করেন না।

—পিপিএ

Morning News

27th October 1967

Bhutto to form his party next month

Mr. Z. A. Bhutto, former Foreign Minister said yesterday that he would announce the formation of his party sometime next month, reports PPA.

Addressing a Press conference at a local yesterday, he claimed that he had received “pretty good and encouraging response” from different quarters.

He said that he had contacted people of various shades of opinion and also held useful discussions with different political leaders including Maulana Abdul Hamid Khan Bhahsani and Mr. Ataur Rahman Khan.

He said already a lot of interest had been aroused in different sections of people including some legislators to join his party.

Mr. Z. A. Bhutto gave the background which led to his desertion from the Muslim League. He said that he had developed differences in principle on different issues. He sounded the idea of a forward block in the ruling party with the hope that he could rectify the mistakes of PML. His idea of a forward block was not liked by the Muslim League leadership he said.

Discussing the economic conditions of the country with particular reference to East Pakistan, Mr. Bhutto expressed the view that the country was now moving towards economic crisis. He particularly spoke of upward trend of prices of foodstuff, essential commodities and basic necessities of life.

BOOK ON FOREIGN POLICY

Mr. Bhutto disclosed that he had written a book on foreign policy and that it would be published by a foreign publisher sometime early next year.

Talking about domestic affairs, he said that he considered Sheikh Mujibur Rahman as the national leader and demanded his immediate release.

Referring to the six-point programme, he said, that the programme could be discussed and negotiated. It would be wrong to brand Sheikh Sahib as secessionist only because he held his own views regarding political and economic programme, he said.

TAGORE-CONTROVERSY

Mr. Bhutto threw a challenge to Mr. Abdus Sabur Khan, Central Communications Minister, to face him on “Tagore-controversy”.

Referring to certain remarks made by Khan A. Sabur, he said that it would be wrong to presume that he knew nothing about the works of Tagore since he was a non-Bengali.

“I would be glad to face Mr. Sabur on Tagore” he said. Talking about the culture, he regretted that unnecessary controversy had been created by the persons in authority on this issue.

“After all, you cannot create culture by the issuance of an ordinance. Culture emerges spontaneously out of particular socio-economic and political conditions reflecting the values, traditions and national aspirations of a particular nation.

APP adds: Mr. Z. A. Bhutto said here yesterday that he had not submitted any letters of resignation either on leaving the Central Government or the Pakistan Muslim League.

He was answering questions at a Press conference.

He was asked whether he had followed the normal practice of submitting letters of resignation listing points of differences.

আজাদ

২৯শে অক্টোবর ১৯৬৭

আইন আদালত

মুজিবের আপীলের মামলা

শুনানীর পর ৩য় অতিরিক্ত দায়রা জজ কর্তৃক রায়দান মূলতবী
(কোর্ট রিপোর্টার)

গতকাল শনিবার, ঢাকার তৃতীয় অতিরিক্ত দায়রা জজ জনাব কায়সার আলীর কোর্টে পলটন ময়দানে “আপত্তিকর” ভাষণদানের অভিযোগে ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আফসার উদ্দিন কর্তৃক আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানকে ১৫ মাস কারাদণ্ড দানের আদেশের বিরুদ্ধে আনীত আপীল মামলার শুনানী হয়। উভয়পক্ষের উকিলের বক্তব্য শ্রবণের পর অতিরিক্ত দায়রা জজ মামলার রায়দান স্থগিত রাখেন।

১৯৬৬ সালের ২০শে মার্চ পলটন ময়দানে উপরোক্ত “আপত্তিকর” বক্তৃতা দানের অভিযোগে শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে দেশরক্ষা আইনের ৪১(৬) ধারা অনুযায়ী এই দেশদ্রোহিতার মামলা আনয়ন করা হইয়াছে। আবেদনকারীর কৌসুলী এডভোকেট জহিরুদ্দিন বলেন, পলটন ময়দানে প্রদত্ত যে ভাষণের জন্য আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার যে মামলা আনয়ন করা হইয়াছে, জাতীয় পরিষদে প্রদত্ত ভাষণে সরকারপক্ষের পরিষদ সদস্য, পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী ও উজিররাও দেশের উভয় অংশের মধ্যে অনুরূপ বৈষম্যের বিষয় উল্লেখ

করিয়াছেন। শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত দেশদ্রোহিতা মামলার অভিযোগকারী ও অন্যতম সাক্ষী সাক্ষ্যদানকালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্যের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি করিয়াছেন।

আবেদনকারীর কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান মাননীয় কোর্টকে জানান, দেশের আইন যদিও প্রায় একই রকম রহিয়াছে, তথাপি দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরবর্তী পরিস্থিতি ও পরিবেশ অনুযায়ী সবকিছু বিচার করিতে হইবে আপত্তিকর সংবাদ ও মন্তব্য প্রকাশ সংক্রান্ত ঢাকা টাইমস-এর মামলার ব্যাপারে ঢাকা হাইকোর্টের এক রায়ের উল্লেখ করিয়া এডভোকেট জনাব সালাম খান বলেন, অনুরূপ কারণে শেখ মুজিবর রহমানের বক্তৃতা সামগ্রিকভাবে সহজ ও স্বাধীনভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। রাজনৈতিক দল আইন অনুযায়ী দেশে রাজনৈতিক কার্যকলাপ আইনসম্মত। তিনি আরও বলেন, আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক দল ও উহার ৬-দফা কর্মসূচীও আইনসম্মত।

জনাব সালাম যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলেন, রাজনৈতিক দল হিসাবে প্রত্যেক দলেরই সরকারী কার্য ও নীতির সমালোচনা করার অধিকার আছে এবং বিশ্বের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশের সরকারের নীতির বিরুদ্ধে প্রত্যহই বিক্ষোভ চলিতেছে। পরিশেষে জনাব সালাম খান বলেন; পলটনে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান যে ভাষণ দেন উহা সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা বা বিদ্বেষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য নয়, বরং পাকিস্তানের মঙ্গলের জন্যই কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী করিয়াছেন।

সরকারপক্ষের উকিল জনাব আবদুল আলীম বলেন, পলটনে প্রদত্ত শেখ মুজিবর রহমানের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইয়াছে সাক্ষীদের সাক্ষ্য হইতে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

Pakistan Observer

29th October 1967

AROUND THE COURTS

HEARING OF MUJIB'S APPEAL

CONSTRUE POLITICAL LEADER'S SPEECH IN

LIBERAL SPIRIT : COUNSEL

(By Our Court Correspondent)

Advocate Mr. Abdus Salam Khan on Saturday urged a Dacca Sessions Judge to construe the speech of a political leader in a fair and liberal spirit now that with the passage of time and gradual constitutional developments there has been a definite change in the ideas and attitude of people.

Mr. Khan was arguing before Mr. Kaisar Ali additional Sessions Judge in defence of Sheikh Mujibur Rahman who had appealed against the sentence of 15 months imprisonment awarded in April last by Magistrate Mr. Afsar-ud-din Ahmad for a speech at Paltan Maidan on March 20, 1966 which allegedly brought or attempted to bring disaffection, contempt or hatred towards the Government established by law and was punishable under DPR.

Basing his legal interpretations on different Indian judgments in case of political leaders and the concepts as expounded in the Dacca High Court judgment on the weekly Dacca Times Case he said that the political leaders while delivering speeches quite usually indulge in rhetoric bathos and hyperboles which, if considered objectively, would not necessarily be prejudicial.

Viewed in this context, he said, Sheikh Mujibur Rahman's speech criticising the disparity between the two wings of Pakistan and Government failures did not create any disaffection, contempt or hatred. And these words could be explained in diverse ways, Mr. Khan argued.

Dilating further on the comparatively developed minds of the people and their democratic attainments these days, the lawyer pushed through his defence stating that Sir Morris Gwyer, an Indian Judge once remarked, while trying a case, that he would not punish a person unless there was actual prejudice done by the accused.

Mr. Khan argued that the Political Parties Act of the regime legalised political activities excepting those of a Communist. He said the accused in his speech propagated the programme of the Awami League and that of the Six-Point, neither of which were illegal or declared as such in the eye of law.

Mr. Zahiruddin, arguing on the facts of the case said that the whole proceeding against the accused was void ab initio. He explained that the same police officer and complained, taken cognizance, appointed the investigator and started the case. He had also deposed for the prosecution. He had done all this, as the evidence showed without even reading the alleged prejudicial speech.

Mr. Zahiruddin regretted this and crisply added : "Such omnipotence vest in God only."

The lawyer contended that Sheikh Mujib had been prosecuted not for the reason that his speech was prejudicial. The whole purpose was to stop him from propagating the Six-Point

programme, he said. This could be evident, he added, from the fact that the case against him was started at an inordinately delayed time when the accused was moving throughout the Province profounding the same programme and that he was arrested and detained in such a time.

Mr. Zahiruddin said that the speech of the accused criticised the ills of 18 years of maladministration that also included other regime besides the present one. And as such the speech was inoffensive. He added that the questions of disparity raised by the accused were not new questions and that the hard facts of disparity were spoken upon in the National Assembly even by the Government stalwarts ... Mr. A. H. M. S. Doha and Mr. Altaf Hussain but they had not been prosecuted.

The lawyer cited the speeches of the Ministers on disparity as appeared in evidence in the case with particular reference to a statement by Government Party MNA, Mr. Mahtabuddin Sarkar on disparity in service which is as follows :

In President's Secretariate : West Pakistan 81%; East Pakistan 19%.

In Defence Ministry : West Pakistan 91.9%; East Pakistan 8.1%.

In Industry Ministry : West Pakistan 74.3%; East Pakistan 25.7%.

Home Ministry : West Pakistan 77.5%; East Pakistan 22.5%.

Education Ministry : West Pakistan 72.7%; East Pakistan 27.3%.

Information Ministry : West Pakistan 79.9%; East Pakistan 20.1%.

Health Ministry : West Pakistan 81%; East Pakistan 19%.

Agriculture Ministry : West Pakistan 79%; East Pakistan 21%.

Law Ministry : West Pakistan 65%; East Pakistan 35%.

The witness, who deposed to have found the above statement in the Press, Mr. Zahiruddin submitted, also deposed that he could not affirm or deny that there was only one Secretary from this wing in the Central Secretariate.

Explaining discrepancies in the evidence of the witnesses, the lawyer said that they were all or occurred and tutored. He added, he Government reporters did not sign on respective notes of he alleged prejudicial speech, he Magistrate who attested it is and accused in a criminal case and the witnesses allegedly from among the public were proved police touts.

Mr. Zahiruddin quoted as many as eight parts of the speech and emphatically argued that the speech showed Sheikh Mujib as a patriot and not a rebel, as one who really wanted to strengthen Pakistan and not to disintegrate.

Countering the charge of alleged prejudicial speech by the accused on the defence of East Pakistan as it was seen during the last September war, the lawyer said that even a person like Mr. Abul Hashem, a trusted man of President Ayub Khan had written about the “Precarious condition” of this Wing during the war. (The book, Integration of Pakistan is an exhibit to the court).

The judgment was reserved. (Arguments of the Public Prosecutor, Mr. Abdul Alim, will appear in our tomorrow’s issue).

Morning News

29th October 1967

Bhutto’s conduct

--- Political support here which he has failed to secure in West Pakistan. Coming over to East Pakistan the other day obviously to seek support for his party he waxed eloquent to the students by regretting that “Sheikh Mujibur Rahman has been levelled as disruptionist”. In the same breath he “disagreed with those who thought that in the garb of six-point demand Sheikh Mujibur Rahman had been working for the secession of East Pakistan. He further said, “I don’t think that six-point demand was a secessionist move and that Sheikh Mujibur Rahman can work for disintegrating the country”.

“In Juxtaposition of this, I would only place on record for public reappraisal of his statement made at the Pakistan Muslim League Council meeting at the Institute of Engineers at a meeting of the Pakistan Muslim League Council held on March 20, 1966, turning Sheikh Mujib’s six-point programme as a secessionist move. He said that “Pakistan is Indivisible There could not be any reshaping of Pakistan”. He said, “because such a reshaping would involve the opinion of 170 million people of the sub-continent.” He further warned that “any talk about reorganisation of the country would mean another Granada for Islam.”

I would now ask : “Is he now going to patch up an alliance with Sheikh Mujibur Rahman to reshape Pakistan which, according to him would involve the opinion of 170 million people of the sub-continent, or is he going to create another Granada for Islam?”

Mr. Bhutto has also gone to the extent of bestowing national leadership on Sheikh Mujib who is also now his fellow-traveller in politics. Could I ask what are the criteria of a national leadership. It is only the people who can judge and say who is a national leader.

I firmly believe that the people of East Pakistan will not be misled by the heinous propaganda of the ill-assorted selfish politicians and will always circumvent such move.

সংবাদ

২৯ শে অক্টোবর ১৯৬৭

শেখ মুজিবের আপিল আবেদন গৃহীত

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানকে দণ্ডদেশের বিরুদ্ধে আনীত আপিল আবেদন থার্ড এডিশ্যন্যাল ডিস্ট্রিক্ট এণ্ড সেশন জজ জনাব কায়সার আলীর কোর্টে আপিল আবেদন শুনানীর জন্য গৃহীত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, দেশরক্ষা আইনে আনীত একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আফসার উদ্দিন উপরোক্ত দণ্ডদান করেন।

শেখ মুজিবের পক্ষে আপিল আবেদন পেশ করেন জনাব আবদুস সালাম খান, জনাব জহিরুদ্দিন, জনাব আবুল হোসেন প্রমুখ আইনজীবীগণ।

দৈনিক পাকিস্তান

২৯ শে অক্টোবর ১৯৬৭

শেখ মুজিব সম্পর্কে ভূট্টো

সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব জেড, এ ভূট্টো গত বৃহস্পতিবার ঢাকায় বলেন যে, আগামী মাসের কোন এক সময় তিনি তার দলের নাম ঘোষণা করবেন। পিপিএ পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, ঢাকার একটি হোটেলের এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতাকালে তিনি দাবী করেন যে, তিনি বিভিন্ন মহল থেকে বেশ উৎসাহব্যাঞ্জক সাড়া পেয়েছেন।

তিনি বলেন যে, তিনি বিভিন্ন মতের লোকের সাথে যোগাযোগ করেছেন এবং মওলানা ভাসানী ও জনাব আতাউর রহমান খানসহ বহু রাজনৈতিক নেতার সাথে ফলপ্রসূ আলোচনা করেছেন। তাঁর দলে যোগদানের জন্য কয়েকজন পরিষদ সদস্যসহ বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে ইতিমধ্যেই বেশ উৎসাহ দেখা দিয়েছে।

জনাব ভুট্টো তাঁর মুসলিম লীগ ত্যাগ করার পটভূমি ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, বিভিন্ন ব্যাপারে মুসলিম লীগের সাথে নীতিগতভাবে তাঁর মতানৈক্য দেখা দেয়। পাকিস্তান মুসলিম লীগের ভুল-ভ্রান্তি যেন সংশোধিত হতে পারে এই আশায় তিনি ক্ষমতাসীন দলে ফরোয়ার্ড ব্লক গঠনের জন্যে মত প্রকাশ করেছিলেন। মুসলিম লীগ নেতৃত্ব ফরোয়ার্ড ব্লক সম্পর্কে তাঁর এই ধারণা পছন্দ করেননি।

পূর্ব পাকিস্তানের বিশেষ উল্লেখসহ দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনাকালে তিনি বলেন যে, দেশ অর্থনৈতিক সঙ্কটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি বিশেষভাবে খাদ্যদ্রব্য ও জীবনধারণের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যের উর্দ্ধগতি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

পুস্তক রচনা

জনাব ভুট্টো জানান যে, পররাষ্ট্রনীতির উপর তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। আগামী বছরের প্রথম দিকে কোন এক সময় একটি বিদেশী প্রকাশনা সংস্থা গ্রন্থটি প্রকাশ করবেন। আভ্যন্তরীণ বিষয়ে বলতে যেয়ে তিনি বলেন যে, তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতীয় নেতা বলে মনে করেন। তিনি অবিলম্বে তাঁর মুক্তি দাবী করেন।

ছয়দফার উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, ছয়দফা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা যেতে পারে। শেখ সাহেব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্পর্কে নিজস্ব মত পোষণ করেন বলে তাঁকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে আখ্যায়িত করা ভুল হবে।

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ প্রশ্নে সৃষ্টি বিতর্কে তাঁকে মোকাবিলা করার জন্য জনাব ভুট্টো কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী খান এ, সবুরকে চ্যালেঞ্জ করেন।

খান সবুরের কতিপয় মন্তব্যের উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, অবাকালী হিসাবে রবীন্দ্রনাথের রচনা সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। ধারণা করে নিলে তা ভুল হবে। তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথের প্রশ্নে জনাব সবুরের মোকাবিলা করতে পারলে তিনি খুশিই হবেন। সংস্কৃতি প্রশ্নে ক্ষমতাসীন ব্যক্তির অকারণ বাক-বিতণ্ডার সৃষ্টি করেছেন বলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, অর্ডিন্যান্স জারী করে সংস্কৃতি সৃষ্টি করা যায় না। কোন জাতির মূল্যবোধ, ঐতিহ্য ও জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনকারী বিশেষ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংস্কৃতির উদ্ভব হয়।

তিনি বলেন যে, তিনি রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি হিসাবে শ্রদ্ধা করেন। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন যে, রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠ করলে সাংস্কৃতিক বিপর্যয় হবে বলে যারা মনে করেন তাদের ধারণার পিছনে কোন সত্যতা নেই। তিনি বলেন যে, এ মনোভাবে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির ব্যাপারে নিজেদের উপর আস্থা নেই এবং আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে অন্য যে সকল শক্তির প্রভাব রয়েছে সে সম্পর্কেও আমরা সচেতন নই।

Pakistan Observer

30th October 1967

AROUND THE COURTS

Prosecution arguments in Mujib's appeal

(By Our Court Correspondent)

Arguing for the Government on Saturday before Mr. Kaisar Ali, Additional Sessions Judge Dacca, in order of his 15 months' imprisonment for alleged prejudicial speech at Paltan Maidan on March 20, 1966, Mr. Abdul Alim, Public Prosecutor said that the charge against Sheikh Mujib under Section 41(6) of the DPR was akin to that of sedition under Section 124-A of the Penal Code and he explained the terms "disaffection," "hatred" and "contempt," the alleged prejudices done or likely to do by the speech of the accused to the Government with reference to the interpretations by an Indian Judge, Mr. Strachey and as further profounded by the former Chief Justice of Dacca High Court. Mr. I. H. Chowdhury (Defence arguments were reported on Sunday's issue of this paper).

Accordingly, Mr. Alim argued, "disaffection" would comprehend every possible bad feeling to the Government, "hatred" stood for aversion desiring to injure it, and "contempt" was an opinion here the object of criticism. Here the government, was of vile, despicable or worthless character.

Mr. Alim then contended that the case against Sheikh Mujib was a serious one, for the speech was an all imputation against the Government, holding it responsible for all misfortunes suffered by the people and not a fair criticism of its measures and policies.

Mr. Alim went on to say that Sheikh Mujib never accepted the present regime and he constantly tries to rouse the people against it by creating hatred amongst them against the Government and that the speech under reference contained that very spirit.

He said the Six-Point programme of the accused which had been accepted by no political party, “not even by my friend Mr. Zahiruddin” (objection by the latter) created agitations here and there in the Province.

Urging the Court to consider the time and circumstances under which the speech was delivered, Mr. Alim said that the political atmosphere was then tense and the students were agitating.

The Public Prosecutor claimed that witnesses had deposed about their feelings of hatred against the Government on hearing the speech and as such his case was well proved.

Mr. Ali quoted extracts of words and lines from the speech in support of his contention that the tendency of it was absolutely prejudicial.

He interpreted Sheikh Mujib’s appeal to the public for a fight (“sangram”) for realisation of their rights as exciting them for destructive acts.

According to him, Sheikh Mujib’s example while demanding Provincial Autonomy, that two Provinces of Russia can even send respective representative to the UN was a very dangerous example.

Sheikh Mujib’s claims for keeping accounts of foreign exchange earnings by the Provinces, vesting in them the power of collecting taxes, and his statement that East Pakistan did not like to be a “bazar” and people of East Pakistan had been “sucked” for 18 years showed the tendency of a secessionist he argued.

Supporting President Ayub’s statement as quoted in the accused’s speech that he wanted to secede the Public Prosecutor asserted : “Yes, you want to secede.”

Morning News

30th October 1967

Mr. Bhutto’s Somersault

An actor used to the footlights feels uncomfortable in the wings; it is rarely that he reconciles himself gracefully to a retired life. Mr. Zulfikar Ali Bhutto strutted about for a while assuming for himself an importance that he never had and perhaps even came to persuade himself that he was important. It is not unusual for an actor to identify himself with the role he has to play, and in such an identification reason has no place. When Mr. Bhutto was sharply reminded that he was playing a role that was assigned him and he should not exceed his limits, he was piqued. He made himself out to be a martyr and tried to evoke sympathy with his aggrieved air.

When this failed, he lay low for a while. Now he has emerged from the shadow and announced that he would form a new party. He is not satisfied with any of the existing parties, in which he would have a secondary role. A new party alone can suit him. He is an actor who insists on playing a role tailored for him. Yet he is prepared to work with other parties. He wants Opposition parties to desist from indulging in mutual recriminations. He thinks that they can work together in areas of agreement and that on issues of disagreement each party could go its own way.

This would be like a marriage of convenience with only the desire for power holding the disparate partners, if at all, together. But Mr. Bhutto strikes a righteous attitude, which ill suits him. “we do not expect something spectacular,” he says. He cannot, but it is not modesty that prompts him to say this. He does not want anything spectacular. He disdains what cannot be his. “we have certainly chosen the hard way,” he declares. He may still have something of the glamour of a pop singer, but the austere way cannot be his. He accuses the Government of shadow boxing but that is exactly what he is doing. He wants others to believe that he is glad to have unburdened himself of his ministerial responsibilities, but when he was relieved of them he took it to heart and still nurses a grievance. He is critical of the Government’s industrial policy. He is in fact critical of many things he stoutly defended not so long ago. He may well cherish the illusion that the Government is not what it was now that he is no longer a minister, but does he expect others to share his illusion? He claims that he left the Convention Muslim League when it developed ‘a permit mentality’. He says, “When all hopes of rejuvenating the party were gone and when the party acquired all the characteristics contradictory to those of the Muslim League of the Quaid-i-Azam. I decided to leave and I am glad that I unburdened myself.” How long was he actively associated with the Muslim League?

He cannot identify himself with those who are interested only in material gains. The soul too has to be cared for. We would not say that he speaks with his tongue in his cheek, but his naivete is amazing. He has great faith in confrontation. What he does not do is to face himself. He does not still agree fully with Sheikh Mujibur Rahman, but he no longer believes him to be a secessionist, only last year he challenged Sheikh Mujibur Rahman to go with him anywhere in East Pakistan and discuss the

six-point programme from the same platform. He had said then that ‘any talk about reorganisation of the country would mean another Granada for Islam.’ But he was the Foreign Minister and also the Secretary-General of the Muslim League then. He is eating his own words. That is his first performance in his new role of an opposition leader.

দৈনিক পাকিস্তান

৩০ শে অক্টোবর ১৯৬৭

বাসিত ও আসলামের বিবৃতি

এই ভুট্টোই মুজিবকে বিশ্বাসঘাতক বলেছিলেন

শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তি দাবীতে এবং ছয়দফা প্রসঙ্গে জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো সম্প্রতি যে মন্তব্য করেছেন, তার স্বরূপ উন্মোচন করে প্রাদেশিক শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী দেওয়ান আবদুল বাসিত গত শনিবার এক বিবৃতি দেন। এছাড়া পাকিস্তান মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারী সরদার মোহাম্মদ আসলাম খান শেখ মুজিব সম্পর্কে জনাব ভুট্টোর মনোভাবের আকস্মিক পরিবর্তনে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন যে, এই ভুট্টোই শেখ মুজিবকে বিশ্বাসঘাতক ও তাঁর ছয়দফাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা বলে অভিহিত করেছিলেন।

দেওয়ান আবদুল বাসিত তাঁর বিবৃতির (রোববারের সংখ্যায় ছাপা হয়েছে) উপসংহারে আশা প্রকাশ করে বলেছেন যেঃ

পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ মতলববাজ রাজনীতিকদের জঘন্য প্রচারণায় বিভ্রান্ত হবে না এবং সবসময় এ ধরনের অপচেষ্টা বানচাল করে দেবে এই দৃঢ় বিশ্বাস আমার রয়েছে।

সরদার আসলাম

পাকিস্তান মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারী সরদার মোহাম্মদ আসলাম খান সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোকে সুবিধাবাদী বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন যে, ভুট্টো যে কোন প্রকারেই হোক তাঁর হত বেহেশতে ফিরে যেতে চান।

সরদার আসলাম হায়দারাবাদ শহর মুসলিম লীগের এক সভায় বক্তৃতাকালে একথা বলেন। তিনি বলেন যে, সকল রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে শূন্য হাতে ফিরে এসে জনাব ভুট্টো এবার ছাত্রদের দরজায় ধর্গা দিয়েছেন।

সরদার আসলাম দুঃখ করে বলেন যে, জনাব ভুট্টো বর্তমান সরকারের নিন্দা করছেন। কিন্তু তাঁর ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, প্রেসিডেন্ট আইয়ুবই

সাবেক সিন্ধুর একটি ক্ষুদ্র শহর থেকে তাঁকে তুলে এনে উচ্চাসনে বসাইয়াছিলেন। তিনি যে বর্তমান সরকারের ফসল, এটা কি তিনি অস্বীকার করতে পারেন। এই সরকারকেই তিনি আমলাতান্ত্রিক ও দেশের সমস্যা সমাধানে অপারগ বলে অভিহিত করেছেন।

সরদার আসলাম বলেন যে, বর্তমান সরকারকে দোষারোপ করার পথ জনাব ভুট্টোর নেই। কারণ সুদীর্ঘ আটটি বছর তিনি এই সরকারের একজন অন্যতম সদস্য ছিলেন।

শেখ মুজিব সম্পর্কে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মনোভাবের আকস্মিক পরিবর্তনে সরদার আসলাম বিস্মিত হয়েছেন বলে জানান। এই ভুট্টোই শেখ মুজিবকে বিশ্বাসঘাতক এবং তাঁর ছয়-দফাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা বলে অভিহিত করেছিলেন।

দেশের তরুণসমাজ জনাব ভুট্টোর ফাঁদে পা দেবে না বলে সরদার আসলাম দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করেন।

ক্যাপ্টেন জায়েদী

কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি দফতরে পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী ক্যাপ্টেন এম এ এইচ জায়েদী এক বিবৃতিতে ছয়-দফা সম্পর্কিত জনাব ভুট্টোর বর্তমান নীতির সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, নিজের মতলব হাসিলের উদ্দেশ্যেই তিনি এখন ছয়-দফার সমর্থক সেজেছেন।

দৈনিক পয়গাম

১লা নভেম্বর ১৯৬৭

ছয় দফার প্রতি ভুট্টোর আর একদফা চ্যালেঞ্জ

করাচী, ৩১শে অক্টোবর।— সাবেক পররাষ্ট্র উজির জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো অদ্য এখানে তাহার বাসভবনে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে বলেন, রাজনীতিকদের উপর হইতে এবড়ো প্রত্যাহার এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও আওয়ামী লীগের মধ্যকার বিরোধের অনেকটা অবসান হওয়ার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বেশ উন্নতি ঘটিয়াছে।

জনাব ভুট্টো সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তান সফর করেন। তাহার এককালের প্রতিদ্বন্দ্বী শেখ মুজিবের মুক্তির জন্যও তিনি দাবী জানান। তিনি আরও বলেন, তাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলিতে আমি রাজী নই।

কিন্তু ৬-দফার ব্যাপারে শেখ মুজিবর রহমানের প্রতি তিনি পুনরায় চ্যালেঞ্জ প্রদান করিয়া বলেন যে, তিনি জনসমক্ষে শেখ মুজিবের সহিত বিতর্কে অবতীর্ণ হইতে রাজী আছেন। তবে ইহার কয়েকটি দফা বদল এবং কয়েকটি বিবেচনাযোগ্য বলিয়াও তিনি মন্তব্য করেন।

জনাব ভুট্টো পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনের এবং ১৪৪ ধারার নির্বিচার ব্যবহারের সমালোচনা করেন। তিনি আরও বলেন যে, সামন্ত তান্ত্রিকদের হস্তক্ষেপের দরুন দেশের রাজনৈতিক জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সীমিত নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে তাহাদের প্রভাব আরও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া সাবেক পররাষ্ট্র উজির আশংকা প্রকাশ করেন।

তিনি আরও বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের বিরোধী দলীয় নেতাদের সহিত তাহার আলোচনা সন্তোষজনক হইয়াছে। চলতি সালের নভেম্বর মাসের শেষ দিকে তিনি তাহার নূতন রাজনৈতিক দল গঠনের কথা ঘোষণা করিবেন। তাহার দল ব্যাপক নীতির ভিত্তিতে গঠিত হইবে। একটি এড-হক কমিটি এই সকল নীতি সংশোধনের উদ্দেশ্যে পরীক্ষা করিবেন বলিয়াও তিনি উল্লেখ করেন। – এ,পি,পি

সংবাদ

৩রা নভেম্বর ১৯৬৭

রাজবন্দীদের আশু মুক্তি দাবী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

সম্প্রতি সিলেট জেলা আওয়ামী লীগ কমিটির এক বর্ধিত সভায় শেখ মুজিবর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর আশু মুক্তি দাবী করা হয়েছে। সভায় দলের প্রাদেশিক কমিটির সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তসমূহের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া অপর একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই সভায় জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এডভোকেট আবদুল হাই এর প্রাথমিক সদস্যপদ খারিজের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে এবং তাহার স্থলে এডভোকেট হাবিবুর রহমানকে জেলা কমিটির নূতন সভাপতি নির্বাচিত করিয়াছে।

আজাদ

৬ই নভেম্বর ১৯৬৭

কাজী ফজলুল্লাহ কর্তৃক ভুট্টোর সমালোচনা

লারকানা, ৩রা নবেম্বর।— প্রাদেশিক স্বরাষ্ট্র উজির কাজী ফজলুল্লাহ অদ্য এখানে বলেন যে, পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্র উজির জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো তাহার ওজারতের আমলে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার, এক ইউনিট পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধারসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রশ্নে অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছেন। জনাব ফজলুল্লাহ সাংবাদিকদের সহিত আলোচনাকালে বলেন যে, জনাব ভুট্টো যে রাজনৈতিক দল গঠন করিতে যাইতেছেন তাহাতে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই যোগদান করিবে না। তাহার পার্টি এক ব্যক্তির প্রদর্শনী হইবে বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

পূর্ব পাক আওয়ামী লীগ সমর্থনের বিরুদ্ধে নিন্দা

জনাব ফজলুল্লাহ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবর রহমানের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনের জন্য জনাব ভুট্টোর নিন্দা করেন। উজির মহোদয় বলেন যে, জনাব ভুট্টো যখন উজির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তখন তিনি শেখ মুজিবর রহমানকে চ্যালেঞ্জ দান করিয়াছিলেন। কিন্তু যদি হারাইয়া এখন তিনি শেখ মুজিবর রহমানকে সমর্থন করিতেছেন এবং তাকে একজন বড় দেশপ্রেমিক হিসাবে অভিহিত করিতেছেন। –এপিপি

Pakistan Observer

7th November 1967

Bhutto explains aims of his party

PESHAWAR, NOV. 5:— Mr. Z.A. Bhutto a former Foreign Minister said her this evening that his proposed new political party would try to bring republican democratic socialism in the country reports APP.

Speaking at a reception he said his new party would have nothing to do with Communism. Its purpose would be to preserve and protect the ideology of Islam and Pakistan.

About co-operation between the proposed party and the existing opposition political parties in the country Mr. Bhutto said that the restoration of complete democracy in the country grant of fundamental rights and adult franchise were points on which there could always be co-operation.

About Sheikh Mujibur Rahman's six-point programme Mr. Bhutto said he could not accept two of the points affecting the country's integrity.

Mr. Bhutto regretted that certain Government party leaders were indulging in personal attacks.

He warned that if they did not desist from that practice he would have to retaliate and quoted the proverb an eye for an eye and tooth for tooth."

আজাদ

৮ই নভেম্বর ১৯৬৭

শেখ মুজিবের কারাদণ্ড ১৫ মাসের স্থলে ৮ মাসে হ্রাস

(কোর্ট রিপোর্টার)

পল্টন ময়দানের জনসভায় 'আপত্তিকর' বক্তৃতা দানের অভিযোগে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানকে ১৫ মাসের কারাদণ্ড

দানের বিরুদ্ধে আপীল মামলার রায়ে ঢাকার অতিরিক্ত দায়রা জজ জনাব কায়সার আলী গতকাল মঙ্গলবার, দণ্ডাঙ্গার মেয়াদ ‘ন্যায়বিচারের খাতিরে’ কমাইয়া ৮ মাস করিয়াছেন। ১৯৬৬ সালের ২০শে মার্চ পল্টন ময়দানে উপরোক্ত ‘আপত্তিকর’ বক্তৃতা দানের অভিযোগে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আফসার উদ্দিন গত ২৭শে এপ্রিল দেশরক্ষা আইনের ৪১(৬) ধারা অনুযায়ী আওয়ামী লীগ প্রধানকে ১৫ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের উপরোক্ত বক্তৃতার ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকদের মধ্যে শত্রুতা ও ঘৃণা, আইনসঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টি এবং পূর্ব পাকিস্তানীদের মধ্যে দেহরক্ষা সম্পর্কে আতঙ্ক ও ভীতি সঞ্চার করার শ্রমিক নেতা বলিয়া কথিত আমীর হোসেন ও ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আবদুর রহমান সহ ১৩ ব্যক্তি সরকারপক্ষে সাক্ষ্যদান করেন।

৬ দফা কর্মসূচী কোন সময় বেআইনী ঘোষিত হয় নাই। রাজনৈতিক দল আইন অনুযায়ী রাজনৈতিক নেতাদের দলের কর্মসূচী ব্যাখ্যা করার অধিকার রহিয়াছে বলিয়া বিবাদী পক্ষ হইতে বলা হয়। অতিরিক্ত দায়রা জজ রায়ে মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেন, সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও ঘৃণা সৃষ্টি হইতে পারে রাজনৈতিক দল আইনে বক্তাকে এমন কিছু করিতে বা বলিতে অধিকার দেওয়া হয় নাই। রায়ে আরও বলা হয় যে, পল্টন ময়দানের জনসভায় অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত, রাজনৈতিক বিষয়ে অজ্ঞ ও যুক্তিবাদী নহেন। কাজেই আপীল আবেদনকারীর বক্তৃতা শ্রোতাদের মধ্যে দেশরক্ষার ব্যাপারে আতঙ্ক এবং সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টি করার সম্ভাবনা আছে। বিবাদীপক্ষ হইতে কোন মৌখিক সাফাই সাক্ষী দেওয়া হয় নাই এবং শর্তহ্যাণ্ডে লিপিবদ্ধ বিষয়বস্তু অবিশ্বাস করার কোন কারণ নাই বলিয়া দায়রা জজ উল্লেখ করিয়াছেন।

জাতীয় পরিষদে বৈষম্য সম্পর্কে প্রদত্ত উজিরদের অনুরূপ বক্তৃতা এবং জনাব আবুল হাশেম কর্তৃক রচিত “জাতীয় সংহতি” পুস্তকে “গত পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানীদের মনে দেশরক্ষা সম্পর্কে আতঙ্ক বিরাজমান” মন্তব্যের ব্যাপারে কোন আপত্তি তোলা হয় নাই বলিয়া বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জানান। জনাব হাশেমের পুস্তক অতি শিক্ষিত ও রাজনীতি জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিরা পাঠ করিবে। জাতীয় পরিষদে প্রদত্ত উজিরদের বক্তৃতা কম লোকের দৃষ্টে আকর্ষণ করিবে। কাজেই উহাতে পল্টন ময়দানে প্রদত্ত শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতার ন্যায় প্রতিক্রিয়া হইবে না বলিয়া অতিরিক্ত দায়রা জজ মন্তব্য করেন। যাবতীয় ঘটনা ও সাক্ষ্যপ্রমাণ বিবেচনা

করিয়া শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতা সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ সৃষ্টি করিতে পারে বলিয়া অতিরিক্ত দায়রা জজ রায়দান করেন। “শান্তি কিছুটা কঠোর হওয়ায় ন্যায়বিচারের খাতিরে” অতিরিক্ত দায়রা জজ সাজার মেয়াদ কমাইয়া ৮ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

Pakistan Observer

8th November 1967

AROUND THE COURTS

Prejudicial speech case Conviction of Mujib upheld

(By Our Court Correspondent)

The conviction of Sheikh Mujibur Rahman by the Magistrate Court for a prejudicial speech at Paltan Maidan on March 20 last year was upheld by the Additional Sessions Judge, Dacca, Mr. Kaisar Ali on Tuesday.

The judgment was passed on an appeal by Sheikh Mujib against the sentence of 15-months imprisonment under the Defence of Pakistan Rules by Magistrate Mr. Afsar-ud-din Ahmad who held the trial inside the Dacca Central jail and passed the sentence there on April 27.

The appeal was heard 10 days ago. The Judge, however, minimised the sentence to eight months' imprisonment.

This is one of the several prejudicial speech cases against the 48-year-old Awami League leader who is now detained under DPR for over one and a half years. In this case, as in other cases, the Sheikh had been accused of bringing or likely to bring into disaffection, hatred or contempt in the public eye the Government of Pakistan established by law.

The speech under reference criticised the Government for disparity in prices, and industrial growth between the two wings of Pakistan, the weakness in the defence of East Pakistan and advocated a peaceful struggle on the basis of the erstwhile 6-point programme.

Mr. Kaisar Ali, the appellate judge, stated that in the case the basic document for consideration was the speech itself. He said the magistrate after examining three reporters and a magistrate came to the conclusion : “There cannot be any reason to disbelieve the shorthand note of the speech.” The judge said he, “found no cause of disagree”.

It is evident from the speech read as a whole with a liberal mind, the judgment said, that the speaker freely criticised the

Government, first, for continuing a policy of economic exploitation of East Pakistan; second, for neglecting the defence of this wing, thereby jeopardising its very existence. In the end, he called upon the audience to build up an active resistance for change of the Government through a peaceful and democratic struggle on the basis of his 6-point programme, the judgment added.

“Now I have to examine,” Mr. Ali said, “the possible natural and ordinary consequences on the audience of the speech which was delivered in highly emotional language interspersed by rhetoric and hyperbole”.

Continuing the judgment said the meeting was attended by 15,000 people. It can very well be perused that the audience consisted mostly of East Pakistanis and they must have come from various walks of life, the larger section being uneducated, politically ignorant and not with logical bend of mind.

It may be further remembered that the speech was delivered within a few months of the Indo-Pak conflict broke on September 6, 1965. A sense of insecurity in the public mind was not altogether a thing of the past, the judgment added.

Considering all these facts, the judge said, the speech was likely to have left an unsavoury ... of the listeners, filled them with dissatisfaction towards the Government and created a sense of alarm in their minds regarding the future.

Mr. Kaisar Ali referred to the defence argument that the accused as a political leader had a legal right to place his party programme before the public and that the 6-point programme on which he spoke was never declared illegal.

He ruled out the contention, saying: “This is true. But the Political Parties Act did not give any right to the speaker so that he could do any act or say anything which is likely to create disaffection and contempt towards the Government established by law.”

The judgment further referred that the defence cited the admission of even a Central Minister of the present regime in the National Assembly that disparity between the two wings existed in various departments of the Central Government. And even Mr. Abul Hashim, (the chief organiser of East Pakistan Convention League) in his book “Integration of Pakistan” pointed out the sense of East Pakistan during the war on account of its defective defence arrangement.

“The argument is fallacious,” Mr. Ali further ruled. He said that only the very educated class and those interested in the polemics of politics would care to read the book. Similarly, the Minister, by his speech in the National Assembly, attracted attention of the few. In both the instances, the readers were expected to be of logical mind and not victims of unrestrained emotions. Therefore, their reaction could not be similar to that of most of the audience before whom the accused spoke, the Judge held.

“Thus having regard to the facts, circumstances and evidence on record. I hold that the speech was likely to create a feeling of dissatisfaction towards the Government established by law”, held Mr. Ali.

He explained that the speech was likely to cause fear or alarm in the minds of East Pakistani listeners regarding the future of the province in respect of its economics and defence. He held that the finding of the magistrate that the speech was likely to promote feelings of enmity and hatred between different classes of citizens was not correct.

He opined that the sentence awarded by the magistrate was “somewhat severe”. Taking what he said, “a broad view of the matter” he ordered that a reduced sentence would serve the ends of justice.

দৈনিক পয়গাম

৮ই নভেম্বর ১৯৬৭

দায়রা ৭৭ কর্তৃক দণ্ডদেশ বহাল

শেখ মুজিবের মামলা

(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে যে আপীল করিয়াছিলেন, তাহার রায় প্রদান করা হইয়াছে। ঢাকার অতিরিক্ত দায়রা জজ জনাব কায়সার আলী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত কারাদণ্ডদেশের আদেশ বহাল রাখিয়াছেন। তবে মাননীয় জজের মতে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত ১৫ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডদেশ কঠিন হইয়া যায়। ফলে তিনি (মাননীয় জজ) বিনাশ্রম কারাদণ্ডদেশের মেয়াদ ১৫ (পনের) মাস হইতে কমাইয়া ৮ (আট) মাস করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ঢাকার পল্টন ময়দানে আপত্তিকর বক্তৃতা দানের দায়ে ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আফসারউদ্দিন আহমদ শেখ মুজিবর রহমানকে ১৫ (পনের) মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। চলতি সালের ২৭ শে এপ্রিল তারিখে প্রদত্ত মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেটের

উক্ত রায়ে বিরুদ্ধে শেখ মুজিব আপিল করিলে উহার শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয় এবং বিগত ২৮ শে অক্টোবর জনাব কায়সার আলীর এজলাশে উহার শুনানী শুরু ও সমাপ্ত হয়।

মাননীয় জজ তাহার রায়ে মন্তব্য করেন যে, শেখ মুজিবের বক্তৃতা শ্রবণের পর বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকদের মধ্যে শত্রুতা ও ঘৃণার উদ্বেগ হইতে পারে বলিয়া বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন উহা ঠিক নহে। তবে মাননীয় জজ তাহার রায়ে অতঃপর বলেন যে, শেখ মুজিবের বক্তৃতা শ্রবণ করার পর পূর্ব পাকিস্তানী শ্রোতাদের মনে দেশের এই অংশের অর্থনৈতিক ও দেশরক্ষার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভয় ও ভীতির সঞ্চার করিতে পারে।

বাদীপক্ষে এই মামলা পরিচালনা করেন যথাক্রমে পাবলিক প্রসিকিউটর ও এসিস্ট্যান্ট পাবলিক প্রসিকিউটর জনাব আবদুল আলীম ও জনাব মেসবাহ উদ্দিন আহমদ। শেখ মুজিবের পক্ষ সমর্থন করেন এডভোকেট জনাব এ, সালাম খান ও এডভোকেট জনাব জহির উদ্দিন।

দৈনিক পয়গাম

৮ই নভেম্বর ১৯৬৭

আওয়ামী লীগ নেতা কর্তৃক

ভুট্টোকে আজোবাজে কথা না বলার অনুরোধ

করাচী, ৬ই নভেম্বর।— ছয়দফাপন্থী পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি জনাব কামরুজ্জামান খান জনাব ভুট্টোকে আজোবাজে কথার দ্বারা জনসাধারণকে ভুল পথে না নেওয়ার অনুরোধ করিয়াছেন।

তিনি বলেন যে, জনাব ভুট্টো যদি সত্যিই দেশের জন্য কিছু করিতে চান তাহা হইলে বর্তমানে যে কয়টি রাজনৈতিক দল রহিয়াছে উহার একটিতে তিনি যেন যোগদান করেন।

আজ বিকালে এখানে দলীয় কর্মীদের এক সমাবেশে জনাব কামরুজ্জামান আরও বলেন যে, জনাব ভুট্টো দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চান; কিন্তু তিনি নিজেই এই প্রথা মানিয়া চলেন না। নিজের ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্যই তিনি আরেকটি নয়া রাজনৈতিক দল গঠন করিতে চাহিতেছেন।

আওয়ামী লীগের ৬-দফা সম্পর্কে জনাব ভুট্টো যে মন্তব্য করিয়াছেন, উহা তাহার মুখের এমন কিছু নূতন কথা নহে বলিয়া জনাব কামরুজ্জামান উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ক্ষমতাসীন থাকাকালে জনাব ভুট্টো ১৯৬৫ সালে ৬-দফা সম্পর্কে শেখ মুজিবের সহিত মোকাবিলা সভায় অবতীর্ণ হওয়ার চ্যালেঞ্জ দিয়াছিলেন।—পিপিএ

দৈনিক পাকিস্তান

৮ই নভেম্বর ১৯৬৭

খুলনা আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভা

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

খুলনা, ৫ই নভেম্বর।— গত ৪ঠা নভেম্বর এখানে খুলনা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহক কমিটির এক বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলা আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব শেখ আবদুল আজিজ সভাপতিত্ব করেন। সভায় দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, খাদ্য সমস্যা ও ছয় দফা সম্পর্কে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। রাজনৈতিক নেতা, শ্রমিক নেতা, ছাত্র ও সাংবাদিকদের আটক ১৪৪ ধারা প্রবর্তন করে জনসভা অনুষ্ঠান নিষেধাজ্ঞা এবং আওয়ামী লীগের সভায় মাইক ব্যবহারের অনুমতি না দেওয়ার জন্য জনাব আবদুল আজিজ বর্তমান সরকারের সমালোচনা করেন।

সভায় শেখ মুজিবের রহমানসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি, জরুরী অবস্থার প্রত্যাহার, নিউন্যাশন প্রেসের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবী করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলকে ব্যক্তিগত মালিকানায হস্তান্তরের নিন্দা, নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য হ্রাস ও বিক্রয়কর মওকুফের দাবী করা হয়।

সভায় এনায়েত আলী এডভোকেটকে সর্বসম্মতিক্রমে জেলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী নির্বাচিত করা হয়।

Daily Dawn

9th November 1967

Mujib's conviction upheld

DACCA, Nov. 8: The conviction of Sheikh Mujibur Rahman by a Magistrate, for making prejudicial speech, was upheld here yesterday by the Additional Session Judge, Mr. Kaiser Ali.

The court, however, reduced the term of imprisonment from 15-months to eight, while passing judgment on Sheikh Mujib's appeal against his conviction by the Magistrate.

The Awami League leader, who is now under detention in the Dacca Jail, was tried for making a prejudicial public speech early last year at the Paltan Maidan.

দৈনিক পাকিস্তান
৯ই নভেম্বর ১৯৬৭
শেখ মুজিবের আপীল মামলা
নিম্ন আদালতের রায় বহাল
(কোর্ট রিপোর্টার)

গত মঙ্গলবার ঢাকার অতিরিক্ত দায়রা জজ জনাব কাইজার আলী শেখ মুজিবর রহমানের আপীল মামলার রায় প্রকাশ করেন। তিনি নিম্ন আদালতের রায় বহাল রাখেন কিন্তু কারাবাসের মেয়াদ ৭ মাস হ্রাস করার নির্দেশ দেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, গত ১৯৬৬ সালের ২০ শে মার্চ পল্টন ময়দানে আপত্তিকর বক্তৃতা দানের জন্য ঢাকা জেলে বিচার শেষে একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট তাকে দোষী সাব্যস্ত করে গত ২৭ শে এপ্রিল ১৫ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড দান করেন।

ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে জনাব শেখ মুজিবর রহমান দায়রা জজের এজলাসে আপীল করলে মাননীয় জজ সাহেব মামলার সাক্ষ্য প্রমাণাদি বিশ্লেষণ করে নিম্ন আদালতের রায়ের সাথে একমত হন। কিন্তু দণ্ডাজ্ঞার মেয়াদ সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন যে, বিষয়টি সম্পর্কে প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গী নিতে হবে। এবং কারাবাসের মেয়াদ ১৫ মাসের স্থলে ৮ মাসের নির্দেশ দেন।

আজাদ
১০ই নভেম্বর ১৯৬৭
শেখ মুজিবের মামলা
সরকার পক্ষের ৩ জন সাক্ষীর জেরা সমাপ্ত
(কোর্ট রিপোর্টার)

গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলায় আরও ৩ জন সরকারপক্ষের সাক্ষীর জেরা সমাপ্ত হয়। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার জনাব এম, এস, খানের কোর্টে আওয়ামী লীগ প্রধানের বিচার চলিতেছে।

১৯৬৪ সালের ২৯শে মার্চ পল্টন ময়দানের এক জনসভায় ‘আপত্তিকর’ বক্তৃতাদানের অভিযোগে পাকিস্তান ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১২৪(ক) ধারা অনুযায়ী শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে এই রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা আনয়ন করা হইয়াছে।

এই মামলায় অন্যতম সাক্ষী ও শ্রমিক নেতা বলিয়া কথিত আমীর হোসেন জেরার জবাবে জানান, তিনি ইতিপূর্বে শেখ মুজিবর রহমান, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, শেখ ফজলুল হক মনি, ওবায়দুর রহমান, এ, মোমেন প্রমুখ নেতাদের বিরুদ্ধে আনীত বিভিন্ন মামলায় সরকারপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন। জেরার জবাবে আমীর হোসেন স্বীকার করেন যে, নূরজাহান বলিয়া জনৈকা যুবতী তাহার বিরুদ্ধে একটি মামলা করিয়াছিল। অপর এক প্রশ্নের জবাবে আমীর হোসেন জানায়, বর্তমানে তাহার বসবাসের কোন সুনির্দিষ্ট বাসস্থান নাই এবং শত্রু সম্পত্তি ইজারার জন্য সরকারের নিকট দরখাস্ত করিয়াছেন। আমীর হোসেন আরও জানান যে, ঢাকার এস, ডি, ও’র কেরানীর বিরুদ্ধে তিনি ৩টি মামলা দায়ের করিয়াছেন।

ঢাকার তৎকালীন এস, পি, সৈয়দ মান্নান বখশ জেরার জবাবে অস্বীকার করেন যে, শেখ মুজিবর রহমানের জনসভায় বক্তৃতার সময় তিনি পাকিস্তানের বাহিরে থাকিলেও পরে উদ্ধৃতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তিনি বিবাদীর বিরুদ্ধে এই মামলা দায়ের করেন। তৎকালীন অতিরিক্ত এস, পি জনাব এমাদুদ্দিন চৌধুরী জেরার জবাবে জানান যে, তিনি ইতিপূর্বে ইকবাল হলে ছাত্র গোলযোগ সংক্রান্ত অপর একটি মামলায় সাক্ষ্যদান করেন। উক্ত গোলযোগ উপলক্ষে ইকবাল হলের ৩০৮ জন ছাত্রকে থেফতার করা হয় বলিয়া অতিরিক্ত এস পি স্বীকার করেন।

মামলার শুনানী ১৭ই নবেম্বর পর্যন্ত স্থগিত হইয়াছে।

আওয়ামী লীগ প্রধানের পক্ষে এডভোকেট জনাব জহিরুদ্দিন, জনাব এম, এ, রব, জনাব মুজিবর রহমান ও শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন এবং সরকারপক্ষে জনাব আবদুল আলিম ও কোর্ট ডি এসপি জনাব আবদুল খালেক মামলা পরিচালনা করেন।

সংবাদ
১০ই নভেম্বর ১৯৬৭
শেখ মুজিবের ‘রাষ্ট্রদ্রোহ’ মামলা
৩ জন সরকারী সাক্ষীর জেরা
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পি,পি, এ’র এক খবরে বলা হয় যে, গতকাল্য (বৃহস্পতিবার) ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ঢাকার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এম,এস খানের আদালতে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত দেশদ্রোহ মামলার ৩ জন সাক্ষীকে বিবাদীর কৌসুলী জেরা করেন।

আওয়ামী লীগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, ১৯৬৫ সনের ২৯শে অক্টোবর পল্টনের এক জনসভায় শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আপত্তিকর বক্তৃতা প্রদানের অভিযোগ আনয়ন করিয়া দেশরক্ষা আইনের ১২৪(ক) ও জননিরাপত্তা আইনের ৭(৩) ধারামতে উপরোক্ত মামলা দায়ের করা হয়।

অদ্য যে ৩জন সাক্ষীকে জেরা করা হয়, তাহারা হইতেছেন সৈয়দ মান্নান বখ্ত (ডি-আই-জি), জনাব ই.এ, চৌধুরী (এস.পি, স্পেশাল ব্রাঞ্চ) ও শ্রমিক নেতা বলিয়া কথিত জনাব আমির আলী। মামলার পরবর্তী জেরার দিন ১৭ই নভেম্বর ধার্য করা হইয়াছে।

শেখ মুজিবের পক্ষে জনাব জহিরুদ্দীন ও অন্যান্য এডভোকেট মামলা পরিচালনা করেন। সরকারপক্ষে ছিলেন পাবলিক প্রসিকিউটর জনাব আবদুল আলিম।

দৈনিক পাকিস্তান

১০ই নভেম্বর ১৯৬৭

শেখ মুজিবের মামলা

সরকার পক্ষের তিনজনের সাক্ষ্য গ্রহণ

(কোর্ট রিপোর্টার)

গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকার সেন্ট্রাল জেলের অভ্যন্তরে গঠিত ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনারের এজলাসে শেখ মুজিবের রহমানের বিরুদ্ধে আনীত রাষ্ট্রদ্রোহিতা মামলায় সরকারপক্ষের তিনজন সাক্ষীকে জেরা করা হয়। এরা হচ্ছেন মামলার বাদী তৎকালীন ঢাকার পুলিশ সুপার সৈয়দ মান্নান বখস, সিটি পুলিশ সুপার ই এ চৌধুরী ও মদন মোহন বসাক রোডে অবস্থিত শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আমির হোসেন।

শেখ সাহেবের প্রধান কৌশলী জনাব জহিরুদ্দীনের একটি জেরার জবাবে জনাব মান্নান বখস বলেন যে, ঘটনার সময় তিনি পাকিস্তানের বাইরে ছিলেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি এডিসি জনাব আলমের এজলাসে লিখিত এজাহার দায়ের করেন যা বর্তমান মামলায় ১ নম্বর এক্সিবিট হিসেবে দাখিল করা হয়েছে। আর একটি প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, বর্তমান মামলা প্রসঙ্গে বাদীর তরফ থেকে মহামান্য হাইকোর্টে কোন আবেদন করা হয়েছে কিনা তা তিনি জানেন না এবং ঢাকার জেলা শাসককে এই মামলা প্রসঙ্গে পরীক্ষা করা হয়েছে কিনা একমাত্র আদালতই তা বলতে পারেন। (অসমাপ্ত)

Daily Dawn

11 th November 1967

Mujib's case : hearing adjourned

DACCA, Nov. 10: Two more prosecution were cross-examined here yesterday at the resumed hearing of the sedition case against Sheikh Mujibur Rahman in the court of a Additional District Magistrate.

The case was started against the Awami League leader under Section 124-E of the P.P.C. alleging that he had delivered a speech at the Paltan Maidan early 1964, an prejudicial to the interest of the country.

The Additional District Magistrate who is holding the trial inside the Dacca Central Jail where Sheikh Mujibur Rahman is under detention, adjourned the hearing until Nov 30, for cross-examination of other witnesses. –APP.

Morning News

11 th November 1967

Mr. Bhutto's Principles

Mr. Bhutto has no definite principles. Nobody can rely on him. The gentleman who once spoke against the release of Sheikh Mujibur Rahman, is now advocating, for him, Mr. Rahman was his enemy while he was in power. Now he becomes his friend when he has been deprived of his position. He may leave us and even go against us as soon as it suits him.

We should be very cautious and careful about such leaders.
A. F. M. ABDUL HYE, Dacca.

দৈনিক পাকিস্তান

১১ই নভেম্বর ১৯৬৭

শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে মামলার শুনানী

(গত বৃহস্পতিবার ঢাকার সেন্ট্রাল জেলের অভ্যন্তরে ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনারের এজলাসে শেখ মুজিবের রহমানের বিরুদ্ধে আনীত রাষ্ট্রদ্রোহিতা মামলার শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। গতকাল শুক্রবারের দৈনিক পাকিস্তানে উক্ত শুনানীর আংশিক বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। আজ বাকী অংশ প্রকাশিত হলঃ)

ইকবাল হলের ছাত্রদের গ্রেফতার প্রসঙ্গে বাদীপক্ষের কৌশলীর জেরার জবাবে জনাব ই এ চৌধুরী বলেন যে, ঘটনার দিন তিনি প্রায় রাত সাড়ে আটটার সময় ইকবাল হলে প্রবেশ করেন এবং সাড়ে এগারটার সময় সে স্থান ত্যাগ করেন। তার সঙ্গে পুলিশ দল ছিল এবং তারা ইকবাল হলের মধ্যে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়া ও কয়েকটি কক্ষ থেকে ৩০৮ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে ট্রাকে ও পুলিশ ভ্যানে করে রমনা থানায় নিয়ে যান। এ সমস্ত আটক ছাত্রদের মধ্যে ৮/৯ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করতে পেরে পুলিশ চার্জশীট দাখিল করে। বর্তমান শাসকশ্রেণী ইকবাল হলের ছাত্রদের উপর সম্ভ্রষ্ট নয় বিধায় তাদের শিক্ষা দেবার জন্য ঐ ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছিল কিনা, এই মর্মে কৌশলীর একটি প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বক্তব্যের সত্যতা অস্বীকার করেন।

গতকালকার শেষ সাক্ষী জনাব আমির হোসেনকে জেরার সময় এজলাস কক্ষে আইনজীবী ও শ্রোতাদের মধ্যে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়। শেখ সাহেবের কৌশলীর জেরার জবাবে আমির হোসেন বলেন যে, ‘আওয়ামী লীগের বক্তৃতা ছাড়া পল্টন ময়দানে অন্য কোন বক্তৃতা তিনি শুনেছেন।’ এই মামলায় ইতিপূর্বে সাক্ষ্য দেবার সময় তিনি সমন পাননি কিন্তু মৌখিক খবর পেয়ে সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। তিনি মদনমোহন বসাক রোডে অবস্থিত শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি। ঢাকার শত্রু সম্পত্তি হেফাজতকারীর নিকট তিনি সম্পত্তির জন্য আবেদন করেছেন এবং ঢাকা সদর দক্ষিণ মহকুমা হাকিমের পেশকার জনাব নৈসুন্দীনের বিরুদ্ধে ৩/৪টি মামলা করেছেন। তিনি আওয়ামী লীগের বহু নেতার বিরুদ্ধেই সাক্ষী দিয়েছেন। তাদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান, শাহ মোয়াজ্জেম, ফজলুল হক (মোনি), ওবায়দুর রহমানের মামলা রয়েছে। মামলার বিবরণে প্রকাশ, ১৯৬৪ সালের ৫ই নবেম্বর ঢাকার পুলিশ সুপার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশানুযায়ী জনাব এম বি আলমের এজলাসে শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে উল্লেখ করেন যে, ১৯৬৪ সালের ২৯শে মার্চ পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জনসভায় বক্তৃতা করেন যা পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২৪-ক ধারা মোতাবেক রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক।

বাদীপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন এডভোকেট জনাব জহিরুদ্দীন, আবুল হোসেন, শামসুল হক, মোহাম্মদ উল্লাহ, এ এইচ চৌধুরী, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ও আরও অনেকে।

আজাদ

১৩ই নভেম্বর ১৯৬৭

গাইবান্ধার আওয়ামী লীগ সভায় ৬ দফা বাস্তবায়নের আহ্বান

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

গাইবান্ধা, ১০ই নবেম্বর।— গত ৪ঠা নবেম্বর গাইবান্ধা মহকুমার গোবিন্দগঞ্জ আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব আখতার হোসেন সভায় সভাপতিত্ব করেন। প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য জনাব আজিজুর রহমান সরকার, জনাব খান আলী তৈয়ব এবং জনাব আবু তাহের সভায় ভাষণদান করেন। জনাব আজিজুর রহমান সরকার তাঁহার বক্তৃতায় দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। তিনি ছয়দফা কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কয়েমের জন্য দাবী জানান।

সভায় প্রাণবয়স্ক ভোটাধিকার প্রত্যক্ষ নির্বাচন, জরুরী আইন প্রত্যাহার, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও নিরপেক্ষ স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ, এক ইউনিট বাতিল, ছয় দফা বাস্তবায়ন এবং শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করা হয়। সভায় গৃহীত অন্যান্য প্রস্তাবে পল্লী এলাকায় রেশন সরবরাহ, পাটের ন্যায্যমূল্য দান, গোবিন্দগঞ্জ এলাকার কলেজ ও স্কুলগুলিকে সরকারী সাহায্যদান, মহিমাগঞ্জ চিনির কল চালু, কাইয়াগঞ্জে আখ ক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের জন্য দাবী জানান হয়।

সংবাদ

২০শে নভেম্বর ১৯৬৭

শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আর একটি মামলার শুনানী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গত শুক্রবারে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলগেটে শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২৪(ক) ধারা ও পূর্ব পাকিস্তান নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সের ৭(৩) ধারা মোতাবেক আনীত অপর একটি রাজদ্রোহ মামলার আর একদফা শুনানী হয়। ঢাকা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এম, এস, আলম এই শুনানী গ্রহণ করেন। এই দিন সরকারপক্ষের সাক্ষী প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মতিয়র রহমান (বর্তমানে তথ্য ও বেতার দফতরের সেকশন অফিসার), ডি,এস, পি জনাব এম, এ, মালেকের জেরা করা হয়।

আগামী ৩০শে নভেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানীর দিন ধার্য হইয়াছে। এই দিন ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারা অনুযায়ী প্রতিবাদী শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তব্য গ্রহণ করা হইবে। প্রতিবাদী পক্ষের মামলা পরিচালনা করেন মেসার্স জহীর উদ্দীন, মোহাম্মদ উল্লাহ, আরহাম সিদ্দিকী প্রমুখ আইনজীবী।

দৈনিক পয়গাম
২০শে নভেম্বর ১৯৬৭
শেখ মুজিবের মামলা
(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের রাষ্ট্রদ্রোহী মামলায় গত শুক্রবার আরও দুইজন সাক্ষীকে জেরা করা হইয়াছে।

১৯৬৪ সালে ঢাকার এক জনসভায় আপজিকর বক্তৃতাদানের অভিযোগে তিনি বিচারের সম্মুখীন হইয়াছেন। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তাঁহার বিচার হইতেছে।

মামলার শুনানী ৩০ শে নভেম্বর পর্যন্ত মূলতবী ঘোষিত হইতেছে।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে উহা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। উহাতে তিনি বলেন, রাষ্ট্রের সকল ব্যাপারে জনগণের ইচ্ছাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হইবে এবং পাকিস্তানে গণতন্ত্র যে শাসনতান্ত্রিক রূপই লাভ করুক না কেন, তাহা মতবাদ নয়, প্রয়োগবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে।

দৈনিক পয়গাম
২০শে নভেম্বর ১৯৬৭

চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর নিকট আবদুল হাই চৌধুরীর জিজ্ঞাসা :

৮০ হাজার, না মাত্র ৯৩০ জন ভোটের দ্বারা প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অধিক গণতান্ত্রিক?

রাওয়ালপিণ্ডি, ১৮ই নভেম্বর।— পূর্ব পাকিস্তানের আইন এবং পার্লামেন্টারী উজির জনাব আবদুল হাই চৌধুরী গতকাল ৮০ হাজার ভোটের দ্বারা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের চাইতে ৯৩০ জন দ্বারা তাঁহাকে নির্বাচন করা কিভাবে অধিকতর গণতান্ত্রিক হইতে পারে, উহার জবাবদানের জন্য চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে আহ্বান জানান। নেজামে ইসলাম প্রধান চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর বিবৃতির জবাবে পূর্ব পাকিস্তানী উজির বলেন, সমসাময়িক ইতিহাসের ছাত্ররা উহা ভাল করিয়াই জানে যে, অন্যান্যের সহিত মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দী, জনাব আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবর রহমান, জনাব আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ প্রমুখ কিভাবে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। উক্ত শাসনতন্ত্র অনুযায়ী আইন এবং প্রশাসন ব্যবস্থা দেশকে কিরূপ বিপদের সম্মুখীন করিয়াছিল, তাহাও তাহারা অবগত আছেন।

১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র অনুসারে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মুখেই উক্ত শাসনতন্ত্র বাতিল করা হয় বলিয়া চৌধুরী মোহাম্মদ আলী যে কথা

বলিয়াছেন, তাহার জবাবে জনাব আবদুল হাই চৌধুরী উল্লেখ করেন, আসলে সামরিক শাসন জনগণের জন্য একটা বিরাট আশীর্বাদ বহন করিয়া আনে এবং প্রেসিডেন্ট আইয়ুবকে আজ সমগ্র জাতি তাহাদের ত্রাণকর্তা হিসাবে বিবেচনা করে।

চৌধুরী মোহাম্মদ আলী দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্পর্কে যে দাবী করিয়াছেন উহাকে বিভ্রান্তিকর বলিয়া জনাব আবদুল হাই চৌধুরী উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, জাতীয় বিষয়কর্ম সম্পাদনে জনসাধারণের সক্রিয় অংশীদারত্ব থাকার নামই গণতন্ত্র। বর্তমান শাসনতন্ত্রে এ বিষয়ে সকলকে পূর্ণ গ্যারান্টি দেওয়া হইয়াছে। এমন অনেক দেশ আছে যেখানে এতদিন অন্যান্য ধরনের গণতন্ত্র চালু ছিল। তাহারাও বর্তমানে পাকিস্তানী প্রথা গ্রহণের কথা বিবেচনা করিতেছেন।

জনাব আবদুল হাই চৌধুরী বলেন, কতিপয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধী দল সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে না বলিয়া চৌধুরী মোহাম্মদ আলী উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার এই কথায় দেখা যায় যে, বিরোধী দলের পায়ের তলায় এখন মাটি নাই যেখান হইতে তাহারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারেন, আর একথা নেজামে ইসলাম প্রধান এখন হইতেই ভাবিতে শুরু করিয়াছেন।

বহির্বিষয়ে পাকিস্তানের মর্যাদা হ্রাস পাইতেছে বলিয়া চৌধুরী মোহাম্মদ আলী যে অভিযোগ করিয়াছেন উহার অসারতা প্রমাণ করিয়া জনাব আবদুল হাই চৌধুরী বলেন, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব শুধু দেশের অভ্যন্তরেই তাহার কর্মতৎপরতা সীমাবদ্ধ রাখেন নাই, আফ্রো এশিয়ার একজন মহান নেতা হিসাবেও তিনি বহির্জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সম্পর্কে তিনি চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অভাব কিংবা বিচারের রায় অমান্য করা হইয়াছে এমন একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করার চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নাই বলিয়া চৌধুরী মোহাম্মদ আলী যে কথা বলিয়াছেন পূর্ব পাকিস্তানের আইনে উজির উহারও প্রত্যুত্তর দিয়াছেন। তিনি বলেন, সংবাদপত্রের যদি স্বাধীনতাই না থাকিত তবে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর এই বিবেক বুদ্ধিহীন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে এমন বিবৃতি কখনও সাধারণের গোচরে আসিত না।

নেজামে ইসলাম প্রধান দেশে জরুরী অবস্থা বলবৎ রাখায় ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। উহার জবাবে জনাব আবদুল হাই চৌধুরী বলেন যে, একটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরও তাহার চক্ষু খোলে নাই, ইহাতে আশ্চর্য হইতে হয়।

ভারত আজ বিপুল সমর আয়োজনে ব্যস্ত হইয়াছে। এখনও আমাদের বিপদ কাটে নাই তাই যুদ্ধ শেষ হইলেও জরুরী অবস্থা অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। কোন লোক জরুরী অবস্থার আর প্রয়োজন নাই—একথা বলিলে বোঝা যায় যে, সে দেশের পরিস্থিতি অনুধাবনে সক্ষম হয় নাই।

সংবাদ

২২শে নভেম্বর ১৯৬৭

আওয়ামী লীগের সভায় রাজবন্দীর মুক্তি দাবী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

চান্দিনা আওয়ামী লীগ শেখ মুজিব, তাজউদ্দিন ও মোশতাক আহমদসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি, জরুরী আইন প্রত্যাহার, পাটের সর্বনিম্ন মূল্য প্রতিমণ ৫০ টাকা ধার্য, ফেরী সার্ভিসের ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ এবং ইন্তেফাকের ছাপাখানা বাজেয়াপ্তি আদেশ প্রত্যাহারের দাবী জানাইয়াছে।

চান্দিনা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জনসভায় উপরোক্ত দাবী জানানো হয়। সভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগমসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন।

আজাদ

২৪শে নভেম্বর ১৯৬৭

চট্টগ্রামে সোহরওয়ার্দী মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন কমিটি গঠন

চট্টগ্রাম, ২৩শে নভেম্বর।— গতকল্য এখানে জনাব জহুর আহমদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ডাঃ সাইদুর রহমান চৌধুরী, মাহমুদ কামাল, ইদ্রিছ আলম, আশরাফ খান ও অন্যান্যরা সাংগঠনিক ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করেন। সোহরওয়ার্দীর আসন্ন মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন সম্পর্কেও তাহারা আলোচনা করেন। এই ব্যাপারে মোহাম্মদ সালেহ, আশরাফ খান ও আবু সোবহানকে যথাক্রমে সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ করিয়া একটা কমিটি গঠন করা হইয়াছে। সভায় শেখ মজিবসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করা হয়।

আওয়ামী লীগ কর্মীদের পথসভা

শহর আওয়ামী লীগ কর্মীরা চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন স্থানে পথসভা অনুষ্ঠিত করে। এই সকল পথসভায় ‘ছয়দফা’ দাবীর অবিলম্বে বাস্তবায়ন ও শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি, ২০ টাকা মণদরে চাউল ও ১০ টাকা

মণদরে আটা বিতরণ করার জন্য আওয়ামী লীগ বক্তারা দাবী জানান।
—সংবাদদাতা

দিনাজপুরে সোহরওয়ার্দী মৃত্যুবার্ষিকী পালনের উদ্যোগ

দিনাজপুর, ২২শে নভেম্বর।— সোহরওয়ার্দী মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপনের জন্য জেলা আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় এক কমিটি গঠন করা হইয়াছে। জনাব রহিসুদ্দিন আহমদ ও আবদুর রহমান চৌধুরীকে যথাক্রমে কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক মনোনীত করা হইয়াছে।

সোহরওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকীর দিন সারারাত ধরিয়া কোরান তেলাওয়াত ও পরদিন মিলাদ ও আলোচনা অনুষ্ঠানের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। সভায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যরোধ করার জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করা হয়।

সংবাদ

২৫শে নভেম্বর ১৯৬৭

আনোয়ারায় আওয়ামী লীগের জনসভা

রাজবন্দীদের আশু মুক্তি দাবী

চট্টগ্রাম, ২২শে নভেম্বর।— (সংবাদদাতা)।— সম্প্রতি চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বারখাইন তৈলদ্বীপে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক কমিটির সদস্য জনাব এম, এ, আজিজ বক্তৃতা প্রসঙ্গে সরকারের দমন নীতির তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব ও বৃদ্ধনেতা হাজী মোহাম্মদ দানেশসহ বহু দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদকে বিনাবিচারে আটক রাখা হইয়াছে। সম্প্রতি অশীতিপর বৃদ্ধ মনি সিংহকে ধোঁকা দিয়া আটক হইয়াছে। যখনই আওয়ামী লীগ দেশে কোন দাবী লইয়া শান্তিপূর্ণ সভা শোভাযাত্রার মাধ্যমে অগ্রসর হইয়াছে ঠিক তখনই ১৪৪ ধারা জারী, জেল-জুলুম ইত্যাদির মাধ্যমে আওয়ামী লীগ কর্মীদের কণ্ঠরোধে সরকার সচেষ্ট হইয়াছে। শেখ মুজিব, হাজী মোহাম্মদ দানেশ ও মনি সিংহসহ বিনাবিচারে আটক সকল দেশপ্রেমিক রাজবন্দীকে মুক্তিদানের নিমিত্ত জনাব আজিজ সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। সরকারী কৃষিক্ষণ ও অন্যান্য ঋণের বাবদ কৃষকদের উপর আরোপিত সরকারী সার্টিফিকেট অবিলম্বে প্রত্যাহারের নিমিত্ত তিনি সরকারের প্রতি জোর দাবী জানান। বাঁশখালী ও কুতুবদিয়ার ন্যায় আনোয়ারা থানায় কৃষকদের উপর প্রবর্তিত ওয়াপদার কটিট্যাক্স (কানি

প্রতি ১৪.৫০ টাকা) সম্পূর্ণ অর্থোজিক বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।
জনাব আজিজ ৬-দফার বিশদ বিশ্লেষণ দান করেন।

জনাব আবু জাফর চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই জনসভায়
আওয়ামী লীগ নেতা জনাব এ, কে, এম, আবদুল মান্নান, জেলা কমিটির
সদস্য জনাব নাসির উদ্দিন মিয়া, আবু মোহাম্মদ ফারুকী, জনাব নূরুল
ইসলাম, জনাব এম, এ, হাশিম, জনাব আবদুস ছলিম চৌধুরী বক্তৃতা
করেন।

সভা শেষে কবিরায় বাবুরায় গোপাল ও আবু ফনি বড়ুয়া কর্তৃক “৬-দফা
বনাম সরকার” কবিগান অনুষ্ঠিত হয়।

আজাদ

২৮ শে নভেম্বর ১৯৬৭

জনসভায় গোলযোগ: ৬-দফার সমর্থনে শ্লোগান
(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল সোমবার পল্টন ময়দানে পিডিএম কর্তৃক আয়োজিত জনসভায়
মধ্যস্থল হইতে সহসা একজন ব্যক্তি ‘ছয়দফা’, ‘জিন্দাবাদ’ ও ‘শেখ
মুজিবের মুক্তি চাই’ ইত্যাদি শ্লোগান তুলিতে থাকে।

এই সময় সভায় অনেকটা বিশৃংখলার সৃষ্টি হয় এবং মঞ্চের উপর হইতে
জনাব জহিরুদ্দীন মন্তব্য করেন যে, এই সমস্ত ব্যক্তি ছয় দফার সমর্থনকারীর
ছদ্মবেশে দালাল হিসাবে সভায় গণ্ডগোল সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে। তিনি আরও
বলেন যে, এই গণ্ডগোল সৃষ্টি সংক্রান্ত ষড়যন্ত্র লাহোর ও পিণ্ডিতে করা
হইয়াছিল।

বেশ কিছুদিন গণ্ডগোল চলার পর মঞ্চ হইতে কতিপয় ব্যক্তি বাঁশ ও
লাঠি সহকারে ধাওয়া করিলে গণ্ডগোল সৃষ্টিকারিগণ পশ্চাদাপসরণ করে।

ইতিমধ্যে জনাব বিডি হাবিবুল্লাহর আবেগময়ী বক্তৃতায় জনসভা শান্ত
হয়। কিন্তু মাগরেবের নামাজের বিরতির পর পুনরায় সভা শুরু হইলে
জনমণ্ডলীর পিছন দিকে পুনরায় গণ্ডগোল সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়।

সংবাদ

৩০ শে নভেম্বর ১৯৬৭

খুলনায় আওয়ামী লীগের জনসভায় ৬-দফা কায়েমের দৃঢ় সঙ্কল্প ঘোষণা
খুলনা, ২৯শে নভেম্বর (সংবাদদাতার তার)।- গতকল্য মোড়লগঞ্জ বাজারে
আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায়

বক্তৃতাকালে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ আবদুল আজিজ ঘোষণা করেন যে,
পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার সম্পর্ক আরও জোরদার করার জন্যই
আওয়ামী লীগ ৬-দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের দৃঢ়সঙ্কল্প।

তিনি বলেন যে, কেবলমাত্র সমাজতন্ত্রের মাধ্যমেই সাম্রাজ্যবাদী দালাল,
মুনাফাখোর, মজুদদার, ভূস্বামী ও পুঁজিপতিদের শোষণ হইতে জনগণকে
মুক্ত করা সম্ভব। তিনি বলেন, সমাজতন্ত্র পাকিস্তানকে রাজনৈতিক ও
অর্থনৈতিক দিক দিয়া অধিকতর শক্তিশালী করিবে।

জনাব আজিজ গণ-আন্দোলন গড়িয়া তোলার জন্য সকল শ্রেণীর
জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

জনসভায় আওয়ামী লীগ নেতা খান হাবিবুর রহমান, ডাঃ আবদুল
আজিজ প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

সভায় শ্রী মনি সিং, শেখ মুজিব, সৈয়দ আলতাফ হোসেন ও জনাব
তাজউদ্দীনসহ সকল রাজবন্দীর আশু মুক্তি দাবী করা হয়।

দৈনিক পয়গাম

৩০শে নভেম্বর ১৯৬৭

শেখ মুজিবের আপীল মামলার কৌশলিদের বক্তব্য পেশ
(কোর্ট রিপোর্টার)

গত শনিবার পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের
আপীল মামলার শুনানী ঢাকার অতিরিক্ত দায়রা জজ জনাব কায়সার আলীর
এজলাশে অনুষ্ঠিত হয়। এই দিন সরকার পক্ষ ও বিবাদী পক্ষের কৌশলিগণ
তাহাদের নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ১৯৬৩ সালে ২০ শে মার্চ ঢাকার পল্টন ময়দানে
আপত্তিকর বক্তৃতা দানের দায়ে ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব
আনসার উদ্দিন আহমদ, শেখ মুজিবর রহমানকে ১৫ (পনের) মাসের
বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। চলতি সালের ২৭ শে এপ্রিল তারিখে প্রদত্ত
মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেটের উক্ত রায়ে বিরুদ্ধে শেখ মুজিব আপীল করিলে উহা
শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয় এবং গত শনিবার অতিরিক্ত দায়রা জজ জনাব
কায়সার আলীর এজলাশে শুনানী হয়।

বিবাদীপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন এডভোকেট জনাব এ, সালাম
খান ও এডভোকেট জনাব জহীর উদ্দিন। সরকারপক্ষে ছিলেন এডভোকেট
জনাব এ, আলীম ও এডভোকেট জনাব মেসবাহ উদ্দিন আহমদ।

আজাদ

১লা ডিসেম্বর ১৯৬৭

খুলনা আওয়ামী লীগের ২ জন সদস্য বহিষ্কৃত

খুলনা, ২৯শে নবেম্বর।- পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সহিত সহযোগিতার জন্য খুলনা জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সেক্রেটারী এ্যাডভোকেট জনাব মনসুর আলী এবং কোষাধ্যক্ষ জনাব শাহাবুদ্দিনকে পার্টি হইতে যথাক্রমে ৫ ও ৩ বৎসরের জন্যে বহিষ্কার করা হইয়াছে।

সম্প্রতি জেলা আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠকে পার্টি হইতে তাহাদের বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জেলা আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব শেখ আবদুল আজিজ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবে জনাব মুজিবর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবী জানান হয়। -পিপিএ

সংবাদ

১লা ডিসেম্বর ১৯৬৭

রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন

৬ই জানুয়ারী সওয়াল জবাব

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (বৃহস্পতিবার) ঢাকা সেন্ট্রাল জেলগেটে ঢাকার এ, ডি, এম জনাব এম, এস, খানের এজলাসে প্রতিরক্ষা বিধিবলে আটক পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আনীত আর একটি রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলায় চার্জ গঠন করা হয়। পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২৪/ক ধারা এবং পূর্ব পাকিস্তান নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সের ৭(৩) ধারা মোতাবেক ১৯৬৪ সালের ২৯শে মার্চ পল্টন ময়দানে আপত্তিকর বক্তৃতার অভিযোগে উপরোক্ত চার্জ গঠিত হয়। প্রতিবাদী শেখ মুজিবর রহমান আদালতে নিজেই নির্দোষ বলিয়া ঘোষণা করেন। আগামী ৬ই জানুয়ারী মামলার সওয়াল-জবাবের তারিখ ঘোষণা করা হইয়াছে।

মেসার্স আবদুস সালাম খান, জহীর উদ্দিন, শাহ আজিজুর রহমান, মোহাম্মদ উল্লাহ, আবুল হোসেন প্রমুখ আইনজীবী শেখ মুজিবের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

Morning News

4 th December 1967

Narayanganj AL demands Mujib's release

(From Our Correspondent)

NARAYANGANJ, Dec. 3 : A meeting of the Narayanganj City Awami League was held here on November 26 at 83, B. K. Road, reviewed the political and discussed the organisation matters.

Presided over by Mr. T. Hossain, Acting President of the City Awami League, the meeting by a resolution demanded the release of political detenus including party's chief Sheikh Mujibur Rahman, Mr. Tajuddin Ahmed and Khondaker Mustaque Ahmed, restoration of democracy and adult franchise in the country, scrapping of One Unit in West Pakistan and food grains at a lower price.

The meeting through another resolution criticised the local Municipal authority for increasing the tax and urged for immediate re-assessment of all holdings.

The meeting also chalked out an elaborate programme to celebrate here the fourth death anniversary of late Hussain Shahid Suhrawardy in a befitting manner.

The highlights of the celebration included probhat ferry, milad mahfil, Quran Khwani, Symposium on the life and teachings of Suhrawardy and distribution of alms to poor.

সংবাদ

৭ই ডিসেম্বর ১৯৬৭

শেখ মুজিবের দণ্ডদেশের বিরুদ্ধে আপীল

ঢাকার ডিসি'র উপর হাইকোর্টের রুল

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গত মঙ্গলবার ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব এ, সোবহানকে লইয়া গঠিত একক বেঞ্চ ঢাকার ডেপুটি কমিশনারের উপর এক রুল জারী করিয়া কেন ঢাকায় অতিরিক্ত সেশন জজ কর্তৃক শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে ঢাকায় প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আফসার উদ্দীন কর্তৃক প্রদত্ত দণ্ডদেশ সংশোধনের পর অনুমোদন বাতিল করা হইবে না তৎসম্পর্কে কারণ দর্শাইবার নির্দেশ দিয়াছেন। বিগত ১৯৬৬ সালের ২০শে মার্চ ঢাকার আউটার স্টেডিয়ামে আপত্তিকর বক্তৃতার অভিযোগে ম্যাজিস্ট্রেট শেখ মুজিবর রহমানকে ১৫ মাস সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করিলে উহার বিরুদ্ধে আপীল করা হয়। অতিরিক্ত দায়রা জজ জনাব কাসের আলী উক্ত দণ্ডদেশ বহাল রাখেন; অবশ্য তিনি সাজার মেয়াদ ১৫ মাস হইতে ৮ মাস করেন। মহামান্য বিচারপতি শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করেন।

জনাব সিরাজুল হক এডভোকেট আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে সাহায্য করেন মেসার্স আবুল হোসেন, এইচ, কে আবদুল হাই, মীর হোসেন চৌধুরী, নূরুল আলম, বজলুর রহমান তালুকদার প্রমুখ এডভোকেট।

আজাদ
৯ই ডিসেম্বর ১৯৬৭
মুক্তাগাছা থানা আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলন
(সংবাদদাতা প্রেরিত)

মুক্তাগাছা, ৭ই ডিসেম্বর।—মুক্তাগাছা থানা আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলনে ৬-দফা ও সমাজতন্ত্র কায়েমের মাধ্যমে শোষণহীন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রাখার সংকল্প পূর্ববার ঘোষণা করা হয়।

মুক্তাগাছা থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি মৌলবী ইয়াকুব আলীর সভাপতিত্বে স্থানীয় কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত কর্মী সম্মেলনে বক্তৃতা করেন নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক কার্য কমিটির সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব রফিক উদ্দিন ভূইয়া, জামালপুর মহকুমা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব আবদুল হাকিম এডভোকেট, জনাব ইমান আলী এডভোকেট, জনাব খোন্দকার আবদুল মালেক শহীদুল্লা ও জনাব শামছুল হক প্রমুখ দেড় ডজন নেতা ও কর্মী।

সম্মেলনে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর আশু ও বিনাশর্তে মুক্তির দাবী জানান হয়।

আওয়ামী লীগ নেতা জনাব রফিকউদ্দিন ভূইয়া বলেন, ৬-দফা ও সমাজতন্ত্র কায়েমের মাধ্যমে অঞ্চলে অঞ্চলে বৈষম্য ও মানুষে মানুষে ভেদাভেদের অবসান ঘটাইতে হইবে, যাহাতে প্রত্যেকটি মানুষ, সে হিন্দু হউক আর মুসলমান হউক অথবা বাঙ্গালীই হউক আর অবাঙ্গালীই হউক, প্রত্যেকেই যাহাতে ন্যায়বিচার লাভ করে তার জন্যই আমাদের সংগ্রাম।

সংবাদ
১১ই ডিসেম্বর ১৯৬৭
জামালপুর ও শেরপুরে থানা আওয়ামী লীগ গঠন

ময়মনসিংহ, ৯ই ডিসেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।—সাম্প্রতিক জামালপুর ও শেরপুর থানা আওয়ামী লীগ পুনর্গঠন করা হয়। এতদুপলক্ষে জামালপুর মহকুমা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব মুহম্মদ আবদুল হাকিম এডভোকেটের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দুইটি পৃথক পৃথক সম্মেলনে ৬-দফা ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েমের দাবী জানান হয়।

মৌলবী আবদুল মজিদ আকন্দকে সভাপতি ও জনাব মুজিবর রহমানকে সম্পাদক নির্বাচিত করিয়া জামালপুর থানা আওয়ামী লীগ এবং জনাব নূরী মুহম্মদ এডভোকেটকে সভাপতি ও জনাব এম, এ সামাদ এডভোকেটকে সম্পাদক নির্বাচিত করিয়া শেরপুর থানা আওয়ামী লীগ পুনর্গঠন করা হয়।

উভয় সম্মেলনেই গৃহীত অপরাপর প্রস্তাবে শেখ মুজিবর রহমান, জনাব তাজুদ্দিন আহমেদ, খোন্দকার মোশতাক আহমদ, মনি সিং, রবি নিয়োগী, আবদুর রহমান সিদ্দিক ও ছাত্র আবদুল লতিফ সিদ্দিকীসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি, জরুরী আইন প্রত্যাহার, ইত্তেফাকের পুনঃপ্রকাশ দাবী, জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণের দাবী জানান হয়।

Morning News
12 th December 1967
Mujib's Release Demanded

MADARIPUR, Jan. 11 (PPA) : Four Awami League leaders of Madaripur today demanded the release of Sheikh Mujibur Rahman and lifting of emergency from the country.

In a joint Press statement here today the leaders expressed grave concern over the reported illness of Sheikh Mujib and Mr. Tofazzal Hosain, now detained under DPR and said that “it was simply unfortunate that a patriotic leader like Sheikh Mujibur Rahman and a journalist like Mr. Tofazzal Hossain have been detained under DPR and deprived of having been attended by their relations at the time of illness”.

The signatories to the statement are Dr. Golam Mowla, a former MNA and President Madaripur Sub-divisional Awami League, Mr. Asmat Ali Khan a former MPA and ex-President, Faridpur District Awami League, Mr. Abdul Mannan Mia Secretary, Sub-divisional Awami League and Mr. Abdul Mannan Sikdar, Secretary, Madaripur Pleaders Bar Association and Vice-President, Sub-divisional Awami League and member District Council.

সংবাদ
২০শে ডিসেম্বর ১৯৬৭
শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর আশু মুক্তি দাবী
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

কারারুদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতার একটানা আটকাবস্থায় ক্ষোভ এবং তাঁহার স্বাস্থ্যের অবনতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া এবং আগামী ঈদ উৎসবের পূর্বেই তাঁহাকে মুক্তি প্রদানের দাবী জানাইয়া ঢাকা সদর মহকুমা আওয়ামী লীগের কার্যকরী সভাপতি ডঃ এম, এ শহিদুদ্দিন ইক্কান্দার (গফুর) একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ৬-দফার প্রবক্তা শেখ মুজিব বর্তমানে কারাগারে বিভিন্ন রোগে ভুগিতেছেন।

তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, শেখ সাহেবের অশীতিপর বৃদ্ধ পিতা শেখ লুৎফর রহমান সাহেব কিছুদিন পূর্বে গুরুতররূপে অসুস্থ হইয়া পড়িলে

সকল মহল হইতে শেখ সাহেবের মুক্তির দাবী পুনর্বীর উল্লেখ হয়। কিন্তু সরকার এই বিশেষ দাবী মানিয়া লয় নাই।

জনাব ইফ্ফান্দার বিবৃতিতে মেসার্স তাজুদ্দিন আহমদ, খোন্দকার মুশতাক আহমদ, মনি সিং, হাজী দানেশ, শেখ ফজলুল হক মনি, ফেরদৌস কোরেশী, মতিয়া চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক, নূরে আলম সিদ্দিকী, আবদুল মান্নান প্রমুখসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবী জানাইয়াছেন।

সংবাদ

২১শে ডিসেম্বর ১৯৬৭

খুলনায় আওয়ামী লীগের কর্মসভায়

৬-দফা কয়েম ও এক ইউনিট বাতিলের দাবী

খুলনা, ২০শে ডিসেম্বর (পি, পি, এ)।- সম্প্রতি এখানে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের এক কর্মসভায় ৬-দফা ও সমাজতন্ত্র কয়েম এবং পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বাতিলের দাবী জানান হয়।

খান হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করা হয়।

সভায় অন্যদের মধ্যে শেখ আবদুল আজিজ ও জনাব এনায়েত আলী বক্তৃতা করেন।

সংবাদ

২২শে ডিসেম্বর ১৯৬৭

প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী দলের নেতা মালেক উকিলের বিবৃতি

কারাগারে শেখ মুজিবর গুরুতর অসুস্থ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক জনাব কামরুজ্জামান এম, এন, এ এবং পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের সম্মিলিত বিরোধী দলের নেতা জনাব আবদুল মালেক উকিল গতকাল (বৃহস্পতিবার) কারারুদ্ধ আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের গুরুতর অসুস্থতার সংবাদ প্রকাশ করেন এবং অবিলম্বে তাঁহার মুক্তির ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের নিকট দাবী জানান।

বিবৃতিতে তাঁহারা বলেন যে, প্রায় দেড় বৎসরকাল একটানা কারা যন্ত্রণা ভোগের ফলে শেখ সাহেবের স্বাস্থ্যের বিশেষ অবনতি ঘটিয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, শেখ মুজিবকে ১৯৬৬ সালের ৮ই মে দেশরক্ষা বিধিবলে গ্রেফতার করা হয়।

তাঁহারা আরও বলেন যে, শেখ সাহেব এক্ষণে বহুবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন এবং তিনি বিশেষভাবে গ্যাসট্রিক, হৃদরোগ, অর্শ ও চোখের ব্যাধিতে ভুগিতেছেন।

তাঁহারা এই মর্মে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করিয়া বলেন যে, শেখ সাহেবের যদি-কোন অঘটন ঘটে তবে তজ্জন্য দেশবাসী সরকারকেই দায়ী করিবে।

আজাদ

২৪ শে ডিসেম্বর ১৯৬৭

কারাগারে শেখ মুজিবের স্বাস্থ্যের অবনতিতে উদ্বেগ

(স্টাফ রিপোর্টার)

কারাগারে আটক পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানের স্বাস্থ্যের অবনতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম গতকাল শনিবার সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। আমেনা বেগম বিবৃতিতে স্বাস্থ্যের অবনতির পরিপ্রেক্ষিতে আটক নেতার মুক্তি দাবী করেন।

সংবাদ

২৪শে ডিসেম্বর ১৯৬৭

শেখ মুজিবের স্বাস্থ্যের অবনতিতে আমেনা বেগমের উদ্বেগ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে কারাগারে শেখ মুজিবর রহমানের স্বাস্থ্যের অবনতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন। মিসেস আমেনা বেগম আরও বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান সুদীর্ঘকাল কারাগারে বন্দী থাকার দরুন অর্শ, চোখের অসুখ, হৃদপিণ্ডের রোগ, অন্দের ব্যথা প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহার স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটিয়াছে।

উল্লেখযোগ্য, বিগত ১৯৬৬ সালের ৮ই মে হইতে শেখ মুজিবর রহমান এবং আরও কতিপয় আওয়ামী লীগ নেতা দেশরক্ষা বিধিবলে বিনাবিচারে আটক রহিয়াছেন। মিসেস আমেনা বেগম শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীকে অবিলম্বে মুক্তিদানের জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানান।

সংবাদ

২৪শে ডিসেম্বর ১৯৬৭

মুক্তাগাছার ২২৯ জন রাজনৈতিক কর্মী ও বুনীয়াদী গণতন্ত্রীর বিবৃতি

শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর বিনাশর্তে মুক্তি দাবী

মুক্তাগাছা, ২১শে ডিসেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- মুক্তাগাছায় আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলামী, ছাত্রলীগ, ছাত্র

ইউনিয়ন, স্বতন্ত্র গ্রুপ, সাংবাদিক, বুনিয়াদী গণতন্ত্রী, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও কৃষক-শ্রমিক সংগঠনসমূহের ২২৯ জন নেতা ও কর্মী শেখ মুজিবর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর আশু ও বিনাশর্তে মুক্তির জোর দাবী জানাইয়াছেন।

বিবৃতিকারীরা বলেন, আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শেখ মুজিবর রহমানকে দীর্ঘ ২০মাস যাবৎ পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনের ৩২ ধারায় বিনাবিচারে কারাগারের নির্জন ও অন্ধ-প্রকোষ্ঠে আটক রাখিয়া তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দেওয়া হইতেছে। তদুপরি তাঁহাকে কারাগারের ভিতরে আটক থাকিয়াও সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত ১৩টি মামলার মোকাবিলা করিতে হইতেছে।

তঁাহারা আরো বলেন, মূলতঃ যে ৬-দফার জন্য জনাব শেখ মুজিবর রহমানকে আজ অমানুষিক কারা নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে, সেই ৬-দফা সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য অবাধ ও নিরপেক্ষ গণভোটের মাধ্যমে যাচাই করা হউক ৬-দফা দেশের সংহতি বিরোধী কোন কর্মসূচী কিনা। আমরা জনগণের রায়ে বিশ্বাসী। জনগণই দেশের স্বাধীনতা আনিয়াছেন।

পরিশেষে তঁাহারা বলেন, আমরা গণভোটের মাধ্যমে জনগণের রায় গ্রহণের জন্য নতুবা অনতিবিলম্বে জনাব শেখ মুজিবর রহমানকে বিনাশর্তে মুক্তিদানের আহ্বান জানাইতেছি। এতদসঙ্গে আমরা শ্রী মনি সিং, জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, খোন্দকার মোশতাক আহমদ, জনাব আবদুল মোমেন, জনাব আবদুর রহমান সিদ্দীক, হাজী মোহাম্মদ দানেশ, বেগম মতিয়া চৌধুরী, জনাব আবদুল মান্নান, জনাব ফেরদৌস কোরেশী, জনাব আবদুর রাজ্জাক, জনাব আবদুল লতিফ সিদ্দিকী, জনাব আলী হায়দার খান, জনাব আবদুল কুদ্দুস এবং জনাব রাশেদ খান মেননসহ সকল রাজবন্দীদের আশু ও বিনাশর্তে মুক্তির জোর দাবী জানাইতেছি।

বিবৃতিতে স্বাক্ষরদান করেন আওয়ামী লীগের খোন্দকার আবদুল মালেক বুনিয়াদী গণতন্ত্রী, মৌলবী ইয়াকুব আলী, শামছুল হক, শ্রী সুভাষ চন্দ্র রক্ষিত, শ্রী শিশির কুমার রক্ষিত, আবদুল মজিদ সরকার, আবদুল খালেক মিয়া, মিসেস উম্মে কুলসুম, ডাঃ বাবর আলী, হাবিবুর রহমান, ন্যাপের মোঃ ফজলুল করিম সরকার, আবদুস সাত্তার, আনোয়ার হোসেন, মোঃ তালেব আলী (রংপুরপন্থী), মধুসূদন দে (ঐ), ডাঃ এ, সামাদ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলামীর আবদুল হালিম, ‘আওয়াজের’ নিজস্ব সংবাদদাতা মাহবুবা খাতুন, ছাত্র ইউনিয়নের মনসুরা খাতুন (সাধারণ সম্পাদিকা), মুমিনুল্লাহা মহাবিদ্যালয় ছাত্রী সংসদ, (ময়মনসিংহ), রমজান আলী পাঠান, জেলা কমিটির প্রচার সম্পাদক ছাত্রলীগের শ্রী অমৃত চন্দ্র দে,

আবদুল খালেক, মোঃ খবিরুদ্দিন, শরাফত আলী, ছাত্র ইউনিয়নের স্বতন্ত্র গ্রুপের এ, কে, এম শামছুল হুদা, কাজল কান্তি সান্যাল, স্থানীয় কৃষক ও শ্রমিক সংগঠনসমূহের আবদুল গণি সিদ্দিকী, সোহরাব আলী আলিমউদ্দিন, মোহর আলী, দেলোয়ার হোসেন, আবদুল মতিন, মীর্জা শিল্প ও শিল্পী-এর নূপেন্দ্র কুণ্ড, নবারুণ সংসদের মনোরঞ্জন দেব, ধীরেন্দ্র চন্দ্র দাস ও মৌলিক গণতন্ত্রী ছলিমুতি মীর্জা সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২২৯জন বিশিষ্ট নেতা ও কর্মী।

সংবাদ

২৮শে ডিসেম্বর ১৯৬৭

শেখ মুজিবের স্বাস্থ্যের অবনতিতে আমেনা বেগমের উদ্বেগ
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে কারাগারে শেখ মুজিবর রহমানের স্বাস্থ্যের অবনতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন। মিসেস আমেনা বেগম আরও বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান সুদীর্ঘকাল কারাগারে বন্দী থাকার দরুন অর্শ, চোখের অসুখ, হৃদপিণ্ডের রোগ, অস্ত্রের ব্যথা প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহার স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটিয়াছে।

উল্লেখযোগ্য, বিগত ১৯৬৬ সালের ৮ই মে হইতে শেখ মুজিবর রহমান এবং আরও কতিপয় আওয়ামী লীগ নেতা দেশরক্ষা বিধিবলে বিনাবিচারে আটক রহিয়াছেন। মিসেস আমেনা বেগম শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীকে অবিলম্বে মুক্তিদানের জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানান।

সংবাদ

২৯শে ডিসেম্বর ১৯৬৭

শেখ মুজিবের স্বাস্থ্যের অবনতিতে উদ্বেগ প্রকাশ
করাচী আওয়ামী লীগ সম্পাদকের বিবৃতি
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব কে, এ, তিরমিজী গতকাল (বৃহস্পতিবার) ঢাকায় প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বর্তমানে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে আটক পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানের ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেন। শেখ মুজিব বর্তমানে জেলে অর্শ, অস্ত্রের

রোগ, চোখের অসুখ, হৃদরোগ ও শ্বাসরোগে ভুগিতেছেন বলিয়া জানা যায়। তাঁহার বর্তমান অবস্থা খুবই গুরুতর হওয়ায় জনাব তিরমিজী অবিলম্বে তাঁহাকে মুক্তি দানের জন্য সরকারে নিকট অনুরোধ জানান। জনাব তিরমিজী গতকাল করাচী হইতে ঢাকা আগমন করেন। তিনি আওয়ামী লীগের সংগঠন উপলক্ষে ঢাকা আগমন করিয়াছেন।

আজাদ

৩০শে ডিসেম্বর ১৯৬৭

করাচী আঃ লীগ নেতা কর্তৃক স্বাস্থ্যগত কারণে শেখ মুজিবের মুক্তি দাবী
(স্টাফ রিপোর্টার)

কারাগারে আটক ও অসুস্থ বলিয়া কথিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের আশু মুক্তি দাবী করিয়া ঢাকায় গত বৃহস্পতিবার আগত করাচী আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব কে এ তিরমিজী ও ঢাকা কমলাপুর ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান জনাব মইজুদ্দিন দুইটি পৃথক বিবৃতি দিয়াছেন।

দৈনিক পাকিস্তান

৩০শে ডিসেম্বর ১৯৬৭

শেখ মুজিবের মুক্তি দাবী

করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জনাব কে এ তিরমিজী গত বৃহস্পতিবার ঢাকা আগমন করেছেন বলে আওয়ামী লীগের এক হ্যান্ড আউটে প্রকাশ।

জনাব তিরমিজী এক বিবৃতিতে বলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে দীর্ঘদিন যাবত নানা ব্যাধিতে ভুগছেন। দীর্ঘদিন আটক থাকায় তাঁর স্বাস্থ্যের আশঙ্কাজনক অবনতি হয়েছে। তিনি অবিলম্বে সরকারের নিকট শেখ মুজিবের মুক্তি দাবী করেন।

ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কমলাপুর ইউনিয়ন কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ মইজুদ্দিন গতকাল এক বিবৃতিতে শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি দাবী করেন।

দৈনিক পূর্বদেশ

১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭

ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক সকল মহলে সাড়া জাগিয়েছে

(রাজনৈতিক ভাষ্যকার)

রাজনৈতিক অধিকার হরণ, গণতন্ত্র সঙ্কোচন এবং সার্বজনীন ভোটাধিকার বিলোপের ফলে জাতীয় জীবনে যে স্থিতিবিসৃষ্ট হয়েছে তার অবসান করে দেশে সুষ্ঠু এবং সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য অবশেষে ন্যূনতম কর্মসূচী ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তৎপর হয়েছেন। গত কিছুদিনের রাজনৈতিক তৎপরতা পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে, সকল দল ও মতের সমবায়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে চলেছে এবং অচিরে ইহা স্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করবে। এই তৎপরতার ফলশ্রুতি হিসেবে আগামী মাসের শেষের দিকে ঢাকায় বিভিন্ন দল ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের একটি কনভেনশন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির কথা উল্লেখ করা যায়। এই কনভেনশনকে সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বর্তমানে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, অনুরূপ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন পরিচালনার উপর ইতিপূর্বে এন-ডি-এফ নেতৃবৃন্দ গুরুত্ব আরোপ করেন। বস্তুতঃ জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণে যাতে ঐক্য প্রচেষ্টায় কোন প্রকার শৈথিল্য দেখা না দেয় তজ্জন্য তাঁরা হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন।

বেআইনী আইন রুখতে হবে

আজ দেশে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা' বিশদ বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। কল-কারখানার শ্রমিক থেকে গুরু করে অফিস-আদালতের কর্মচারী, চাষী, দিনমজুর থেকে আরম্ভ করে মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রতিটি লোকের মুখেই এক অসহায় উক্তি বাঁচবো কি করে। এবার ছেলে-পুলে নিয়ে মারা যাবো। মানুষের এই অসহায় অবস্থা এবং হতাশা ও ভীতির জন্য দায়ী গত কয় বছরের গণসমর্থন বর্জিত এক ব্যক্তির শাসন। যে শাসনের বদৌলতে মাত্র গুটি কয়েক লোক সমগ্র দেশবাসীর সম্পদ নিজেদের পকেটে ঢুকিয়েছে। আর এই শাসন তাদের ভোগ-লালসা এবং শোষণকে নিরাপদ ও নিরঙ্কুশ করার জন্য তথাকথিত আইনের মারপ্যাঁচে চাষী-দিনমজুরদের আন্দোলনের অধিকার কেড়ে নিয়েছে, সাধারণ মানুষের ক্ষোভ প্রকাশের দাবী জানাবার রাস্তা বন্ধ করেছে। তাই আজ অনিবার্য বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে এবং মানুষের মনে আস্থার ভাব ফিরিয়ে আনতে হলে সর্বপ্রথমে তাদের আন্দোলনের, ধর্মঘটের, সমাবেশের এবং ক্ষোভ প্রকাশের অধিকার কায়ম

সম্পাদকীয়-উপসম্পাদকীয়-কলাম

করতে হবে। তা শুধু সম্ভব ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। দেশবাসী আজ অতি বড় আশায় বুক বেঁধে চেয়ে আছে সেই মুহূর্তের পানে, যখন সমস্বরে সকলে একই আওয়াজ তুলে সম্মুখে এগিয়ে যেতে পারবে। দেশবাসীর এই আশা-আকাংখার প্রতিধ্বনি করেই নেতৃবৃন্দ সকল দল ও মতের সমন্বয় সাধন করে কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে আসছেন। তাঁদের এই প্রস্তুতি এবং দৃঢ় পদক্ষেপে কনভেনশন শিবিরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। তারা গণআন্দোলনের প্রস্তুতিতে এমনি দিশেহারা ও বেসামাল হয়ে পড়েছে যে, এক্ষণে তাদের প্রচারপত্রগুলো দেশবরেণ্য গণনেতাদের সম্পর্কে মিথ্যা ও আজগুবি কাহিনী প্রচারে লিপ্ত হয়েছে। এমনকি তথাকথিত অতি প্রগতিবাদী একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা পর্যন্ত এদের লেজুড় হিসেবে কর্তাদের মনোরঞ্জনের জন্য স্বকপোকল্পিত কাহিনী প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছে। এই বাহনটি যখন দেশে কোন আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে তখন দেশীয় আন্দোলনের চেয়ে বিদেশী সমস্যার প্রতি অধিক মাত্রায় আগ্রহ প্রদর্শন করতে শুরু করে। বস্তুতঃ প্রগতির নামে এরা গণবিরোধী চক্রের সঙ্গে আঁতাত করে মানুষের বাঁচার সংগ্রামকে নস্যাত করার ক্ষেত্রে পূর্বাপর যে ভূমিকা গ্রহণ করে আসছে তা' কারও দৃষ্টি এড়াতে পারে না।

বিভিন্ন দলের মনোভাব

এখানে ঐক্যপ্রচেষ্টায় বিভিন্ন দলের মনোভাব ব্যাখ্যা করা দরকার। প্রথমতঃ এন, ডি, এফ সবসময়ই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পক্ষপাতি এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন পরিচালনা করা না যাওয়ায় যে ক্ষতি হয়েছে তা তারা বহুবার উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ কাউন্সিল মুসলিম লীগ কনভেনশন লীগের সঙ্গে এক হয়ে যাবে বলে ক্ষমতাসীন মহল থেকে বারেবারে উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা চালানো হলেও কাউন্সিল লীগ যে, কনভেনশন লীগের সঙ্গে কোন আলাপ করতেও রাজী নয় তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে খান আব্দুল কাইউম খান এবং মিয়া মমতাজ দৌলতানার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণায়। জামাতে ইসলামী এবং নেজামে ইসলাম কোন সময় কোন কারণেই বর্তমান ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে আপোষ করতে রাজী নয় এবং একথা ক্ষমতাসীনরাও ভাল করে জানেন। বাকী থাকে দুটো দল-আওয়ামী লীগ এবং ন্যাপ। ন্যাপ সম্বন্ধে নানা মহল নানা কাহিনী প্রচার করেন। কারণ ন্যাপের দুটি অঙ্গ (মস্কো ও পিকিং পন্থী) দল বহুক্ষেত্রে একই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিতে পারেন না। স্পষ্টভাবে বলতে গেলে এর পিকিংপন্থী অঙ্গ বর্তমান ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে লড়তে নারাজ। কিন্তু তাদের আগে যে শক্তি ছিল এখন তা ভাটার দিকে এবং অপর অঙ্গটিই এখন দলে প্রাধান্য

বিস্তার করে আছে। এই পক্ষ গণঐক্যে বিশ্বাসী এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন তাঁরা সমর্থন করেন। অবশ্য পিকিংপন্থী অঙ্গকেও এ ব্যাপারে পথে আনার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়েছে এবং আশা করা যায়, শীঘ্রই ন্যাপ সামগ্রিকভাবে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে শরীক হবেন।

আওয়ামী লীগের ভূমিকা

এক্ষেণে আওয়ামী লীগের মনোভাব আলোচনা করা যাক। আওয়ামী লীগ একা ছয়দফা কর্মসূচী নিয়ে আন্দোলন পরিচালনা করেন। রাজনৈতিক মহলের বিশ্বাস এমনি একটি আন্দোলন কোন দলের পক্ষে একা চালান সম্ভব নয় কারণ কোন দল বিশেষের পক্ষে একক প্রচেষ্টায় তা' বহুদূর ঠেলে নিয়ে যাওয়া যায় না। আওয়ামী লীগেরও অনেকে মনে করেন যে, ছয়দফা তাদের দলীয় কর্মসূচী হলেও তারা ন্যূনতম কর্মসূচী নিয়ে অপরাপর দলের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে শরীক হতে পারেন। বস্তুতঃ এই উদ্দেশ্যেই পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি নবাবজাদা নসরুল্লা খান সম্প্রতি ঢাকা এসে সকল মহলের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা চালান।

এ সম্পর্কে ঐক্য আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের অভিমত এই যে, কোন দলকেই তার দলীয় কর্মসূচী বিসর্জন না দিয়ে সার্বজনীন ভোটধিকার, পূর্ণ গণতন্ত্র এবং বাকস্বাধীনতা কর্মসূচীতে একমত হয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চালানো সম্ভব।

তবে শেখ মুজিবকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জোর প্রচেষ্টা চলছে বলে জানা গেছে। প্রকাশ, সম্প্রতি পিন্ডি থেকে কয়েকজন বিশেষ দূত এসে এ ব্যাপারে চেষ্টা তদ্বির চালান। তবে সেই তদ্বিরে বিশেষ কোন ফলোদয় হয়নি। কারণ আওয়ামী লীগ মহল থেকে দূতদের বলা হয়েছে যে, গণদাবী আদায়ের জন্য তারা যে কোন মহলের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজী আছেন। অবশ্য দলীয় ভিত্তিতে তাদের ছয়দফার আন্দোলনও চলতে থাকবে বলে তারা জানান। সুতরাং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মনোভাব দৃষ্টে বলা যায় যে, দেশকে সঙ্কটমুক্ত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রস্তুত হয়েছে। আসন্ন কনভেনশনে এটা সুস্পষ্ট রূপ নেবে, একথা দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলা যায়।

এক প্র্যাটফর্ম চাই

আরও একটি কারণ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছে। তা হলো খাদ্য সঙ্কট এবং সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর অস্বাভাবিক হারে অনবরত মূল্য বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতি। এককভাবে কোন দলের পক্ষে এই

পরিস্থিতির সমাধানের পথ সুগম করা সম্ভব নয়। এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতি থেকে দেশবাসীকে মুক্তি দিতে হলে সকলের একই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো অপরিহার্য এবং তখনি গণবিরোধীদের সার্থকভাবে মোকাবিলা করা যাবে।

ঢাকায় সর্বদলীয় কনভেনশন অনুষ্ঠানের যে প্রস্তুতি চলেছে তা পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক মহলে অভিনন্দিত হয়েছে। খান আবদুল কাইউম খান, মিয়া দৌলতানা, খান নুন্দখোর, সরদার শওকত হায়াত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই প্রচেষ্টাকে সঠিক পথে সঠিক পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করেছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

সংবাদপত্র ও সাম্প্রতিক একটি সরকারী নির্দেশ

পূর্ব পাকিস্তান সরকার সহযোগী আজাদের উপর এক নোটিশ জারি করিয়া কেন তাহাদের ২০ হাজার টাকা জামানত তলব করা হইবে না, তাহার কারণ দশাইবার নির্দেশ দিয়াছেন।

সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতাকালে শেখ মুজিবর রহমানের একটি মন্তব্য ‘আজাদে’ প্রকাশ করার এই নোটিশ জারি করা হইয়াছে।

সাধারণতঃ এই ধরনের মন্তব্য সরকারের নিকট আপত্তিজনক মনে হইলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি প্রেসনোট জারি করিয়া উহা অস্বীকার করিলেই যথেষ্ট হইত বলিয়া আমরা মনে করি। কিন্তু তথাপি সরকার যখন ইহাকে ‘অপরাধজনক’ বলিয়া মনে করিয়াছেন তখন ভিন্ন পথে ইহার প্রতিকার দাবী করা উচিত ছিল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, গত জুন মাসে সি, পি, এন, ই’র উদ্যোগে স্ব-আরোপিত নীতিমালা গৃহীত হইবার পরে সরকারের পক্ষেও এই অভিযোগটি কোর্ট-অব-অনারের সম্মুখেই উত্থাপন করা উচিত ছিল। অবশ্য কোর্ট-অব-অনার এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয় নাই। ইহার কারণও সরকারের জানা আছে। সাম্প্রতিক পাক-ভারত যুদ্ধজনিত জরুরী অবস্থাই এই বিলম্বের মূল কারণ। কিন্তু তথাপি কোর্ট-অব-অনারের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের নাম ইতিমধ্যেই ঘোষণা করা হইয়াছে।

কোর্ট-অব-অনার পরিচালনার নিয়মকানুনের খসড়াও রচিত হইয়াছে। অতি শীঘ্রই সি,পি,এন,ই কর্তৃক ইহা আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হইবে। তাই সরকারকে যদি সহযোগী আজাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করিতেই হয় তাহা হইলে এই কোর্ট-অব-অনারের নিকটই করা বিধেয়। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, প্রাদেশিক সরকার প্রেস এ্যাণ্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্সের বিধানমতে এই নোটিশ জারি করিয়াছেন। আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে স্মরণ

করাইয়া দিতে চাই যে, প্রেসিডেন্ট স্বয়ং সেদিনও ঘোষণা করিয়াছেন যে, সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ কর্তৃক রচিত নীতিমালাই বলবৎ রহিয়াছে। বলাবাহুল্য, প্রেসিডেন্টের এই ঘোষণার পরিত্রস্তিতে প্রাদেশিক সরকারের প্রেস এ্যাণ্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স প্রয়োগ করা সঙ্গত হয় নাই।

যাই হউক, আমরা আশা করিব যে, পূর্ব পাকিস্তান সরকার এই নোটিশ প্রত্যাহার করিয়া নিবেন। আমাদের মতে, অনুরূপ ব্যবস্থা স্থানীয় সংবাদপত্র ও সরকারের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নে সহায়ক হইবে। আর যদি কোন কারণে তাঁহারা উহা প্রত্যাহার না করেন, তাহা হইলে অন্ততঃ তাঁহাদের অভিযোগটি কোর্ট-অব-অনারের সম্মুখে উত্থাপন করেন। অবশ্য আমরা প্রথমোক্ত ব্যবস্থাই প্রত্যাশা করি।

দৈনিক ইত্তেফাক

৪ঠা মার্চ ১৯৬৬

বাস্তবতার আলোকে ৬-দফা কর্মসূচী

তফাজ্জল হোসেন (সম্পাদক, ইত্তেফাক)

শেখ মুজিবর রহমান প্রণীত ও পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ৬-দফা কর্মসূচী কোন কোন মহলে ত্বরিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। আর-যে যাই বলুন, আমি কিন্তু এই ৬-দফা পরিকল্পনায় নূতন কিছুই দেখি না। পরিকল্পনাটির সঙ্গে কেউ একমত হতে পারেন, আবার কেউ হয়তো ভিন্নমতেও পোষণ করতে পারেন; তাই বলে একথা কেউই বলতে পারেন না যে, এই কর্মসূচীতে যা বলা হয়েছে তিনি আগে কখনও তা শোনেননি। মুজিবর রহমানকে এইটুকু কৃতিত্ব দেওয়া চলে যে, সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার আলোকে জাতীয় সমস্যাগুলি যখন নূতন করে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, ঠিক সেই সময়ে তিনি এই বিস্তারিত কর্মসূচীটি প্রণয়ন করে জাতির সামনে তুলে ধরেছেন। ১৯৫০ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল কনভেনশনে লিয়াকত আলীর মৌলিক আদর্শ কমিটির সুপারিশের যে বিকল্প রিপোর্টটি গ্রহণ করা হয়, তার কথা যাঁদের মনে আছে, তাঁরা নিশ্চয়ই এ কথা স্বীকার করবেন যে, ঐ রিপোর্টেও এই একই ধরনের দাবী সন্নিবেশিত হয়েছিল। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ২১-দফা কর্মসূচীর ১৯নং দফাটিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারটি সুস্পষ্টভাবে স্থান পেয়েছিল। কেন্দ্রে ও প্রদেশে সেদিন মুসলিম লীগই ক্ষমতায় আসীন ছিল এবং সে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল বয়স্ক-ভোটাধিকারের ভিত্তিতেই। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ দল সেদিন যুক্তফ্রন্টের ২১-দফার, বিশেষ করে তার রাষ্ট্রভাষা হিসাবে

বাংলার স্বীকৃতি ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী দুটির বিরুদ্ধে মরণপণ করে রুখে দাঁড়িয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, নেজামে ইসলাম দলও সেদিন যুক্তফ্রন্টের অঙ্গদল ছিল। এইসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে তুমুল বিতর্কের ঝড় তুলতে গিয়ে ক্ষমতাসীন লীগ দল সেদিন সরকারী ক্ষমতা ও অর্থবল সব কিছুই পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে সর্বশক্তিতে সংগ্রাম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিল। যুক্তফ্রন্টের ২১-দফা কর্মসূচীর প্রতি তারা সর্বতোরকমে ও সম্ভাব্য সর্ব উপায়ে আক্রমণ চালিয়েছিল। এমনকি, জনসাধারণকে হুঁশিয়ারির পর হুঁশিয়ারি জানিয়ে এমন ঘোষণাও তাঁরা করেছিলেন যে, যুক্তফ্রন্টের ২১-দফা কর্মসূচীর প্রতি জনসাধারণ যদি সমর্থন জানায় তাহলে “ইসলাম ও পাকিস্তান বিপন্ন” হয়ে পড়বে। এত প্রচারণা, এত হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও জনগণের আদালতের বিচারে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ দল সেদিন সমূলে উৎখাত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যুক্তফ্রন্ট দল নির্বাচনে শতকরা ৯৭টি আসন দখল করে। বলাবাহুল্য, যুক্তফ্রন্টের সেদিনকার এই বিজয় সারা এশিয়ার বুকে এক নজিরহীন ঘটনা হিসেবে পরিগণিত হয়। কারণ, স্বাধীনতা অর্জনের পর সর্বপ্রথম নির্বাচনী সংগ্রামে বিরোধী দলের মোকাবিলা করতে গিয়ে ক্ষমতাসীন কোন দলের এমন করে সমূলে উৎখাত হওয়ার ঘটনা এশিয়ায় আর দ্বিতীয়টি ঘটেনি।

স্বভাবতঃই কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও নেজামে ইসলাম দলকে আজ যখন শেখ মুজিবের ৬-দফা কর্মসূচীকে অভাবিতপূর্ব বা আকস্মিক একটা কিছু বলে গণ্য করে হৈ-চৈ করতে দেখি, তখন বিস্মিত হতে হয় বৈকি! ১৯৫৪ সালে প্রত্যক্ষ বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে আলোচ্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি সম্পর্কে জনগণ যে সুস্পষ্ট রায় দেয়, তার পরিত্রেক্ষিতে যে কেউ সহজেই একথা বলতে পারেন যে, আলোচ্য কর্মসূচীর জনগণ-স্বীকৃত ভিত্তি সম্পর্কে নূতন করে প্রশ্ন তুলবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার আর কারও নেই (অবশ্য বিস্তারিত খুঁটিনাটি সম্পর্কে মতানৈক্য থাকা অস্বাভাবিক নয়)।

এতদসত্ত্বেও, একজন উদারমনা গণতন্ত্রী হিসেবে এবং জনগণের প্রতি অবিচল আস্থা আছে বলেই আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটিতে নূতন করে আলোচনার সূত্রপাত হওয়ার ব্যাপারে আমার অমত নেই, অবশ্য যদি এ প্রশ্নে সরাসরি গণভোট অথবা প্রত্যক্ষ ও প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারভিত্তিক সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জনমত যাচাইর ব্যবস্থা করা হয়।

যা-ই হোক, কেবল যে পাকিস্তান আন্দোলনের মূল ভিত্তি লাহোর প্রস্তাবেই একথার উল্লেখ ছিল তাই নয়, পরবর্তীকালে ১৯৫৪ সালের

নির্বাচনের মধ্যদিয়ে যে প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ তাদের সুস্পষ্ট রায় জানিয়ে দিয়েছে, নূতন করে সেই প্রশ্নটিকে কেউ আবার তুলে ধরতে চাইলে তাঁর এ উদ্যমের পিছনে দুরভিসন্ধি আবিষ্কার করতে গেলে সত্যের প্রতি চরম অবিচারই করা হবে। গণতন্ত্রে প্রত্যেকেরই নিজস্ব মতামত পোষণের অধিকার স্বীকৃত ; কিন্তু যে প্রশ্নে একবার জনমত যাচাই করা হয়েছে, সে প্রশ্নে সব বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে জনমতের সেই রায়কে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রত্যেকের উচিত পরস্পর সহযোগিতা করা। রাষ্ট্রভাষা ও যুক্ত নির্বাচনের প্রশ্নে এই ধরনের গণতান্ত্রিক মনোভাবই আমরা লক্ষ্য করছি।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন করা যেতে পারে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে সেই একই মনোভাবের পরিচয় দেওয়া হয়নি বা হচ্ছে না কেন?

আগে বহুবরাই আমি সুস্পষ্টভাবে বলেছি যে, পূর্ব পাকিস্তানে কেউই বিচ্ছিন্নতার মনোভাব পোষণ করেন না।

এতদসত্ত্বেও, বিচ্ছিন্নবাদিতার যে অভিযোগ আনয়ন করা হয়, তার লক্ষ্য কেবল পূর্ব পাকিস্তানকে তার ন্যায়সংগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা। কে না জানে বা কে না বুঝে যে, পারস্পরিক স্বার্থে ও পারস্পরিক অস্তিত্বের খাতিরেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে এক হয়েই বসবাস করতে হবে। দেশের উভয় অংশকেই সমানভাবে এই সত্যটি উপলব্ধি করতে হবে। একতরফা উপলব্ধির কোন অবকাশ সেখানে নেই। ভৌগোলিক কারণেই পাকিস্তানের জীবনে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এ দাবীর মোদ্দা অর্থ, দেশের উভয় অংশকে সমান স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতার অধিকারী করা-খাস করে পূর্ব পাকিস্তানকে কোন বিশেষ বা অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের যে, যখনই কোন ন্যায়সংগত দাবী-দাওয়া এমনকি উর্দুর পাশাপাশি পূর্ব পাকিস্তানের ৫কোটি মানুষের মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার মত নির্দোষ দাবী নিয়েও যখন এই প্রদেশবাসী উত্থাপন করেছে, তখনই দেখা গিয়েছে, পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু লোক সে প্রশ্নে হৈ-চৈ শুরু করে শেষ পর্যন্ত আমাদের দেশপ্রেম সম্পর্কেও প্রশ্ন তুলেছেন এমনটি যারা সে দাবী নিয়ে এগিয়ে এসেছে তাদেরকে ‘শত্রুর চর’ বলে আখ্যায়িত করেছেন ; আর সেই সঙ্গে অত্যাচার আর নির্যাতনের বন্যা বইয়ে দেয়া হয়েছে। শত শত দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক নেতা, কর্মী ও ছাত্রকে কারান্তরালে ঠেলে দেয়া হয়েছে। তারই পাশাপাশি পুলিশের গুলীবর্ষণের ফলে তিন-তিনটি ছাত্রকে অকালে প্রাণও দিতে হয়েছে। আবার যখন যুক্ত নির্বাচনের প্রশ্ন উঠে, তখনও ঠিক এই

একই অবস্থা দাঁড়ায়। দেশবরেণ্য নেতা ও জনগণকে লক্ষ্য করে তখন কেবল গালিগালাজই করা হয় না, জনাব সোহরাওয়ার্দীর জীবনের উপরও নৃশংস হামলা চালানোর চেষ্টা চলে। বলাবাহুল্য, পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষ থেকে যা কিছুই বলা বা করা হোক না কেন, সে সম্পর্কে পূর্বপরিকল্পিত একটা বিশেষ মানসিকতা নিয়ে এমনতরই ধূয়া তোলা হয়, এমনতরই অত্যাচার আর নির্যাতনের বন্যা বইয়ে দেয়া হয়। অথচ, পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু কিছু লোকের এই মনোভাব কোন কালেই জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় সংহতির অনুকূল হতে পারে না। আমার অনুরোধ হলো, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীসম্বলিত যে ৬-দফা কর্মসূচী সম্প্রতি দেশবাসীর সামনে পেশ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে সেই একই নিয়মে আবার যেন সেই ভ্রান্ত মনোভাবই প্রয়োগ না করা হয়। একথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলা ও যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি দেশের আইন বইতে আজ স্থান পেলেও শুরুতে এইসব দাবী-দাওয়া দাবিয়ে দেয়ার জন্য এদেশের শত শত এমনকি কখনো কখনো হাজার হাজার রাজনৈতিক নেতা, কর্মী ও ছাত্রকে কারাগারে নিক্ষেপের মত অত্যাচার ও নির্যাতনমূলক ব্যবস্থার মধ্যদিয়ে একদিন যে তিক্ততার সৃষ্টি করা হয়েছে, আজও তার জের চলেছে। বিনা কারণে মানুষকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলে বা আদালতে বিচারের ব্যবস্থা না করে তার নাগরিক স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা হলে মানুষের শরীর ও মনের ওপর চরম নির্যাতনই করা হয়। বলাবাহুল্য, এই ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক আদর্শ ও মূল্যমানের গোড়ায়ই কুঠারাঘাত করে। তবু, সত্যের জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে এ ধরনের অত্যাচার-নির্যাতন হাসিমুখে বরণ করবার মত লোকের আজও অভাব নেই। অত্যাচার-নির্যাতন যতই কঠোর হোক, সংগ্রামী মানুষকে তা হতোদ্যম করতে পারে না, বরং অত্যাচার-নির্যাতনের কঠোরতা যতই বৃদ্ধি পায়, সংগ্রামী মানুষের মনোবল ও আত্মবিশ্বাস ততই আরও জোরদার হয়। পূর্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসই একথার সত্যতার সাক্ষী। অতএব দেখা যাচ্ছে, যে সমস্যার আজ আমরা সম্মুখীন হয়েছি, অত্যাচার-নির্যাতন বা দমনমূলক ব্যবস্থার মধ্যে যে সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে না বা সে ব্যবস্থাতে ৬-দফা কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক সৃষ্টির চেষ্টা চলছে তারও কোন সুরাহা হবে না। একই দেশের নাগরিক হয়ে একে অপরের আন্তরিকতার বা দেশপ্রেমের প্রশ্ন তোলা ঠিক নয়। অতীতে একশ্রেণীর মানুষে এই ধরনের মানসিকতার পরিচয় দিয়ে এদেশের মানুষে-মানুষে এবং বিশেষ করে দেশের দুরাস্তৃত দুই অংশের জনসাধারণের ভ্রাতৃত্ববোধ ও পারস্পরিক সম্পর্ক বিধিয়ে তুলেছিল। যারা একদিন শেরে-

বাংলা ফজলুল হককে “বিশ্বাসঘাতক” বলে অভিহিত করেছিল, তাদেরকেই কিছুদিন যেতে না যেতে তাঁকেই আবার “দেশপ্রেমের মানসপুত্র” বলে অভিনন্দিত করতে হয়েছে। আর যারা মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দীর দেশপ্রেমে সন্দেহ করেছেন, তাঁরা দেশের তো নয়ই, নিজেদেরও কোন মঙ্গল করেন নি। সংশ্লিষ্ট মহলকে তাই আমরা অনুধাবন করতে বলি যে, যখন আমরা দেখি পূর্ব পাকিস্তানে এমন কোন সত্য নেই-যাঁকে কোন না কোন সময় ‘দুনীতিপরায়ণ’ বা ‘শত্রুর চর’ বলে আখ্যায়িত করা হয়নি, তখন আমাদের মনোভাব কি দাঁড়ায়? জিজ্ঞাসা করি শহীদ সোহরাওয়ার্দী ধন-দওলত বা বিষয়-সম্পত্তি বলতে কি রেখে গিয়েছেন?

পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দকে হেয়প্রতিপন্ন ও খাটো করার জন্য মহল বিশেষে আমরা একটি বিরামহীন প্রবণতা লক্ষ্য করে আসছি। অথচ, বাস্তব অবস্থা এই যে, মুসলিম বাংলার নেতৃত্ব ও এই প্রদেশের রাজনীতি-সচেতন মানুষ না হলে আদপে পাকিস্তানই অর্জিত হতো না। পাকিস্তান কারও দান নয়, কিংবা যুদ্ধের দ্বারা অর্জিত রাষ্ট্রও নয়; কেবলমাত্র জনগণের দৃঢ়সংকল্প ও অদম্য ইচ্ছার বলেই পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল।

সংগ্রামের সূত্রে আমরা এমন অনেককে চিনেছি-যাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের নিন্দা করে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে তাচ্ছিল্য করতে চান। এঁরা সেই শ্রেণীরই লোক, যারা কোন ন্যায্য দাবী উঠলেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠেন। সাধারণভাবে রাজনীতিকদের উদারতার সুযোগে পাকিস্তানে ‘কায়েমী স্বার্থের’ একটি চক্র গড়ে উঠবার অবকাশ পেয়েছে। এবং দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, সেই ‘কায়েমী স্বার্থবাদী’ মহলটিই এখন সেই রাজনীতিকদেরই বিরুদ্ধাচরণ করে জনগণের ন্যায্য গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে চলেছেন। বিশ্বের “নির্যাতিত” মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য তাঁরা আত্মোৎসর্গ করতেও পিছ-পা নন বলে তাঁরা প্রচার করেন; অথচ নিজ দেশের জনগণের অধিকার প্রদানের প্রশ্নে তাঁরাই আবার মারমুখী। স্বার্থবাদী এই চক্রটির পাঠস্থান হলো পশ্চিম পাকিস্তান। অবশ্য এ পাদপীঠ পূর্ব পাকিস্তানে হলেও তাঁদের কার্যকলাপের কোন তারতম্য হতো না; কারণ স্বার্থবাদী চক্রের দৃষ্টিভঙ্গি সবখানেই এক।

এখন প্রশ্ন হলো, কায়েমী স্বার্থের ইঙ্গিতেই আমরা পরিচালিত হব না, সুস্থ মানসিকতা যুক্তিধর্মিতা এবং জনগণের ইচ্ছা-অভিলাষকেই আমরা রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনে প্রতিফলিত হতে দেব?

কায়েমী স্বার্থী মহল হয়তো মনে করতে পারেন যে, দেশের আপামর জনসাধারণ ও তাদের প্রতিনিধিদের ভূমিকাকে কেবল পিছনে ফেলে দিতে

পারলেই নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখে তারা ফুলে-ফেঁপে উঠতে পারবেন। এই যখন অবস্থা, তখন কায়েমী স্বার্থীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা-এই দুইটির মধ্যে আজ একটিকেই আমাদের বেছে নিতে হবে। আমার স্থির বিশ্বাস, জনগণের ইচ্ছাকে যদি প্রতিফলিত হতে দেয়া হয়, তবে ৬-দফা কর্মসূচী বা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কোনটি সম্পর্কেই কোন ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ আর থাকবে না। কেননা, এই কর্মসূচী বাস্তবায়িত হলে দেশের উভয় অঞ্চলের জন্যই সমান অধিকার ও সমান ক্ষমতার বিধান হবে। পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের এতে আপত্তি থাকতে পারে কি?

জবাবে বলব, না। পাকিস্তানের এমন কে আছেন-যিনি চান না যে, দেশের উভয় অংশই সমানভাবে উন্নত হোক, এবং উভয় অংশই সমান রাজনৈতিক ক্ষমতা ও মর্যাদা ভোগ করুক?

৬-দফা পরিকল্পনার কোথাও যদি কোন আপত্তিকর কিছু থাকে, পাকিস্তানের সংহতি বিপর্যস্ত হতে পারে। এমন কিছুও যদি তাতে থাকে, তা হলে দেশের দুই অংশের প্রতিনিধিরা একত্রে বসে সহজেই সে প্রশ্নের ফয়সালা করতে পারেন। আমার বিবেচনায় ভুল বুঝাবুঝি নিরসনের এই-ই সর্বোত্তম পথ। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি দোষারোপ করার আগে স্মরণ রাখা উচিত যে, জনসংখ্যার দিক দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও পূর্ব পাকিস্তান সংখ্যাগরিষ্ঠ মেনে নিয়েছে। এই একটিমাত্র ঘটনা থেকেই দেশের অখণ্ডতা এবং উভয় অংশের জনগণের সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর আন্তরিকতার প্রমাণ মিলবে। দেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য আজ কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে, তা আজ আর কারও অজানা নয়। কেবল আত্মসমীক্ষা দিয়ে বা পৃষ্ঠপোষকতার মনোভাব নিয়ে এই পাহাড়-প্রমাণ বৈষম্য দূর করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে উভয় অঞ্চলের অবস্থা যাতে সমানুপাতে আনয়ন করা যায়, তার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট, আত্ম-পরিচালিত কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমি ৬-দফা কর্মসূচীটি বিবেচনা করে দেখার জন্য আহ্বান জানাই। আসুন, কে এই ৬-দফার প্রণেতা, আপাততঃ তা ভুলে গিয়ে আমরা পাকিস্তানের ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তার আলোকেই ৬-দফা কর্মসূচীর গুণাগুণ বিচার করে দেখি। স্বায়ত্তশাসনের দাবী বা ৬-দফা কর্মসূচীর প্রতি এখানকার জনগণের কোন সমর্থন নেই এবং এ কর্মসূচী কোন আত্মকেন্দ্রিক রাজনীতিক মহলের দুরভিসন্ধিপ্রসূত, এরূপ ধারণা পোষণ করে আত্ম-প্রবঞ্চনার কোন অর্থ নেই। বাস্তব অবস্থা স্বীকার করিয়া লওয়া হউক। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী একটি অত্যন্ত জীবন্ত

দাবী। এখানকার মানুষ এ দাবীকে তাদের জীবন-মরণের প্রশ্ন বলেই গণ্য করে। এ প্রশ্নে যাদের সন্দেহ আছে বা যারা এখনও অজ্ঞতায় ভুগছেন, তাঁরা জনগণের দরজায় গিয়ে তাঁদের মতামত যাচাই করুন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও দেশরক্ষার ব্যাপারে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় এবং উভয় অঞ্চলই যদি সমান রাজনৈতিক অধিকার পায়, তবে আকাশ ভেঙ্গে মাথায় পড়বে না, বরং পাকিস্তান তাতে আরও শক্তিশালীই হবে।

সম্প্রতি পাক-ভারত যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানী জওয়ানরা তাদের শৌর্য ও বীর্যবতার প্রমাণ দিয়েছে এবং বাঙ্গালীরা সাহসী ও যোদ্ধার জাত নয় বলে এতদিন যে বানোয়াট অপবাদ রটনা করা হয়েছে তারও অবসান ঘটিয়েছে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে ৬-দফা কর্মসূচী দেখে আঁতকে উঠার বা ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। আসুন আমরা ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার মন নিয়ে প্রকৃত অবস্থা বিচার করি। সংশ্লিষ্ট সকলে পরস্পর পরস্পরের বক্তব্য বা মতামত বুঝবার ও সম্যক উপলব্ধি করবার চেষ্টা করুন। প্রত্যেক ব্যাপারে যারা আমাদের সন্দেহ করেন, তাঁদের কাছে আমি একটি পাল্টা প্রশ্ন করতে চাই : পূর্ব পাকিস্তানের বদলে পশ্চিম পাকিস্তান যদি আজকের এই পর্বত-প্রমাণ বৈষম্যের শিকার হত, তাহলে তাদের প্রতিক্রিয়া কি হত ?

তাই তাদেরকে বলব, ধৈর্যশীল হউন, যুক্তিবাদী মন নিয়ে সবকিছু বিচার করুন। আমি তাঁদের আহ্বান জানাই “নিজে বাঁচুন অপরকেও বাঁচতে দিন”-এই নীতি বাক্য কেবল কথায় নয়, কাজেও বিশ্বাস স্থাপন করুন। তাহলেই কেবল পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেই পূর্ণ সহযোগিতা ও মতৈক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সন্দেহ ও দমননীতির দ্বারা কিছু হাসিল করা যাবে না তাতে বিরোধের মাত্রাই কেবল বাড়বে।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৯ শে মার্চ ১৯৬৬

রাজনৈতিক মঞ্চ

মোসাফির

প্রেস ট্রাস্টের মনোনীত চেয়ারম্যান মিঃ সুমার হঠাৎ কেন হোঁচট খাইলেন, বুঝিতে পারিলাম না। তিনি যে শ্রেণীর লোকের মুখপাত্র তাঁরা সাধারণতঃ পর্দার অন্তরাল হইতে কলকাঠি ঘুরান, নিজেরা ‘মঞ্চে’ অবতরণ করেন না।

তবে মিঃ সুমার রাজনীতিতে নূতন হইলেও তিনি জাতীয় পরিষদের সদস্য বটে ; এই কারণেই হয়ত তিনি মনে করিয়াছেন যে, রাজনীতিতে যখন অবতরণ করিয়াছে তখন একটু সাহস দেখানো প্রয়োজন। আর এই

সাহস দেখাইতে যাইয়া তিনি প্রথম চোটেই হোঁচট খাইয়া পড়িয়াছেন। পররাষ্ট্র বিষয়ের বিতর্কের উপর মিঃ শাহ আজিজুর রহমান আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী করায় মিঃ সুমার বেসামাল হইয়া এমনি বাণনিষ্কেপ করিয়াছেন, যাতে এক চোটে দুই পাখী শিকার করা যায়। তিনি মন্তব্য প্রসঙ্গে বলিয়াছেন : পাকিস্তানের ‘আদর্শে’ বিশ্বাসী শাহ আজিজুর রহমানের নিকট হইতে স্বায়ত্তশাসনের দাবী উত্থাপিত হইতে পারে, তিনি তাহা কখনও আশা করেন নাই। ইহা শেখ মুজিবুর রহমানের মত লোকদের মুখে শোভা পায়। বলাবাহুল্য, মিঃ সুমার তাঁর এই মন্তব্য দ্বারা শেখ ও শাহ’র মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে পাকিস্তান-বিরোধী কার্যকলাপ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন; শাহ আজিজ পাকিস্তানের ‘আদর্শে’ বিশ্বাস করেন এবং শেখ মুজিব করেন না—এই দুষ্ট ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

দেশে ‘নিরপেক্ষ’ এবং ‘উচ্চাঙ্গের’ সাংবাদিকতা প্রবর্তনের ‘মহান উদ্দেশ্যে’ শিল্পপতিদের দ্বারা গঠিত প্রেস ট্রাস্টের চেয়ারম্যানের আচরণ লক্ষ্য করিয়া বহুদিনের একটি কথা মনে পড়িল। ১৯৩৭ সাল, শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক বাংলার প্রধানমন্ত্রী। বাংলার ঘরে ঘরে—বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত এবং কৃষককুলের মধ্যে বিপুল আশার সঞ্চর হইয়াছে। হক সাহেব যখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী হইয়াছেন তখন ভাগ্যবিড়ম্বিত কৃষককুলের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য অনেক কিছু করা হইবে সর্বত্রই এই আশা। বাংলার কৃষককুল জমিদার-মহাজনদের শোষণে জর্জরিত, ঋণভারে কুণ্ড মেরুদণ্ড। হক সাহেব বরিশাল সফরে আগমন করিয়াছেন। স্থানীয় ভক্তরা যাঁরা নির্বাচনে তাঁর কর্মী হিসাবে কাজ করিয়াছেন) তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁর মন্ত্রিসভার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা-বিশেষতঃ ঋণ সালিশী বোর্ড, মহাজনী আইন এবং প্রজাস্বত্ব আইনের বিষয়বস্তু নিয়া আলোচনা করিয়াছেন। হক সাহেব অনেক সময় অনেক কথার টোটকা জবাব দিতেন। তিনি বলিলেন, দেখ, আমি পটুয়াখালিতে খাজা নাজিমউদ্দিনকে তাঁর জমিদারীতে পরাজিত করিবার পরে কলিকাতার উচ্চমহলে আমার আদর-কদর খুব বাড়িয়া যায়। এই মহল, ঐ মহল—সকল মহল হইতেই আমাকে খানাপিনার আমন্ত্রণ করা হয়। কোরমা, পোলাও, বিরানী আরও কত কি বড়লোকী খানা। সকলেই আমার ভক্ত ও অনুগামী, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য উচ্চমহলে যেন প্রতিযোগিতা লাগিয়া গিয়াছে। খানা-পিনার সময় আমি যখন গ্রাম-বাংলার চাষী মজুরদের দুরবস্থার কথা তুলি, ওদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য কি সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তা’ নিয়া আলোচনা শুরু করি, তখনই ওদের হাসি মুখ হঠাৎ কালো হইয়া যায় ; ওরা ফোঁস করিয়া উঠে। এদের এ মনোভাব

লক্ষ্য করিয়া আমি অবাধ বনিয়া যাই। জিজ্ঞাসা করি, তোমরা এভাবে ফোঁস করিয়া উঠ কেন। নির্বাচনকালে সবাই ত তোমরা গ্রাম-বাংলার মানুষের প্রতি কত দরদ দেখাইয়াছ, কৃষকদের দুঃখ-দারিদ্র্য মোচনের কত-না প্রতিশ্রুতি দিয়াছ; এক্ষণে তোমাদের মতি-গতি এরূপ কেন! আমার এই প্রশ্নের জবাব তাঁরা দেন না। কিন্তু কিভাবে আমার হাত-পা বাঁধিয়া রাখিতে হইবে এই চেষ্টাতেই তাঁরা মগ্ন থাকেন। মিঃ সুমার শ্রেণীর লোকদের আচরণ লক্ষ্য করিয়া হক সাহেবের সেই বহুদিনের কথাগুলিই মনে পড়িল। কথাগুলি পুরানো হইলেও আমাদের সমাজে তথা রাজনীতিতে এই মুনাফেকী আজ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। নির্বাচনকালে কিংবা বিবৃতি-বক্তৃতায় সুমার সাহেবদের মত লোকেরাও জনগণের স্বার্থ ও জনগণের কল্যাণ বিধানের প্রতিশ্রুতি দিয়াই ‘জনগণের প্রতিনিধি’ সাজেন। কিন্তু আসলে জনগণের স্বার্থের কথা তুলিলেই তাঁরা ফোঁস করিয়া উঠেন। জনগণের দাবী-দাওয়া যখন প্রকট হইয়া উঠে তখন এঁরা বেসামাল হইয়া পড়েন। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী নূতন কিছু নয় কিংবা ইহা পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আলাদা কিছুও নয়। লাহোর প্রস্তাবের মূল ভিত্তি পাকিস্তানের উভয়াঞ্চলের স্বায়ত্তশাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত : ১৯৫৪ সালের নির্বাচনকালেও এই ইস্যু শুধু উত্থাপিতই হয় নাই, ইহার উপর জনমতও সংগৃহীত হইয়াছে। ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে এই দাবীর পূর্ণ স্বীকৃতি না মিলিলেও বহুলাংশে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। তদুপরি ১৯৪৬ সালের যে বৃটিশ ক্যাবিনেট মিশন প্লান মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস কর্তৃক প্রথম দিকে মানিয়া নেওয়া হইয়াছিল, সেখানেও কেন্দ্রের নিকট তিনটি বিষয় রাখিয়া অন্যান্য বিষয়সমূহ তিনটি গ্রুপের স্টেটসমূহের হস্তে অর্পণের প্রস্তাব ছিল। অথচ কৌতুকের বিষয় যে, আজ সে পুরানো আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীর পুনরাবৃত্তি করা হইলেই সুমার সাহেবদের মত লোকেরা বিস্ময়ে ও আতঙ্কে যেন দিশেহারা হইয়া পড়েন। যে লাহোর প্রস্তাবের কথা শুনিতে তাঁহারা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া বিকট চীৎকার শুরু করেন ও সবকিছুতে ‘পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র’ আবিষ্কার করেন সেই প্রস্তাব যে কায়দে আজমের নেতৃত্বেই রচিত হইয়াছিল, অবলীলাক্রমে কায়দে আজমের একচ্ছত্র ভক্ত-অনুরক্তরা তাহা বেমালুম ভুলিয়া যান। অবশ্য ভুলিবারই কথা। কেননা, সুমার শ্রেণীর লোকদের পাকিস্তান আন্দোলনকালে এমনকি তার পরবর্তীকালেও কোন রাজনৈতিক ভূমিকা ছিল বলিয়া অন্ততঃ এদেশের কোন লোকের জানা ছিল না।

এঁরা ঈর্ষ কেন্দ্র চাহেন : আমরাও শক্তিশালী পাকিস্তান চাই। এঁদের ও আমাদের মধ্যে পার্থক্য, এঁরা শক্তিশালী কেন্দ্রের অর্থে সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও দেশের সম্পদ একস্থানে কেন্দ্রীভূত করিতে চান। এঁদের শক্তিশালী

কেন্দ্রের নমুনা হইলঃ দেশরক্ষা খাতে পাকিস্তানের গোটা রাজত্বের গড়পড়তা শতকরা ষাট ভাগ ব্যয়িত হয় : কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা এবং বৈদেশিক মিশন পরিচালনায় শতকরা পঁচিশ ভাগ রাজস্ব ব্যয়িত হয়। এই প্রধান দুইখাতে যে অর্থবরাদ্দ হয় তার শতকরা নব্বই ভাগ ব্যয় হয় এক অঞ্চলে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প ক্ষেত্রেও শতকরা নব্বই ভাগ কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে একই অঞ্চলে। ব্যাঙ্ক, ইনস্যুরেন্স সব কিছুরও মালিক-মোক্তাররা একই অঞ্চলে অবস্থান করেন। পূর্ব পাকিস্তানে যারা ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্পে অংশগ্রহণ করেন তাঁদের অধিকাংশ মুনাফার অঙ্ক অপরাঞ্চলে পাচার করিবার দরুন এই অঞ্চলের পুঁজি গঠন সম্ভব হইতেছে না। যে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য (সুদে কর্জ) গ্রহণ করা হইয়াছে ও হইতেছে-বিশেষতঃ বৈদেশিক ফার্মের সহিত যৌথ উদ্যোগে যে সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইতেছে তাহাও ব্যাঙ্ক-ইনস্যুরেন্স ব্যবসা, শিল্প-পুঁজি কন্ট্রোলকারী মুষ্টিমেয় পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। পক্ষান্তরে আমরা যে শক্তিশালী পাকিস্তান কামনা করি তাহা হইল : দেশরক্ষা ব্যবস্থায় ভৌগোলিক দিক দিয়া বিচ্ছিন্ন উভয় অঞ্চলকে যতদূর সম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ করা। অবশ্য দেশরক্ষার সার্বিক দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে থাকিবে এবং এক অঞ্চলে এই বাবত অধিক অর্থ ব্যয়িত হইলে অন্য বাবতে অপরাঞ্চলে সেই ঘাটতি অর্থবরাদ্দ করিতে হইবে। অর্থনৈতিক দিক দিয়া উভয় অঞ্চল যাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় তজ্জন্য স্ব স্ব অঞ্চলের সম্পদ দ্বারা উভয় অঞ্চলকে যতদূর সম্ভব আত্মনির্ভরশীল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করা। পূর্ব পাকিস্তানে পুঁজি গঠন সম্ভব করিয়া তোলার জন্য এই অঞ্চল হইতে পুঁজি পাচার বন্ধ করা। তদুপরি পাকিস্তান যে বৈদেশিক সাহায্য লাভ করিবে তার যে পরিমাণ যে অঞ্চল পাইবে সে পরিমাণেই সে পরিশোধ করিবে। কৃষিপ্রধান ও ঘনবসতিপূর্ণ এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও ভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। কৃষি উন্নয়ন, কুটিরশিল্প উন্নয়ন প্রভৃতিকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে। মাথাভারি শিল্পনীতি এবং তথাকথিত আবাদ অর্থনীতির প্রচলন সাধ্যমত নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ইহাই মর্মকথা। এই স্বায়ত্তশাসনের কথা শ্রবণ করিয়া যারা জনগণের স্বার্থে ও দেশের উন্নয়নে নিবেদিত-প্রাণ বলিয়া দাবী করেন, তাঁরা আঁতকাইয়া উঠেন কেন! সুমার সাহেবরা যদি দেশের কল্যাণেই সবকিছু করেন তাহা হইলে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার এবং তাঁদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা দেশের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনার বিরোধিতা করেন কেন! এই জনাবদের আচরণের স্ববিরোধিতা এতই স্পষ্ট প্রকট যে, একদম অন্ধ ও বধির না হইলে তাঁরা এই ধরনের স্ববিরোধী

আচরণ করিতে পারিতেন না। সুমার সাহেবরা নূতন রাজনীতিতে অবতরণ করিয়াছেন, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে যে-কোন ভাষায় আক্রমণ করিয়া তাঁরা তৃপ্তিলাভ বা বাহবা কুড়াইতে পারেন। তাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু দেশবাসী সম্পর্কে তাঁদের ভীতি কেন? আর যদি জনগণ সম্পর্কে ভীতি নাই বলিয়া তাঁরা দাবী করেন তাহা হইলে জনগণের ভোটাধিকার ফেরাইয়া দিতে জনাবরা বিমুখ কেন? কেন-ই বা তাঁরা জনগণের ভোটে সকল সমস্যার সমাধানে সম্মত হন না। আর সুমার সাহেবরা যদি এ অঞ্চলের জনগণের উপর আস্থা স্থাপন করিতে না পারেন তাহা হইলে জনগণ তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে : আপনারা কারা! যাই হোক, হক সাহেবের আরেকটি অমর উক্তির উদ্ধৃতি দিয়া আজ সুমার প্রসঙ্গে সমাপ্তি ঘটাইতে চাই : O' self-deluded fools, how I pity you !

দৈনিক ইত্তেফাক

২০শে মার্চ ১৯৬৬

পশ্চিম পাকিস্তানকে আমরা কি দিয়াছি, আর কি দিতাম -

- শেখ মুজিবুর রহমান

পশ্চিম পাকিস্তানী ভাই- বোনদের খেদমতে আমার কয়েকটি আরজ আছেঃ (এক) তাঁরা মনে করিবেন না আমি শুধু পূর্ব পাকিস্তানীদের অধিকার দাবী করিতেছি। আমার ৬-দফা কর্মসূচীতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের দাবীও সমভাবেই রহিয়াছে। এ দাবী স্বীকৃত হইলে পশ্চিম পাকিস্তানীরাও সমভাবে উপকৃত হইবেন।

(দুই) আমি যখন বলি পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার ও জুপীকৃত হইতেছে, তখন আমি আঞ্চলিক বৈষম্যের কথাই বলি, ব্যক্তিগত বৈষম্যের কথা বলি না। আমি জানি, এ বৈষম্য সৃষ্টির জন্য পশ্চিম পাকিস্তানীরা দায়ী নয়। আমি এ-ও জানি যে, আমাদের মত দরিদ্র পশ্চিম পাকিস্তানেও অনেক আছেন। যতদিন ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অবসান না হইবে, ততদিন ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত এই অসাম্য দূর হইবে না। কিন্তু তার আগে আঞ্চলিক শোষণও বন্ধ করিতে হইবে। এই আঞ্চলিক শোষণের জন্য দায়ী আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান এবং সে অবস্থানকে অগ্রাহ্য করিয়া যে অস্বাভাবিক ব্যবস্থা চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে সেই ব্যবস্থা। ধরুন, যদি পাকিস্তানের রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে না হইয়া পূর্ব পাকিস্তানে হইত, পাকিস্তানের দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটি দফতরই যদি পূর্ব পাকিস্তানে হইত, তবে কার কি অসুবিধা-সুবিধা হইত একটু বিচার শতকরা ৬২ টাকা খরচ হয় দেশরক্ষা বাহিনীতে এবং শতকরা ৩২ টাকা খরচ হয় কেন্দ্রীয়

সরকার পরিচালনায়। এই একুশ শতকরা চুরানব্বই টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে না হইয়া তখন খরচ হইত পূর্ব পাকিস্তানে। আপনারা জানেন, অর্থ-বিজ্ঞানের কথাঃ সরকারী আয় জনগণের ব্যয় এবং সরকারী ব্যয় জনগণের আয়। এই নিয়মে বর্তমান ব্যবস্থায় সরকারের গোটা আয়ের অর্ধেক পূর্ব পাকিস্তানের ব্যয় ঠিকই; কিন্তু সরকারী ব্যয়ের সবটুকুই পশ্চিম পাকিস্তানের আয়। রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় সরকারী, আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বিদেশী মিশনসমূহ তাঁদের সমস্ত ব্যয় পশ্চিম পাকিস্তানেই করিতে বাধ্য হইতেছেন। এই ব্যয়ের সাকুল্যই পশ্চিম পাকিস্তানের আয়। ফলে প্রতিবছর পশ্চিম পাকিস্তানের আয় ঐ অনুপাতে বাড়িতেছে এবং পূর্ব পাকিস্তান তার মোকাবিলায় ঐ পরিমাণ গরীব হইতেছে। যদি পশ্চিম পাকিস্তানের বদলে পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের রাজধানী হইত, তবে এইসব খরচ পূর্ব পাকিস্তানে হইত, আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা এই পরিমাণে ধনী হইতাম। আপনারা পশ্চিম পাকিস্তানীরা ঐ পরিমাণে গরীব হইতেন। তখন আপনারা কি করিতেন? যেসব দাবী করার জন্য আমাকে প্রাদেশিক সংকীর্ণতার তহমত দিতেছেন, সেই সব দাবী আপনারা নিজেরাই করিতেন। আমাদের চেয়ে জোরেই করিতেন। অনেক..... আঠারো বছর বসিয়া থাকিতেন না। সেটা করা আপনাদের অন্যায়্যও হইত না।

(তিন) আপনারা ঐসব দাবী করিলে আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা কি করিতাম, জানেন। আপনাদের সব দাবী মানিয়া লইতাম। আপনাদিগকে প্রাদেশিকতাবাদী বলিয়া গাল দিতাম না। কারণ আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি, ওসব আপনাদের হক পাওনা। নিজের হক পাওনা দাবী করা অন্যায় নয়, কর্তব্য। এ বিশ্বাস আমাদের এতই আন্তরিক যে, সে অবস্থা হইলে আপনাদের দাবী করিতে হইত না। আপনাদের দাবী করার আগেই আপনাদের হক আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিতাম। আমরা নিজেদের হক দাবী করিতেছি বলিয়া আমাদের স্বার্থপর বলিতেছেন। কিন্তু আপনাদের যে নিজেদের হকের সাথে সাথে আমাদের হকটাও খাইয়া ফেলিতেছেন, আপনাদের লোকে কি বলিবে? আমরা শুধু নিজেদের হকটাই চাই। আপনাদের হকটা আত্মসাৎ করিতে চাই না। আমাদের দিবার তাকত থাকিলে বরঞ্চ পরকে কিছু দিয়াও দেই। দৃষ্টান্ত চান? শুনুন তবেঃ

আমরা কি দিয়াছি

১. প্রথম গণ-পরিষদে আমাদের মেম্বর সংখ্যা ছিল ৪৪ আর আপনাদের ছিল ২৮। আমরা ইচ্ছা করিলে গণতান্ত্রিক শক্তিতে ভোটের জোরে রাজধানী ও দেশরক্ষার সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে আনিতে পারিতাম। তা করি নাই।

২. পশ্চিম পাকিস্তানীদের ... ওয়াপদা, আপনাদের ডি-আই-টি, আপনাদের পোর্ট ট্রাষ্ট, আপনাদের রেলওয়ে ইত্যাদি চেয়ারম্যানি আমরা দখল করিতাম না। আপনাদেরই করিতে দিতাম। সমস্ত অল পাকিস্তানী প্রতিষ্ঠানকে পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত করিতাম না। ফলতঃ পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনীতিতে মোটা ও পশ্চিম পাকিস্তানকে সরু করিতাম না। দুই অঞ্চলের মধ্যে এই মারাত্মক ডিসপ্যারিটি সৃষ্টি হইতে দিতাম না।

এদের হাতে আমি কোন ছার?

আমার প্রিয় ভাই- বোনেরা আপনারা দেখিতেছেন যে, আমার ৬-দফা দাবীতে একটিও অন্যায়, অসঙ্গত, পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী বা পাকিস্তান ধ্বংসকারী প্রস্তাব করি নাই। বরঞ্চ আমি যুক্তি-তর্ক সহকারে দেখাইলাম, আমার সুপারিশ গ্রহণ করিলে পাকিস্তান আরও অনেক বেশী শক্তিশালী হইবে। তথাপি কায়েমী স্বার্থবাদীরা আমার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার এলজাম লাগাইতেছেন। এটা নতুনও নয়, বিস্ময়ের কথাও নয়। পূর্ব পাকিস্তানের মজলুম জনগণের পক্ষে কথা বলিতে গিয়া আমার বাপ-দাদার মত মুরব্বিরাই এদের কাছে গাল খাইয়াছেন, এদের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, আর আমি কোন ছার? দেশবাসীর মনে আছে আমাদের নয়ন-মণি শেরেবাংলা ফজলুল হককে এরা দেশদ্রোহী বলিয়াছিলেন। দেশবাসী এও দেখিয়াছেন যে, পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা, পাকিস্তানের সর্বজনমান্য জাতীয় নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দীকেও দেশদ্রোহিতার অভিযোগে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল এদেরই হাতে। অতএব দেখা গেল, পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায় দাবীর কথা বলিতে গেলে দেশদ্রোহিতার বদনাম ও জেল-জুলুমের ঝুঁকি লইয়াই সে কাজ করিতে হইবে। অতীতে এমন অনেক জেল-জুলুম ভুগিবার তকদির আমার হইয়াছে। মুরব্বিদের দোওয়ায়, সহকর্মীদের সহৃদয়তায় এবং দেশবাসীর সমর্থনে সেসব সহ্য করিবার মত মনের আল্লাহ আমাকে দান করিয়াছেন। সাড়ে পাঁচ কোটি পূর্ব পাকিস্তানীর ভালবাসাকে সম্বল করিয়া আমি এ কাজে যে কোনও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত আছি। আমার দেশবাসীর কল্যাণের কাছে আমার মত নগণ্য ব্যক্তির জীবনের মূল্যই-বা কতটুকু? মজলুম দেশবাসীর বাঁচার দাবীর জন্য সংগ্রাম করার চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছু আছে বলিয়া আমি মনে করি না। মরহুম জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ন্যায় যোগ্য নেতার কাছেই আমি এ জ্ঞানলাভ করিয়াছি। তাঁর পায়ের তলে বসিয়াই এতকাল দেশবাসীর খেদমত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তিনিও আজ বাঁচিয়া নাই, আমিও আজ যৌবনের কোঠা বহু পিছনে ফেলিয়া শ্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিয়াছি। আমার দেশের প্রিয় ভাই- বোনেরা আল্লাহর দরগায় শুধু এই দোয়া করিবেন, বাকী জীবনটুকু আমি যেন তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি সাধনায় নিয়োজিত করিতে পারি।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৬শে মার্চ ১৯৬৬

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কেন?

ভারত রাজী হবে কি না, সে প্রশ্ন সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ও অবাস্তব। তবে যে দৃষ্টিকোণ থেকে অভিযোগটি উত্থাপিত হয়েছে, তা বাস্তবিকই দুর্ভাগ্যজনক। কারণ বৃহত্তর বাংলা গঠনের কল্পনাও কোন পূর্ব পাকিস্তানীর মাথায় নেই, তাদের মাথায় শক্তিশালী কেন্দ্র নয়— শক্তিশালী পাকিস্তানের স্বপ্ন। তাই পূর্ব পাকিস্তানীর বক্তব্য শোষণের বিরুদ্ধে শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থার, অসাম্যের বিরুদ্ধে সাম্যের শক্তির ধর্মকের বিরুদ্ধে বাস্তব সত্য উপলব্ধি—তথা বুজুক্ষা, দারিদ্র্য ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে সুখ-সমৃদ্ধি ও বাঁচার। এ বাঁচার দাবীর প্রণেতার পরিচয় বড় কথা নয়। কথা হচ্ছে, পরিকল্পিত পথ শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা ও শক্তিশালী পাকিস্তান রচনার পক্ষে কতদূর সহায়ক। যদি সহায়ক বলে দেশবাসী সমর্থনদান করেন, তাহলে সে আর দলবিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষের পরিকল্পনা থাকে না। জাতির পরিকল্পনায় পর্যবসিত হয়। শেখ মুজিবের ছয়দফা আজ আর কোন ব্যক্তিবিশেষের বা দলবিশেষের নয়, ইহা সাড়ে পাঁচ কোটি পূর্ব পাকিস্তানীর।

পূর্ব পাকিস্তানের মুখপাত্র হিসাবে শেখ মুজিব ছয়দফা প্রস্তাব পেশ করেছেন। ইতিমধ্যেই প্রদেশবাসী তাতে অকুণ্ঠ সমর্থন দান করেছে। তথাপি কোন স্বার্থান্বেষী মহলের যদি কিছু বক্তব্য থাকে, তাহলে তারা জনতার দরবারে হাজির হয়ে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করতে পারেন।

শেখ মুজিবের উত্থাপিত ছয়দফা নতুন কিছু নয়, তাতে কারো আতঙ্কিত হওয়ারও কিছু নেই। এ দাবী বহুকালের। শেখ মুজিব পুরনো কথাটা নতুন করে বলেছেন এই যা। যাঁরা ছয়দফায় বিস্ময় বোধ করেছেন, ইতিহাসের দিকে তাঁদের একবার ফিরে তাকানো উচিত। সে ইতিহাস অত্র পত্রিকার বহু প্রবন্ধেই আলোচিত হয়েছে। মোদ্দাকথা, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী আনকোরা নতুন কিছু ব্যাপার নয়। এতে বৃহত্তর বাংলা গঠনের “বঙ্গালী মুসলমান শুধু ইংরেজের নয়—হিন্দুরও গোলাম”, “গৃহযুদ্ধ” গুরু হওয়ার আশঙ্কা ইত্যাদি অভিযোগ কিভাবে উত্থাপিত হতে পারে, তা সত্যি আমাদের বুদ্ধির অগম্য। ইতিহাস সাক্ষী, বঙ্গালী কোনদিন ভীরুর মত পরাধীনতা স্বীকার করে নেয়নি। বঙ্গালী সন্তান সিরাজদৌল্লা স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছেন, তিতুমীর বাঁশের কেলা তৈরী করে দোদাঁড় প্রতাপে ইংরেজের মোকাবিলা করেছেন। ভীরুর মত পরাধীনতা স্বীকার করে নেয়নি। অগণিত বঙ্গালী মুসলমান স্বাধীনতা সংগ্রামে রক্ত দিয়েছেন। অবশ্য পূর্ব

পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে এ ধরনের জঘন্য মন্তব্য নতুন নয়। যখনই এ অঞ্চলের মানুষ অন্যায় অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে, তখনই তাদের দেওয়া হয়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদের, আঞ্চলিকতাবাদের, সংহতি বিনষ্টের অপবাদ। শুধু তাই নয়, ইসলাম ও পাকিস্তান বিপ্লবের ধূয়া তোলা হয়েছে। জননেতাদের শত্রুর চর আখ্যায়িত করা হয়েছে। ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবকালে মরহুম শেরেবাংলা এ, কে, ফজলুল হককে শেষ বয়সে অন্তরীণাবদ্ধ করা হয়েছে। সর্বজনমান্য হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে কারারুদ্ধ ও দেশ হতে বহিষ্কার করা হয়েছে। তরুণ বিপ্লবী নেতা শেখ মুজিবসহ এতদঞ্চলের প্রায় তিন হাজার রাজনৈতিক কর্মীকে কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে নিষ্ক্ষেপ করা হয়েছে। সেদিন যেমন স্বার্থান্বেষী মহলের চক্রান্ত সফল হয়নি, আজো হবে না। এ নিশ্চয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আমরা চাই কেন?

এর একমাত্র এবং সহজ ও সোজা উত্তর হচ্ছে পাকিস্তানকে শক্তিশালী করার জন্য। কারণ, সারা দেহে রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে মুখে রক্ত সঞ্চালনের নাম যেমন স্বাস্থ্য নয়, তেমনি বৃহত্তর জনসমাজকে সর্বনাশের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দিয়ে মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানের হাতে সম্পদ পরীভূতকরণ এবং সকল মানুষকে অধিকারবঞ্চিত দেখে এক স্থানে এবং সমস্ত শক্তি একহাতে ধারণের অনুকূলে যুক্তি প্রদর্শন করছেন। কিন্তু বিগত উনিশ বৎসরের ভ্রান্ত শাসন আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করে দিয়েছে।

বিগত উনিশ বছরে আমরা দেখেছি কি করে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলকে একশ্রেণীর কায়েমী স্বার্থের ধন-সম্পদ লুণ্ঠনের সংরক্ষিত বাগিচায় পরিণত করা হয়েছে। এই শোষণক্রিয়ার ফলে অধিকাংশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পূর্ব পাকিস্তানীদের পূর্বে যেখানে দু'খানা লুঙ্গি ক্রয়ের সামর্থ্য ছিল, সে স্থলে আজ তাদের একখানা গামছা ক্রয়েরও সাধ্য নেই। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শৈল্পিক—তথা সর্বক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানীরা আজ শুধু বঞ্চিত নয়, লাঞ্ছিত ও শোষিত।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৮শে মার্চ ১৯৬৬

প্রাচ্যের শস্যভাণ্ডার আজ শূন্য কেন?

— এম রহমত আলী

বসন্তের আগমনে গুরুবৃক্ষে দেখা দিয়েছে কচি-কিশালয়, ধূলি-ধূসরিত হয়ে উঠেছে পথ-প্রান্তর। বৃষ্টির কামনা আজ সবার মাঝে। এই বৃষ্টিই আবার

কিছুকাল পর মানুষকে করে তুলবে বিব্রত। তবু বৃষ্টি চাই ফসলের জন্য, পোকামাকড় আর দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধি নিরোধের জন্য। পত্র-পল্লবে, দেওয়ালে-কার্নিশে, দেহের অনাবৃত স্থানে, এমনকি শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে হৃদয়ে যে ধুলির আন্তরণ পড়েছে তা' ধুয়ে-মুছে নির্মল করার জন্য চাই বৃষ্টি। বৃষ্টিই ফলে-পুষ্পে সুশোভিত করে তুলতে পারে-গ্রাম-বাংলার দিগন্তবিস্তীর্ণ মাঠ, ছায়া সুশীতল পল্লী। বৃষ্টির কামনার মত গ্রাম-বাংলার মানুষের মনে গণতন্ত্র আর স্বাধীনতার কামনাও শাস্ত্রত, নিরবধিকালের। অশুভ শক্তি বহু শতবার বিষাক্ত ফণা বিস্তার করে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে গ্রাম-বাংলার মানুষের চিরন্তন অভিলাষ; কিন্তু পারেনি কোনকালে, পারবেও না। এবারের বসন্তকালীন অধিবেশনেও পূর্ব বাংলার সত্যিকার গণ-প্রতিনিধিদের কণ্ঠে ঝংকৃত হয়েছে সে কামনারই মৃদু অনুরণন। বৃষ্টির মত গণতন্ত্রও প্রয়োজন। বৃষ্টি চাই মাঠজোড়া ফসল আর বাগিচার জন্য; 'গণতন্ত্র চাই-হৃদয় বাগিচার ফুল ফুটবার নিমিত্ত।' সত্যি বলতে প্রতিভার বিকাশ একমাত্র গণতন্ত্রেই সম্ভব। এই গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থায় অনুপস্থিতিই পূর্ব বাংলা তথা পাকিস্তান তথা সারাবিশ্বের প্রতিভার আকাশকে মেঘাচ্ছন্ন করে রেখেছে। গণতন্ত্র ক্ষুধার্ত মানুষের খাদ্যের দাবীর মতই স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক। অন্যায়কে ন্যায়, অসত্যকে সত্য এবং অবিচারকে সুবিচার বলে যাঁরা মনে করেন, কেবল তাঁরাই তা অস্বীকার করতে পারেন। তাঁদের সমুদয় ভাবনা-চিন্তা আত্মকেন্দ্রিক। বাসনার খিড়কি-দরজা উন্মুক্ত রাখার জন্য তাদের পক্ষে সবই সম্ভব। সবকিছু জেনে-বুঝেও যাঁরা জানতে বা বুঝতে চান না, তাঁদের সত্যিকার চেহারাই গণ-প্রতিনিধিরা উন্মোচন করেছেন। অপরদিকে শেখ মুজিবের ৬-দফার মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে গ্রাম-বাংলার মানুষের ভবিষ্যৎ। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ৬-দফার দর্পণে যেন তাদের সত্যিকার চেহারা দেখতে পেয়েছে এবার। যে গুটিকয়েক পুঁজিপতি ব্যাঙ্ক, ইনস্যুরেন্স, কল-কারখানা প্রভৃতি গড়ে তুলে দেশের উন্নতির অগ্রগতির নামে সাধারণ মানুষ বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তানীদের নির্মমভাবে শোষণ করছে, তাদের সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে আজ আর সংশয়-সন্দেহ নেই। এরই জন্য হয়তো পূর্ব পাকিস্তান প্রতিনিধি জনাব আফাজ উদ্দিনকে দুঃখভারাক্রান্ত কণ্ঠে সরকার পক্ষের কাছে জানতে চাইতে হয়েছেঃ ঐক্য কিসের? শত দুর্ভোগ-দুর্বিপাক, শোষণ-নির্যাতন, অত্যাচার-অবিচার সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানীরা যে সহনশীলতা, বাস্তবধর্মিতা ও শান্তির প্রতি উদগ্রহ বাসনা দেখিয়েছে তা শুধু দেশে নয়, বহির্বিশ্বেও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের উদ্রেক করেছে। দেশ-বিদেশের মানুষ আজ জানেঃ পূর্ব পাকিস্তানীরা শান্তির পক্ষে, গণতন্ত্রের

পক্ষে। এবারের জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে নগণ্য সংখ্যক পূর্ব পাকিস্তানী প্রতিনিধির কণ্ঠে যে সুর ঝংকৃত হয়েছে, ভাবাবেগের মধ্যদিয়ে তার পরিসমাপ্তি না ঘটলে জাতির পক্ষে তা কল্যাণকর হবে।

সত্যি বলতে, পূর্ব বাংলার মানুষ দীর্ঘকাল বিদেশী শাসনের অধীনে সীমাহীন দুর্ভোগ ভুগেছে কোন এক মনীষীর কণ্ঠেও তাই ধ্বনিত হয়েছে 'বাংলার দৃষ্টিতে সম্পদ' দিয়েই ইংলন্ড শিল্পায়িত হয়েছে। শুধু স্বদেশ শিল্পায়নের গুরুত্বাব বাংলার ক্ষেত্রে চাপিয়ে ইংরেজ সরকার ক্ষান্ত হয়নি, তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের ব্যয়ভারও বাংলার মানুষকে বইতে বাধ্য করা হয়েছে। হাল আমলেও একশ্রেণীর স্বার্থাশেষী মহলের অবিমুখ্যকারিতার দরুন দেশের এক অঞ্চলের সম্পদে অন্য অঞ্চল শিল্পায়িত ও ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। প্রশ্ন হলঃ এই অবস্থা কি সামনে চলতে থাকবে? যাঁরা স্বায়ত্তশাসিত পূর্ব পাকিস্তানের কথা বলছেন তাঁরা বিচ্ছিন্নতাবাদী, আর যাঁরা স্বীয় ধন-ভাণ্ডার স্ফীত করার মানসে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করছেন তারা 'দেশপ্রেমিক', 'জনদরদী'! পূর্ব পাকিস্তানের জন্য এর চেয়ে নির্মম পরিহাস আর কী হতে পারে!

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি যাঁরা নির্ধারিত করে আসছেন তাঁরা পূর্ব বাংলাকে নয়, পশ্চিম পাকিস্তানকে সামনে রেখেই সে নীতি নির্ধারিত করেছেন। তাই পশ্চিম পাকিস্তান আজ যখন R.C.D -র কল্যাণে ইরান-তুরস্ক পর্যন্ত সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করতে পারে। তখন পূর্ব বাংলার মানুষের হস্ত সংকুচিত হতে হতে পেটের অভ্যন্তরে ঢুকে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এই অপরিণামদর্শী নীতির ফলে পূর্ব পাকিস্তানের সাক্ষাৎ প্রতিবেশীও আজ বৈরী। হাতের কাছে শুধু বন্ধু বলতেই বা তার আজ কে আছে? দেশের ১০ কোটি মানুষের মঙ্গলের জন্য নয়, কেবল কায়েমী স্বার্থের ইমারতকে চিরস্থায়ী করবার জন্য পূর্ব বাংলার মানুষের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গার কাজ তবে কি এই একই নিয়মে সমানে চলতেই থাকবে? চলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত সে মাথার কি আর কিছু অবশেষ থাকবে? সেই প্রাক-আর্য যুগ হতেই এ অঞ্চলের একটা নিজস্ব সত্তা ও সংস্কৃতি রয়েছে। পূর্ব বাংলার বস্ত্রশিল্প, আরো হাজারো রকমের হস্তশিল্পই তার পরিচয়। এছাড়াও তার পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে জারী, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া গানের, বৈষ্ণব ও শ্যামা সঙ্গীতের মধ্যে; মন মাতানো অসংখ্য ছোটগল্প ও গাঁথা সাহিত্যে-যার আবেদন সার্বজনীন ও শাস্ত্রত। নৌকাবিহার, রেল, মোটর ও বিমান ভ্রমণের সময়ও পূর্ব বাংলার এই বিশেষত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অসংখ্য খাল, বিল, নদী-নালা ও প্রচুর বৃষ্টিপাতের আশীর্বাদ, অজস্র বনানী ও ফল-ফসলের ও ফুলের প্রবাহ আমাদের ক্ষেতখামার ও উদ্যান-উঠান ধন্য

করেছে। আমরা সত্যি ভাগ্যবান যে, আমরা এমন মাটির বুকে জন্ম নিতে পেরেছি। পূর্ব বাংলা এশিয়া তথা পৃথিবীর উদ্যান। একদা পূর্ব বাংলার চাল ও দ্রব্য সন্তায় মধ্যপ্রাচ্য এবং গ্রীস, রোমে রফতানী হত আর আজ? প্রাচ্যের সে শস্যভাণ্ডার আজ শূন্য। বিদেশের করুণাকে আশ্রয় করেই আজ তার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা। কিন্তু কেন? আজ হতে আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস যা বলেছিলেন তাঁর নিজ মাতৃভূমি এবং আবাসভূমি সম্পর্কে, তা হয়ত আমাদের দেশমাতৃকার পক্ষেও সত্য হবে?

হিরোডোটাস বলেছিলেনঃ “এথেঙ্গবাসীরা যখন স্বৈরাচারী শাসনের নিগড়ে আবদ্ধ ছিল, তখন শক্তির দিক দিয়ে প্রতিবেশী কোন রাষ্ট্রের চাইতে কোন রকমেই তারা উৎকৃষ্ট ছিল না। কিন্তু, স্বৈরাচারের নিগড় থেকে মুক্তি পাওয়ার পর বলবীর্য শক্তি-সাহসে তারা প্রতিবেশীদের বহু গুণে ছাড়িয়ে গেল। এ দ্বারা এই-ই প্রমাণিত হয় যে, যখন তারা স্বৈরাচারের নিগড়ে আবদ্ধ ছিল, তখন নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্মশক্তির সদ্যবহারে তারা প্রেরণা অনুভব করেনি। বরং সেদিন তারা ছিল প্রভুর ইচ্ছা-অনিচ্ছার দাস মাত্র। কিন্তু সত্যিকার মুক্তির আশ্বাদ প্রাপ্তির পরক্ষণ থেকেই এথেঙ্গের প্রতিটি নাগরিক দেশ গঠন ও দেশকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে পূর্ণ আন্তরিকতা নিয়ে নিজ নিজ সামর্থ্যের সদ্যবহারে যত্নবান হয়।”

পাকিস্তানের দুর্বীর সামরিক শক্তি অর্জনের আপাততঃ কোন প্রয়োজন নেই। কেননা প্রকৃত প্রস্তাবে অস্ত্রশস্ত্র আর সামরিক বাহিনী হল একটি দেশের তৃতীয় রক্ষাব্যবস্থা। আসল জিনিস হল আন্তিক বল, তারপরই জাতীয় অর্থনীতি। বুদ্ধ বলেছেন, যে নিজেকে জয় করেছে তাকে কেউ পরাভূত করতে পারে না; কিন্তু নিজেকে জয় করা যায় তখনই, যখন নিজেকে পুরোপুরি বোঝা যায়, জানা যায়।

আমরা যদি সঠিকভাবে নিজেদের সমস্যার বিভিন্ন দিক ও সম্ভাবনার দিকগুলো ভাল করে বুঝে উঠতে পারি, তাহলেই কেবল আমরা পারব পূর্ব পাকিস্তান তথা পাকিস্তানের দশ কোটি মানুষের সত্যিকার ভাগ্য গড়বার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করতে, স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ করতে।

দৈনিক ইত্তেফাক

৩০শে মার্চ ১৯৬৬

রাজনৈতিক মঞ্চ

মোসাফির

ছয়-দফা কর্মসূচী প্রকাশিত হইবার প্রথমদিকে বিরোধী দলীয় মহলে যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল, তাহা লক্ষ্য করিয়া আমরা কিছুটা ব্যথিত বোধ

করিতেছিলাম। শুধু মিশ্র প্রতিক্রিয়াই নয়, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী সাহেব ক্ষমতাসীন দল অপেক্ষাও এক ডিগ্রী চড়া কথাবার্তা বলিতেছিলেন। তিনি ক্ষমতাসীন দলের মতই ইহার মধ্যে বিচ্ছিন্নবাদিতার ‘ষড়যন্ত্র’ অবিস্কার করিয়াছিলেন। ইহা অপেক্ষাও পরিতাপের বিষয় যে, চৌধুরী সাহেবের সুরে সুর মিলাইয়া এখানকার নেজামে ইসলাম, জামাতে ইসলামী এবং কাউন্সিল মুসলিম লীগ ওয়ালারাও ৬-দফার মধ্যে বিচ্ছিন্নবাদিতা আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

৬-দফার প্রতি জনসমর্থন দুর্বীর হইয়া উঠার ফলেই হউক অথবা শুভবুদ্ধির উদয় হওয়ার জন্যই হউক, আশার কথা, এক্ষণে একমাত্র কনভেনশন লীগ ছাড়া এই প্রদেশের সকল রাজনৈতিক দল উচ্চকণ্ঠে স্বায়ত্তশাসনের দাবী উত্থাপন করিতেছেন। এমনকি মিঃ ফজলুল কাদের চৌধুরী চট্টগ্রামের জনসভায় বক্তৃতা প্রদানকালে প্রকাশ করিয়াছেন যে, করাচী ‘ক্লিফটন বিচে’ যখন কনভেনশন লীগের জন্ম হয়, তখন আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অনুমোদন করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। ধোঁকা দিবার জন্য উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল কি-না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে কনভেনশন লীগের মত প্রতিষ্ঠান কর্তৃকও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব গ্রহণের মধ্যদিয়া স্বায়ত্তশাসন দাবীর অপ্রতিরোধ্য জনপ্রিয়তারই প্রমাণ মিলে।

পূর্ব পাকিস্তানের সকল দল কর্তৃক আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতি সমর্থন একটি উৎসাহজনক ব্যাপার সন্দেহ নাই। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমরা একটি কথা না বলিয়া পারিতেছি না। স্বায়ত্তশাসনের দাবী নূতন নয়, বহু পুরাতন। মিঃ নূরুল আমীন যথার্থই বলিয়াছেন যে, স্বায়ত্তশাসনের দাবী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মতই একটি পুরাতন ব্যাপার। ১৯৪৯ সালে গণপরিষদ কর্তৃক শাসনতন্ত্রের কাঠামো সম্পর্কে যে মূল নীতিনির্ধারক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, তাতেও উভয় অঞ্চলের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের উল্লেখ ছিল। তৎপর ঢাকায় অনুষ্ঠিত গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল কনভেনশনের প্রস্তাবে এবং যুক্তফ্রন্টের ২১-দফা দাবীতেও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী সন্নিবেশিত হইয়াছিল। কিন্তু ৬-দফা প্রস্তাবে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের যেরূপ বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও সুনির্দিষ্ট রূপ প্রদান করা হইয়াছে, অন্য কোন প্রস্তাবে ইতিপূর্বে সেরূপ স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট কিছু বলা হয় নাই। আর আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবীর ইতিপূর্বকার এই অস্পষ্টতার দরুনই চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর মত লোকেরাও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীর প্রতি ‘সমর্থন’ দিতে পারিয়াছেন। অবশ্য তাঁর আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের সংজ্ঞা আর আমরা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্থে যা বুঝি বা চাই, তার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে। অপরপক্ষে, ৬-দফা প্রস্তাব

উঠিতেই গণমনে যে আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছে এবং প্রদেশের বুদ্ধিজীবী ও যুবসমাজের মধ্যে ৬-দফা যে দৃঢ় সমর্থন লাভ করিতেছে, তার প্রধান কারণ হইল, ৬-দফায় আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা অঙ্কিত হইয়াছে। ইহাতে শুধুমাত্র লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিই প্রতিফলিত হয় নাই, গত ১৮ বছরের শাসন-ব্যবস্থার বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রতিফলিত হইয়াছে। আমাদের মতে ৬-দফার জনপ্রিয়তার ইহাই মূল কারণ।

৬-দফা যখন জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন কুড়াইতে সমর্থন হইয়াছে এবং এই ৬-দফা প্রোথাম উপলক্ষ করিয়াই চ্যালেঞ্জ ও পাল্টা-চ্যালেঞ্জ চলিয়াছে, তখন যে-সকল দল আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের সমর্থন, তাঁদের পক্ষেও অস্পষ্টভাবে স্বায়ত্তশাসনের প্রতি সমর্থন না দিয়া এই ৬-দফাকে সমর্থন দিলেই সুবিধা হয় বলিয়া আমরা মনে করি। ৬-দফার রচয়িতা কে বা কারা, তাহা অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ হইল ৬-দফার বিষয়বস্তু।

স্বভাবতঃই এই বিষয়বস্তুর নিরিখে সবকিছু বিচার না করা হইলে স্বায়ত্তশাসনের সমর্থক হইয়াও আমরা সকলে এ-যাবৎ যে অস্পষ্টতা ও অনিশ্চয়তায় ভুগিতেছিলাম, তার অবসান করা সম্ভব নয়। বলাবাহুল্য, ৬-দফার সংগ্রামে এই মুহূর্তে নেতৃত্ব বা মন্ত্রীত্বের কোন প্রশ্ন নাই। সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় ৬-দফা দাবী প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হইলে জনগণের ভোটেই রাজনীতিকদের জনপ্রিয়তা যাচাই, প্রতিনিধি নির্বাচন প্রভৃতি সম্পন্ন হইবে। এক্ষণে এই সংগ্রামে প্রয়োজন হইবে ত্যাগ, লাঞ্ছনাগঞ্জনা ও নির্যাতন ভোগের।

এদেশের পার্লামেন্টারী শাসন-ব্যবস্থার আমলেও সকল মহল হইতেই জোরেশোরে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী উত্থাপিত হইত। এমনকি, বর্তমান শাসনতন্ত্রেও স্বায়ত্তশাসনের উল্লেখ রহিয়াছে। বহু বিষয় প্রাদেশিক সরকারের কর্তৃত্বাধীনও রহিয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার এবং অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থার মূল চাবিকাঠি অন্যত্র থাকায় তথাকথিত স্বায়ত্তশাসন কাগজপত্রেরই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে তাহাই নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা অত্যাচার-অনাচার ও বঞ্চনার সাফাই হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

একটি দেশের শাসনতন্ত্র ও শাসনব্যবস্থা দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমেই সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। লাহোর প্রস্তাবে কি আছে কি নাই, তাহাও আজ হয়তো কারও মনে পড়িত না, যদি পাকিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গত ১৮ বছর দেশের শাসন-ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থা সুচারুরূপে উভয় অঞ্চলের জনগণের সমকল্যাণে পরিচালিত হইত। কিন্তু দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প, চাকরি-

বাকরি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রভৃতি ব্যবস্থাদিতে এমনি একচোখা নীতি অনুসরণ করা হইয়াছে, যার ফলে সমাজে একশ্রেণীর কায়েমী স্বার্থী জন্মালাভ করিয়াছে ও আঞ্চলিক বৈষম্য বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে। আর এই অর্থনৈতিক বৈষম্য ও কায়েমী স্বার্থীদের প্রভাব খর্ব করার পরিবর্তে আজ আমরা যাহা দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে জাতীয় সম্পদের উপর কায়েমী স্বার্থীদের প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে; দেশের রাজনীতিতে তথা শাসন-ব্যবস্থায় জনগণ তো অধিকারবঞ্চিত আছেই। কায়েমী স্বার্থ ও শোষণ-বিজ্ঞানের অবশ্য ইহাই চিরন্তন ধারা। আজ তাই আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের সেই পুরাতন দাবী তুলিলেও কায়েমী স্বার্থীরা খাপ্পা হইয়া উঠেন তাহাই নয়, জনগণের ভোটাধিকার তথা প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচনের সামান্য দাবীটুকু উঠিলেও তাঁরা রাজনীতিকদের উপর দোষারোপ করাই নয়, জনগণের জ্ঞান-বুদ্ধির উপর কটাক্ষ করেন। ইহা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মুষ্টিমেয় কায়েমী স্বার্থী দেশের সম্পদের উপর এই ধরনের আধিপত্য বিস্তার না করিলে যে পাকিস্তান জনগণের ভোটে এবং লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে অর্জিত হইয়াছে সেই পাকিস্তানে জনগণের ভোটাধিকার ও লাহোর প্রস্তাবের কথা তুলিতেই ‘রাষ্ট্রদ্রোহী’, ‘শত্রুর চর’ ইত্যাদি অপবাদ ও গালাগালি শ্রবণ করিতে হইত না। না জানি এই কায়েমী স্বার্থীদের ডালপালা আরও বিস্তৃত হইলে এবং শিকড় আরও দৃঢ় হইলে তাঁরা এদেশের অধিবাসীদের কোন পর্যায়ে নিয়া যান।

পূর্ব পাকিস্তানীরা কাহারও প্রতি বিদ্বেষ বা হিংসার ভাব পোষণ করে না, তারা অতিরিক্ত কিছু চায়ও না। এমনকি গত আঠারো বৎসর যাবৎ বিভিন্ন ক্ষেত্রে শোষিত ও বঞ্চিত হইয়াও ইহার ক্ষতিপূরণও দাবী করে না। এই সকল পুরানো কাসুন্দী না ঘাঁটিয়া ভবিষ্যতে যাতে আর বঞ্চিত ও শোষিত হইতে না হয়, তার প্রতিকারকল্পেই ৬-দফা প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে। যে কোন সুবিবেচক লোক বা গোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের এই দাবীকে উদার মনোভাবের পরিচায়ক বলিয়া গণ্য করিতেন। অথচ আমাদের দুর্ভাগ্য যে, ইহার বিপরীত ব্যবহারই আমরা লাভ করিতেছি। ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান সেদিনও ঢাকায় বলিয়াছেন যে, পূর্ব পাকিস্তান তার নিজস্ব সম্পদ দ্বারা বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। আমরা পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আলাদা হইয়া পৃথকভাবে অবস্থান করিতে চাহি না। কেননা, পাকিস্তানের এক অঞ্চল অন্য অঞ্চলের শক্তির পরিপূরক। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান নিজস্ব সম্পদ দ্বারা বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, এই কথা বলার অর্থ কি? পূর্ব পাকিস্তান কি পশ্চিম পাকিস্তান বা অন্য কাহারো Subsidy’র উপর বাঁচিয়া আছে? না প্রকৃত অবস্থা

সম্পূর্ণ বিপরীত? উভয় অঞ্চলের অর্থনীতির বিস্তারিত এখানে আলোচনা না করিয়া আমরা শুধু এই প্রশ্নটিই তুলিয়া ধরিতে চাই যে, ৬-দফা প্রস্তাবে ত পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ দিয়াই স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি গড়িয়া তুলিবার প্রস্তাব রহিয়াছে ; পশ্চিম পাকিস্তান হইতে কোন কিছু পাওয়ার বা আদায়ের প্রস্তাব ত উহাতে নাই। তাহা হইলে ৬-দফা প্রস্তাব পূরণে আপত্তি কেন?

যাই হউক, ৬-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে সকলে মিলিয়া দুর্বীর জনমত গঠন করিতে পারিলে এই দাবী কাহারও পক্ষে প্রতিহত করা সম্ভব হইবে না। তাই আমরা মনে করি, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের সমর্থক বিভিন্ন দল অস্পষ্টভাবে ও বিভিন্ন সুরে কথা না বলিয়া ৬-দফার ভিত্তিতে দাবী উত্থাপন করিতে পারিলে লক্ষ্যে পৌছা সহজ হবে।

দৈনিক পয়গাম

৩১শে মার্চ ১৯৬৬

ছয় দফার নামে

কথায় বলে : হাতীর দুই পাটি দাঁত আছে। হাতী এক পাটি দাঁত খাওয়ার জন্য ও আর এক পাটি দাঁত দেখাইবার জন্য ব্যবহার করে। এ কথাটি পূর্ব পাকিস্তানের বিরোধী দল ও তাঁদের নেতাদের স্বরূপ ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে বেশ সাহায্য করে। পূর্ব পাকিস্তানের বিরোধী দলগুলির সময় বর্তমানে খুবই খারাপ যাইতেছে। তাঁরা মোটেই হালে পানি পাইতেছেন না।

কি করিয়া তাঁদের রাজনৈতিক পুনর্বাসন সম্ভব হইতে পারে তার চিন্তায় তাঁরা আজ অস্থির। চিন্তায় কোন কূল-কিনারা না পাইয়া আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ছয় দফা দাবী লইয়া রাজনীতির মাঠ-ময়দান চষিয়া ফিরিতেছেন। কিন্তু ছয় দফা বলুন, সাত দফা বলুন আর একুশ দফাই বলুন, মূলতঃ সব দফার মতলব সেই এক। দফার এইসব পতাকা উড়াইয়া জনসাধারণকে ভুলাইতে হইবে, তাদের মন গলাইতে হইবে এবং একটা ভাবাবেগের বাড় সৃষ্টি করিয়া পুনরায় ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করিয়াও গদি দখলের সৌভাগ্যকে জয় করিয়া লইতে হইবে; ইহাই আসলে তাঁরা চান।

পাঠকদের হয়তঃ মনে পড়ে, ১৯৫৪ সনের নির্বাচনের আওয়ামী লীগের ২১ দফার ঘোষণার কথা। কিন্তু আওয়ামী লীগের কর্তা-ব্যক্তির যখন গদি দখল করিলেন এবং ক্ষমতার স্বাদ পাইলেন; তখন কি করিয়াছিলেন? এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াই পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর জনাব আবদুল মোনাম খান যশোরের এক জনসভায় বলেন, ২১ দফা কর্মসূচীতে তথাকথিত

রাজনীতিকেরা নিরাপত্তা আইন বাতিলের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯৫৬ সনের গণপরিষদে জনাব আতাউর রহমান ও শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ নেতা নিরাপত্তা আইন বহাল রাখার পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। আওয়ামী নেতাদের আগে পরের এই স্ব-বিরোধিতায় বিস্মিত হওয়ার কিছুই নাই। তাঁরা গদির জন্য যা খুশী তাই করিতে পারেন এবং গদিনশীন হওয়া মাত্রই আবার তাঁরা অন্যরূপ ধারণ করিতে পারেন। ব্যাঙের দুঃখে সাপের চোখের সাঁতার পানির মত আজকাল আওয়ামী নেতারা গণতন্ত্র ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য আঁসুর বন্যা বহাইতেছেন। সকলেই জানেন যে, গণতন্ত্রের এই খাদেমরাই নাজিমুদ্দীন ওজারত ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় মরহুম গোলাম মোহাম্মদের স্বেচ্ছাচারকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। তখন জনাব গোলাম মোহাম্মদের ঢাকা আগমন উপলক্ষে তৎকালীন যুক্তফ্রন্টের ভাঙ্গ হাটের আর এক তরফের সাথে কিভাবে আওয়ামী নেতারা মাল্য-দান প্রতিযোগিতায় নামিয়েছিলেন; সেই বিস্ময়কর দৃশ্য আজো অনেকে ভুলিয়া যান নাই। গণতন্ত্রের এই “খাকসার বান্দারাই” সংখ্যাগুরু পূর্ব পাকিস্তানকে সংখ্যাসাম্যের বিধান মানিয়া লইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। অবশ্য বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছিঁড়ার আশা নাই। যদি এঁরা সত্যই একদিন গদি পান, তবে ছয়দফার কথা যে তাঁরা সেদিন বেমালুম ভুলিয়া যাইবেন, তা ধরিয়া লওয়াই যাইতে পারে। সুতরাং আওয়ামী নেতাদের ছয় দফা ও অন্যান্য বিরোধী দলের পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতির বড় বড় বুলি যে লোক ভুলান ছলাকলা মাত্রঃ তা বুদ্ধিমান লোকের বুঝিয়া উঠা কঠিন নয়।

বিরোধী দলগুলির বিচিত্র ভিন্ন ভিন্ন যুক্ত এবং বিযুক্ত বহু দফার রাজনীতির স্বরূপ জনগণ ভাল করিয়াই এতদিনে ধরিয়া ফেলিয়াছে। ১৯৫৪ সন হইতে তাঁরা বারবার এসব চাল দফায় দফায় দিয়া আসিতেছেন। ১৯৫৪ হইতে ১৯৬৬ সনের ব্যবধান উল্লেখযোগ্য। জনগণ তাদের স্বার্থের শত্রু-মিত্রকে এই সময়ের মধ্যে ভালভাবেই চিনিয়া ফেলিয়াছেন। সুতরাং ছয় দফা হোক আর যে কোন দফাই হোক, আর কোনো ভাঁওতায়ই তারা এবার ভুল করিবে না, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

দৈনিক পয়গাম

৫ই এপ্রিল ১৯৬৬

ছয় দফা বনাম লাহোর প্রস্তাব

ছয় দফার প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন আর লাহোর প্রস্তাব এক নয়। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের প্রথম মুদ্রিত সংস্করণে স্টেটস (States) কথা ছিল।

কিন্তু মুসলিম লীগের ১৯৪৬ সনের দিল্লী কনভেনশনে তা সংশোধিত হয়। দিল্লী কনভেনশনে জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী যে সংশোধনী প্রস্তাব আনেন, তাতে স্টেটসের স্থলে স্টেট কথাটি স্থান পায়। কায়েদে আজম এই কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়ার পর কায়েদে আজমই ঘোষণা করেন যে, স্টেটস কথাটা ভুল ছাপা হইয়াছিল। ইহা স্টেট বা রাষ্ট্র হইবে। তিনি আরো বলেন যে, লাহোর প্রস্তাবের মূল তাৎপর্যে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রই পরিকল্পিত হইয়াছিল। সুতরাং লাহোর প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য ভুলিয়া গেলে চলিবে না। ক্যাবিনেট মিশনের নিকটও কায়েদে আজম মুসলমানের জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবী পরে পেশ করেন। লর্ড মাউন্টব্যাটেন কর্তৃক ১৯৪৭ সনে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় একটি রাষ্ট্রের দাবী স্বীকৃত হয়। ১৯৪৯ সনে গণপরিষদের “আদর্শ প্রস্তাবে”ও একটি রাষ্ট্রের কথা বলা হয়। ১৯৫৬ সনের শাসনতন্ত্রেও তা গৃহীত হয়। ১৯৫৭ সনে উজিরে আজম হিসাবে জনাব সোহরাওয়ার্দী দ্ব্যর্থহীন জবানে ঘোষণা করেন যে, প্রদেশগুলি শতকরা ৯৮ ভাগ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ভোগ করিতেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, তখনও রেলওয়ে কেন্দ্রীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

পাকিস্তান একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র না দুইটি এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের সীমানা কতদূর প্রসারিত করা যাইতে পারে; তা বিচারের জন্যই এ সম্পর্কে জনাব সোহরাওয়ার্দীর মতামত ও তাঁর ঘোষণাকে এখানে বিশেষভাবে তুলিয়া দেওয়া হইল। আজ মরহুম সোহরাওয়ার্দীর প্রধানতম শিষ্য বলিয়া প্রচারিত শেখ মুজীবুর রহমানের ছয় দফা দাবী ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচিত হইলে দেশবাসী উপকৃত হইবেন।

এক কথায় শেখ সাহেব ছয় দফা দাবীর যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ইতিহাস পাণ্ডাইয়া ফেলার চেষ্টায় মাতিয়াছেন। তিনি জনাব সোহরাওয়ার্দীকে তাঁর গুরু বলিয়া সেদিনও ঘোষণা করিয়াছেন। ফলে তাঁর লড়াইটা গুরুমারা বিদ্যায় পরিণত হইতে চলিয়াছে। এই গুরু-শিষ্যের লড়াই ওয়াকিফহাল মহলের নিকট উপভোগ্য হইলেও ইহার ফলে কোনো কোনো মহলে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হইতে পারে এবং একশ্রেণীর সরলমতি লোক বিভ্রান্ত হইতে পারে। সুতরাং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, লাহোর প্রস্তাব ও ছয়দফার নামে শেখ মুজীবুর রহমান যে ভাঁওতা ও ছলাকলার আশ্রয় নিয়েছেন, তার স্বরূপ যথাযথভাবে যত উদঘাটিত হয়, ততই মঙ্গল। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর জনাব আবদুল মোনায়েম খান মোমেনশাহীতে বিরোধী দলের ছয় দফার স্বরূপ কিছুটা উদঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। এ ব্যাপারে মুসলিম লীগ ও অন্যান্য দলের দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দের বিশেষভাবে আজ মুখ খুলিবার

প্রয়োজন আছে। ১৯৫৪ সনে ২১ দফার নামে জনসাধারণকে যাঁরা প্রতারণিত করিয়াছিলেন, তাঁরা আবার মাঠে নামিয়াছেন। তাঁদের আসল চেহারা ও তাঁদের অতীত বনাম বর্তমানের আলোকে সকলের নিকট তুলিয়া ধরিতে হইবে। কারণ, ইহার প্রয়োজন আজ অত্যন্ত তীব্রভাবেই অনুভব হইতেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৬ই এপ্রিল ১৯৬৬

রাজনৈতিক মঞ্চ

মোসাফির

ভুট্টো সাহেব ভালই করিয়াছেন। দুই লোকেরা যাহাই বলুক, শেষ পর্যন্ত তিনি বুদ্ধিমানের মত কাজ করিয়াছেন। অবশ্য দুই লোকেরা বলিবে যে, এবার তিনি যখন ঢাকায় আসিয়া শেখ মুজিবরের সহিত ছয়দফার উপর কনফ্রান্সেশনের প্রস্তাব দিয়াছিলেন—বিশেষ করিয়া শেখ মুজিব কর্তৃক গত ১৩ই এপ্রিল তাঁর প্রস্তাব গ্রহণের পর তিনি ২৪শে’র স্থলে ১৭ই এপ্রিল ‘মোকাবিলা সভা’ অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দিয়াছিলেন তখন ইহা সকলেই অনুমান করিয়াছিল যে, তিনি সময়ের সংক্ষিপ্ততা এবং আইন ও শৃংখলা প্রভৃতির প্রশ্নে নিজ দলীয় সংশ্লিষ্ট লোকজনের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়াই এই প্রস্তাব দিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে শেখ মুজিবই বরং মিঃ ভুট্টো নির্ধারিত ১৭ই তারিখ সম্পর্কে সঙ্গত ওজর দেখাইতে পারিতেন। কেননা, বহুপূর্বে ঐ তারিখে তাঁর মফস্বল প্রোগ্রাম নির্ধারণ করা হইয়াছিল। তথাপি ভুট্টো সাহেবের সুবিধার জন্যই তিনি ১৫/১৬ই তারিখের মফস্বল প্রোগ্রাম পালন করতঃ ১৭ই তারিখে খুলনার প্রোগ্রাম বাতিল করিয়া হইলেও ঢাকায় জনাব ভুট্টোর সহিত মোকাবিলা সভায় উপস্থিত থাকিতে সম্মত হন। সুতরাং ‘মোকাবিলা সভার’ প্রশ্ন নিয়া এতদূর অগ্রসর হইবার পরে গতকল্য সাড়ে বারটায় যে অজুহাতে তিনি প্রস্তাবিত ‘মোকাবিলা সভা’ অনুষ্ঠানে অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অনেকের নিকটই যুক্তিপূর্ণ বলিয়া মনে হইবে না।

অবশ্য এইজন্য আমরা মিঃ ভুট্টোকে বেশী দোষারোপ করিতে চাই না। তিনি হয়ত ছয়-দফা প্রোগ্রাম রাজনৈতিক সমস্যা বিধায় সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়া উহাকে ‘রাজনৈতিক পর্যায়ে’ মোকাবিলা করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত প্রস্তাব দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁর ফ্যাসাদ হইল যে, তিনি এই অঞ্চলের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশেষতঃ ছয় দফা তথা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে আদৌ ওয়াকিফহাল নন। এই প্রদেশের তাঁর সহযোগীরা ছয় দফাকে যেভাবে ফুৎকারে উড়াইয়া দেন তাহা হইতেই হয়ত তাঁর ধারণা জন্মিয়াছিল যে, ছয়

দফার বিপক্ষেই জনমত প্রবল এবং একজন নামকরা বাগ্মী হিসাবে তিনি ‘মোকাবিলা সভায়’ শেখ মুজিবকে সহজেই পরাজিত করিয়া এক অশেষ কৃতিত্বের অধিকারী হইবেন। মিঃ ভুট্টো একজন ভাল বক্তা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তিনি ভাবালুতার দ্বারা পরিচালিত হন। তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং কনভেনশন মুসলিম লীগের মনোনীত প্রাক্তন সেক্রেটারী জেনারেল হইলেও রাজনীতিতে তিনি নূতন। তিনি যদি এদেশের রাজনীতির খবর রাখিতেন তাহা হইলে এই অঞ্চলে তাঁর সহকর্মীরা জনমত সম্পর্কে যাহাই বলুন না কেন, তিনি নিজে স্মরণ রাখিতেন যে, পাকিস্তান আন্দোলনে বাংলার অধিবাসীরাই কার্যকরীভাবে রাজনৈতিক সচেতনতার প্রমাণ দিয়াছিলেন। তিনি স্মরণ রাখিতেন যে, এই অঞ্চলের জনগণ ভালমন্দ, ন্যায়-অন্যায় বিচার না করিয়াই ক্ষমতাসীনদের অন্ধ স্তাবকতা করে না। তাই ১৯৪৯ সালে যখন মুসলিম লীগ কেন্দ্র ও প্রদেশে সর্বত্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সেই সময় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর টাঙ্গাইলের প্রথম উপনির্বাচন বিরোধী দলীয় প্রার্থী জনাব শামসুল হক দৌদগু প্রতাপ ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ দলীয় প্রার্থীকে পরাজিত করেন এবং সেই পরাজয়ের পর মুসলিম লীগ ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আর বিরোধী দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইতে সাহসী না হওয়ায়, আইন পরিষদের ৩৫টি উপ-নির্বাচন জুগিত থাকে। তিনি স্মরণ রাখিতেন যে, ১৯৫০ সালে লিয়াকত/বি, পি, সি রিপোর্ট প্রকাশ হইবার পর এই প্রদেশ হইতেই উহার তুমুল বিরোধিতা করা হয় এবং একটি সর্বদলীয় কনফারেন্স অনুষ্ঠান করিয়া যে বিকল্প বি, পি, সি প্রস্তাব রচিত হয় তারও প্রধান বিষয়বস্তু ছিল আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রাভাষা করা এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনই ছিল যুক্তফ্রন্টের ২১-দফার প্রধান কর্মসূচী। সেই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট শতকরা ৯৭ টি আসন দখল করিয়াছিল, একথাও মিঃ ভুট্টোর মনে পড়িত। তাঁর মনে পড়িত, ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের কথা। আজও পূর্ব পাকিস্তানে এমন কোন রাজনৈতিক দল নাই যারা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের বিরোধিতা করিতেছেন। এমনকি কনভেনশন লীগকেও (অন্ততঃ মুখে) বলিতে হইতেছে যে, বর্তমানে পূর্বাপেক্ষা অধিক স্বায়ত্তশাসন এই অঞ্চল ভোগ করে।

[যদিও ইহা সত্য নয়, কেননা প্রচলিত প্রেসিডেন্সিয়াল ধরনের শাসন-ব্যবস্থায় প্রকৃত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন উপভোগ করার প্রশ্নই উঠিতে পারে না; বর্তমানে জনগণের সরাসরি ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা সেখানে নাই এবং গভর্নর ও মন্ত্রীরা কেহই জনগণ এমনকি আইন পরিষদের নিকটও দায়ী নন]

এমতাবস্থায় এদেশের রাজনীতি সম্পর্কে বিশেষতঃ এই অঞ্চলের দাবী-দাওয়া ও জনমত সম্পর্কে ভুট্টো সাহেবের যদি প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকিত তাহা হইলে কস্মিনকালেও তিনি ছয়-দফা তথা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের উপর কিছুতেই ‘বাজী’ রাখিতে পারিতেন না। তাঁর অজ্ঞতাপ্রসূত চ্যালেঞ্জের তাই স্বাভাবিক পরিণতিই ঘটিয়াছে।

এবার মিঃ ভুট্টো ঢাকা পৌছিয়া আবার ‘মোকাবিলা সভার’ প্রস্তাব দিলে আমরা অবাক বনিয়া গিয়াছিলাম। ভাবিতে ছিলাম যে, রাজনীতিকরা বিশেষতঃ ক্ষমতাসীনরা নিজেদের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে কিংবা অন্য যে কোন বিষয় সম্পর্কে মুখে যত বাগাড়ম্বর করুন না কেন, প্রকৃত অবস্থা রিপোর্ট করার জন্য যে-সকল সরকারী ইনটেলিজেন্স সার্ভিস রহিয়াছে তাঁরা আজকাল করেন কি? রাজনৈতিক আমলে দেখিয়াছি তিনটি ইনটেলিজেন্স সার্ভিস যথা-মিলিটারী ইনটেলিজেন্স, সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স ও প্রাদেশিক ইনটেলিজেন্স দেশের বিভিন্ন সমস্যা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের নিকট নিয়মিত ‘গোপন রিপোর্ট’ প্রেরণ করিতেন। আমি ইনটেলিজেন্স রিপোর্টের অন্ততঃ শতকরা ৯০ ভাগ এবং সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্সের রিপোর্টের শতকরা ৬০/৭০ ভাগ প্রকৃত অবস্থার প্রতিফলন করিত। এ-ব্যাপারে আমার কিছুটা প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল। একমাত্র প্রাদেশিক ইনটেলিজেন্সের রিপোর্ট অনেকটা ধামাধরা গোছের হইত এবং তারও কারণ ছিল যে, প্রাদেশিক সরকারকে তাঁহারা চটাইতে চাইতেন না। তাই রাজনৈতিক আমলে অন্ততঃ এই সকল গোপন সূত্রের মাধ্যমে শাসন কর্তৃপক্ষের দেশের প্রকৃত অবস্থা জানার সুযোগ ছিল। আজ তার কি হইল সেই প্রশ্নই আমাদের মনে জাগিতেছে। মন্ত্রীদের এবং অধস্তন ব্যক্তিদের পক্ষে সেই রিপোর্ট দেখিবার সুযোগ আছে কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না। এই অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে যাদের যোগাযোগ আছে এবং তাদের মনোভাব জানার আগ্রহ আছে তাঁরা জানেন যে, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে এই অঞ্চলের জনমত কত প্রবল। আওয়ামী লীগ বিশেষ সতর্কতার সহিত দাবী করিয়াছে যে, অন্যান্য ৭০% ইহার অনুকূলে। কিন্তু আমাদের ধারণা, স্বাধীন গণভোট অনুষ্ঠিত হইলে এই অঞ্চলের শতকরা পাঁচজন লোকও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের বিপক্ষে ভোট প্রদান করিবে না।

যাঁরা অবশ্য জনগণের ধারে কাছে যান না কিংবা জনমত গ্রহণে সাহসী হন না, তাঁদের মুখে লাগাম টানা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। বর্তমানে জনমত প্রতিফলনের ব্যবস্থা যেখানে নাই সেই বিচিত্র অবস্থায় যে-কেহ জনগণের সোল এজেন্ট সাজিলে তাকে কে বাধা দিতে পারে।

এই বিচিত্র ব্যবস্থাধীনে কার্টেল তথা একচেটিয়া পুঁজিপতিদের অর্থে পরিচালিত কোন কোন পত্রিকা পর্যন্ত বামপন্থী বনিতে পারে, তাদের লেখনি

এবং তাদের সংবাদ পরিবেশনের ভাবখানা যেন এই যে, যে-কোন মুহূর্তেই তারা এদেশে ‘বিপ্লব’ ঘটাইয়া চীনের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া ফেলিতে উদ্যত; শুধুমাত্র মার্কিন ঘেঁষা এক-আধটি ‘দালাল’ পত্রিকা যেন তাদের বিপ্লব ঠেকাইয়া রাখিতেছে। জনগণকে নিয়া এত রঙ-বেরঙের খেলা করার সৌভাগ্য আর কোন দেশের হইবে কি না সন্দেহ।

তবে ভুট্টো সাহেব জ্ঞানী-গুণী লোক এবং গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা আছে বলিয়াও তিনি প্রকাশ করেন। ইহা যদি সত্য হয় তবে তিনি তাঁর দলীয় কর্তাব্যক্তিদের বুঝাইবেন যে, একটি দেশের জনমত তথা দাবী-দাওয়া লইয়া বেশী খেলা করিলে দেশের সমস্যা বাড়ে বই কমে না। তিনি যে রাজনৈতিক পথে ছয়দফার মোকাবিলা করিবার পক্ষপাতী সেই সর্বজনস্বীকৃত রাজনৈতিক পথেই আমরাও ছয়দফাসহ দেশের সকল সমস্যার সমাধানে প্রস্তুত। এই গণতান্ত্রিক পথেই আঞ্চলিক বিরোধ, অর্থনৈতিক বৈষম্য, রাজনৈতিক অস্থিরতা সবকিছুর সমাধান করিয়া জাতীয় ঐক্য ও সংহিতিকে সুদৃঢ় করিয়া তোলা সম্ভব। মিছা বাগাড়ম্বর কিংবা প্রকৃত অবস্থাকে চাপা দিয়া অথবা কণ্ঠরোধ ও নির্যাতনের আশ্রয় নিয়া কোন লাভ নাই, বরং তিক্ততা ও বিরোধ বাড়িয়াই চলিবে। পরিশেষে সমস্যার সমাধান যে পক্ষেই হউক, পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে ভুট্টো সাহেবের অন্ততঃ অজ্ঞতা না থাকে আমরা সেই সম্পর্কে নিশ্চিত হইতে চাই। কেননা, এই ধরনের অজ্ঞতা এ-দেশের বহু অনর্থ ঘটাইয়াছে। এই অজ্ঞতার দরুনই এই অঞ্চলের বশংবদদের উচ্চনীতিতে শ্রদ্ধেয় নেতা শেরেবাংলা, শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং অন্যান্য নির্যাতিত নেতাকে ‘বৈদেশিক চর’ আখ্যায়িত করা হইয়াছে; বশংবদদের ভরসাতেই শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে বিদেশ হইতে টাকা গ্রহণের অপবাদ দিয়া গ্রেফতার করা হইয়াছিল এবং আশা করা হইতেছিল যে, তাঁহাকে গ্রেফতার করা হইলে এ অঞ্চলে একটি কুকুরও ঘেউ করিয়া উঠিবে না। একটি দেশের এক অঞ্চল সম্পর্কে অন্য অঞ্চলের কর্তাব্যক্তিদের এত অজ্ঞ থাকার পরিণতিই আজও আমরা ভোগ করিতেছি। সর্বাগ্রে এই অজ্ঞতার অবসান চাই।

সংবাদ

৪ঠা জুন ১৯৬৬

গণ-আন্দোলন গড়ার ক্ষেত্রে

একতা, না সংকীর্ণতা?

(জনৈক রাজনৈতিক ভাষ্যকার)

দেশের জনগণের জীবনে কতকগুলি মৌলিক সমস্যা যথা, গণতন্ত্রের অভাব, দেশের অর্থনীতিতে মার্কিনী পুঁজির ঔপনিবেশিক শোষণ, জমি হইতে

মেহনতী কৃষকদের বঞ্চনা ও কৃষক সমাজের উপর বিভিন্নরূপ সামন্তবাদী শোষণ, শ্রমিক শ্রেণীর উপর পুঁজিপতিদের সীমাহীন শোষণ ও দেশের অর্থনীতিতে দেশের মুষ্টিমেয় বৃহৎ পুঁজিপতিদের একচেটিয়া অধিকার, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবীদের স্বল্প আয় প্রতি জনগণকে নিরন্তর নিপীড়ন করে।

অন্যদিকে, বর্তমানে কতকগুলি বিশেষ সমস্যা যথা, খাদ্য ও নিত্যব্যবহার্য জিনিসের উচ্চমূল্য, দমননীতি ও বিনাবিচারে বহুসংখ্যক দেশপ্রেমিক কর্মী-নেতাকে কারাগারে আটক রাখা, জরুরী অবস্থা বহাল রাখা, স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের অভাব, শ্রমিকের কম মজুরী, কৃষকের উপর খাজনা ট্যাক্সের বোঝা ইত্যাদি পূর্ব পাকিস্তানের গণমনকে বিশেষভাবে আলোড়িত করিতেছে।

ইহা সন্দেহাতীত যে, প্রথমোক্ত মৌলিক সমস্যাবলী হইতেই দ্বিতীয়োক্ত জরুরী ও আশু সমস্যাবলীর উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত সমস্যাবলীর চাপে জনগণের জীবনে বর্তমানে বিশেষ সমস্যা সৃষ্টি হইয়াছে।

খাদ্যের অবস্থা আজ মোটেই সন্তোষজনক নহে এবং গ্রামের অগণিত দরিদ্র মেহনতী মানুষ আজ খাদ্য ও নিত্যব্যবহার্য জিনিসের উচ্চমূল্যের জন্য এক বিষম সংকটে পড়িয়াছেন। ভবিষ্যতের আশংকায় তাঁহারা উদ্ভিগ্ন বোধ করিতেছেন। নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্যের উর্দ্ধগতির জন্য শ্রমিক-কর্মচারীদের এবং মধ্যবিত্ত চাকুরীদেরও আজ অশেষ দুর্ভোগ ভোগ করিতে হইতেছে।

পাক-ভারত সশস্ত্র সংঘর্ষের সময়ে এবং তারপরেও দেশরক্ষা আইনে বহু দেশপ্রেমিককে কারাগারে বিনাবিচারে আটক রাখা হইতেছে। সেই সশস্ত্র সংঘর্ষ শেষ হইয়া গেল, যুদ্ধ বিরতি হইল, তাসখন্দ ঘোষণা স্বাক্ষরিত হইল, সীমান্ত হইতে উভয় দেশের সৈন্য অপসারণ করা হইল-কিন্তু তবুও ঐ দেশপ্রেমিকরা জেলে এবং আরও নিত্য নূতন গ্রেপ্তার হইতেছে। জরুরী আইন বলবৎ রাখিয়া সমস্ত বৈধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কণ্ঠরোধের চেষ্টাও চলিতেছে।

পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বিলোপ-জনগণের দীর্ঘদিনের ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক দাবী। এই দাবী পূরণের বদলে স্বৈরাচারী এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা দিন দিন দৃঢ় করা হইতেছে।

লক্ষ লক্ষ বিড়ি শ্রমিক আজ শ্রেফ নিজেদের বাঁচার জন্য টেঙুপাতা অর্ডিন্যান্স বাতিলের দাবী করিতেছেন। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর কোন ক্ষেপে নাই।

বিভিন্ন গ্রাম্য অঞ্চলে কৃষকদের যেসব সভা-সমাবেশ হইতেছে তাহার প্রত্যেকটি হইতে খাজনা-ট্যাক্স কমান, দুর্নীতির বিলোপ প্রভৃতি দাবী

একবাঞ্চে ধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু এইসব দাবীর প্রতি সরকার বধির সাজিয়া বসিয়া আছে।

বিভিন্ন বিরুদ্ধবাদী দলও আজ তাহাদের নিজ নিজ সভা-সমিতি হইতে খাদ্য, নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের মূল্য হ্রাস, রাজবন্দীদের মুক্তি, জরুরী আইন প্রত্যাহার, স্বায়ত্তশাসন, খাজনা-ট্যাক্স কমান এবং শ্রমিকদের কোন কোন দাবীর সমর্থনে প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছেন। বুঝা যায়, তাঁহারাও কার্যতঃ এই সব দাবীগুলি জনগণের আশু ও জরুরী দাবী বলিয়া গণ্য করেন।

কিন্তু, প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী কোন দাবীই মানিতেছে না বরং তাহারা তাহাদের চিরাচরিত পন্থায় দমননীতি প্রয়োগ দ্বারা এই সব দাবীর আন্দোলনকে দমন করিতে চাহিতেছে।

দাবীগুলি এক-তবুও অমৈক্য

যেসব রাজনৈতিক দল ও সংস্থা গণদরদী ও গণতন্ত্রকামী বলিয়া দাবী করে, এই অবস্থায় তাঁহাদের কর্তব্য কি?

সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায় যে, একটা কার্যকরী ও জোরদার গণ-আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে না পারিলে প্রতিক্রিয়া শাসকগোষ্ঠীর নিকট হইতে কোন দাবী আদায় করা সম্ভব নহে। অন্যদিকে এই শাসকগোষ্ঠী আজ জনগণ হইতে এত বিচ্ছিন্ন যে, জোরদার ও কার্যকরী গণ-আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে পারিলে কোন কোন দাবী হাসিল করা সম্ভব হইতে পারে। তাই জরুরী গণ-দাবীগুলির ভিত্তিতে একটা জোরদার ও কার্যকরী গণ-আন্দোলন গড়িয়া তোলাই হইল আজ গণ-স্বার্থের জন্য প্রয়োজন। এই গণ-আন্দোলন গড়িয়া তোলার পথ কি?

ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, আজ পূর্ব পাকিস্তানে এমন কোন দল বা সংস্থা নাই, যাহারা অন্যান্য বিরোধী শক্তিকে বাদ দিয়া শুধু এককভাবে জনগণের দাবীর ভিত্তিতে একটা বড় রকমের আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে পারে ও কোন দাবী আদায় করিতে পারে। কোন দাবীর ভিত্তিতে বিভিন্ন দলের ও সংস্থার ঐক্য হইল কার্যকরী গণ-আন্দোলনের জন্য আবশ্যিক বিষয়। অতীতে সমস্ত অভিজ্ঞতা যথা, ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ দিয়া থাকে।

তাই যদি সত্যিই সত্যিই কোন দল বা সংস্থা আজ জনগণের কোন সমস্যার কোন প্রতিকারের জন্য প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন গড়ার কথা নিষ্ঠা ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে, তাহা হইলে সেই দল বা সংস্থাকে নিজেদের কর্মোদ্যোগ ও কর্মতৎপরতা চালাইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ দাবীর সমর্থক অন্যান্য দল ও সংস্থার সাথে গণ-আন্দোলনের জন্য একটা সমঝোতা ও একতা গড়ার চেষ্টাও করিতে হইবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ এই ক্ষেত্রেই একটা বিষম সমস্যা দেখা যাইতেছে। খাদ্যের কথাই ধরুন। খাদ্যের ব্যাপারে বিভিন্ন বিরুদ্ধবাদী দল যেমন ন্যাপ, আওয়ামী লীগ, এন, ডি, এফ-সবাই একই কথা বলিতেছেন। সবাই বলিতেছেন যে, খাদ্য সংকটে জনগণের অসীম দুঃখ-দুর্দশা উপস্থিত হইতেছে যে, সমস্ত শহরে রেশনিং চাই, ২০ টাকা মণদরে চাউল চাই, নিত্যব্যবহার্য জিনিসের দাম কমাও ইত্যাদি। কিন্তু এইসব দাবী আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ হইয়া আন্দোলন গড়ার উদ্দেশ্যে কেহই আগাইয়া আসিতেছেন না!

রাজবন্দীর মুক্তির বা জরুরী আইন প্রত্যাহারের প্রশ্ন ধরুন। এসব দলগুলিই দাবী করিতেছে যে, সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি চাই ও জরুরী আইন প্রত্যাহার কর।

কিন্তু এ ক্ষেত্রেও তাঁহারা ঐক্যবদ্ধ হইয়া একটা কার্যকরী আন্দোলন গড়িয়া রাজবন্দীদের মুক্তি হাসিল করার জন্য বা জরুরী আইন প্রত্যাহার বাস্তবায়িত করার জন্য আগাইয়া আসিতেছেন না ! দেশরক্ষা আইনে ধৃত রাজবন্দীদের স্বাস্থ্য কারাগারে অতি নীচু স্তরের খাদ্য সরবরাহ ও অন্যান্য বহুবিধ সমস্যায় দিনের পর দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। অথচ ইহার প্রতিবাদে এসব দলগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে কোন আওয়াজ তুলিয়া ইহার প্রতিকারের জন্য কোন চেষ্টা করিতেছেন না !

শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি, কৃষকের উপর খাজনা-ট্যাক্সের বোঝা কমান প্রভৃতি ব্যাপারেও একই কথা। ঐ দলগুলি সবাই এইসব দাবী সমর্থন করেন।

কিন্তু, সবাই মিলিয়া আন্দোলন করিয়া সেগুলি আদায়ের চেষ্টা করার প্রশ্ন আসিলেই-সেখানেই শত কথা শত বাধা ! গত ধর্মঘটের পর হইতে বহু রেলশ্রমিক এখনও কর্মচ্যুত হইয়া পরিবারসহ অনশনের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। অথচ তাঁহাদের সম্পর্কে কোন কথা নাই।

স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কেও এসব দলগুলি মূলতঃ একই দাবী করেন। কেহ বলেন, “লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন”, কেহ বলেন, “৬-দফা”, কেহ বলেন, শুধু “পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন”। এ ক্ষেত্রে কতকগুলি বিষয়ে মতভেদ আছে বটে। কিন্তু সবাই যে স্বায়ত্তশাসন চায়, সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। অথচ, এখানে একটা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ার কোন প্রচেষ্টা নাই।

অতএব, দেখা যায় যে, বিভিন্ন বিরুদ্ধবাদী দল জনগণের বর্তমান কতকগুলি সমস্যা নিয়া একই কথা বলেন এবং একই দাবীও করেন। কিন্তু এসব দাবী নিয়া একত্রে একটা কার্যকরী আন্দোলন গড়িয়া জনগণের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করার জন্য কেহই আগাইয়া আসিতেছেন না। এ ক্ষেত্রে সবাই যার যার তার তার।

পেটি বুর্জোয়া সংকীর্ণতা

জনগণের স্বার্থের দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে যেকোন গণ-দরদী দল বা ব্যক্তির আজ এই সিদ্ধান্তে পৌছাইতে হইবে যে, যে সব সমস্যায় আজ জনগণ নিপীড়িত হইতেছে, সেগুলির প্রতিকার করিতে হইলে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একটা প্রত্যক্ষ ও কার্যকরী গণ-আন্দোলন দরকার এবং সেরূপ আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইলে জনগণের আশু দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে বিভিন্ন বিরুদ্ধবাদী দলগুলির ভিতর একটা সমঝোতা বা একতা প্রয়োজন।

অথচ বিভিন্ন বিরুদ্ধবাদী দল জনগণের দাবী-দাওয়ার কথা বলিয়াও যেসব দাবীতে তাঁহারা একমত সেই সব দাবী নিয়া ঐক্যবদ্ধ হইয়া একটা কার্যকরী আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে কেহই অগ্রসর হইতেছেন না! তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে যে, তাঁহারা শুধু কথা ও প্রচারেই সীমাবদ্ধ থাকিতে চান এবং জনগণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য প্রত্যক্ষ আন্দোলন গড়ার কাজে তাঁহাদের সত্যিকারে কোন আগ্রহ নাই? কিংবা, দলগত সংকীর্ণতাতে তাঁহাদের দৃষ্ট কি এতদূর আচ্ছন্ন যে, জনগণের স্বার্থের চাইতে দলগত ‘স্বতন্ত্র’ তাঁহাদের নিকট বড় জিনিস?

বস্তুতঃ আজ বিভিন্ন বিরুদ্ধবাদী দল মেহনতী জনগণের এই দুঃসময়েও প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন গড়ার জন্য সমদাবীর ভিত্তিতে এক হইয়া কাজ করার প্রশ্নে যে উদাসীনতা, নিস্পৃহতা ও অবহেলা প্রদর্শন করিতেছে তাহার মধ্য দিয়া তাহাদের পেটি বুর্জোয়াসুলভ সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এই পেটি বুর্জোয়াসুলভ সংকীর্ণ দলগত মনোভাবই আজ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অনৈক্য সৃষ্টি করিয়া রাখিতেছে।

যেসব বিরুদ্ধবাদী দলের নেতৃত্ব স্বতঃসিদ্ধভাবেই বুর্জোয়া পেটি বুর্জোয়ার শ্রেণী স্বার্থে চালিত এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যাহারা সংস্কারপন্থী তাঁহাদের ক্ষেত্রে ঐ পেটি বুর্জোয়াসুলভ সংকীর্ণতা সহজেই বোধগম্য। কিন্তু ঐ সংকীর্ণতা শুধু তাঁহাদের ভিতরই সীমাবদ্ধ নহে। দুঃখের বিষয়, যেসব দল প্রগতিশীল বলিয়া দাবী করে এবং যাহাদের দায়িত্ব ছিল জনগণের দাবী-দাওয়া নিয়া ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ার জন্য উদ্যোগ নেওয়া, সেইসব দলের নেতৃত্বের ভিতরও পেটি বুর্জোয়াসুলভ সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি বিরাজ করিতেছে। তাঁহারাও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ার জন্য উদ্যোগ নিতেছেন না। ফলে, বিভিন্ন বিরুদ্ধবাদী দল স্ব স্ব গণ্ডিতে আবদ্ধ হইয়া যে-যার কথা বলিয়া যাইতেছে। অন্যদিকে মেহনতী জনগণ ভুখা থাকিতেছে, রাজবন্দীরা কারাগারে তিলে তিলে স্বাস্থ্য হারাইতেছেন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ স্বায়ত্তশাসনের অভাবে গুমরিয়া মরিতেছেন এবং দেশী ও বিদেশী শোষকগণ অবাধে জনগণকে শোষণ করিতেছে।

দৈনিক পয়গাম

৯ই জুলাই ১৯৬৬

ছয় দফার অন্তরালে

আওয়ামী লীগের ছয় দফার অন্তরালে বাইরের এবং বিশেষ করিয়া পাকিস্তানের দুশমন চক্রের গোপন হস্ত সক্রিয় রহিয়াছে, তা কারো জানার বাকী নাই। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাকে, তার তরঙ্গী ও অগ্রগতিকে যারা বরদাশ্ত করিতে নারাজ, তারা ভিতর এবং বাহির হইতে যুগপৎভাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যাইতেছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দিকসহ হেন দিক নাই—যে দিকে তাদের গোপন হস্ত সক্রিয় নয়। এমনকি, পাকিস্তানের উপরে যুদ্ধ চাপাইয়া দিয়াও তারা তার অস্তিত্বকে খতম করার কারসাজিতে লিপ্ত হইতে কসুর করে নাই। কিন্তু দশ কোটি পাকিস্তানী নিজেদের আজাদী, দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডত্বকে নস্যাত হইতে দেয় নাই। সিংহশক্তিে দুশমনের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুশমনদের যুদ্ধের সাধ মিটাইয়া দিয়াছে।

কিন্তু কথায় বলে, দুশমন হাতে মারিতে না পারিলেও ভাতে মারার প্রচেষ্টা হইতে সহজে নিবৃত্ত হয় না। তাই যুদ্ধের ময়দান ছাড়িয়া তারা এখন গোপনপন্থা অবলম্বন করিয়াছে। কখনো সাহিত্যের নামে, কখনো কালচারের নামে আবার কখনো পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতি “মাসির” দরদে গদগদ হইয়া তারা পাকিস্তানের অখণ্ডত্ব ও সংহতির মধ্যে ফাটল ধরাইবার বদ মতলবে মাতিয়া আছে। একই কারণে তারা প্রদেশের একশ্রেণীর লোককে নিজেদের দালালীর কাজেও নিয়োগ ছাড়ে নাই। আর এই শ্রেণীর দালালরা কখনো সজ্ঞানে কখনোবা অজ্ঞানেই তাদের হাতের পুতুল সাজিয়া নাচের আসর জমাইতেছে। কিছুদিন আগে এই চেলাচামুণ্ডাদের “সাফল্যজনক অগ্রগতির” খবর “নিউইয়র্ক টাইমস” ফলাও করিয়া প্রকাশ করিয়া দিয়া, অজান্তেই থলের মধ্যকার কাল বিড়ালটির অস্তিত্বকে কিভাবে পাকিস্তানী জনসাধারণের সম্মুখে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে, পয়গামের পাঠকবৃন্দের তা অজানা থাকার কথা নয়। অন্যদিকে “সাপ্তাহিক টাইমস্” পত্রিকাও কিভাবে এই জাতীয় বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী, সংহতি বিরোধী ব্যক্তিদের পূর্ব পাকিস্তানীদের নেতা হিসেবে চিত্রিত করার ঘৃণ্য অপপ্রয়াস পাইয়াছে, ‘পয়গামের’ ‘চিঠিপত্র’ কলামে তাও প্রকাশ পাইয়াছে।

বস্তুতঃ, ছয় দফার ধ্বজাধারী আওয়ামী লীগের মতলব ও কার্যসূচী সম্পর্কে সরকারী দলের তরফ হইতেই শুধু সতর্কবাণী উচ্চারিত হয় নাই; এক সময়কার সম্মিলিত বিরোধী দলের অপরাপর প্রত্যেকটি দলও আওয়ামী লীগের ছয় দফার অন্তরালবর্তী মতলবের সকল গোমর ফাঁস করিয়া দিয়াছে। এইসব দলের মধ্যে রহিয়াছে কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলামী,

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মত প্রভাবশালী বিরোধী দলসমূহ। ইহারা সকলেই এক বাক্যে ছয় দফাকে পাকিস্তানের অস্তিত্বের প্রতি বিপজ্জনক ও দেশের ঐক্য ও সংহতির পরিপন্থী বলিয়া রায় দিয়াছে। সরকারী দল ও বিরোধী দলের এই সম্মিলিত রায় যে পূর্ব পাকিস্তান তথা গোটা পাকিস্তানের জনসাধারণেরই নির্ভেজাল রায়, তা আর বুঝাইয়া বলার দরকার হয় না।

ভারতীয় বেতার কেন্দ্রের সার্বক্ষণিক হাওয়াই তৎপরতা ছাড়াও অতিসম্প্রতি ভারতের ‘জনসেবক’ নামক এক পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধও এই কথাই প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, ছয় দফার বিরুদ্ধে জনগণের এই রায় কত সত্য এবং পাকিস্তানের জানি দুঃখমন্দের ও তাদের ঘৃণ্য-দালালদের বিরুদ্ধে দেশবাসীর ঐক্য, সংহতির আওয়াজ সত্যই কত জোরদার। ভারতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত এই নিবন্ধটিতে একথাই আরেকবার প্রমাণিত হইয়া গেল, ভারত ছয়দফা আন্দোলনের ব্যাপারে শুধু গভীরভাবে আগ্রহী নয়, ইহার সাথে সে জড়িতও রহিয়াছে। প্রবন্ধটিতে বলা হইয়াছে, ছয় দফার উদ্যোক্তাদের তথাকথিত স্বায়ত্তশাসন দাবী পূর্ব পাকিস্তানের ‘আজাদী’ অর্জনেরই সুষ্ঠু পদক্ষেপ। এবং এই ‘আজাদী’ অর্জনের পরে ছয় দফাওয়ালারা যে পূর্ব পাকিস্তানকে ভারতীয় ইউনিয়নের সংগে সংযুক্ত করিয়া ফেলিবে, প্রবন্ধটিতে সে বিষয়েও সুস্পষ্ট ইংগিত রহিয়াছে।

এখন ইহা বুঝিতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, পূর্ব পাকিস্তানীরা তথা গোটা পাকিস্তানীবাসী ছয় দফার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া শুধু আওয়ামী লীগের বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রচেষ্টাকে নস্যাত্ত করে নাই, ভারতের এক ঘৃণ্য চক্রান্তকেও বানচাল করিয়া দিয়াছে। সেপ্টেম্বরের যুদ্ধের পরে ইহা পাকিস্তানের দ্বিতীয় বিজয় বলিতে হইবে। অথবা আরো খোলাসা করিয়া বলা চলে, পশ্চিম পাকিস্তানের উপরে চাপানো অঘোষিত ভারতীয় সামরিক আক্রমণকে পাকিস্তান যেভাবে নেস্তানাবুদ করিয়া দিয়াছে, তেমনিভাবেই পূর্ব পাকিস্তানের বুকে ভারতের ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতা তথা যুদ্ধেও পাকিস্তান বিজয়মাল্য অর্জন করিয়াছে।

দৈনিক পূর্বদেশ

২৩ এপ্রিল ১৯৬৭

আজ ঢাকায় সর্বদলীয় বৈঠক বসছে

পূর্ব পাকিস্তানের দাবী স্বীকার করে

ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন অপরিহার্য

(রাজনৈতিক ভাষ্যকার)

আজ ২৩শে এপ্রিল। আজ ঢাকায় বিরোধী দলগুলোর নেতৃবৃন্দের বৈঠক বসছে। এই বৈঠকে দেশব্যাপী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং ব্যক্তি কেন্দ্রীয় শাসনের

অবসান দাবীতে সর্বদলীয় ভিত্তিতে আন্দোলন পরিচালনা সম্পর্কে একটি ন্যূনতম কার্যসূচী প্রণয়নের চেষ্টা করা হবে। কার্যসূচী প্রণয়ন করা গেলে শীঘ্রই নেতৃবৃন্দ আর একটি বৈঠকে মিলিত হয়ে আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নিবেন এবং কি ভিত্তিতে আন্দোলন চলবে তাও ঘোষণা করবেন।

গত কয়দিন ঢাকায় বিভিন্ন দলের নেতারা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই প্রশ্নের মতবিনিময় করেছেন নবাবজাদা নসরুল্লা, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, মিয়া দৌলতানা এবং এন, ডি, এফ নেতৃবৃন্দ একথা বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন যে, ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন পরিচালনায় কোন অসুবিধা নেই। তবে প্রশ্ন দেখা দেবে আওয়ামী লীগ এবং ন্যাপের ভূমিকা নিয়ে। কারণ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা সর্বতোভাবে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পক্ষে হলেও আওয়ামী লীগের পাঠস্থান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নেতারা এই প্রশ্নে এখনও খোলাখুলি কিছু বলেননি। শেখ মুজিবুর রহমান ইতিপূর্বে সর্বদলীয় আন্দোলন নীতিগতভাবে সমর্থন করে একথাও বলেছেন যে, ছয়দফা প্রশ্নে তারা যতদূর অগ্রসর হয়েছেন তাতে তাদের পক্ষে নতুন কোন কর্মসূচী ঘোষণা করে নতুন করে আসর জমিয়ে তোলা সম্ভব নয়। ছয়দফার আন্দোলন তাদের করতাই হবে।

ক্ষমতাসীন মহল সর্বদলীয় ভিত্তিতে দেশব্যাপী আন্দোলনের প্রশ্নে বিচলিত বোধ করেন। তাই দেখে রাজনীতির বিশেষ করে বিরোধী দলের ভূমিকা আপাতত অক্ষুণ্ণ রাখতে দিতে তারা রাজী। এতে তাদের দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধিত হবে। প্রথমতঃ বিশ্বের সম্মুখে একথা তুলে ধরা যাবে যে, পাকিস্তানে বিরোধী দলীয় মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ বিচ্ছিন্নভাবে বিরোধী দল কাজ করে গেলে তা’ তাদের জন্য এমন কোন দুশ্চিন্তার কারণ হবে না। তাই কোন রাজনৈতিক দল আলাদাভাবে কাজ করতে চাইলে তাতে ক্ষমতাসীন মহলের নারাজ হবার কিছুই নেই। এজন্য স্থানীয় আওয়ামী লীগের একটি মহল এই প্রশ্ন তুলেছেন যে, আলাদাভাবে আন্দোলন করে কতদূর অগ্রসর হওয়া যাবে! তারা চান ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করে দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর দলীয় কর্মসূচী অনুযায়ী নির্বাচনী অভিযান পরিচালনা করতে। কিন্তু এই প্রশ্নে আপোষ করতে আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী মহল এখনও মনে হয় নারাজ।

এদিকে ন্যাপও এই প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত। ন্যাপের ডানপন্থী (মস্কো) ফ্রন্ট সর্বদলীয় আন্দোলনের পক্ষপাতি। এই মতবাদের সমর্থক নেতারা এখন কারাগারে আবদ্ধ। কিন্তু ন্যাপেরও প্রভাবশালী মহল সরকারের তথাকথিত পররাষ্ট্র নীতির অন্ধ সমর্থক। ফলে অন্য কোন বড় সমস্যা দেখা দিলেও এদের পক্ষে সরকারের তেমন বিরোধিতা করার উপায় থাকে না। গত

কয়দিন অবশ্য আওয়ামী লীগ এবং ন্যাপের এই মতবাদীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বুঝবার জোর চেষ্টা চলেছে। এক্ষেত্রে উদ্যোক্তারা কতদূর কামিয়ারী হয়েছেন তা এখনও বলা না গেলেও একথা বুঝা যাচ্ছে যে, অন্ততঃ তাদের ‘মৌন সম্মতি’ নিয়ে আজকের বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে।

বর্তমানে দেশে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তাতে দু’টি মৌলিক প্রশ্ন সকল মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার কথা। একটি হলো, বর্তমান ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে, লড়াই হলে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ছাড়া তা’ সম্ভব কিনা এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করেও শেষ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনীতিকদের কাছে পূর্ব পাকিস্তান সুবিচার পাবে কিনা। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের কাছে শেষ প্রশ্নটিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়া অবধি পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতাসীনদের কাছে কোনদিন সুবিচার পায়নি এবং আজও শুভঙ্করের ফাঁক সৃষ্টি করে একই সহজ পথে পূর্ব পাকিস্তানীদের তাদের ন্যায় অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। অবশ্য এবার পরে যেন ভুল বুঝাবুঝি না হয় সেজন্য পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা নাকি পূর্বাফেই পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে একটি খসড়া প্রণয়ন করে এনেছেন। সুতরাং পূর্ব পাকিস্তানের যে সমস্ত নেতা আজকের বৈঠকে যোগ দিচ্ছেন, তাঁদের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হবে পূর্ব পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাদের বন্ধুদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেয়া। একথা পূর্ব বাংলা’র মানুষ আজও বিশ্বাস করে যে, তাদের নিয়ে বঞ্চনার শেষ নেই। আমাদের বর্তমান নেতাদের অনেকেই তাঁদের রাজনৈতিক কর্মক্ষমতার শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়েছেন। সুতরাং এই শেষ মুহূর্তে তাঁদের অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে। একথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, যে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালিত হবে, শেষ পর্যন্ত এদেশের মানুষ যেন সেই ধরনের কেন্দ্রীয় শাসনের যন্ত্রে আটকা না পড়ে। কথায় আছে, আগের বেজার ভাল। তাই পশ্চিম পাকিস্তানের বন্ধুরা যদি তিনটি বিষয় ছাড়া বাদবাকী ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে দলীল করতে রাজী হন, তা হলে আপাততঃ ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু করা যেতে পারে। আর যদি এক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের মন সংশয়মুক্ত না হয় তবে এই আন্দোলনের কোন ফায়দা হবে না। বরঞ্চ এই কয় বছরে এখানকার মানুষ যেটুকু এগিয়েছে তাও বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যাবে। সুতরাং আগেভাগে বোঝাপড়া করতে হবে আমাদের ভবিষ্যত প্রশ্নে। পশ্চিম

পাকিস্তানের নেতারা যদি পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করতে অপারগ হন, তবে সেক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান ভিত্তিতেই আন্দোলন পরিচালনা করতে হবে। সেখানে কোন দলের একক কর্মসূচীর কোন প্রশ্ন উঠবে না। আত্মমর্যাদা এবং ব্যক্তিপ্রাধান্যের কথা ভুলে সকলকে একসঙ্গে একই প্ল্যাটফর্মে সমবেত হয়ে স্বায়ত্তশাসনের জন্য আন্দোলন করে যেতে হবে। সেই আন্দোলন যত দুঃখ এবং নির্যাতনই ডেকে আনুক তা’ বরণ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। নির্ভিকচিণ্ডে সকলকে সম্মুখে এগিয়ে যেতে হবে।

পর্যবেক্ষক মহল বর্তমান বৈঠকের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং তারা কায়মনে আশা করেন, জাতির ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রেখে আজকের এই বৈঠক সুদূরপ্রসারী কর্মসূচী গ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

দৈনিক পয়গাম

২৫শে আগস্ট ১৯৬৭

রাজনৈতিক হালচাল

আওয়ামী লীগের তাসের ঘর অবশেষে ভাঙ্গিয়া পড়িল। শেখ মুজিবর রহমানের ৬-দফাপন্থী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ১৯শে আগস্টের কাউন্সিল সভায় নওয়াবজাদা নসরুল্লা খানের ৮-দফাপন্থী পাকিস্তান ‘আওয়ামী লীগকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া স্বাধীন’ হইয়াছে। তাহাদের প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, ৮-দফা প্রোগ্রাম ‘শোষিত ও নির্যাতিত জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী,’ কাজেই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ উহাতে যোগদান করিবে না এবং ৮-দফাপন্থীদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিবে না। আওয়ামী লীগের মধ্যে ৮-দফা সমর্থক ১৪ জন বড় বড় নেতাকে তাহারা ‘সর্বসম্মতিক্রমে’ সাসপেন্ড করিয়াছে এবং তাহাদিগকে কেন দল হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে না, ইহার কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সাবেক আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্ট মৌলানা তর্কবাগীশ, প্রাক্তন মন্ত্রী সালাম খান, জহিরুদ্দিনরাও আছেন। ওদিকে নওয়াবজাদা নসরুল্লা খান ও এইসব বহিষ্কৃত আওয়ামী লীগ দিগগজরাও বসিয়া নাই। তাহারা পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা ডাকিয়া পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি বাতিল করিয়া দিয়াছেন। ইহাদের বিরুদ্ধে চার্জের অন্ত নাই। পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল-সেক্রেটারী গোলাম মোহাম্মদ খান লুন্দখোর পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অস্থায়ী জেনারেল-সেক্রেটারী আমেনা বেগমের দলকে ‘ডামি’ বা গোবর গণেশ আখ্যায়িত করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে কার্যতঃ

দেশদ্রোহিতার চার্জ আনিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন : ‘আমেনা বেগমের (আওয়ামী লীগ) দল পাকিস্তানের সংহতির বিরুদ্ধে কাজ করিতেছে।’ অদমনীয় আমেনা বেগমও কিছু কম যান না। তিনিও পাকিস্তান আওয়ামী লীগওয়ালাদের বিরুদ্ধে বহু প্রকার চার্জ উত্থাপন করিয়াছেন। এসব চার্জ ও কাউন্টারচার্জ আজ নূতন নয়। দুই দলের অভিযোগ, পাল্টা-অভিযোগ আজ অনেক দিন যাবতই চলিতেছে। উহারই চরম পরিণতিরূপে ভাঙ্গা-ভাঙ্গিটা চূড়ান্ত হইল, শেখ মুজিবের পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কন্ট্রোলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া ‘স্বাধীন’ হইল এবং উভয় দলই একে অপরকে ডিসমিস করিয়া পরিতৃপ্ত হইল।

আওয়ামী লীগের এই ভাঙ্গন নূতন কিছু নয়। ১৯৪৯ সালে এই দল সৃষ্টির পর হইতেই ভাঙ্গাভাঙ্গি চলিয়া আসিতেছে। এবং এবারেরটা লইয়া হইল পঞ্চম ভাঙ্গা : প্রথমবার ভাঙ্গাভাঙ্গি হয় ১৯৫৩ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগের ‘মুসলিম’ নিধন লইয়া। ‘মুসলিম’ পত্নীরা তখন বেজায় সংখ্যালঘু। তাহাদিগকে নস্যাৎ করিয়া দিয়া বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ “মুসলিম”-নিধনকারীরা জয়যুক্ত হইল, “মুসলিম”-এর গলা কাটিয়া তাহারা করিল আওয়ামী লীগ। সেই সময় কিছু লোক বাহির হইয়া গেল। দ্বিতীয় দফা ভাঙ্গাভাঙ্গি হইল ১৯৫৫ সালে যুক্তফ্রন্ট নেতা ফজলুল হক সাহেবের বিরুদ্ধে শেখ মুজিব গ্রুপের অনাস্থা প্রস্তাবকে কেন্দ্র করিয়া। সালাম খান উহার বিরোধিতা করিয়া ৩২ জন পরিষদ-সদস্য ও কিছু সংখ্যক কর্মী লইয়া দল হইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং পরে তাহাদিগকে আনুষ্ঠানিকভাবে আওয়ামী লীগ হইতে বাহিরও করিয়া দেওয়া হইল। তৃতীয় দফা ভাঙ্গন ঘটিল ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা ভাসানী সাহেব তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মার্কিন তোষণনীতির প্রতিবাদে আওয়ামী লীগকে ‘সালাম আলায়কুম’ জানাইয়া ১২ জন পরিষদ সদস্য ও বেশ কিছুসংখ্যক কর্মী লইয়া দলত্যাগ করিয়া ভিন্ন দল গঠন করিলেন। তাদের অহি-নকুল সম্পর্ক অদ্যাবধি চলিতেছে। চতুর্থ দফা ভাঙ্গাভাঙ্গি হইল ১৯৬৪ সালে এন-ডি-এফ গঠন-তথা রাজনৈতিক দল পুনরুজ্জীবনের প্রশ্নে। শহীদ সাহেব বৈরুতে মৃত্যুর প্রাক্কালে ৪০ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি “রাজনৈতিক অস্থিরতানা” স্বীয় শিষ্য-শাগরেদদের জন্য রাখিয়া যান। কোন ‘কুরিয়ার’ মারফত উহা শহীদ সাহেবের মৃত্যুর পর মানিক মিয়া হস্তগত হয়। শহীদ সাহেব উহাতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন যে, তখনও দল পুনরুজ্জীবিত করার সময় আসে নাই, সময় আসিলেও আওয়ামী লীগ নামে আর দল করিয়া সুবিধা হইবে না। তিনি ‘নূতন কোন লাইনে’ চিন্তা করিতেছিলেন। কিন্তু শহীদ সাহেবের লাশ

মাটিতে মিশিয়া যাইবার পূর্বেই তাঁর সর্বশেষ ইচ্ছা-অভিমত সম্বলিত ৪০ পৃষ্ঠার ‘অস্থিরত’ নামারও দাফন হইয়া গেল এবং শেখ মুজিবের দল পার্টি ‘রিভাইজ’ করিলেন। ইহার বিরোধিতা আতাউর রহমান, আবুল মনসুর প্রমুখ বিশিষ্ট আওয়ামী লীগারগণ দলত্যাগ করিয়া এন-ডি-এফ করিলেন। সর্বশেষ-এইবার হইল পঞ্চম ও চূড়ান্ত ভাঙ্গন।

এই পাঁচ-দফা ভাঙ্গন ‘জাহেরী’। কিন্তু ‘বাতেনী’ ভাঙ্গন আওয়ামী লীগের মধ্যে আগাগোড়াই চলিয়া আসিতেছে। কে কাকে কুনই মারিয়া কুপাকাত করিবে, সেটা ভিতরের খেলা। ঐ পাশা খেলায় পড়িয়া আওয়ামী লীগের আদি-সংগঠক শামসুল হক শেখ মুজিবের কাছে হারিয়া গেলেন এবং শেষ পর্যন্ত উন্মাদ, গৃহত্যাগী হইয়া নিরুদ্দিষ্ট হইলেন। এমনিভাবে শেখ মুজিবের কৃষ্ণিগত আওয়ামী লীগে মৌলানা ভাসানী, সালাম খান, খয়রাত হোসেন, খন্দর মিয়া, আতাউর রহমান, আবুল মনসুর, সর্বশেষ তর্কবাগীশ, জহিরুদ্দিনরা কেহই টিকিতে পারিলেন না। শামসুল হকের মত ইহারা পাগল হন নাই বটে, তবে আওয়ামী লীগের “মুখ্য-মন্ত্রী” আতাউর রহমানের পাগল হইবার বেশী বাকীও ছিল না। শেখ মুজিবের কনুইয়ের গুঁতা খাইতে খাইতে অতীষ্ট হইয়া পৌনে দুই বছরের ওজারতিতে অন্ততঃ চারবার তিনি পদত্যাগ করিতে উদ্যত হন। সবশেষবারের ঘটনাটা অত্যন্ত উপভোগ্য। যুক্তফ্রন্ট আওয়ামী নাটকের শেষ অঙ্কে দলীয় সংখ্যা-শক্তি নির্ণয়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সেক্রেটারী পীর আহসানুদ্দিন আসিয়া গভর্ণর সুলতানুদ্দিন সাহেবের সামনে পরিষদ সদস্যদের “ফিজিক্যাল ডেমন্স্ট্রেশন” প্যারেড বা ‘দৈহিক প্রদর্শনীর’ মহড়া করাইয়া যে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের অতবড় একটা কেরিকেচার করিয়াছিলেন এবং যুক্তফ্রন্ট, আওয়ামী লীগ-এর দৌলতে সবাই সেটা মানিয়া লইয়াছিল, সে কথা আশা করি, পাঠকগণ ভুলিয়া যান নাই। আতাউর রহমান সাহেব সেই সময়কার কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :

“দলীয় নেতাদের কাজ বেড়ে গেল। আমাদের দল নিয়েই বেশী মুশকিলে পড়তে হল। আমাদের বাদ দিয়ে অন্য কাউকে নেতা নির্বাচন করে আবার নূতনভাবে মন্ত্রীত্ব গঠন করার উপায় উদ্ভাবন করতে লাগল। ...স্থির করে ফেললাম, আর না। নেতার আস্থাও হারিয়ে ফেলেছি-এরপর রাজনীতির নাম মুখে আনাও বেহায়াপনা। কিন্তু কষলত ছাড়ে না।” শেষ পর্যন্ত কষল ছাড়িল না। গভর্ণর নূতন (ও সর্বশেষ) মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আতাউর রহমান খানকে কমিশন করিলেন। কিন্তু কমিশন পাইলেও পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের অপার মহিমায় কমিশনপ্রাপ্ত-লীডার আতাউর রহমানের কিছু করিবার অধিকার থাকিল না। সবই করিলেন সেন্ট্রাল সার্কিট

হাউসের রুদ্ধদ্বার কক্ষে সোহরাওয়ার্দী সাহেব ও শেখ মুজিবর রহমানরা। আতাউর রহমানের সেখানে ডাক পড়িল না। তিনি কিছু জানিতেও পারিলেন না। পরিস্থিতিটা তাঁর মুখেই শুনুনঃ

“আমার সাথে কে কে মন্ত্রী হবেন, তার লিষ্টও নেতাই (অর্থাৎ শহীদ সাহেব) ঠিক করে দিলেন। আমাকে ডাকেনও নাই, জিজ্ঞেসও করেন নাই। তবে টেলিফোনে জানিয়ে দিলেন, কে কে মন্ত্রী হবেন আর কি কি বিভাগের ভার তারা নেবেন। নেতাকে খুব হাত করে নেওয়া হয়েছিল, নইলে এতটা করতে তিনি রাজী হতেন কি-না সন্দেহ। ... স্থির করলাম যথেষ্ট হয়েছে, আর কেন ? এরপর কপালে কি আছে বলা যায় না। যে পাল্লায় পড়েছি, তাতে সহজে নিস্তার নাই। মরার পরও আক্রোশ থাকবে, এমনকি বাড়বেও হয়ত। (নেতাকে) আমার সিদ্ধান্ত বললাম, ... আল্লাহর ওয়াস্তে অব্যাহতি দিন। আমি কমিশন ফেরৎ দেই। যার গরজ বেশী, শখ বেশী, তিনি ভার নিন। তাকেই ডাকা হোক--।” (ওজারতির দুই বছর---৪৭ অধ্যায়) আতাউর রহমান সাহেবের কপাল ভাল-ইহার অল্প কিছুদিন পরেই অক্টোবরের বিপ্লব আসিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া দিল, শামসুল হকের পথে আর তাহাকে যাইতে হইল না। তবে একথা আশা করি, তিনিও অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, দলীয় পাণ্ডুরা মহানির্বাণ লাভের সেই মোক্ষম পথটিই তাঁহার জন্য পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের শেষ পর্যায়ে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মার্শাল ল’ তাহাকে রক্ষা করিল।

বস্তুতঃ ইহাই আওয়ামী লীগের পলিটিকস। পাকিস্তানের রাজনীতিতে ভাঙ্গনের বাণী লইয়াই আওয়ামী লীগের আবির্ভাব, ভাঙ্গনের ভিতর দিয়াই উহার তিরোভাব। ভাঙ্গনের এই প্রতিমূর্তিরা যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গিয়াছে, ২১-দফা ভাঙ্গিয়াছে। যুক্তফ্রন্ট দলপতি অশীতিপর বৃদ্ধ-নায়ক-ফজলুল হক সাহেবের উপর আঘাত হানিয়াছে, মৌলানা ভাসানীকে আঘাত করিয়াছে, শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের শেষ ইচ্ছাকে কবর দিয়াছে, পার্টির গোড়াপত্তনকারী সেরা সেরা নেতাকে তাড়াইয়াছে, যেসব নিঃস্বার্থ কর্মী নাজিমুদ্দিন, নূরুল আমিন সরকারের হাতে নির্যাতন সহিয়া পার্টি সংগঠন করিয়াছে, পার্টি-মুখপত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়াছে, পাকিস্তানের রাজনীতিতে ধূমকেতুবৎ আবির্ভূত হইয়া উপর্যুক্তপরি ভাঙ্গাভাঙ্গির খেল খেলিয়া পাকিস্তানের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিপর্যস্ত করিয়াছে, কার্জন হল-কাগমারী সম্মেলনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের বুকে বৈদেশিক সংস্কৃতি আমদানী করিয়া জাতীয় দেহে মারাত্মক বিজাতীয় বিষ ঢুকাইয়াছে, ছাত্র-তরুণদিগকে দলীয় রাজনীতিতে টানিয়া আনিয়া তাহাদের প্রতিজ্ঞা উন্মেষের

বারটা ত বাজিয়াছেই, সেই সঙ্গে অশান্তি-উচ্ছৃঙ্খলতার একটা বন্যা বহাইতে চেষ্টা করিয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত ৬-দফার ভিতর দিয়া জাতীয় সংহতি ও অগুতা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া পাকিস্তানকেই ভাঙ্গিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছে। ইহাদের জাতীয় সংহতি বিরোধিতার কথা গোলাম মোহাম্মদ খান লুন্ডখোরের মত আজীবন সোহরাওয়ার্দী-ভক্ত গোড়া আওয়ামী লীগের প্রকাশ্য বিবৃতিতে স্বীকার করিয়াছেন।

জনৈক বিশিষ্ট আওয়ামী নেতা ও একটি জেলার একজন প্রধান আওয়ামী পদাধিকারী দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন : ১৯শে আগষ্ট তারিখে হোটেল ইডেনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পাঁচ-ছয় ঘণ্টাব্যাপী সম্মেলনে যত বক্তৃতা ভাষণ হইয়াছে, তার কোনটিতে একটি বারের জন্যও “পূর্ব পাকিস্তান” শব্দটি উচ্চারিত হইতে শোনা যায় নাই, তৎস্থলে প্রত্যেকের মুখে শোনা গিয়াছে, “পূর্ব বঙ্গ”।

‘পাকিস্তান’ বা ‘পূর্ব পাকিস্তান’ নাম বর্জনের এই ইচ্ছাকৃত অপচেষ্টা দেখিয়া উক্ত আওয়ামী নেতা পর্যন্ত ভাবিত হইয়া পড়িয়াছেন। তবে কি ৬-দফা শেষ পর্যন্ত ১-দফাতে আসিয়া ঠেকিবে ? কেন্দ্রীয় সংগঠনের প্রতি ইহাদের ‘সালাম আলয়কুম’ কি বৃহত্তর কিছুই ইঙ্গিত বহন করে ? বর্ণিত আওয়ামী লীগ নেতা এই জিজ্ঞাসার জবাব এখনও পান নাই। হয়তো বা পাইয়াছেন, সংশয়।

দৈনিক পয়গাম

১লা নভেম্বর ১৯৬৭

রাজনৈতিক হালচাল

স্পষ্টভাষী

কাঁচা বয়সে বড় লোকের ছেলেপিলেদের অনেকেই বামপন্থী হয়। বিলাতে ও পাশ্চাত্য দেশে ত ওটা একটা ফ্যাশন। অবশ্য আবার এরূপও দেখা যায় যে, দিনের বেলায় বামপন্থী রাতের বেলায় ডানপন্থী, দিনের বেলায় কম্যুনিষ্ট রাতের বেলায় কামনিষ্ট হইয়া হোটেল-বারে নাইটক্লাবে “সর্বহারার বিপ্লব” সাধন করিয়া একেবারে শ্রেণী-বর্ণ-ধর্মহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু মূলে ভুল তাদের মোটেই হয় না। পান-ভোজনে, ভোগ-বিলাসে, বক্তৃতা-বিবৃতিতে যত “বিপ্লব”-ই তারা করুক, নিজেদের জমিদারী, ফ্যাক্টরী, ইণ্ডাস্ট্রী চালাইতে গিয়া প্রজা-ঠ্যাঙ্গানো, শ্রমিক-নিগুড়ানোর ব্যাপারে কারো চেয়ে তারা কম যায় না। আমাদের দেশের একজন বিরাট বড়লোকের বামপন্থী সন্তানকে আমরা জানিতাম, যিনি একদিকে “বিপ্লবও” করিতেন, আবার অন্যদিকে প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকা আয়ের বিশাল জমিদারী, বিভিন্ন শহরে

বহুবালাখানা, অসংখ্য দাস-দাসী, গোলাম-বান্দী, ডজন দেড়েক মূল্যবান মোটর গাড়ীর মালিক এবং বহু সংখ্যক ভাড়া-বাড়ীর ল্যাণ্ডলর্ড হিসাবে শাহী কায়দায় “সর্বহারা” জীবনযাপন করিতেন। বিপ্লবের বন্দুক সাফ করা ও চাকুতে শান দেওয়ার জন্য বছরে কয়েকবার করিয়া বিলাতে, কন্টিনেন্টে ও ঘুরিয়া আসিতেন। আবার বামপন্থী সুবাদে কোন কোন সমাজতন্ত্রী দেশের সঙ্গে একচেটিয়া ব্যবসাও বাগাইয়া লইয়া লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা করিতেন। এরূপ “বিপ্লবী” হইতে পারিলে আর ঠেকা কি? আসলে এই শ্রেণীর বামপন্থীগিরিও এক ধরনের ব্যবসা। এবং এরূপ ব্যবসা চলেও ভাল। গাছের আগারটাও খাইতে ও তলারটাও কুড়াইতে পারিলে লোকশানের আর ভয় কি?

আমাদের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী, বর্তমানের “সর্বহারা” ভুট্টো সাহেব একজন বামপন্থী। আগে ততটা জানিতাম না, এখন জানিতেছি। একজন বড়লোকের ছেলের ‘বামপন্থী’ হইতে যা’ যা’ গুণাবলী থাকা দরকার সবই তার আছে এবং পুরা মাত্রায়ই আছে। বিপুল পৈত্রিক সম্পত্তি আছে, বাড়ী-গাড়ী, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স সবই আছে। এরূপ সর্বহারাদের বিপ্লবী বামপন্থী রাজনীতি করিতে আর অসুবিধা কি? জনগণের জন্য ইহাদের হৃদয় বড় কাঁদে এবং দিনের চেয়ে রাত্রিবেলাতেই একটু বেশী কাঁদে। প্রাণের বেদনা যখন আর চাপিয়া রাখিতে পারেন না, তখন মেট্রোপোল, বীচ লাক্সসারী বা কন্টিনেন্টালে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হলে প্রেস কনফারেন্স ডাকিয়া অথবা বিশেষ ধরনের পার্টি জমাইয়া ইহারা জনগণের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে কাঁদিয়া হৃদয়ের ভার লাঘব করেন। প্রাণের বেদনা লাঘব করিতে না পারিলে রাত্রে আবার ইহাদের চোখে ঘুম আসে না, স্লিপিং পিল খাইতে হয়। বামপন্থী ভুট্টো সাহেব পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি প্রাণের টানে সম্প্রতি ঢাকায় আসিয়াছিলেন। স্থানীয় সব বৃহৎ হোটেলে কয়েক রাত্রি যাপন করিয়া হোটেলের এয়ারকন্ডিশন হলে যথারীতি প্রেস কনফারেন্স ডাকিয়া, আসমান-জমিনের মধ্যবর্তী প্রায় সমুদয় বিষয়ে স্বীয় অমূল্য অভিমত ব্যক্ত করিয়া এবং চিরাচরিত অভ্যাসমত বিভিন্ন জনকে কনফ্রন্টেশনের চ্যালেঞ্জ ছুড়িয়া মারিয়া ভুট্টো সাহেব ঢাকা ত্যাগ করিয়াছেন। প্রকাশ, ঢাকার তিনি বিরোধী দলীয় দুই-চারি জনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎও করিয়াছিলেন; কিন্তু কাহারও নিকট হইতেই কোন উৎসাহ বা সাড়া পান নাই। দুঃখের বিষয়, পূর্ব পাকিস্তানে ভুট্টো সাহেব এসব একজন নেতা উপনেতাকেও খুঁজিয়া পান নাই, যিনি তাহার সহিত একমত বা তাঁহার সঙ্গে কাজ করিতে আগ্রহশীল। প্রেস কনফারেন্সের বক্তৃতায় এই ক্ষোভ তিনি আকারে- ইঙ্গিতে প্রকাশও করিয়াছেন। বামপন্থী ভুট্টো সাহেবের বিপ্লবী মতবাদ এখানে মোটে

বিকাইলই না, এটা ক্ষোভের কারণ বৈকি? আফসোস করিয়া তিনি বলিয়াছেন : এখানকার বিরোধী দলগুলির মধ্যে আভ্যন্তরীণ আদর্শগত সংঘাত এত বেশী যে, ঐসব দলের কোনটিতে যোগদান করা তাঁরপক্ষে সম্ভবপর নয়। স্ব-বিরোধিতার জন্য সুপরিচিত ভুট্টো সাহেব আবার পরক্ষণেই বলিয়াছেন যে, আভ্যন্তরীণ সংঘাত পার্টির স্বাস্থ্যের পক্ষে কল্যাণকর : উহাতে পার্টির নীতি ও আদর্শ পরিষ্কার হইয়া উঠে।

জনাব ভুট্টো সরকারী খরচে তিন মাস বিদেশে ছুটি ভোগ করিয়া দেশে ফিরার পর বহু আবেল-তাবোল কথা বলিয়াছেন, মুসলিম লীগের ভিতরে ‘প্রগতিশীল’ ব্লক গঠনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, প্রায় সবকয়টি বিরোধী দল উপদলের দ্বারা বৎসরাধিককাল ধর্গা দিয়াছেন। কিন্তু কেহই তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইতে আগ্রহ প্রকাশ করে নাই, বরং সবাই এই মাত্রাজ্ঞানহীন চপলমতি আত্মতৃপ্ত অর্বাচীনকে একটি রাজনৈতিক এতিম হিসাবে উপেক্ষা করিয়াছে। কারণ সবাই জানে : হোটেলের প্রেস কনফারেন্স পর্যন্তই এইসব বিমান বিহারী বড়লোক বামপন্থীদের পলিটিক্সের দৌড়। তাই সবাই তাঁকে পত্রপাঠ বিদায় দিয়াছে। সর্বশেষ তিনি আসিয়াছিলেন পূর্ব পাকিস্তানে ভাগ্য যাচাই করার জন্য। দেখা গেল : সেগুড়ে এখানেও বালি। এখন নাকি তিনি নতুন পার্টি খাড়া করিবেন। দেখা যাক, সেটা কি ধরনের ককটেল পার্টি হয়।

অনেকে ভুট্টো সাহেবের নাম দিয়াছে মিঃ কনফ্রন্টেশন। কারণ, কনফ্রন্টেশন কথাটা তার মুখে একটা সস্তা বুলি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কথায় কথায় তিনি যাকে তাকে কনফ্রন্টেশনের চ্যালেঞ্জ ছুড়িয়া মারেন। কিন্তু হঠাৎ যদি কেউ সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিয়া বসে, তখন তিনি অবশ্য লেজ গুটাইয়া পিছটান মারিতে লজ্জা বোধ করেন না। গত বছর ২০শে মার্চ এই ঢাকাতেই তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের ৬-দফা প্রোগ্রামকে “বিচ্ছিন্নতাবাদী ও পাকিস্তানের ঐক্য-সংহতি বিনাশী সুগভীর চক্রান্ত” বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া উক্ত বিষয়ে শেখ সাহেবকে কনফ্রন্টেশনের (অর্থাৎ বিতর্কে অবতীর্ণ হইবার) চ্যালেঞ্জ দিয়াছিলেন। ঐরূপ চ্যালেঞ্জ দেওয়ার অভ্যাসটা অবশ্য বরাবর শেখ মুজিবেরই একচেটিয়া ছিল। তার “মনোপলী রাইটে” ভুট্টো সাহেব হস্তক্ষেপ করায় তিনি চটিয়া লাল। ভুট্টোর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিয়া মুজিবুর রহমান পাল্টা বিবৃতি দিলেন এবং বিতর্কের দিন, ক্ষণ ও স্থান জানিতে চাহিলেন। কিন্তু ততক্ষণে ভুট্টো সাহেব প্রকৃতিস্থ হইয়া হয়ত বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এসব রাজনৈতিক ইস্যুতে বাহাসের কোন দাম নাই। কনফ্রন্টেশন বা বিতর্ক দ্বারা এই সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা হয় না এবং এসব প্রশ্নে কোন বিতর্ক চালাইতে হইলে যে শান্ত সুস্থ পরিবেশ অপরিহার্য প্রতিপক্ষ তাহা বজায় রাখিতে

কিছুতেই দেয় না ও দিবে না। বরং তাহারা ইচ্ছাকৃতভাবে পরিবেশ উত্তপ্ত অপরিচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়া সর্বসাধারণকে আরও বিভ্রান্ত করার সুযোগ গ্রহণ করিবে। ভুট্টো সাহেব চ্যালেঞ্জ দিবার সময়ও পার্টির কাহাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেন নাই। চিরাচরিত অভ্যাসবশতঃ বোঁকের মাথায় চ্যালেঞ্জ দিয়া বসিয়াছিলেন। আবার পিছটান মারার সময়ও কাহারও সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজনবোধ করেন নাই। এইভাবে একবার নয়, একাধিকবার তিনি নিজেকে ও পার্টিকে অযথা হাস্যাস্পদ করিয়াছেন। পরিপক্ক ও দায়িত্বশীল রাজনীতিক কখনও এরূপ অপরিণামদর্শী কার্য করিতে পারে না।

কনফ্রন্টেশনের চ্যালেঞ্জ দেওয়ার ক্রমিক রোগ ভুট্টো সাহেবের এখনও সারে নাই। এবং সারে নাই বলিয়াই তিনি সম্প্রতি ঢাকাতে আরেক দফা চ্যালেঞ্জ দিয়া গিয়াছেন সবুর সাহেবকে। এবারকার চ্যালেঞ্জ রাজনৈতিক বিষয়ে নয়। সাংস্কৃতিক বিষয়ে। তিনি বলিয়াছেন : “আমি অবাঙ্গলী বলিয়া সবুর সাহেব কেন মনে করেন যে, রবীন্দ্র কাব্যসাহিত্য সম্পর্কে আমার জ্ঞান তাঁর চেয়ে কম? পলিটিক্যাল কনফ্রন্টেশন তো আছেই, আসুন একবার সাংস্কৃতিক কনফ্রন্টেশনে এক হাত হইয়া যাক। তাতে আমি আমার দাবী (অর্থাৎ রবীন্দ্র-কাব্যের পাণ্ডিত্য) প্রমাণ করিব।

তাহারা যা বলিয়াছে, তোতাপাখীর ন্যায় তাহাই তিনি বলিয়া অন্ততঃ ঐ মহলের বাহুবা অর্জনের চেষ্টা করিয়াছেন। বস্তুতঃপক্ষে ছায়ার বিরুদ্ধে মুঠাঘাত করিয়া ভুট্টো সাহেবই নিজেকে হাস্যাস্পদ করিয়াছেন। নচেৎ ঐসব উদ্ভট অবাস্তব উক্তি করিয়া কনফ্রন্টেশনের চ্যালেঞ্জ তিনি দিতে পারিতেন না। হঠাৎ বামপন্থী বিপ্লবী সাজিয়া ভুট্টো সাহেব যে বিশেষ মহল হইতে প্রেরণ আহরণ করিতেছেন, সেখানে কালচারাল রেজিমেন্টেশন চরমরূপে বর্তমান থাকিলেও পাকিস্তানের স্বাধীন পরিবেশে যে উহার বালাই নাই, একথা এতদবিষয়ে একান্ত অজ্ঞ ভুট্টো সাহেবের স্থূল স্পীত মস্তিষ্কে কে ঢুকাইয়া দিবে ?

পাকিস্তানে রবীন্দ্র কাব্যসাহিত্য কোন দিন নিষিদ্ধ হয় নাই, এমনকি, বন্ধিমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের লেখার ন্যায় চরম মুসলিমবিরোধী উগ্র সাম্প্রদায়িক লেখাও যে এখানে কখনও নিষিদ্ধ নয় বরং সেগুলি এখানকার শিক্ষায়তন সমূহে পূর্ববৎ পঠিত হইতেছে, একথা অজ্ঞতার প্রতিমূর্তি ভুট্টোকে কে বলিয়া দিবে? সাংস্কৃতিক বিষয়ে সরকারের কোন ছক কাটিয়া পথ নির্দেশ দেয়ার প্রয়োজন হয় নাই, পাকিস্তানী জাতি তমদ্দুনের ‘নীল নকশা’ স্বয়ং তৈয়ার করিয়া লইয়াছে এবং ভুট্টো সাহেব রাজনীতি করিতে চান, করুন। কিন্তু

আবার সাংস্কৃতিক বিষয়ে মাথা গলাইবার এই বাতিক তাকে পাইয়া বসিল কেন? হেড অফিসে কি এতই গোলযোগ?

বাঙলা কবিতার কয়েকটি ইংরেজী তরজমা পড়িয়াই কনফ্রন্টেশন।

গ্রেস কনফারেন্সে তিনি বলিয়াছেন : জাতির সাংস্কৃতিক বিষয়ে পথ নির্দেশ করা কোন সরকারের উচিত নয়। যে সমস্ত লোক সংস্কৃতির কিছু বুঝে না, তাহাই সংস্কৃতির ‘নীল-নক্সা’ রচনা করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন্যায় আন্তর্জাতিক কবির কাব্য পাঠ করিতে নিষেধ করা নিছক বাতুলতা। সরকার একদিকে ভারতের সশস্ত্র আক্রমণকে অগ্রাহ্য করিতেছেন, অপরদিকে তাহাদের তথাকথিত সাংস্কৃতিক অভিযানের ঢাকঢোল পিটাইয়া ছায়ার বিরুদ্ধে মুঠাঘাত করিয়া উদ্যমে অপচয় করিতেছেন। লোকে কোন কবির লেখা পড়িবে না পড়িবে, সে নির্দেশ দেওয়া সরকারের উচিত নয়।

ভুট্টো সাহেবের অসংলগ্ন কথাগুলির আগামাথা খুঁজিয়া পাওয়া অবশ্য খুবই দুষ্কর। তবে এটা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, একদা যে মহলটি কাগমারী, কার্জন হলে দুই বাংলার সাংস্কৃতিক ঐক্য বিধানের জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছিল এবং সাংস্কৃতিক স্বাধিকারের নামে আজ পর্যন্ত অখণ্ড বঙ্গ-সংস্কৃতির ক্ষেত্র প্রস্তুতের অপপ্রয়াস পাইতেছে, মিঃ ভুট্টো ঢাকায় আসিয়া আর কোথাও কোন ঠাঁই না পাইয়া তাহাদেরই হাতে নিজেকে সপিয়া দিয়াছিলেন।

সেই নকশা সম্মুখে রাখিয়াই ব্রাহ্মণব্যবাদের মোকাবিলায় স্বীয় জাতীয় আজাদী ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালাইয়াছে। ভুট্টোর ন্যায় হঠাৎ গজাইয়া-উঠা ব্যক্তি পাকিস্তান আন্দোলনের ইতিহাস না-জানিতে পারেন (বস্তুতঃ পাকিস্তান আন্দোলনের ধারে কাছেও তিনি কোনদিন ছিলেন না); কিন্তু একথা দিবালোকের মত সত্য যে, পাকিস্তান শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতার আন্দোলন ছিল না, উহা তামদ্দুনিক আজাদীরও আন্দোলন ছিল, বরং তামদ্দুনিক আন্দোলনটাই প্রথম সূচিত হইয়াছিল। তাই দুশমনরা পাকিস্তানকে অন্যদিক দিয়া ধ্বংস করিতে ব্যর্থ হইয়া কতিপয় এজেন্টের সাহায্যে ইহার তমদ্দুনকেই গ্রাস করার সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র চালাইতেছে। সেই মুষ্টিমেয় এজেন্টরাই রবীন্দ্রনাথকে বঙ্গভাষী পাকিস্তানীদের “জাতীয় কবি” এবং “পূর্ব পাকিস্তানী সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ” বলিয়া চালাইবার অপচেষ্টা করিয়া জাতিত্যাগী পাকিস্তানী জনতার ইস্পাত-কঠিন হস্তের মুঠাঘাতে জর্জরিত হইয়াছে। সরকারের কিছু করার প্রয়োজন হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে না, এ বিষয়ে ভুট্টো সাহেব ও তার নবীন বন্ধু “রবিউল্যোরা” নিশ্চিত থাকুন। জনগণই ঐ অখণ্ড বঙ্গ সংস্কৃতির এজেন্টদের মোকাবিলা করার দায়িত্ব লইয়াছে।

দৈনিক পয়গাম
৩রা নভেম্বর ১৯৬৭
রাজনৈতিক হালচাল
স্পষ্টভাষী

ভুট্টো সাহেবকে লইয়া দেখি মহা বিপদেই পড়া গেল। ভদ্রলোক ঢাকা হইতে লাহোর হইয়া করাচী পৌছিয়াই তার নতুন সাক্ষাৎ শেখ মুজিবর রহমানকে ৬-দফার উপর আবার কনফ্রেন্সেশনের চ্যালেঞ্জ দিয়াছেন। এটা অবশ্য তাঁর কোন নতুন চ্যালেঞ্জ নয়। তিনি গত বছর ২০ শে মার্চ ঢাকায় শেখ মুজিবের ৬-দফা প্রোগ্রামকে ‘বিচ্ছিন্নতাবাদী ও পাকিস্তানের ঐক্য-সংহতি বিনাশী সুগভীর চক্রান্ত’ বলিয়া অভিহিত করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের যেকোন স্থানে এ বিষয়ে বিতর্কে অবতীর্ণ হইবার জন্য তাঁকে (শেখ মুজিবকে) যে- খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ দিয়াছিলেন, করাচীর চ্যালেঞ্জ উহারই পুনরাবৃত্তি। অথচ এই ভুট্টো সাহেবই মাত্র পাঁচদিন আগে ঢাকার প্রেস কনফারেন্সের মুজিবর রহমানের ৬-দফা প্রোগ্রামকে কত লম্বা-চওড়া সার্টিফিকেটই না দিয়া গেলেন। এমনকি পাকিস্তান আন্দোলনের সময় যে মুজিবর রহমান মাত্র একজন কলেজ ষ্টুডেন্ট ছিলেন, তাকেই ভুট্টো সাহেব পাকিস্তান সংগ্রামের একজন অগ্রগামী সেনানী ও বর্তমানের অন্যতম জাতীয় নেতা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় ভুট্টো সাহেব নেহাৎ বালক না হইলেও মুজিবর রহমানের মতই একজন তরুণ ছিলেন। শেখ মুজিব সে সময় অন্ততঃ ছাত্রনেতাদের পিছনে ভলান্টিয়ারী করিয়াছেন, ভুট্টো সাহেব তাহাও করেন নাই। পাকিস্তান আন্দোলনের খবর পত্র তিনি রাখেন না, সে সংগ্রাম তিনি আদৌ দেখেন নাই। বিশেষতঃ বাংলা তাঁর কাছে ছিল নিতান্তই বিদেশ। দুই যুগ পূর্বকার আন্দোলনের বিন্দু বিসর্গও তার জানা নাই। অতএব যেটা তিনি জানেন না সে সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করিতে যাওয়া তারপক্ষে নিছক বাতুলতা। ভুট্টো সাহেব এখন আর তরুণ নন, এখন তার যথেষ্ট বয়স হইয়াছে। বেশ কিছুকাল একটি বড় দায়িত্বশীল পদেও তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব তাকে হাতে ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া একটি বড় পদে বসাইয়াছিলেন। সেই পদে থাকিয়া তিনি দেশ-দুনিয়া ঘুরিয়া অনেক কিছু দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। চপলমতি বাক্যবাগীশ ভুট্টো সাহেব ভিন্নভাবে সেই সুযোগের ব্যবহার করিয়াছেন, উহার সদ্ব্যবহার করেন নাই, হাওয়ার বুকো পাখা মেলিয়া সুখের পায়রার ন্যায় উড়িয়া বেড়াইয়াছেন, যাহা শিখিতে পারিতেন তাহা শিখেন নাই। বরঞ্চ, তাঁর অকূটনৈতিক অরাজনৈতিক সুলভ মাত্রাজ্ঞানহীন উক্তি ও অসাবধান আচরণ দেশের অনেক ক্ষতি

করিয়াছে, পার্টি ও গভর্নমেন্টকে অকারণে অনাহুতভাবে অনেক জটিলতার মুখে নিক্ষেপ করিয়াছে, এমনকি, বহু ক্ষেত্রে সাংঘাতিকভাবে বেইজ্জত ও বিব্রত করিয়াছে। তাই অতবড় সুযোগ ও উচ্চপদ পাইয়াও তিনি তাহা রাখিতে পারেন নাই। তাহাকে বিদায় লইতে হইয়াছে।

অনেক লোক আছে, যাদের বয়স পাকিলেও জ্ঞানবুদ্ধি পাকে না। ভুট্টো সাহেবও কাচাই থাকিয়া গেলেন। তার বালসুলভ চপলতা ও অস্থির চিন্তা গেল না। তার উদ্ভট, অসংলগ্ন ও স্ববিরোধিতাপূর্ণ কথাবার্তা শুনিয়া মনে হয় যেন আজকাল সর্বক্ষণই তিনি কতকটা এ্যাবনরমাল থাকেন। জানি না ইহার হেতু কি? পলিটিকস তিনি যাহাই করুন, অভিজাত সন্তান হিসাবে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা ও অভ্যাস যাহাই হউক, অন্ততঃ উক্তি ও অভিব্যক্তিতে কিছুটা সংগতি থাকিতে হইবে। জানি তার ন্যায় অভিজাতের পক্ষে অত উঁচু হইতে এত নীচে ধূলা কাদা মাখা জনতার মধ্যে নামিয়া আসিয়া জনগণের পলিটিকস করা পোষাইবে না।

নবীর পুতুল গলিয়া যাইবে, সোনার অঙ্গ কালি হইয়া যাইবে। দেশের একমাত্র সুসংগঠিত পার্টি, অগণিত মানুষের মহা প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারীরূপে জনতার সঙ্গে একাত্ম হইবার, জনগণের সেবা করিবার যে বিরাট সুযোগ প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের দওলতে তিনি পাইয়াছিলেন তাহা তিনি রাখিতে পারিলেন না। জনগণের মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনর্মুখিকভব ভুট্টো হোটেলের প্রকোষ্ঠে তাঁর বিচিত্র রঙীন পলিটিক্সের আখড়া জমাইতে প্রয়াস পাইতেছেন। অবশ্য এসব অভিজাত সন্তানদের পোষাকী ‘বামপন্থী’ পলিটিক্সের দৌড় ঐ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হোটেলের প্রকোষ্ঠে আয়োজিত প্রেস কনফারেন্স পর্যন্তই। যখন-যেমন-তখন-তেমন দুই-চারিটা মুখরোচক বিপ্লবী কথা বলিয়া এই শ্রেণীর বিমানবিহারী স্বনিয়োজিত “লিডাররা” বাজীমাতের আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। জানি, মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। জানি, ভুট্টো সাহেবের পলিটিক্সের দৌড়ও ঐ পর্যন্তই। কিন্তু তাই বলিয়া কি তিনি চৌ-মাথার লাইট পোস্টটাকে মধ্যরাত্রিতে প্রাণশখা মুজিব প্রেমে জড়াইয়া ধরিয়া চুমা খাইতে আরম্ভ করিবেন? মাত্রাজ্ঞান এতটা হারাইলে চলিবে কেন? আমাদেরও যে শরম লাগে।

বিপ্লবী ভুট্টো সাহেব নাকি সোশ্যালিজম করিবেন। তবে সেটা রুশ, চীনা বা যুগোস্লাভ ছাঁচের সোশ্যালিজম নয়। (ভুট্টো সাহেব অবশ্য ‘কম্যুনিজম’ শব্দটা ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি জানেন না যে, ঐসব দেশেও কম্যুনিজম নয়, বরং সোশ্যালিজমের পর্যায়ই চলিতেছে। কম্যুনিজমের পর্যায় আসিতে এখনও অনেক দেরী)। মিঃ ভুট্টো নাকি “পাকিস্তানের জনগণের

প্রয়োজনমাপক” এক বিশেষ ধরনের সোশ্যালিজম চালাইবেন। ভুট্টোর উদ্ভাবিত সেই অভিনব সোশ্যালিজমের নাম নিশ্চয়ই ‘ভুট্টোইজম’ হইবে। অবশ্য ভুট্টোইজমের কোন মেনিফেস্টো এখনও বাহির হয় নাই। এখনও ইহা অপদার্থ রূপে তরল আকারে ভুট্টো ইজমের ভাবী জনকের মস্তকেই বিরাজ করিতেছে।

ভুট্টো সাহেব বলিয়াছেন যে, আগেকার দিনে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া রাজনীতি গড়িয়া উঠিত। নেতার চারিদিকে সকলে চক্রাকারে ঘুরিত। কিন্তু এখন প্রোগ্রাম ও আদর্শকে কেন্দ্র করিয়া পলিটিক্স গড়িয়া উঠিতেছে। এটা অবশ্য সত্যেরই স্বীকৃতি। পূর্ব পাকিস্তানে ততটা না-হইলেও পশ্চিম পাকিস্তানের পলিটিক্স আগেকার যুগে নবাব-যুবা, মিয়া-মালিকদের অভিজাত শ্রেণীরই একচেটিয়া ছিল, জনসাধারণের উহাতে প্রবেশাধিকার ছিল না। প্রজা ও ভূমিহীন মজুরদল তাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা জমিদার বা নবাব সাহেবকে ভোট দিতে ও সমর্থন করিতে বাধ্য ছিল। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব সেই ফিউডালিজম বিলোপ করায় এবং পার্লামেন্টারী ডেমোক্রেসির নামে প্রচলিত পলিটিক্যাল ফিউডালিজম বা রাজনৈতিক কৌলিন্যবাদ চূর্ণ করিয়া দেওয়ায় এখন জনগণের রাজনীতি গড়িয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছে। বর্তমান সিস্টেমে জনগণকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া পলিটিকসের অভিজাতদের মনোপলী চালাইবার আর সুযোগ নাই। পার্লামেন্টারী আমলে এই ভুট্টো সাহেবদের সিন্দুতেই গুটিকয়েক অভিজাত পরিবারের বংশানুক্রমিক কলহকোন্দলে সেখানকার রাজনৈতিক পরিবেশ বিরূপ বিষাক্ত হইয়াছিল এবং কত রাজনৈতিক হাঙ্গামা, গুণ্ডামি, অপহরণ, লুণ্ঠন, এমনকি হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হইয়াছিল, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নহে। এক নেতা অপর নেতাকে পাকড়াও করিয়া শত শত মাইল মরুপথে টানাহাঁচড়া করিয়া লইয়া গিয়া গুম করিয়া ফেলিত, এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। ঐসব অভিজাতেরা রাজনীতিকে এতই কলুষিত করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, জনগণের অবস্থার উন্নয়নমূলক কোন কাজ সেই পরিবেশে করা সাধ্যাতীত ছিল। তখন টাকা ল্যান্স হইয়াছে, সম্পদের অপচয় হইয়াছে, আর দেশের উন্নয়নের নামে কতিপয় অভিজাতের অধিকতর ভাগ্যোন্ময়ন হইয়াছে। আইয়ুবের অনুষ্ঠিত বিপ্লব তাঁর প্রবর্তিত শাসনতন্ত্র তার পরিচালিত স্থিতিশীল ও গণ-অনুকূল সরকার এবং তাঁর নেতৃত্বে সংঘটিত বিপ্লবাত্মক সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারসমূহের দরুন শুধু সিদ্ধ বা পশ্চিম পাকিস্তানে নহে, বরঞ্চ সারাদেশে অভিজাত ও কায়েমী স্বার্থীচক্র বহুলাংশে পর্যুদস্ত হইয়াছে। ভুট্টো সাহেব গদিচ্যুত হওয়ার পূর্বে পঞ্চমুখে এসবের প্রশংসা করিতেন। কিন্তু ক্ষমতাচ্যুত হইয়া এখন তিনি আবার সেই সগোত্রীয়দের সঙ্গেই হাত মিলাইয়াছেন।

যাহারা প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের নেতৃত্বে সংঘটিত বৈপ্লবিক পরিবর্তনসমূহকে বানচাল করিয়া সাবেক দিনের অরাজকতাপূর্ণ ব্যবস্থা ফিরাইয়া আনিতে সচেষ্ট। এইত বামপন্থী ভুট্টো সাহেবের বিচিত্র ‘বিপ্লবী’ রাজনীতির নমুনা।

ইহাই তার ভুট্টোইজম।

সাবেক দিনে দেখা যাইত, শীতের মওসুমটাই অভিজাত রাজনৈতিক, সানডে-পলিটিশিয়ান, অদলীয় নেতৃবর্গ-এক কথায় গায়ে-মানে না-আপনি-মোড়লদের পলিটিক্সের মওসুম। শীত মওসুমে তাহারা বড় বড় সিটিতে কনফারেন্স করিয়া (এবং সেই সংগে ক্রিকেটের টেষ্টম্যাচ দেখিয়া) দেশোদ্ধার করিতেন। ভুট্টো সাহেব সোশ্যালিজমের টুপি পড়িয়া বামপন্থী সাজিলেও অভিজাত সন্তান। তাই তিনি গ্রীষ্ম ও বর্ষা-বাদলে রাজনৈতিক তীর্থদর্শনে বাহির হন নাই, হইয়াছেন শীতের মওসুমে। ২৬শে অক্টোবর ঢাকায়, ২৮ শে অক্টোবর লাহোরে ও ৩১ শে অক্টোবর করাচীতে তিন তিনটা প্রেস কনফারেন্সে বক্তৃতা করিয়া এবং “ক্রস-সেকশনের” (অর্থাৎ কাউন্সিল লীগ, আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, এন ডি এফ ও পি ডি এমের কয়েকজন নেতা উপনেতা) সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া ভুট্টোইজমের ভিৎ প্রায় গড়িয়া ফেলিয়াছেন, এখন ব্যাঙ্ক, ইনস্যুরেন্স কোম্পানী, কলকারখানা, পূর্বাপট ন্যাশনলাইজ করিলে সোশ্যালিজম হয় আর কি ! সে নোটিশও তিনি লাহোরের প্রেস কনফারেন্সে দিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু স্বগোত্রীয় অভিজাত শ্রেণীর যে ভেস্টেড ইনটারেস্ট এখনও অবশিষ্ট আছে। সেগুলি সম্পর্কে তিনি নির্বাক। ভুট্টো সাহেব উত্তম রূপেই জানেন যে, বর্তমান শাসনামলে দেশের উন্নয়নে প্রাইভেট সেক্টরের এলাকা নিতান্ত সীমিত, পাবলিক সেক্টরই সর্বপ্রধান। যত কিছু বৃহৎ কার্য পাবলিক সেক্টরেই করা হইয়াছে ও হইতেছে। দেশে ভারী শিল্পের সংখ্যা যা এখনও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। সেগুলি কিছু গড়িয়া উঠিয়াছে, তা’ সবই পাবলিক সেক্টরে। পাওয়ার স্টিল, ফার্টিলাইজার গ্যাস, সিমেন্ট, মেশিন টুল, জাহাজ নির্মাণ-সবকিছু শিল্প সরকারী সংস্থার উদ্যোগে পাবলিক সেক্টরে হইয়াছে। শিপিং-এর ক্ষেত্রেও সরকারী উদ্যোগই মুখ্য। ট্রান্সপোর্ট বা পরিবহণ ক্ষেত্রেও পাবলিক সেক্টরের উদ্যোগ দ্রুত সম্প্রসারিত হইতেছে। এমনকি, এই আমলে আন্তর্জাতিক আমদানী-রফতানী বাণিজ্য ও নবগঠিত সরকারী সংস্থা অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। পাটের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও কয়েকটি স্বার্থীদের এলাকা ক্রমেই সঙ্কুচিত ও সরকারী সংস্থার উৎপাদন বর্ধিত হইতেছে। এর জন্য কায়েমী স্বার্থবাদীদের অভিযোগের অন্ত নাই। বস্তুতঃ সরকারী নীতিকে ব্যর্থ করার জন্য তাহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। উন্নয়ন ঋণ ও সাহায্য প্রদানকারী কোন কোন বৈদেশিক মহল প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের আমলে পাবলিক সেক্টরের

এই ব্যাপক সম্প্রসারণ ও সরকারী উদ্যোগের ক্রম বিস্তৃতি আদৌ ভাল চক্ষে দেখিতেছে না। কিন্তু সরকার পাবলিক সেক্টর বাড়াইয়াই চলিয়াছেন। ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স কোম্পানীসমূহও স্টেট ব্যাঙ্ক বা সরকারী কর্পোরেশন কর্তৃক কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। ভুট্টো সাহেব এসব কথা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এতদসত্ত্বেও তিনি ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স কোম্পানী, শিল্প-কারখানা প্রভৃতি জাতীয়করণের বুলি কপচাইয়াছেন। প্রাইভেট সেক্টরের উদ্যোগ এমনিতেই আশাশ্রিত নয়। তদুপরি এইসব কথা বলার অর্থ বেসরকারী উদ্যোগকে আরও ভীতিগ্রস্ত করিয়া দূরে সরাইয়া দেওয়া। বামপন্থী ভুট্টো সাহেবের অন্ততঃ এটুকু জানা থাকা উচিত যে, কয়েকটি ব্যাংক, ইনসিওরেন্স কোম্পানী, ন্যাশনালাইজ করা ই সোশ্যালিজম নয়, উহাতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ছাড়া অন্য কোন হিত সাধিত হয় না। জনাব ভুট্টোর আরও জানা উচিত যে, অরণ্যে বা শূন্য মরুভূমিতে সোশ্যালিজম হয় না, জনপদেই হয় এবং সোশ্যালিজম করিতে হইলেও ন্যূনতম অর্থনৈতিক মান বা ভিত্তির প্রয়োজন। অভিজাত সম্ভ্রান্ত ভুট্টো সাহেব হঠাৎ বামপন্থী বিপ্লবী সাজিয়া সবটাকেই ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়িতেছেন। হয়ত এরই নাম ভুট্টোইজম।

Morning News
20th November 1967
Gleanings from the Urdu Press
Mr. Bhutto's politics

Mashriq, said in an editorial last week “Ever since Mr. Bhutto left the Central Cabinet, he has started feeling so much concerned about the people and their rights that he does not even bother to pause to think that what he was saying today was not only different but contradictory to his own previous utterances on the subject. Mr. Bhutto claims to believe in principles and says that no change has taken place in his views about the problems of fundamental national importance. But the statement issued by him in Lahore, explaining the aims and objective of his new organisation is self-contradictory.

“His statement on the subject of One Unit is a masterpiece of self-contradiction. He, on the one hand, categorically denied that he was opposed to the One Unit and, on the other very cleverly refrained from affirming either that he was in favour of One Unit. He tried to save face by saying that if there really existed any problem about One unit, he would suggest that a referendum should be held on the issue.

“So far as the people themselves are concerned they are all in favour of the One Unit since its establishment was decided by themselves through the democratic procedure of a referendum on subject of all the West Pakistan Assemblies elected according to the principle of adult franchise. But Mr. Bhutto has so conveniently ignored this fact as if he was not even aware of it.

“Mr. Bhutto has also raised the slogan of freedom of Press and has said that the Trust Papers publish his statement and for that matter the statements of all other Opposition leaders, in a distorted form. This is a false allegation which he has made to cover his own contradictory statements. But he can never succeed in his designs since his contradictory statements have also become such a big problem for his own followers that they have already started disbelieving Mr. Bhutto and leaving his party.

“Similar is the case of his stand vis-a-vis the six-point programme of Sheikh Mujibur Rehman. He openly supported the programme while he was in Dacca. When he came back in West Pakistan he changed his stand and said that he was against entrusting foreign trade and currency to the care of the Provincial Government but on other points he was prepared to negotiate with Sheikh Mujibur Rehman. He has again forgotten the fact that he had characterised Sheikh Mujibur Rehman as a traitor only on account of his insistence on the acceptance of his Six-Point Programme by the Government.

“Mr. Bhutto goes on changing his stand from place to place. When he goes to Dacca he supports the Six-point programme. When he addresses those elements of the former Provinces Sindh, Frontier and Baluchistan, which want to disband One Unit for their own selfish interest, he opposes One Unit. When he addresses youth rallies he raises empty slogans like that of basic human rights and freedom of the Press etc. The greatest gratifying factor in the whole show, however, is that people have started realizing that unprincipledness is the only principle followed by Mr. Bhutto.”

Kohistan (Rawalpindi) writing under the “caption” Opportunist politicians “said,” Mr. Bhutto is busy these days in organising his new political party. One of his close associates is responsible for the report that he has started this game after having

failed in his efforts to strike a bargain with President Mohammad Ayub Khan through common Aligarian friend. The former politicians were notorious for their opportunism but now Mr. Bhutto has also started following in their footsteps. He remained a member of the Presidential Cabinet for more than 8 years during which period he acted as a most active spokesman of the new political system, the constitution, One Unit all the foreign and economic policies of the Government. But after leaving the Cabinet and the Pakistan Muslim League he has started hating all these things.

“During the period when he was a Minister he had challenged Sheikh Mujibur Rehman to have an open debate with him on the question of the six-point programme. At that time he used to characterise the programme as having been chalked out to disrupt the unity and the solidarity of the country but now he thinks that it contains certain very good points. He has also started feeling concerned at the continued detention of Sheikh Mujibur Rehman.

“Mr. Bhutto has again changed his stand on the question of One Unit. Now he thinks that a referendum should be held on this point in which the members of the Assemblies elected on the principle of adult Franchise should be allowed to cast their voters. He has conveniently forgotten the fact that in 1954-55 the Assemblies which had cast their votes in favour of the One Unit were elected on the same principle. Now when the One Unit has been successfully functioning for the last 12 years after its establishment was decided by the elected members of the people themselves, where is the necessity of undoing the entire arrangement. In fact Mr. Bhutto is not himself against One Unit but a few Vaderas of the former Province of Sindh whose support he wants to gain for his new political party, are against it and Mr. Bhutto has been making curious statements on the subject only to please them.

“Mr. Bhutto has also been raising the slogan of socialism. When he was a Minister himself he was of the opinion that Islamic Socialism as enshrined in the Election Manifesto of the President, was the panacea of all the economic ills of the country but now he thinks that the economic ills of the country cannot be cured till all the major industries of the country are nationalized. Mr. Bhutto is

not serious about his profession in this regard since even the Vaderas of Sindh, who are only interested in preserving their tremendously great holdings, raise this slogan to gain popular support. If Mr. Bhutto cares to consult the economic experts he will come to know that nationalization of the major Industries of the country at this stage of country's economic development would do more harm than good to the country. Even Chaudhury Mohammad Ali would advise him against it.

“All this shows that Mr. Bhutto is an opportunist of the highest order. He continued to support the policies of the Ayub Government for 8 long years since perhaps he was more interested in remaining in the Cabinet than in anything else. Now if he has started seeing some good points in the six-point programme of Sheikh Mujibur Rehman, or feeling the necessity of having referendum on the question of ONE Unit it is only to gain the support of certain elements of the opposition groups. But he should know that a person who can change his opinion about the fundamental problems of the country so often cannot claim to represent the people”.

সংবাদ
৭ই মার্চ ১৯৬৭
“জনৈক পাঠকের”র উত্তরে

জনাব,
আপনাদের সম্পাদকীয় সমালোচনা করতে গিয়ে জনৈক পাঠক এক আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। বিষয়বস্তু হলো, আমরা কি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের অভাবে আমাদের আন্দোলন থেমে গেছে বা থামেনি।

জনৈক পাঠক বিভিন্ন তথ্যের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, আমাদের আন্দোলন থামেনি, বিশেষ করে মেহনতী মানুষদের সংগ্রাম চলছেই। এ যে সত্যি কথা-এতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সরকার ও মালিকরা এসব মেহনতী মানুষের দাবী-দাওয়া ছলে-বলে-কৌশলে সকল নীতি প্রয়োগ দমিয়ে রেখেছেন। জনগণের মনে আজ পুঞ্জিভূত অভিযোগ। খাদ্য সমস্যা, অফিস-আদালতে আমলাতন্ত্রদের রাজত্ব, অর্থনৈতিক সমস্যা ইত্যাদি মিলে যে ক্ষোভের সঞ্চয় হয়েছে এবং এর প্রতিকার লাভের জন্য জনগণ ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। আর এর সঠিক নেতৃত্ব দিতে রাজনৈতিক দলগুলি যদি ব্যর্থ হয়, তা হলে জনগণের মনে হতাশা সঞ্চারিত হইবে। যদিও সমস্ত রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কথা বলছে, তবুও ওরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারছেন না। তবে কি বলার মধ্যে আন্তরিকতার অভাব রয়েছে? হয়তো বা তাই!

কিন্তু এ সত্যি যে তাদের মধ্যে আদর্শগত দ্বন্দ্বও রয়েছে। এ আদর্শগত দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও মার্শাল ল’ পরবর্তীকালে এন, ডি, এফ গঠন করা সম্ভবপর হয়েছিল এবং ব্যাপক গণআন্দোলনের সৃষ্টি করা সম্ভবপর হয়েছিল। পরবর্তীকালে মৌলিক গণতন্ত্র নির্বাচনেও সম্মিলিত বিরোধী দল গঠন করা হয়।

পাক-ভারত সংঘর্ষের পরবর্তীকালে বিরোধী দলের একটি অঙ্গ পররাষ্ট্রনীতির নামে সরকারকে সমর্থন কোন কোন গণতান্ত্রিক নেতার সরকারের সাথে আপোষমূলক নীতি জনগণের মনে যেমন হতাশার সৃষ্টি করে, তেমন বিরোধী দলগুলোর মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি করে।

পাক-ভারত সংঘর্ষের সময় পূর্ব পাকিস্তান যে অবস্থায় পতিত হয়, তার ভিত্তি করেই আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গণতন্ত্র, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, দুই প্রদেশে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ ও পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষা-ব্যবস্থা দৃঢ় করার জন্যে ৬-দফা প্রস্তাব করেন এবং এ নিয়ে এক ব্যাপক আন্দোলন সৃষ্টি করেন। জনসাধারণ এই আন্দোলনকে সমর্থন জানায়। কিন্তু যখন ৬-দফার জনপ্রিয়তা রোধ করা যাচ্ছে না তখন ৬-

দফাকে খেল করার জন্য আরো কয়েক দফা যোগ করে ৭-দফা, ১৪-দফা, বিভিন্ন দফা তৈরী করেছেন কোন কোন দল। কিন্তু তাতে ব্যাপক কোন আন্দোলন তৈরী করতে পারেননি। তাই বলছিলাম বিরোধী দলগুলোর মধ্যে ঐক্য আনতে হলে প্রথমেই তাদের পরস্পরকে আক্রমণ করে কথা বলা বন্ধ করতে হবে। প্রত্যেকেরই নিজের দলের চেয়ে দেশকে বড় করে দেখতে হবে। জরুরী সমস্যাগুলো নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম চালাতে হবে। যেমন, খাদ্য সমস্যা, রাজবন্দীদের মুক্তি ইত্যাদি। আন্দোলন যে থেমে নেই যে, কথা জনৈক পাঠক বলেছেন, তা সত্যি। কিন্তু এও সত্যি বিচ্ছিন্নভাবে সরকারের তীব্র দমনমূলক নীতির মধ্যে এ আন্দোলন স্তব্ধ হতে বাধ্য। আর তার পরিণতি জনগণের মধ্যে হতাশা এবং বিরোধী দলগুলোর প্রতি আস্থা হারানো।

সংবাদ ১৭ই এপ্রিল ১৯৬৬ ছয় দফা প্রসঙ্গে

জনাব,
বিগত পাক-ভারত যুদ্ধের পর পাকিস্তানের বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে সবচেঁহিতে বড় ঘটনা আওয়ামী লীগের ছয় দফা দাবী। উক্ত ছয় দফা দাবী সম্বন্ধে কমবেশী সবাই জ্ঞাত। উক্ত ছয় দফা দাবী পেশের পর প্রদেশের এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মনোভাব ও অবস্থা আমি যতদূর সম্ভব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ছয় দফা দাবীর উদ্যোক্তা। ছয় দফা দাবী পেশের পর আওয়ামী লীগ বাস্তবে দুই প্রদেশে প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কারণ পশ্চিম পাক আওয়ামী লীগের খুব কম অংশই ছয় দফা সমর্থন করিয়াছে। কারণ ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানের একটি বিশেষ গোষ্ঠী সবসময়ই পূর্ব পাকিস্তানকে বিরূপ দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছে অবশ্য পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের প্রতি তাহাদের যথেষ্ট “দরদ” রহিয়াছে এমন মনে করারও কোন প্রয়োজন নাই। তাহারা সবসময়ই ব্যক্তি স্বার্থকেই বড় করিয়া দেখিয়া থাকেন—ইহা তাহাদের শ্রেণীগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

ছয়দফা দাবী পেশের পর নেজামে ইসলাম দল, জামাতে ইসলামী দল, কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রভৃতি রাজনৈতিক দল প্রায় প্রত্যেকই খোলাখুলিভাবে ছয় দফার বিরোধিতা করিয়াছে। ইতিমধ্যে জামাতে ইসলামী দল ও তৎপূর্বে

এন,ডি,এফ, এর জনাব আতাউর রহমান খান কয়েকটি দফা পেশ করিয়াছেন। জামায়াতে ইসলামীর ৫টি দফায় পূর্ণ গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সাম্য বা জনসংখ্যার ভিত্তিতে বন্টন, পূর্ব পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনী গঠন ও অস্ত্র কারখানা স্থাপন প্রভৃতি বিষয় স্থান পাইয়াছে। জামাতে ইসলামী কার্যতঃ ৬-দফার বিরোধিতা করিলেও নিজ প্রস্তাবসমূহে ছয়দফার বিষয়বস্তু তথা স্বায়ত্তশাসনকে গ্রহণ করিয়াছে। জনাব আতাউর রহমান খানও তাঁহার সাতদফা প্রস্তাবেও কার্যতঃ ছয়দফাকেই সমর্থন করিয়াছেন।

পশ্চিম পাকিস্তানের বিশিষ্ট নেতা জনাব মাহমুদুল হক ওসমানী পূর্ব পাকিস্তান সফরকালে স্বায়ত্তশাসনের (ভাষাভিত্তিক) কথা জোর দিয়া বলিয়া গিয়াছেন। কার্যতঃ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও তাহার নেতৃবৃন্দ সবাই ভাষাভিত্তিক আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের কথা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবেই বলেন এবং ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই কার্যতঃ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির জন্ম।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে পত্রপত্রিকাসমূহও আওয়ামী লীগের ‘৬-দফা’ সমর্থন না করিলেও বাস্তবে জনগণের প্রিয় স্বায়ত্তশাসন সমর্থন করেন।

ন্যাপ প্রধান মওলানা ভাসানী কয়েকদিন পূর্বে এক বিবৃতিতে স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে পুনরায় সমর্থন করিয়াছেন।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি দলগতভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলেও ন্যাপ কর্মীদের সাথে আলাপে ইহা বুঝা যায় যে, তাহারা ছয় দফাকে প্রায় সম্পূর্ণই সমর্থন করেন। কিন্তু তাঁহাদের আরো কিছু বক্তব্য আছে। তাহা হইতেছে ছয় দফা দাবীর সহিত আরো কয়েকটি জরুরী দাবী সংযুক্তকরণ। প্রথমতঃ, সকল রাজবন্দীর মুক্তি ও শ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার। দ্বিতীয়তঃ, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার ও পূর্ণ গণতন্ত্র তথা গণভোটের ব্যবস্থা। তৃতীয়তঃ, জমির খাজনা কমান, পাটের দাম ৪০ টাকা ধার্যকরণ, শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি ও নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য হ্রাসকরণ এবং কৃষি ব্যবস্থার উন্নতিকরণ।

চতুর্থতঃ, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ ও সকল সামরিক জোট ত্যাগ। এই দাবীসমূহ নিঃসন্দেহে সকলের গ্রহণযোগ্য। শেষ দফাটি নিয়া হয়ত মতভেদ দেখা দিতে পারিত কিন্তু বিগত পাক-ভারত যুদ্ধে ইহার স্বরূপ যখন সম্পূর্ণভাবেই প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে তাহার পরও কেহ যদি ইহার প্রতি মোহ দেখাইতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে তাহার ‘দেশপ্রেম’ নিয়া ‘নিশ্চই’ সন্দেহ করা যায় এবং মার্কিনীদের এই জোটের প্রতি তাহাদের ভালবাসার কারণ নিয়া যুক্তিসঙ্গতভাবেই কোন মন্তব্য করা চলে।

পাকিস্তানের প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক (বিরোধী দলীয়) দলই যখন স্বায়ত্তশাসনকে সমর্থন করে এই অবস্থায় স্বায়ত্তশাসন তথা আরো কয়েকটি জরুরী দাবী নিয়া নিঃসন্দেহে একটি সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠন করিতে পারেন। কিন্তু মনে হইতেছে, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ইহাতে নারাজ। তাঁহারা মনে করেন তাঁহারা একাই দাবীটি আদায় করিতে সক্ষম হইবেন। ইতিমধ্যে ন্যাপ প্রধান মওলানা ভাসানীও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের আহ্বান জানাইয়াছেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের মনোভাব হইল, ছয়দফা সমর্থন কর-আস, একসাথে কাজ করি। ইহা কখনই আপোষের কথা নয়। আপোষ করিতে হইলে নমনীয় মনোভাব নিয়া আগাইয়া আসিতে হইবে। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ যদি সত্যই তাঁহাদের দাবী পূরণ করিতে ইচ্ছুক হন তবে তাঁহাদের উচিত অন্যান্য দলের সহিত মিলিয়া একটি সম্মিলিত দাবী লইয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া। দলীয় স্বার্থে না হইলেও জনগণের স্বার্থে আশা করি তাঁহারা ইহা ভাবিয়া দেখিবেন।

আওয়ামী লীগ নেতারা বলেন, ছয়দফা দাবী পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণেরও দাবী। তাহা হইলে তাহাদের উচিত পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের ভাষাভিত্তিক আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে সমর্থন করা এবং এক ইউনিট বাতিলের আহ্বান জানানো। বাঙ্গালী স্বায়ত্তশাসন পাইবে অথচ বেলুচ, পাঠান, সিন্ধী প্রভৃতি জাতি স্বায়ত্তশাসন পাইবে না ইহা সংকীর্ণ ও স্বার্থবাদী দৃষ্টি ব্যতীত কিছুই নহে।

গত ৮ই এপ্রিল পাবনার জনসভায় ছয়দফার প্রবক্তা শেখ মুজিব যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া পূর্ব বাংলার মানুষ সত্যই দুর্গমিত হইবে। কারণ তিনি বলিয়াছেন, “রাজধানী ঢাকায় হলে ৬ দফা উঠায়ে নেব।” পূর্ব বাংলার শতকরা ৮৫ ভাগ কৃষক ও অবশিষ্ট শ্রমিক-জনতার কোন সমস্যার সমাধান কি রাজধানী হইলেই হইবে? রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে হওয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর কোন সমস্যার সমাধান হইয়াছে কি? উজির-নাজিরদের বড় বড় বাড়ী নির্মাণ হইলেই কি দেশের সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে? দেশের কৃষক-শ্রমিক-জনতার অবস্থার উন্নতি হইবে? রাজধানী পাইলে যদি কৃষক-শ্রমিক তথা দেশের শতকরা ৯০ জনের দাবীকেই আপনারা ত্যাগ করেন, ইহাই কি কৃষকদের প্রতি, আপনাদের ভালবাসা? শ্রমিক-ছাত্র-জনতার প্রতি ভালবাসা? দেশের জনগণকে ভালবাসার এই কি নমুনা?

খোরশেদ উল ইসলাম
চট্টগ্রাম

বিজ্ঞাপন

দৈনিক ইত্তেফাক
৮ই মার্চ ১৯৬৬

১০ই মার্চ
মুক্তাগাছায়
জনসভা

সময় : বিকাল সাড়ে ৩টা ।
প্রধান বক্তা : জনাব
শেখ মুজিবুর রহমান ।

অন্যান্য বক্তা : মেসার্স খন্দ-
কার মোশতাক আহমদ, সৈয়দ
নজরুল ইসলাম, তাজুদ্দিন আহমদ,
আবদুল মালেক এম-পি-এ, মিজানুর
রহমান চৌধুরী এম-এন-এ, এ,
বি, এম, নূরুল ইসলাম এম-এন-এ
এবং রফিক উদ্দিন ভূঁইয়া প্রমুখ
নেতা ।

দলে দলে সভায় যোগদান
করুন ।

আজাদ
২১শে এপ্রিল ১৯৬৬

আওয়ামী লীগের উদ্যোগে
ছয় দফার দাবীতে
বিরাট জনসভা
স্থান : পল্টন ময়দান
তারিখ :
২৪শে এপ্রিল, রবিবার
সময় : বৈকাল ৪ ঘটিকা
প্রধান বক্তা :
শেখ মুজিবুর রহমান।

সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : প্রকাশিত প্রতিবেদনের নমুনা

ঢাকা : মঙ্গলবার, ১লা রমজান, ১৩৮৪ হিজরি

শেখ মুজিবের অভয় বাণী

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের বিজয়ে হতাশ হওয়ার কিছুই নাই

ঢাকা, ৪ঠা জানুয়ারী (পি-পিএ)।—‘কপের’ অগ্রতম নেতা শেখ মুজিবর রহমান অজ্ঞ এখানে ঘোষণা করেন যে, গণতান্ত্রিক আশা—আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের তদময় সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে।

অজ্ঞ এখানে এক বিষয়টি মারফত শেখ মুজিবর রহমান জনগণের উদ্দেশ্যে এই আশ্বাসবাণী উচ্চারণ করেন যে, “শেষ পর্যন্ত জনগণেরই জয় হইবে; জনাব আইয়ুব খানের তথাকথিত বিজয়ে হতাশ হওয়ার কোন কারণ নাই।”

“জাতি দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সহিত কঠোর পরীক্ষার এই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের মোকাবিলা করিবে” বলিয়া শেখ সাহেব দৃঢ় আশা প্রকাশ করেন।

শেখ মুজিব তাঁর বিষয়টিতে বলেন : “জাতি কোঁতুহলের সহিত

করিয়াছে। বস্তুতঃ জাতি প্রদর্শন, বলপ্রয়োগ, প্রলোভন ও নিরীহ জনসাধারণের উপর নির্দয় দমননীতি ও তাহাদের মধ্যে সম্মান স্রষ্টার মাধ্যমে এই নির্বাচন প্রভাবিত করা হয়।”

তিনি বলেন, “সম্মিলিত বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের বিরুদ্ধে শত শত গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী ও মিথ্যা মামলা দায়ের করা হইয়াছে।” নির্বাচন শেষে এখন ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকগণ আরও জোরেসোরে জুলুম ও হয়রানি চালাইতেছে।

বিষয়টির উপসংহারে শেখ মুজিব বলেন, “আমি স্বল্পষ্টভাবে বলিতে পারি যে, জুলুম ধারা জনগণের আন্দোলন দমন করা যাইবে না।”

দৈনিক পাকিস্তান, ৫ই জানুয়ারি ১৯৬৫

রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা

শেখ মুজিবুর পুনর্বার জামিন লাভ

(কোর্ট রিপোর্টার)

গতকল্য (মঙ্গলবার) ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার জনাব বি, আলম রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার আসামী আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানকে পুনর্বার দুই হাজার টাকার এবং অনুরূপ অফের দুইজন জামিনদারের জামিনে মুক্তি দেন।

প্রকাশ থাকে যে, ইতিপূর্বে শেখ মুজিবুর রহমান এই মামলায় এই কোর্টেরই জামিনে মুক্ত ছিলেন; কিন্তু গত ষুণিবাড়ে গুরুতর আহত হওয়ায় শেখ মুজিবুর রহমান বর্তমান মামলার বিগত তারিখ ৫ই জুন আদালতে হাজির হইতে না পারায় কোর্ট তাঁহার জামিন বাতিল করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে জামিনের অযোগ্য প্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ই জুন ১৯৬৫

মঙ্গলবার, ১৮ই শ্রাবণ, Tuesday, August 3, 1965

লাহোর প্রস্তাব ভিত্তিক শাসনতন্ত্রের দাবীতে গণআন্দোলন সৃষ্টির আহ্বান

ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভায়
শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতা

(বিশেষ প্রতিনিধি প্রসঙ্গ)

ময়মনসিংহ, ১লা আগস্ট—
অদ্য বিকালে এখানে জনাব রফিক উদ্দিন ভূঁইয়ার বাগভবনে সৈরদ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের কার্যকরী সংসদের বর্ধিত সভায় বক্তৃতা প্রদানে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার দাবীতে ব্যাপক গণ-আন্দোলন শুরু করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বাঁচিবে কিনা তাহা লইয়াই ব্যাপক গণ-

আন্দোলনের সৃষ্টি করিতে হইবে। তিনি আওয়ামী লীগ কর্মীগণকে অতীত সংগ্রামের চাইতে আরও কঠোরতম সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে আহ্বান জানান।
শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ন্যায্য দাবী-দাওয়া আদায় এবং দেশে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েমের জন্য দীর্ঘমেয়াদী সামগ্রিক সংগ্রাম শুরু করার জন্য প্রস্তুত হইতে আওয়ামী লীগ কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। আওয়ামী লীগের অতীত সাফল্যের কথা উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিব বলেন

যে, আওয়ামী লীগই প্রথম সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান, রাজ-বন্দীদের মুক্তি, প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন, লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়ন, খাজনা-ট্যাক্সের বোঝা হ্রাস, ২৫ বিঘার কম জমির রাজনা মওকুফ প্রভৃতি দাবী আদায়ের জন্য সংগ্রাম শুরু করে; আজ সকল দলই এই সকল দাবী সমর্থন করিতেছে। এমনকি, অতীতে যাহারা এই সব দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য আন্দোলনকারীদের জেলে পুরিতেন তাঁহারাও জোর গলায় এই সব দাবী সমর্থন করিতে বাধ্য হইতেছেন।

শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক তৎপরতা ব্যাপক বৃদ্ধির জন্য কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানাইয়া বলেন যে, অষ্টোবরে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে। এই কাউন্সিল অধিবেশনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য তিনি

বক্তৃতা সমাপ্ত

একমুখী সম্মতির খাজনা আদায়

‘ইত্তেফাক’ পত্রিকায় গত ৮ই শ্রাবণ সংখ্যায় “খাজনা আদায়ের

আংশিক খাজনা পরিশোধ করলেও বাকী অংশের খাজনার

দৈনিক ইত্তেফাক, ৩রা আগস্ট ১৯৬৫



সারণের অগ্রগতিতে
দ্ব্যম প্রকাশ

দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬

নং, ১৩৭২ : : ২৭শে শতাব্দী, ১৩৮৫ খঃ

বিগত যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতার আলোকে

৬-দফা'র সারবত্তা যাচাই করুন

বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি শেষ মুজিবের আহ্বান : 'শক্তিশালী কেন্দ্রের' প্রবক্তাদের প্রতি একটি সুস্পষ্ট জিজ্ঞাসা

(ষ্টাক রিপোর্টার)

গতকাল (বৃহস্পতিবার) আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান চাঞ্চল্যকর এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, রাজনীতিতে মধ্যপন্থার আর বিপুল ক্ষয় চলছে না। তাই দেশের বৃহত্তর কল্যাণের কথা চিন্তা করিগে। তিনি জাতির সামনে ৬-দফা সুপারিশ তুলিয়া ধরিতেছেন। এই ৬-দফা কোন রাজনৈতিক দলকেই নয়, কোন রাজনৈতিক চালবাজিও নয়—এই ৬-দফার সহিত পাকিস্তানের শতাব্দী ৫৬ ভাগ অধিবাসীর জীবন-মরণের প্রশ্ন জড়িত। আমি বিশ্বাস করি যে, এই ৬-দফার বাস্তবায়নের মর্যাদাই পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা-স্তম্ভ। পাকিস্তানের একা ও সংঘতি

স্বসংকল্প করার শ্রেষ্ঠতম গ্যারান্টি নিশ্চিত। শেখ মুজিবুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন যে, তাঁহার ৬-দফা সুপারিশ পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসকারী পাকিস্তানের শতাব্দী ৫৬ ভাগ অধিবাসী এবং পশ্চিম পাকিস্তানের কার্যে স্বাধীনবাদের মর্যাদার সংঘাতেরই প্রশ্ন। বৃহত্তর পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের সঙ্গে এই ৬-দফার কোন বিরোধ নাই। তিনি বলেন যে, জাতির বৃহত্তর কল্যাণের কথা চিন্তা করিগে। দেশবাসীর সামনে তিনি তাঁহার ৬-দফা পেশ করিয়াছেন। দেশ ও দেশবাসীর স্বার্থেই ৬-দফার প্রতি সফল মহলের সমর্থনই তাঁহার স্বাম্য।

'১৯৪০ সালে নাহোর প্রস্তাব আজ গ্রহণযোগ্য নয়' বলিয়া বাঁহারা যুক্তি দেখাইতেছেন তাঁহাদের উদ্দেশ্যে শেখ মুজিব বলেন যে, ১৯৪০ সালের নাহোর প্রস্তাবই পাকিস্তানের ভিত্তি। এই প্রস্তাব ভিত্তিক 'ভাবী পাকিস্তানের' উপরই পাক-ভারতের জনসাধারণকে মতামত দানের জন্য সেদিন আহ্বান জানান হইয়াছিল। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে পাক-ভারতের মুসলমানেরা এই নাহোর প্রস্তাব ভিত্তিক পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়া দেশ বিভাগের মাধ্যমে পাকিস্তান স্বাধীন করিয়াছিলেন।

এই পর্যায় এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন, ১৯৪৬ সনে দিল্লীতে মুসলিম লীগের 'উদ্যোগে' যে 'নেজিসুলেটরস কনভেনশন' হয় তার পূর্বেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত (শেষ পৃ: ২৭ ক: ৩২)

ওসমানী তত্ত্ব

ফেডারেল পদ্ধতির শাসন প্রবর্তনের বিরোধিতা

(ষ্টাক রিপোর্টার)

গতকাল (বৃহস্পতিবার) নিরিল পাকিস্তান ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহমুদুল হক ওসমানী ঢাকার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে পাকিস্তানে ফেডারেশন পদ্ধতির শাসন প্রবর্তনের তীব্র বিরোধিতা করেন। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে ন্যাপ দলের ভূমিকা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জনাব ওসমানী বলেন যে, ন্যাপও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন চায়, তবে তাহা ফেডারেল পদ্ধতির নহে। কেন্দ্রের হাতে দেশের ক্ষা, কেন্দ্রিক নীতি (বিশেষী বাণিজ্য সহ) এবং মুদ্রা—এই তিনটি বিষয় কেন্দ্রের হাতে রাখিয়া যতদূর স্বায়ত্তশাসন দেওয়া যায়, ন্যাপ ততদূর (শেষ পৃ: ২৭ : ৩২)

ও ঘটনার স্তি চাই

হইতে অপর

তিনি পুনর্বার নিম্নলিখিতরূপে নিন্দা

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬

ঢাকা : বুধবার, ১৫ই ফাল্গুন, ১৩৭২ : : ৬ই জেলদা, ১৩৮৫ খঃ : : Sunday

দেশবাসী যাহাতে স্বাধীনতার সত্যিকারের স্বাদ ভোগ করতে পারে--

আওয়ামী লীগের ৬-দফা দেশবাসীর ইঙ্গিত সেই শক্তিশালী পাকিস্তানেরই সুস্পষ্ট রূপরেখা

চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ কর্মী সমাবেশে শেখ মুজিবের বক্তৃতা : দলীয় কর্মসূচীর 'কি ও কেন' ব্যাখ্যা

(ইত্তেফাকের বিশেষ প্রতিনিধি)

চট্টগ্রাম, ২৬শে ফেব্রুয়ারী— 'শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার নহে, —শক্তিশালী পাকিস্তানই ছিল দেশবাসীর বরাবরের কাম্য। কিন্তু স্বাধীনমুখী মহলের শাঠ্য

চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের নয়া কর্মকর্তা

চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ সম্মেলনে জনাব এম. আর. সিদ্দিকী বার এট 'ল' এবং জনাব এম. এ. আজিজ যথাক্রমে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী এবং চৌধুরী এন. জি মাহমুদ কামাল যথাক্রমে চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন।

ও চক্রান্তের মারপ্যাচে জনগণের সে কামনা বরাবরই স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছে। এবার প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহিত মাত্র ১৭ দিনের যুদ্ধে দেশবাসী যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, সেই সাফল্য-অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতেই দেশবাসী আজ নূতন করিয়া অনুধাবন করিয়াছে যে, শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার নহে—কেন্দ্রমাত্র শক্তিশালী পাকিস্তানই পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের নিবিড় ঐক্য ও সংহতির একমাত্র রক্ষা কবচ। আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচী প্রকৃত প্রস্তাবে দেশবাসী জনসাধারণের ইঙ্গিত সেই শক্তিশালী পাকিস্তানেরই সুস্পষ্ট রূপরেখা। রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনে এই রূপ রেখার বাস্তবায়নের জন্য

আওয়ামী লীগের ৬-দফার বাণী লইয়া গ্রামে গ্রামে আপনাতা ছড়াইয়া পড়ুন।—অদ্য স্থানীয় জে. এম. সেন হলে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের বায়িক সম্মেলন ও কাউন্সিল সভায় সমাগত সহস্রাবিক আওয়ামী লীগ কর্মীর উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান এই উদাত্ত আহ্বান জানান। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান বলেন : অতীতের মত ভবিষ্যতেও গণতন্ত্রকে বাতে কার্যেই স্বার্থের শিকারে পর্ববসিত হইতে না হয়, দেশবাসীকে বাতে গণতন্ত্র কায়েম রাখা অবশ্যরত্ন। মহল বিশেষের অনুগ্রহ বা অনুসন্ধান উপর নির্ভর করিতে না হয়, (শেষ পৃ: ২৭ ক: ৩২)

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬

সিলেটের জনসভার শেখ মুজিব

আমাদের অবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তানীরা

৬-দফারও বেশী দাবী করিতেন

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

সিলেট, ১৪ই মার্চ—পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান আজ বলেন যে, কেন্দ্রীয় রাজধানীর জন, স্থল ও বিমান বাহিনীর সদর দফতর এবং কেন্দ্রীয় মর-কারের অপরাপর সুযোগ-সুবিধা পূর্ব পাকিস্তানে থাকিলে পশ্চিম পাকিস্তানের তথাকথিত নেতৃবৃন্দ ৬-দফার উত্থাপিত দাবী অপেক্ষা অনেক বেশী দাবী করিয়া বসিতে।

আজ অপরাহ্নে স্থানীয় রেডিও

অফিস মহল্লায় আরোহিত এক বিরাট জনসভায় অওয়ামী লীগ নেতা উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের কল্যাণের জন্য কোন দাবী পেশ করিলেই উহাকে ধুসারকাজ বুলিয়া অভিহিত করা হয়। এমন কি, শেরে বাংলা

বা মোহরাওয়ারদীর মত নেতাও এই অভিযোগ হইতে রেহাই পান নাই।

জনাব মুজিবুর রহমান বলেন যে, করাচী, রাওয়ালপিণ্ডি, ইয়লামা-

(৫ম পৃঃ ৫ঃ)

চাবন সকাশে

নুরখান

নরাদিনী, ১৫ই মার্চ—পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রধান সেনাপতি এমার শাহ লি নুর খান আজ সকালে ভারতের দেশরক্ষা

২৩শে মার্চ

‘লাহোর

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ই মার্চ ১৯৬৬

দেশপ্রেমিক কে ? ৬-দফার

সমালোচকরা ?—ওরা

তো বহুরূপী

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞার আলোকে দেশবাসীর

নিকট ৬-দফার প্রশ্নে শেখ মুজিবের কৈফিয়ত

(ষ্টাক রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তানের আজিকার অবস্থা যদি পশ্চিম পাকিস্তানের হইত, আর পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থা যদি পূর্ব পাকিস্তানের হইত, তাহা হইলে ‘আমরা কি করিতাম’, দাবাওয়ারীভাৱে এই প্রশ্নের জবাব দিয়া গতকল্যকার আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, “এমন উদারতা, এমন নিরপেক্ষতা পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে এমন ইন্সফ-বোই পাকিস্তানী দেশপ্রেমের বুনিনাশ। এটা ঠিক মধ্যে আছে কেবল তিনিই দেশপ্রেমিক। যে নেতার মধ্যে এই প্রশ্ন আছে, কেবল তিনিই পাকিস্তানের উপর উভয় অঞ্চলের নেতৃত্বের গাথা। যে নেতা বিশ্বাস করেন, ঠিক অঞ্চল আসলে পাকিস্তান ফেডার রাষ্ট্রের দেহের দুই চোখ, কান, দুই নাসিকা, দুই পাট, দুই হাত, দুই পা; যে নেতা হাস করেন পাকিস্তানকে শক্তিশালী করিতে হইলে এই সব ভার দুইটিকেই সমান স্বত্ব শক্তিশালী করিতে হইবে; যে বিশ্বাস করেন, পাকিস্তানের অঙ্গ দুর্বল হইলে গোটা পাকিস্তানই দুর্বল হইয়া পড়ে; যে নেতা বিশ্বাস করেন, ইচ্ছা করিয়া বা জানিয়া-ভুলিয়া যারা পাকিস্তানের এক অঙ্গকে দুর্বল করিতে চায় তারা পাকিস্তানের দুশমন, যে নেতা দুটো ও সবল হইতে সেই দুশমনদের শাস্যেস্তা করিতে প্রস্তুত আছেন, কেবল তিনিই পাকিস্তানের জাতীয় নেতা হইবার অধিকারী। কেবল তাঁরই নেতৃত্বে পাকিস্তানের একা অটুট ও শক্তি অপরাহ্নেয় হইবে। পাকিস্তানের মত বিশাল ও অসাধারণ রাষ্ট্রের নায়ক হইতে হইলে নায়কের অন্তরও হইতে হইবে বিশাল ও অসাধারণ। আশা করি, আমার পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা এই নাপকাঠিতে আমার ৬-দফা কর্মসূচীর বিচার করিবেন। তা যদি তাঁরা করেন, তবে দেখিতে পাইবেন, আমার এই ৬-দফা শুধু পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচার দাবী নয়, গোটা পাকিস্তানেরই বাঁচার দাবী।”

শেখ মুজিবের বক্তৃতার

পূর্ণ বিবরণ

আমি পূর্ব পাকিস্তানবাসীর বাঁচার দাবীরূপে ৬-দফা কর্মসূচী

দেশবাসী ও ক্ষমতাসীন দলের বিবেচনার জন্য পেশ করিয়াছি। শান্তভাবে উহার সমালোচনা করার পরিবর্তে কায়মী স্বার্থীদের দালালরা আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা শুরু করিয়াছেন। জনগণের দুশমনদের এই চেহারা ও গালাগালির সহিত দেশবাসী সুপরিচিত। অতীতে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিতান্ত সহজ ও ন্যায্য দাবী যখনই উঠিয়াছে, তখনই এই দালালরা এমনিভাবে হৈ হৈ

(৪র্থ পৃঃ ৫ঃ)

আগামীকাল আওয়ামী

লীগের জনসভা

(ষ্টাক রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সম্মেলনের সমাপ্তি দিবসে আগামীকাল (রবিবার) বিকাল ৪টায় পল্টন মহল্লায় এক জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে। জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান, জনাব জহিরুদ্দিন প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতা বক্তৃতা দান করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯শে মার্চ ১৯৬৬

আওয়ামী লীগ কাউন্সিল সভায় শেখ মুজিব

৬-দফা কর্মসূচীর ব্যাগারে কোন আপোষ করা হইবে না

ঢাকা, ১৯শে মার্চ (পি. পি. পি.)—পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল আধিবেশনের দ্বিতীয় সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর শেখ মুজিব রহমান ঘষণা দেন, আওয়ামী লীগের কর্মসূচীর কোন বিপদের মোকাবিলা করিতে প্রস্তুত।

শেখ মুজিব রহমান এতদ্ব্যতীত আওয়ামী লীগের সাধারণ সভা ছিলেন। সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন শেখ মুজিব রহমান। তিনি বলেন, এখন হইতে লোভা পথ নয়, ভাড়াপাতি ন্যায়, নেতৃত্বের ঐক্য নয় বরং ঐক্য এবং কর্মের ঐক্য হইবে।

হইবে পার্টি। ভবিষ্যৎ মূল্যায়ন। শেখ মুজিব বলেন, ৬ দফা কর্মসূচীর ব্যাগারে কোন আপোষ করা হইবে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক যখন ইচ্ছা মামিয়া নিবে তখন ইচ্ছা অনুসরণ কর্তব্য হইবে।

তিনি বলেন, শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তানীরাই নয়, পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের অন্তঃকরণ উজ্জ্বল করিয়া তৈরী করা হইয়াছে। উহাতে যে স্বাভাবিকতার প্রভাব করা হইয়াছে, তাহা যদি কার্যকর হয় তাহা হইলে পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষও ইহার লবণ কল ভোগ করিবে। তিনি আরও বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির কথা চিন্তা করিয়াই এই কর্মসূচী তৈরী করা হইয়াছে।

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সভাপতি পদে শেখ মুজিব

ঢাকা, ১৯শে মার্চ (পি. পি. পি.)—পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সভার পর পাকিস্তানের দায়িত্ব পালনের পর গতকাল (শনিবার) শেখ মুজিব রহমান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল আধিবেশনের দ্বিতীয় সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

শেখ মুজিব রহমান এতদ্ব্যতীত আওয়ামী লীগের সাধারণ সভা ছিলেন। সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন শেখ মুজিব রহমান। তিনি বলেন, এখন হইতে লোভা পথ নয়, ভাড়াপাতি ন্যায়, নেতৃত্বের ঐক্য নয় বরং ঐক্য এবং কর্মের ঐক্য হইবে।

সংবাদ, ২০শে মার্চ ১৯৬৬

ঢাকা : শনিবার, ৬ই মার্চ, ১৯৬৬ : : ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬ হি : : : Sunday, March

আওয়ামীলীগ কাউন্সিলে ৬ দফা অনুমোদন

দেশব্যাপী দুর্বীর আন্দোলন গড়িয়া তোলার আহ্বান

(শাক বিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিল ৬-দফা দাবীকে আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দান করিয়া উহাকে দলীয় কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়াছে। ৬-দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন দানের জন্য কাউন্সিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সকল গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতি আহ্বান জানাইয়াছে। এই ৬-দফা দাবী আদায়ের জন্য সমগ্র পাকিস্তানে দুর্বীর আন্দোলন গড়িয়া তোলার জন্য কাউন্সিল পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক শিবিরের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল মনে করে যে, ৬-দফার সত্যিকারের বাস্তবায়নের

দ্বারা শুধু পূর্ব পাকিস্তানেরই মঙ্গল হইবে না, এতে পোচা পাকিস্তানেই বৃহত্তর ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠিত হইবে। কাউন্সিল বিশ্রাস করে যে, ৬-দফা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়াই সত্যিকারের পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের উন্মোচন ঘটবে এবং এর দ্বারা ই দেশের সত্যিকারের উন্নয়ন সাধিত হইবে।

নিতিখিল ইউনেস্কো প্রাক্ষেপে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিল - অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে গতকাল (শনিবার) উপস্থিত ১৪৪ জন কাউন্সিলের শেখ মুজিব রহমানের ৬-দফাকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন দান করেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যসূচীর (মাননিক্যাদা) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইতিপূর্বে দলীয় কার্যসূচী প্রণয়নের জন্য যে সাব-কমিটি করা হয়, সে সাব-কমিটি খগড়া কার্যসূচী কাউন্সিলের সামনে পেশ করে। কাউন্সিল বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার পর দলীয় কার্যসূচী গৃহীত করে। এই কার্যসূচীতে দেশে সমাজ-তান্ত্রিক রূপান্তর প্রদর্শন করার বিধান করা হইয়াছে।

কাল দুইবেলায় প্রায় ১২ ঘণ্টা অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পোচা পূর্বপাক এবং বৈকালিক অধিবেশনেরও প্রায় দুই ঘণ্টাকাল জেলা আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিরা (শেষ পৃঃ ২৭ বঃ ৩ঃ)

আওয়ামী লীগ সভাপতি পদে শেখ মুজিব

(শাক বিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার পর শেখ মুজিব রহমান এক জনপ্রিয় নাস্তি-নির্মল বক্তৃতা দান প্রসঙ্গে গতকাল (শনিবার) লীগ ৬-দফার প্রণয়ন করিয়াছে।

বিশেষ করিয়া সমগ্র দেশে একটি শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কয়েকই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ৬-দফার প্রণয়ন করিয়াছে।

শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠাই আওয়ামী লীগের লক্ষ্য

সভাপতি পদে নির্বাচনের পর শেখ মুজিবের নীতি নির্ধারণী বক্তৃতা

(শাক বিপোর্টার)

দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ই মার্চ ১৯৬৬



পটনের জনসভায় বক্তৃতাকৃত শেখ মুজিব। —শংখার।

আওয়ামী লীগ কাউন্সিল শেষে গণতন্ত্রের জনসভায় শেখ মুজিব

কোন হুমকিই জনসাধারণকে ৬-দফা দাবী হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না

(মিলাপ বার্তা পবিত্রক)

‘হুমকি কর্মসূচী’ ভিত্তিতে দেশ-
নী শান্তিপূর্ণ গণতন্ত্রের আন্দোলন
জিয়া তুলিতে হইবে।’ পরমহা
যবিতার অপর্যাপ্ত পলিটম মতানে
মুদ্রিত অস্বাভাবিক ঘোষণার
কিটাতিল্লাহেলে আওয়ামী লীগের
সংগত শেখ মুজিব বর্মান উপরে কু
জান। সমাবেশে ছয় হাজার
সুতী শিল্পের রাস্তা জমাব মুজিব
শন যে, কেবলমাত্র শক্তিশালী বেঙ্গ
শ, পাঁচকানের উচ্চ আশ্রিত শক্ত-
শীকরণের মাধ্যমে দেশের ভিত্তি মনু
জ পাবে। জমাব মুজিব যে হুকা
ম যে, কোন হুমকি, কোন জীভিত
পারিতকৃত তারোরে জাযা অধিকার
রবে আবেদন। হইতে বিবৃত
তে পারিবে না।

ফলস্বাভাবী লীগের আবেদন

হুমকি কর্মসূচী অর্থাৎ যে কোন
আগের অস্ত্র প্রয়োগ হইবার আশঙ্কা
জান।
পাকিস্তানের উচ্চ অংশের
মমতাবে শক্তিশালী করার আশ্রয়
আওয়ামী লীগের মুজিব বলেন যে,
কেবলমাত্র শক্তিশালী দেশে এর,
দেশের উচ্চ অংশের শক্তিশালী
করিতে হইবে। ইহার প্রয়োজনীয়তা
যাযা। রাস্তা জমাব মুজিব শিল্পের
পাকিস্তানকে হুমকি দিয়া উল্লেখ
করেন। তিনি বলেন, গত
দেশটির মাসের দুইটির সময় বেঙ্গ
গিয়েছে, শক্তিশালী বেঙ্গ বাকা লুণ্ঠ
পূর্ণ পাঁচকান ‘শম্প’রূপে বিজয়
এবং অসহ্য হইয়া পড়িয়াছিল।
তিনি বারবার প্রস্তাব দিয়া যেন,
কেত ভাড়া হইলে পূর্ণ পাঁচকানকে
এই ভাটির শাস্তির সময় সাহাবা
জয়া যত্ন নাই।

বাক্তি নামে আখ্যাত করা হইয়াছে।
ইহা জনগণকে বলা হইবার দাবী-
দাবী আবেদনের মাধ্যমে হইতে বিরত
করিতে পারে নাই। অতীতের কথা
উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, বাংলাকে
হইতাবা হিসাবে স্বতন্ত্র হওয়ার অস্ত্র
বলন দাবী জানানো হইয়াছিল, তৎ-
অন্তর্গত পরিবর্তনের দাবী হইয়াছে।
তিনি বলেন যে, ৬-দফা বর্ধ-
সুতীর উপা দেশের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি ও
অর্থগত নির্ভর করিতেছে। ইহাকে
ভিন পাঁচকানের উচ্চ অংশের
জনগণের ‘স্বাধীনতা’ কাটি’ বলিয়া
আখ্যাত করেন।
শেখ মুজিব বলেন, ৬-দফা কম-
সুতী ত জনগণের আশা ও আকাঙ্ক্ষার
সমীপ হইয়াছে।
তিনি তাঁহার ৬-দফা কর্মসূচীর

তিনি বলেন, কেতাবটি হইয়াছে।
আত্মলোক সেনাবাহিনীর প্রত্যেক ই-
আলো অস্বাভাবিক নয়। যেন
হইতেই এই ধরনের বেঙ্গাস’ ই
এবং পূর্ণ শান্তিমান হইতেই ব-
বহিষ্কারে। উপ-
নিরাপত্তা বর্ধকরণে প্রয়োজনীয়
মিলাপ তিনি মনু্য করেন।
শেখ সাহেব বলেন, কেত
ইউনিট যে ইংরেজের সহিত
করিয়া থাকে এবং এতদনকি
বাণিজ্য প্রত্যাশিতকরণ ও প্রেরণ
তাঁহার নজর গ্রহীত।
৬-দফাতে প্রয়োজন যে শব
বহিষ্কারে প্রেরণ হইতেছে।
ভোটাধিকার প্রেরণ

THE DAILY ITTEFAQ

Monday, March 21, 1966

শুক্রবার, ২১শে মার্চ, ১৯৬৬

১৯শে মার্চ, ১৯৬৬

আশীর্বাদ-সিদ্ধি পরিবেশে ৬-দফার প্রবক্তাদের

চরম ত্যাগের প্রস্তুতির বাণী লইয়া দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়ুন, প্রত্যন্ত প্রদেশের
প্রতিটি মানুষকে জোনাইয়া দিন—
সর্বস্ব গণ করিয়াই আমরা আজ আন্দোলনের
এ কণ্টকাকার্ন গথে গা বাড়াইয়াছি

—পটনের জনসভায় শেখ মুজিবের প্রহমান
(দ্যাক বিগোচাই)

আওয়ামী লীগের জনসভায় শেখ মুজিবের বক্তৃতার একটি দৃশ্য। তিনি একটি মাইক থেকে বক্তৃতা করছেন, এবং তার সামনে একটি বিশাল জনসংগঠন রয়েছে।

সংবাদ, ২১শে মার্চ ১৯৬৬

দৈনিক ইত্তেফাক, ২১শে মার্চ ১৯৬৬

জন্মাব ভুট্টো কাতিয়া পড়ার
'৬-দফার নৈতিক বিজয়'
সুচিত হইয়াছে'

(বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত) —শেখ মুজিব

[illegible][illegible]

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ই এপ্রিল ১৯৬৬



যশোরে গ্রেফতার ও জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর শেখ মুজিবকে গতকাল (সোমবার) অপরাহ্নে ঢাকা বিমান বন্দরে পৌঁছিয়ে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত ও আত্মরিক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়।

শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার %
জামিনে মুক্তি লাভ
এ বার দশরক্ষা বিধি বলে আওয়ামী লীগ নেতার
বিরুদ্ধ মামলা দায়ের

(ইন্ডোফাকের বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত)

বশোৰ, ১৮ই এপ্ৰিল—প্ৰতিকাৰ
ৱাৰি চাৰটাৰ পাকিস্তান খতি-
বুকা আইনেৰ ৪৭(৫) ধাৰাৰে
পূৰ্ব পাকিস্তান আওয়ামী
লীগেৰ সভাপতি শেখ মুজিব
ৰহমানক পূৰ্বা হৈছে গমন-
লৈ ঢাকা যাওয়ার কালে
বশোৰৈ থেংকতৰ কৰে।
বশোৰ সদৰ দক্ষিণ মহকুমা
হাজিমেৰ এজলাস হইতে শেখ
মুজিবৰ ৰহমান আজ জানিমে মুজি
লাত কৰে। উত্তৰ দক্ষিণ
বঙ্গ সদৰ শেখ কব্বিৰা তিনি
আজ গমনলৈ ঢাকা পতা।

বর্তন করিয়াছেন। এই বালাটি
জৈষ্ঠ্য বর্তনই প্রদেয়ের
বিশিষ্টা আশ্রিতে বেশ মাঘের
বিরুদ্ধে ঘোটা উঠি মালা
বিচারাবানি রহিয়াছে।

পূর্ণ নিখিষ্টত্ব রূপচী অনুযায়ী
বেশ মজার কাল কলানিবিপুল
সমাধেশে বক্তা দানের পর
সমস্বরে চাকার পথে ঘোড়ি
বেশে থানা ভাগ করেন।
পাখিমাণ্ডা ওয়াসী লীণ নেতা
ও প্রাক্তন সচী জনাব নসিউ
রহমানের যশোর বাগবনে
তিনি সদরলৈ আতিথ্য গ্রহণ

দলের নেতৃত্ব করিতেছিলেন।
উক্ত অফিসারটি প্রেক্ষত রি
পরোয়ানা প্রদর্শন না করিয়া শেখ
মাহেবুব যশোর কোর্টে গেলেন।
পানায় বাওয়ার অনুরোধ করেন।
শেখ মাহেব প্রেক্ষত রি পরোয়ানা
প্রদর্শন না করিলে পানায়
যাইতে অস্বীকার করিলেও
অফিসারটি পরোয়ানা দেখাইতে
বিরত থাকেন। এক পূর্বণ্ডে
জনাব মহিসউর রহমান ও
জনাব তাজুদ্দিনও শেখ মাহেবের
(শেষ পৃ: ৫ম ক্র: দ্র:)

পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে বশোরে

শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেপ্তার ও জামিনে মুক্তি

ঢাকা, ১৮ই এপ্রিল (পি, পি, এ)।—
পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের
প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানকে
অজ্ঞ বশোরে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা
আইনে গ্রেফতার করা হয় এবং
তাহাকে অতঃপর জামিনে মুক্তি
দেওয়া হয়।

অধ্যক্ষ জেনারেল ম্যাঞ্জিষ্ট্রেট জনাব
আবদুল মালেকের এজলাসে
হাজির হইবার অজ্ঞ শেখ মুজিবুর
রহমান অজ্ঞ ঢাকা প্রত্যাগমন
করেন। তাহার বিকল্পে পাবলিক

সেক্রেটারি অফিস (নিরাপত্তা
আইন) অস্থায়ী একটি মামলা
উক্ত এজলাসে চলিতেছে।

ঢাকার আওয়ামী লীগ মহল হইতে
বলা হয় যে, অজ্ঞ (সোমবার)
ভোরে শেখ মুজিবুর রহমানকে
পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনের
৪৭ নং ধারার নং উপধারা বলে
গ্রেফতার করা হইয়াছিল।

করেকারিম পুরে পি.টি. বরহানে বক্তৃতা
হানকালে শেখ মুজিবুর রহমান
পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইন লংঘন
করিয়াছিলেন এই অভিযোগে
রহমান পুলিশ পলকাল তাহার
বিকল্পে এক মামলা দায়ের করেন।
গ্রেফতারের পর বশোর সময়ের
মহকুমা হাকিম জনাব হুসে-
মান তাহাকে জবির হান এজলাসে
বলেন যে, তিনি (শেখ মুজিব)

একজন পরিচিত জননেতা এবং
অপর একটি মামলার ম্যাঞ্জিষ্ট্রেট
টের এজলাসে হাজির হইবার
অজ্ঞ বাহাতে তিনি ঢাকা গমন
করিতে পারেন, বাক্য তাহাকে
জামিন দেওয়া হইয়াছে।

শেখ মুজিবুর রহমানকে বশোর সময়
মহকুমা হাকিমের এজলাসে বেলা
১০ টার সময় হাজির করা হয়
এবং সাড়ে ১২ টার সময় জামিন
দেওয়া হয়, ৫ হাজার টাকা এবং
একজন আইনজীবী লব্ধ হইলেন
হানীর দিকিউরিটর বিনাময়ে
তাহাকে জামিন দেওয়া হয়।
এজলাসে হাজির হইয়া ও এজলাসে
জনাব মলিহা রহমান তাহার
জামিনের দরখাস্ত পেশ করেন।

কম্যুনিষ্ট থেদা অভিযান ইন্দোনেশিয়ায় উচ্চপদস্থ কর্মচারী হাটাই

জাকার্তা, ১৮ই এপ্রিল (এ.পি,
পি/এসটার)।—ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্র
দফতর অজ্ঞ পাকার করেন যে, কমিউ-
নিষ্ট সমর্থকদের অপসারণ অভিযানের
অংশ হিসাবে ইহার ১৮ জন উচ্চপদস্থ
কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হইয়াছে।

জাকার্তার সংবাদপত্রগুলি আলকা
প্রকাশ করে যে, বর্তমানে জেলে
আটক প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী
ডঃ সুবান্ডির সমর্থক ৭৫ জন
কুটনীতিবর্গকে বিদেশী দূতাবাসগুলি
হইতে অপসারণ করা হইবে।

বরখাস্ত ১৮ জন কর্ম-
চারীর মধ্যে রহিরাছেন প্রাক্তন
সরকারের ভাষা প্রধান এবং দ্বিতীয়
ডেপুটি পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডঃ নবিল হারলন্দ
এবং প্রাক্তন কৃষির ডেপুটি পররাষ্ট্র
মন্ত্রী মায়ায় সুপেনি।



পুলিস কর্তৃক গ্রেফতারকৃত
শেখ মুজিবুর রহমানকে লহয়া
সিলেট নেলের ঢাকা তাগের
প্রাক্তানীন দৃশ্য।

হলী প্রধানমন্ত্রীর
কালীন করাচী
স্থান

গাচী, ২১শে এপ্রিল—
নের প্রধানমন্ত্রী মিঃ ডাডলী
মিক যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম
জনা ও ইংলণ্ডে দুই
মাপী ৭৭৩ ৩ মাপ্ত করিয়া
ন বদেশ প্রত্যাগমনের পথে
অবতরণ করেন।—পিপিএ

না বিশেষজ্ঞের
মৃত্যু—

গারপ অজ্ঞাত
বোমদাতার (তার)
গাচী, ২১শে এপ্রিল—
গঙ্গা-কপোতাক পাঙ্গ
সহিত সংশ্লিষ্ট জাপানী
মিঃ মিতাহারাকী তাকা-
জ সকাল সাড়ে ৮টার
গিলখানায় মৃত অবস্থায়
হয়।

শেখ মুজিবুর পুনরায় গ্রেফতারঃ পুলিশ প্রহরায় সিলেটে প্রেরিত

(টাক রিপোর্টার)

সিলেট এস-ডি-ও আদালতের
এক পরোয়ানা বলে ঢাকার
জমেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের
নেতৃস্থানীয় একটি পুলিশ পাঠি
গতকাল (বৃহস্পতিবার) রাত্রি
৯টার জনাব মুজিবুর
রহমানকে তাহার বানমজিহ
বাসভবন হইতে গ্রেফতার
করিয়া ঢাকার মহকুমা হাকিমের
(দক্ষিণ) বাসভবনে হাজির
করিলে তিনি তাহাকে পুলিশ
প্রহরারীমে সিলেটে প্রেরণ করেন।
প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষ

করিতে কিছুটা সময়ের প্রয়োজন
হওয়ায় সিলেট মেল ট্রেনখানি
ঢাকা ভাণ্ডে এক ঘণ্টা বিলম্ব
হয় এবং নির্ধারিত সময় রাত্রি
সাড়ে ৯টার স্থলে রাত্রি সাড়ে
১০টার ট্রেনখানি সিলেটের
উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়।
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে,
ঢাকার রমনা থানার মামলার
আগামী হিসাবে বশোরের মহকুমা
হাকিমের নির্দেশক্রমে জনাব শেখ
মুজিবুর রহমান এইদিন ঢাকার
মহকুমা হাকিমের (দক্ষিণ) আদালতে
আত্মসমর্পণ করিলে আদালত তাহার
জামিনের আবেদন নাকচ করেন।
পরে ঢাকার সেশন জজের নিকট
জামিনের আবেদন দাখল হইল।

ঢাকার মামলার সেশন
জজ কর্তৃক

শেখ মুজিবুর

দৈনিক ইত্তেফাক, ২২শে এপ্রিল ১৯৬৬

সংবাদ, ১৯শে এপ্রিল ১৯৬৬

আওয়ামী লীগের উদ্যোগে গল্টো জবসতা :

৬ দফার দাবী এ দেশবাসীর মুক্তির সনদ

ঢাকা, ২৪শে এপ্রিল, (পি.পি.এ.।
পি.পি.)।—পূর্ব পাকিস্তান
আওয়ামী লীগের উদ্যোগে শ্রমিক
সংগঠনের আওতাধীন এক জনসভার
মধ্য দিয়ে ৬ দফার দাবীর
সমর্থনের পুনরুজ্জীবন করা হয়
৬ দফার জনসাধারণের 'মুক্তি'
বলিয়া অভিহিত করা হয়।
৬ দফার দাবীর এক প্রস্তাবে
রাষ্ট্রীয় শ্রমিক সংগঠিত
৬ দফার দাবীর উপর হইতে
মামলা প্রত্যাহারের দাবী
না হয়। সভার গৃহীত
৬ দফার দাবী হইতে
অন্য প্রত্যাহার, রাজস্বের

স্বত্ব, বিজ্ঞানভিত্তিক উপর হইতে
অভিভাব প্রত্যাহার, পাটের মূল্য
বাণিজ্য হেতু এবং নিত্যপ্রয়োজনীয়
স্বাধীনতার উদ্ভবের রোধ ও
প্রবেশের কলহা বন্ধ মতামতের
উপর প্রত্যাশিতকর ব্যবস্থা
অবলম্বনের দাবী জানানো হয়।

গভর্ণমেন্টের আওতাধীন
রাষ্ট্রীয় শ্রমিক সংগঠিত
৬ দফার দাবীর উপর হইতে
মামলা প্রত্যাহারের দাবী
না হয়। সভার গৃহীত
৬ দফার দাবী হইতে
অন্য প্রত্যাহার, রাজস্বের

৬ দফার দাবীর উপর হইতে
মামলা প্রত্যাহারের দাবী
না হয়। সভার গৃহীত
৬ দফার দাবী হইতে
অন্য প্রত্যাহার, রাজস্বের
৬ দফার দাবীর উপর হইতে
মামলা প্রত্যাহারের দাবী
না হয়। সভার গৃহীত
৬ দফার দাবী হইতে
অন্য প্রত্যাহার, রাজস্বের

পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ
সম্মেলন জনাব জাহাঙ্গীর আলী
বক্তৃতার সময় রাষ্ট্রীয় উপর গণভোট
অনুষ্ঠানের আহ্বান জানান : তিনি
বলেন, এই গণভোটে অসম্মান
রাষ্ট্র প্রকাশ করবেন, আওয়ামী লীগ
উই মামলা লইবে। জনাব
জাহাঙ্গীর আলী একের পর
এক বর্ণনা করেন এবং উহার মধ্যে
কোন দফা অসম্মান উই প্রকাশ
করার সম্মেলনভিত্তিক প্রত্যাশার
নাম। তিনি বলেন যে, দেশের
মুক্তি স্বাধীনতা প্রাপ্তির
মামলা নেওয়া উচিত। সভার
প্রাক্তন প্রত্যাশার দাবী জনাব
জাহাঙ্গীর আলী বক্তৃতার
প্রকাশ করা হয়।

শেষ পূঃ ৬ দফার দাবী

৬-দফা দাবীর প্রস্তাব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ মতাবলম্বন

লাহোর, ২৪শে এপ্রিল (পি.পি.
এ)।—পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী
লীগের সাধারণ সম্মেলন
গোলাম মোহাম্মদ মুখতার
করাচী আওয়ামী লীগপতি জনাব
মজিব উল হক এবং সাধারণ
সম্মেলন জনাব খলিল আহমদ
জিহাদি জিহাদি

সংবাদ, ২৫শে এপ্রিল ১৯৬৬

নির্ঘণ্ট

অলি আহাদ ২৫।

আমেনা বেগম ২৯২, ৬৩৪, ৬৩৫, ৬৪০, ৬৪৯, ৬৫২, ৬৫৪, ৬৫৫, ৬৬৫, ৬৬৮, ৬৬৯, ৬৭২, ৬৭৪, ৬৯৯, ৭০৩, ৭১২, ৭২৬, ৭২৯, ৭৩০, ৭৩৯, ৭৪০, ৭৮৪, ৭৮৭, ৭৯০, ৭৯৫, ৭৯৯, ৮০২, ৮৫৭, ৮৬৬, ৮৬৮, ৯১৩।

আব্দুস সালাম খান ৪১।

আইয়ুব নগর ৭৬০।

আইয়ুব খান ১৪৬, ২৯১, ৩১৪, ৩৭৬, ৩৮১, ৩৮৩, ৪৯৩, ৬৯৬, ৮১৬, ৮৯৬।

আবদুল মোনেম খান ১৪৭।

আবদুল মোমেন ১১৭, ২৯২, ৩৪১, ৩৬৭, ৩৭০, ৪১৬, ৪৪৬, ৪৫০, ৪৫৬, ৪৫৯, ৪৬৭, ৪৭২, ৪৭৩, ৪৭৬, ৫৩৪, ৫৪৮, ৫৮৩, ৫৮৪, ৫৯১, ৬৭৫, ৭৭২, ৭৯৩, ৮৬৭।

আবদুল আলা মওদুদী ৩৬।

আবদুল মালেক উকিল ৪২, ১৪৭, ১৭০, ১৭১, ২৪১, ৩৩৬, ৪৩৬, ৪৫০, ৫১৫, ৫৯৪, ৬৫৬, ৬৬৮, ৭৮৪, ৭৯৫, ৮৬৫।

আবদুল হাই চৌধুরী ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ৮৫৫, ৮৫৬।

আবদুল হামিদ খান ভাসানী ৪১, ১১১, ১২৩, ৩৪২।

আব্বাস আলী খান ৭২২।

আওয়ামী লীগ ২৫, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪২, ৪৩, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৫০, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬২, ৬৩, ৬৫, ৭১, ৭৪, ৮১, ৮৭, ৮৮, ৯৪, ৯৮, ১০২, ১০৩, ১০৬, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২৩, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪৩, ১৪৬, ১৪৮, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬২, ১৬৩, ১৬৬, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮২, ১৮৩, ১৮৬, ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৬, ১৯৯, ২০২, ২০৪, ২০৫, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১১, ২১৪, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২২১, ২২২, ২২৫, ২২৬, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫৩, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৭, ২৬৮, ২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮১, ২৮৩, ২৮৮, ২৯০, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯, ৩০৫, ৩০৯, ৩১২, ৩১৩, ৩১৬, ৩১৮, ৩১৯, ৩২০, ৩২২, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯,

৩৩০, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০,
 ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৫,
 ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭২,
 ৩৭৪, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮১, ৩৮৩, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯০, ৩৯১, ৩৯২,
 ৩৯৫, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০০, ৪০১, ৪০২, ৪০৩, ৪০৫, ৪০৬, ৪০৭, ৪০৮,
 ৪১০, ৪১১, ৪১৩, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৬, ৪১৮, ৪১৯, ৪২০, ৪২২, ৪২৩,
 ৪২৫, ৪২৬, ৪২৯, ৪৩১, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৩৯, ৪৪০, ৪৪১, ৪৪৩,
 ৪৪৪, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫১, ৪৫২, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৫৮, ৪৫৯, ৪৬১,
 ৪৬২, ৪৬৪, ৪৬৫, ৪৬৬, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭১, ৪৭২, ৪৭৩,
 ৪৭৪, ৪৭৫, ৪৭৬, ৪৭৭, ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৮১, ৪৮২, ৪৮৫, ৪৮৬, ৪৮৭,
 ৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯০, ৪৯১, ৪৯২, ৪৯৩, ৪৯৪, ৪৯৫, ৪৯৬, ৪৯৭, ৪৯৮,
 ৪৯৯, ৫০০, ৫০১, ৫০২, ৫০৩, ৫০৪, ৫০৫, ৫০৬, ৫০৭, ৫০৮, ৫০৯,
 ৫১০, ৫১১, ৫১৩, ৫১৪, ৫১৫, ৫১৬, ৫১৭, ৫১৮, ৫১৯, ৫২০, ৫২১,
 ৫২২, ৫২৪, ৫২৬, ৫২৭, ৫২৯, ৫৩০, ৫৩২, ৫৩৩, ৫৩৫, ৫৩৬, ৫৩৮,
 ৫৩৯, ৫৪০, ৫৪১, ৫৪২, ৫৪৩, ৫৪৪, ৫৪৫, ৫৪৬, ৫৪৭, ৫৪৮, ৫৪৯,
 ৫৫০, ৫৫১, ৫৫২, ৫৫৩, ৫৫৪, ৫৫৫, ৫৫৮, ৫৫৯, ৫৬০, ৫৬১, ৫৬২,
 ৫৬৩, ৫৬৫, ৫৬৭, ৫৬৮, ৫৬৯, ৫৭০, ৫৭১, ৫৭২, ৫৭৩, ৫৭৬, ৫৭৭,
 ৫৭৮, ৫৮০, ৫৮১, ৫৮২, ৫৮৩, ৫৮৪, ৫৮৫, ৫৮৬, ৫৮৭, ৫৮৮, ৫৮৯,
 ৫৯০, ৫৯১, ৫৯২, ৫৯৩, ৫৯৪, ৫৯৫, ৫৯৬, ৫৯৮, ৫৯৯, ৬০০, ৬০১,
 ৬০২, ৬০৩, ৬০৪, ৬০৫, ৬০৬, ৬০৭, ৬০৮, ৬০৯, ৬১৪, ৬১৫, ৬১৬,
 ৬২০, ৬২১, ৬২২, ৬২৩, ৬২৬, ৬৩২, ৬৩৫, ৬৩৬, ৬৩৭, ৬৩৯, ৬৪০,
 ৬৪২, ৬৪৯, ৬৫০, ৬৫২, ৬৫৩, ৬৫৪, ৬৫৯, ৬৬৫, ৬৬৭, ৬৬৮, ৬৬৯,
 ৬৭০, ৬৭২, ৬৭৩, ৬৭৪, ৬৭৫, ৬৭৭, ৬৮০, ৬৮১, ৬৮৩, ৬৮৪, ৬৮৫,
 ৬৮৬, ৬৮৯, ৬৯০, ৬৯১, ৬৯২, ৬৯৪, ৬৯৬, ৬৯৭, ৬৯৮, ৬৯৯, ৭০১, ৭০৩,
 ৭০৪, ৭০৫, ৭০৬, ৭০৭, ৭০৮, ৭০৯, ৭১০, ৭১২, ৭১৩, ৭১৬, ৭১৭,
 ৭১৮, ৭১৯, ৭২০, ৭২১, ৭২২, ৭২৩, ৭২৪, ৭২৫, ৭২৬, ৭২৯, ৭৩০,
 ৭৩১, ৭৩২, ৭৩৩, ৭৩৪, ৭৪০, ৭৪১, ৭৪২, ৭৪৩, ৭৪৫, ৭৪৬, ৭৪৯,
 ৭৫৭, ৭৬১, ৭৬৮, ৭৭০, ৭৭২, ৭৭৭, ৭৭৯, ৭৮৩, ৭৮৪, ৭৮৫, ৭৮৬,
 ৭৮৭, ৭৮৯, ৭৯০, ৭৯১, ৭৯২, ৭৯৩, ৭৯৪, ৭৯৬, ৭৯৮, ৭৯৯, ৮০০,
 ৮০১, ৮০২, ৮০৩, ৮০৪, ৮০৫, ৮০৬, ৮০৭, ৮০৮, ৮০৯, ৮১০, ৮১১,
 ৮১২, ৮১৩, ৮১৫, ৮১৬, ৮১৮, ৮১৯, ৮২০, ৮২১, ৮২২, ৮২৩, ৮২৫,
 ৮২৯, ৮৩০, ৮৩৪, ৮৪১, ৮৪২, ৮৪৩, ৮৪৬, ৮৪৭, ৮৪৮, ৮৪৯, ৮৫০,
 ৮৫৪, ৮৫৫, ৮৫৭, ৮৫৮, ৮৫৯, ৮৬০, ৮৬১, ৮৬৩, ৮৬৪, ৮৬৫, ৮৬৬,
 ৮৬৭, ৮৬৮, ৮৭৩, ৮৭৪, ৮৭৬, ৮৯৭, ৯০২, ৯০৬, ৯১০, ৯১১, ৯১২,
 ৯১৩, ৯১৪, ৯১৬, ৯২৪, ৯৩০, ৯৩১, ৯৩৩ ।

আলী আকসাদ ৪৮, ১৮০, ২৩৭ ।
 আলীম আল রাজী ২৫ ।
 আসাদুজ্জামান খান ১৪৭ ।
 আহসান আহমদ আলতামাশ ৪৬৭, ৪৬৮ ।
 আসিফ আহমেদ ৭৮৪ ।
 আতাউর রহমান খান ২৫, ২৬, ৪৮, ১৪৭, ১৮০, ২৩৬, ৩৩০, ৪২১,
 ৪৪৬, ৪৪৭, ৪৪৯, ৪৫৩, ৪৫৪, ৬৮৭, ৮৩৪, ৮৫৫, ৯১৪, ৯৩২ ।

ইত্তেফাকের পুনঃপ্রকাশ ৭৮৫, ৭৯৩, ৮৬৪ ।
 ইত্তেফাকের ছাপাখানা বাজেয়াপ্তি ৭১৯, ৮৫৭ ।
 ইডেন হোটেল/হোটেল ইডেন ২৯৪, ২৯৬ ।
 ইনটেলিজেন্স সার্ভিস ৯০২ ।
 ইউসুফ আলী চৌধুরী ১৪৭, ৮০৭ ।

এ বি এম নূরুল ইসলাম ৭৯৫ ।
 এন ডি এফ ৯২৪ ।
 এবডো ৭১৭, ৭৩১, ৮৪০ ।
 এম এ আজিজ ১৭৯, ৩৩৬, ৪৯৬, ৫০৫ ।
 এম এ এইচ ইস্পাহানী ৩১৮ ।
 এম এ এইচ জায়েদী ৮৪০ ।
 এক ইউনিট ৫৮৬, ৫৮৭, ৬৮১, ৬৯১, ৭৯৭, ৭৯৮, ৮০০, ৮০২, ৮০৫,
 ৮০৮, ৮১৮, ৮২০, ৮২১, ৮২২, ৮২৫, ৮৪১, ৮৫৪, ৮৬৫, ৯০৪, ৯৩৩ ।

ওয়াহিদুজ্জামান ৩২, ৩৩, ৩৭, ৩৮, ৪৬, ৪৩৯ ।

কপ ২২, ২৩, ৪১, ৫৮, ৬০, ৬১, ৭৯ ।
 কংগ্রেস ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ৪৩৯, ৮৮৪ ।
 কায়েদে আজম ২১৪, ২১৬, ২৮৩, ৪৭৪, ৫৮৭, ৮৯৯ ।
 কাউন্সিল মুসলিম লীগ ১৬৯, ১৭০, ২০৩, ২২১, ২৪৫, ২৭৮, ৫২২, ৫২৭,
 ৫৪৬, ৫৭৪, ৭০৭, ৭১৭, ৭১৮, ৭৩২, ৮৬৬, ৮৬৭, ৮৭৩, ৮৭৭, ৮৯৪,
 ৯০৮, ৯৩১ ।
 কামরুজ্জামান খান ৮৪৭ ।
 কাজী ফয়েজ মোহাম্মদ ৭৯৮ ।
 কাজী ফজলুল্লা ৮৪১ ।
 কে এম ওবায়দুর রহমান ২৯২, ২৯৯, ৩৩৭, ৩৬৭, ৩৭০, ৪১৫, ৪২১,
 ৫৪০, ৫৪২, ৫৪৮, ৫৬২, ৫৯১, ৭৭৩ ।
 ক্রুগমিশন ৪৩৮ ।

খলিল আহমদ ত্রিমেজী ২৮০।
 খলিল আহমদ তিরমিজি ৩১৮, ৫৯১, ৫৯৯।
 খান মোহাম্মদ লুন্দখোর ২৬৫, ২৬৬।
 খান আবদুস সবুর ৪৭, ৪৫৪, ৮২৭।
 খাজা আহসানউল্লাহ ১৪৭।
 খাজা রফিক আহমদ ১০২।
 খাজা খয়েরুদ্দীন ১৪৭।
 খোন্দকার মোশতাক আহমদ ২২১, ২৩৬, ২৪০, ২৪৪, ২৫০, ২৫৯, ২৬১, ২৬৩, ২৬৫, ২৬৭, ২৬৮, ২৭৬, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৪১, ৩৬১, ৩৬৭, ৩৭০, ৩৭৩, ৪০৮, ৪২১, ৪৩৮, ৪৫০, ৪৫৬, ৪৫৯, ৪৭০, ৪৯৪, ৫০২, ৫৪৩, ৫৪৪, ৫৬২, ৬৮২, ৬৭৫, ৮৬৪, ৮৬৭।
 খোন্দকার মাহবুব হোসেন ৭০, ৯০, ৯৫, ১০১, ১৫৩, ১৫৪, ১৬৭, ৬৫৯।
 গণপরিষদ ২১৭, ৮৯৪।
 গিয়ুৎসা কালাই ৬৫৩।
 গোয়েন্দা বিমান ১০৭।
 গোলাম আজম ৩৬, ১১১, ১৭১, ৬৮৭, ৬৮৯।
 চৌ এন লাই ১০৭, ১১৩।
 চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ৩৬, ৪১, ২০১, ২০৫, ২৪৫, ২৫৬, ২৬০, ২৭২, ৩১২, ৭৩১, ৮৫৫, ৮৫৬, ৮৯৪, ৯১০।
 চৌধুরী গোলাম মোহাম্মদ ৩৬।
 জননিরাপত্তা আইন ৪৫৩, ৫৩২, ৫৩৪।
 জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স ১৯৭, ৪৮৪, ৫২৬।
 জহীরুদ্দীন ৩৪, ৩৫, ১৪৭, ১৯৭, ২৯৯, ৩৭১, ৪৯৩, ৫৪১, ৬৪৪, ৬৫৬, ৮১২, ৮১৫।
 জহুর হোসেন চৌধুরী ২৫, ২৬, ৪৮, ৪৬৬, ৭৩০।
 জহুর আহমদ চৌধুরী ১৪১।
 জামাতে ইসলামী ২০০, ২০৪, ২০৫, ২২৩, ২২৭, ২২৮, ২৪৫, ২৪৬, ৩১২, ৫১৫, ৫২১, ৫২৭, ৫৪৬, ৫৫৮, ৫৯৪, ৭১৮, ৭২২, ৭৩২, ৮৬৬, ৮৬৭, ৮৭৩, ৮৯৪, ৯০৮, ৯৩১, ৯৩২।
 জাতিসংঘ ১২৮, ১৩২, ২৪৩, ৩২৮।
 জাতীয় পরিষদ সদস্য ২৫, ১০৩, ১২৫, ১৭০, ১৭৯, ২০১, ২২১, ২৩৭, ২৪৪, ২৫০, ২৬১, ২৬৭, ২৯৪, ৩২০, ৩৩০, ৩৩১, ৩৪৪, ৩৪৬, ৩৪৯, ৩৬১, ৩৭৩, ৪৩৮, ৪৬৪, ৪৭০, ৪৮৪, ৪৯৯, ৫০০, ৫৫১, ৫৫২, ৫৫৯, ৫৯৬, ৬৫৪, ৬৭৬, ৭১৮, ৭৪০, ৭৮৪, ৭৯৬, ৮০৭, ৮০৮।

জাতীয় পরিষদ ২৫, ৩৮, ৫৬, ৬২, ৬৪, ৮৮, ১০৩, ১২৫, ১৭০, ১৭৯, ২০১, ২২১, ২৩৭, ২৪৪, ২৫০, ২৬১, ২৬৭, ২৯৪, ৩২০, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩৬, ৩৪৪, ৩৪৬, ৩৪৯, ৩৬১, ৩৭৩, ৪৩৮, ৪৬৪, ৪৭০, ৪৮৪, ৪৯৯, ৫০০, ৫০৪, ৫৩৫, ৫৫১, ৫৫২, ৫৫৯, ৫৯৬, ৬৫৪, ৬৭৬, ৭১৮, ৭৪০, ৭৮৪, ৭৯৬, ৮০৭, ৮০৮, ৮৯২।
 জাতীয় পরিষদের নির্বাচন ৩৩, ৫৬।
 জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ৫৭, ৫১২।
 জুলফিকার আলী ভুট্টো ৩১১, ৩৭৪, ৩৮১, ৩৮৪, ৪০৩, ৪০৫, ৮৩৯।

ট্রান্সক্রিপট ১২২, ১২৩।
 টেঙুপাতা অর্ডিন্যান্স ৩৫২, ৩৬১, ৪২৩, ৪৪০, ৪৬৪, ৪৮৬, ৪৯৬, ৫৩০, ৫৩৫, ৫৫১, ৫৬০, ৫৬৩, ৫৭০, ৫৮৫, ৫৮৯, ৬০৬, ৯০৪।

ড. আবু মাহমুদ ২১৫।
 ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ৮৩।
 ড. ওসমান গনি ২১৫, ২১৬।
 ডানপঙ্খী ৯১০, ৯১৬।
 ডাক ও তার বিভাগের ধর্মঘট ৫৯।
 ডি পি আর ৬৫৮।

ঢাকা সেন্ট্রাল জেল ১৬০, ১৬৪, ৫০২, ৭২৯, ৭৪১, ৮১৩, ৮১৪, ৮১৫, ৮১৭, ৮৫৪, ৮৬১।
 ঢাকা আইনজীবী সমিতি ৮৩।
 ঢাকা ইমপ্রোভমেন্ট ট্রাস্ট ৭৬০।
 ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২১৫, ৫২৭, ৭১০।

নূরে আলম সিদ্দিকী ৭৭৩, ৮০৯, ৮৬৫।
 নূরুল আমীন ১৪৬, ৪৯৯, ৫১২, ৫২৬, ৬৮৬, ৬৮৭, ৮৯৪।
 নূরুল ইসলাম চৌধুরী ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭৫, ২২১, ২৩৬, ২৫০, ২৫১, ২৫৬, ২৫৯, ২৬৪, ২৭৬, ২৯২, ৩১৭, ৩২০, ৩২২, ৩২৩, ৩২৪, ৩৩৭, ৩৩৯, ৩৬৭, ৩৭০, ৪০৮, ৪২১, ৪৫০, ৪৫৯, ৪৬৬, ৪৭০, ৪৭২, ৪৭৬, ৪৮২, ৪৮৯, ৪৯৬, ৫০২, ৫০৫, ৫৪৩, ৫৪৪, ৫৪৯, ৫৫৮, ৫৬২, ৫৮৩, ৫৮৮, ৫৯১, ৬১২, ৬১৩, ৬১৪, ৬২০, ৬২৬, ৬৫৬, ৭১৩।

নেজামে ইসলাম ৪১, ৪৮, ১৬৯, ১৭০, ২০৫, ২৪৫, ২৭৮, ৩১২, ৪৯৯, ৫০০, ৫৩৩, ৫৪৬, ৫৫৪, ৭৩২, ৮৫৫, ৮৫৬, ৮৭৩, ৮৭৭, ৮৯৪, ৯৩১।
ন্যাপ ৪০, ৫৮, ১২৪, ১২৫, ১৪৭, ২১৭, ৩৪২, ৩৮৮, ৪৮১, ৪৯৯, ৫০০, ৫০১, ৫৮৭, ৫৯৮, ৬০৭, ৬৮৮, ৬৯৮, ৭০০, ৭০৭, ৭১৭, ৭৩২, ৭৫৭, ৭৬১, ৭৬২, ৭৭২, ৮০৪, ৮১০, ৮২২, ৮৬৬, ৮৭৩, ৮৭৪, ৯০৬, ৯১০, ৯২৪, ৯৩২, ৯৩৩।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ৩৫, ৪১, ২০৫, ২১৬, ২৪৫, ৩৪২, ৫১১, ৫৪৬, ৬০৭, ৭০০, ৭২৬, ৭৬১, ৮০৪, ৮৪০, ৯০৯, ৯৩২।
নসরুল্লাহ খান ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৪১, ১০২, ১৭০, ১৯১, ২০৪, ২০৫, ২০৭, ২৭৪, ২৭৮, ৪৯৬, ৫৪৭, ৫৮৯, ৭৩২, ৭৮৯।
নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেসের বাজেয়াপ্তি ৬৭৫।

তাসখন্দ ঘোষণা ৩১, ১৫৫, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৯, ১৮১, ১৯২, ১৯৮, ১৯৯, ২০৪, ২০৫, ২১৬, ২২৯, ২৩০, ২৩৪, ৬৮২, ৬৯১, ৯০৪।
তাজউদ্দীন আহমদ ৩১৩, ৩৩১, ৩৩৯, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৫৯, ৩৬৪, ৩৭১, ৪০৫, ৪৮৪, ৪৮৯, ৫০৫, ৭৯৯।

দেওয়ান আবদুল বাসিত ৪০০, ৮৩৯।
দেশদ্রোহিতার মামলা ৫০, ৬৭, ৭০, ৭২, ৭৭, ৮২৯।
দেশরক্ষা আইন ৪১৭, ৪৪৬, ৪৯৮, ৪৯৯, ৫০১, ৫০২, ৫০৭, ৫১০, ৫১২, ৫১৩, ৫১৪, ৫১৯, ৫২৯, ৫৩০, ৫৩২, ৫৩৪, ৫৩৫, ৫৩৬, ৫৪৩, ৫৫০, ৫৫১, ৫৬৩, ৫৭০, ৫৭২, ৫৭৩, ৫৭৪, ৫৮৪, ৫৮৮, ৫৯২, ৫৯৩, ৫৯৭, ৬৭০, ৬৮২, ৬৯১, ৭০৫, ৭৩৪, ৭৪২, ৭৭২, ৮২০।

পল্টন ময়দান ৩৮০, ৪০১, ৫৩৯।
পাকিস্তান দণ্ডবিধি ৪৬, ৫০, ৫২, ৫৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৯৬, ১০০, ১০১, ১৪৮, ১৫৯, ১৬২, ১৬৪, ১৬৫, ৪১৮, ৪২০, ৪২১, ৪২৫, ৪২৬, ৪৮১, ৮১৪, ৮১৮, ৮৫৩, ৮৫৪, ৮৬১।
পাকিস্তান ফৌজদারী দণ্ডবিধি ৯৫, ৯৭, ৪১৬, ৭১২, ৮১৩, ৮১৫, ৮৪৯।
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট ৭৪৩।
পাকিস্তান আন্দোলন ৮৮৪।
পাকিস্তান সংবাদপত্র (মালিক) সমিতি ৮৩।
পাকিস্তান সংবাদপত্র সম্পাদক পরিষদ ৮৩।
পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন ৭৪৯, ৮০৭।

পি আই এ বিমান দুর্ঘটনা ৮১, ৮২, ৮৩।
পি ডি এম ৭৪৩, ৭৪৪, ৭৫৬, ৭৬০, ৭৮৬, ৭৮৭, ৭৮৮, ৮০২, ৮০৩, ৮০৭, ৮১০, ৮২১।
পিডিএম ৭৪৬, ৭৫৬, ৭৮৭, ৭৮৯, ৭৯০, ৭৯১, ৭৯৬, ৭৯৮, ৭৯৯, ৮০৭, ৮০৮, ৮১০, ৮১১, ৮১২, ৮২৩, ৮৫৯।
পীর হাবিবুর রহমান ৮০৪।
পূর্ব পাকিস্তান দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি ২৫।
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ৮০৯।
পূর্ব পাকিস্তান নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স ১৫৯, ৫২৬।
প্রেস এ্যাণ্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স ৮৭৬।
প্রেস ট্রাস্ট ৭৪৩।
প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ৩২, ৭১৭, ৮৫৫।
প্রতিরক্ষা আইন ২৩১, ৪১৩, ৪৯০, ৫৮৩, ৬১২, ৬১৩, ৬১৬, ৬৫৮, ৭৫৭।

ফরিদ আহমদ ২২, ১৩৫, ১৪৭, ১৭০, ৩৯১, ৪৯৯, ৫০০, ৫০৪, ৫১২, ৬৮৭, ৬৮৮।
ফকির আবদুল মান্নান ১৪৭, ২৫৩, ২৫৪।
ফাতেমা জিন্নাহ ১১৩।
ফেরদৌস আহমদ কোরেশী ৭৭৩।
ফেডারেল সরকার ১৮৪, ১৮৫, ১৯১, ১৯২, ১৯৯, ২০০।
ফেডারেশন ১৮৪, ১৯৭, ৫৩৪, ৫৪৫।

বাংলা শর্টহ্যাণ্ড রিপোর্টার ১০১।
বামপন্থী ১২০, ১২১, ৯০২, ৯১৬, ৯১৭, ৯১৮, ৯১৯, ৯২২, ৯২৪, ৯২৫।
বি ডি হাবিবুল্লা ৮৫৯।
বুর্জোয়া ৯০৭।
বেগম আবাদ আহমদ ২৬৫।
বেগম আখতার সোলেমান ১৩৯।
বেগম সুফিয়া কামাল ১৩৮, ১৪০।
বৃটিশ ক্যাবিনেট মিশন প্লান ৮৮৪।

মঞ্জুরুল হক ৪০, ২৮৮, ৭৯৬।
মনসুর আলী ২৫২, ২৯৩, ৩৩৮, ৩৪০, ৩৪৪, ৩৪৭, ৪০৬, ৪৪১, ৫১৭, ৫৫০, ৫৭৬, ৫৮৩, ৭৭২, ৮৬১।

মওলানা মোহাম্মদ আবদুর রহিম ৩৬, ৫২৭।
 মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ ৩৩, ১৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৬, ৮০২।
 মজলিস উলেমা-ই-পাকিস্তান ২২৮।
 মনি সিং ৮৫৮, ৮৬০, ৮৬৪, ৮৬৫, ৮৬৭।
 মসিহুর রহমান ১০৩, ১০৪, ১২৫, ২৯৩, ৪১৩, ৫০১।
 মতিয়া চৌধুরী ১০৪, ৫২৮, ৭৬১, ৭৭৩, ৭৯৩, ৮০৪, ৮০৬, ৮৬৫, ৮৬৭।
 মাদারে মিল্লাত ২২, ২৩, ২৮, ২৯, ৩৭।
 মাহবুবুল হক ২৫, ২৬, ৪৮, ২৩৭।
 মাহমুদ আলী ২৫, ২৬, ৩৬, ৪৮, ৮২, ১৪৭, ১৮০, ২৩৭, ৫০০, ৫০৪, ৫১২, ৬৮৭, ৬৮৯।
 মাহমুদুল হক ওসমানী ৩৫, ২১১, ২১৬।
 মালিক গোলাম জিলানী ৩৫, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ২০৭, ২৭৬, ৪৮৬, ৪৯৬, ৬৮০, ৭৩২, ৭৫২, ৮০২।
 মালিক হামিদ সরফরাজ ২৯০, ৩১৪, ৭৭৯, ৭৯৫।
 মিয়া মোহাম্মদ তোফায়েল ৩৬।
 মিয়া মঞ্জুরুল হক ২৮৮।
 মিজানুর রহমান চৌধুরী ১৬৮, ১৬৯, ২২১, ২৩৬, ২৪৪, ২৫০, ২৫৬, ২৬১, ২৬৭, ২৯০, ৩২৪, ৩২৯, ৩৩৯, ৩৬৭, ৩৭৩, ৩৮৯, ৪৩৭, ৪৩৮, ৪৪৪, ৪৬৬, ৪৭০, ৪৭২, ৪৭৮, ৪৮৫, ৪৮৮, ৪৯৩, ৪৯৫, ৫৬৮, ৫৯৭, ৬৭৬, ৬৮৫, ৭১৩, ৭৭২, ৭৯৫, ৭৯৯, ৮২২।
 মীর আবদুল বাকী বালুচ ১০২।
 ম্যাগনাকার্টা ৩১০, ৩৪৩, ৩৪৬, ৪১২, ৪৬৪, ৫৬১, ৬৫৩, ৬৫৪।
 মৌলিক গণতন্ত্রী ২৭৮, ৪৩১, ৫৫৫, ৫৮০, ৫৯৮, ৬৩৫, ৭১৭, ৮৬৮।
 মোহাম্মদ শফি ২৪৫, ২৭৭, ৭৯৫।
 যুক্তফ্রন্ট ২০৪, ২০৫, ২৪৬, ৮৭৭, ৯০১, ৯১৩, ৯১৪, ৯১৫।
 রণেশ দাশগুপ্ত ৬৯১, ৭০০, ৭৭২।
 রবীন্দ্রনাথ ৮২৭, ৮৩৫, ৮৩৬, ৯২০।
 রাশেদ খান মেনন ৫২৮, ৭৭৩, ৮৬৭।
 রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা ২৯, ৫১, ৬৫, ৭৬, ৯০, ৯১, ৯৫, ৯৬, ১০০, ১১৮, ১৪৭, ১৪৮, ১৫২, ১৫৪, ১৫৮, ১৬২, ১৬৭, ২৫৬।
 রাজদ্রোহিতা মামলা ৫৫।
 রেল ধর্মঘট ৭৩, ৮৯।

লাহোর সম্মেলন ১৭৬, ১৭৮, ১৯২, ১৯৩, ১৯৯, ২১৭, ২১৮, ২১৯।
 লাজোস জিনেজ ৬৫৩।
 লালবাহাদুর শাস্ত্রী ১৫৪।
 লালদিঘী ময়দান ২২৮।
 লিউ শাও চি ৩৮৩।
 লিফলেট মামলা ২৬, ৯৯।
 লেভী ২৩৪, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৮, ২৫৯, ২৭৪, ২৭৬, ৩৫২, ৩৬৯, ৩৭৩, ৩৮৮, ৪০৫, ৪০৬, ৪৪০, ৪৪১, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, ৪৬০, ৪৭৭, ৪৮৬, ৪৮৭, ৪৮৯, ৪৯০, ৪৯২, ৪৯৬, ৫২৩, ৫২৯, ৫৩৫, ৫৪৮, ৫৭০, ৫৭৭, ৫৮০, ৫৮৫, ৫৮৯, ৬৬৯, ৬৭২, ৭২৫।
 শহীদ দিবস ৪৯, ৭০৭, ৭০৯।
 শাসনতন্ত্র ৩৫, ৫১, ১১৬, ১৮৫, ২০১, ২০৩, ২০৫, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৮, ৩১০, ৩৩০, ৫৮৮, ৭১৮, ৭৭০, ৭৭১, ৭৯১, ৮৫৫, ৮৯৫, ৯২৩।
 শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ৪৯, ৭০, ৯৮, ১০১, ১২৩, ১৫৩, ১৫৪, ২২৬, ৩৩৮, ৩৪৭, ৩৫৯, ৩৬৭, ৪১৯, ৫২৩, ৫৮০, ৫৯১, ৭১৩, ৮৫০, ৮৫৩।
 শাহ আজিজুর রহমান ২৫, ২৬, ৩১, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪৮, ৫৮, ৮২, ১২১, ১২৭, ১৩৪, ১৪৭, ১৬৭, ১৮০, ২৩৭, ৩৩৬, ৩৩৭, ৪৯৯, ৫০৪, ৫০৬, ৬৮৭, ৬৮৮, ৭২০, ৭২১, ৭৬০, ৮৬১, ৮৮৩।
 শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ২৯০, ৩০০, ৩১০, ৮৮০, ৮৮৩, ৮৮৮, ৮৯০।
 শেখ আবদুল মজিদ সিন্ধী ৩৫, ৩৬।
 শেখ ফজলুল হক (মনি) ৫৪০, ৫৪২, ৬৪০, ৭৭৩।
 শেখ মনজুরুল হক ২৬৫।
 শেখ লুৎফর রহমান ৭২৪, ৮৬৪।
 শিক্ষা দিবস ৭৯৪।
 সত্যেন সেন ৬৯১, ৬৯৮, ৭০০, ৭০৯, ৭৭২।
 সমাজতন্ত্র ১০৭, ২১৭, ২৯৩, ৩৮৮, ৩৮৯, ৮০২, ৮০৫, ৮১৮, ৮২০, ৮২১, ৮৪৭, ৮৫৪, ৮৬০, ৮৬৩, ৮৬৫, ৯০৩, ৯১৭।
 সরদার আসলাম ৫৯৯, ৮৩৯, ৮৪০।
 সরদার শওকত হায়াত ৩৫, ২০৭, ৮৭৫।
 সরকারী বার্তা লেখক ৬৬০, ৬৬৫।
 সরকারী রিপোর্টার ৯৯, ৬২৫, ৬৩৭, ৬৬৩, ৬৬৪, ৮১৩।

সম্মিলিত বিরোধী দল ৩৫, ৩৬, ৪২, ১৯০, ২০৭, ৭৩২।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ২৫, ২৬, ৬৮৯।

সার্ভিসেস ও জেনারেল এডমিনিষ্ট্রেশন ১০০।

সিয়াটো ১০৪, ১০৭।

সৈয়দ আলী আহসান ৮৩।

সৈয়দ আলতাফ হোসেন ৩৫, ৪৯৯, ৫০০, ৫০১, ৫০৬, ৭৬১, ৭৭২, ৮৬০।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম ২৩৩, ২৬১, ২৬৭, ২৭১, ২৮০, ২৮৯, ২৯২, ৪২৩, ৪৩৫, ৪৬৭, ৫১৮, ৫৯০, ৬৫২, ৬৫৫, ৬৬৮, ৬৬৯, ৬৭২, ৭৮৪, ৭৮৫, ৭৮৯, ৭৯০, ৭৯৫, ৮০২, ৮১৩, ৮১৪, ৮১৬, ৮১৮।

সৈয়দ মুসলেহউদ্দীন আহমেদ ৩৬।

সৈয়দ হাসান আসকারী ৭৯৬।

সৈয়দ জিয়াউল আহসান ২১৭।

সেন্টো ১০৪, ১০৭, ১১২, ৩৭৭, ৩৮২, ৩৮৫, ৩৮৬।

হরতাল ৫৮৫, ৫৮৯, ৬০০, ৬০২, ৬০৩, ৬০৪, ৬০৫, ৬০৬, ৬০৮, ৬০৯, ৭০৯, ৭১৭।

হাতেম আলী খান ২৫৩, ৫১১, ৭৬১, ৭৭২, ৮০৪।

হাসান আক্ষারী ১০২।

হাজী মোহাম্মদ দানেশ ৩৫, ৪০, ৮৫৮, ৮৬৭।

হাফিজ হাবিবুর রহমান ১৬৮, ১৬৯, ১৭৫, ২৯৯, ৭০৮।

হামিদ সরফরাজ ২৬৫, ২৯০, ৩১৪, ৭৭৯, ৭৯৫।

হামিদুল হক চৌধুরী ২৫, ২৬, ৪৮, ১৪৭, ২৩৭।

হেব্রিয়াস কর্পাস ৫০৮, ৫৪৫, ৬০৭, ৬১২, ৬১৩, ৬১৪, ৬১৯, ৬২০, ৬২৬, ৭৫৪, ৭৫৫, ৭৬৭, ৭৬৮, ৭৭০, ৭৭১, ৭৭৭, ৭৭৮।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৩৫, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪৮, ১৫২, ১৬২, ১৬৫, ২৯৪, ৩১৪, ৩৪০, ৪৪৪, ৬৭৩, ৮৯০।

ড-দফা ১৮৩, ১৮৪, ১৮৬, ১৯৭, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০২, ২০৩, ২০৪, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১১, ২১৩, ২১৪, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২২১, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৮, ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৫২, ২৫৬, ২৫৮, ২৫৯, ২৬১, ২৬২, ২৬৪, ২৬৫,

২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮১, ২৮২, ২৮৩, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, ৩০৪, ৩০৫, ৩০৯, ৩১০, ৩১১, ৩১২, ৩১৩, ৩১৪, ৩১৬, ৩১৮, ৩১৯, ৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৮, ৩৩০, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৫, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৫০, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৫, ৩৫৭, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৪, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৮৯, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৫, ৩৯৯, ৪০০, ৪০১, ৪০৩, ৪০৫, ৪২০, ৪২২, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩১, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৪০, ৪৪১, ৪৪৩, ৪৫০, ৪৫১, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৬১, ৪৬২, ৪৬৩, ৪৬৪, ৪৬৫, ৪৬৬, ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭১, ৪৭৬, ৪৭৭, ৪৭৮, ৪৮১, ৪৮২, ৪৮৩, ৪৮৫, ৪৮৭, ৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯০, ৪৯১, ৪৯২, ৪৯৩, ৪৯৪, ৪৯৫, ৪৯৬, ৪৯৭, ৫০১, ৫০৩, ৫০৫, ৫০৬, ৫০৯, ৫১৩, ৫১৫, ৫১৭, ৫২১, ৫২২, ৫২৩, ৫২৭, ৫৩০, ৫৩২, ৫৩৫, ৫৩৬, ৫৩৮, ৫৪০, ৫৪১, ৫৪২, ৫৪৩, ৫৪৫, ৫৪৭, ৫৪৯, ৫৫০, ৫৫৪, ৫৫৫, ৫৫৮, ৫৫৯, ৫৬০, ৫৬১, ৫৬৩, ৫৬৪, ৫৬৫, ৫৬৯, ৫৭০, ৫৭২, ৫৭৩, ৫৭৪, ৫৭৬, ৫৭৭, ৫৭৮, ৫৮০, ৫৮১, ৫৮২, ৫৮৪, ৫৮৫, ৫৮৬, ৫৮৮, ৫৮৯, ৫৯০, ৫৯১, ৫৯২, ৫৯৩, ৫৯৪, ৫৯৫, ৫৯৬, ৫৯৭, ৫৯৮, ৫৯৯, ৬০২, ৬০৩, ৬০৬, ৬১৬, ৬২০, ৬২১, ৬২২, ৬৩২, ৬৩৯, ৬৪০, ৬৪৮, ৬৫০, ৬৫২, ৬৫৩, ৬৫৪, ৬৬৭, ৬৬৮, ৬৬৯, ৬৭১, ৬৭২, ৬৭৫, ৬৮০, ৬৮৫, ৬৮৯, ৬৯০, ৬৯৯, ৭০১, ৭০৩, ৭০৪, ৭০৫, ৭০৬, ৭০৭, ৭০৮, ৭০৯, ৭১৯, ৭২৩, ৭২৮, ৭৩৯, ৭৪০, ৭৪২, ৭৪৩, ৭৪৪, ৭৪৫, ৭৪৯, ৭৭৯, ৭৮৩, ৭৮৪, ৭৮৫, ৭৮৬, ৭৮৭, ৭৮৮, ৭৯০, ৭৯৩, ৭৯৪, ৭৯৬, ৭৯৭, ৭৯৮, ৮০২, ৮০৩, ৮০৫, ৮০৭, ৮০৮, ৮০৯, ৮১০, ৮১৮, ৮২২, ৮২৩, ৮২৫, ৮২৬, ৮২৭, ৮৩০, ৮৪০, ৮৪৭, ৮৫৯, ৮৬০, ৮৬৩, ৮৬৪, ৮৬৫, ৮৬৭, ৮৭৬, ৮৭৭, ৮৭৯, ৮৮১, ৮৮২, ৮৮৬, ৮৮৮, ৮৯১, ৮৯৪, ৮৯৫, ৮৯৬, ৮৯৭, ৯০৬, ৯১২, ৯১৬, ৯১৮, ৯২১, ৯৩০, ৯৩২।

৮-দফা ৭৪৩, ৭৪৪, ৭৪৫, ৭৫৬, ৭৫৭, ৭৮৩, ৭৮৫, ৭৮৬, ৭৮৭, ৭৯০, ৯১২।

২১-দফা ২৫১, ২৭৫, ২৮৮, ২৯০, ৮৭৬, ৮৭৭, ৮৯৪, ৯০১, ৯১৫।

নোট

নোট

নোট

নোট